[১৮৪৭ সালের ২০ আইন অনুসারে রেজেষ্টীকৃত।]

৬ষ্ঠ বর্ষ। বৈশাখ। ১ম সংখ্যা।

১৮২১, ১৩০৬।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা।		বিষয়	পৃষ্ঠা।
১।	নব-বর্ষ	১	৪।	পঞ্চদশী	১৭
২।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	৩	৫।	উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য	২২
৩।	গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন	৭	৬।	সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা	৩২

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২১।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য——সমেত ডাকমাশুল ১॥০ মাত্র।

পশ্চাদেয় মূল্য—অর্থাৎ ১৩০৬ সাল হইতে—আষাঢ় মাসের মধ্যে না দিলে— } সমেত ডাকমাশুল ২৲ টাকা, { প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে বা ঠিকানা-বদল জানাইতে গ্রাহকগণ অবশ্য ২ সাগ্রহে শীঘ্র ২ গ্রাহক-নম্বর দিবেন।

১৩০১।২।৩।৪ সালের বাঁধাই হিন্দু-পত্রিকা প্রতি সন ১/০, ১৩০৫ সালের ১॥০ মূল্যে বিক্রেয়। ১৩০৬ সালের অগ্রিম মূল্য গ্রাহকগণ কৃপাপূর্ব্বক শীঘ্রই [illegible]

মূল্যপ্রাপ্তি-স্বীকার।

(ডাকে আদায়।)

১০৪৮ নং যোগেন্দ্রনাথ বসু ১৩০৪৫
১৭৫৩ নং পবলিকলাইব্রারি গুড়গোলা ১৩০৫
মুরশিদাবাদ
২৫২৬ নং বিজয়গোপাল রায় ১৩০২
৮৫৫ নং হরিশ্চন্দ্র দাস ১৩০৫
১০৯২ নং রামলাল মৈত্র ,,
১৭৩২ নং প্যারিমোহন ঘোষ ঐ
২৭৫৮ নং শরচ্চন্দ্র দত্ত ,,
২৭৫৩ নং ডাক্তার সূর্য্যকুমার বসু এল, এম, এস্, ,,
২৭৫৪ নং হরিপ্রসন্ন মিত্র ঐ
২৭৫৭ নং অমৃতলাল রায় ১৩০১।২।৩ আং
২৭৫৫ নং প্যারিমোহন ঘোষ ঐ
২৭৫৬ নং দ্বারিকানাথ দাস অধিকারী ঐ
২১২৮ নং শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৩০৫
২১৫০ নং শ্রীকান্ত সরকার ঐ
৭৬৪ নং গোলকচন্দ্র দে সরকার ঐ
২৮ নং অম্বিকাচরণ কর্ম্মকার ১৩০৩।৪৫
৩১৩ নং বেনওয়ারীলাল মজুমদার ১৩০৫
২০৬৪ নং পণ্ডিত এস্ এন্ অগ্নিহোত্রী ১৩০৫।৬
২৭৬০ ,, রামরূপ সাহা ,,
২১৫ ,, ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
১৭৯৪ ,, রামেশ্বর মজুমদার ১৩০৪।৫
৯২ ,, আনন্দহরি বসাক ১৩০১।২।৩।৪।৫
১১১২ ,, যোগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩০৬
২৪১৮ ,, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০৫।৬ আং
২০৫৩ ,, শশিভূষণ দত্ত ১৩০৫।৬
১০৭৯ ,, জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০৫
৮৯ ,, অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় ১৩০৬।৭
১৪৭৩ ,, মহিমাচন্দ্র ঘোষ ১৩০৪।৫
১০৫৯ ,, জগৎচন্দ্র কাননগুহ ,,
২৭৫০ ,, পণ্ডিত রামসরূপ শর্ম্মা ১৩০১।২।৩।৪
৫৫১ ,, দ্বারিকানাথ সিংহ রায় ১৩০৫
১০৬১ ,, জয়কৃষ্ণ মহাপাত্র ঐ
১৮৭০ ,, রামেশচন্দ্র নন্দী ঐ
৪৩ ,, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঐ
৭৩৫ ,, গিরিজাশঙ্কর মজুমদার ,,
২৭৫৯ ,, অপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন ১৩০১।২।৩ আং
৮০৯ ,, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মহাজন ১৩০৫
৮১৭ ,, গৌরহরি চক্রবর্ত্তী ,,
৮১৪ ,, মেসার্স ঘোষ এণ্ড কোঃ ,,
৯৪৪ নং হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ১৩০৫
২৩৭৪ ,, রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরি ,,
৭৫৫ ,, গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় ১৩০৪।৫
৭২১ ,, গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৩০৩।৪।৫ আং
২৬২০ ,, বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুপ্ত ১৩০৫ ৬।৭
৬৯ ,, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৩০৬ আং
৭৪০ ,, গৌরচন্দ্র মিত্র ১৩০৫ আং
৭৫৪ ,, গোপীমোহন মুখোপাধ্যায় ১৩০৪।৫
৭৮২ ,, গুরুদাস ভট্টাচার্য্য ১৩০৪।৫
২৫৪৩ ,, যজ্ঞেশ্বর বসু ১৩০৫
৪২৮ ,, ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় ,,
৬৮৭ ,, গিরিশচন্দ্র নন্দী ১৩০৪।৫ আং
৭৩১ ,, গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৩০৪।৫
৭৪১ ,, গঙ্গাগোবিন্দ সরকার ,,
২৯১ ,, ভুবনচন্দ্র সরকার ,,
৪০৮ ,, বামনদাস গুপ্ত কবিরাজ ১৩০৫
৬৮৮ ,, গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ ,,
৮১১ ,, শ্রীযুক্ত গোসাই লক্ষ্মীপদগিরি ১৩০৪।৫
৭৯০ ,, গণপতি দাস ,,
২৫৫ ,, বরদাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ১৩০৫
৭৮১ ,, গিরীন্দ্রনাথ মজুমদার ,,
২১২০ ,, সাতুলাল দত্ত ,,
১৮৭৮ ,, রাধারমণ চট্টোপাধ্যায় ১৩০৪।৫
৩১৮ ,, বিজয়গোবিন্দ চন্দ ,,
৬৭৬ ,, গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ,,
৩২৩ ,, বরদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ,,
২১১ ,, ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ,,
১৭৯ ,, যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৩০৬
১৯৬ ,, বাণিচন্দ্র সান্যাল ১৩০৫
১২৪৩ ,, কিশোরীমোহন ঘোষ ,,
৪৭১ ,, চুনিলাল ১৩০৪।৫ আং
৪৯ ,, অবিনাশচন্দ্র সরকার ১৩০৪।৫
৪১ ,, আদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
২৩৪ ,, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত ১৩০৫
৪৯৪ ,, চন্দ্রকুমার চৌধুরি ১৩০৪।৫
৭৪৪ ,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০৫
১৫৭ ,, অখিলচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা ,,
৮০৭ ,, গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ,,
৪৯৬ ,, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ,,
৩৬৪ ,, ব্রহ্মানন্দ দাস ১৩০৪।৫
৭০৪ ,, গোসাইরাম রত্নভারতী ,,

মলাটের ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠা দেখুন।

শ্রীশ্রীহরিঃ।
[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংখ্যা। | বৈশাখ। | ১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

নব-বর্ষ।

দেখিতে দেখিতে আর এক বৎসর চলিয়া গেল। পুরাতন বর্ষ চলিয়া গেল বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, নাও গেল বটে। পুরাতন বর্ষের যাহা কিছু ছিল, নব-বর্ষ তাহা সমুদয়ই নিজস্ব করিয়া লইয়া উপস্থিত হইল। পুরাতন বর্ষের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, শত্রুতা-মিত্রতা আদি নব-বর্ষকে একেবারে নূতন হইতে দিল না। বস্তুতঃ এ জগতে একেবারে নূতন কিছু নাই বা হইতেও পারে না। যাহাই আমরা নূতন বলি, তাহাই পুরাতনের পরিণাম মাত্র; তবে প্রভেদ এই যে, মানবেতর-জগৎ অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম-সাপেক্ষ পরিবর্ত্তনের অধীন; কিন্তু মানব-জগৎ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি-মূলক হেতু সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নহে। একটী বৃক্ষ বা পশু, কাল যাহা ছিল, আজ তাহা না হইলেও, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কল্যকার বিকাশ বা পরিণাম মাত্র। সে কোনও ক্রমেই অদ্যকে বিগত কল্য হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেনা। মানব যদিও অনেকটা অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তথাপি তাহার মধ্যে যে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে, তাহার প্রভাবে, সে একেবারে পারুক বা নাই পারুক, বর্ত্তমান এবং অতীতের সম্বন্ধ অতীব ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। বৃদ্ধের সুগঠিত চরিত্র স্তরেস্তরে খনন করিলে, তাহার বাল্য-চরিত্র দৃষ্ট হইবে বটে, কিন্তু যে স্থলে ইচ্ছা-শক্তির প্রবলতা আছে, সেই স্থলেই অতীত বর্ত্তমানের উপর কোনও সুস্পষ্ট চিহ্ন রাখিতে পারেনা। মানব যদিও অতীতের ফল স্বরূপ, তথাপি তিনি ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বর্ত্তমানে স্বীয় কার্য্যের দ্বারা অতীতাসংসৃষ্ট নূতন ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া লইতে পারেন।

…রা বলেন যে বর্ত্তমান কাল নাই; আমাদের যে কিছু জ্ঞান, সে কেবল অতীতের এবং ভবিষ্যতের মাত্র। যাহাকে তুমি বর্ত্তমান বলিবে, ভাবিয়া দেখ, তাহাই অতীত। কালকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া তুমি ধরিতে পার—এক ভবিষ্যৎ আর এক অতীত। যাই ভবিষ্যৎকে ধরিলে, অমনি সে বর্ত্তমানে পরিণত না হইয়াই একেবারে অতীতে পরিণত হইল! মানব স্বীয় সুবিধানুসারে অতীতেরই সুসন্নিহিত অংশকে সর্ব্বদাই ‘বর্ত্তমান’ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে। বর্ত্তমান দিন বা বর্ষ ইত্যাদি অতীত এবং ভবিষ্যৎকালেরই কিয়দংশ মাত্র; বস্তুতঃ বর্ত্তমান দিন বা অংশ বলিয়া কিছু নাই। তর্কে আমরা বর্ত্তমানকে ধরিতে ছুঁইতে না পারিলেও, এবং হস্ত প্রসারিত করিতে গিয়া আমরা অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভিন্ন আর কিছু না পাইলেও, বর্ত্তমান দ্বারাই আমরা অতীত এবং ভবিষ্যৎকে নিয়মিত করিয়া থাকি। যাহার অস্তিত্ব মাত্র উপলব্ধি করা অসম্ভব, বিধাতার বিধানে তাহাই আবার আমাদের যথাসর্ব্বস্ব। বর্ত্তমানই আমাদের কার্য্য করিবার একমাত্র সময়; কিন্তু এই বর্ত্তমান সর্ব্বদা অতীতে পরিণত হইতেছে,—কাহারও উপরোধ অনুরোধ শুনিতেছেনা। ক্রিয়াশীল মানব যদি একবার চিন্তা করিয়া দেখে, যে তাহার জীবনের মুহূর্ত্তগুলি কত দ্রুতবেগে অতীতে পরিণত হইয়া, তাহার কার্য্য করিবার সময়ের অল্পতা বিধান করিতেছে, তাহা হইলে প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে সার্থক করিবার জন্য তাহার ইচ্ছা-শক্তি এক বিচিত্র বলে বলবতী হইয়া মুহূর্ত্ত অতীতে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই তাহার হৃদ্দেশে কর্ম্ম-লাঞ্ছন প্রদান করে।

যদিও দার্শনিকভাবে দেখিলে, ভূত ও ভবিষ্যৎ ব্যতীত বর্ত্তমানের অস্তিত্ব কল্পনার বিষয় ভিন্ন বিশুদ্ধ উপলব্ধির বিষয় নহে, তথাপি বৈষয়িকভাবের দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, এই ঐন্দ্রজালিক অস্তিত্বময় বর্ত্তমানই আমাদের সর্ব্বস্ব। বর্ত্তমানই ভূত ও ভবিষ্যৎ, এই দুইভাগে অখণ্ড কালকে খণ্ডিত করিতেছে। বর্ত্তমানকে স্বতন্ত্র পরিচ্ছিন্নভাবে ধরিতে না পারিলেও, আমাদের আত্মানুভূতি বর্ত্তমানেই নিত্য বর্ত্তমান। বর্ত্তমানই সমস্ত উপদেশ, সমস্ত শাস্ত্রের কার্য্য-পরিণতির লক্ষ্যীভূত। যাহা ভূত, তাহার জন্য আর উপদেশাদি কি? যাহা ভবিষ্যৎ, তাহাত অদৃষ্টান্ধকারে আবৃত; সুতরাং উপদেশাদি দ্বারা পরিচালিত বা শাস্ত্রাদি দ্বারা অনুশাসিত পুরুষকারের বর্ত্তমানই অনুষ্ঠান-স্থল। অতএব ভূতের ভাল-মন্দের চিন্তা-চর্চ্চায় বা ভবিষ্যতের শুভাশুভের আশা-আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া, বর্ত্তমান-তত্ত্বে উদাসীন হওয়া ও শুভ পুরুষকার উপেক্ষা করা কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে।

অনাদি-অনন্ত অখণ্ড-দণ্ডায়মান কালের অংশত্ব বা নব-পুরাতনত্ব আমাদের ব্যবহারিক কল্পনা মাত্র হইলেও, সে কল্পনা আমাদের অপরিহার্য্য। আমরা কল্পনারই জীব। নিরাকারকে সাকার, অনন্তকে সান্ত, অখণ্ডকে খণ্ড ও চিরন্তনকে নূতন-পুরাতন আমরাই করিয়া থাকি। বেদান্তোক্ত অবিদ্যা-তত্ত্বের রহস্যই এই। এই ভাবেই

…আমাদের সমগ্র সংসার চলিতেছে। অতএব এই ভাবেই আমরা এই …নববর্ষ” পাইলাম। শ্রীশারৎকৃপায় ইহা যেন আমাদিগকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করে। …ন এই নববর্ষে হিন্দু-সমাজের স্নেহাশ্রিতা এই ক্ষুদ্র হিন্দু-পত্রিকা নবোদ্যমে এই …-সমাজেরই ইহ-পারত্রিক আপ্যায়নের নব নব উপকরণ-উপহারে সজ্জিত হইয়া … জীবন সার্থক করিতে পারে।

… উপসংহারে, আমরা এই শুভ নববর্ষাগমে হিন্দু-পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী পাঠক-…র্গের উদ্দেশে যথাযোগ্য শুভ-অভিবাদন—আলিঙ্গনাদি প্রদান করিতেছি। মঙ্গলময় হরি …হাদের মঙ্গলে তাঁহাদের হিন্দু-পত্রিকার মঙ্গল বিধান করুন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

৬

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মাহিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥

…অন্বয়ঃ—হে গিরিশন্ত! হে গিরিত্র! (ত্বম্) অস্তবে যাম্ ইষুং হস্তে বিভর্ষি … শিবাং কুরু, (তয়া) পুরুষং জগৎ (অপি) মা হিংসীঃ।

…বিষমপদব্যাখ্যা। গিরিত্র—গিরিং ত্রায়তে ইতি গিরি-ত্রা-ড, গিরিরক্ষক। …বে—অস্তম্ বিধাতুং লয়ং কর্ত্তুম্ ইত্যর্থঃ (পদমিদং ছান্দসং)—লয় করিবার জন্য। …বিভর্ষি—ধারয়সি, ধারণ করিতেছ। তাম্—ইষুরূপিণীং শক্তিমিত্যর্থঃ,—সেই ইষু অর্থাৎ …ধনুর্ব্বাণ-রূপিণী শক্তি। শিবাং—মঙ্গলকরীং—মঙ্গলকরী। পুরুষং—জগৎ—পুরুষ-রূপেণ অধিষ্ঠীয়মানং জগৎ—সর্ব্বত্র পুরুষরূপ দ্বারা বিরাজিত জগৎ। মা হিংসীঃ—হিংসা করিও না।

বঙ্গার্থ। (অনন্তর প্রার্থনার প্রকার নির্দ্দেশ করা যাইতেছে) হে অচলশায়িন্! হে ভূধর-ত্রাতা! তুমি প্রলয় বিধানের নিমিত্ত যে ইষুরূপিণী মহাশক্তি হস্তে ধারণ করিতেছ, তোমার সেই সংহারিণী শক্তিকে মঙ্গলময়ী কর। সেই অপ্রতিরথ শক্তি দ্বারা পুরুষাধিষ্ঠিত বিশ্বের ধ্বংস করিও না, অর্থাৎ জগন্ময় আকৃতিমান্ ব্রহ্ম প্রদর্শন কর। বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজমান বিশ্বনাথের আকৃতিময়ী মূর্ত্তি-দর্শন হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না; আমাদিগকে সাকার ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে দাও।

৭

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথা নিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং ঈশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি॥

অন্বয়। (সাধকাঃ কর্ত্তারঃ) ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং, বৃহন্তং, যথা-নিকায়ং, সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্, বিশ্বস্য একম্ পরিবেষ্টিতারং তম্ ঈশং জ্ঞাত্বা অমৃতাঃ ভবন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা। ততঃপরম্—ততঃ—প্রাগ্‌বর্ণিতাৎ পুরুষযুক্তাৎ জগতঃ পরং—কারণত্বাৎ কার্য্যভূতস্য প্রপঞ্চস্য ব্যাপকম্ ইতিভাবঃ—পুরুষাত্মক জগৎ হইতেও শ্রেষ্ঠ—অর্থাৎ কারণত্ব হেতু কার্য্যভূত প্রপঞ্চের ব্যাপক। ব্রহ্ম পরং—'ব্রহ্মণঃ' হিরণ্যগর্ভাৎ 'পরং' শ্রেষ্ঠং—হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ। বৃহন্তং—বৃহৎ, যথানিকায়ং—সর্ব্বেষু শরীরেষু বর্ত্তমানং—সর্ব্ব শরীরে বর্ত্তমান। সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্—সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নরূপেণ বিদ্যমানং—সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং—নিখিলজগদ্ব্যাপকং—সর্ব্বমন্তঃ কৃত্বা স্বাত্মনা—সর্ব্বং ব্যাপ্য অবস্থিতং ইতিভাবঃ—নিখিল জগতের ব্যাপক—অর্থাৎ স্বকীয় মহতী বিভূতিদ্বারা ভূতনিচয় পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। তম্—অমৃত-যোনিং প্রক্রান্তং প্রসিদ্ধং বা পরাৎপরং জ্ঞাত্বা, সেই অমৃত-যোনি চিরবিশ্রুত পরাৎপরকে জ্ঞাত হইয়া সাধকগণ অমৃতত্ব লাভ করেন।

বঙ্গার্থ—সেই অমৃত-যোনি বেদবিশ্রুত পরাৎপরের চিন্তা করিতে করিতে সাধকগণ, পুরুষযুক্ত জগৎ হইতেও মহান্, হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং সুবৃহৎ ও প্রতি-শরীরে বর্ত্তমান, অথচ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থেই প্রচ্ছন্ন, জগতের একমাত্র অদ্বিতীয় পরিব্যাপক সেই পরাৎপরকে জ্ঞাত হইয়া অমৃতত্বলাভে সমর্থ হয়েন।

৮

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

অন্বয়—অহম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ মহান্তং এতম্ পুরুষং বেদ। (সাধনাশীলঃ) তম্ এব বিদিত্বা মৃত্যুম্ অত্যেতি। (তদৃতে) অয়নায় অন্যঃ পন্থাঃ ন বিদ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা। আদিত্যবর্ণং—প্রকাশরূপং স্বয়ম্প্রকাশমিতিভাবঃ, প্রকাশরূপ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। তমসঃপরস্তাৎ—অজ্ঞান পরপারবর্ত্তিনং নিতরাং জ্ঞানাত্মকমিত্যর্থঃ, অজ্ঞানপথের অতীত—অর্থাৎ বিশুদ্ধজ্ঞান স্বরূপ। মহান্তম্ পূর্ণম্, সর্ব্বাত্মকত্বাৎ অখণ্ড-মিতিভাবঃ, পূর্ণ, সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড। অতি+এতি—অতিক্রামতি, অতিক্রম করে। অয়নায়—পরমপদ প্রাপ্তয়ে, কৈবল্যপদলব্ধয়ে, পরমপদপ্রাপ্তি—অর্থাৎ কৈবল্যপদ-লাভের জন্য।

বঙ্গার্থ—অনন্তর মন্ত্র-দ্রষ্টা সাধকের হৃদয়ে নিম্নবর্ণিত আত্মবিশ্বাস উদ্ভূত হইয়া

তাঁহাকে পূর্ণানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মপরিজ্ঞান নিবন্ধন পরমপদপ্রাপ্তির অধিকারী করে, যথা—

আমি এই নিত্যপ্রকাশস্বরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানময় মোহবিবর্জ্জিত পূর্ণ অখণ্ড পুরুষকে জানি। তাঁহাকে জানিলে মৃত্যু-পথ অতিক্রম করা যায়; অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারিলে, সাধকের অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত অলীক সংসার-আসক্তিরূপ দুশ্ছেদ্য বীগুরাবর্ত্ত ছিন্ন হইয়া যায়। সাধক কৈবলপদ প্রাপ্ত হন; আর তাঁহাকে পুনরাবৃত্তি-জনিত দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয় না। তিনি ব্যতীত মায়া বিমুগ্ধ জীবের পরমপদ লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

৯

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥

অন্বয়ঃ—যস্মাৎ পরং (বা) অপরম্ (অপি) কিঞ্চিৎ ন অস্তি। যস্মাৎ অণীয়ঃ কিঞ্চিৎ ন অস্তি (বা) জ্যায়োঽপি কিঞ্চিৎ ন অস্তি। যঃ একঃ বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ সন্ দিবি তিষ্ঠতি; তেন পুরুষেণ ইদম্ (দৃশ্যাদৃশ্যম্ চরাচরম্) সর্ব্বম্ পূর্ণম্।

বিষমপদব্যাখ্যা। পরং—শ্রেষ্ঠং, শ্রেষ্ঠ। অপরং—অশ্রেষ্ঠম্—অশ্রেষ্ঠ। অণীয়ঃ—ক্ষুদ্রতম। জ্যায়ঃ—বৃহত্তম। দিবি—দ্যোতনাত্মনি স্বে মহিম্নি—দ্যোতনাত্মক স্বকীয় মহিমাতে। পূর্ণম্—নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপ্তম্।

বঙ্গার্থ। পূর্ব্ব শ্লোকে অভিহিত হইয়াছে যে, "তাঁহাকে জানিলে মৃত্যুপথ অতিক্রম করা যায়" ইদানীং তাহার—মৃত্যুপথাতিক্রমণের হেতুনির্দ্দেশ করা যাইতেছে;—তিনি কীদৃশ?—যাহা হইতে উৎকৃষ্ট বা অনুৎকৃষ্ট অন্য কিছুই নাই, অর্থাৎ উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ, এতদুভয়ই যে অচিন্ত্যশক্তি পরমপুরুষে নির্ব্বিরোধভাবে অবস্থিতি করিতেছে, যিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—অথচ বৃহৎ হইতেও বৃহৎ—অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব এবং বৃহত্ত্ব যে মহামহিম-শালী পুরুষে যুগপৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে অদ্বিতীয় পরমপুরুষ বৃক্ষবৎ নিশ্চল হইয়া স্বকীয় দ্যোতনাত্মক মহিমায় সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, যাঁহার বিশ্ববিকাশিনী শক্তি-মুকুরে এই বিশ্বভুবন প্রতিনিয়ত প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সেই পরম শক্তিশালী পরম পুরুষ কর্ত্তৃক এই দৃশ্যাদৃশ্য চরাচর সমস্তই নিরন্তরভাবে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং একমাত্র তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পারিলেই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের জ্ঞান জন্মে এবং একমাত্র তাঁহার জ্ঞানেই পর্য্যবসিত হয়।

১০

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।

অন্বয়—যৎ ততঃ উত্তরতরম্, তৎ অরূপম্ (চ)। যে এতৎ বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি। অথ ইতরে দুঃখং এব আপিয়ন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা। ততঃ—পূর্ব্বোক্তাৎ "ইদং" শব্দবাচ্যাৎ জগতঃ, পূর্ব্বোক্ত ইদং শব্দ-বাচ্য জগৎ হইতে। উত্তরতরম্—শ্রেষ্ঠতরং—কার্য্যকারণবিনির্ম্মুক্ত, জগৎ কার্য্য-কারণাত্মক, কিন্তু তিনি জগৎ হইতে উত্তরপথবর্ত্তী—অর্থাৎ কার্য্য-কারণ-সম্পর্কলেশ-শূন্য। অরূপম্—রূপাদিরহিত। অনাময়ম্—আময়শূন্য, আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয় নির্ম্মুক্ত, সুতরাং অজর। যে এতদ্ বিদুঃ—যাঁহারা এই কার্য্যকারণশূন্য রূপাতীত ও তাপত্রয়-বিমুক্ত পরম পুরুষকে জ্ঞাত হইতে পারেন। আপিয়ন্তি—আপ্নুবন্তি, (পদমিদংছান্দসং) প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গার্থ—যিনি জগতের অতীত, অর্থাৎ যাঁহাতে জাগতিক ধর্ম্ম কার্য্যকারণাত্মকতার লেশও নাই, সেই পরাৎপর পরমপুরুষ রূপাতীত এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তাপত্রয়-বিমুক্ত; তাই তাঁহাতে ত্রিতাপ-যাতনা সংক্রমিত হইতে পারে না। তিনি সর্ব্ববিধ যাতনা-পথের অতীত পথবর্ত্তী। যে সমুদয় পুণ্যশ্লোক মহাত্মা তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে আর সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হয় না; তাঁহারা অচিরেই সমাধিপ্রভাবে সেই নির্ব্বিকল্প নিরঞ্জনের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। যাঁহারা এই মোক্ষ-জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন না, বা হইতে চেষ্টাও করেন না, তাঁহারাই দুর্ব্বিষহ সংসার-তাপানলে এবং দুরুত্তর মায়া-সাগরে নিরন্তর মগ্নোন্মগ্ন হইয়া কল্পনাতীত যাতনা ভোগ করিতে থাকেন।

১১

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥

অন্বয়ঃ—স ভগবান্, সর্ব্বানন-শিরোগ্রীবঃ, সর্ব্বভূত-গুহাশয়ঃ সর্ব্বব্যাপী (চ ভবতি) তস্মাৎ (সঃ) সর্ব্বগতঃ শিবঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ—সর্ব্বাণি আননানি শিরাংসি গ্রীবাঃ চ যস্যঃ সঃ, বিশ্বস্থ সমস্তই আনন, শির এবং গ্রীবা স্বরূপ যাঁহার, তিনি। সর্ব্বভূত গুহাশয়ঃ—সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং শেতে যঃ সঃ—সমস্ত ভূতসমূহের হৃদয়াভ্যন্তরে বর্ত্তমান। ভগবান্—ঐশ্বর্য্যাদি সমষ্টিঃ—উক্তঞ্চ ঐশ্বর্য্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ, জ্ঞানবৈরাগ্যা-য়াশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ, তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট। সর্ব্বগতঃ শিবঃ—সর্ব্বস্থিত এবং মঙ্গলময়।

বঙ্গার্থ। এই বিশ্বের দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত পদার্থই সেই পরমপুরুষের মুখ, মস্তক এবং

গ্রীবাস্বরূপ। তিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়শায়ী—অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তরে তদীয় মহতী শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যসমন্বিত, তিনি মঙ্গলময় রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বপদার্থে বিরাজ করিতেছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি সকলের আত্মা, তাঁহার অধিষ্ঠানবশতই পদার্থের পদার্থত্ব।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

গোলকে সর্ব্ব-দেব-দর্শন।

(জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।)

১ম অঙ্ক।

রাশি-চক্র-বর্ণন।

পৃথিবী যে মণ্ডলাকার-পথে ১ বৎসরে একবার সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করে, ঐ পথকে পৃথিবীর কক্ষা-বৃত্ত (Orbit) বলে। সহজে গ্রহ-উপগ্রহগণের গতি হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশ্যে আমরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে, পৃথিবীকে অচলা ও স্থিরা ধরিয়া লই এবং কল্পনা দ্বারা সূর্য্যকে মণ্ডলাকার পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করাই। এই কল্পিত মণ্ডলাকার পথকে অয়ন-মণ্ডল বা রবি-মার্গ (Ecliptic) বলে। এই অয়নমণ্ডল গোলককে সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত করিতেছে; এবং এই অয়নমণ্ডল গোলকের কদম্ব (১) ও পর-কদম্ব (২) হইতে সম দূর-বর্ত্তী। যেমন বি-যু-প-মণ্ডল পৃথিবীকে সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত করে এবং ধ্রুব ও পর-ধ্রুব হইতে সম দূরে অবস্থিত, অয়নমণ্ডল গোলক সম্বন্ধে ঠিক সেই ভাবে অবস্থিত। পুরাণে অয়নমণ্ডল দক্ষরাজ বলিয়া বর্ণিত। দক্ষ-যজ্ঞ-ভঙ্গের সবিশেষ বিচার হইবে। গোলকের মধ্যভাগে একটী কটিবন্ধ (৩) আছে, ঐ কটিবন্ধকে জ্যোতিষশাস্ত্রে রাশিচক্র বলে (৪), ঐ কটিবন্ধের মধ্যরেখা অয়নমণ্ডল; এবং চন্দ্রের ও গ্রহ-পঞ্চকের (৫) (বুধ, শুক্র, মঙ্গল,

---

(১) রাশিচক্রের মেরুদণ্ড প্রসারিত করিলে, উর্দ্ধে গোলকের যে বিন্দু স্পর্শ করে, তাহাকে কদম্ব বলে, এবং এই কদম্বে গোলকের ক্ষেপ-সূত্র সকল সমবেত হয়।

সর্ব্বতঃ ক্ষেপ সূত্রাণাং ধ্রুবাৎ জিন লবান্তরে, যোগঃ কদম্ব সঙ্গোঽয়ং ইত্যাদি।——

ভাস্করাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি—গ্রহণবাসনা ৪২।

(২) দক্ষিণ গোলার্দ্ধের কদম্বকে পর-কদম্ব বলে।

(৩) Zone. (৪) Zodiac.

(৫) মধুমাসে সিতে পক্ষে—— উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে——

বৃহস্পতি ও শনি) কক্ষা গুলিও ঐ রাশিচক্রের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু এরূপ তির্য্যগ্ ভাবে স্থাপিত যে, কক্ষা গুলির অর্দ্ধাংশ অয়নমণ্ডলের উপরে ও অপর অর্দ্ধাংশ: অয়নমণ্ডলের নিম্নে স্থাপিত। অয়নমণ্ডলের উভয় পার্শ্বে ১০অংশ পর্য্যন্ত গোলকের ঐ কটিবন্ধ বিস্তৃত। রাশি-চক্র দৃষ্টি কর (৬)।

এই রাশিচক্রের মধ্যস্থিত অয়নমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিয়া সূর্য্যদেব পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন। এই প্রদক্ষিণ-ব্যাপার নিয়ত সমভাবে সমগতিতে অয়ন-হয়ে (পথে) চলিতেছে। এজন্য এই প্রদক্ষিণ ব্যাপার যে কাল ব্যাপিয়া হয়, সেই কালকে 'সম' বা 'বৎসর' বা 'হায়ন' বলে। এই রাশিচক্র সমান দ্বাদশভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগকে রাশি বলে। এই রাশিচক্রে মহাবিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দু হইতে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, এই দ্বাদশ রাশি এক এক ভাগে স্থাপন করা হইয়াছে। কারণ আদিত্যদেব মেষরাশিতে অবস্থিতি কালে বৈশাখ মাস হয়, এবং বৈশাখ মাস হইতে আমাদিগের বর্ত্তমান পঞ্জিকার বৎসর গণনা হইয়া থাকে। এক এক রাশিতে সূর্য্যদেব এক বৎসরের দ্বাদশ-অংশ-কাল অবস্থিতি করেন। প্রত্যেক রাশির মধ্যস্থিত তারাপুঞ্জ দ্বারা একটী ২ আকৃতি গঠিত হইয়াছে। ঐ আকৃতি অনুসারেই প্রত্যেক রাশির নাম হইয়াছে। যথা প্রথম রাশিস্থ তারাপুঞ্জ মেষ-আকৃতিবৎ দেখায় বলিয়া সেই রাশিকে মেষরাশি বলে। ২য় রাশিস্থ তারাপুঞ্জ বৃষ-আকৃতি, তাই সেই রাশিকে বৃষরাশি বলে। এইরূপে শিশুদ্বয়-মূর্ত্তি হইতে ৩য় রাশির মিথুন-রাশি নাম, কুলিরক হইতে ৪র্থ রাশির কর্কটরাশি নাম, সিংহ হইতে ৫ম রাশির সিংহরাশি নাম, কন্যাকৃতি হইতে ৬ষ্ঠ রাশির কন্যা নাম, মান-দণ্ড হইতে ৭ম রাশির তুলা নাম; দ্রোণ (বিছা) হইতে ৮ম রাশির বৃশ্চিক নাম, ধনুক হইতে ৯ম রাশির ধনু নাম, অর্দ্ধমৃগ অর্দ্ধ মৎস্য হইতে ১০ম রাশির মকর নাম, মণ্ডলাকার হইতে একাদশ রাশির কুম্ভ নাম, মৎস্য-আকৃতি হইতে দ্বাদশ রাশির মীন নাম হইয়াছে। রাশিচক্রের মধ্যস্থিত অয়নমণ্ডল ৩৬০ অংশে (৭) বিভক্ত। প্রতি রাশি অয়ন-মণ্ডলের ৩০ অংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। কিন্তু উত্তরে ও দক্ষিণে রাশিগুলি রাশিচক্রের বিস্তার দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। হিন্দুজাতি চান্দ্র মাস গণনায় প্রবৃত্ত হইয়া রাশিচক্রকে ২৭ভাগে বিভক্ত করেন, সুতরাং প্রত্যেক ভাগ অয়নমণ্ডলের ১৩⅓ অংশ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক ভাগ এক এক তারা বা এক এক তারা-সমষ্টির নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা—

স্বোচ্চ সংস্থেষু পঞ্চসু——— গ্রহেষু———

বাল্মীকি রামায়ণে আদিকাণ্ডে।

(৬) গত চৈত্র মাসের ১২শ সংখ্যা-হিন্দু-পত্রিকার ৩৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

(৭) মণ্ডলের $\frac{১}{৩৬০}$ ভাগকে অংশ বলে।

মহাবিষুপ-সংক্রান্তি-বিন্দু হইতে অয়নমণ্ডলের ১৩ অংশ লইয়া যে এক ভাগ হয়, ঐ প্রথম ভাগকে অশ্বিনী বলে; কারণ ঐ ভাগে অশ্বিনী নক্ষত্র অবস্থিত। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ২য় ভাগকে ভরণী নক্ষত্র নামক তারাত্রয় হইতে ভরণী বলা হয়। এইরূপে অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্য্যন্ত ২৭নক্ষত্র হইতে অয়নমণ্ডলের ২৭ভাগের নাম হইয়াছে। সাধারণ ভাষায় তারা ও নক্ষত্রে একই অর্থ, কিন্তু জ্যোতিষ-শাস্ত্র মতে নক্ষত্র শব্দে ঐ ২৭টী তারা বা তারাপুঞ্জ বুঝায়।

২৭ নক্ষত্র মধ্যে আর্দ্রা, চিত্রা, স্বাতী, এই তিনটী মাত্র নক্ষত্র এক তারকাময়। অপর নক্ষত্রগুলির কোনটী বা দ্বি-তারকাত্মক, কোনটী বা ত্রি-তারকাময়। এবম্বিধ শত তারকময় নক্ষত্রও আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমরা বলি চিত্রা নক্ষত্র এবং ধ্রুব তারা। চিত্রা তারা বা ধ্রুব নক্ষত্র বলা রীতি নহে। ২৭ নক্ষত্র রাশিচক্রের বিস্তার দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। নক্ষত্রগণের স্থিতি নির্ণয় জন্য নক্ষত্র-সংস্থান-বীথিকা দ্রষ্টব্য। বলা বাহুল্য যে, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা নক্ষত্রের একপদে যে ৩০ অংশ হয়, ঐ ৩০ অংশে মেষরাশি গঠিত। এইমত ধারাবাহিকরূপে নক্ষত্রের ৯ পদে প্রতি রাশি পূর্ণ। পরিচয়ের সুবিধা জন্য এক নক্ষত্রে একাধিক তারা যোজনা করা হইয়াছে; কিন্তু গণনা কালে একটী মাত্র মূল তারক ব্যবহার হয়। ঐ মূল তারককে যোগ-তারা বলে। যথা পঞ্চ তারকময় পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগতারা অনল-তারক (Pollux), রোহিণী নক্ষত্রের (Hyades) যোগতারা রোহিণীতারা—(Aldebaran)। এবম্বিধ প্রত্যেক নক্ষত্রস্থিত তারাতে বা তারাগুলিতে এক এক আকৃতি গঠিত হইয়াছে, এবং ঐ আকৃতি অনুসারে নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে। অশ্ব-মুখাকৃতি হইতে অশ্বিনী নাম, ক্ষুরাকৃতি হইতে কৃত্তিকা নাম; এই কৃত্তিকা (কৃৎ কর্ত্তনে) (৮) বেদে মাতরঃ এবং পুরাণে ষট্ মাতৃকা (৯ আ—রোহিণী (শকট) হইতে রোহিণী নাম। মৃগশির হইতে মৃগশির নাম। সজল পদ্মাকৃতি হইতে আর্দ্রা নাম। ধনুদ্বয়—বা ষট্ বা সপ্ত তারক হইতে পুনর্ব্বসু নাম অথবা অয়ন রেখা দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত বলিয়া পুনর্ব্বসু নাম। তূণস্থিত বলিয়া পুষ্যা নাম। তারকা স্তবক (Pnecepe) হইতে অশ্লেষা (শ্লেষ বা বিচ্ছেদ রহিত) নাম হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ তারকা-স্তবকের অশ্লেষা নাম নক্ষত্রান্তরে অর্পিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে নক্ষত্রকে অশ্লেষা বলা যায়, তাহার পঞ্চ তারক বেশ বিচ্ছিন্নভাবে স্থিত। মঘ পুষ্প হইতে মঘা নক্ষত্রের নাম। সরল ফল্গুনি বা অর্জ্জুনি, অর্জ্জুন বৃক্ষ হইতে ফাল্গুনি নাম। করট (Curvus) নক্ষত্রের আকৃতি করতল

(৮) মাতরঃ ঋক্ ১।৯২।১

(৯) তং কুমারং ততো জাতং দৃষ্ট্বা সেন্দ্রা মরুৎগণাঃ। তদা ক্ষীরপ্রদানার্থং কৃত্তিকাঃ সংন্যয়ো জয়ন্॥
তাঃ ক্ষীরং তস্য দেবস্য সময়েন দদুস্তদা। স্যাদস্মাকং অয়ংপুত্রঃ খ্যাতো নাম্নেতি রাঘবঃ।

বাল্মীকীয় রামায়ণম্।

সদৃশ বলিয়া হস্তা নাম। সুন্দর চিত্রিত আকৃতি হইতে চিত্রা নাম। স্বতঃস্থি
হইতে স্বাতী নাম। অয়নমণ্ডল কর্ত্তৃক দ্বিধা বিভক্ত বলিয়া রাধা নক্ষত্রের বি-শাখ
নাম এবং এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা শক্রাগ্নি ; র—অর্থে অগ্নি এবং ঐ অগ্নির আধা
বলিয়া র—আধা রাধা নাম। রাধার পরবর্ত্তী নক্ষত্র ত অনুরাধা নাম পাইবেই
অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা নক্ষত্রের নামের প্রকৃতি নির্ণয় সহজ নহে। কারণ এই তিনটী
নক্ষত্রে ১৯টী তারক আছে, এবং এই তিনটী নক্ষত্রের তারা-সংখ্যা সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বি
গণের মধ্যে মতভেদ আছে। কালিদাস মতে অনুরাধা ৭, জ্যেষ্ঠা ৩, মূলা ৯ তারকময়
সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও শ্রীপতি-মতে অনুরাধা ৪, জ্যেষ্ঠা ৩, মূলা ১১ তারকময়। সুতরাং আকৃতি
সম্বন্ধেও বিস্তর মতভেদ আছে। এস্থলে নামের সার্থকতা নির্ব্বাচন করা কঠিন
তবে মূলা ৯ বা ১১ তারকময় ধরিলে, লতাকৃতি বা সিংহ-পুচ্ছাকৃতি হয়, এবং পঞ্চ তারকা
ময় ধরিলে, মূলা শঙ্খাকৃতি হয়। পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া উভয়ই চতুস্তারকাময় শয্যা
কৃতি, এজন্য উভয়ের নাম আষাঢ়া বা শয্যা। বর্ত্তমান কালে উত্তরাষাঢ়া সূর্পাকৃতি বলি
গণ্য। শ্রবণা ত্রিতারকাত্মিকা। তারাত্রয় এক সরল রেখায় অবস্থিত। মধ্যস্থ তারাটী বৃহত্তম
একারণ মনুষ্যের কর্ণের সহিত কিছু সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া শ্রবণ বা শ্রবণা নাম
অথবা বেদত্রয়ের চিহ্ন (Emblem) বলিয়া শ্রুতি-অর্থে শ্রবণা নাম ; কিন্তু পৌরাণিকগণ
তারাত্রয়কে ত্রিবিক্রমের পাদক্ষেপত্রয় চিহ্ন ধরিয়া লইয়া, শ্রবণানক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা
শ্রীহরি নির্ণয় করিয়াছেন। ধনিষ্ঠার পঞ্চতারক সুবর্ণ-বর্ণ বলিয়া ধনিষ্ঠা নাম। (ক) শতভিষ
অন্বর্থ নামা। কারণ শতভিষা শততারকময়, এজন্য ইহার অপর নাম শততারা ও
শতভিষক্। পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, উভয়ই গোপদাকৃতি দ্বিতারকময় ছিল ; কিন্তু
এক্ষণে পৌরাণিকগণ মীনরাশিতে রাজসিংহাসন স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে উত্তরভাদ্রপদ
নক্ষত্রকে চতুস্তারকময় পর্য্যঙ্কাকৃতি করিয়াছেন। রেবতীনক্ষত্র ৩২ তারকময় মৎস্যাকৃতি।
রেবতী শব্দ মৎস্য-বাচক হইতে পারে, কিন্তু ব্যবহার নাই। "রেব-প্লুতেরেবতে কপিঃ" ইতি
দুর্গাদাস। ২৭ নক্ষত্র মধ্যে ১২টী নক্ষত্র হইতে ১২ মাসের নামকরণ হইয়াছে। মেষ রাশিতে
সূর্য্যের অবস্থিতি কালের নাম বৈশাখ মাস ; কারণ এই মাসে বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত
পৌর্ণমাসী হয়। অর্থাৎ এই মাসের পূর্ণিমাতে চন্দ্র বিশাখা নক্ষত্রে অবস্থিতি
করেন। বিশাখা নক্ষত্রের অপর নাম রাধা নক্ষত্র, এই জন্য বৈশাখ মাসের অপর
নাম রাধমাস। "বৈশাখে মাধবো রাধঃ" ইতি অমরঃ। এইরূপ বৃষরাশিস্থ সৌর
মাস জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী বিশিষ্ট বলিয়া জ্যৈষ্ঠ নাম পাইয়াছে। মিথুন
রাশিস্থ ভাস্করে আষাঢ়া নক্ষত্র হইতে আষাঢ় মাস ; কর্কট রাশিস্থ ভাস্করে শ্রবণা
নক্ষত্র হইতে শ্রাবণ মাস ; সিংহ রাশিস্থ ভাস্করে ভাদ্রপদ নক্ষত্র হইতে ভাদ্র মাস।
কন্যা রাশিস্থ ভাস্করে অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে আশ্বিন মাস। তুলা রাশিস্থ ভাস্করে

(ক) ধনিষ্ঠ শব্দ মৃদঙ্গ বাচক হইতে পারে, কিন্তু ব্যবহার নাই। "ধন্ রবে ধনতি মৃদঙ্গঃ" ইতি দুর্গাদাসঃ।

কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে কার্ত্তিক মাস। মৃগশিরা নক্ষত্র হইতে মার্গশীর্ষ মাস। পুষ্যা
নক্ষত্র হইতে পৌষ। মঘা নক্ষত্র হইতে মাঘ। ফাল্গুনি নক্ষত্র হইতে ফাল্গুন মাস,
এবং চিত্রা নক্ষত্র হইতে চৈত্র মাসের নামকরণ হইয়াছে। রাশি-চক্র পর্য্যবেক্ষণের
সাহায্য জন্য ১২ রাশির উদয়াস্ত-গমন-বীথিকা নিম্নে প্রকটিত করিয়া দেওয়া হইল।
২৭ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা কিরূপে নির্ণীত হইল, তাহার তথ্যানুসন্ধান আমাদের
বিষয়ীভূত নহে ; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, নক্ষত্রের ফলাফল দৃষ্টে অধিষ্ঠাতৃ-
দেবতা নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ধ্রুব-বিন্দু (১০) কদম্ব-বিন্দু হইতে ২৪ অংশ দূরে, (১১)
এজন্য অয়নমণ্ডলের এক ধনু বিষুপ-রেখার উত্তরে ও এক ধনু বিষুপ-রেখার
দক্ষিণে থাকে। অয়নমণ্ডলের ধনুদ্বয়ের নাম উত্তর ধনু ও দক্ষিণ ধনু। রাশি-
চক্রের রেবতী নক্ষত্র হইতে চিত্রা নক্ষত্র পর্য্যন্ত উত্তর ধনু, এবং চিত্রা হইতে রেবতী
পর্য্যন্ত দক্ষিণ ধনু। বিষুপ রেখার উত্তরস্থ ধনুর মধ্য-বিন্দু—অর্থাৎ সর্ব্ব-উত্তর
বিন্দুর নাম উত্তরক্রান্তি বা কর্কটক্রান্তি এবং বিষুপরেখার দক্ষিণস্থ ধনুর মধ্য-
বিন্দু—অর্থাৎ সর্ব্বদক্ষিণ বিন্দুকে দক্ষিণক্রান্তি বা মকরক্রান্তি বলে। সূর্য্যদেবের
উত্তর ক্রান্তি হইতে দক্ষিণক্রান্তিতে গমনের কালে দক্ষিণ অয়ন। দক্ষিণায়নের
মধ্য সময়ে সূর্য্যদেব বিষুপমণ্ডলের যে বিন্দু ভেদ করিয়া বিষুপরেখা সংক্রমণ করেন,
ঐ বিন্দুকে জল-বিষুপসংক্রান্তি বলে, এবং সূর্য্যদেবের দক্ষিণক্রান্তি হইতে পুনরায়
উত্তরক্রান্তিতে গমনের কাল উত্তর-অয়ন। উত্তরায়নের মধ্য সময়ে সূর্য্যদেব বিষুপ-
মণ্ডলের যে বিন্দু ভেদ করিয়া বিষুপরেখা সংক্রমণ করেন, সেই বিন্দুকে মহাবিষুপ-
সংক্রান্তি-বিন্দু বলে, এবং মহাবিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দুকে ও জলবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দুকে সম-
রাত্রি-বিন্দু বলে ; কারণ সূর্য্যদেব ঐ বিন্দুদ্বয় সংক্রমণ কালে দিবারাত্রি সমান হয়। ধ্রুব-
বিন্দু ২৭০০০ বৎসরে মণ্ডলাকার পথে কদম্ব-বিন্দুকে প্রদক্ষিণ করে ; সুতরাং ধ্রুব বিন্দু ৭৫
বৎসরে এক অংশ পশ্চিম দিকে স্থানান্তরিত হয়, এই জন্য সেই সঙ্গে উত্তর-ক্রান্তি-বিন্দু,
দক্ষিণ-ক্রান্তি-বিন্দু, মহাবিষুপ সংক্রান্তি বিন্দু এবং জলবিষুপ-সংক্রান্তি-বিন্দু ৭৫ বৎসরে
এক অংশ পশ্চিম দিকে স্থানান্তরিত হয়, উত্তরক্রান্তি বিন্দু ও দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু, এবং
ধ্রুব-বিন্দু ও পর-ধ্রুব-বিন্দু, এই ৪ বিন্দু যে মণ্ডলের উপর অধিষ্ঠিত ঐ মণ্ডলকে
ঋষি-রেখা (১২) বলে, এবং মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু, জলবিষুপ-সংক্রান্তি বিন্দু
এবং ধ্রুব বিন্দু ও পর-ধ্রুব বিন্দু যে মণ্ডলে অধিষ্ঠিত, ঐ মণ্ডলকে সমরাত্রি-
রেখা (১৩) বলে। ধ্রুব বিন্দুর গতির সহিত ঐ অপর ৫টী বিন্দু গতিশীল।
একারণ রাশির সহিত ঋতুর নিত্য সম্বন্ধ নাই। সূর্য্যদেব যে দিন মহাবিষুপ সংক্রান্তি-

(১০) পৃথিবীর মেরুদণ্ড উত্তরে প্রসারিত করিলে গোলকের যে বিন্দু স্পর্শ করে ; ঐ বিন্দুকে ধ্রুব-বিন্দু বলে।
(১১) ধ্রুবাৎ জিন লবান্তরে। ইতি ভাস্করাচার্য্য।
(১২) Solsticial colure. (১৩) Equinoctial colure.

বিন্দুতে অবস্থিতি করেন, সেই দিন সমরাত্রি-দিন হয়। আমাদের বর্ত্তমান পঞ্জিকা ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে। কারণ যে সমরাত্রি-দিন-বিন্দু চৈত্রসংক্রান্তি দিনে ছিল, ঐ বিন্দু ২০ অংশ পশ্চিমে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের মধ্যস্থলে স্থানান্তরিত হওয়ায়, ৯।১০ই চৈত্র সম-দিন-রাত্রি হইতেছে; কারণ ঐ সংক্রান্তি-বিন্দু এক অংশ সরিলে সম-দিন-রাত্রি একদিন সময়ান্তরিত হয়। বর্ত্তমান পঞ্জিকা-মতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের তৃতীয় পদান্তে ঋষি-রেখা অবস্থিত; সুতরাং পঞ্জিকা প্রকটন কালে মহাবিষুপ পদ-বিন্দু ঋষি-রেখা হইতে ৯০ অংশ পশ্চিমে, মীন ও মেষ রাশির মধ্য-বিন্দুতে অবস্থিত ছিল। ঐ বিন্দু হইতে আমাদের বর্ত্তমান পঞ্জিকার বৎসর গণনা হয়। কিন্তু যৎকালে ঐ ঋষি—রেখা মঘা নক্ষত্রে ছিল, অর্থাৎ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের তৃতীয় পদান্ত হইতে ৩০ অংশে দূর-পূর্ব্বে ছিল, তৎকালে মহাবিষুপপদ-বিন্দু বৃষ রাশিস্থ কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম পদান্তে অবশ্যই অবস্থিত ছিল। সুতরাং তৎকালে মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু হইতে বৎসর গণনা করিলে, জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে বৎসর গণনা করিতে হইত।

সূর্য্যদেব ঋষিরেখাস্থিত উত্তরক্রান্তিতে (১৪) উপনীত হইলে, বর্ষা আরম্ভ হয়। আদি কালে ঐ উত্তরক্রান্তি হইতে বৎসর গণনা হইত বলিয়া বৎসর শব্দের ঋতু ঘটিত আদি নাম অব্দ (১৫) বা বর্ষ। পরে শরৎ ঋতু হইতে বৎসর গণনা হইত বলিয়া বৎসরের নাম শরৎ হইয়াছিল। শীতঋতু হইতেও বৎসর গণনা হইত, (১৬) কিন্তু এক্ষণে শীতঋতু-বাচক কোন শব্দের বৎসর অর্থে ব্যবহার নাই। চৈত্রাদি বৎসরও গণনা হইত। (১৭) এক্ষণে বৈশাখ-আদি গণনা হইতেছে। মার্গশীর্ষ মাসের নাম অগ্র-হায়ন।

"বৎসরঃ শরদা বর্ষঃ বরিষং সম্বৎ ইতি অপি" ইতি শব্দ রত্নাবলি। "সম্বৎসরঃ বৎসরঃ অব্দঃ হায়নঃ অস্ত্রী শরৎ সমাঃ" ইতি অমর। সুতরাং রাশিচক্রের উত্তরক্রান্তি-বিন্দু, দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু, মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু ও জলবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু, এই ৪ বিন্দুর যে কোন বিন্দু হইতে বৎসর গণনা হইতে পারে ও গণনা হইয়াছে। বরাহ-মিহির-মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ঋষি-রেখা মঘা নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত ছিল। (১৮) হিন্দু-রাশিচক্র মতে মঘার ক্ষেপ (১৯) ১২০ অংশ; সুতরাং তৎকালে মঘা নক্ষত্র হইতে মহাবিষুপ সংক্রান্তি ৯০ অংশ পশ্চিমে বৃষ রাশিস্থ কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম পদান্তে অধিষ্ঠিত ছিল।

(১৪) Tropic of cancer. (১৫) অপ্—দ। (১৬) শতং হিমাঃ ঋক্ ১।৩৪।১৪।

(১৭) বেদ লিখিত মাস চৈত্র হইতে ফাল্গুণ পর্য্যন্ত। মাধী-মাধব-শুক্র-শুচি ইত্যাদি এবং "ফাল্গুণো বৎসরান্তকঃ" ইতি রাজনির্ঘণ্ট হইতে দেখা যায় যে, বৎসর চৈত্র হইতে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুণ মাসে শেষ হইত।

(১৮) Mr. Brennand's Hindu Astronomy, page 117. (১৯) Longitude

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে নক্ষত্র-স্থিতি।

নক্ষত্র নাম	ক্ষেপ Longitude রাশি	অংশ	কলা	বিক্ষেপ Latitude অংশ	কলা	উঃ দঃ	যোগতারা।
অশ্বিনী (শুভ্রবর্ণ)	০	৮	০	১০		উঃ	উত্তরস্থ।
ভরণী	০	২০	০	১২		"	দক্ষিণস্থ।
কৃত্তিকা (পাটল)	১	৭	৩০	৫		"	"
রোহিণী (রক্তবর্ণ)	১	১৯	৩০	৫		দঃ	পূর্ব্বস্থ।
মৃগশিরা	২	৩	০	১০		দঃ	উত্তরস্থ।
আর্দ্রা (রক্তবর্ণ)	২	৭	২০	৯		"	বৃহত্তম।
পুনর্ব্বসু	৩	৩	০	৬		উঃ	মধ্যস্থ।
পুষ্যা	৩	১৬	০	০		"	মধ্যস্থ।
অশ্লেষা	৩	১৯	০	৭		দঃ	পূর্ব্বস্থ।
মঘা (পাণ্ডুবর্ণ)	৪	৯	০			উঃ	দক্ষিণস্থ।
পূঃ ফাঃ (ঐ)	৪	২৪	০	১২		০০	উত্তরস্থ।
(উঃ ফাঃ ঐ)	৫	৫	০	১৩		০০	"
	৫	২০	০	১১		দঃ	বায়ুকোণের পশ্চিমস্থ।
চিত্রা	৬	০	০	২		০০	বৃহত্তম।
স্বাতী (কুঙ্কুমবর্ণ)	৬	১৯	০	৩৭		উঃ	"
বিশাখা	৭	৩	০	১	৩০	দঃ	উত্তরস্থ।
অনুরাধা	৭	১৪	০	৩		০০	মধ্যস্থ।
জ্যেষ্ঠা	৭	১৯	০	৪		০০	মধ্যস্থ।
মূলা	৮	১০	০	৯		০০	মধ্যস্থ।
পূঃ আঃ	৮	১৪	০	৫	৩০	০০	উত্তরস্থ।
উঃ আঃ	৮	২০	০	৫		০০	"
অভিজিৎ (নীলবর্ণ)	৮	২৬	৪০	৬০		উঃ	বৃহত্তম।
শ্রবণা	৯	১০	০	৩০		উ"	মধ্যস্থ।
ধনিষ্ঠা (স্বর্ণবর্ণ)	৯	২০	০	৩৬		০০	পশ্চিমস্থ।
শতভিষা	১০	২০	০	০	৩০	দঃ	বৃহত্তম।
পূঃ ভাঃ	১০	২৬	০	২৪		উঃ	উত্তরস্থ।
উঃ ভাঃ	১১	৩	০	২৬		০০	"
রেবতী	১১	২৯	৫	০	০	০০	দক্ষিণস্থ।

দ্বাদশ রাশির উদয়-অস্ত-গমন-বীথিকা।

১লা বৈশাখ।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন	বৃষ	মেষ
৩০		১
নিশীথ ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা	সিংহ	কর্কট
৩০		১
উষা মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক		তুলা
৩০		১

১লা জ্যৈষ্ঠ।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন		বৃষ
৩০		১
নিশীথ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা		সিংহ
৩০		১
উষা মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু		বৃশ্চিক
৩০		১

১লা আষাঢ়।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ		কর্কট মিথুন
৩৯		১
নিশীথ কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক		তুলা কন্যা
৩০		১
উষা বৃষ মেষ মীন কুম্ভ		মকর ধনু
৩০		১

১লা শ্রাবণ।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা		সিংহ কর্কট
৩০		১
নিশীথ মীন কুম্ভ মকর ধনু		বৃশ্চিক তুলা
৩০		১
উষা মিথুন বৃষ মেষ মীন		কুম্ভ মকর
৩০		১

১লা ভাদ্র।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা		কন্যা সিংহ
৩০		১
নিশীথ মেষ মীন কুম্ভ মকর		ধনু বৃশ্চিক
৩০		১
উষা কর্কট মিথুন বৃষ		মেষ মীন কুম্ভ
৩০		১

১লা আশ্বিন।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক		তুলা কন্যা
৩০		১
নিশীথ বৃষ মেষ মীন কুম্ভ		মকর ধনু
৩০		১
উষা সিংহ কর্কট মিথুন		বৃষ মেষ মীন
৩০		১

১লা কার্ত্তিক।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা মীন কুম্ভ মকর ধনু		বৃশ্চিক তুলা
৩০		১
নিশীথ মিথুন বৃষ মেষ মীন		কুম্ভ মকর
৩০		১
উষা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন		বৃষ মেষ
৩০		১

১লা অগ্রহায়ণ।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু		বৃশ্চিক
৩০		১
নিশীথ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ		মীন কুম্ভ
৩০		১
উষা তুলা কন্যা সিংহ কর্কট		মিথুন বৃষ
৩০		১

১লা পৌষ।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা বৃষ মেষ মীন কুম্ভ		মকর ধনু
৩০		১
নিশীথ সিংহ কর্কট মিথুন		বৃষ মেষ মীন
৩০		১
উষা বৃশ্চিক তুলা কন্যা		সিংহ কর্কট মিথুন
৩০		১

১লা মাঘ।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা মিথুন বৃষ মেষ মীন		কুম্ভ মকর
৩০		১
নশীথ কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন		বৃষ মেষ
৩০		১
উষা ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা		সিংহ কর্কট
৩০		১

১লা ফাল্গুন।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা কর্কট মিথুন বৃষ মেষ		মীন কুম্ভ
৩০		১
নিশীথ তুলা কন্যা সিংহ কর্কট		মিথুন বৃষ
৩০		১
উষা মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা		কন্যা সিংহ
৩০		১

১লা চৈত্র।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ		মেষ মীন
৩০		১
নিশীথ বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ		কর্কট মিথুন
৩০		১
উষা কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক		তুলা কন্যা
৩০		১

বৈশাখার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা তুলা কন্যা সিংহ কর্কট		মিথুন বৃষ মেষ
১৫		১৬
নিশীথ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা		কন্যা সিংহ
১৫		১৬
উষা মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু		বৃশ্চিক তুলা
১৫		১৬

জ্যৈষ্ঠার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ		কর্কট মিথুন বৃষ
১৫		১৬
নিশীথ কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক		তুলা কন্যা সিংহ
১৫		১৬
উষা বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর		ধনু বৃশ্চিক
১৫		১৬

আষাঢ়ার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ		কর্কট মিথুন
১৫		১৬
নিশীথ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক		তুলা কন্যা
১৫		১৬
উষা মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ		মকর ধনু
১৫		১৬

শ্রাবণার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান	খ	অস্তস্থান
সন্ধ্যা মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ		কর্কট
১৫		১৬
নিশীথ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক		তুলা
১৫		১৬
উষা কর্কট সিংহ বৃষ মেষ মীন কুম্ভ		মকর
১৫		৯৩

ভাদ্রার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান						অস্তস্থান
সন্ধ্যা	কুম্ভ	মকর	ধনু	বৃশ্চিক	তুলা	কন্যা সিংহ
১৫						১
নিশীথ	বৃষ	মেষ	মীন	কুম্ভ	মকর	ধনু বৃশ্চিক
১৫						১৬
উষা	সিংহ	কর্কট	মিথুন	বৃষ	মেষ	মীন কুম্ভ
১৫						১৬

আশ্বিনার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান						অস্তস্থান
সন্ধ্যা	মীন	কুম্ভ	মকর	ধনু	বৃশ্চিক	তুলা কন্যা
১৫						১৬
নিশীথ	মিথুন	বৃষ	মেষ	মীন	কুম্ভ	মকর ধনু
১৫						১৬
উষা	কন্যা	সিংহ	কর্কট	মিথুন	বৃষ	মেষ মীন
১৫						১৬

কার্ত্তিকার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান						অস্তস্থান
সন্ধ্যা	মেষ	মীন	কুম্ভ	মকর	ধনু	বৃশ্চিক তুলা
১৫						১৬
নিশীথ	কর্কট	মিথুন	বৃষ	মেষ	মীন	কুম্ভ মকর
১৫						১৬
উষা	তুলা	কন্যা	সিংহ	কর্কট	মিথুন	বৃষ মেষ
১৫						১৬

অগ্রহায়ণার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান						অস্তস্থান
সন্ধ্যা	বৃষ	মেষ	মীন	কুম্ভ	মকর	ধনু বৃশ্চিক
১৫						১৬
নিশীথ	সিংহ	কর্কট	মিথুন	বৃষ	মেষ	মীন কুম্ভ
১৫						১৬
উষা	বৃশ্চিক	তুলা	কন্যা	সিংহ	কর্কট	মিথুন বৃষ
১৫						১৬

পৌষার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান						অস্তস্থান
সন্ধ্যা	মিথুন	বৃষ	মেষ	মীন	কুম্ভ	মকর ধনু
১৫						১৬
নিশীথ	কন্যা	সিংহ	কর্কট	মিথুন	বৃষ	মেষ মীন
১৫						১৬
উষা	ধনু	বৃশ্চিক	তুলা	কন্যা	সিংহ	কর্কট মিথুন
১৫						১৬

মাঘার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান						অস্তস্থান
সন্ধ্যা	কর্কট	মিথুন	বৃষ	মেষ	মীন	কুম্ভ মকর
১৫						১৬
নিশীথ	তুলা	কন্যা	সিংহ	কর্কট	মিথুন	বৃষ মেষ
১৫						১৬
উষা	মকর	ধনু	বৃশ্চিক	তুলা	কন্যা	সিংহ কর্কট
১৫						১৬

ফাল্গুণার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান						অস্তস্থান
সন্ধ্যা	সিংহ	কর্কট	মিথুন	বৃষ	মেষ	মীন কুম্ভ
১৫						১৬
নিশীথ	বৃশ্চিক	তুলা	কন্যা	সিংহ	কর্কট	মিথুন বৃ
১৫						১৬
উষা	কুম্ভ	মকর	ধনু	বৃশ্চিক	তুলা	কন্যা সিংহ
১৫						১৬

চৈত্রার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান						অস্তস্থান
সন্ধ্যা	কন্যা	সিংহ	কর্কট	মিথুন	বৃষ	মেষ মীন
১৫						১৬
নিশীথ	ধনু	বৃশ্চিক	তুলা	কন্যা	সিংহ	কর্কট মিথুন
১৫						১৬
উষা	মীন	কুম্ভ	মকর	ধনু	বৃশ্চিক	তুলা কন্যা
১৫						১৬

(ক্রমশঃ।)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চদশী-সমালোচনা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

১। বিষয়শূন্য এক মাত্র অনন্ত সত্য জ্ঞানই সৎ ব্রহ্ম, উহাই সাক্ষী চৈতন্য।

২। পঞ্চভূত বা ভৌতিক জগৎ অসৎ, প্রকৃত পক্ষে ছিল না, নাই, থাকিবেও না (অস্তিত্বহীন), যেহেতু উহা মায়ার কল্পনাপ্রসূত মাত্র। ঐ কল্পনাশক্তিই মায়া এবং কল্পিত বিষয়ই ভূত বা ভৌতিক জগৎ।

৩। মায়া-কল্পিত পঞ্চভূত এবং ভৌতিক জগৎ ভ্রান্ত জ্ঞান বা ভ্রান্ত জীব-চৈতন্যের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভ্রান্ত জ্ঞান দূরীভূত হইলে, মায়িক জগৎ স্বপ্ন বা মরীচিকার ন্যায় অন্তর্হিত হয় এবং ভ্রান্তজ্ঞান অনন্ত সদ্‌ব্রহ্মে বা সত্য জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়; উহাই সত্য।

৪। জীবের মন-বুদ্ধি মায়া-প্রসূত, ঐ মন-বুদ্ধিতে ভ্রান্ত জগৎ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়। মন-বুদ্ধির ক্রিয়া রহিত হইলে, জীবচৈতন্যের নিকট জাগতিক ক্রিয়া অনুভূত হয় না। এক্ষণে ১ম প্রশ্ন এই যে, জীব কে? এবং মন-বুদ্ধির বিকাশ কি শক্তির দ্বারা হয়? ২য় প্রশ্ন, সাক্ষীচৈতন্য যখন নির্ব্বিকার, তখন কল্পনাশক্তির কর্ত্তা কে? কল্পিত বিষয় (অর্থাৎ জগৎ) সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, ঐ বিষয়ের কার্য্য-কারণের নিয়ামক কে? উত্তর—চৈতন্য অবলম্বনে মায়ার (অর্থাৎ জগৎ-কল্পনাশক্তির) বিকাশ হয়। ঐ কল্পনাশক্তিতে চৈতন্যের আভাস প্রতিভাত হওয়ায়, ঐ চিদাভাসে মায়া-শক্তি চেতনবৎ হইয়া মহতত্ত্বে অর্থাৎ সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্বে পরিণত হয়। ঐ শক্তিস্থ চিদাভাসই শক্তির নিয়ামক বা চৈতন্য-প্রতিভাসিতা শক্তি চৈতন্যের আভাসে জগৎরূপ ক্রিয়ার কর্ত্রী এবং নিয়ামিকা ঐশ্বরী শক্তি রূপে বিবর্ত্তিতা হন। প্রকৃতপক্ষে ঐ চিদাভাস হইতে শক্তি বা শক্তি হইতে চিদাভাস বা আভাস-চৈতন্য পৃথক্ নহে; পৃথক্ হইলে, শক্তি নিষ্ক্রিয় এবং শক্তিস্থ আভাস-চৈতন্য মূল পরব্রহ্মে বা ব্রহ্ম-চৈতন্যে মিশিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত মত সন্মাত্রে পর্য্যবসিত হন। উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ দেওয়া যাইতেছে যে, যেমন অগ্নিস্থ লৌহপিণ্ড উত্তপ্ত এবং স্বয়ং অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হইয়া অন্য বস্তু দগ্ধ করিতে শক্ত হয়, কিন্তু ঐ পিণ্ডস্থ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, লৌহপিণ্ডের দাহিকাশক্তি বা উষ্ণত্ব ক্রমে অন্তর্হিত হয়; ঐ লৌহপিণ্ডের উষ্ণত্ব বা পিণ্ডস্থ অগ্নি সর্ব্বব্যাপী অনন্ত তেজে বিলীন এবং অব্যক্ত হয়; সেইরূপ চিদাভাস অন্তর্হিত হইলে, শক্তিও নিষ্ক্রিয়া হয়, ঐ শক্তিস্থ চৈতন্য অনন্ত চৈতন্যে বিলীন এবং অব্যক্ত হয়। যেমন পৃথিব্যাদি গ্রহ-সৃষ্টির সর্ব্বব্যাপী গূঢ় তেজ সূর্য্যে ঘনীভূত হওয়ায়, সূর্য্য বা সৌরবিম্ব প্রকাশিত হয়, ঐ সূর্য্যের তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিব্যাদি গ্রহ উৎপন্ন হয় এবং জ্যোতি হইতে পৃথিবী ও গ্রহাদি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ চিৎ-জ্যোতি ঘনীভূত হইয়া শক্তিস্থ

হইলে, অব্যক্ত মায়াশক্তি ব্যক্ত হন; ঐ মায়াশক্তির কল্পনায় জগৎ সৃষ্ট এবং শক্তিস্থ চিদাভাসে বা চৈতন্যের জ্যোতিতে জগৎ প্রকাশিত হয়। যেমন জ্ঞানের আভাসে তোমার চিন্তা বা কল্পনা-শক্তির বিকাশ হইলে, তুমি পৃথিবীর একখানি মানচিত্র কল্পনার মানস-ক্ষেত্রে অঙ্কিত করিতে পার; ঐরূপ মানচিত্র অঙ্কিত হইলে, তোমার জ্ঞান-চক্ষে অর্থাৎ জ্ঞান-জ্যোতিতে বা বুদ্ধিতে তাহার দোষ-গুণ প্রতিভাত হয়, এবং ঐ মানচিত্র যথায় যেরূপ হইলে সুন্দর এবং সুদৃশ্য হয়, তদ্রূপ কল্পনা-ক্ষেত্রে তাহার সুব্যবস্থা করিতে পার, সেইরূপ চৈতন্যের জ্যোতি বা চিদাভাসে মায়া-শক্তি বিকাশিত—অর্থাৎ মহত্তত্ত্বে পরিণত হইলে, কল্পনার মহা মানস-ক্ষেত্রে ব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত হয়, এবং ঐ মহা মানস-ক্ষেত্রে জগৎ প্রকটিত হইলে, সত্ত্ববিম্বিত চিৎ-জ্যোতিতে অর্থাৎ জ্ঞানালোকে তাহা প্রকাশিত, নিয়মিত ও সুব্যবস্থিত হয়। শক্তিস্থ চিদাভাস বা চিদ্-বিম্বকে বেদান্তদর্শনে ঈশ্বর এবং ঐ চিদাভাসিতা-শক্তিকেই পরাশক্তি বা ঐশ্বরী শক্তি বলিয়া বর্ণিত আছে। বিম্ব অর্থে আকার, কিন্তু শক্তিস্থ চিদাভাসের আকার কি প্রকারে সম্ভবে? শক্তি দৃশ্য পদার্থ নহে বটে, তবে চৈতন্যাভাসে চেতনবৎ হইয়া সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্বে পরিণত হইলে, ঐ বুদ্ধিতত্ত্বে চিদাভাস বা চৈতন্যও সমষ্টি-জ্ঞানাকারে বিম্বিত হয়েন; ঐ সমষ্টি জ্ঞানাকারের মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা-ক্ষেত্রে ভাসমান হয়। ঐ চৈতন্যাভাসিত-সমষ্টিবুদ্ধি বা বিরাট মন জগতের কারণ-শরীর এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডই কার্য্য-শরীর। ঐ শক্তিস্থ চিদ্বিম্বই ভক্তের চিদ্‌ঘন ভগবান এবং চিদাভাসিতা শক্তিই মহামায়া আদ্যাশক্তি; এ উভয়ই সাংখ্যদর্শনোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি। যেমন তোমার কোন বিষয়-কার্য্যেতে জ্ঞানের আভাস আছে, এবং জ্ঞানেতে বিষয় বা কার্য্যের আভাস আছে, কার্য্যের সহিত জ্ঞান এবং জ্ঞানের সহিত ক্রিয়া-শক্তি বিজড়িত, সেইরূপ মায়াশক্তি এবং ঐ শক্তিস্থ চিদাভাস পৃথক্ নহে।

যেমন জগতে সর্ব্ব স্থানে গুহ্য তেজ বা অব্যক্ত অগ্নির অস্তিত্ব আছে; জগতে তেজশূন্য স্থান নাই, কিন্তু বস্তু-বিশেষের সংযোগ ব্যতীত তেজের বিকাশ হয় না। (যথা যদি জগতে সূর্য্যের অস্তিত্ব একেবারে না থাকে, তবে জ্যোতি ও তাপের বাহ্য বিকাশ থাকে না বটে, কিন্তু তাহা হইলেও জগতে তেজের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় না) সেইরূপ জগৎ-প্রসূতি ক্রিয়াশক্তির অভাব হইলে, (অর্থাৎ চৈতন্য-শক্তির বিকাশ না হইলে) বাহ্যজ্ঞান-শক্তিও অবিকাশিত হয়, কিন্তু মূল চৈতন্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না; ঐ মূল সাক্ষী-চৈতন্য বা ব্রহ্ম-চৈতন্য কেবল অস্তিত্ব মাত্রে পর্য্যবসিত ও অব্যক্ত হয়েন। তড়িৎ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, ইহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন; কিন্তু যেমন তড়িৎ-পরিচালক ব্যতীত তড়িতের বিকাশ হয় না, সেইরূপ ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত চৈতন্য বা জ্ঞানের বাহ্য বিকাশ হয়না। যেমন একই তেজ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে প্রতিভাসিত হইলে, সেই সেই বস্তুর গুণানুসারে ঐ তেজ

জ্যোতি ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিকাশিত হয়; যথা মেঘে তড়িৎ, জলে বাড়বানল, দাবানল, চন্দ্রে জ্যোৎস্না, কাষ্ঠে অগ্নি; কাচ, প্রস্তর, মুক্তা, ধাতু প্রভৃতিতে বল জ্যোতি ইত্যাদি নানা আকারে তেজ বিকৃত ও বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ কমেবাদ্বিতীয়ম্" চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্ব-রজাদি-আশ্রিত এবং মিশ্র গুণে প্রতিভাসিত য়া, সেই সেই গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বে বা ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিবর্ত্তিত হয়েন। রজগতে সূর্য্য যেমন সমষ্টি-তেজের প্রতিনিধি বা তেজোধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেইরূপ া বিম্বিত চৈতন্য-ঘনই ভক্তের ভগবান্ বা মায়িক জগতের ঈশ্বর। যেমন সূর্য্য-স্থিত তেজাভাস বা জ্যোতি বিশেষ বিশেষ বস্তুতে প্রতিভাত হইয়া তদাকারে কাশিত হয়, অর্থাৎ সৌর কিরণ দ্বারা বস্তুর রূপ বা আকার প্রকাশিত হয়, সেই া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় মায়াশক্তিস্থ চিদাভাস কর্ত্তৃক বিশ্ব প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ মন একই সূর্য্য-কিরণ প্রস্তরে প্রতিভাত হইয়া প্রস্তরাকার, বৃক্ষে প্রতিভাত য়া বৃক্ষাকার, জলে প্রতিভাত হইয়া জলাকার ধারণ করে, সেইরূপ চিদাভাসিতা কই মায়া কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মানবাদি অসংখ্য জীব এবং গ্রহ, নক্ষত্র, থিবী ও পার্থিব নানা প্রকার জড় রূপে জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়। ভৌতিক জগতে মন আকাশ অবলম্বনে বায়ু (গতি), বায়ু হইতে তেজ (উষ্ণতা), তেজ হইতে ল, জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়, এবং ঐ পঞ্চভূত-সংমিশ্রণে গ্রহ-নক্ষত্র-পৃথিব্যাদি ন জড় পদার্থ সৃষ্ট হয়, সেইরূপ অধ্যাত্ম-জগতে সাক্ষী-চৈতন্য অবলম্বনে ত্রিগুণময়ী য়াশক্তি বিকাশিত এবং ঐ মায়াশক্তির বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ চৈতন্যের আভাসে চিৎশক্তি া চিন্ময়ী মহৎ বুদ্ধিতে পরিণত হয়। ঐ সত্ত্বময় মহৎক্ষেত্রে রজোগুণের বিকাশ ওয়ায় সৃষ্টি-কল্পনা আরব্ধ হয়। ঐ কল্পনা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া শব্দ, রূপ, রস এবং ন্ধ-তন্মাত্রে বিবর্ত্তিত বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। উক্ত মহৎক্ষেত্রে ঐ কল্পনা পঞ্চ-তন্মাত্রে বিবর্ত্তিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়; ঐ কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই জীবের নিকট ত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, সমগ্র মন বিষয় বিশেষে একাগ্র া হইলে, তাহাতে সমাধি লাভ বা সেই বিষয়ে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় না; যদি তাহাই হয়, তবে সমগ্র চিন্ময়ী মহাশক্তি তমোগুণাক্রান্ত হইয়া কি জড়তত্ত্বে অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রে বিবর্ত্তিতা এবং তদ্দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকটিতা হয়েন? যদি তাহাই হয়, তবে জগতের নিয়ামক বা নিয়ামিকা-শক্তির অস্তিত্ব কোথায়? জড়তত্ত্ব কখনও জড়-ও জীব-জগতের নিয়ামক হইতে পারে না। সমগ্র চিন্ময়ী মায়া বা সত্ত্বময়ী মহাশক্তি জগৎ কল্পনা করিয়া, পঞ্চতন্মাত্রে বা পঞ্চভূতে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলে, কে ঐ পঞ্চ-ভূতের নিয়ামক স্বরূপে সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক বিচিত্র জড় ও জীব-জগতের যথায় যেরূপ সামঞ্জস্য আবশ্যক, তথায় সেইরূপ কার্য্য করে? এবং কেইবা মায়িক জগতের জীবরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া, ঐ কল্পিত জগৎ সত্যের ন্যায় অনুভব করিয়া, সুখ-দুঃখাদি

ভোগ এবং মায়িক জগতে ক্রিয়া করে? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা উপরোক্ত ৪৮ হইতে ৫৩ শ্লোকে এবং তৎপরে ৫৪ শ্লোক হইতে ৯০ শ্লোকে আছে এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা এই ভূতবিবেকের পর পঞ্চকোষ-বিবেকে বিশদরূপে আছে, তাহার সমালোচনা ক্রমে প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে প্রথম প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর এই যে, সমস্ত ব্রহ্ম-চৈতন্য বা ঈশ্বর কিম্বা সত্ত্বময়ী ঐশ্বরী শক্তি তমোগুণাক্রান্ত হইয়া পঞ্চতন্মাত্রে বা পঞ্চভূতে বিবর্ত্তিত হন না। সৎব্রহ্ম সাক্ষী-চৈতন্য অবলম্বনে যে মায়া-শক্তির বিকাশ হয়, সেই মায়া-শক্তি সমগ্র চৈতন্যব্যাপিনী নহে। ব্রহ্মচৈতন্যের নিকট জগৎ কিছুই নহে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মচৈতন্য অবলম্বনে যে মহদ্‌বুদ্ধির বা কল্পনা-শক্তির বিকাশ হয়, ঐ বুদ্ধি বা ঐ কল্পনাশক্তি সমস্ত চৈতন্যব্যাপিনী হইতে পারে না। আমি ভ্রান্ত জীব, সঙ্কল্পাত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (শুক্তিতে রৌপ্য-ভ্রান্তি বা মরীচিকায় জল-ভ্রান্তির ন্যায় ভ্রান্তবুদ্ধি) আমার সম্বল; তৎসত্ত্বেও যখন আমি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করি, তখন আমাতে কোন বিষয়বুদ্ধি বা কল্পনা থাকে না। ঐ বুদ্ধি বা কল্পনাশক্তি অবিকাশিত হয়, কিন্তু আমার চৈতন্য স্বতঃ প্রকাশস্বরূপ থাকেন। ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে, মায়া বা মহৎ কল্পনাশক্তি সমগ্র-চৈতন্য-ব্যাপিনী নহে। আবার চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি (পরাশক্তি) বা সত্ত্বময়, সমষ্টি-বুদ্ধি-তত্ত্ব জড়জগতে পরিণত হয় না। ঐ চিন্ময়ী মহাবুদ্ধি অবলম্বনে যে কল্পনা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্রে বিবর্ত্তিত বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়, সেই জগৎ-কল্পনা ব্যতীত সমষ্টি চিন্ময়ী মহাবুদ্ধি জড়ত্বে পরিণত হয় না। আমি যে পঞ্চদশী ব্যাখ্যা করিতেছি, আমার সমগ্র জ্ঞান-শক্তি বা বুদ্ধি এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যায় কখনই নিবদ্ধ নহে; অন্য শত শত বিষয়-জ্ঞান আমার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। আমি ভ্রান্ত জীব, আমার মন-বুদ্ধি যদি এই পঞ্চদশী-ব্যাখ্যায় তন্ময় হয়, তবে ঠিক সেই তন্ময়ত্বকালে অন্য কোন বিষয়-জ্ঞান আমার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়না বটে, কিন্তু এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যা হইতে মন অপসৃত হইলে, অন্যান্য বিষয়জ্ঞান আমার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, মহৎক্ষেত্রে সৃষ্টিকল্পনা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া তন্ময় হইলে, তৎকালে সমষ্টি-চিন্ময়ী শক্তি বা বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী সমষ্টি-জ্ঞান-শক্তি তমোগুণাক্রান্ত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত—অর্থাৎ জড়জগতে বিবর্ত্তিত হয় কি? উত্তর—না, মায়াশক্তিস্থ চিদাভাস সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইলেও আবরণশূন্য; যেহেতু বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ সম্পূর্ণ প্রকাশ-স্বভাব।* সেই পূর্ণ প্রকাশ-স্বভাব সত্ত্বময়ী চিৎশক্তি অবলম্বনে যে জগৎ-কল্পনা ভাসমান হয়, কেবল সেই জগৎকল্পনা-শক্তির সত্তা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া কল্পিত

* ঐ প্রকাশস্বভাবের পার্থিব দৃষ্টান্ত এইরূপে দেওয়া যাইতে পারে, যথা বিলাতী উৎকৃষ্ট কাচ-নির্ম্মিত পরকলা বা চিম্‌নি আলোকোপরি আবরক হইলেও, ঐ চিম্‌নির স্বচ্ছতায় আলোক পরিষ্কারই হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণে চিদাভাস সমধিক প্রকাশিত হয়।

বিষয়ে তন্ময়ত্বপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মচৈতন্য আদৌ বিকৃত হন না, কিম্বা সমষ্টি-শক্তি-বিম্বিত ঈশ্বরও বিকৃত হন না; অথবা সত্ত্বস্থ সমষ্টি চিদাভাস, যাহা মহৎক্ষেত্রে প্রকাশাত্মক সূক্ষ্ম মহাবুদ্ধি, সঙ্কল্পাত্মক সূক্ষ্ম মহামানসতত্ত্ব বা ক্রিয়াত্মক সূক্ষ্ম মহাপ্রাণ প্রতিভাসিত বা প্রতিবিম্বিত হইয়া হিরণ্যগর্ভরূপে জগৎ প্রকাশ করেন, তিনি বদ্ধ বা বিকৃত হন না। কেবল ঐ মহৎক্ষেত্রে যে কল্পনার সত্তা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া পঞ্চভূতে বা ভৌতিক বৈচিত্র্যময় জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়, সেই বৈচিত্র্যময় জড়তত্ত্বস্থ গুহ্য চৈতন্যের জড়-সংসৃষ্ট ব্যষ্টি-মলিনাভাস—অর্থাৎ আভাস-চৈতন্য (বা ব্যষ্টি-জীবচৈতন্য) বদ্ধের ন্যায় প্রতিভাত হয়। অবশ্যই মহৎক্ষেত্রে যে কল্পনার ভাব পঞ্চভূতে বা ভৌতিক জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়, তাহাতেও আভাসচৈতন্য গূঢ় থাকে। কারণে যাহা আছে, কার্য্যে তাহার আভাস নিশ্চয়ই আছে। এই জন্য ৪৮।৪৯।৫০ শ্লোকে চৈতন্য সম্পূর্ণ বদ্ধ নহে, ত্রিপাদ-মুক্ত (অর্থাৎ সাক্ষীচৈতন্য ঈশ্বর ও হিরণ্য-গর্ভমুক্ত) একপাদ বিশ্ব-বদ্ধ হওয়ার উল্লেখ আছে, এবং তাহার দৃষ্টান্ত—অর্থাৎ সমগ্র মৃত্তিকার ঘট-শরাব-জনন-শক্তি নাই, কেবল আর্দ্র মৃত্তিকার ঘটাদি-জনন-শক্তি আছে, প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপরে ৫২ শ্লোকে নিরংশ ব্রহ্মচৈতন্যে অংশ বা পাদ কল্পনা হইতে পারেনা, কেবল অবিদ্যাচ্ছন্ন ভ্রান্তবুদ্ধি শিষ্যগণকে বুঝাইবার জন্য পাদ বা অংশ কল্পনা করা হইয়াছে, প্রকাশ আছে। বস্তুতই ঐরূপ অংশ বা পাদ শব্দ প্রয়োগ ব্যতীত প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝান অতীব কঠিন। এই জন্য তৎপরবর্ত্তী ৫৩ শ্লোকে প্রকৃত তাৎপর্য্যের কথঞ্চিৎ আভাস প্রকাশের নিমিত্ত পুনঃ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা কোন ভিত্তির বা স্তম্ভের উপরিভাগ নানা বর্ণে রঞ্জিত করিলে, ঐ রঞ্জিত চিত্র, ভিত্তি বা স্তম্ভের উপরিভাগে ভাসমান হয় ব্যতীত ঐ ভিত্তি বা স্তম্ভের অভ্যন্তরে ঐ রঞ্জিত চিত্র প্রবিষ্ট হয় না, বা সমগ্র ভিত্তি বা স্তম্ভ রঞ্জিত ও বিকৃত হয়না; ঐ রঞ্জিত চিত্র ধৌত করিয়া ফেলিলে, স্তম্ভ বা ভিত্তির উপরিভাগেও ঐ রঞ্জিত চিত্র থাকেনা। বস্তুতঃ ঐ ভিত্তি বা স্তম্ভের ইষ্টক রঞ্জিত বা চিত্রিত হয়না বা ইষ্টক-গ্রন্থিত স্তম্ভ বা ভিত্তিও সম্পূর্ণ রঞ্জিত নহে; ঐ রঞ্জিত চিত্র স্তম্ভোপরি ভাসমান হয় মাত্র। এখন এই দৃষ্টান্তের সহিত আমার উপরোক্ত সমালোচনা পাঠকগণ মিল করিয়া দেখিলে, মায়াশক্তি এবং মায়িক জগতের আভাস কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন; তদ্‌ভিন্ন উহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত জগতে নাই ও ভাষায়ও অবর্ণনীয়। বাহ্য জগতে জীব-চৈতন্য এবং জীবের মানস-কল্পনার সহিত ব্রহ্মচৈতন্য বা মায়ার সৃষ্টি-কল্পনার সর্ব্বাবয়বে সাদৃশ্য নাই, তদ্ধেতু বাহ্য জগতের দৃষ্টান্ত দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পাঠকবর্গকে বুঝান কঠিন; যেহেতু মায়ার সৃষ্টিকল্পনা—যাহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব-বিম্বিত ঈশ্বর-চৈতন্যে ভাসমান হয়, তাহাই তমোগুণাক্রান্ত ও তন্ময়ত্ব-প্রাপ্ত হইয়া, যথাক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থূল দৃশ্য জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়; তদ্দ্বারা সাক্ষী ব্রহ্ম-চৈতন্য বিকৃত হন, না বা সত্ত্ব-বিম্বিত সমষ্টি-চিদাভাস (অর্থাৎ ঈশ্বর-চৈতন্য)

জড়ত্বে পরিণত হন না। জীবের মানস-কল্পনা ব্রহ্মশক্তি মায়ার সৃষ্টি-কল্পনার ন্যায় নহে বা তদ্রূপ ভাবাপন্ন হইতে পারেনা; যেহেতু জীবের ঐ মানস-কল্পনা বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত জীব-চৈতন্যে ভাসমান হয়, এবং কল্পনা মানস-ক্ষেত্র হইতে বাহ্য জগতে নানাপ্রকার কার্য্যে পরিণত হয়, কিন্তু ঐ মানস-কল্পনা সাক্ষাৎভাবে জড়ত্বে পরিণত কি বাহ্য জগতে স্থূল পদার্থে (ইন্দ্রজালের ন্যায়) বিবর্ত্তিত হওয়া দৃষ্ট হয় না; তবে কল্পিত বিষয়ে জীবের মন-বুদ্ধি বিকৃত হয়।* যদিও বুদ্ধি ঐ কল্পিত বিষয়ের দোষ-গুণ নির্ব্বাচন এবং তাহা সুনিয়মে সংস্থাপন করিতে শক্ত হয় বটে, তথাচ মন যখন কল্পিত বিষয়ে একাগ্র বা তন্ময় হয়, তখন বুদ্ধি বা বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য-ঘনের সহিত সেই বিষয়ে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সৃষ্টি-কল্পনা জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইলেও ব্রহ্ম-চৈতন্য-বিম্বিতা ঐশ্বরী শক্তি জড়ত্বে তন্ময় হন না। তাহার কারণ পঞ্চ-কোষ ও জীব-চৈতন্য ব্যাখ্যা কালে প্রদর্শিত হইবে। ফলতঃ ব্রহ্ম-চৈতন্য অবলম্বনে জীবচৈতন্যের উপরে ভ্রান্ত জগৎ ভাসমান হইলেও, সমষ্টি-ব্রহ্মচৈতন্য বিকৃত বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত (অর্থাৎ জড়ত্বে পরিণত) হন না। চৈতন্যের যে এক পাদ জড়-সংসৃষ্ট হয়, তাহাই যে জীব-চৈতন্য, তাহা ঐ পঞ্চকোষ ব্যাখ্যা কালে বিশদভাবে দর্শান যাইবেক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য।

(সোঽহংতত্ত্ব।)

ভগবদিচ্ছায় ভব-সংসারে মানবের বিবিধ সম্বন্ধ-সংস্কার স্থাপিত হইয়াছে। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু, প্রভু ইত্যাদি বহুবিধ সম্বন্ধে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, সখ্য প্রভৃতি বহুবিধ রসের আদান-প্রদান চলিতেছে। এতদতিরিক্ত কোন অপূর্ব্ব সম্বন্ধ-রসাস্বাদ মানবের অনভ্যস্ত ও অসংস্কার-সিদ্ধ। ভগবান ও ভক্তের সম্বন্ধজনিত যে সর্ব্বরসোত্তমোত্তম রস, তাহাও ঐ সমস্ত সাংসারিক সম্বন্ধ-রস হইতে সংপূর্ণ ভিন্ন-জাতীয় নহে। উহা সাধকের পক্ষে রুচি বা অধিকারভেদে উহারই অন্যতম রসের চরমোৎকর্ষ স্বরূপ। সম্বন্ধাশ্রিত রসের শ্রেণী-ভেদ অনুসারে ভাবের ভেদ যেরূপই হউক না কেন, ফলিতার্থে সমস্তই "পরানুরক্তিরীশ্বরে"।

ঈশ্বরে শাক্তের মাতৃভাব, শৈবের পিতৃভাব, বৈষ্ণবের পতি, পুত্র, সখা, প্রভু প্রভৃতি (অধিকারভেদে) বহুভাব, সৌর ও গাণপত্যের] প্রভুভাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত

* এই মন-বুদ্ধি বিকৃত হইলে, অন্তর্জ্জগতে মনের চিন্তা বা কল্পনা হইতে ভাবী শরীরতত্ত্ব প্রস্তুত হয়; ঐ তত্ত্ব হইতে পরজন্মে যে মস্তিষ্ক প্রস্তুত হয়, তাহা ক্রমে ব্যাখ্যাত হইবে।

আছে। আর্য্য-ধর্ম্মের পরবর্ত্তী ধর্ম্মনিচয়েও ঈশ্বরের প্রতি ঐরূপ সম্বন্ধভাবাশ্রয় স্বীকৃত হইয়াছে; যথা বৌদ্ধের গুরুভাব, খ্রীষ্টানের প্রভু-পিতৃ-ভাব, মুসলমানের প্রভুভাব ইত্যাদি। মুসলমান-ধর্ম্মের স্থাপয়িতা স্বয়ং হজরৎ মহম্মদের সখ্যভাব-মিশ্রিত দাস্য-ভাবেরই সাধনা ছিল, ইহাই কোরাণে বর্ণিত। এইজন্যই মহম্মদ্ "খোদার দোস্ত" "হবিবুল্লা" (হবিব্-বন্ধু, উল্লা-আল্লার) আখ্যাতে ইস্‌লাম্-জগতে বিখ্যাত; কিন্তু তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ ও পরবর্ত্তী সমগ্র মুসলমান জাতিতে মাত্র প্রভুভাবের উপাসনাই স্থাপিত হইল। খ্রীষ্টান-ধর্ম্মে খোদ যীশুখ্রীষ্টের (যিনি ঈশ্বর-পুত্র বলিয়া স্পষ্ট প্রসিদ্ধ) পরিষ্কার পিতৃভাবের সাধনা পরিদৃষ্ট হইলেও, তাঁহার আশ্রিত খ্রীষ্টান-জগতে প্রভুভাবই প্রতিষ্ঠিত হইল। পিতৃভাব ও প্রভুভাব পরস্পর বিশেষ নৈকট্যযুক্ত; সুতরাং পিতৃভাবের সূক্ষ্ম বিশেষত্বটুকু যেখানে অনায়ত্ত হয়, সেইখানেই প্রভুভাব-পরিণতি ঘটে। পিতৃভাবে ভয়ের ভাব ও আপাত-সম্ভ্রমের ভাব কম; ভক্তি, আদর ও আব্দারের ভাব বেশি; আর প্রভুভাবে ভক্তি-মিশ্রিত ভয় ও আপাত-সম্ভ্রমের ভাব প্রবল। "অনুরক্তি" সকল ভাবেরই প্রাণ। ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, সখ্যাদি, সংজ্ঞা-ভেদে এই "অনুরক্তি" পদার্থটিরই প্রকার-ভেদ মাত্র। ইংরাজীতে "Love" শব্দটি প্রায় এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় এক "ভালবাসা" শব্দই ইহার সাধারণ প্রতিনিধি। যাহাতে প্রাণের টান, তাহাতেই ভালবাসা। এই ভালবাসা বা অনুরক্তি প্রবলতম অবস্থায় উপস্থিত হইলে, উহা যে কোন ভাবাশ্রিতই হউক না কেন, ভগবদুপাসনা-পক্ষে তাহাতেই উদ্দেশ্য-সাধন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, সাধারণ বিচারে প্রভুভাব হইতে পিতৃভাবকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে, কেন না প্রভুভাব পিতৃভাবের অন্তর্ভূত। যিনি প্রভু, তিনি পিতৃকল্প হইলেও সম্বন্ধ-রসে প্রভুই বটেন, কিন্তু পিতা সম্বন্ধ-রসানুসারেই পিতাও বটেন, প্রভুও বটেন। তারপর মনে করুন, ত্রেতাযুগের ভক্তচূড়ামণি হনুমান দাস্য-রসের সাধক; শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি প্রভুভাবেই উপাসনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অনুরক্তি অন্য সর্ব্বরসের শ্রেষ্ঠতম সাধকগণের তুলনায় কোন অংশেই ন্যূন বলিতে সাহস হয় না। মহামুনি শাণ্ডিল্য ভক্তি-সূত্রের সর্ব্বপ্রথম সূত্রেই ভক্তির লক্ষণ বর্ণনায় বলিয়াছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। যদি ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভগবদুপাসনার সর্ব্বার্থসাধিনী শক্তি হয়, তবে হনুমানের রামোপাসনায় তাহার চরম পরকাষ্ঠা জন্মিয়া সমগ্র ত্রেতাযুগ গৌরবান্বিত করিয়াছিল! ফলকথা, রুচ্যধিকার-ভেদে যিনি যে সম্বন্ধ-রসাশ্রয় ধরিয়াই ভগবানকে ভজনা করুন না কেন, তাঁহার তত্তৎ রস-ভাব পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে—অর্থাৎ পরানুরক্তিরূপে পরিণত হইলেই কৃতার্থতা (ভগবৎপ্রাপ্তি) লাভ হয়।

ভগবান উপাস্য, ভক্ত উপাসক, ইহাত সকলেই জানে, কিন্তু এই উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধটি কিরূপ? সাংসারিক দৃষ্টান্তে পিতা উপাস্য, পুত্র উপাসক; গুরু-উপাস্য, শিষ্য উপাসক; এইরূপ পতি-পত্নী, প্রভু-ভৃত্য, রাজা-প্রজা ইত্যাদি উপাস্য-উপাসকের

একটা সম্বন্ধ-তত্ত্ব আমরা বুঝি। উহা আমাদের স্বহৃদয়স্থ সাংসারিক স্বতঃসিদ্ধ সংস্কারের সঙ্গে সহজেই মিলে; কেননা আমরা এই ভব-রঙ্গভূমে মানব-সাজে অভিনয় করিতে আসিয়া ঐ সব সম্বন্ধেই সম্বদ্ধ হইয়া আছি। উপাস্য-সাজে আমি পিতা, পতি, গুরু, প্রভু বা রাজা ইত্যাদি, আবার উপাসক-সাজে আমিই পুত্র, পত্নী, শিষ্য, ভৃত্য, প্রজা ইত্যাদি। সংসারে একাই আমি এই দ্বিবিধ উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধাশ্রিত রসাস্বাদ করিতেছি, একাই আমি সংসারের সর্ব্ব-সম্বন্ধ-তত্ত্ব বুঝিতেছি; কিন্তু সংসারের সার যে ভগবান, তাঁহার সহিত ভক্তের যে পরম সম্বন্ধ, তাহার তত্ত্ব বুঝিতে সাধারণ মানবের অধিকার নাই। অবিদ্যাচ্ছন্ন মলিন জ্ঞানে সে ভগবানও নহে এবং বিষয়াতপ-বিশুষ্ক বিরস প্রাণে সে ভক্তও নহে, সুতরাং বুঝিবে কিরূপে? তাহার পক্ষে যদি ভগবান হইতে হয়, তবে সংসারের সেই, পিতা-গুরু-প্রভু প্রভৃতিই হইতে হয়; আর যদি ভক্ত হইতে হয়, তবে সেই পুত্র-শিষ্য-ভৃত্য প্রভৃতিই হইতে হয়। মায়া-মোহাচ্ছন্ন মর্ত্ত্য-মানব-জীবনে এতদতিরিক্ত উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ-তত্ত্ববোধ সুদূরপরাহত। তাই সাধনারম্ভে ভগবানের সঙ্গেও ঐ সমস্ত সহজ সংসার-সংস্কার-সাপেক্ষ সম্বন্ধ পাতাইবারই ব্যবস্থা। কিন্তু এই সম্বন্ধের অতীতাবস্থায় ভগবানের সহিত ভক্তের যে নিত্য-নিরপেক্ষ স্বরূপ-সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, তাহাই 'ভক্ত-ভগবানের প্রকৃত সম্বন্ধ, এবং তাহাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আলোচ্য। আলোচনা ভিন্ন সিদ্ধান্ত-প্রতীতির আশা আমাদের অধিকারে অসম্ভব।

আমাদের আর্য্য-শাস্ত্র এই সম্বন্ধ-নির্ণয়-সমস্যার এক অপূর্ব্ব রহস্যময় সিদ্ধান্ত শুনাইতেছেন। শাস্ত্র বলেন, ভক্তও তুমি, ভগবানও তুমি, ইহা যখন বুঝিবে, তখনই ভক্ত-ভগবানের স্বরূপ-সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে। মোহান্ধ মানব! এখন তুমি ভক্তও নয়, ভগবানও নয়; ভগবান ও ভক্ত হইতে অনেক দূরে; সুতরাং সে মহা সম্বন্ধের অপূর্ব্ব অমৃত-রস তুমি কিরূপে আস্বাদিবে? তুমি চিরবিরহী, সে মিলনের মধু কত মধুর, তাহা তুমি কি বুঝিবে? বাস্তবিক মিলনেই সে সম্বন্ধের সার্থকতা। ভগবানের সহিত ভক্তের প্রকৃত সম্বন্ধ হয় কখন? উভয়ের মিলন হয় যখন। "যোগ"ইত মিলন, বিয়োগ ও বিচ্ছেদ একই কথা।

এই স্থলে আর একটি বিষয় আলোচ্য। ভগবান ও ভক্তের পূর্ণ মিলনে অদ্বৈততত্ত্ব এবং বিরহেই দ্বৈত-তত্ত্ব স্থূলতঃ প্রতিভাসিত। উপাস্য ও উপাসক, কারক-বাচ্যের প্রত্যয়ার্থ-ভেদে এই শব্দদ্বয় গঠিত হওয়ায়, উভয়ের পূর্ণ তাৎপর্য্যে যে অর্থগত ভেদ, তাহাই দ্বৈতভাব, অর্থাৎ উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধই দ্বৈতভাব; তবে অদ্বৈতভাবে বা মিলনে সে সম্বন্ধের সার্থকতা কিরূপে সম্ভবে? এই সমস্যার সমাধানও আর্য্য-শাস্ত্রেই সম্পাদিত।

বিরহীই উপাসক বা সাধক, মিলিতই "সোঽহং"-সিদ্ধ। বিরহীর প্রিয়-মিলনার্থ পুরুষকারই উপাসনা। উক্ত পুরুষকারের সাফল্যে উপাসনার পূর্ণতা বা সোঽহং-তত্ত্ব-সিদ্ধি; কিন্তু

এই সোঽহং-তত্ত্বেই যে উপাস্য-উপাসকরূপ দ্বৈতত্ব একেবারে তিরোহিত হইতেছে, তাহা নহে; সোঽহং-তত্ত্বের স্থূল অদ্বৈতভাবের ক্রোড়ে সূক্ষ্ম দ্বৈতভাব লুকায়িত আছে।

সঃ + অহং = সোঽহং, তিনি + আমি = তিনিই আমি; একই কথা। সঃ + অহং বা তিনি + আমি, এইত দ্বৈতবোধ; অর্থাৎ যেন তিনি একজন আর আমি একজন! এইত যোড়; যোড়ইত সম্বন্ধ, যোড় ভাঙ্গিলেই সম্বন্ধচ্ছেদ। অদ্বৈত-সোঽহং তত্ত্বান্তর্গত এই যে দ্বৈত, সেই দ্বৈতজনিত সম্বন্ধই প্রকৃত উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ। অতএব ভক্তও তুমি, ভগবানও তুমি, ইহা যখন বুঝিবে, তখনই উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-তত্ত্ব বুঝিবে।

উপ—সমীপে, আসনা—বসা; উপাসনার অর্থই ঈশ্বরের কাছে বসা। আহা! অর্থটি এতই ঠিক—এতই মধুর যে—পাষণ্ডেরও প্রাণ-স্পর্শী! উপাসনা—তাঁহার কাছে বসা বা তাঁহাকে কাছে পাওয়াই বটে। তা তাঁহার কাছে বসিলে কি আর উঠা যায়? না উঠিতেই আছে? উপাসক সেই হইয়াছে, যে তাঁহার কাছে বসিয়া গিয়াছে! সোঽহং-তত্ত্ব এই যে—'সঃ'-সমীপে 'অহং' বসিয়াছে। 'অহং' 'সঃ'—উপাসনা করিতেছে! ইহাই প্রকৃত উপাসনা। এই উপাসনায় উপাস্য-উপাসকে যে সম্বন্ধ, তাহাই স্বরূপতঃ উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ। ইহাতে যে দ্বৈত, তাহাতেই এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। যদি তিন-অক্ষর সঃ-অহং কমিয়া সন্ধিতে (মিলনে) অ-লোপে দ্ব্যক্ষর সোঽহং—অবশেষে একাক্ষর সঃ মাত্র থাকেন, তবে তিনিই অদ্বৈত—প্রকৃত অদ্বৈত। তিনিই একাক্ষর—অর্থাৎ এক ও অক্ষর—কিনা ক্ষয়রহিত। এই যথার্থ অদ্বৈততত্ত্বই—"অবাঙ্মনসোগোচরঃ", উহাই "বাচো যতো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—উহাই "যন্মনসা নমনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্" "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা" উহাই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—"সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম"—উহাতেই কেবল দ্বৈতভাবাত্মক উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ নাই। উহাই উপাসনাতীত উপনিষৎ-নিহিত নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব।

"সোঽহং" তস্পষ্ট যোড়া—স্পষ্ট দ্বৈত; উপাসনার পূর্ণপরিণতি, ভক্তি-তত্ত্বের পরম প্রকর্ষ।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

শাস্ত্রোক্ত এই নবধাভক্তি-লক্ষণের নবম বা সর্ব্বশেষ লক্ষণই আত্মনিবেদন। আত্ম-নিবেদন যাঁহার হইয়াছে, যিনি পরমাত্মায় নিবেদিতাত্ম, তিনিইত সোঽহংতত্ত্বে উপনীত বা পরম পূর্ণভক্ত; তিনিই সমীপে বসিয়াছেন, তিনিই সার্থক উপাসক হইয়াছেন। তাঁহারই উপাস্যের সহিত সম্বন্ধ, কারণ তিনিই উপাস্যে সম্বদ্ধ। "বেদান্ত নাস্তিকতা আনে, সোঽহংতত্ত্ব অদ্বৈতবাদ আনিয়া ভক্তিমার্গ অবরোধ করে বা উপাসনাকাণ্ড পণ্ড করে", এইরূপ যে একটা শাস্ত্র-সমন্বয়-বিরুদ্ধ ভ্রান্ত মত আজকাল আমাদের সমাজে নূতন দেখা দিয়াছে, ইহা উপাস্য-উপাসকের প্রকৃত সম্বন্ধ-রহস্যটি সর্ব্ব-শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা না করার ফল মাত্র।

অধুনা সোঽহং-তত্ত্বকে একটা মতবাদ বলিয়া ভুল বুঝাতেই উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ বুঝিতে আমরা ভুল করিতেছি। উহা মতবাদ নহে, উহা উপাসনারই পূর্ণ পরিণতির অবস্থা। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—ইহাই নির্গুণ-ব্রহ্মতত্ত্ব। ইহাই অদ্বৈত-তত্ত্ব—উপাসনার অতীত তত্ত্ব। ঈশ্বর-তত্ত্ব সগুণ ও দ্বৈতত্বে উপাসনার বিষয়ীভূত। ব্রহ্মই বিশ্ব; সুতরাং বিশ্বাংশীভূত হওয়াতে, তুমি, আমি, সকলেই,—এমন কি, একটি কীটাণু বা একটি ধূলি-কণাও ব্রহ্ম। এ সিদ্ধান্ত পরিষ্কার, ইহাতে কোন গোল বা আপত্তি নাই। এই ভাবে একটি বিষ্ঠার কৃমিরও 'সোঽহং' বলিতে অধিকার আছে! কিন্তু উপাস্য সগুণ ঈশ্বরতত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া 'সোঽহং' বলিতে সর্ব্বশাস্ত্র-প্রকাশক স্বয়ং বেদব্যাসও ইতস্ততঃ করিতে পারেন; তুমি আমি কোন্ ছার! পরন্তু এই সোঽহংতত্ত্বের অপসিদ্ধান্ত-ফলে একজন অল্পাধিকারী উপাসনা-ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট হইতে পারে সত্য, এবং এই জন্যই উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধের পূর্ণপরিণতি স্বরূপ এই তত্ত্বের রহস্য-ভেদার্থে শাস্ত্র-সাহায্যে আলোচনার প্রয়োজন। এ তত্ত্ব যে উপাসনার বিরোধী নয়, বরং ইহাই উপাসনার চরম ও পরম লক্ষ্য, এবং এই তত্ত্বেই উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য নিহিত, এইটি বুঝিতে চেষ্টা করা উপাসনার্থী মাত্রেরই আবশ্যক।

তন্ত্রশাস্ত্রে মহাদেব বুঝাইয়াছেন, ভগবানের সঙ্গে জীবের উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ জীব সর্ব্বদা প্রতিশ্বাসে "হংসঃ" বা 'সোঽহং' মন্ত্র জপের দ্বারা স্মরণ করিতেছে। শ্বাস গ্রহণে যে শব্দ হয়, তাহা ঠিক "হং" এবং শ্বাস-ত্যাগে যে শব্দ, তাহাই "সঃ"। এই "হংসঃ" মন্ত্রেই বিলোমভাবে 'সঃ+অহং' বা 'সোঽহং' হইতেছে। উপাসক জীব উপাস্য ব্রহ্মের সহিত অহরহঃ—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতে আত্মসম্বন্ধ স্মরণ করিতেছে; অথচ মনন অভাবে সে সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতেছে না।

কাছে না বসিলে উপাসনা হইবে না; তাঁহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া সুতরাং কৃতার্থ হওয়া যাইবে না। কাছে বসা চাই। হিন্দীভজন ঠিক গাইয়াছেন—"হরিসে লাগি রহোরে ভাই!" গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"নিবসিষ্যসি ময্যেব।" অর্থাৎ আমাতে লাগ—আমাতে থাক। বলিয়াছেন—"মামেকং শরণং ব্রজ।" আমারই আশ্রিত হও—আমারই শরণ লও, ইত্যাদি। উপাসনা দ্বারা তাঁহাতে আশ্রিত হইলেই তাঁহার সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ পাতান হইল;—তাঁহাতে লাগিতে বা থাকিতে হইল। বসিলে আর উঠিবার যো নাই। সম্বন্ধ হইলেই সম্বদ্ধ হইতে হয়। বাহিরের উঠাত উঠা নহে। পূজা-আহ্নিকের আসন ছাড়িয়া উঠিলেই উপাসনা ছাড়া হয় না। বাহিরের বিচ্ছেদে সম্বন্ধ যায় না; বরং ভক্ত উপাসকের পক্ষে হয় "ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে"! শত বিষয়-ব্যাপারে পড়িয়া বাহ্যোপাসনা রহিত হইলেও "ধীরো নমুঞ্চতি মুকুন্দ-পদারবিন্দং।" বিষম বিষয়াকর্ষণেও ভক্তের চিত্ত অচ্যুতের চরণ হইতে বিচ্যুত হয় না।

উপাস্যের প্রতি উপাসকের চরম ভক্তির ফল আত্মনিবেদনেই সোঽহংতত্ত্ব-প্রাপ্তি

বা ভগবৎ-প্রাপ্তি। গুরূপদেশ স্বরূপে মহাবাক্য "তত্ত্বমসি" যাহা, আত্মজ্ঞানরূপে "সোঽহং"—"শিবোঽহং" তাহাই। গুরু, উপাস্য ব্রহ্মের সহিত উপাসক শিষ্যের সম্বন্ধ বলিয়াছেন "তত্ত্বমসি"। তৎ+ত্বম্+অসি=তুমি-তাই-হও, অর্থাৎ তুমিই তিনি; শিষ্য সিদ্ধ হইয়াবা সেই সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া বুঝিলেন—'সোঽহং'—তিনিই আমি। উপনিষদুক্ত মহাবাক্য সমূহের দ্বারা যে অদ্বৈতবাদ ঘোষিত হইতেছে, উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য সেই সূক্ষ্ম দ্বৈতত্ব (ভাব-ভেদে) তাহারই অন্তর্ভূত। জ্ঞানকাণ্ডীয় মহাবাক্যের সহিত কর্ম্মকাণ্ডীয় স্থূল উপাসনার বিরোধ লক্ষিত হইলেও, সমুচ্চাধিকারী সাধকের কর্ম্মাতীত সূক্ষ্ম-উপাসনার বিরোধ নাই।

দূরে থাকিয়া কাহারও তত্ত্ব সম্যক্ জানা যায় না, কাছে যাওয়া চাই। কাছে বসাই উপাসনা; অতএব উপাসনা ভিন্ন তাঁহাকে জানা যায় না, এবং তাঁহাকে জানিলেই আপনাকে জানা হয়! তাঁহাকে জানিলে তিনিই হইতে হয়! আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান একই কথা। "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি।" ব্রহ্মে জানে যে, ব্রহ্ম হয় সে। ব্রহ্মকে জানা অর্থই ব্রহ্মকে আত্মসাৎ করা। আদর্শ উপাস্যকে আত্মসাৎ করিয়াই উপাসক কৃতার্থ হন। ধ্যান-ধারণার ফল সমাধি—সমাধিই তন্ময়ত্ব। তন্ময়ত্বেই উপাস্য-উপাসকের সমীকরণ (Assimilation)। সমাধি বা তন্ময়ত্বেই উপাস্যের সহিত উপাসকের প্রকৃত সম্বন্ধ-রসাস্বাদ ঘটে। অতএব উপাস্যের সহিত উপাসকের সম্মিলন-সম্ভূত সম্বন্ধই একত্ব বা অভিন্নত্ব। উহা দ্বৈত হইয়াও অদ্বৈত বা অদ্বৈত হইয়াও দ্বৈত! শাস্ত্র বলেন,——

"অদ্বৈতে ভাবনা নাস্তি দ্বৈতমেব বিনশ্যতি।
দ্বৈতাদ্বৈতাবিভেদেন ব্রহ্ম ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥"

বাস্তবিক ভাবনাতীত বিধায় শুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব উপাসনাতীত, আর নাশশীল বা অসৎ বিধায় শুদ্ধ দ্বৈততত্ত্ব উপাসনার অযোগ্য; অতএব যোগ্য উপাসক যোগিগণ দ্বৈতাদ্বৈত মিলাইয়া ভগবৎসাধনায় সিদ্ধ হন। যেখানে আসিলে দ্বৈত ও অদ্বৈত এক হইয়া যায়, সেইখানে আসিয়াই উত্তমাধিকারী উপাসকগণ উপাস্যের সহিত স্বীয় সম্বন্ধের অপূর্ব্ব রসাস্বাদে সমর্থ হন।

এস্থলে আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক। পিতা-পুত্র, গুরু-শিষ্য প্রভু-ভৃত্য প্রভৃতি পার্থিব সকল উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধে একটা অনুরক্তি—অর্থাৎ "ভালবাসা" আছে, কিন্তু ভগবদুপাসক ভক্তের পক্ষে যাহাকে "ভক্তি" বলা যায়, তাহা আত্ম-নিবেদন-সিদ্ধির পরেও আর থাকে কি? সোঽহংতত্ত্ব-পরিণতিতে সঃ-তত্ত্বের প্রতি অহংতত্ত্বের কোনরূপ অনুরক্তির অনুভূতি থাকে কি? শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে,—তাহা থাকে; এবং তাহাই প্রকৃত অনুরক্তি। ভক্তিতত্ত্বের দর্শনকার মহামুনি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—ঈশ্বরে পরমা অনুরক্তিই ভক্তি; তবে ভক্তির চরম লক্ষণ আত্মনিবেদনে যে সেই ভক্তি প্রকৃত পরানুরক্তিই হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

আমাদের ন্যায় অধমাধিকারিরা—ভক্তির সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ যে "শ্রবণং", তাহাতেই বঞ্চিত। ভগবৎপ্রসঙ্গ একটু কাণে শুনিতেও ইচ্ছা হয় না! আমাদের কাছে আত্ম-নিবেদনই কল্পনাতীত—ধারণাতীত তত্ত্ব, সুতরাং সেই আত্মনিবেদনে যেকিরূপ আসক্তি, উপাস্য-উপাসকের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে কিরূপ প্রেমানুরক্তি, তাহা আমাদের সুদূর-কল্পনা-স্বপ্নের আকাশ-কুসুম মাত্র!

'সোঽহং'-'শিবোঽহং'-অবস্থাপন্ন মহাপুরুষই জীবন্মুক্ত। 'তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক; তন্নিম্নাধিকারীরাত প্রেমের শিক্ষা-নবিশ মাত্র! দ্বাপরে মহারাস-লীলার সেই আকস্মিক মহা-কৃষ্ণ-বিরহে আত্মহারা ব্রজগোপিকাদের যে (কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ-বোধক) আত্ম-কৃষ্ণভাব অভিব্যক্ত হইয়াছিল, এবং ঐরূপ কলিতে ভক্তা-বতার শ্রীগৌরাঙ্গের যে আত্ম-কৃষ্ণভাব অভিব্যক্ত হইত, পরমাত্মায় নিবেদিতাত্ম সেই সুগূঢ়-সোঽহংতত্ত্বের সাধক নিষ্ক্রিয় সমাহিত যোগীর হৃদয় ব্যতীত—মহাভাবোন্মত্ত নিত্য-অহৈতুকীভক্তি-সুধা-স্নাত ভক্তচূড়ামণির চিত্ত ব্যতীত সে অপূর্ব্ব ও অতুল্য সম্বন্ধের রসানুভূতি বা প্রতীতি আর কোথায় প্রত্যাশা করা যাইবে? তবে সাধারণতঃ আমরা সকলেই একটি স্থূল স্বতঃ-সংস্কার-সিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ আভাস এই পাইতে পারি যে, আমরা আপনাকে যেরূপ ভালবাসি, বা আপনি আপনাতে যাদৃশ সম্বন্ধ-বদ্ধ বা আসক্ত থাকি, উৎসৃষ্টাত্ম উৎকৃষ্ট উপাসকের পরমেশ্বরের প্রতি তাদৃশ বা ততোঽধিক আত্মহারা-আসক্তি। অধমাধিকারী আমাদের আত্মপ্রেম সর্ব্বভূতের সহিত আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া; আর উত্তমাধিকারী উপাসকের আত্মপ্রেম সর্ব্বভূতকে আত্মময় বা আপন করিয়া। ফলিতার্থে উপাসকের সহিত উপাস্য ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ-প্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডেরও সেই সম্বন্ধ।

আমরা পিতা-মাতায় অনুরক্ত, স্ত্রী-পুত্রে অনুরক্ত—ইত্যাদি; কিন্তু এ সবের উপরেও আমরা আত্মসত্তায় পরানুরক্ত, সন্দেহ নাই। অনেককেই ভালবাসি বটে, কিন্তু আত্ম-সর্ব্বস্ব আমরা আপনাকে যেমন ভালবাসি, তাহার তুলনা আর কিছুতে হয় কি? আর হয় কেবল পতিব্রতার পতি-প্রেমে। আমাদের আপনাকে ভালবাসা যেমন, পতিব্রতার পতিকে ভালবাসা যেমন, আত্মোৎসর্গকারী উপাসকের ভগবানে তদ্বৎ বা ততোঽধিক। আমাদের আপনার সহিত বা সতীর পতির সহিত যে সম্বন্ধ, যে ভাবানু-বন্ধ, আত্মোৎসর্গকারী প্রকৃত উপাসকের উপাস্য ভগবানের সহিত সেই সম্বন্ধ—সেই ভাবানুবন্ধ। প্রকৃত উপাসক পরমাত্মস্বরূপে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া যে সম্বন্ধ সংস্থাপন করেন, তাহাতে তিনি পরমাত্মার পরমাত্মীয় হন।

ঈশ্বরের প্রতি নিম্নাধিকারীগণের উপাসনা স্বকীয় সহজ জ্ঞান ও সংস্কার-সিদ্ধ পার্থিব সম্বন্ধ-সমূহের কোন না কোন ভাবাশ্রয় করিয়াই প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পার্থিব সম্বন্ধের ভাবাশ্রয়ভিন্ন কোন উপাসনাই আদৌ দাঁড়াইতে পারেনা।

এই বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের উপাসনাকাণ্ড-গত সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয়-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয় ও ইস্লামীয় উপাসনারও সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ফলে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বি-শেষে ভগবদুপাসনা মাত্রেই এই সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় কোন না কোন পার্থিব সম্বন্ধ-সাদৃশ্যে সংস্থাপিত। মাত্র অর্দ্ধশতাব্দাধিক-বয়স্ক আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথমপ্রতিষ্ঠাতা রাজা রাম মোহন রায় ব্রহ্মকে "পরম পিতা" প্রভৃতি সম্বোধনে পিতৃভাবেরই উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, পরে কালক্রমে ব্রাহ্ম-বীর কেশববাবু পরমসিদ্ধ শাক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের শক্তি-সমীর-স্পর্শে শাক্ত-ভাবে 'মা' বলিয়া কাঁদিলেন; তৎ সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে "প্রাণ-পতি" "প্রিয়সখা" প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় সাধনার সুমধুর সম্বোধনগুলিও ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে ব্রহ্মোদ্দেশে উত্থিত হইতে লাগিল। আর্য্যশাস্ত্রে সগুণত্বে উপাস্য সাকার ঈশ্বর ও নির্গুণত্বে মাত্র তত্ত্বজ্ঞানগম্য নিরাকার ব্রহ্ম, এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং উপাস্য-স্বরূপে কোন সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয়ের হেতু না থাকায় 'ব্রহ্ম' ক্লীব-লিঙ্গ হইয়াছেন। শুদ্ধ আর্য্যশাস্ত্রের এই বিষয়টি ভাবিলেই বিস্মিত হইতে হয়। 'ব্রহ্ম' শব্দের ক্লীবলিঙ্গত্বেই ব্রহ্মের নিরাকারত্ব—সুতরাং উপাসনার অবিষয়ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃগণ নিরাকার-স্বরূপেই ক্লীব ব্রহ্মে সগুণত্ব আরোপণপূর্ব্বক, তাঁহাকে পিতা, মাতা, পতি, প্রভু, সখা ইত্যাদি সম্বন্ধের ভাবাশ্রয়ীভূত করিয়া কখনও পুং কখনও স্ত্রীলিঙ্গরূপে উপাসনা করিতেছেন। উপাসনায় সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় অপরি-হার্য্য। ইদানীং সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয়েরই সুবিধার জন্য যুগ-যুগান্তর-সিদ্ধ-সংস্কার-লব্ধ 'হরি' 'শিব' 'দুর্গা' প্রভৃতি মহামন্ত্ররূপী নামগুলিও ব্রাহ্মগণ সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছেন। উপাসক মাত্রেরই উপাস্যে সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় অবশ্য-প্রয়োজনীয়। তবে কিনা, মানবের সংসার-সংস্কার-সুলভ পার্থিব সম্বন্ধ সমূহের সহজ ভাবাশ্রয় উপাসনার আদি-প্রবর্ত্তক হইলেও, প্রকৃত উপাসনা বা সম্বন্ধ-সিদ্ধি যখন ঘটে, তখন সে সকলগুলির স্থানেই এক অভেদ-সম্বন্ধ সোঽহংতত্ত্ব সংস্থাপিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দৈহিক সত্তা-স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখিয়াই অনেক মুনি, ঋষি, জীবন্মুক্ত পুরুষ সোঽহং-তত্ত্ব লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। আবার ভৌতিক দেহ-সত্তা সহ উপান্তে আত্ম-বিসর্জ্জন বা অভেদ-সম্মিলনও সেই সোঽহংতত্ত্বোদ্ভূত ফল। প্রভাস-মিলনে শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে শ্রীরাধার তিরোধান, সতীর শিবৈকাঙ্গ-মিলনার্থ দক্ষালয়ে দেহ-ত্যাগ, এ সমস্ত পৌরাণিক বিবরণও দার্শনিক সোঽহংতত্ত্বেরই লীলা-বিলাস। উপান্তে আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হইলে, উপাসকের স্বতন্ত্র স্বরূপত্ব আর থাকে না। পরম প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর জগন্নাথ-দেবের (মতান্তরে গোপীনাথ জীউর) অঙ্গে লীন হওয়ার বৃত্তান্তেও ঐ তত্ত্ব দেদীপ্যমান। সামান্য পার্থিব লোক-লীলায়ও দেখা যায়, আত্ম-সমর্পণ-সিদ্ধা সাধ্বী উপান্ত পতির মরণে সহমৃতা বা অনুমৃতা না হইয়া পারেন না। অধুনা সামাজিক 'সতীদাহ' রাজবিধি-নিবারিত হইলেও যথার্থ সতীর পত্যনুমৃতি বিশ্বরাজ-বিধিতে চির-অবারিত। তিনি আর থাকিবেন

কি লইয়া? তাঁহার 'অহং' যে সমস্তই "সঃ" সহ চলিয়া গিয়াছে! সতীর উপাসনার সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয়ে উপাস্যের সাধারণ ব্যবহারিক সংজ্ঞা 'পতি'—কিন্তু উহা অতি স্থূল পরিচয়। স্ত্রীর পরিণয়-সম্বন্ধ-বদ্ধ পুরুষেই পতিত্ব। উহা সতী ও তদিতরা, উভয়ের পক্ষেই সাংসারিক পরিচয়-স্থলে সাধারণ; পতি-উপাসিকা সতীর উপাস্যসহ প্রকৃত যে সম্বন্ধ, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া ভাষার অসাধ্য; এক মাত্র শাস্ত্রীয় "সোঽহং" বাক্যেই তাহার আভাস ভাসমান।

রামচন্দ্রে প্রভুত্ব—সুতরাং নিজের দাস্য-সম্বন্ধ-সাধক মহাবীর হনুমান এমনই আত্ম-সমর্পণ করিয়া সোঽহং-সম্বন্ধাশ্রিত হইয়াছিলেন যে, হনুমানের আর নিজের কিছুই ছিল না। বাহিরে তিনি অনিত্য ভৌতিক বানরদেহধারী হনুমান ছিলেন বটে, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে 'রাম' হইয়াছিলেন! তাইত রাম-সর্ব্বস্ব হনুমান হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া রাম-রূপ দেখাইয়াছিলেন! ইহাকেই বলে আত্ম-সমর্পণ,—ইহাতেই সোঽহংতত্ত্ব-সাধন। রামায়ণের এই আখ্যায়িকায় কি শিক্ষা দেয়? দেব-দুর্ল্লভ সোঽহংতত্ত্বে ভক্তের—অর্থাৎ প্রকৃত উপাসকেরই অধিকার; উহা শুষ্ক বৈদান্তিক জ্ঞানকাণ্ডের শিক্ষা-সমুদ্ভূত মতবাদ-বিশেষ নহে। যাঁহারা তাহা বলেন, তাঁহারা বেদান্তের মহীয়ান্ মহিমা বা বিশুদ্ধ বিশেষত্ব বুঝিতেই অক্ষম। বেদ-তন্ত্র-পুরাণাদির ন্যায় বেদান্ত উপাসনা-শিক্ষার শাস্ত্র নহে; উহা উপাসনারই সিদ্ধি-কাণ্ডের ব্রহ্ম তত্ত্ব-বার্ত্তায় বিভূষিত। এই জন্যই অনধিকারীর বেদান্ত-বিদ্যায় বা সোঽহংতত্ত্বের চর্চ্চায় প্রকারান্তরে নাস্তিকতা বা ভক্তি-বাধকতাই জন্মে; অধিকারীর পক্ষে তদ্বিপরীত। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বেদান্ত-ব্যাখ্যা শ্রবণে কোন দিন ৺কাশীধামের দণ্ডী-স্বামী-সম্প্রদায়ে ভগবৎ-প্রেমানন্দের প্রশস্ত প্রবাহ বহিয়াছিল! বেদ-তন্ত্র-পুরাণের উপাসনা-শিক্ষায় উপাস্যের সহিত উপাসকের সম্বন্ধ-বন্ধন-সংঘটন, আর বেদান্ত-বোধিত সোঽহংতত্ত্বে তাহার পূর্ণ পরিণতি সম্পাদন। কর্ম্ম-ভূমি ভারতক্ষেত্রে উপাস্য-উপাসকের এই চরম ও পরম সম্বন্ধ-সিদ্ধির দৃষ্টান্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বহুল ছিল, এখনও এই পাদ-ধর্ম্ম বিশিষ্ট কলিযুগে যে একেবারে না আছে, তাহা নয়; তবে কিনা খুঁজিয়া ও বুঝিয়া লওয়াই সুকঠিন—ফলে সুকৃতি-সাপেক্ষ।

সম্বন্ধ (সম্যগ্ বন্ধন) অর্থই যোগ। যাহার সঙ্গে যাহার যেরূপ যোগ, তাহার সঙ্গে তাহার সেইরূপ সম্বন্ধ। পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র প্রভৃতি বড় প্রধান সম্বন্ধ; কারণ উভয়পক্ষে বড় প্রধান যোগ। প্রকৃত উপাসকের সঙ্গে উপাস্যের কিরূপ যোগ?—না, যতদূর যোগ হইতে পারে। এমন যোগ, যে—একেবারে যেন দুয়ে এক! যোড়া যত ভাল লাগে, যোড়-চিহ্ন তত অদৃশ্য হয়,—দুয়ে মিলিয়া এক হয়। এই মিলনই প্রকৃত সম্বন্ধ। অতএব ভগবানের সহিত ভক্তের চরম ও পরম মিলনই সোঽহংতত্ত্ব; সুতরাং ইহাই উপাস্য-উপাসকের প্রকৃত সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ যত দিন সিদ্ধ না হয়, ততদিন উপাসক-পূর্ণ উপাসক নহেন। ততদিন তাঁহার উপাসনা কেবল প্রকৃত উপাসক-পদ পাইবার জন্য উপাসনা মাত্র। এই-সম্বন্ধ স্থাপন হইলে তবে প্রকৃত উপাসনার কার্য্য হয়।

যে অনধিকার-দুষ্ট বেদান্তমতের ইঙ্গিত পূর্ব্বে করিয়াছি, তাহারই সিদ্ধান্ত এইরূপ সোঽহংতত্ত্বের উদয়ে উপাসনা বিলুপ্ত হয়। উপাস্য উপাসক এক হইয়া গেলে আর কাহার উপাসনা করে? ইত্যাদি। ফলিতার্থে বাহ্য উপাসনা তখন থাকে না বটে, কিন্তু কি—মানস-উপাসনাও তখন পরিণামপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত অধ্যাত্ম-উপাসনার অবস্থাই সেই! উহাতে পুষ্প-চন্দন, গঙ্গাজল,—দুর্ব্বা, তুলসী, বিল্বদল,—উহাতে টিকী-ফোঁটা-আসন-যন্ত্র, স্তব, জপ, তন্ত্র, মন্ত্র, কিছুই থাকে না; জগৎকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর কিছুই থাকে না; থাকেন কেবল যুগল-মিলিত উপাস্য ও উপাসক,—সঃ আর অহং! "শিব-চূড়ামণি" তন্ত্রে মহাদেব পরিষ্কার বলিয়াছেন,—

"অধমা প্রতিমাপূজা, জপস্তোত্রাদি মধ্যমা।
উত্তমা মানসী পূজা, সোঽহংপূজোত্তমোত্তমা॥"

অধমাধিকারীর পক্ষেই প্রতিমা পূজা। (কলিতে অধমাধিকারীই অধিক, সুতরাং আমাদের প্রায় সকলেরই প্রতিমা-পূজা বিহিত।) মাত্র জপ-স্তোত্রাদি দ্বারা পূজার অধিকার মধ্যম; আর উত্তমাধিকারীর পক্ষেই মানস-পূজা,—উহাই উত্তম পূজা; কিন্তু তাহার উপরেও পূজা আছে; তাহাই উত্তমেরও উত্তম—অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম 'সোঽহংপূজা' আমাদের প্রতি প্রতিমা-পূজাতেই অগ্রে শেষ ফল মানস-পূজার অনুশীলন ও স্বশিরে পুষ্পার্ঘ্য-গ্রহণে সর্ব্বশেষ ফল সোঽহংপূজারই অনুস্মরণ ব্যবস্থিত। ফলে সোঽহংপূজার অধিকারীই সর্ব্বোত্তম সাধক—প্রকৃত উপাসক। সোঽহংপূজাতেই প্রকৃত উপাসকের সহিত উপাস্যের প্রকৃত মিলন, প্রকৃত যোগ, প্রকৃত সম্বন্ধ, অতএব সোঽহংতত্ত্বে ঈশ্বর-পূজা নাই, ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। ঈশ্বর ও জীবে নিত্য পূজ্য-পূজক বা সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। ঈশ্বর ও জীবের মহামিলন সোঽহংতত্ত্বেও তাহার অন্যথা নাই। সৃষ্টি অনাদি—অনন্ত—প্রবাহরূপে নিত্য; ঈশ্বর ও জীবের—উপাস্য ও উপাসকের এই সম্বন্ধও অনাদি—অনন্ত—প্রবাহরূপে নিত্য।

উপাস্য-উপাসকের পৃথগ্‌ত্বেও একত্ব-সম্বন্ধ বা একত্বেও পৃথগত্ব-বোধ সর্ব্ব-শাস্ত্র-সম্মিলিত সার সিদ্ধান্ত। বেদান্তে ও পুরাণে এখানে গলাগলি! জ্ঞানে ও ভক্তিতে সেখানে কোলাকুলি। জ্ঞানের শাস্ত্র বলেন "সোঽহং"—ভক্তির শাস্ত্র বলেন—"ময়ি তে ময়ি চাপ্যহং"। তাই বৈষ্ণব কবির মধুময়ী লেখনী ভগবদুক্তিতে গাইয়াছেন—

ভক্ত মোর কণ্ঠহার—ভক্ত মোর প্রাণ।
আমি তাতে সে আমাতে আমারি সমান॥

অতএব দেখুন, উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য বুঝিতে যদি স্পষ্ট প্রশ্ন করা যায়, উপাস্য উপাসকের কে? সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত উত্তর—আত্মা। ঘুরাইয়া প্রশ্ন করুন,—উপাসক উপাস্যের কে? তাহারও ঐ উত্তর—আত্মা। এই অপূর্ব্ব প্রশ্নোত্তরের প্রকৃত আস্বাদ তত্ত্ব-রস-রসিকেরই উপভোগ্য।

হায়! উপাসনার অনধিকারী বা অন্ততঃ অধমাধিকারী বিষম-বিষয়-বদ্ধ জীব আমরা—ভগবানের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধের ভাবই অনুভব করিতে পারি না। মুখে হয়ত তাঁহাকে পিতা, মাতা, পতি, প্রভু প্রভৃতি একটা সুমধুর সম্বন্ধের ভাবে ডাকিতে পারি, কিন্তু অন্তরে তিনি আমাদের "মামার শালা" বা "পিসার ভাই" ভিন্ন আর কিছুই নহেন! হাসির কথা নহে, ইহা অতি মর্ম্মভেদী শোক-বার্ত্তা। অহো! যিনি হৃদয়ের ধন—সর্ব্বস্বধন—জীবনের জীবন, সেই পরাৎপরকে এত পর ভাবিতেছি! কি শোচনীয় অবস্থা! এ অবস্থায় তাঁহারই কৃপা ভিন্ন উপায় নাই। দুর্লভ মানব-জন্মের একমাত্র সার্থকতা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-সংস্থাপন ও সংস্থাপিত সম্বন্ধের অতুল অধ্যাত্ম-রসাস্বাদন; কিন্তু সে শুভযোগ ত বহুদূরের কথা, আপাততঃ সে দিকের চিন্তা-চর্চ্চায়ও একটু প্রবৃত্তি হইলে কৃতার্থ হইতাম। তারপর—সে প্রবৃত্তিও দূরের কথা, (এমন কি) সে প্রবৃত্তি জন্মিবার উপায় স্বরূপ যে সাধুসঙ্গ—শাস্ত্র-সেবা প্রভৃতি, তাহার অবলম্বনেরই বা প্রবৃত্তি কোথায়? হরি! রক্ষা কর। যদি কৃপা করিয়া তোমার সম্বন্ধানন্দ-লাভের অধিকার সমন্বিত মানব-জন্ম দিয়াছ, তবে সে সম্বন্ধের রহস্য বুঝাও, সে সম্বন্ধের মাধুর্য্যে মজাও। আর তোমার ভক্ত-কবির তানে তান মিলাইয়া—প্রাণ গলাইয়া—বলাও হরি!——

তোমাতে মিশিব আমি বিরহের ভয়ে।
আমাতে মিশিও তুমি মিলন সময়ে॥
এমনি তোমারি হব হে অন্তর-যামি।
আমি যেন তুমি হরি তুমি যেন আমি॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পাতঞ্জল দর্শন,—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য সঙ্কলিত। বৃহৎ গ্রন্থ; কাগজ ও মুদ্রণ পরিপাটি; মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। "খুলনা—সেনহাটী" ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। ভারতের জগদ্বিখ্যাত ষড়্দর্শনের মধ্যে পাতঞ্জল-দর্শনই সাধকের আনুষ্ঠানিকতা পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইতঃপূর্ব্বে ইহার যে কতিপয় বাঙ্গালা-সঙ্কলন আমরা দেখিয়াছি, তাহা প্রায়ই সংক্ষিপ্ত, অসম্পন্ন ও অবিশদ; এখানিতে সে সমস্ত অভাব অনেকাংশে পূর্ণ হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে বঙ্গ-ব্যাখ্যা গুলি আর একটু প্রাঞ্জল হইলেই সর্ব্ব-সুন্দর হইবে, ভরসা করি। পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র ইহার সঙ্কলনে বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। মূল সূত্র, সান্বয় ব্যাখ্যা, বাঙ্গালায় তাৎপর্য্যার্থ, সংস্কৃত ব্যাস-ভাষ্য, বাঙ্গালায় তদনুবাদ ও বিবিধ শাস্ত্র-প্রমাণ সহকারে বাঙ্গালায় বিস্তৃত মন্তব্য বা ব্যাখ্যা যথাক্রমে বিন্যস্ত হওয়ায়, গ্রন্থখানি সর্ব্বাংশেই গৌরবান্বিত হইয়াছে।

...লের ১ম ও ২য় সংখ্যা যে কোন গ্রাহক সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিলে ॥০ আট আনা মূল্য পাইবেন।

... বর্ষ। জ্যৈষ্ঠ। ২য় সংখ্যা।
১৮২১, ১৩০৬।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। পরমহংস রামকৃষ্ণের কথা	৩৩	৪। আমি তুই ...	৫৪
২। বৈড়ালব্রত বা যৌগিক ব্যভিচার	৪৪	৫। গোলকেসর্ব্বদেব-দর্শন (ক) রাশিচক্র	৬১
৩। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ...	৫১	(খ) শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ...	৬৩

যশোহর।
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২১।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য——সমেত ডাকমাশুল ১॥০ মাত্র।
পশ্চাদ্দেয় মূল্য—অর্থাৎ ১৩০৬ সাল | সমেত ডাকমাশুল ২৲ টাকা, | প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

১৩০১।২।৩।৪ সনের বাকী হিন্দু-পত্রিকা প্রতি সন ১৷০, ১৩০৫ সালের ১৷০ মূল্যে বিক্রয়। ১৩০৬ সালের অগ্রিম মূল্য গ্রাহকগণ কৃপাপূর্ব্বক শীঘ্র প্রেরণ করিবেন।

CO-OPERATION IN PUBLISHING. (NO 2.)

If one were the only reader of *The Times*, the only railway passenger between London and Brighton, the only consumer of the electric light, the simplest incidents of modern life would cost more than the orgies of the Cæsars. The development of solidarity, the recognition of combination as a source of strength, has been a gradual one, and even in our own day it is easy to find new developments of the principle of association. The distribution of *The Times* Reprint of the Ninth Edition of the *Encyclopædia Britannica*, in connexion with which this thought presents itself is an admirable illustration of the indefinite possibilities inherent in the system. For such a book can only be sold at such a price when the purchasers are many. When the first issue of the Ninth Edition was prepared, nearly ten years ago, it did not seem prudent to print a very large number of copies, and the price at which the work was then offered to the public was based upon a very moderate estimate of the number of probable purchaseres. How does a question of this sort present itself to a publisher?

Let it be supposed, for instance, that a publisher had, lying in a huge safe, the hundred thousand typewritten sheets of matter which are needed to make a book like the Ninth Edition of the *Encyclopædia Britannica*, and that he was in doubt whether to print 1,000 or 10,000 copies. These are convenient figures—although an edition of only 1,000 would, of course, necessitate so fantastic a retail price that no publisher could hope to recoup himself by the sale.

The expense of making a book is of two different sorts; a creative and a reduplicative cost. The writers must think, and put their thoughts into words; the printers must put their words into type, the artists must make their designs and the engravers prepare plates from the designs. All this primary cost is as great for a small edition as for a large one. The secondary cost, the cost per copy for paper, printing, and binding, becomes smallar as the edition increases, because work on a large scale is always cheaper than work on a small scale.

If the primary cost per copy be $\frac{x}{1,000}$ in the case of an edition of 1,000 copies, it becomes only one-tenth of that sum in the case of an edition of 10,000 copies, for the author, the artist, the compositor, and the engraver have done their work once for all If the secondary cost be y for each one of an impression of a thousand copies, it will be only about $4/5y$ for each one of ten thousand copies. For an edition of one thousand we have then: cost per copy $\frac{x}{1,000} + y$; and for an edition of 10,000: cost per copy $\frac{x}{10,000} + \frac{4}{5}y$. This is a difference of $\frac{x}{1,111} + \frac{1}{5}y$ on each copy.

It is well known that over £60,000 was paid to the authors of the Ninth Edition of the *Encyclopædia Britannica* for MSS. alone. To this must be added the cost of typesetting. There were 21,164 pages of type. When the work was completed the Editor stated (at the banquet given in Cambridge to celebrate the event) that the corrections for the press had been equivalent to twice the number of pages set. This gives, roughly speaking, £18,000 for the perfected type pages; add another £5.000 for the cost of electrotyping, and the total for the plates of the text is between £80,000 and £85,000. Leaving the artists and engravers out of the question $\frac{x}{1,000}$ is then, at least £80.

In other words, if only 1,000 copies were to be printed of such a book as the *Encyclopædia Britannica*, and the story were to end there, each copy would cost £80, plus the proportion of cost of paper, machining, and binding, and plus the proportion of cost of designing, engraving and printing the full-page plates and other illustrations. For this item of £80,000 or 85,000 is not the whole of x and does not touch y at all. Add to this the paper, machining, binding, warehousing, and general expenese and it is evident that 1,000 copies of such a work as the *Encyclopædia Britannica* would (even without any illustrations) have to be listed in a publisher's catalogue at something like £150 a copy.

If the technical detail of the printing trade were less tedious to the general reader, it would be easy to trace the gradations of cost which mark the large distance between books which are dear at their price and books which are cheap at their price. Even the few figures which have been set forth will, however, sufficiently illustrate the general principle that a work like the *Encyclopædia Britannica* cannot in the usual course of business be sold at a popular price. The issue of *The Times* Reprint at its present price has been made possible by a combination of circumstances, and by a bold reliance upon a widespread demand for the work. A remarkable opportunity presentes itself, and the public show their appreciation of it by securing copies of the work while it my be had at so great a bargain.

(N. B. See the 3rd. and 4th. pages of the cover.)

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২য় সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ। | ১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের কথা।

(শ্রীম-লিখিত Diary হইতে উদ্ধৃত।)

শরৎকাল। ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, মঙ্গলবার, বেলা সাড়ে পাঁচটা। কএক দিন হইল ৺শারদীয়া দুর্গাপূজা হইয়া গিয়াছে। এ মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলী হরিষ-বিষাদে অতিবাহিত করিয়াছেন; কেননা তিন মাস ধরিয়া গুরুদেবের কঠিন পীড়া হইয়াছে। কণ্ঠদেশে Cancer. ডাক্তার সরকার ইঙ্গিত করিয়াছেন, পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য। হতভাগ্য শিষ্যেরা একথা শুনিয়া একান্তে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। এক্ষণে শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। শিষ্যেরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণপণে সেবা করিতেছেন। বিবেকানন্দাদি কৌমার-বৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যগণ এই মহতী সেবা উপলক্ষ্যে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ পথপ্রদর্শী সোপান আরোহণ করিতে সবে শিখিতেছেন। এত পীড়া, কিন্তু দলে দলে লোক দর্শন করিতে আসিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিলেই শান্তি ও আনন্দ হয়। অহৈতুক কৃপাসিন্ধু; দয়ার ইয়ত্তা নাই—সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেছেন—কিসে তাহাদের মঙ্গল হয়। শেষে ডাক্তারেরা—বিশেষতঃ ডাক্তার সরকার কথা কহিতে একেবারেই নিষেধ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার নিজে ৬ ঘণ্টা ৭ ঘণ্টা করিয়া থাকেন; বলেন, আর কাহারও সহিত কথা কহা হবে না, কেবল আমার সঙ্গে কথা কহিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিয়া ডাক্তার একেবারে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাই এতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকেন।

এদিনে বিবেকানন্দ, ডাক্তার সরকার, শ্যাম বসু, কবিবর গিরীশ চন্দ্র ঘোষ ডাক্তার দোকড়ি, ছোট নরেন্দ্র ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার সরকার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তার (বেয়ারামের কথার পর ও ঔষধ খাবার পর) বলিলেন, "তবে তুমি শ্যাম বাবুর সঙ্গে কথা কও, আমি আসি"। শ্রীরামকৃষ্ণ (ও একজন শিষ্য) একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন "গান শুন্‌বেন"?

ডাক্তার বলিলেন "তুমি যে তিড়িং মিড়িং করে উঠ! ভাব চেপে রাখ্‌তে হবে"। ডাক্তার আবার বসিলেন। তখন বিবেকানন্দ মধুর কণ্ঠে গান করিতে লাগিলেন। তৎসঙ্গে তানপুরা ও মৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতে লাগিল। তিনি গাইতে লাগিলেন—

(গান।)

চমৎকার অপার জগৎ তোমার, শোভার আগার বিশ্বসংসার।
অযুত তারক চমকে রতন-কাঞ্চন-হার, কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধর ধন-ধান্যময়, পরিপূর্ণ তোমার ভাণ্ডার।
হে মহেশ! অগণন লোক গায় ধন্য তুমি ধন্য এই গীতি অনিবার।

আবার গাইলেন—

(গান।)

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥
অনন্ত আঁধার-কোলে, মহানির্ব্বাণ-হিল্লোলে, চিরশান্তি-পরিমল
অবিরত যায় ভাসি॥
মহাকালরূপ ধরি, আঁধার-বসন পরি, সমাধি-মন্দিরে ওমা,
কে তুমি গো একা বসি;
অভয়পদ-কমলে, প্রেমের বিজলি জ্বলে, চিন্ময় মুখমণ্ডলে
শোভে অট্ট অট্ট হাঁসি॥

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিলেন—"It is dangerous to him" (এ গান পরম-হংসদেবের পক্ষে ভাল নয়, ভাব হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে।)

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বল্‌ছে"?

মাষ্টার উত্তর করিলেন, "ডাক্তার-ভয় কর্‌ছেন—পাছে আপনার ভাব-সমাধি হয়"।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট,—ডাক্তারের মুখ পানে তাকাইয়া করযোড়ে বলিলেন "না না কেন ভাব হবে"?

কিন্তু এ কথা বলিতে বলিতে তিনি গভীর ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। শরীর স্পন্দহীন। নয়ন স্থির। অবাক্ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট। বাহ্যজ্ঞান শূন্য। মন-বুদ্ধি অহংকারে, চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ। আর সে মানুষ নাই!

বিবেকানন্দের মধুর কণ্ঠে সেই মধুর গান চলিতে লাগিল। তিনি আবার গাইলেন—

(গান।)

একি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি—
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লওহে নাথ।

আবার গাইলেন—

কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে!
যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ চিরমগন না রয় হে॥

"সতীর পবিত্র প্রেম" গানের এই অংশ শুনিতে শুনিতে ডাক্তার অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিয়া উঠিলেন, "আহা আহা"।

নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) আবার গাইলেন—

(গান।)

কতদিনে হবে প্রেমের সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম, বল্‌ব হরি নাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ-মন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,
(হরি-প্রেম-রসে মজে)
সংসার-বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন-আঁধার।
কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার।
হায়! কবে যাবে আমার ধরম করম, (হরি-প্রেমে মত্ত হয়ে),
কবে যাবে জাতি-কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয়-ভাবনা-সরম, পরিহরি অভিমান-লোকাচার।
মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্ত-পদধূলি, কাঁধে লয়ে চিরবৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম-যমুনার।
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দসাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার॥

ইতি মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্য সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। গান সমাপ্ত হইল। তখন পণ্ডিত ও মূর্খের, বালক ও বৃদ্ধের, পুরুষ ও স্ত্রীর—আপামর-সাধারণের সেই মনো-মুগ্ধকরী কথা হইতে লাগিল। সভা শুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ। সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের

মুখপানে চাহিয়া রহিল। এখন সেই কঠিন পীড়া কোথায়? তাঁর মুখ এখন যেন প্রফুল্ল অরবিন্দ, যেন ঐশ্বরিক জ্যোতি বহির্গত হইতেছে! তখন তিনি ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন।—

শ্রীরামকৃষ্ণ। লজ্জা ত্যাগ কর—ঈশ্বরের নাম কর্‌বে, তাতে আবার লজ্জা কি? তাঁর নাম করে নাচ্‌বে, তাতে আবার লজ্জা কি? "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।" আমি এত বড়লোক, বড় বড় লোক শুন্‌লে আমায় কি বল্‌বে! যদি বলে ওহে ডাক্তারটা হরি হরি বলে নেচেছে! কি লজ্জার কথা! এ সব ভাব ত্যাগ কর।

ডাক্তার। আমার ওদিক দিয়েই যাওয়া নেই। লোকে কি বল্‌বে, আমি তার তোয়াক্কা রাখি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার উটি খুব আছে! (সকলের হাস্য)

(বিজ্ঞান কিরূপে হয়; ব্রহ্মদর্শন।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হলে, তবে তাঁকে জান্‌তে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষ রূপে জানার নাম বিজ্ঞান। যেমন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটাটি তোলবার জন্যে আর একটি কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটি তোলবার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান-কাঁটাটি দূর করবার জন্য জ্ঞান-কাঁটাটি আন্‌তে হয়। তার পর জ্ঞান-অজ্ঞান দুটিই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার!

পুনঃ শ্রীরামকৃষ্ণ। লক্ষ্মণ বলেছিলেন, 'রাম! একি আশ্চর্য্য! অত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে অধীর হয়ে কেঁদেছিলেন? রাম বল্লেন, 'ভাই! যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে। যার 'এক' জ্ঞান আছে, তার 'অনেক' জ্ঞান আছে। যার আলো-বোধ আছে, তার অন্ধকার-বোধ আছে। ঈশ্বর জ্ঞান-অজ্ঞানের পার, পাপ-পুণ্যের পার।

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের গান আবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন।—

(গান।)

আয় মন বেড়াতে যাবি। কালী-কল্পতরু-মূলেরে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি। ওসে বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্বকথা তায় শুধাবি॥
অহংকার-অবিদ্যা তোর, পিতা-মাতায় তাড়িয়ে দিবি। যদি মোহ-গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য-খোঁটা ধোরে রবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি। যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান সিন্ধুমাঝে ডুবাইবি॥

শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি। তাদের দুই সতীনের পীরিত হলে তবে শ্যামামারে পাবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি। তাদের জ্ঞান-খড়্গে বলি দিয়ে উভয়ে কৈবল্য দিবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি। তবে বাপু, বাছা, বাপের ঠাকুর, মনের মতন মনটি হবি॥

(অবাঙ্মনসোগোচরম্।)

শ্যাম বসু। দুই কাঁটা ফেলে দেওয়ার পর কি থাক্‌বে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিত্য-শুদ্ধ-বোধরূপং। তা তোমায় কেমন করে বোঝাব?

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'ঘী কেমন খেলে?' তাকে এখন কি করে বোঝাবে? হদ্দ বোল্‌তে পার, 'কেমন ঘী—না যেমন ঘী।'

একটী মেয়েকে তার সঙ্গিনী একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয়? মেয়েটী বল্লে, তোর স্বামী হলে তুই জান্‌বি, এখন তোরে কেমন করে বোঝাব? পুরাণে আছে, ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন, তখন তাঁকে মা নানা রূপে দর্শন দিলেন। গিরিরাজ সব রূপ দর্শন করে শেষে ভগবতীকে বল্লেন—মা! বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এইবার আমার যেন সেই ব্রহ্ম দর্শন হয়। তখন ভগবতী বল্লেন "বাবা! ব্রহ্ম-দর্শন যদি কর্‌তে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর"। ব্রহ্ম কি জিনিস, মুখে বলা যায় না। একজন বলেছিল, সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। এর মানে এই যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, আর সব শাস্ত্র মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, কেউ এ পর্য্যন্ত মুখে বল্‌তে পারে নাই। তাই ব্রহ্ম এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই।

আর সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া বা রমণ যে কি আনন্দের, তা মুখে বলা যায় না। যার হয়েছে, সেই জানে।

(পণ্ডিত ও অহঙ্কার।)

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান হয় না। 'মুক্ত হব কবে? আমি যাবে যবে"। 'আমি' ও 'আমার' এই দুইটী অজ্ঞান। 'তুমি' ও 'তোমার' এই দুইটী জ্ঞান। যে ঠিক ভক্ত, সে বলে, 'হে ঈশ্বর, তুমিই কর্ত্তা, তুমিই সব করেছো; আমি কেবল যন্ত্র। আমাকে যেমন করাও, তেমনি করি। আর এ সব তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার জগৎ, তোমার গৃহ, পরিজন, আমার কিছু নয়। তোমার যেমন হুকুম, সেই রূপ সেবা করিবার কেবল আমার অধিকার।' যারা একটু বৈ টৈ পড়েছে, অমনি তাদের অহঙ্কার এসে যোটে। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গে ঈশ্বরের কথা হয়েছিল। তিনি বলেন 'ও সব আমি জানি'। আমি বল্লুম, 'যে দিল্লি

গিছলো, সে কি বলে বেড়ায়, আমি দিল্লি গেছি— আর জাঁক করে? যে বাবু, সে কি নিজে বলে আমি বাবু?

শ্যামবসু। তিনি (কালীকৃষ্ণঠাকুর) আপনাকে খুব মানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও গো বল্‌বো কি! দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ীতে একটা মেথ্‌রাণীর যে অহঙ্কার! তার গায়ে দু একখানা গহনা ছিল। সে যে পথ দিয়ে আস্‌ছিল, সেই পথে দু একজন লোক তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। মেথরাণী তাদের বলে উঠলো, 'এই! তোরা সরে যা'—অন্য লোকের কথা আর কি বল্‌বো?

(পাপ-পুণ্য।)

শ্যামবসু। মহাশয়, পাপের শাস্তি আছে; অথচ তিনিই সব কর্‌ছেন, এ কি রকম?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি তোমার সোণারবেণে-বুদ্ধি!

বিবেকানন্দ। অর্থাৎ Calculating বুদ্ধি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওরে পোদো! তুই আম খেয়ে নে। বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটী পাতা আছে, এসব হিসাবে তোর কাজ কি? তুই আম খেতে এসেছিস, আম খেয়ে যা।

(শ্যামবাবুর প্রতি) তুমি এ সংসারে ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর। তোমার এতশতয় কাজ কি? ফেলাজফী (Philosophy) নিয়ে বিচার করে তোমার কি হবে? দেখ, আধপো মদে তুমি মাতাল হতে পার; শুঁড়ীর দোকানে কত মোন মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার?

ডাক্তার। আর ঈশ্বরের মদ Infinite—সে মদের শেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যামবসুর প্রতি) আর ঈশ্বরকে আম্মোক্তারি দাওনা। তাঁর উপর সব ভার দাও। সৎলোককে যদি কেউ ভার দেয়, তিনি কি অন্যায় করেন? পাপের শাস্তি তিনি দিবেন, কি না দিবেন, সে তিনি বুঝ্‌বেন।

ডাক্তার। তাঁর মনে কি আছে, তিনিই জানেন। মানুষ হিসাব করে কি বল্‌বে? তিনি হিসাবের পার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যামবসুর প্রতি) তোমাদের ঐ এক! কল্‌কাতার লোকগুলো বলে 'ঈশ্বরের বৈষম্য-দোষ'। কেন না তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন, আর একজনকে দুঃখে রেখেছেন। শালাদের নিজের ভিতর যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে।

(লোক-মান্যতা কি জীবনের উদ্দেশ্য?)

হেমবর দক্ষিণেশ্বরে যেত, দেখা হলেই আমায় বল্‌তো 'কেমন ভট্টাচার্য্য মশাই, জগতে এক বস্তু আছে—মান।' ঈশ্বরলাভ যে মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য, তা কর্ম্ম লোকেই বলে।

(সূক্ষ্ম শরীর।)

শ্যামবসু। সূক্ষ্মশরীর কেউ কি দেখিয়ে দিতে পারে? কেউ কি দেখাতে পারে যে, সেই শরীর বাহিরে চলে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যারা ঠিক ভক্ত, তাদের দায় পড়েছে তোমায় দেখাতে। কোন্ শালা মান্‌বে আর না মান্‌বে, তাদের তায় কি? একটা বড় লোক হাতে থাক্‌বে, এ সব ইচ্ছা তাদের থাকেনা।

শ্যামবসু। আচ্ছা স্থূলদেহে সূক্ষ্মদেহে প্রভেদ কি?

(স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। পঞ্চভূত নিয়ে যে দেহ, সেইটী স্থূল দেহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিত্ত, এই নিয়ে সূক্ষ্ম শরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয় আর সম্ভোগ হয়, সেইটী "কারণ-শরীর"। তন্ত্রে বলে 'ভাগবতী তনু'। সকলের অতীত মহাকারণ (তূরীয়)—বলাযায় না।

(সাধনের প্রয়োজন।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেবল শুন্‌লে কি হবে? কিছু করো। সিদ্ধি-সিদ্ধি মুখে বল্লে কি হবে? তাতে কি নেশা হয়? সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখলেও নেশা হয়। কিছু খেতে হয়। কোন্‌টা একচল্লিশ নম্বরের সুতো, কোন্‌টা চল্লিশ নম্বরের সুতো, সুতোর ব্যবসা না করলে কি বলা যায়? যাদের সুতোর ব্যবসা আছে, তাদের পক্ষে অমুক নম্বরের সুতো বেছে দেওয়া কিছু শক্ত নয়। তাই বলি, কিছু সাধন কর; তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ কাকে বলে, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

(ভক্তি একমাত্র সার।)

যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা কর্‌বে। অহল্যার শাপমোচনের পর রামচন্দ্র তাকে বল্লেন 'তুমি আমার কাছে বর লও'। অহল্যা বল্লেন "রাম! যদি বর দিবে, তবে এই বর দাও—আমার যদি শূকর-যোনিতে জন্ম হয়, তাতেও ক্ষতি নাই; কিন্তু হে রাম! যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে"।

আমি মার কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাত যোড় করে বলেছিলাম 'মা! এই নাও তোমার অজ্ঞান, এই নাও তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও'।

ধর্ম্ম কিনা দানাদি কর্ম্ম। ধর্ম্ম নিলেই অধর্ম্ম নিতে হবে, জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান

নিতে হবে, শুচি নিলেই অশুচি নিতে হবে। যেমন যার আলো-বোধ আছে, তার অন্ধকার-বোধও আছে। যার এক-বোধ আছে, তার অনেক-বোধ আছে। যার ভাল-বোধ আছে, তার মন্দ-বোধ আছে।

যদি কাহারও শূকর-মাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধন্য; আর হবিষ্য খেয়ে তার যদি সংসারে আসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে—

ডাক্তার। তবে সে অধম। এখানে একটী কথা বলি, বুদ্ধ শূকর-মাংস খেয়েছিলেন। শূকর-মাংসও খাওয়া, আর Colic ও (পেটে শূল বেদনা) হওয়া! এই বেয়ারামের জন্য বুদ্ধ Opium (আফিং) খেতো। নির্ব্বাণ টির্ব্বাণ কি জান, আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকতো, বাহ্য জ্ঞান থাকতো না, তাই নির্ব্বাণ! বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ সম্বন্ধে এই নূতন প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন। আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যাম বসুর প্রতি) সংসার কর, তাতে দোষ নাই, কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে কামনাশূন্য হয়ে কাজ-কর্ম্ম কর্‌বে। এই দেখোনা, যদি কারু পিঠে একটা ফোড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, হয়ত কাজ কর্ম্মও করে, কিন্তু তাহার মন যেমন ফোড়ার দিকে পড়ে থাকে, সেইরূপ।

সংসারে নষ্ট মেয়ের মত থাক্‌বে। মন উপপতির দিকে, কিন্তু সে সংসারের সব কাজ করে।

(ডাক্তারের প্রতি) বুঝেছ?

ডাক্তার। ও ভাব না থাক্‌লে বুঝ্‌বো কেমন করে?

শ্যাম বসু। কিছু বুঝো বই কি! [সকলের হাস্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে ২) আর ঐ ব্যবসা অনেক দিন ধরে কচ্চেন, কি বল?

(সকলের হাস্য)

শ্যামবসু। মহাশয়! Theosophy (থিয়সফি) কি রকম বলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মোট কথা এই—যারা শিষ্য করে বেড়ায়, তারা হাল্‌কা থাকের লোক। আর যারা 'সিদ্ধাই'—নানা রকম শক্তি চালায়, তারাও হালকা থাক। যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হয়ে যাওয়া, এই এক শক্তি; আর এক দেশে একজন কি কথা বল্‌ছে, তাই বল্‌তে পারা এই এক শক্তি। এ সব শক্তি-সিদ্ধ লোকের ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হওয়া ভারি কঠিন।

শ্যামবসু। কিন্তু তারা (Theosophists) হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপিত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তাদের বিষয় ভাল জানি না।

শ্যামবসু। মরবার পর জীবাত্মা কোথায় যায়—চন্দ্রলোকে কি নক্ষত্রলোকে ইত্যাদি—এ সব থিয়সফিতে জানা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হ'বে। আমার ভাব কি রকম জান? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা

করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বল্লেন, আমি বার, তিথি, নক্ষত্র, এ সব কিছু জানি না; কেবল এক রাম-চিন্তা করি। আমারও ঠিক ঐ ভাব।

শ্যাম বসু। তাঁরা বলে 'মহাত্মারা' আছেন। আপনার কি বিশ্বাস?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কথা বিশ্বাস করেন তো আছে। এ সব কথা এখন থাক্। আমার অসুখটা কম্‌লে আপনি আস্‌বেন। যাতে আপনার শান্তি হয়, যদি আমায় বিশ্বাস কর—উপায় হয়ে যাবে। দেখ্‌ছোতো আমি টাকা লই না, কাপড় লই না; এখানে প্যালা দিতে হয় না; তাই অনেকে আসে। [সকলের হাস্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি।) তোমাকে এই বলা—রাগ করো না—ও সবতো অনেক কর্‌লে,—টাকা, মান, লেক্‌চার; এখন মনটা দিন কতক ঈশ্বরেতে দাও। আর এখানে মাঝে মাঝে আস্‌বে। ঈশ্বরের কথা শুন্‌লে উদ্দীপন হ'বে।

কিয়ৎকাল পরে ডাক্তার বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এমন সময়ে শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন ও ঠাকুরের চরণ-ধূলি লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার। আমি থাক্‌তে উনি (গিরীশ বাবু) আস্‌বেন না। যাই চলে যাব যাব হয়েছি, অমনি এসে উপস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) আমায় এক দিন সেখানে (Science-association) নিয়ে যাবে।

ডাক্তার। তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে—ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কাণ্ড সব দেখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে!

(গুরুপূজা।)

ডাক্তার। (গিরীশের প্রতি) আর সব কর, কিন্তু do not worship him—as God—এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্ছ।

গিরীশ। কি করি মশাই! যিনি এই সংসার-সমুদ্র ও সন্দেহ-সাগর থেকে পার করলেন, তাঁকে আর কি কর্ব্ব বলুন? তাঁর গু কি গু বোধ হয়?

ডাক্তার। গু জন্যে হচ্চে না; একটা দোকানীর ছেলে এসেছিল, তা বাহ্যে করে ফেল্‌লে। সকলে নাকে কাপড় দিল। আমি তার কাছে আধ ঘণ্টা বসে। নাকে কাপড় দিই নাই। আবার মেথর যতক্ষণ মাথায় করে নিয়ে যায়, ততক্ষণ আমার নাকে কাপড় দেবার যো নাই। আমি জানি, সেও যা, আমিও তা, কেন তাকে ঘৃণা কর্‌ব? আমি কি এঁর পায়ের ধূলা নিতে পারি না? এই দেখ নিচ্চি। (শ্রীরামকৃষ্ণের পদ-ধূলি গ্রহণ।)

গিরীশ। Angels (দেবগণ) এই মুহূর্ত্তকে ধন্য ধন্য বল্‌ছেন।

ডাক্তার। তা পায়ের ধূলা লওয়া কি আশ্চর্য্য? আমি যে সকলেরই নিতে পারি—এই দাও—এই দাও— (সকলের পায়ের ধূলাগ্রহণ।)

বিবেকানন্দ। (ডাক্তারে প্রতি) এঁকে আমরা ঈশ্বরের ন্যায় মনে করি। কি রকম জানেন? যেমন Vegetable-creation (উদ্ভিদ) ও Animal-creation (জীবজন্তুগণ), এদের মাঝামাঝি এমন এক Point (স্থান) আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ্ কি প্রাণবিশিষ্ট জীব, স্থির করা ভারি কঠিন; সেই রূপ Man-world নরলোক ও God-world (দেবলোক), এই দুয়ের মধ্যে এমন একটা স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ না দেবতা।

ডাক্তার। ওহে ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।

বিবেকানন্দ। আমি God (ঈশ্বর) বল্‌ছি না, God like man (ঈশ্বর তুল্য ব্যক্তি।)

ডাক্তার। ও সব নিজের নিজের ভাব চাপ্‌তে হবে। প্রকাশ করা ভাল নয়। আমার ভাব কেউ বুঝ্‌লে না। My best friends আমাকে কঠোর নির্দ্দয় মনে করে। এই তোমরা হয়তো আমায় জুতো মেরে তাড়াবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) সে কি? এরা তোমায় কত ভালবাসে! তুমি আসবে বলে বাসক-সজ্জা জেগে থাকে।

গিরীশ। Every one has the greatest respect for you. ডাক্তার বলিলেন—"আমার ছেলে—আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত আমায় মনে করে 'hard-hearted, কেন না আমার দোষ এই যে, আমার ভাব কারো কাছে প্রকাশ করি না।"

গিরীশ। তবে মশায়! আপনার মনের কপাট খোলাতো ভাল; at least out of pity for your Friends—এই মনে করে যে—তাঁরা আপনাকে বুঝতে পাচ্ছেন না।

ডাক্তার। বলবো কি! তোমাদের চেয়েও আমার Eeelings worked up হয়। (অর্থাৎ আমার ভাব হয়)।

(বিবেকানন্দের প্রতি) I shed tears in solitude.

(মহাপুরুষ ও জীবের পাপ-গ্রহণ।)

ডাক্তার। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) ভাল তুমি যে ভাব হয়ে লোকের গায়ে পা দাও সেটা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি জান্‌তে পারি কারো গায়ে পা দিচ্চি কিনা?

ডাক্তার। ওটা ভাল নয়, এটুকুতো বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার ভাবাবস্থায় কি হয়, তা তোমায় কি বলবো? সে অবস্থার পর এমন ভাবি, বুঝি আমার এই জন্যে রোগ হচ্চে। ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়। উন্মাদে এরূপ হয়, কি করবো?

ডাক্তার (শিষ্যগণের প্রতি)। ইনি মেনেছেন। He expresses regret for what he does. কাজটা Sinful, এটী বোধ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিবেকানন্দের প্রতি)। তুইত খুব শঠ, (পরমহংসদেব বুদ্ধিমান অর্থে 'শঠ' বলিতেন) তুই বল্‌না, একে বুঝিয়ে দেনা।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মশাই! আপনি ভুল বুঝছেন, উনি সে জন্য দুঃখিত হন্‌নি। এঁর দেহ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের স্পর্শ করেন্। তাদের পাপ গ্রহণ করে এঁর দেহে রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখনও কখনও ভাবেন। আপনার যখন Colic (শূল বেদনা) হয়েছিল, তখন আপনার কি regret (দুঃখ) হয় নাই, কেন রাত জেগে অত পড়্‌তুম। তা বলে রাত্‌জেগে পড়াটা কি অন্যায় কাজ? নিজের দেহের রোগের জন্য ভাবনা হতে পারে, কিন্তু তা বলে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য তাদের স্পর্শ করা কি অন্যায় কাজ, যে তাহার জন্য দুঃখ কর্‌বেন?

ডাক্তার। (অপ্রতিভ হইয়া, গিরীশের প্রতি) তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধূলা দাও। (গিরীশের পদধূলি গ্রহণ)।

(বিবেকানন্দের প্রতি) আর কিছু নয়, his intellectual pwer (গিরীশের বুদ্ধিমত্তা) জান্‌তে হবে।

বিবেকানন্দ (ডাক্তারের প্রতি) আর এক কথা, দেখুন, একটা Scientific discovery করবার জন্য লোকে life devote কর্‌তে পারে, শরীর অসুখ ইত্যাদি কিছুই মানে না; আর ঈশ্বরকে জানা—Grandest of all science—এর জন্য health risk কর্‌বেন না?

(অবতারাদি)

ডাক্তার। যত religious reformer (ধর্ম্মাচার্য্য) হয়েছেন—Jesus, Chaitanya, Budha, Mahammad, সব শেষে অহঙ্কারে পরিপূর্ণ;—বলেন—আমি যা বল্লুম, তাই ঠিক; একি কথা?

এই বলিয়া ডাক্তার বিদায় লইতে দণ্ডায়মান হইলেন।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মশায়, সেই দোষ আপনারও হচ্চে। আপনি একলা—তাঁদের সকলের অহঙ্কার আছে, এ দোষ ধরাতে, ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্ছে।

ডাক্তার নীরব হইলেন।

বিবেকানন্দ। (ডাক্তারের প্রতি) We offer to him worship, bordering on Divine worship.

বৈড়ালব্রত বা যৌগিক ব্যভিচার।

কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ, ইউরোপ এবং আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে, এবং ইহাতে উত্তরোত্তর লোকে যেরূপ আস্থাবান হইতেছেন, তাহাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, শীঘ্রই এই সনাতন ধর্ম্ম ইহার নৈসর্গিক বলে সমগ্র পৃথিবীতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিবে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য সাধারণের যে এইরূপ আগ্রহাতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (১) কর্ণেল অলকট ও মাদম্ ব্ল্যাভাডাস্কি প্রমুখ থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের সাময়িক আবির্ভাব, এবং তৎকর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা; (২) বঙ্কিমচন্দ্রের "শ্রীকৃষ্ণচরিত্র" এবং রমেশ-চন্দ্রের "প্রাচীন ভারতের সভ্যতার পুরাবৃত্ত" (History of Civilisation in Ancient India) নামক পুস্তকের প্রকাশ; (৩) শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা; (৪) ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্মধর্ম্ম-পরিত্যাগ এবং হিন্দুধর্ম্ম-গ্রহণ; (৫) রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপদেশ ও তাঁহার পরমভক্ত বিবেকানন্দের ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম এবং বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা; (৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বহুল প্রচার; (৭) মাদম্ আনি বেশান্তের হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা; ইত্যাদি কয়েকটী কারণ, মুখ্য এবং গৌণরূপে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। এই সকল কেবল উপলক্ষ্য মাত্র; কিন্তু ভগবান্ অন্তরালে থাকিয়া এই সকল কারণ-কূট সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরোক্ত কয়েকটী ঘটনাই যে হিন্দুধর্ম্মের ভাবী অভ্যুদয়ের কারণ হইবে, আমরা তাহা বলি না; উহা নিরাবিল নহে, উহাতে পঙ্কিলতা রহিয়াছে। বাজারে কোন খাঁটি জিনিষের বেশি কাট্‌তি আরম্ভ হইলে, তাহার ভেজালও আরম্ভ হয়। খাঁটির নামে কিছুদিন ভেজালও চলে। অল্প পরিমাণে ভেজাল হইলে, তাহাতে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না; কিন্তু ইহার মাত্রা অত্যন্ত অধিক হইলে, কালে ইহা সাংসারিক নিয়মে রহিত হইয়া যায়। ধর্ম্মরাজ্যেও সেইরূপ। যখন ধর্ম্মের আবেগ বৃদ্ধি পায়, তখন কতকগুলি পাষণ্ড সুবিধা বুঝিয়া, ধর্ম্মের সাজে সাজিয়া, সরল প্রকৃতির লোক-দিগকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করে। এখন যেমন একদিকে লোকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতেছে, অপর দিকে ভণ্ডামিরও অভাব নাই। ধর্ম্মরাজ্যে ভণ্ডামির উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হিন্দুধর্ম্মের ভাবী অভ্যুদয়ের হেতু বলিয়া বোধ হয়; কারণ পাপের মাত্রা পূর্ণ না হইলে সংস্কার আরম্ভ হয়না। ধর্ম্মরাজ্যে যখন কপটতা, ব্যভিচার, হিংসা প্রভৃতি অপ্রতিহতরূপে রাজত্ব করে, তখনই তাহার সংস্কারের জন্য কোন না কোন

মহাত্মা আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। যখন ১৬০০ শতাব্দীতে পোপের অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচারিতায় ইউরোপ কলুষিত হইয়াছিল, তখন অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত, বজ্রলেপ-হৃদয়, মহাপ্রাণ মার্টিন্ লুথার জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, "চিত্ত পবিত্র না হইলে মুক্তি পাওয়া যায় না; মুক্তিদাতা ভগবান্, কোন মনুষ্য নহে; পোপ-লিখিত একখণ্ড সামান্য কাগজের দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না; এই দেখ, আমি উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলাম"। যখন শাস্ত্রজ্ঞান-গর্ব্বিত ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপরতায়, নিগ্রহে, এবং জাতিভেদের ভ্রান্তবিদ্বেষে বঙ্গদেশ পাপের নিরয়-পঙ্কে ডুবিয়াছিল, তখন সরলহৃদয়, কোমলপ্রাণ গৌর-গুণমণি প্রেমের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে সকলকে মুগ্ধ করিয়া, সেই জাতি-বিদ্বেষ-প্রসূত দ্রোহিতার মস্তকে কুঠারাঘাত এবং তখনকার ব্রাহ্মণাদগের কঠোর আধিপত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল গতি রোধ করিয়াছিলেন। প্রতাচ্য ধর্ম্মযাজকদিগের চরিত্রহীনতা, ব্যভিচার, স্বার্থপরতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখনই পিউরিটান্-দিগের আবির্ভাব হয়।

হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব ভুলিয়া, বাহ্যিক আচার-ব্যবহার, যাগ-যজ্ঞাদির প্রতি লোকে অধিকতর আগ্রহ দেখাইতেছে। বাহ্যিক ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে, প্রকৃত ধর্ম্মভাব লুপ্তপ্রায় হয়; তাই আজ ভারতবর্ষে ধর্ম্মের ভাণ এত অধিক দেখা যায়। যাহারা অধার্ম্মিক এবং কলুষিতচরিত্র হইয়াও সাধারণের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে চাহে, তাহাদিগকেই শাস্ত্রকারগণ "বৈড়ালব্রতী" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। এই বৈড়ালব্রতীদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। (১) প্রথমশ্রেণী—গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসী। ইহারা নানাস্থানে পর্য্যটন করেন; দুই চারিটী গীতার শ্লোক বা তুলসীদাসের দোঁহা সকলেরই অভ্যস্ত আছে; ফাঁক বুঝিয়া তাহা আওড়াইতে থাকেন। ঔষধ প্রায় সকলেই জানেন, এবং দিয়াও থাকেন; এবং তৎপরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ দর্শনীরও ব্যবস্থা আছে; কিন্তু তাহা ঔষধের মূল্য নহে, কোনও স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার পাথেয় স্বরূপ। ইহাদের নামের পূর্ব্বে বা পশ্চাতে স্বপ্রদত্ত 'স্বামী' প্রভৃতি পূর্ব্বপদ অথবা প্রত্যয় সংশ্লিষ্ট থাকে। নিজকে 'সাধু' বলিয়া, এবং যাহারা তাঁহাদিগের কুহকে পড়ে, তাহা-দিগকে 'ভক্ত' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। গঞ্জিকাসেবন প্রায় সকলেরই ধর্ম্মাঙ্গীভূত; ভেল্কি এবং ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায়ও কথঞ্চিৎ পরিমাণে কাহারও কাহারও পারদর্শিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যে স্থানে পসার না করিতে পারেন, সেই স্থান সত্বর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—ধার্ম্মিক-বেশধারী সংসারী। ইহারা প্রত্যূষে—অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রো-থান করিয়া পুষ্পচয়ন করেন, তৎপরে জপ-তপ এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য সমাধা করেন; তখন ইহাদের পট্টবস্ত্র পরিধান, অঙ্গে চন্দন-রেখা এবং গাত্রে নামাবলি।

আবশ্যক হইলে, ইঁহারা সন্ধ্যা-বন্দনাদির সময় অন্যের সহিত সাংসারিক বিষয়ের বাক্য-পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাহা কিছু বাহ্যিক অশুচি, তাহাতেই ঘৃণা প্রদর্শন ও নাসিকাকুঞ্চন। আধুনিক যাহা কিছু, তাহারই প্রতি ভয়ানক আক্রোশ, এবং কথায় কথায় ঋষি-মুনিদিগের এবং শাস্ত্রাদির দোহাই; যদিও শাস্ত্র নামক কোন গ্রন্থই তাঁহারা চক্ষু-সংযোগে অনুগ্রহ করেন নাই! তীর্থ-পর্য্যটন, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাদিগের বিশেষ আস্থা, কারণ তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ঐ সকল কার্য্যদ্বারা তাঁহাদের সমস্ত প্রচ্ছন্ন পাপ বিনষ্ট হইবে। এই সকল বাহ্যিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ভিন্ন আর যে কিছু ধর্ম্মকার্য্য আছে, তাহা তাঁহাদিগের কার্য্য-কলাপ দেখিলে বোধ হয় না। নীতি বিগর্হিত এরূপ কার্য্য অতি অল্পই আছে, যাহাতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ; তথাপি তাঁহারা ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষী! আর একটী লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিতে ভুলিয়া যাইতেছি; সেটী এই—ইঁহারা সময় সময় লোকের লক্ষ্য আকর্ষণ করিবার জন্য অনতি-লঘুস্বরে ঈশ্বরের দুই একটী নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন; কখন কখন নানা কার্য্যের মধ্যেও জপের ভাবে থাকেন।

তৃতীয় শ্রেণী—আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশ। ইঁহার অনেকেই বাঁধা-ছড়ার মতন পূর্ব্বাহ্নে এবং সায়াহ্নে কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তৎপরে 'নির্লিপ্তভাবে' সংসারের সকল কার্য্য সমাধা করিয়া কিঞ্চিৎ 'অনুতাপ' করেন। ইঁহারা মনে করেন, মদ্যপান এবং ব্যভিচার-দোষে কলুষিত না হইলেই সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মরক্ষা হইল। কোনও লোক ভিক্ষার জন্য দ্বারস্থ হইলে, অর্থ-নীতি সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া, তাহাকে মৃদুমধুর সম্ভাষণে স্থানান্তরে যাইতে বলেন। পিতা-মাতাকে ইঁহারা যেন একটু ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং গৃহিণীকে বিশেষ ভক্তি করেন। পরিচ্ছদাদিতে ইঁহারা কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকেন। ইঁহাদের উদারতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যাহা কিছু, সকলই নিন্দার্হ, এবং দ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা প্রভৃতি ইঁহাদের অঙ্গের ভূষণ; বোধ হয় অন্তিমকালে সঙ্গের ভূষণও তাহারাই হইবে। ইঁহাদের ন্যায় স্বার্থপর, ঘোরসংসারী এবং অর্থ-পিশাচ বোধ হয় আর পৃথিবীতে নাই।

চতুর্থ শ্রেণী—'বাবাজী' সম্প্রদায়; ইঁহারা "যখন যেমন—তখন-তেমন" মন্ত্রের উপাসক। আবশ্যক হইলে, ইঁহারা সর্পের ন্যায় সময় সময় ধর্ম্মের খোসা বদলাইয়া থাকেন! দৈনিক কার্য্যকলাপের সহিত যে ধর্ম্মের কিছু সংস্রব আছে, ইঁহাদের ব্যবহার এবং কার্য্য দেখিলে তাহা বোধ হয় না। এরূপ পাপ পৃথিবীতে অতি বিরল, যাহাতে ইঁহারা লিপ্ত নহেন। কিন্তু সময়ানুযায়ী চাল্ দিয়া, ইঁহারা অনেককেই 'সাৎ' করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এ দেশে ইঁহাদিগকে তীক্ষ্ণ চক্ষে দেখিবার লোক নাই; দেখিব কে? সকলেই যে একাকার! এই শ্রেণী-বিভাগে অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ পরিলক্ষিত হইলে, সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিবেন।

শাস্ত্রকারেরা এই বৈড়ালব্রতীদিগের জন্য এক স্বতন্ত্র নরক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বতন্ত্র নরক নির্দ্দেশ করিবার কারণ বোধ হয় এই যে, সাধারণ নরকের শাস্তিতে তাহাদের পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয় না। মনু বলেন:—

যে বকব্রতিনো বিপ্রা যে চ মার্জ্জারলিঙ্গিনঃ।
তে পতন্ত্যন্ধতামিস্রে তেন পাপেন কর্ম্মণা॥

যে ব্রাহ্মণেরা বকধর্ম্মী—বিড়ালব্রতধারী, তাহারা সেই পাপে অন্ধতামিস্র নামক নরকে পতিত হয়।

অলিঙ্গী লিঙ্গিবেশেন যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ চ জায়তে॥

যে ব্যক্তি যথার্থ ব্রহ্মচারী নহে, কিন্তু ব্রহ্মচারীর চিহ্ন মেখলাদি ধারণ করিয়া ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে সেই পাপে ব্রহ্মচারীদিগের সকল পাপ হরণ করে এবং তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

যাঁহারা কথায় ধর্ম্ম মানিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত করিয়া থাকেন, তাঁহারাও যে ধর্ম্মের ব্যভিচার করেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং বৈড়াল-ব্রতীদিগের জন্য যে প্রত্যবায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহাদিগের উপরও বর্ত্তিবে।

ধর্ম্মরাজ্যে কপটতা সম্বন্ধে যখন এত কথা বলা হইল, তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বস্তুর স্বাভাবিক সমীচীনতা-পৌনঃপুন্যে তাহার ব্যভিচার সংসারের পক্ষে অপকারী হয়। যে সকল খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা মনুষ্য জীবন ধারণ করে, তাহার ভেজালের দ্বারা অত্যন্ত অনর্থ, এমন কি জীবন-সংশয় হইয়া থাকে। ধর্ম্ম যে মনুষ্য-জীবনের সর্ব্বপ্রধান এবং বহুমূল্য সামগ্রী, তদ্বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। (১) (২) (৩) ইহার স্বাভাবিক উৎকর্ষ প্রযুক্ত, ইহার ব্যভিচারই সংসারের আধ্যাত্মিক দুঃখের একমাত্র কারণ। সংসারের যে সকল কার্য্যে মনুষ্য মাত্রেই শারীরিক এবং মানসিক ক্লেশ অনুভব করে, সমাজ

(১) Religion! what treasure untold
Resides in that heavenly word!
More precious than silver and gold,
Or all that this earth can afford. (Cowper.)

(2) It is well said, in every sense, that a man's religion is the chief fac with regard to him.

(Thomas Carlyle)

(৩) ধর্ম্মঃ সনাতনঃ সর্ব্বৈঃ সেবনীয়ঃ সদা মুনে। ধর্ম্মএব পরোবন্ধুঃ পিতা মাতা পিতামহঃ॥
ধর্ম্মো গুরুঃ সত্য একো ধর্ম্মো এব পরা গতিঃ। ধর্ম্ম আত্মা ক্রিয়া ধর্ম্মস্তীর্থানি ধর্ম্ম এব হি॥
ধর্ম্মো ধনং সর্ব্বদেবো ধর্ম্ম এব ন সংশয়ঃ। ধর্ম্মঃ সম্পদ্ বিপদ্ ধর্ম্মরাহিত্যং ব্যর্থজীবনং॥

(বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণম্)

দুর্বিনীত হয়, মনুষ্য পশু নামে অভিহিত হয়, ধর্ম্মের অভাব বা ব্যভিচারই তাহার মূলীভূত কারণ। যে কোনও ধর্ম্মই হউক না কেন, চরিত্র-গঠন এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য, সকল ধর্ম্মেই যথেষ্ট বিধান রহিয়াছে। 'ধর্ম্ম' শব্দের অনেক ব্যাখ্যা রহিয়াছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বেও সহজে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগের মনে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র-বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে, ইহা সম্ভবপর নহে। তবে সুখের বিষয় যে, এরূপ লোকের সংখ্যা এই পৃথিবীতে অতি অল্প; কারণ এই জগতের যে একটী, আদি কারণ * আছে, তাহা প্রায় সকলেরই বিশ্বাস। যাহাহউক, অসাম্প্রদায়িক-ভাবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাউক। ঈশ্বরে বিশ্বাস ধর্ম্মের মূলভিত্তি। মানসিক পবিত্রতা অর্জ্জন করা ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য; কর্ম্মেই ইহার একমাত্র পরীক্ষা ‡। যাহার চিত্ত পরিষ্কার না হইয়াছে, বাহ্যিক অনুষ্ঠান যতই হউক না কেন, সে কখনই মুক্তি পাইতে পারে না। তোমার কি ধর্ম্ম, তাহা তোমার কার্য্যের দ্বারা পরীক্ষিত হইবে। এই কার্য্যানুষ্ঠানই চরিত্র। তুমি বল, ঈশ্বর সত্যস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ; কিন্তু তুমি পদে পদে অসৎব্যবহার এবং অজ্ঞানের ন্যায় কার্য্য কর; বল দেখি, তোমার ধর্ম্ম কোথায়? তুমি জান, অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে, বিষের প্রাণ-নাশিকা শক্তি আছে, তথাপি তুমি অগ্নিতে নিজে ঝম্প প্রদান কর এবং হলাহল পান কর; তোমার 'প্রাণনাশিকা এবং দাহিকা শক্তি'-জ্ঞানের সার্থকতা কোথায়? সুতরাং জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে যিনি সত্য হইতে বিচলিত না হইয়া কার্য্য করিতে চেষ্টা করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। বলা আবশ্যক যে, এই 'কার্য্য' দ্বারা শারীরিক এবং মানসিক শক্তির চালনা, এই উভয়কেই বুঝিতে হইবে। এই জন্যই ধর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি-অর্থ—যাহা সকল মনুষ্যকে পোষণ করে। প্রত্যেক মনুষ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ না হইলে, সমাজ অথবা সংসার কিরূপে পুষ্ট বা রক্ষিত হইতে পারে? এই কর্ত্তব্যপরায়ণতা বিবেক-প্রসূত; সুতরাং যিনি বিবেকানুযায়ী কার্য্য করেন, তিনিই ধার্ম্মিক। এই বিবেক অন্তরাত্মারূপে আমাদের মধ্যে নিভৃত-ভাবে রহিয়াছেন। যিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ, তিনিই ধার্ম্মিক, তিনিই ঈশ্বরপরায়ণ। যাহারা কর্ত্তব্যহীন, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক; তাহারা কর্ত্তব্যশীল নাস্তিক অপেক্ষা অধম। যাঁহারা কর্ত্তব্যশীল, সদা সৎকার্য্যে নিরত, তাঁহারা মুখে ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না, এ কথা বলিলেও, তাঁহাদিগকে

* The consciousness of an inscrutable power, manifested to us through all phenomena, has been growing ever clearer. (First Principles. Herbert Spencer.)

‡ If we look into the more serious part of mankind, we find many who lay so great a stress upon faith, that they neglect morality; and many who build so much upon morality, that they do not pay a due regard to faith. The perfect man should be defective in neither of these particulars.....The Spectator.

ঠিক নাস্তিক বলা যুক্তিযুক্ত নহে;* কারণ তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারাই স্রষ্টার মঙ্গলময় বিধানের সার্থকতা স্বীকার করিতেছেন। এই ভাবে দেখিতে গেলে, আমরা এক্ষণে যে অতি অধঃপতিত জাতি, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমরা সকলেই কথায় কথায় বলিয়া থাকি যে, আমাদের জাতীয় চরিত্র নাই; কথাটী ঠিক। ইহার কারণ এইযে, এক্ষণে আমাদের জীবন্ত ধর্ম্ম—অর্থাৎ যাহা কার্য্যের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা নাই। ব্যক্তিগত জীবনের চরিত্রবল—(ধর্ম্ম যাহার প্রসূতি—) যে পর্য্যন্ত না দেখা যাইবে, সে পর্য্যন্ত, রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা যাঁহারা দেশকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের আশা সুদূরপরাহত। কোনও সদনুষ্ঠান যে আমাদের দেশে স্থায়ী হয় না, ধর্ম্মাভাবই কি তাহার একমাত্র কারণ নহে? দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। 'বঙ্গদর্শন', 'বান্ধব', 'নবজীবন', 'প্রচার', প্রভৃতি স্বনামখ্যাত মাসিক-পত্র কালের কুক্ষিগত হইয়াছে। 'বেঙ্গলব্যাঙ্কিং করপোরেশন্,' এবং অন্যান্য যৌথ কারবার, যথা 'ম্যাচ্ ম্যানুফ্যাক্টারি' (Mach-manufactory) ইত্যাদি লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। 'ন্যাশনল্ ফণ্ডের (National Fund) কথা আর শুনা যায়না। কংগ্রেসে (Congress) বৎসর বৎসর প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়; কিন্তু মান্দ্রাজ এবং কলিকাতায় যে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল,' তাহা ভিন্ন অন্য কোন অধিবেশনের খরচের হিসাব অদ্যাপি বাহির হয় নাই। 'রিপণ্-স্মৃতিচিহ্ন' (Ripon-Memorial) কোথায়? তাঁহাকে নাকি আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতাম!! যাঁহারা স্বদেশ-হিতৈষণা-ব্রতে ব্রতী ছিলেন, একটী মাত্র কৃপা-কটাক্ষে তাঁহারা রূপান্তরিত হইয়াছেন, ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। বঙ্গের গৌরব মাইকেল মধুসূদন দত্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পাঠক! এই সকল ঘটনার মূলে কি ধর্ম্মাভাব জাজ্বল্যমানরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে না? সুতরাং ধর্ম্মাভাব যেমন ব্যক্তিগত অধঃপতনের কারণ, তেমনই সামাজিক ও জাতীয় অধঃপতনেরও মূল কারণ। জাতি ব্যক্তি-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্যই দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাদের জাতীয় চরিত্রে ধিক্কার দিয়া লিখিয়াছেন,—

'আমরা Curious commodities, human oddities—Denominated the 'Babus.'

আমরা বক্তৃতায় বুঝি ও কবিতায় কাঁদি, কিন্তু কাজের সময় সব ঢু—ঢু!

আমরা beautiful muddle, a quire amalgam of শশধর, Huxley and Goose.'

'যোগ' এই বিষয়টী লইয়া আজকাল সর্ব্বত্রই আলোচনা হইতেছে। 'যোগ'

* .....It is generally owned that, there may be salvation for a virtuous infidel (particularly in the case of invincible ignorance) but none for a vicious believer. Ilied)

শব্দের অনেক অর্থ; তাহার উল্লেখ এবং সমালোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। সাধারণে 'যোগ' অর্থে যাহা বুঝিয়া থাকে, তাহা এই:—'চিত্তের স্থৈর্য্য এবং বিশুদ্ধতা সম্পাদনের নিমিত্ত কতকগুলি শারীরিক অনুষ্ঠান'। পাতঞ্জল "চিত্তবৃত্তিনিরোধ"কে যোগ বলিয়াছেন। এই 'চিত্তবৃত্তিনিরোধ' এবং 'চিত্তের স্থৈর্য্য' প্রায় একই কথা। বাহ্যিক বস্তু হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া কোন অভীষ্ট বস্তুতে সমর্পণ করিতে পারিলেই চিত্ত-নিরোধ হইল; সুতরাং ইহা ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা মুক্তিলাভ করিবার প্রধান সহায়। সাধারণতঃ আমাদের চিত্ত সর্ব্বদাই চঞ্চল। এই চঞ্চলতা নিরাকৃত না হইলে, ঈশ্বর-সাধনা সাধ্যায়ত্ত হয় না; এই জন্য যোগের প্রয়োজন। দেহ এবং মন নিত্য সম্বন্ধযুক্ত, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। দেহে রোগোৎপত্তি হইলে, অল্পাধিক পরিমাণে চিত্ত বিকৃতি উপস্থিত হয়; এবং চিত্ত অসংযত হইলে, কথঞ্চিৎ পরিমাণে দৈহিক বিকারও অনিবার্য্য। এইরূপ শরীর ও মন লইয়া উপাসনা, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি কার্য্য সম্যক্‌রূপে সমাধা হওয়া অসম্ভব; এজন্য দেহের পটুতা আবশ্যক এবং চিত্তকেও সংযত করা বিধেয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, চিত্তশুদ্ধি লাভ করাই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য; শারীরিক অনুষ্ঠান কেবল তাহার সোপান মাত্র। শাণ্ডিল্যেরও এই মত। জ্ঞান এবং ভক্তি লাভের জন্য যোগানুষ্ঠান আবশ্যক; তদ্ভিন্ন ইহার অন্য কিছু সার্থকতা নাই; * সুতরাং যে চিত্তশুদ্ধি বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, কেবল মাত্র দৈহিক পটুতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যোগানুষ্ঠানে রত, সে যোগের ব্যভিচার করে, এবং অতি পাষণ্ড; তাহাকে যোগ-ভ্রষ্ট বা অযোগী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চিত্ত-শুদ্ধি-উদ্দেশ্য-বিহীন, কেবল মাত্র শারীরিক পটুতা বা নিরোগত্ব লাভ করিবার জন্য আসন, মুদ্রা প্রভৃতি শারীরিক অনুষ্ঠান, মন্ত্রদিগের লম্ফন এবং কুর্দ্দন অপেক্ষা কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠ নহে। ঘেরণ্ড বলেন:—

আমকুম্ভমিবাম্ভস্থো জার্য্যমানঃ সদা ঘটঃ।
যোগানলেন সংদহ্য ঘটশুদ্ধিং সমাচরেৎ॥
শোধনং দৃঢ়তাচৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবং।
প্রত্যক্ষঞ্চ নিলির্প্তঞ্চ ঘটস্য সপ্তসাধনং॥
ষট্‌কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ং।
মুদ্রয়া স্থিরতাচৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতঃ॥
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি।
সমাধিনা নিলির্প্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ॥

ইহা হইতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মুক্তিলাভ করাই যোগের চরম উদ্দেশ্য। শারীরিক এবং মানসিক বিকৃতি থাকিলে এই মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। সেই জন্য

* যোগস্তূভয়ার্থমপেক্ষণাৎ প্রযাজবৎ॥ (১৯, শাণ্ডিল্য সূত্র।)

"ষট," অর্থাৎ শরীরকে সপ্তপ্রকার সাধনা দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। যে 'শম,' 'দম,' 'তিতিক্ষা,' 'আর্জ্জব,' 'অপৈশুন্য,' 'অলোভ,' 'ক্ষমা', 'ধৃতি,' প্রভৃতি গুণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল মাত্র শারীরিক পটুতাকেই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য করে, সে যোগের ব্যভিচার করে। তাহার প্রতিও বৈড়ালব্রতীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রত্যবায় প্রযোজ্য। যোগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাও উপলব্ধি হইবে যে, চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবার জন্য চরিত্রবান্ হওয়া আবশ্যক। প্রতি কার্য্যে যিনি সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি সহজেই হইয়া থাকে। যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্মের লক্ষ্য একই। কর্ত্তব্যপরায়ণতা সেই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়; সুতরাং ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, যোগ, ইহারা সকলেই পরস্পর বিশেষ-রূপে সংশ্লিষ্ট। যিনি চরিত্রবান্ না হইতে পারেন, তাঁহার এ সকল বিষয়ে অধিকার নাই। সাধারণের হাতে পড়িলে যোগের ব্যভিচার হইবে এই আশঙ্কায়, অশেষ গুণালঙ্কৃত, ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিগণ যোগশাস্ত্রকে অতি গোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু কতকগুলি নর-পিশাচ, মানবকুল-গ্লানি, বৈড়ালব্রতীদিগের ব্যবহারে ইহা বাজারের জিনিষ—উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। যে আর্য্য-তাপসগণ স্রোতস্বিনীর সৈকত-পুলিনে, নির্জ্জন কন্দরে, প্রকৃতির পবিত্র কাননে, সৃষ্টির প্রাণরূপিণী শক্তির আরাধনায় যোগরত থাকিতেন; যাঁহাদিগের যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যায় দেবতা-দিগেরও ভীতির সঞ্চার হইত, আজ সেই যোগের—যোগশাস্ত্রের এতাদৃশ ব্যভিচার দেখিয়া, কোন্ সহৃদয় আত্মা ব্যথিত না হয়? ধর্ম্মের গ্লানি, যোগের অপব্যবহার, চরিত্র-মাহাত্ম্যের অভাব, সকলই এই কলিযুগে হতভাগ্য ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াছে! হে ভূতভাবন, নিত্যনিরঞ্জন, পতিতপাবন শ্রীহরি! আবার তুমি তোমার এই পবিত্র লীলা-ধামে, তোমার নিজ নামের প্রাণ-মন-হারী বংশী-বাদন-পূর্ব্বক, নির্জ্জীব, ধর্ম্মভ্রষ্ট, যোগভ্রষ্ট ভারতবাসীর প্রাণে নবোৎসাহ সঞ্চারের বিধান কর।

শ্রীকুলচন্দ্র রায়চৌধুরী এম্, এ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

১২

মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষঃ বৈ (নিশ্চয়েন) মহান্ প্রভুঃ, এষঃ সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তকঃ, ইমাং সুনির্ম্মলাং প্রাপ্তিম্ ঈশানঃ, জ্যোতিঃ অব্যয়শ্চ, ভবতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। বৈ—(অব্যয়) নিশ্চয়েন—নিশ্চয়। মহান্—অপ্রতিরথঃ—অপ্রতিরথ অদ্বিতীয়। প্রভুঃ—সমর্থঃ, সমর্থ। সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তকঃ—জগদুদয়স্থিতিসংহারে অন্তঃকরণস্য প্রেরয়িতা, জগতের উদয়, স্থিতি এবং সংহার বিষয়ে অন্তঃকরণের প্রেরয়িতা। সুনির্ম্মলাম্—স্বরূপাবস্থা-লক্ষণাং—পুনরাবৃত্তিরহিতাম্, অতএব—নিতরাং মঙ্গলকরীং, স্বরূপাবস্থালক্ষণ—অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিরহিত, অতএব নিরতিশয়—মঙ্গলকরী। প্রাপ্তিম্—পরমপদপ্রাপ্তি। ঈশানঃ—ঈশিতা—অর্থাৎ নিয়ন্তা। জ্যোতিঃ—পরিশুদ্ধ বিজ্ঞানপ্রকাশ। অব্যয়ঃ—অবিনাশী।

বঙ্গার্থ—সেই অপ্রতিরথ,—অতুল্য শক্তিসম্পন্ন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সমর্থ পরম পুরুষই (পরমাত্মা)—সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক। স্বরূপাবস্থাময়ী—পুনরাবৃত্তি-রহিতা পরমপদ-প্রাপ্তির তিনিই এক মাত্র নিয়ন্তা, তিনি পরিশুদ্ধ বিজ্ঞানপ্রকাশ এবং অবিনাশী। তদীয় মননাদি-বলে সাধক তৎপদপ্রাপ্তির অধিকারী হইয়া আবৃত্তি-শৃঙ্খল ছেদন করিতে সমর্থ হয়েন।

১৩

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মন্বীশো মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

অন্বয়ঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ—অভিব্যক্তিস্থান হৃদয়চ্ছিদ্র পরিমাণাপেক্ষয়া অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ হৃদয়ের অভিব্যক্তিস্থানানুসারে—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত। পুরুষঃ—পুরে বসতি—শেতে ইতি পুরুষঃ, পুরশায়ী অর্থাৎ হৃদয়াভ্যন্তরে—পুরাধিষ্ঠিত। মন্বীশঃ—জ্ঞানেশঃ—সর্ব্বজ্ঞানৈকনিধান। হৃদা—মনসা ("স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ"।) মনের দ্বারা—অর্থাৎ মনোময় দর্শন দ্বারা। অভিক্লৃপ্তঃ—প্রকাশিত।

বঙ্গার্থ। সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়াভ্যন্তরশায়ী অন্তরাত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বজনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি অখণ্ড জ্ঞানময়, মনোময় নয়ন দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায়, অর্থাৎ মননাদিরূপ সম্যগ্‌দর্শন-বলে তিনি সাধক-নয়নে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন। (অথবা তিনি মনের দ্বারা প্রকাশিত মনোরাজ্যের অধীশ্বর, তাঁহাকে মনঃ-স্থিরতা প্রভৃতি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়)। যে সমুদয় বিচক্ষণ মনীষী ইঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারা অচিরেই অমৃতত্ব লাভ করেন।

১৪

সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্॥

অন্বয়ঃ। সঃ সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ পুরুষঃ, ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা দশাঙ্গুলম্ অতি-অতিষ্ঠৎ।

বিষমপদব্যাখ্যা। (অস্মিন্ অনুশাসনে সহস্রেতিপদং অনন্ত-শব্দ-সমার্থতয়া প্রযুক্তমিতি সুধীভির্বিভাব্যম্।) সহস্রশীর্ষা—সহস্রাণি—অনন্তানি শীর্ষাণি অস্য ইতি, অনন্ত মস্তক। এবমুত্তরত্রাপি। সহস্রাক্ষঃ—অনন্তচক্ষু। সহস্রপাৎ—অনন্ত চরণ। পুরুষঃ—পূর্ণ। ভূমিং—পৃথিবী। বিশ্বতঃ—সর্ব্বতঃ—অন্তর্বহিশ্চ—অন্তরে এবং বাহিরে। বৃত্বা—ব্যাপ্য। দশাঙ্গলম্—অনন্তম্ অপারম্, অথবা নাভেরুপরি দশাঙ্গুলং হৃদয়ং তত্র অনন্ত অপার, অথবা নাভির উপরিস্থিত দশাঙ্গুল-পরিমিত হৃদয়, সেইস্থলে। অতি-অতিষ্ঠৎ—অতীত্য ভুবনং সমধিতিষ্ঠতি, সমস্ত ভুবন অতিক্রম পূর্ব্বক বিশ্বের অন্তরে বাহিরে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

বঙ্গার্থ—সেই অনন্ত মস্তক, অনন্ত চক্ষু এবং অনন্ত চরণ বিশিষ্ট পূর্ণ পরমাত্মা পৃথিবীকে অন্তরে বাহিরে পরিব্যাপ্ত করিয়া অনন্ত অপার ভুবনের সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অথবা নাভিদেশের ঊর্দ্ধতন দশাঙ্গুল-পরিমিত হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। এই পৃথিবীতে সমস্তই তাঁহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সর্ব্বত্রই তাঁহার বিভূতি বিরাজিত।

১৫

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥

অন্বয়ঃ। যদ্ ভূতম্ যৎ চ ভব্যম্, (তৎ) ইদং সর্ব্বং পুরুষ এব। (সহি পুরুষঃ) অমৃতস্য ঈশানঃ। যৎ অন্নেন অতি রোহতি. (পুরুষঃ তস্য চ ঈশান ইতি শেষঃ)

বিষমপদব্যাখ্যা। অমৃতস্য—অমরণ-ধর্ম্মস্য, অমরণধর্ম্মের অর্থাৎ কৈবল্যের। যৎ অন্নেন অতিরোহতি—যাহা অন্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছে। ভব্যম্—ভবিষ্যৎ।

বঙ্গার্থ। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান,—এ সমস্তই সেই পরমাত্মা, তিনি ব্যতীত এই সমুদয়ের দ্বিতীয় কর্ত্তা নাই। তিনিই একমাত্র অমরত্বের বিধাতা। এই বিশ্বে অন্ন দ্বারা যাহা পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহারও এক মাত্র নিয়ন্তা সেই পরম পুরুষ; অর্থাৎ এ জগতে তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই।

১৬

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

অন্বয়ঃ। তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং, সর্ব্বতঃ অক্ষি-শিরোমুখং, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ। (তৎ) লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং—সর্ব্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, সর্ব্বত্রই যাঁহার হস্ত এবং পদ আছে। সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরোমুখং—সর্ব্বতঃ অক্ষীণি শিরাংসিচ যস্য তৎ, সর্ব্বত্রই যাঁহার নয়ন, মস্তক এবং মুখ বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ—

সর্ব্বতঃ শ্রুতিঃ বিদ্যতে অস্য ইতি, যাঁহার শ্রবণ-শক্তি সমস্তই শ্রবণ করিতে সমর্থ। আবৃত্য—ব্যাপ্য—ব্যাপিয়া।

বঙ্গার্থ। পুনরায় নির্ব্বিশেষভাবে তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতা প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার হস্ত এবং পদ সর্ব্বত্রই বিরাজমান, তাঁহার নয়ন, শিরোদেশ এবং মুখ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, এবং তাঁহার শ্রুতি সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

আমি দুই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥

কঠ-শ্রুতির উপরোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে,—

শরীরে দুই আত্মা প্রবিষ্ট আছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে একটী সমস্ত কর্ম্মফল ভোগ করেন (একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবন্তি নেতরঃ তথাপি পাতৃ সম্বন্ধাৎ পিবন্তাবিত্যুচ্যতইতি-শঙ্করাচার্য্যঃ) অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গদেহে অধিষ্ঠান বশতঃ আমি আছি, আমি সুখী-দুঃখী, আমি ভোগ করিতেছি, ইত্যাদি মনে করিয়া সমস্ত কর্ম্মফল ভোগ করে, অন্যটী পরম উৎকৃষ্ট স্থানে বাস করিয়া প্রথমোক্তকে কর্ম্মফল প্রদান করে। যাঁহারা আত্মতত্ত্ববিৎ, তাঁহারা ইহাদিগের মধ্যে প্রথমটিকে ছায়া ও দ্বিতীয়টীকে আতপ বলিয়া থাকেন ও সেই রূপ ত্রিণাচিকেত-গৃহস্থরাও বলিয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে প্রথমটি (নশ্বর "আমি") কিরূপে জাত ও পুষ্ট হয়, তাহা বিশদভাবে পূর্ব্বে বলিয়াছি। সৎ-স্বরূপ নিত্য জীবই ইহার প্রেরক এবং ইহা স্থূল শরীর ও লিঙ্গ-শরীরাভিমানী। অবিদ্যা বা অপরা প্রকৃতিই ইহার জন্মের কারণ। ভগবানের দুইটী-প্রকৃতি আছে, একটীকে অপরা (নিকৃষ্টা) প্রকৃতি বলে; কারণ ইনি অশুদ্ধা ও অনর্থকরী, সংসাররূপা বন্ধনাত্মিকা ও জড়া; আর অন্যটীকে বিদ্যা, পরা ও চিন্ময়ী প্রকৃতি বলে। স্থূল ও লিঙ্গদেহাভিমানী অনিত্য "আমি" পঞ্চভূত-ভৌতিক পদার্থময়; স্থূল-সূক্ষ্ম সংসৃষ্ট ভৌতিক সমস্ত চিন্তাই যে "আমির" অঙ্গ গঠন করে, সর্ব্বদাই যে অহংজ্ঞান আমাদের একটা না একটা শরীর লইয়া থাকে, সে "আমি" অবিদ্যা-কল্পিত নিকৃষ্টা প্রকৃতি-জাত; তাহারই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; কিন্তু সমগ্র পরিবর্ত্তনের

মধ্যে যে "আমি" অটল অচল থাকায় "আমি সেই" এইরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহাই পরা-প্রকৃতিজাত চিন্ময়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান এই দুই প্রকার প্রকৃতির বিষয় বুঝাতে যাইয়া বলিয়াছেন;—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃখংমনো বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

আমা হইতে (সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবান হইতে) ভিন্না (বহির্ম্মুখী জড়াত্মিকা) অষ্টপ্রকার প্রকৃতি-পদার্থ আছে, যথা—পৃথিবী-তন্মাত্র, জল-তন্মাত্র, তেজস্তন্মাত্র, বায়ু-তন্মাত্র, আকাশ-তন্মাত্র, অহঙ্কার-তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব; ইহাদের সকলেরই মূল অবিদ্যা।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

উপর্য্যুক্ত অবিদ্যা হইতে ভিন্ন আমারই অভিন্ন অংশ স্বরূপ (জীব-চৈতন্য) আর এক প্রকার শ্রেষ্ঠতরা প্রকৃতি আছে, যাহা এই অনন্ত জগৎ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জৈবনিক ক্ষমতা দ্বারা ইহাকে ধারণ করিয়া আছে, হে মহাবাহো! এই প্রকৃতিকে তুমি 'জীব' বলিয়া জানিবে। এই দুই প্রকার প্রকৃতি—অর্থাৎ চিন্ময়ী ও জড়াত্মিকা প্রকৃতি ভগবানের; চিৎ ও জড়, উভয়ই যাহাতে অর্পিত, তিনি ভগবান। অবিনশ্বর, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব জীবাত্মা চিন্ময়, এবং নশ্বর, বদ্ধ, অসংখ্য ক্লেশাকর, ভাণমাত্র ও অহঙ্কারে যাহাকে সর্ব্বদাই "আমি" বলিয়া জানি, ইহা জড়সম্বন্ধিনী ভাবনাময় এবং জড়ত্বাভিমানী বলিয়া জড়তত্ত্বময়ী অবিদ্যা-জাত।

"দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা"। (কঠ, দ্বিতীয়া বল্লী।)

বিদ্যা আর অবিদ্যা, ইহারা পরস্পর দূরবর্ত্তিনী, ভিন্ন-গতি ও ভিন্নফলদা, ইহা জানাই আছে।

এই যে দুই প্রকার প্রকৃতি, যাহার বিষয় আমরা শ্বেতাশ্বতরেও দেখিতে পাই, যথা—

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্যবিদ্যাহ্যমৃতং তুবিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর, ৫ম অধ্যায়।)

দেশ-কাল-বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অক্ষর পরব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই দুইটী গূঢ়ভাবে নিহিত আছে। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই তাঁহার মাহাত্ম্য। অবিদ্যা জীবের মৃত্যুর কারণ ও সংসার-জনয়িত্রী; বিদ্যা অমৃতস্বরূপা, জীবের মোক্ষদাত্রী। জীব চিন্ময়, পরা-প্রকৃতি বিদ্যা-জাত; জীব নিজের স্বরূপ জানিবার জন্য, সমস্ত লোক বশীভূত করতঃ সচ্চিদানন্দময় চিদেকরস ভগবত্তত্ত্ব ভোগ করিবার নিমিত্ত অবিদ্যা মধ্যে প্রবেশ করে।

অবিদ্যা মধ্যে বহু কাল বদ্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইলে, আপনার স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হয়। এই জীবের স্বরূপ কি, তাহা পরে বলিব। ইহাই প্রকৃত নিত্য জীব; বেদান্তদর্শন কেবল ব্যবহারিক জীবের অনিত্যতা দেখাইয়া, এই নিত্য জীবকেই ব্রহ্ম, নির্গুণ, নিষ্কাম পুরুষ প্রভৃতি নানা শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীব যে অনিত্য, প্রাতিভাসিক ইন্দ্রজালময়, তাহা বেদান্ত উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শিত ব্রহ্মই যে এই নিত্যজীব, তাহা দেখাইতেছি। বেদান্তের বিষয় হইতেছে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করা, অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম, ইহা দেখান। 'নেতি নেতি' করিয়া অপরা প্রকৃতিতে উপহিত আভিমানিক অনিত্য জীবের সত্তা ভ্রান্তি-জনিত দেখাইয়া, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির দ্রষ্টা, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহের অধিষ্ঠাতা চিদেকরস আত্মাই ব্রহ্ম, বেদান্ত বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। আমি কে, তাহা খুঁজিয়া খুঁজিয়া, পঞ্চকোষ ভেদ করিয়া, বেদান্ত প্রকৃত নির্ব্বিকার "আমি"কে পাইয়া স্থির হইলেন। এই সনাতন "আমি"কে পাইবার জন্য যেরূপ অন্বেষণ করা আবশ্যক, তাহা বিশেষরূপে করিলেন। দেহতত্ত্ব উত্তমরূপে বিচার করিয়া, জড়দেহের অতীত বস্তু চিন্ময় আত্মার জ্যোতি দেখিয়া বিভোর হইলেন! যেখান হইতে ফিরিতে হয় না, তথায় যাইয়া থামিয়া পড়িলেন। মোক্ষপাদেই গ্রন্থের শেষ করিলেন।

'অনাবৃত্তিঃশব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"

ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থপাদ, ২৩সূত্র।

নচ পুনরাবর্ত্ততে। সর্ব্বান্ কামানপ্যমৃতঃ
সমভবৎ সমভবদিত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।

মুক্ত ব্যক্তির আর পুনরাগমন করিতে হয় না, ইহা বলিয়াই বেদান্ত নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্রহ্ম-জ্ঞানই মুক্তির কারণ, ইহা ভগবান্ ব্যাস ব্রহ্মসূত্রে উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন, এবং "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানীই ব্রহ্ম, একথাও বলিয়াছেন। এক্ষণে এই ব্রহ্মজ্ঞানী—যাঁহারা ব্রহ্ম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, দেখিবেন, তাঁহারা অবিদ্যা অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর হাত এড়াইয়াছেন, ত্রিগুণাতীত হইয়া আত্মানন্দ ভোগ করতঃ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। গুণাতীত হইলে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কিরূপ লক্ষণযুক্ত হয়েন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
নদ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥ ২২॥
উদাসীনো বদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণাবর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩॥

সমদুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়োধীরস্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৫॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪শ অধ্যায়।)

এইরূপ ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানী, গুণাতীত ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্মজ্ঞান লাভকরিয়া "অহংব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্য ইঁহারাই সফল করেন; এই ব্রহ্মভূত মহাত্মাগণের (অবিদ্যার পারে যাইলেও) 'আমির' অস্তিত্ব থাকে; তবে কিনা সে 'আমিত্বের' সহিত আমাদিগের অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত মায়িক আমিত্বের কোনও মতে তুলনা হইতে পারে না। সেই নিত্য "আমি"ই ব্রহ্ম। 'আমি' না থাকিলে, মুক্তপুরুষদিগের ভোগ থাকিত না। ইঁহারা কিরূপ ভোগ করেন? মহর্ষি বেদব্যাস বলিতেছেন,—

"সম্পাদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ" ॥১ ব্রহ্মসূত্র ৪র্থ পাদ।

মুক্তব্যক্তিরা ব্রহ্মকে পাইয়া, তাঁহার অনতিক্রমে কর্ম্মবন্ধ-বর্জ্জিত ভোগ করেন। ইঁহারা মুক্ত কিরূপে? বেদান্তদর্শন বলিতেছেন,—

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥উ-২ সূ।

যাঁহারা ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম হইয়াছেন, তাঁহারাই মুক্ত।

"চিতিতন্মাত্রেণতদাত্মকত্বাদিত্যৌডুলোমিঃ"। উ—৬ সূ।

চিতিমাত্রো দেহো মুক্তানাং পৃথগ্বিদ্যতে তেন ভুঞ্জতে। সর্ব্বেবা এতদচিৎ পরিত্যজ্য চিন্মাত্র এবাবতিষ্ঠতে তামেতাংমুক্তিরিত্যাচক্ষত ইত্যুদ্দালক শ্রুতিশ্চিদাত্মকত্বাদিতি ঔডুলোমির্ম্মন্যতে॥

(শ্রীমদানন্দতীর্থ-বিরচিত মাধ্বভাষ্য)

ঔডুলোমি আচার্য্য বলেন, মুক্তদিগের চিন্ময় দেহ আছে, সেই দেহ দ্বারা তাঁহারা ভোগ করেন। "মুক্তেরা অচিন্ময় দেহ ত্যাগকরিয়া চিন্ময়দেহে অবস্থান করেন, ইহাকেই মুক্তি বলে" এই উদ্দালক-শ্রুতি বলেন, মুক্তের চিন্ময় দেহ জানা যায়। ইহাতে যদি বল, মুক্তদিগের দেহ স্বীকার করিলে, তাঁহাদিগের সংসারিত্বাপত্তি হয়; তাহা নহে; কেননা অচিন্ময় কৃত্রিম শরীরেই সংসারিত্ব, চিন্ময় দেহের সংসারিত্ব নাই। এই ঔডুলোমির অভিমত চিন্ময় দেহ দ্বারা ভোগ এবং জৈমিনীর কথিত ব্রহ্মদেহের দ্বারা ভোগ, এই উভয়ই প্রমাণসিদ্ধ, ইহাই পরসূত্রে কথিত হইয়াছে।

"এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং" (বাদরায়ণঃ)

তাহাহইলে পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল যে, আত্মা সকল দেহের অতীত এবং এক্ষণে

যে বলা হইতেছে যে, আত্মা চিন্ময়-দেহ, ইহাতে আর কোনও বিরোধ রহিল না; কেননা পূর্ব্বকথিত সমস্ত দেহই মর্ত্ত্য জড়ময়; এক্ষণে যে দেহের কথা বলা হইতেছে, তাহা চিন্ময় ও সৎ। শ্রুতিতে (সৌপর্ণ) দেখিতে পাই, 'সবা এষ এতস্মান্মর্ত্ত্যো বিমুক্তশ্চিন্মাত্রো ভবতি অথ তেনৈব রূপেণাভিপশ্যত্যভিশৃণোত্যভিমন্যুতেহভিজানাতি তামাহ মুক্তিমিতি।'

মুক্ত পুরুষেরা মর্ত্ত্যদেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিন্ময়রূপ ধারণ করেন এবং সেইরূপে শ্রবণ করেন, দর্শন করেন এবং সকল জানিতে পারেন। ইহাকেই মুক্তি বলিয়া থাকে। এক্ষণে দেখুন, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ-দেহ বিনষ্ট হইলেও, চিন্ময় জীবের সত্তা থাকে। এই চিন্ময় জীবই ব্রহ্ম। বেদান্তদর্শনে ইহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ উত্তমরূপে বিচারিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার চতুর্থ পাদের বিচার বেদান্ত করেন নাই। এই আত্মা যে চতুষ্পাৎ, তদ্বিষয়ে মাণ্ডুক্যোপনিষৎ বলিতেছেন,—

সর্ব্বংহ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ।২॥

এই উপনিষৎ পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে, আত্মা কিরূপ বস্তু। ইহার প্রথম তিনটী পাদ অবিদ্যা-ঘটিত ব্যবহারিক জীব, শেষ পাদটী চিন্ময় নিত্য-জীব। এই চতুর্থ পাদকে বুঝাইতে যাইয়া শ্রুতি বলিতেছেন,—

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং নপ্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞমদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ (মাণ্ডুক্য ॥৭)

ইনিই নিত্য-অক্ষর পুরুষ। ব্যবহারিক জীব না হইলেও ইনি নিত্যজীব। জীবত্ব না থাকিলে, আমিত্ব থাকে না।

কিন্তু "শিবোঽহং" "ব্রহ্মাহমস্মি" "শিবঃকেবলোঽহম্" প্রভৃতি শ্রুতিতে অহংতত্ত্ব স্পষ্টই আছে। মধুসূদন সরস্বতী-বিরচিত 'সিদ্ধান্ত বিন্দুসারে' জড়-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে "আমি" দর্শিত হইয়াছে, ইহা নিত্য 'আমি' জীব, ইঁহাকে শিবস্বরূপ বলা হইয়াছে; যথা,—

নভূমির্ণতোয়ং ন তেজো ন বায়ুর্ণখং নেন্দ্রিয়ং বা নতেষাং সমূহঃ।
অনৈকান্তিকত্বাৎসুষুপ্ত্যেকসিদ্ধস্তদেকোঽবশিষ্টঃশিবঃ কেবলোঽহং ॥১
অহমাকাশবৎ সর্ব্ববহিরন্তর্গচ্ছত্যতঃ।
সদাসর্ব্বসমঃ শুদ্ধো নিঃসঙ্গো নির্ম্মলোঽচলঃ ॥৪৩॥

নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেবতৎ ॥৩৫॥
এবংনিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যা বিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্ ॥৩৬॥

এই কয়টী শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য 'আত্মবোধ' নামক গ্রন্থে অবিদ্যার পরপারস্থ যে "আমিকে" নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইনিই যে সেই সৎ "আমি" এবং ইনিই যে উপাধি-ভেদে বহু হইয়াও স্বরূপতঃ নিরুপাধিক সেই এক ব্রহ্ম-পদার্থ, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আধুনিক মায়াবাদ অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইয়াই "আমি ব্রহ্ম" ইহার অর্থ জীব ও সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ভগবান্ এক, বুঝিয়াছে ও সংসারকে বিষম ভ্রমে পাতিত করিতেছে। এই মায়াবাদীদিগের মত এই যে, চৈতন্য অবিদ্যাতে উপহিত হইলে, জীব-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; সেই জীব অবিদ্যা-জাত বুদ্ধি-মন-চিত্তাদি এবং ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি বশতঃ অসংখ্য দুঃখ-জালে বিজড়িত হইয়া যাতায়াত করে। যদি কখনও কোনও মহাপুরুষ কৃপা করেন, তবে জ্ঞান-বলে অবিদ্যা নষ্ট হইলেই জীব ও ব্রহ্ম এক, ইহা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হয়েন। মোটকথা এইযে, তাঁহাদিগের মতে জীব নিত্য নহে, জীব বলিয়া কোনও একটা বস্তু নাই, ওটা কেবল ইন্দ্রজাল মাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিতে রজতভ্রম, সেইরূপ ও একটা ভ্রান্তিমাত্র। একমাত্র ব্রহ্মই বস্তু, সংসারে আর সকলই অবস্তু। ফলে বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান, উভয়ই ব্রহ্ম, বেদান্তের এই সত্য ব্যাখ্যার দোষে অনর্থজনক হয়। উপাদানকে অলীক বলিলে নিমিত্তেরও কোন সার্থকতা থাকে না; কারণ উহারা পরস্পর সাপেক্ষ; অতএব বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াই পূর্ব্বোক্তরূপ প্রলাপ-বাক্যে কাল-মাহাত্ম্যে সংসারের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক মায়াবাদীগণ এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন।

তাঁহারা শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ইহা স্থিরচিত্তে বিচার করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। শাস্ত্রের কথিত দুইপ্রকার প্রকৃতি তাঁহারাও স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা জীবের প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র যেরূপ বলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই এইরূপে ভ্রমে পড়েন, এবং অহঙ্কার-সীমান্তর্ভূত-জ্ঞানের অনধিগম্য ব্রহ্মকে স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য মনে করিয়া চিদ্রাজ্যের অপরূপ তত্ত্ব সমূহ দেখিতে পাননা। শ্রীমদ্ভারতী তীর্থ স্বীয় পঞ্চদশীতে নির্ব্বিকার, নিষ্কল, সাক্ষীস্বরূপ, নিত্য, বিশুদ্ধ, কেবল জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জীবকে বুঝাইবার জন্য দ্বিবিধা প্রকৃতি দেখাইয়া বলিতেছেন,—

চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা।
তমোরজঃ-সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥১৫॥

সৎ-চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমষ্টিকে প্রকৃতি-বলা হয়; এই প্রকৃতি দুইপ্রকার, মায়া ও অবিদ্যা।

সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া-বিদ্যে চতে মতে।
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥১৬॥

সত্ত্বগুণের নৈর্ম্মল্য হেতু প্রথম প্রকারের নাম মায়া, এবং মালিন্য প্রযুক্ত দ্বিতীয় প্রকারের নাম অবিদ্যা। যিনি সত্ত্বগুণপ্রধানা মায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই মায়াকে বশীভূত করিয়া রাখেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর।

অবিদ্যা বশগস্তন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণ-শরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥ ১৭
(পঞ্চদশী, তত্ত্ববিবেক।)

অবিদ্যার বশ যে চৈতন্য, তিনি জীব। অবিদ্যার বিচিত্রতা নিবন্ধন জীবও অনেক প্রকার। অবিদ্যার নাম কারণ-শরীর; ইহাতে অভিমানী জীব সকলকে 'প্রাজ্ঞ' বলা যায়। রামকৃষ্ণ কিন্তু তাঁহার কৃত টীকায় ইহার এইরূপ অর্থ করেন যে,—

অবিদ্যায়া বশগোবিদ্যায়া প্রতিবিম্বত্বেন স্থিতঃ বিদাত্মাহন্যো জীবঃসাৎ সচ তদ্বৈচিত্র্যাত্তস্যা অবিদ্যায়াউপাধিভূতায়া বৈচিত্র্যাদবিশুদ্ধি-তারতম্যাদনেকধা অনেক প্রকারো দেবতির্য্যগাদি ভেদেন বিবিধো ভবতীত্যর্থঃ।

অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তাহাই জীব, সে সেই অবিদ্যার অধীন। অবিদ্যার নৈর্ম্মল্য ও মালিন্যের তারতম্যানুসারে দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব, প্রভৃতি জীবও অনেক প্রকার হয়।

সমস্ত বেদান্তে অনিত্য-ইহলোক-পরলোকগামী ব্যবহারিক জীবকেই 'জীব' বলা হইয়াছে; ইনিই ত্বং-পদবাচ্য এবং ঐন্দ্রজালিক ভাণ মাত্র; বস্তুতঃ ইনি সৎ নহেন বা ইহার সত্তা নাই। সত্তা না থাকিলেও একটা সৎ বস্তু ইহার ভিত্তি স্বরূপ আছে; তাহা না থাকিলে কদাচই ইহা সদ্রূপে ভাসমান্ হইতে পারিত না। যে সদ্বস্তুতে ইহার অধিষ্ঠান, ইহা যাহার প্রতিবিম্বস্বরূপ, সেই বস্তুর সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। প্রতিবিম্ব স্বভাবতঃই যে বস্তু হইতে প্রতিফলিত হয়, তাহার অনেকটা সমান হইয়া থাকে; আপনার ছায়া আপনার আকৃতির সমরূপ হইবেই হইবে, অনেকাংশে তদ্ধর্ম্মীও হইবে। যেমন সর্পের সহিত রজ্জুর অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়াই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, স্থাণুর সহিত মনুষ্য-মূর্ত্তির অনেকটা সাদৃশ্য আছে, সেই জন্যই স্থাণুতেমনুষ্য-ভ্রান্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে যে বস্তুর প্রতিবিম্ব এই মিথ্যা "আমি"—

তাহা কি, দেখা যাক্। স্থূলাদি শরীর সমূহের সাক্ষী স্বরূপ প্রপঞ্চাতীত বলিয়া ইনি সৎ, এবং স্থিরমনে বিচার করিয়া দেখিলে, ইহাও জানিতে পারা যায় যে, একমাত্র জ্ঞানই সৎ; অতএব ইনি চিন্ময় বা জ্ঞানস্বরূপ; আবার সত্তাতেই সুখ, ইহা অনুভব-সিদ্ধ। কেবল আমিত্বের সত্তা বজায় রাখিবার বা বাঁচিয়া থাকিবার জন্যইত আমাদিগের চেষ্টা ও এত শ্রম। জীবিত থাকা যদি সুখকর না হইত, অস্তিত্বই যদি আনন্দময় না হইত, তাহা হইলে কখনও কোনও জীব জীবনের জন্য ব্যস্ত হইত না। অতএব ইহাও দেখা গেল যে, ইনি আনন্দময়। এই যে নিত্যজ্ঞানময়, আনন্দময় "আমি"—ইহার সত্তাতে প্রাতিভাসিক "আমি"ও আপনাকে সৎ মনে করে; ইহার জ্ঞানেতেই অনিত্য অবিদ্যান্তরস্থ "আমি" আপনাকে জ্ঞানী মনে করে, এবং ইহার আনন্দেতেই ত্রিতাপ-দগ্ধ "আমি"ও আপনাকে সুখী বিবেচনা করিয়া থাকে। ব্যবহারিক আমির নিজের ওরূপ একটিও গুণ নাই; পরন্তু সমস্তই বিপরীত—ছায়া মাত্র বলিয়া ইহা মিথ্যা, এবং চিন্ময়ের বা জ্ঞানের ছায়া বলিয়া ইনি তমঃপ্রধানা প্রকৃতি অবিদ্যাস্বরূপ; এবং অবিদ্যা হইতে অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ প্রভৃতি ক্লেশ সমূহ জাত হওয়ায়, ইহা ত্রিবিধ তাপে সর্ব্বদা সন্তপ্ত। কিন্তু এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মীহইয়াও, যে বস্তুর ইহা ছায়া, তাঁহার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে, সেই জন্যই ব্যবহারিক জীবও আপনাকে আমি আছি, আমি সকল জানিতেছি; অতএব আমি জ্ঞানী, এবং আমি সুখী, এই প্রকার অনুভব করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।

গোলকে সর্ব্ব-দেব-দর্শন!

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

রাশিচক্রবর্ণন।

৫ম বর্ষ-হিন্দু-পত্রিকার ৩৪৬ পৃষ্ঠাস্থিত রাশিচক্র আকাশে স্থাপন করিয়া দক্ষিণাস্যে বসিয়াঃরাশিচক্র দৃষ্টি কর। কর্কটক্রান্তি উত্তর দিকে স্থাপন কর। মকরক্রান্তি দক্ষিণে পড়িল। মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু পশ্চিমে রহিল। জলবিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দু পূর্ব্বদিকে রহিল। কর্কটক্রান্তি বা উত্তরক্রান্তি মিথুন ও কর্কটরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে। মকরক্রান্তি ধনু ও মকররাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে। মহাবিষুপ সংক্রান্তি মীন ও মেষরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে, এবং জলবিষুপ সংক্রান্তি কন্যা ও তুলারাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে। রাশিচক্রের এই ন্যাস (চিত্র) ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ৩২০ শকাব্দে বর্ত্তমান হিন্দু-পঞ্জিকা প্রকটন কালে দৃশ্যমান ছিল।

রাশিচক্রের এই ন্যাসে যে রেখা মহাবিষুপ সংক্রান্তি, জলবিষুপ সংক্রান্তি যোগ করিতেছে, ঐ রেখাকে বিষুপরেখা বলে; এবং ঐ ন্যাসস্থিত বৃহত্তম বৃত্তটীকে অয়নমণ্ডল বা রবিমার্গ বলে। ঐ অয়নমণ্ডলের যে অর্দ্ধবৃত্ত বিষুপরেখার উত্তরে অবস্থিত, ঐ বৃত্তার্দ্ধকে উত্তরধনু বলে, এবং অয়নমণ্ডলের যে বৃত্তার্দ্ধ বিষুপরেখার দক্ষিণে অবস্থিত, ঐ বৃত্তার্দ্ধকে দক্ষিণ ধনু বলে। কর্কটক্রান্তি বা উত্তরক্রান্তি-বিন্দু অয়নমণ্ডলের উত্তম স্থানে, এবং মকরক্রান্তি বা দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু অয়নমণ্ডলের অধম স্থানে। উত্তর ধনু স্বর্গ এবং উত্তরক্রান্তি-বিন্দু স্বর্গ-রাজধানী; এবং দক্ষিণ ধনু পাতাল এবং দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু পাতাল-রাজধানী।

বিষুপরেখা মর্ত্ত্যলোক। বিষুপরেখা হইতে ধ্রুববিন্দু পর্য্যন্ত ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যঃ, এই সপ্ত স্বর্গ স্থাপিত; এবং বিষুপরেখা হইতে পূরধ্রুব বা যাম্যধ্রুব পর্য্যন্ত অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল, রসাতল, এই সপ্ত পাতাল স্থাপিত।

ভূতল বিষুপরেখায় অবস্থিত। সপ্ত স্বর্গের উপর ধ্রুবস্থানে ধ্রুবলোক। তদুত্তরে যে মণ্ডলে ধ্রুববিন্দু কদম্ববিন্দুকে প্রদক্ষিণ করে, এই মণ্ডলকেই গো-লোক—বৃন্দাবন বলে।

এই স্বর্গ-রাজধানীতে অর্থাৎ বসুদেব-(*) আলয়ে সূর্য্যদেব (দেবরাজ ইন্দ্র) শ্রীকৃষ্ণ রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। বসু-পুত্র বলিয়া ইন্দ্রের বাসব নাম, এবং বসুদেব-পুত্র বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেব নাম। একই বসু। 'কশ্যপো বসুদেবোঽভূৎ' বচনটী স্মরণ কর। তবে পার্থক্য এই যে, ইন্দ্রদেব সত্যযুগের সূর্য্য-নামান্তর (১) এবং শ্রীকৃষ্ণদেব দ্বাপর যুগের সূর্য্যাবতার। কিন্তু ধ্রুববিন্দু মণ্ডলাকার পথে কদম্ব-বিন্দু প্রদক্ষিণ করে, এই গতিগুণে উত্তরক্রান্তিবিন্দু, দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু, মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু এবং জল-বিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু এই চারিটী বিন্দু ১৩$\frac{১}{৩}$+৭৫=১০০ বৎসরে একটী নক্ষত্র অপক্রমণ করে। এবং ৩০+৭৫=২২৫০ বৎসরে এক রাশি অপক্রমণ করে। যথা পঞ্জিকার ২২৫০ বৎসর পূর্ব্বে উত্তরক্রান্তি-বিন্দু বা কর্কট-ক্রান্তি-বিন্দু কর্কট ও সিংহ রাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল। দক্ষিণ-ক্রান্তি-বিন্দু মকর ও কুম্ভরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল। মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু মেষ ও বৃষরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল, এবং জলবিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দু তুলা ও বৃশ্চিক রাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ কর্কট-সংক্রান্তি-বিন্দুতে উত্তরসংক্রান্তি-বিন্দু অবস্থিত ছিল। রাশিচক্রটী ৩০ অংশ ঘুরাইয়া উত্তরে অশ্লেষা নক্ষত্র স্থাপন কর। দক্ষিণে ধনিষ্ঠা পড়িল, এবং কিরীট-মণ্ডল প্রমুখ রেখাটী এক্ষণে পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রসারিত বিষুপরেখা হইল। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ বিষুপরেখার এই অপসরণকে সমরাত্রি-বিন্দুদ্বয়ের আক্রমণ নাম দিয়াছেন। (Precession of the

(১) পুনর্ব্বসু নক্ষত্র

(১) ঋক্ ১।১০২।৮ ঋক্ ১।১২১।১

Equinoxe) অপক্রমণ ব্যাপারটী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। উত্তরক্রান্তি-বিন্দু হইতে দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু ১৮০ অংশ দূরে অবস্থিত আছে। উত্তরক্রান্তি-বিন্দুর পৌরাণিক নাম অদিতি এবং দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দুর পৌরাণিক নাম দিতি। পঞ্জিকার ১৮০+৭৫=১৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে দিতিবিন্দু উত্তরধনুর উত্তম স্থানে উত্তরক্রান্তিরূপে অবস্থিত হইল এবং অদিতি-বিন্দু দক্ষিণ ধনুর অধম স্থানে দক্ষিণক্রান্তিরূপে অবস্থিত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা।

রাসলীলা-উপলক্ষ্যে তুলা রাশির সংক্রান্তি-বিন্দুতে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম আসিয়াছেন। সম্মুখে বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এবং মেষ রাশি এবং ঐ সকল রাশিস্থিত নক্ষত্র। এই সকল রাশি ও নক্ষত্র-ঘটিত লীলা নিচয় পুনর্যাত্রায় বর্ণিত হইবে। আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত রাশি-নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া নন্দালয়-দ্বারে মেষ ও মিথুন রাশির সন্ধিস্থলে মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দুতে (১) উপনীত হইলেন। সম্মুখে বৃষ রাশিস্থ নন্দালয়, এবং নন্দালয়ে দেবমাতৃকা ষট্ কৃত্তিকা এবং রোহিণী দেবী বিরাজমানা। তদূর্দ্ধে ব্রহ্মমণ্ডলে (২) স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মা আসীন। ব্রহ্মার মস্তকে প্রজাপতি-তারক, উরোদেশে ব্রহ্মহৃৎতারক। পশ্চিম কুক্ষিতে অগ্নিতারক। এই ব্রহ্মাই নন্দরাজ, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ষট্কৃত্তিকা যশোদা দেবীর ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন, এবং বলদেব রোহিণী দেবীর ক্রোড় আশ্রয় করিলেন। আজ নন্দরাজ-ভবনে নন্দোৎসব উপস্থিত। স্বর্গীয় বৃন্দাবনে নব বর্ষাগমে জগৎক্ষয় গোপ-গোপীগণ হর্ষে পুলকিত। বৃন্দাবন দ্বাদশ মহাবনে বিভক্ত; (৩) মধ্যে যমুনা নদী, যমুনার পশ্চিম ভাগে সপ্ত মহাবন, এবং যমুনার পূর্ব্বভাগে পঞ্চ মহাবন। একবার গোলোকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবে, নদী-রূপা ছায়াপথের পশ্চিমভাগে মিথুন-বীথী হইতে ধনু-বীথী, এই সপ্ত বীথী সপ্ত মহাবন রূপে অবস্থিত, এবং পূর্ব্বভাগে কর্কট-বীথী হইতে বৃশ্চিকবীথী, এই পঞ্চবীথী পঞ্চ মহাবনরূপে অবস্থিত। পুরাণ মতে বৃন্দাবনের অধীশ্বর মহীভানুসুত বৃষভানু বা বৃষরাশিস্থ ভানুদেব নন্দরাজ গোলকের অধিপতি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণমতে মাল্য-পত্নী

(১) বর্ত্তমান ১৮২০ শকাব্দে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের দ্বিতীয় পদান্তে মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু অবস্থিত আছে। ৩৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ বিন্দু ৫০ অংশ দূর পূর্ব্বে কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম পদান্তে অর্থাৎ বৃষরাশির প্রথম অংশে অবস্থিত ছিল।

(২) ঔরিক মণ্ডল Auriga Constellation.

(৩) ১২ মহাবন প্রধানং দ্বাদশারণ্যং মাহাত্ম্যং কথিতং ক্রমাৎ।
পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং কালিন্দ্যা সপ্ত পশ্চিমে॥
ইতি পাদ্মে পাতাল খণ্ডে ১ম অধ্যায়।

জটিলা-গর্ভে পুত্র আয়ান এবং কুটিলা ও যশোদা (৪) কন্যাদ্বয় জন্ম গ্রহণ করেন; এবং যশোদা-গর্ভে বাসুদেব মহামায়ার সহিত যমজ ভাবে জন্মগ্রহণ করিলেন.(৫) উভয় বাসুদেব একত্রীভূত হইয়া পূর্ণাবতার (৬) হইবে। কিন্তু পুরাণান্তর মতে গোল-পত্নী জটিলা-গর্ভে পুত্র অভিমন্যু এবং গোল-ভগ্নী পাটলা-গর্ভে যশোদা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পরিষ্কৃত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত হইলে, পুরাণ মধ্যে এরূপ মত-ভেদ ঘটিবার সম্ভব হইতনা। মূল বিষ্ণুপুরাণে শ্রীরাধার এবং আয়ান, রায়ান বা অভিমন্যুর নাম মাত্র উল্লেখ করা হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, রূপক-ভঙ্গ-ভয়ে প্রথমে শ্রীরাধাদির নাম উল্লেখ না করিয়া, কেবল গোপ-গোপী (তারক তারকা) সহ কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণন করা হইয়াছিল। ক্রমে জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন লোপ হইতে লাগিল এবং রূপক ভঙ্গের আশঙ্কা ক্রমে কমিতে লাগিল। পরবর্ত্তী পুরাণকারগণ ক্রমে নক্ষত্রাদির নাম প্রকাশে সাহস পাইতে লাগিলেন। জাতীয় জ্ঞান তিমিরাবৃত হইল। কুসংস্কার ভারত অধিকার করিল।

ক্রমে রূপকের কলেবর পর পর পুরাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রধানা গোপীর আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীরাধার নাম প্রস্ফুটিত হইল, এবং বলা হইল, আদ্যাশক্তি শ্রীরাধা আয়ানপত্নী, এই প্রবাদ মাত্র রটনা হইবে। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকার এই কলঙ্কের প্রতিপ্রসব স্বরূপ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিবাহ দিলেন; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার রাশিচক্রের মাল্য নাম দিলেন, এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যার নাম জটিলা রাখিলেন। রাশিচক্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার সংযোগে অয়ন-মণ্ডল (আয়ান, রায়ান বা অভিমন্যু উৎপন্ন হইল, এবং ঐ জটিলা-গর্ভে ষট্‌কৃত্তিকা যশোদা দেবী জন্মগ্রহণ করিলেন) কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার শ্রীরাধার কলঙ্কের সার্থকতা রক্ষার জন্য আয়ান গোপের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ দেওয়াইলেন। কিন্তু শ্রীরাধার সতীত্ব রক্ষার্থে আয়ান-ক্রোড়ে ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণকে অধিষ্ঠিত রাখিলেন, এবং বিবাহ কালে শ্রীকৃষ্ণ আয়ানকে ক্লীবত্ব দিলেন (৭)। কোন পুরাণকার স্বজনতা-দোষ পরিহারার্থে শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত অংশাবতারের পক্ষপাতী হইলেন। বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণকার রাশিচক্রের মাল্যক নাম দিলেন। কোন পুরাণকার গোল নাম দিলেন। উভয় পুরাণে জ্যোতির্ব্বিদ্যার নাম জটিলা রাখিলেন। রাশিচক্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার সংযোগে অয়নমণ্ডল (আয়ান, রায়ান বা অভিমন্যু) উৎপন্ন হইল। গোলকস্থ অয়নমণ্ডলের বক্ষোপরি যে রাধানক্ষত্র ছিল, সেই রাধানক্ষত্র যেখানকার সেইখানেই রহিল। এস্থানে ব্রজধামের বিবরণ এই পর্য্যন্ত। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

---

(৪) কোষলে বসতস্তস্য মাল্যস্য জটিলা পতেঃ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ উত্তরখণ্ড—আয়ানো বজরঃ সুতঃ ১৩।১০—১৩ যশোদা কুটিলা রাজন্ প্রভ কর্য্যভিধা স্বনা।

(৫) সুষুবে মিথুনং রাজ্ঞী কন্যামেকাং সুতঞ্চহ ॥ ৯।১১৪

(৬) বিষ্ণোরংশাংশ-সম্ভূতং চরিতং জগতাং হিতং। বিষ্ণুপুরাণ ৫।১।৪

অবতর্ণো হি ভগবান অংশেন জগদীশ্বরঃ॥ ১০।৩৩।৩০

(৭) আয়ানাঙ্গগ কৃষ্ণস্তু পুংস্ত্বাদপনয়ৎ তদা। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

গোলকে সর্ব্ব-দেব-দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পুরাণকারগণ স্ব স্ব যুক্তি ও রুচি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণলীলা পর্য্যায়ক্রমে গঠন করিয়াছেন; কিন্তু আমরা রাশি ও নক্ষেত্রগণের অবস্থিতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন মাত্র করিব। তুলনা দ্বারা পরীক্ষা করণ জন্য পৌরাণিক ও জ্যোতিষিক লীলার ক্রমিক নির্ঘণ্ট দৃষ্টি করিতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
বিষ্ণুপুরাণ। ৫ম অংশ। অধ্যায়।	শ্রীকৃষ্ণলীলা।	শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ। অধ্যায়।	শ্রীকৃষ্ণলীলা।	জ্যোতিষমতে নক্ষত্র ও গ্রহ।	শ্রীকৃষ্ণলীলা।
৩	শ্রীকৃষ্ণের জন্ম	৩	শ্রীকৃষ্ণের জন্ম	দহনদৈবত কৃত্তিকা নক্ষত্র	যশোদা ক্রোড়ে
৫	পূতনাবধ	৬	পূতনাবধ	কমলজদৈবত রোহিণী নক্ষত্র	শকটভঞ্জন
৬	শকট পরিবর্ত্তন	৭	শকটভঞ্জন	বৃষরাশি	অরিষ্টবধ বা গো বৎস হরণ
৬	যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন	৭	তৃণাবর্ত্তবধ	সোম দৈবত মৃগশিরা	০
৭	কালীয়দমন	৯	শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন	রুদ্রদৈবত আর্দ্রা	০
৮	ধেনুকবধ	১০	যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন	মিথুনরাশি	রাহু বা প্রলম্ববধ

৯	প্রলম্ববধ	১১	বৎসাসুর বধ	অদিতি দৈবত	শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম
		১১	বকাসুর বধ	পুনর্ব্বসু	
১১	ইন্দ্রযুদ্ধ	১২	অঘাসুরবধ	জীবদৈবত পুষ্যা	০
১৩	গোবর্দ্ধন ধারণ	১৩	গো বৎস হরণ	ফণীদৈবত অশ্লেষা	কালীয় দমন
১৪	রাস বর্ণন	১৫	ধেনুক বধ	কর্কটরাশি	চাণূর বধ
১৬	অরিষ্টবধ	১৬	কালীয় দমন	যমদৈবত মঘা	পূতনা বধ
১৭	কেশী বধ	১৭	দাবাগ্নি ভক্ষণ	যোনিদৈবত	যমলার্জ্জুন-
				পূর্ব্বফল্গুণী বা অর্জ্জুনী	ভঞ্জন
১৯	অক্রূর প্রেরণ	১৮	প্রলম্ব বধ	সিংহরাশি	বস্ত্রহরণ
১৯	মথুরা প্রবেশ	১৯	দাবাগ্নি ভক্ষণ	অর্য্যমাদৈবত উত্তর	যমলার্জ্জুন-
				ফল্গুণী বা অর্জ্জুনী	ভঞ্জন
১৯	রজক বধ	২২	বস্ত্রহরণ	দিনকৃৎদৈবত হস্তা	চন্দ্রাবলীসখী
১৯	মালাকার-গৃহে গমন	২৪	ইন্দ্রযুদ্ধ	কন্যারাশি	বৎসাসুর বধ
২০	অনুলেপন গ্রহণ	২৫	গোবর্দ্ধন ধারণ	তষ্টৃদৈবত চিত্রা	চিত্রলেখাসখী
২০	ধনুশালাপ্রবেশ	২৮	নন্দ মোচন	পবনদৈবত স্বাতী	তৃণাবর্ত্তঅসুরবধ
২০	রঙ্গপ্রবেশ	২৯	রাসলীলা	তুলারাশি	ধেনুকবধ
২০	কুবলয়পীড় বধ	৩৪	সুদর্শন মোচন	শক্রাগ্নিদৈবত রাধা	রাধাকৃষ্ণ-
				বা বিশাখা	বিবাহ
২০	চাণূরমুষ্টিকবধ	৩৪	শঙ্খচূড় বধ	মিত্রদৈবত অনুরাধা	সুদর্শনমোচন
২২	জরাসন্ধ পরাজয়	৩৭	কেশী বধ	শক্রদৈবত জ্যেষ্ঠা	ইন্দ্রযুদ্ধ
২৩	কাল যবন বধ	৩৭	ব্যোমবধ	বৃশ্চিক রাশি	অঘাসুর বধ
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণলীলা—		৩৮	অক্রূর প্রেরণ	রাক্ষসদৈবত মূলা	০
জন্মখণ্ড অধ্যায়		৪১	মথুরাপ্রবেশ	তোয়দৈবত পূর্ব্বআষাঢ়া	০
৭	শ্রীকৃষ্ণবলরামের জন্ম	৪১	রজকবধ	বিরিঞ্চিদৈবত উত্তরাষাড়া	০
১০	পূতনা মোক্ষণ	৪১	মালাকারগৃহে গমন	ধনুরাশি	কেশীবধ
১১	তৃণাবর্ত্ত বধ	৪২	অনুলেপন গ্রহণ	শ্রীহরিদৈবত শ্রবণা	০
১	২	৩	৪	৫	৬
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ জন্মখণ্ড	শ্রীকৃষ্ণলীলা	শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ	শ্রীকৃষ্ণলীলা	জ্যোতিষ মতে নক্ষত্র ও গ্রহ	শ্রীকৃষ্ণলীলা
অধ্যায়		অধ্যায়			
১২	শকটভঞ্জন	৪২	ধনুশালা-প্রবেশ	বসুদৈবত ধনিষ্ঠা	কুব্জামিলন
					লেপন গ্রহণ

১৪	যমলার্জ্জুন ভঞ্জন	৪৭	কুবলয়পীড়বধ	মকররাশি	দাবাগ্নি ভক্ষণ
১৫	রাধাকৃষ্ণ বিবাহ	৪৮	চাণূরমুষ্টিক বধ	বরুণদৈবত	মালাকারগৃহে
				শতভিষা	গমন
১৬	বকাসুর বধ	৪৪	কংশবধ	অজপাদদৈবত	ধনুর্ভঙ্গ
				পূর্ব্ব ভাদ্রপদ	
১৬	কেশীবধ	৪৪	দৈবকী-বসুদেব-	কুম্ভরাশি	রজকবধ ও
			মোচন		কংশবধ
১৬	প্রলম্ববধ	৪৯	পঞ্চজন বধ	অহিব্রধ্নদৈবত	ব্যোমবধ
				উত্তরভাদ্রপদ	
১৯	কালীয় দমন	৫০	জরাসন্ধ বিজয়	পূষাদৈবত রেবতী	কুবলয়পীড়বধ
১৯	দাবাগ্নিভক্ষণ	৫১	কালযবন বধ	মীনরাশি	মুষ্টিক বধ
২০	গো-বৎস হরণ			অভিজিৎ	০
২১	ইন্দ্রযুদ্ধ			বুধগ্রহ	বৎসাসুর বধ
২১	গোবর্দ্ধন ধারণ			শুক্রগ্রহ	মুষ্টিক বধ
২২	ধেনুক বধ			অমা সোমগ্রহ	কুবলয়পীড়বধ
২৭	বস্ত্রহরণ			মঙ্গল গ্রহ	দাবানল ভক্ষণ
২৮	রাসলীলা বর্ণন			বৃহস্পতি গ্রহ	চাণূর বধ
৭০	অক্রূর প্রেরণ			শনিগ্রহ	ধেনুক বধ
৭২	মথুরাপ্রবেশ			রাহুগ্রহ	প্রলম্ববধ
৭২	কুব্জাপ্রসাদ			কেতুগ্রহ	কেশীবধ
৭২	মালাকার গৃহে প্রবেশ			অগ্নিপিণ্ড	দাবাগ্নিভক্ষণ
				উল্কাপতন	
৭২	রজক নিগ্রহ			মহাবিষুপ সংক্রান্তি	অক্রুর-প্রেরণ,
					জরাসন্ধবিজয়
৭২	ধনুর্ভঙ্গ			রাত্রিবিনাশ	কালযবনবধ
৭২	গজনিধন			কদম্ববিন্দু-আরোহণ	বস্ত্রহরণ
	মল্লনিধন			কার্ত্তিকী পূর্ণিমা	রাসলীলা
				উত্তর ক্রান্তি	রথযাত্রা
				দক্ষিণায়ন	ঝুলন যাত্রা

() শূন্য চিহ্নিত রাশি ও নক্ষত্রের লীলা পরে বর্ণিত হইবে।

যশোদা দেবীর ক্রোড় হইতে গোপতি আদিত্যদেব অয়ন-ব্রজে যাত্রা করিলেন; সম্মুখে শকটাকৃতি পঞ্চতারকময় রোহিণীনক্ষত্র অতিক্রম করিলেন, অমনি শকট-ভঞ্জন হইল। সম্মুখে নদীরূপা ছায়াপথ। পথের পশ্চিমতীরে উজ্জ্বল লুব্ধক বা শৃগালরাজ তারক। পশ্চিমদিকে অনন্তদেব জলসর্প (Hydra) পশ্চিমাভিমুখে ফণা বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণদেব বলদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ! এই নদীরূপা ছায়াপথ, ঐ শিবাতারা এবং ঐ ফণাধারী অনন্তদেবকে তুমি আর কখনও দেখিয়াছ? বলদেব উত্তর করিলেন—পূজ্যপাদ বসুদেব তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া তোমার জন্ম-রাত্রিতে এই ছায়াপথরূপী যমুনা অতি কষ্টে পার হইয়াছিলেন। অন্ধকার রজনীতে কেহই পথ প্রদর্শক সঙ্গী ছিল না। কেবল ঐ শিবাতারার আলোকে তিনি নন্দালয় চিনিতে পারিয়া ছিলেন, এবং আমি ভ্রাতৃবাৎসল্য হেতু তোমার শিরোপরে ফণা ধারণ করিয়া প্রাবৃট কালের জলধারা হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে সতত তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য এই রৌহিণেয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি; এবং যত কাল তুমি এই ব্রজে গোচারণ করিবে, তোমার চিরসঙ্গী হইয়া থাকিব। শ্রীকৃষ্ণ বলরামে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমত সময়ে অরিষ্ট অসুর বৃষরূপ ধারণ করিয়া ব্রজমাঝে উপনীত হইল। শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অসুর সমাগত হইয়াছে। অমনি শ্রীকৃষ্ণ স্বতেজ প্রকাশ করিয়া বৃষ সংহার করিলেন। এই লীলা কেবল বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকারগণ দেখিলেন, বৃষ-বধে রুদ্রদেব রুষ্ট হইবেন। গতিকে অরিষ্ট-বধলীলা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে ব্রহ্ম মণ্ডলস্থ প্রজাপতি কর্ত্তৃক বালার্করূপ সুকোমল নব প্রসূত গো-বৎস হরণের লীলা প্রকটন করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মমণ্ডলের ব্রহ্মহৃৎ তারক বালার্ক অপ্রতিভ করিতে সমর্থ হইলেও আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ নূতন গো-বৎসমালা মায়াবলে প্রকাশ করিলেন। নিমেষ মধ্যে নব নব গো-বৎস বা বালার্ক লক্ষ২ সৃষ্ট হইল। আদিত্য-কিরণাগ্নিতে ব্রহ্মাগ্নি নির্ব্বাণ হইল। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রতিভাশূন্য হইয়া আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। বৎসহরণলীলা সমাপ্ত হইল।

ভ্রম সংশোধন।

২২৩ পৃষ্ঠা (১) গায়ত্রী স্থলে (১) গায়ত্রী ঋক্ ৩।৬২।১০

২৯১ পৃষ্ঠা ১০ ম ছত্রে

(Sagitta) তারক শোভা পাইতেছে স্থলে

(Cygnus.) তারক এবং বাণ (Sagitta) তারক রুদ্র ধ্বজরূপে এবং শিব বাহনরূপে হরি দৈবত (Aquila) তারক শোভা পাইতেছে।

৩২৪ পৃষ্ঠা টীকা (২) Lynx or canis minor স্থলে.

(২) লুব্ধক তারক (Sirius in canis majoris),

৩৪৮ পৃষ্ঠা টীকা— (৫) অনু রাধার দ্বিতীয় তারা ইত্যাদি স্থলে

(৫) জ্যেষ্ঠার দ্বিতীয় তারা পারিজাত লোহিত বর্ণ বলিয়া জ্যেষ্ঠার রঙ্গদেবী নামা পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্ গণ পারিজাতকে মঙ্গল সম (Antares) বলেন।

বামন অবতার।

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে প্রতিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ। ঋক্ ১।২২।১৩

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূলহ মস্য পাং সুরে। ঋক্ ১।২২।১৭

ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণু গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্।

বঙ্গার্থ। বিষ্ণু গায়ত্রী আদি সপ্ত ছন্দের সহিত যে স্থান হইতে পরিক্রমণ (পদ-স্থাপন) করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১৬

বিষ্ণু এই জগৎ পরিক্রমণ করিয়া ছিলেন। ত্রিপাদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই রজোযুক্ত পদে জগৎ আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ১৭

পালক বিষ্ণু ত্রিপাদ পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই ত্রিপাদ-বিক্ষেপ দ্বারা ধর্ম্মকে ধারণ করেন। ১৮।

নিরুক্তকার মহর্ষি শাকপূণি এই তিন ঋকের এইরূপ টীকা লিখিয়াছেন যথা—ষ্ণুরাদিত্যঃ। পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিতি ইতি।

অর্থাৎ বিষ্ণু আদিত্যদেব।

আদিত্যদেবের পদ-স্থাপনের স্থল পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ। আচার্য্য ঔর্ণাভ টীকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আদিত্যদেব, পার্থিব অগ্নি স্বরূপে পৃথিবীতে, বৈদ্যুত র অন্তরীক্ষে এবং সূর্য্যরূপে স্বর্গে পাদ স্থাপন করেন। অর্থাৎ উষাকালে উদয়-তে উদয়-পদ, মধ্যাহ্নকালে অন্তরীক্ষে বিষ্ণুপদ এবং সন্ধ্যাকালে গয়শিররূপ অস্ত-তে অস্তপদ, আদিত্যদেবের এই ত্রিপাদ-বিক্ষেপ বুঝিতে হইবে।

জ্যোতির্ব্বিদগণ আদিত্যদেব শ্রীহরির এই ত্রিপাদ-বিক্ষেপ ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া কার তারাত্রয়াত্মিকা শ্রবণানক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা শ্রীহরি নির্ব্বাচন করিলেন। ণানক্ষত্র, ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর সাকার রূপ ধারণ করিল। কিন্তু পরম পুরুষের বিরাট র সহিত শ্রবণামূর্ত্তির তুলনা করিলে, শ্রবণামূর্ত্তি শ্রীহরির বামনরূপ বলিতে হয়। ক্রম-নক্ষত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে বলি নিভ (*) অনুরাধানক্ষত্র অবস্থিত। বলি অনুরাধা নক্ষত্র এক্ষণে উত্তরক্রান্তি বিন্দু হইতে ১৫৪ অংশ দূর পূর্ব্বে ঐ দৈবকী

(*) বলি নিভ তারাচতুষ্টয়াত্মিকাং ইতি দীপিকা টীকা

নক্ষত্র সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বিদগণের এই একটী বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়।

বিষুপ মণ্ডলের দক্ষিণে অবস্থিত আছেন। ১৫৪ × ৭৫ = ১১৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে বলিরাজ স্বর্গ রাজ্যে বিরাজমান ছিলেন। কিন্তু উত্তর ক্রান্তিবিন্দু এই ১১৫৫০ বৎসর ক্রমে অপক্রমণ করিতেছে। ৯০ × ৭৫ = ৬৭৫০ বৎসরে বলিরাজ উত্তরক্রান্তি বিন্দু হইতে জলবিষুপ সংক্রান্তিতে নামিয়া ছিলেন। পরে দৈবকী বিষুপরেখার দক্ষিণে নামিয়া ৬৪ × ৭৫ = ৪৮০০ বৎসরে দক্ষিণক্রান্তির অদূরে আসিয়াছেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া পৌরাণিকগণ বামন অবতারের মনোহর রূপক রচনা করিয়াছেন। দেবগণ দৈত্যসমরে পরাভূত হইয়া স্বর্গরাজ্য হারাইয়া পাতাল ভূতলে দীন হীন ভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ আদিত্য দেব নারায়ণের শরণ লইলেন।

আদিত্যদেব নারায়ণরূপে দৈত্যরাজ বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা মাগিলেন। পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদ-পৌত্র বলিরাজ তথাস্তু বলিবা মাত্র চতুরচূড়ামণির বামন বেশ তিরোহিত। বিরাট পুরুষ এক পদ স্বর্গে, এক পদ মর্ত্ত্যে স্থাপন করিলেন, এবং বক্ষস্থল হইতে তৃতীয় পদ বাহির করিয়া বলিরাজকে বলিলেন তৃতীয় পদের স্থান কোথা? বলিরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া মস্তক পাতিয়া দিলেন। তৃতীয়পদ বলিরাজ-শিরে স্থাপিত হইল। বলিরাজ পাতালে চলিলেন। আবার পুনর্ব্বসু নক্ষত্র-স্থিত বসুদেবগণ অশ্বিদ্বয় আদি দেবগণ সহ স্বর্গীয় বিষুপরেখার উত্তরে আসিয়া স্বর্গ-রাজ্য লাভ করিয়াছেন। রাশিচক্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাইবে, অদ্যাপি শ্রবণানক্ষত্রস্থ বামনদেব বলিরাজের মস্তকোপরি যেন একপদ স্থাপন করিয়া ক্রমে বলিরাজের সাথে সাথে পাতালে যাইতেছেন। রূপকটি সর্ব্বতোভাবে হৃদয়গ্রাহী বটে। কিন্তু ভগবানে ছলনা-আরোপ ভক্তির লাঘবকর। তবে দৈত্যকে দেবতুল্য ভক্তিভাজন করায় দোষ নাই। কারণ রাশিচক্রের গতিগুণে সুর ও অসুরগণ পর্য্যায়-ক্রমে স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইতেছেন। এইজন্য পৌরাণিকগণ অসুরগণকে দেবযোনি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং সেইসুরে অমর সিংহ বলিলেন,—

শুক্রশিষ্যা দিতিসুতাঃ পূর্ব্বদেবাঃ সুরদ্বিষঃ"

আর ১১৬ × ৭৫ = ৮৬৮০ বৎসরে আবার বলিরাজ বিষুপরেখার উত্তরে দেবোচিত স্বর্গরাজ্যে উঠিবেন।

তারাহরণ।

প্রাচীন কালে রাশিচক্রে বৃহস্পতি গ্রহের পরিভ্রমণ দ্বারা বৎসর গণনা হইত। বৃহস্পতি দ্বাদশ রাশি দ্বাদশ বৎসরে পরিভ্রমণ করেন। এই বৎসরের নাম বার্হস্পত্য বৎসর ছিল, এবং এই পরিভ্রমণ ব্যাপার এক যুগে—অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসরে সমাধা হইত। মীনরাশি হইতে বার্হস্পত্য যুগ-বৎসরের আরম্ভ হইত, এবং কুম্ভ রাশিতে যুগ-বৎসর শেষ হইত; এবং এই যুগাবসানে হিন্দুজাতি হরিদ্বারে মহা সমারোহ-ময় যে উৎসব করিতেন, ঐ উৎসব কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতি গ্রহের অবস্থিতিকালে

হইত বলিয়া ঐ উৎসবের নাম "কুম্ভ-মেলা" হইয়াছে। এই বৎসর গণনায় বৃহস্পতির প্রতি তারা ভোগকাল নিয়মিত ছিল। এজন্য বৃহস্পতি তারাপতি নাম পাইয়াছিলেন, এবং দেবগণের মধ্যে বৃহস্পতি প্রধান হইয়াছেন বলিয়া বৃহস্পতির নাম দেবগুরু হইল। ক্রমে চান্দ্রমাস এবং চান্দ্র বৎসর গণনার সূত্রপাত হইল, এবং চন্দ্র ঐ রূপ নক্ষত্র ভোগে তারাপতি নাম পাইলেন। চন্দ্র ২৭½ দিনে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এই ২৭½ দিনে একমাস গণনা হইত। এইরূপ দ্বাদশ চান্দ্রমাসে অর্থাৎ ৩৩০দিনে বৎসর গণণা হইত। এই ৩৩০দিনে রুদ্রদেব একাদশ রাশি পরিভ্রমণ করেন। দ্বাদশরাশি পরিভ্রমণে সৌর বৎসর হয়। এজন্য সূর্য্য দ্বাদশ আদিত্যদেব এবং একাদশ রুদ্রদেব বলিয়া বর্ণিত হইলেন; এবং সোমদেব রুদ্রদেবের অষ্ট মূর্ত্তির এক মূর্ত্তি বলিয়া রুদ্রদেবও তারাপতি নাম পাইলেন। এইরূপ বৃহস্পতির তারাপতিত্ব-পদে চন্দ্রদেব অধিষ্ঠিত হইলেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে পৌরাণিকগণ বৃহস্পতি-ভার্য্যা তারার চন্দ্র কর্ত্তৃক অপহরণের রূপক রচনা করিলেন; এবং তারাগর্ভে বুধের উৎপত্তি রটনা করিলেন। কিন্তু একটু মনোনিবেশ করিয়া তারাহরণ উপাখ্যান পাঠ করিলে, এই উপাখ্যান রূপক মাত্র, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। তারা কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি হইলে, বুধের নাম তারানন্দন বা তারাসুত হইত; কিন্তু বুধের নাম রোহিণী-পুত্র রৌহিণেয়। ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, বৃহস্পতি-ভার্য্যা তারা কোন নির্দ্দিষ্ট তারকা নহে। রোহিণী আদি ২৭নক্ষত্র। তবে বার্হস্পত্য বৎসর গণনা সময়ে বুধগ্রহের আবিষ্কার হয় নাই। চান্দ্র বৎসর গণনা কালে বুধগ্রহের আবিষ্কার হইয়াছিল; এবং বুধগ্রহের আবিষ্কারের পরে পুনর্ব্বার বার্হস্পত্য বৎসর গণনা প্রচলিত হইল বলিয়া চন্দ্রদেব গুরু বৃহস্পতিকে তারা প্রত্যর্পণ করিলেন; কিন্তু পুত্রটী চন্দ্র গ্রহের রহিল। হিন্দু-জাতি জ্যোতিষ-বিদ্যানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া, এই রূপকের গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণে এবং এই রূপকের মধুর রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া বিমল চন্দ্রদেবে কলঙ্ক-আরোপ করিতেছেন। পুনর্ব্বার বার্হস্পত্য বৎসর গণনা কালে ভাদ্র শুক্ল চতুর্থী হইতে কৃষ্ণ-চতুর্থী পর্য্যন্ত একপক্ষ গণনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া ঐ পক্ষ 'নষ্ট চন্দ্র' নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া বোধহয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

গর্ভাধান-মন্ত্রব্যাখ্যা।

ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণিপিংষতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতুতে।১।

অন্বয়। (হে বধু!) বিষ্ণুঃ (তব) যোনিং কল্পয়তু, ত্বষ্টা চ রূপাণি পিংষতু, ধাতা

প্রজাপতিঃ তে গর্ভং দধাতু ।১।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে বধু! অয়ি ভার্য্যে! বিষ্ণুঃ দেববিশেষঃ তব যোনিং প্রসবদ্বারং কল্পয়তু প্রসবসমর্থাং করোতু। ত্বষ্টা দেববিশেষঃ তে তব রূপাণি পিংষতু প্রকাশয়তু। তথা প্রজাপতিঃ দেববিশেষঃ তব যোনিং প্রসবদ্বারং আসিঞ্চতু। যাবন্মাত্রেণ বীজেন গর্ভঃ সম্পদ্যতে, তাবন্মাত্রমেব বীজং তত্র প্রক্ষেপয়তু ইতি বিশদার্থঃ। তথা ধাতা আদিত্যঃ তে তব গর্ভং দধাতু, যেন প্রকারেণ তব গর্ভঃ সম্পদ্যতে, তথা করোতু ইত্যর্থঃ ।১।

বঙ্গানুবাদ। অয়ি বধু! ভগবান্ বিষ্ণু তোমার যোনিকে প্রসব-সমর্থ করুন। (অর্থাৎ তোমার গর্ভধারণ-প্রতিবন্ধক কোনও যোনিপীড়া যদি থাকে, তাহাহইলে তাহা প্রশমন করুন) ভগবান্ সূর্য্যদেব তোমায় শরীর-সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করুন। (স্ত্রীলোকের সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট না হইলে গর্ভসঞ্চার হয় না, একারণ দেবতার নিকট প্রার্থনা করি যে, তোমার সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়া তোমাকে গর্ভধারণক্ষমা করিয়া দিউন্) ভগবান্ বিধাতা, যে পরিমাণ শুক্রদ্বারা তোমার গর্ভসঞ্চার হইতে পারে,তৎ-পরিমাণ শুক্র তোমর যোনিতে পাতিত করুন, এবং প্রজাপতি তোমাকে গর্ভধারণ করাইয়া দিউন্ ।১।

ওঁ গর্ভংধেহি সিনীবালি! গর্ভংধেহি সরস্বতি!।
গর্ভংতেঽশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ।২।

অন্বয়ঃ। হে সিনীবালি! গর্ভং ধেহি (মৎপত্ন্যাইতিশেষঃ) হে সরস্বতি! গর্ভং ধেহি। (তথা অয়ি ভার্য্যে!) পুষ্করস্রজৌ দেবৌ অশ্বিনৌ তে গর্ভং আধত্তাং ।২।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। হে ভগবতি! সিনীবালি! যোন্যধিষ্ঠাত্রিদেবতে! মৎপত্ন্যাঃ গর্ভং-ধেহি। এষা যথা গর্ভধারণক্ষমা ভবেৎ তথা কুরুইত্যর্থঃ। হে সরস্বতি! ত্বমপি অস্যাঃ গর্ভং ধেহি,(দেবতাভ্যঃ এবং বরং সম্প্রার্থ্য সম্প্রতি ভার্য্যাং প্রতি বদতি।) অয়ি ভার্য্যে! পুষ্করস্রজৌ পদ্মমালিনৌ দেবৌ অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ স্বর্গ-বৈদ্যৌ তে তব গর্ভং আধত্তাং ।২।

বঙ্গানুবাদ। হে সিনীবালি! আমার পত্নী যাহাতে গর্ভধারণ করিতে পারে, তাহা কর। হে সরস্বতি! আমার পত্নীকে গর্ভপ্রদান কর। পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার (পত্নীর প্রতি) গর্ভবিধান করুন। ২।

১। পুষ্করস্রজৌ—পুষ্করাণি পদ্মানি তৈঃ গ্রথিতাঃ স্রজে যয়োঃতৌ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় এবং বহুব্রীহি সমাস। ২। আধত্তাং—আপূর্ব্বাৎ ধা ধাতোঃ প্রার্থনায়াং লোট।

অথ পুংসবন-মন্ত্র-ব্যাখ্যা।

ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ। পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভস্তবোদরে। ১।

অন্বয়ঃ। মিত্রাবরুণৌ যথা পুমাংসৌ, (যথাচ) অশ্বিনৌ পুমাংসৌ অগ্নিঃ চ (যথা) পুমান্ (যথা বা) বায়ুঃচ পুমান্ তব উদরে (স্থিতঃ) গর্ভঃ (তথা) পুমান্ (ভবতু)। ১।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। মিত্রাবরুণৌ আদিত্যপ্রচেতসৌ যথা যাদৃশৌ পুমাংসৌ পুরুষোচিত-লিঙ্গধারিণৌ পুরুষোচিতকর্ম্মক্ষমৌচ। যথা চ অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ স্বর্গবৈদ্যৌ পুমাংসৌ পুরুষোচিতলিঙ্গধারিণৌ পুরুষোচিতাতিসুন্দরশরীরৌ চ। অগ্নিশ্চ অনলোঽপি যথা যাদৃক্ পুমান্ পুরুষোচিতলিঙ্গধারী পুরুষোচিতগতিতেজঃসম্পন্নশ্চ। যথাবা বায়ুশ্চ অনিলোঽপি পুমান্ পুরুষোচিতলিঙ্গধারী পুরুষোচিতাতিবীর্য্যসম্পন্নশ্চ তব উদরে জঠরা-ভ্যন্তরে স্থিতঃ বর্ত্তমানঃ গর্ভঃ ভ্রূণঃ কুক্ষিস্থজন্তুঃ গর্ভোঽপবারকে হ্যগ্নৌ স্রুতে পনসকণ্টকে। কুক্ষৌ কুক্ষিস্থ জন্তোচ ইতি যাদবঃ। তথা তাদৃক্ পুমান্ ভবতু। ত্বং মিত্রাবরুণতুল্য-কর্ম্মকুশলং অশ্বিনীকুমারদ্বয়সদৃশাতিসুন্দরকান্তিসম্পন্নং বহ্নিসমাতিতেজস্কং বায়ুসদৃশাতি-বীর্য্যং পুমাংসং পুত্রং জনয় ইতি সরলার্থঃ ।১।

বঙ্গানুবাদ। হে বধু! সূর্য্য এবং বরুণ যেরূপ পুরুষোচিতলিঙ্গসম্পন্ন এবং পুরুষো-চিত কর্ম্মকুশল, অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেরূপ পুরুষোচিত লিঙ্গধারী ও অতিসুন্দর-কান্তিবিশিষ্ট, অগ্নি যেরূপ পুরুষোচিত তেজসম্পন্ন, বায়ু যেরূপ পুরুষোচিত মহাবীর্য্যশালী, তোমার উদরাভ্যন্তরবর্ত্তী সন্তানটীও সেইরূপ পুরুষোচিত লিঙ্গধারী ও পুরুষোচিত-গুণাবলী-সম্পন্ন হউক। ১।

১। মিত্রাবরুণৌ—মিত্রশ্চ বরুণশ্চ মিত্রাবরুণৌ (দ্বন্দ্বসমাসন্দেবতাদ্বন্দ্বে দীর্ঘঃঅগ্নীসোমা-বিত্যাদিবৎ।)

ওঁ যদ্যসি সৌমী সোমায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ২।

অন্বয়ঃ। (হে ন্যগ্রোধশুঙ্গে! ত্বং) যদি সৌমী অসি (তর্হি অহং) ত্বা রাজ্ঞে সোমায় পরিক্রীণামি। ২।

সংস্কৃত ব্যাখা। হে ন্যগ্রোধশুঙ্গে! ত্বং যদি সৌমী সোমদেবতাকা চন্দ্র-সম্বন্ধিনী ইতি যাবৎ অসি ভবসি, তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতয়ে ওষধীনামিতি যাবৎ (চন্দ্রস্য রাজনামকত্বং প্রসিদ্ধং। সুশ্রুতসংহিতা-ব্যাখ্যাকারেণ ডল্বণমিশ্রেণ রাজযক্ষ্মা ইতিপদস্য ব্যাখ্যানে রাজ্ঞশ্চন্দ্রস্য যক্ষ্মা রাজযক্ষ্মা ইতি লিখিতং) তস্য সকাশাৎ ইতি যাবৎ (বিবক্ষয়া চতুর্থী) পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্লামি।২।

বঙ্গানুবাদ—হে বটশুঙ্গে! তুমি যদি চন্দ্রসম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে চন্দ্রের নিকট হইতে ক্রয় করি। ২।

ওঁ যদ্যসি বারুণী বরুণায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৩।

অন্বয়ঃ—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বারুণী অসি তর্হি ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে বরুণায় পরিক্রীণামি। ৩।

সংস্কৃতব্যাখ্যা—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বারুণী বরুণসম্বন্ধিনী বরুণস্বামিকা

ইতিযাবৎ অসি ভবসি—তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতয়ে ভবৎস্বামিনে ইত্যর্থঃ বরুণায় ভবৎস্বামিবরুণসকাশাদিত্যর্থঃ (পূর্ব্ববৎবিবক্ষয়া চতুর্থী।) পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্নামি যস্য যদ্বস্তুনি প্রয়োজনং স তৎপতি সকাশাৎ বিনিময়ং কৃত্বা অথবা মূল্যং দত্বা ক্রীণাতি বিনিময়দ্রব্যাভাবে অর্থাভাবেচ কশ্চিৎ প্রার্থনয়া গৃহ্নাতি ইতি ব্যবহারঃ। ৩।

বঙ্গানুবাদ—হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি বরুণ-সম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে বরুণের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৩।

ওঁ যদ্যসি বসুভ্যো বসুভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৪।

অন্বয়ঃ—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বসুভ্যঃ অসি, তর্হি অহং ত্বা রাজ্ঞে বসুভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৪।

সংস্কৃতব্যাখ্যা—হে বটশুঙ্গে! যদিত্বং বসুভ্যঃ অষ্টসংখ্যক বসুসম্বন্ধিনী অষ্টসংখ্যক বসুস্বামিকা ইতি যাবৎ * অসি ভবসি, তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতিভ্যঃ বসুভ্যঃ অষ্টসংখ্যক-বসুভ্যঃ (পূর্ব্ববৎবিবক্ষয়া চতুর্থী) তেষাং সকাশাৎ ইত্যর্থ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্নামি। ৪।

বঙ্গানুবাদ—হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি অষ্টসংখ্যক-বসুসম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে বসুগণের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৪।

ওঁ যদ্যসি রুদ্রেভ্যো রুদ্রেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৫।

অন্বয়ঃ—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং রুদ্রেভ্যঃ অসি, তর্হি অহং ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে রুদ্রেভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৫।

সংস্কৃতব্যাখ্যা—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং রুদ্রেভ্যঃ একাদশসংখ্যক রুদ্র নামধেয় দেবেভ্যঃ তেষাং সম্বন্ধিনী তৎস্বামিকা ইতিযাবৎ অসি ভবসি, তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতিভ্যঃ ত্বৎস্বামিভ্যঃ ইতিযাবৎ রুদ্রেভ্যঃ একাদশ সংখ্যক রুদ্রেভ্যঃ (পূর্ব্ববৎ চতুর্থী) তেষাং সকাশাৎ ইতিযাবৎ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্নামি। ৫।

বঙ্গানুবাদ। হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি একাদশসংখ্যক রুদ্রদেবতা-সম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে রুদ্রগণের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৫।

ওঁ যদ্যসি আদিত্যেভ্যঃ আদিত্যেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৬। *

---

* বসু আটটী, সাধারণ কথায় প্রচলিত আছে—অষ্টবসু। এখানে তাহাদের নাম লিখিত হইল, যথাঃ—ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানিলোঽনলঃ। প্রত্যূষশ্চ প্রভাষশ্চ বসবোঽষ্টৌ ক্রমাৎ স্মৃতাঃ। রুদ্র একাদশটী যথা—অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষোঽথ দৈবতঃ। হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ। সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিণাকী চাপরাজিতঃ। এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা একাদশ গণেশ্বরাঃ।

* আদিত্য দ্বাদশটী, যথাঃ—মরীচাৎ কশ্যপাৎ জাতা আদিত্যা দক্ষকন্যয়া। তত্র শক্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেবহি। অর্য্যমা চৈব ধাতাচ ত্বষ্টাপূষাচ ভারত। বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এবচ। অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যাঃ দ্বাদশস্মৃতাঃ।

অন্বয়ঃ। হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং আদিত্যেভ্যঃ অসি, তর্হি অহং ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে আদিত্যেভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৬।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং আদিত্যেভ্যঃ দ্বাদশসংখ্যকাদিত্য-স্বামিকা অসি, তর্হি অহং ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতিভ্যঃ ত্বৎস্বামিভ্যঃ ইতি যাবৎ আদিত্যেভ্যঃ (পূর্ব্ববৎ বিবক্ষয়া চতুর্থী) তেষাং সকাশাৎ ইত্যর্থঃ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্নামি। পুরা কিল বিশ্বকর্ম্ম-কন্যা সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা প্রভূত তেজসঃ পত্যুঃ সহবাসমসহমানা নিজ-সপত্নীং ছায়াং "ভবতি! যাবৎ মৎপুত্রোঽতিদুর্দ্দান্তঃ যমঃ ত্বাং পদ্ভ্যাং ন প্রহরিষ্যতি তাবৎ মদনুরোধাৎ সপত্নীপুত্রদোষাস্ত্বয়া সোঢ়ব্যাঃ তথা মৎপিতৃভবনগমনবার্ত্তা পত্যুঃ সমীপে ন প্রকাশয়িতব্যা" ইত্যুক্ত্বা পিতৃগৃহং জগাম। ততঃ সমতিক্রামৎসু কালেষু কদাচিৎ যমঃ অজ্ঞাতমাতৃবৃত্তান্তঃ কদাচিৎ স্বমাতৃভ্রমেণ বিমাতরং পদ্ভ্যাং প্রজহার। সাপি উল্লঙ্ঘিতসময়া যমং অভিশশাপ; যমঃ অভিশাপগ্রস্তঃ সন্ পিতৃসমীপে সর্ব্বং বৃত্তান্তং নিবেদ্যাহ ভগবন্ অপরাধশতেনাপি মাতা পুত্রং নাভিশপ্তুমর্হতি অতঃ এষা ন মম মাতা। বিবস্বানপি সম্যগ্বৃত্তান্তং অবগম্য ক্রোধেনাতিতীব্রতেজাঃ শ্বশুরালয়ং প্রতস্থে বিশ্বকর্ম্মাপি সমাপতন্তং বিবস্বতং নিরীক্ষ্য তদুপবেশনায় একং শাণং দদৌ মধুরবাক্যেন সান্ত্বয়ামাসচ ভগবতি সূর্য্যে শ্বশুরকথানুসারেণ তস্মিন্ উপবিষ্টে বিশ্বকর্ম্মা শাণযন্ত্রঘর্ষণেন সূর্য্যং দ্বাদশধা বিভক্তবান্ ইতি পৌরাণিকী কথাত্রানুসন্ধেয়া। ৬।

বঙ্গানুবাদ। হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি দ্বাদশাদিত্য-সম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে আদিত্যগণের নিকট হইতে ক্রয় করি।

ওঁ যদ্যসি মরুদ্ভ্যো মরুদ্ভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৭।

অন্বয়ঃ। হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং মরুদ্ভ্যঃ অসি, তর্হি অহং ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে মরুদ্ভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৭।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং মরুদ্ভ্যঃ ঊনপঞ্চাশৎসংখ্যক বায়ুভ্যঃ তৎ-স্বামিকা ইতি যাবৎ অসি ভবসি, তর্হি অহং ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতিভ্যঃ (পূর্ব্ববৎ বিবক্ষয়া চতুর্থী) তেষাং সকাশাৎ ইত্যর্থঃ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্নামি। ৭।

বঙ্গানুবাদ। হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি ঊনপঞ্চাশৎসংখ্যক বায়ুসম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে বায়ুগণের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৭।

ওঁ যদ্যসি বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ দেবেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৮।

অন্বয়ঃ—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ অসি, তর্হি ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৮।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ দশসংখ্যক বিশ্ব-দেবেভ্যঃ অসি, তর্হি তেষাং সকাশাৎইতিযাবৎ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্নামি। ৮।

বঙ্গানুবাদ—হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি দশসংখ্যক বিশ্বদেবতা-সম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে তোমাকে তাঁহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৮।

ওঁ ওষধয়ঃ সুমনোসোহস্যাং বীর্য্যং সমাদধতু ইদং কর্ম্ম করিষ্যতি। ৯।

অন্বয়—হে ওষধয়ঃ! যূয়ং সুমনসঃ সত্যঃ অস্যাং বীর্য্যং সমাদধতু যতঃ এষা ইদং কর্ম্ম করিষ্যতি। ৯।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—হে ওষধয়ঃ যূয়ং ভবত্য সুমনসঃ প্রসন্নাঃ সত্যঃ অস্যাং বটশুঙ্গায়াং বীর্য্যং সামর্থ্যং সমাদধতু অর্পয়ন্তু! যতঃ এষা দেবতাঃ প্রসাদ্য গৃহীতা বটশুঙ্গা ইদং কর্ম্ম পুংসবনরূপং কার্য্যং করিষ্যতি সম্পাদয়িষ্যতি। ভবতীভিঃ সমাহিত তেজাঃ এষা বটশুঙ্গা ভক্ষিতা সতী মৎপত্ন্যাঃ উদরস্থিতং গর্ভং পুরুষং করিষ্যতি ইতি সরলার্থঃ। ৯।

বঙ্গানুবাদ—হে ওষধিসকল! আপনারা সুপ্রসন্ন হইয়া এই বটশুঙ্গেতে নিজ নিজ তেজ অর্পণ করুন। কারণ এই বটশুঙ্গা ভক্ষিতা হইয়া আমার পত্নীর গর্ভস্থ জন্তুকে পুরুষ করিয়া দিবে। ৯।

ওঁ পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ। পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমাননুজায়তাং। ১০।

অন্বয়ঃ—হে বধু! অগ্নিঃ যথা পুমান্, যথাবা ইন্দ্রঃ পুমান্, যথাচ দেবঃ বৃহস্পতিঃ পুমান্, ত্বমপি তাদৃশং পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তথা তং অনু অন্যঃ পুমান্ জায়তাং। ১০।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—হে বধুঃ! অগ্নিঃ অনল যথা যাজক পুমান্ অতিতেজঃপুঞ্জশালী পুরুষ যথাবা ইন্দ্রঃ সুরপতিঃ পুমান্ সর্ব্বলোকাতিগবিভবশালী পুরুষঃ যথা চ দেবঃ বৃহস্পতিঃ সুরুগুরুঃ পুমান্ অনন্যসাধারণ-শাস্ত্রবিদ্যাসম্পন্নঃ পুরুষঃ, ত্বমপি তাদৃশ অদ এতেষাং সদৃশং পুমাংসং পুংলক্ষণযুক্তং পুরুষং বিন্দস্ব লভস্ব। ত্বং অনল সদৃশাতিতেজস্কং সুরপতি সদৃশ সর্ব্বলোকাতিগবিভবশালিনং সুরগুরুসদৃশানন্যসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্নং পুংলক্ষণসমন্বিতং পুত্রং জনয় ইতি সরলার্থঃ। তথা তং অনু তস্য পশ্চাৎঅন্যোঽপি পুমান্ জায়তাং উৎপন্নো ভবতু—এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ইতি মনুসংহিতাবচনমত্র স্মর্ত্তব্যং। ১০।

বঙ্গানুবাদ—হে বধু! তুমি অনলের ন্যায় তেজঃশালী, ইন্দ্রের ন্যায় বিভবশালী এবং বৃহস্পতির ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পুত্র প্রসব কর, এবং তৎপরে তোমার অন্যান্য পুত্র সকলও উৎপন্ন হউক। ১০।

ইতিংপুংসবন-মন্ত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা।

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

অবিশ্বাসীর ঈশ্বর-দর্শন।

——০:০:০——

মনে বড় সাধ—ঈশ্বর দর্শন করিব। গৃহ ছাড়িলাম, স্ত্রী-পুত্র ছাড়িলাম, গাত্রে ভস্ম মাখিলাম, তীর্থপর্য্যটন করিলাম, 'ঈশ্বর ঈশ্বর' বলিয়া কত ডাকিলাম, অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম, নানাবিধ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিলাম, কিন্তু ঈশ্বর-দর্শন পাইলাম না। "হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!" করিয়া কতই কাঁদিলাম, কিন্তু ঈশ্বর-দর্শন পাইলাম না। যাহাকে দেখি, তাহাকেই ঈশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করি; কেহ তন্ত্রের, কেহ পুরাণের, কেহবা বেদান্তের কথা বলে। সকলের কথাই "পুঁথিগত বিদ্যার" মত বোধ হয়। কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না যে, তিনি ঈশ্বর দেখিয়াছেন এবং আমাকে দেখাইতে প্রস্তুত। অবশেষে একদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম যে, আজ ঈশ্বর দেখবই, ছাড়িবনা; "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" করিব। অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, তৎসম্মুখে ধ্যানে বসিলাম, দিবা অতিবাহিত হইয়া গেল, কিছুই দেখিতে পাইলামনা। সন্ধ্যা আগত। আমি যোগাসনে বসিয়া আছি। ক্রমে রাত্রির বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রতিজ্ঞা, ঈশ্বর দেখিব, নতুবা এই স্থানেই দেহ-পতন করিব। নিদ্রায় চক্ষু ঢুলু ঢুলু, ক্ষুধায় শরীর আচ্ছন্ন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে প্রায় উদ্যত; সেই অর্দ্ধ-নিদ্রিত অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থায় দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড মৎস্য!—কেবল মস্তক দেখিতে পাইলাম, পুচ্ছ কোথায় শেষ হইয়াছে, দেখা গেলনা। কে যেন বলিল, এই ঈশ্বর! আমার বিশ্বাস হইলনা। মৎস্য অন্তর্হৃত হইল। মৎস্যের পর কুর্ম্ম, কুর্ম্মের পর বরাহ, বরাহের পর সিংহ-শির এক মনুষ্য আসিয়া আমার নয়ন-পথে উদিত হইলেন। আমি সাহসে বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছি, ভয় পাইলামনা; কিন্তু তাঁহাকেও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিলাম না। ক্রমে অতি খর্ব্বাকৃতি এক মনুষ্য, পরে সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ রক্ত-কষায়িত-নেত্র মানব-মূর্ত্তি, পরে সৌম্য রাজপুরুষ-মূর্ত্তি, তৎপর এক মধুর মানব-মূর্ত্তি, তৎপরে এক যোগি-মূর্ত্তি আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। সকলেই বলিলেন "তুমি যে "ঈশ্বর ঈশ্বর" করিতেছ, আমি সেই ঈশ্বর।" কিন্তু আমি কাহাকেও "ঈশ্বর" বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তাঁহারাও সকলেই অন্তর্হৃত হইলেন এবং আমি পুনর্ব্বার ধ্যানে বসিলাম। তৎপরে দীর্ঘ-কেশ দীর্ঘশ্মশ্রু, "ন গৃহী নচ সন্ন্যাসী" এক শ্বেতকায় পুরুষ দর্শন দিলেন এবং ভিন্নদেশীয় ভাষায় বলিলেন "আমিই ঈশ্বর"। তাঁহাকেও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পরিলামনা। তখন এক নবীন মুণ্ডিত-মস্তক গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী দেখা দিয়া বলিলেন "আমিই ঈশ্বর,"

আমাকেই বিশ্বাস কর"। আমি তাঁহাকেও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তিনিও অন্তর্হিত হইলেন। আমি পুনর্ব্বার ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম। হঠাৎ দৈববাণী হইল। "হে অবিশ্বাসি! তোর ঈশ্বর-দর্শন হইবেনা।" আমি জিজ্ঞাসিলাম——কেন? দৈববাণীতে উত্তর হইল—"তুই কি দেখিতে চাহিস"? আমি বলিলাম—"ঈশ্বর"। দৈববাণী বলিলেন—"ঈশ্বর কি? "ঈশ্বর" বলিলে তুই কি বুঝিস্?" আমি বলিলাম—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"—যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইতেছে, আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই।" বাণী বলিলেন—যিনি এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করেন, তাঁহার কি আকার বলিয়া তোর ধারণা?" আমি বলিলাম—"নিরাকার"। বাণী বলিলেন "রে পাগল! তুই নিরাকারকে কিরূপে দেখিতে চাহিস?" আমি বলিলাম, ঠিক, তিনি নিরাকার বটে; কিন্তু তবু তাঁহাকে মন দেখিতে চাহে কেন? বাণী বলিলেন—"ঠিক কথা, মানব-হৃদয় স্বতঃই ঈশ্বর-দর্শনাকাঙ্ক্ষী—এবং ঈশ্বরও তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া থাকেন। মানব ঈশ্বরের অসীমত্ব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, সসীম-ভাবে তাহাকে উপলব্ধি করিয়া থাকে, এবং তাহাতেই তাহার ঈশ্বর-বিভূতি দর্শন হয়। এই জগৎ ঈশ্বরময়, অথচ তিনি ইহার অতীত। কি সজীব, কি নির্জ্জীব, তিনি তাবৎ পদার্থেরই অন্তরে বাহিরে বিরাজমান থাকিয়া এই বিশ্ব নিয়মিত করিতেছেন। তিনিই কৃমি-কীট, তিনিই পশু-পক্ষী, তিনিই মনুষ্য; অথচ তিনি এ সবের উর্দ্ধে! তাঁহার প্রশাসনেই চন্দ্র-সূর্য্যাদি উদিত হইতেছে. তাঁহার প্রশাসনেই হিমাচল স্বীয় মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে, তাঁহার প্রশাসনেই গঙ্গা পূর্ব্বাভিমুখে ও সিন্ধু পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইতেছে; তিনিই বিশ্বের অন্তর্নিহিত শক্তি, তিনিই এই বিশ্বের অন্তর্যামী। তাঁহাকে দেখা যায়না। অথচ সর্ব্বত্র সকলেই তাঁহাকে দেখিতেছে—কিন্তু দেখিয়াও উপলব্ধি করেনা। মানুষ কখনও বৃক্ষের উপাসনা করে, কখনও প্রস্তরের উপাসনা করে, কখনও গ্রহ-নক্ষত্রাদির উপাসনা করে, কখনও তীর্য্যগ্‌যোনির উপাসনা করে, কখনও মনুষ্যের উপাসনা করে। এ সমুদায় তাঁহার উপাসনাও বটে। যখন ভগবৎসত্তার উপলব্ধি হয়, তখন সর্ব্বাধারেই ভগবানের উপাসনা হইতে পারে। ভগবৎ-সত্তার উপলব্ধি ভিন্ন সাকারেও উপাসনা হয় না, নিরাকারেও হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। যাঁহার সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন হয় না, যিনি মৎস্য-কুর্ম্ম-বরাহ প্রভৃতিতে, সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক পুরুষে, যিনি চন্দ্র-সূর্য্য-বায়ু-অগ্নিতে, যিনি বৃক্ষে—পর্ব্বতে—নদীতে—সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের সত্তা দৃষ্টি করেন, তাঁহারই ঈশ্বর-দর্শন হইয়া থাকে। তুমি চক্ষু উন্মীলিত কর, দেখিবে ঈশ্বর; নিমীলিত কর, দেখিবে ঈশ্বর! বাহিরে দেখ ঈশ্বর—অন্তরে দেখ ঈশ্বর! যখন সর্ব্বত্রই সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের সত্তা তোমার অনুভূত হইবে, তখনই তোমার প্রকৃত "ঈশ্বর-দর্শন" হইবে।" আমি বলিলাম—তবে আমিও কি ঈশ্বর? আমি এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীব, তৃণাদপি লঘু, আমিও কি ঈশ্বর? আমি ইন্দ্রিয়ের দাস, স্বার্থের কীট, পাপের ভাণ্ড, আমিও কি ঈশ্বর? যে আমি 'আমি' কি, তাহা জানিনা, সেই আমিই কি ঈশ্বর? বাণী বলিলেন—"বিজ্ঞাতারং কো বিজানাতি"—"তত্ত্বমসি" এই কথা শুনিয়া যেন আমার মূর্চ্ছা হইল! মূর্চ্ছান্তে চারিদিকে "সোঽহং সোঽহং" ধ্বনি শুনিতে লাগিলাম!

(কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য)

ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ।

একদা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত। তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিতে লাগিলেন, আমিই শ্রেষ্ঠ। বিবাদ-ভঞ্জনের জন্য তাঁহারা সকলেই প্রজাপতি-সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন—

"যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমদৃশ্যতে স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি"

তোমাদের মধ্যে যিনি শরীর পরিত্যাগ করিলে, ঐ শরীর পাপিষ্ঠতর—অর্থাৎ একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

তখন বাগিন্দ্রিয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া একবৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবিত থাকিলে?" তখন তাঁহারা বলিলেন "মূক ব্যক্তিরা যেরূপ কথা বলিতে না পারিয়াও প্রাণের দ্বারা শ্বাসক্রিয়া করে, চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করে, মনের দ্বারা ধ্যান করে, আমরাও তদ্রূপ জীবিত আছি।"

তখন বাগিন্দ্রিয় দেখিলেন যে, তিনি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহেন; কারণ তাঁহার অভাব হেতু শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য হয় নাই। তৎপরে তিনি শরীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৎপর দর্শনেন্দ্রিয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া এক বৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবিত থাকিলে"? তাঁহারা বলিলেন—"অন্ধব্যক্তি যেরূপ দর্শন না করিয়াও প্রাণদ্বারা শ্বাস-ক্রিয়া করে, বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বাক্য বলে, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করে, মনের দ্বারা ধ্যান করে, আমরাও তদ্রূপ জীবিত আছি"।

দর্শনেন্দ্রিয় তখন বাগিন্দ্রেয় ন্যায় স্বীয় স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রবণেন্দ্রিয় তখন দেহত্যাগ করিয়া এক বৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করিলে, তাঁহারা বলিলেন যে, বধির ব্যক্তিরা যেরূপ শ্রবণ ভিন্ন শরীরের অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন করে, তাঁহারাও এক বৎসর কাল তদ্রূপ করিয়াছেন; তাঁহার অভাবে শরীর অকর্ম্মণ্য হয় নাই। শ্রবণেন্দ্রিয় তখন স্বীয় স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৎপর মন দেহত্যাগ করিয়া বৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করায়, তাঁহারা বলিলেন, শিশুরা যেরূপ ধ্যানাদি-শক্তি-বিরহিত হইয়া শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাঁহারাও এক বৎসর কাল তদ্রূপ করিয়াছেন; মনের অভাবে শরীর অকর্ম্মণ্য হয় নাই। মন তখন স্বীয় স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপর প্রাণ দেহত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন। তখন তেজস্বী অশ্ব কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ পদবন্ধন-কীল অর্থাৎ খুঁটা উৎপাটিত করে, সেইরূপ প্রাণও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে উৎপাটিত করিবার উপক্রম করিলেন।

তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরা ভীত হইয়া প্রাণ-সমীপে আগমন করিয়া বলিলেন—

"ভগবন্নোধি ত্বন্নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি মোৎক্রমীরিতি" অর্থাৎ হে প্রভো, তুমি আমাদিগের সকলের শ্রেষ্ঠ, তুমি স্বীয় স্থানে থাক, দেহ পরিত্যাগ করিও না। বাগিন্দ্রিয় তখন বলিলেন, আমি যে 'বসিষ্ঠ' অর্থাৎ জগতের আবরণ স্বরূপ রহিয়াছি, সে তোমারই জন্য। শ্রবণেন্দ্রিয় বলিলেন, আমি যে 'সমপৎ' অর্থাৎ জগতের ধন স্বরূপ, সে তোমারই জন্য। দর্শনেন্দ্রিয় বলিলেন যে—আমি যে জগতের 'প্রতিষ্ঠা' সেও তোমার জন্য। মন বলিলেন যে—আমি যে জগতের 'আয়তন' সেও তোমার জন্য।

বস্তুতঃ প্রাণ ব্যতীত মন, চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্ প্রভৃতি কিছুই নহে, তাহারা সকলেই প্রাণের অধীন।

তৎপরে প্রাণের অন্ন কি হইবে, প্রাণ জিজ্ঞাসা করিলেন; ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন—মাত্র জীব যাহা আহার করিয়া থাকে, তাহা আপনার অন্ন হইবে। বস্তুতঃ ভক্ষ্য বস্তু মাত্রেই প্রাণের অন্ন। এই শরীরের তাবৎ চেষ্টাই প্রাণের, এই জন্য প্রাণকে অন্ন বলা হইয়া থাকে।

তৎপরে প্রাণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার বাস বা পরিচ্ছদ কি হইবে? তাঁহারা বলিলেন—জলই আপনার বাস হইবে। এই জন্য লোক আহারের প্রথমে এবং আহারের শেষে জল পান করে।

সত্যকাম জাবাল—ব্যাঘ্রপাদের পুত্র বৈয়াঘ্রপদ গোশ্রুতিকে ইহা বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহাকে বলিলেন যে, শুষ্ক তরুকেও ইহা বুঝাইয়া দিলে, উহাতে নব শাখা-পল্লব উদ্গত হইবে।

আর্ত্তভাগ-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।

বিদেহাধিপতি জনকের বহুদক্ষিণ-যজ্ঞ-সভায় কাশী-কোশল প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিত সমূহ সমাগত। সকলেই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন। তন্মধ্যে জরৎকারু-বংশীয় আর্ত্তভাগ নামক জনৈক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন—"কতিগ্রহাঃ—কত্যতিগ্রহাঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন—"অষ্টৌ গ্রহা—অষ্টাবতিগ্রহাঃ।" অর্থাৎ আটটি এই সংসারের বন্ধন—এবং আটটি তাহাদের সাহায্য-কারক। ঘ্রাণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয়, হস্ত ও মন (অন্তরিন্দ্রিয়), এই কয়টি জীবের গ্রহ—অর্থাৎ বন্ধন স্বরূপ, এবং ইহাদের কার্য্যই অতিগ্রহ, অর্থাৎ তদ্দ্বারা ঐ বন্ধন সুদৃঢ় হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, ইন্দ্রিয়াদির বহির্মুখতাই সংসার-বন্ধনের কারণ। যাঁহারা কূর্ম্মের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিকে বাহ্য বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মাভিমুখে লইয়া যাইতে পারেন, যখন আত্মাই তাঁহাদের ইন্দ্রিয়াদির উপভোগার্থ-বস্তু হয়, তখন তাঁহাদের মুক্তি হয়, এবং তখনই তাঁহারা সংসার-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন। তৎপর আর্ত্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের এক অপূর্ব্ব প্রশ্নোত্তর হইল। "যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য অগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রদিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমাকাশমাত্মৌষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়ত ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতীত্যাহর সৌম্যহস্তমার্ত্তভাগাহবামৈবৈ তস্য বেদিষ্যাবো নঃ নাবেত তৎ স্বজন ইতি। তৌহোৎক্রম্য মন্ত্রয়াং চক্রাতে তৌহ যদূচতুঃ কর্ম্মৈব তদূচতুরথঃ যৎ প্রশশংসতু কর্ম্মৈব তৎ প্রশশংসতু, পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি ততোহ জারৎকারব আর্ত্তভাগ উপররাম।" তখন আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন,—যখন পুরুষের বাক্য অগ্নিতে মিশিয়া যায়, প্রাণ বায়ুতে মিশিয়া যায়, চক্ষু আদিত্যে মিশিয়া যায়, মন চন্দ্রে মিশিয়া যায়, শ্রোত্র দিক্‌সমূহে মিশিয়া যায়, শরীর পৃথিবীতে মিশিয়া যায়, আত্মার আধার হৃদয় আকাশে মিশিয়া যায়, লোমসমূহ ওষধিতে মিশিয়া যায়, মস্তকের কেশ-সমূহ বৃক্ষাদিতে মিশিয়া যায়, শোণিত ও রেতঃ জলে মিশিয়া যায়, তখন আত্মা কোথায় থাকেন?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"আর্ত্তভাগ! আমার হস্ত গ্রহণ কর এবং এস আমরা নির্জ্জনে যাই; সেই-খানে তোমার প্রশ্নের উত্তর করিব। এই জনাকীর্ণ স্থানে এই বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না।" তাঁহারা তথা হইতে উঠিয়া গিয়া মন্ত্রণা করিলেন। তাঁহারা যাহা বলিলেন, সে কথাটি "কর্ম্ম"। তাঁহারা যাহা প্রশংসা করিলেন, সেও কর্ম্মের। পুণ্য-কর্ম্ম

দ্বারাই লোক পবিত্র হয় এবং পাপকর্ম্ম দ্বারা লোক অপবিত্র হয়। জরৎকার-বংশীয় আর্ত্তভাগ তাহা বুঝিয়া উপরত হইলেন।

এই জগতে মনুষ্যের জ্ঞান যতই উন্নত হউক না কেন, তিনি আত্মা এবং পরলোক বিষয়ে নানাবিধ জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় পরাভব স্বীকার না করিয়া পারেন না। যখন বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ-শয্যায় শয়ান ছিলেন, তখন শিষ্যগণ আত্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন। বুদ্ধদেব তদুত্তরে তাঁহাদিগকে কেবল "কর্ম্ম" করিতেই আদেশ দিলেন। আর তাঁহাদের জটিল প্রশ্নের কিছুই মীমাংসা করিলেন না; বস্তুতঃ ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রথমেই জটিল আত্মতত্ত্ব বিষয়ের মীমাংসার্থী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বুঝাইলেও বুঝা যায় না। সাধারণ মানবের পক্ষে এই সমুদয় জটিল প্রশ্ন হইতে বিরত হইয়া, সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ। বেদ বলিতেছেন—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবন্ত্বয়ি নান্যথেতোস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।" যাজ্ঞবল্ক্যও আর্ত্তভাগকে ঐ উপদেশ প্রদান করিলেন। ফলিতার্থে আত্মতত্ত্ববিষয়ক বৈদান্তিক বাগ্বিতণ্ডা-বিবর্জ্জিত কর্ম্মযোগই মানব-জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কর্ম্ম-যোগ-সিদ্ধি ব্যতীত প্রকৃত আত্মতত্ত্ববোধ সুদূরপরাহত।

(কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।)

সমাজোন্নয়ন।

—:০:—

ভগবদিচ্ছায় মানব-সমাজ বহু প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত হইলেও, দেশ ও জাতি-নির্ব্বিশেষে সাধারণতঃ দুইটি স্থূল বিভাগ সর্ব্ব সমাজেই দৃষ্ট হয়। যে সাধারণ দ্বন্দ্বাত্মক ভাবে জগৎ প্রতিষ্ঠিত, উক্ত বিভাগদ্বয় তদন্তর্ভূত। শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, উচ্চ-নীচ, সভ্য-অসভ্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জ্ঞানী-অজ্ঞান, ইত্যাদি বিশেষণ-দ্বন্দ্ব গুলিরই বিশেষ্য উক্ত সামাজিক বিভাগদ্বয়। ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, লর্ড-কমন্স, সৈয়দ-সেখ, ইত্যাতি দ্বন্দ্বগুলি এখানে খাটেনা; কারণ উহা মানব-কৃত সামাজিক বিভাগ। শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট রূপ যে প্রকৃতি-কৃত স্থূল সামাজিক বিভাগ, তাহাই আমাদের প্রসঙ্গীভূত। একজন ধনী, ব্রাহ্মণ বা লর্ড,—নিকৃষ্ট, অসভ্য, অশিক্ষিত, অজ্ঞান হইতে পারেন; পক্ষান্তরে একজন দরিদ্র, চণ্ডাল, সাধারণ ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ, সভ্য, শিক্ষিত ও জ্ঞানী হওয়া অসম্ভব নহে। ফলে "শ্রেষ্ঠ" যাহাকে বলা যাইবে, তাহাকে সভ্য, শিক্ষিত, জ্ঞানী, এবং "নিকৃষ্ট" যাহাকে বলা যাইবে, তাহাকে অসভ্য, অশিক্ষিত, অজ্ঞানী বলিতেই হইবে। 'শ্রেষ্ঠ' 'সভ্য' প্রভৃতি ও 'নিকৃষ্ট' 'অসভ্য' প্রভৃতি প্রায় পর্য্যায়-শব্দ বলিলেও বলা যায়। যাহা-হউক, সমাজের এই যে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টাদিরূপ দুইটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ, এই দুই

বিভাগের মধ্যে পরস্পরের বিশেষ সম্বন্ধ ও ধর্ম্মানুগত কর্ত্তব্য-দায়িত্ব রহিয়াছে, এবং এই কর্ত্তব্য-দায়িত্ব শ্রেষ্ঠানুগতিক-প্রণালীতেই পরিচালিত হইতেছে। যথা পিতা পুত্রের প্রতি, প্রভু ভৃত্যের প্রতি বা শিক্ষক ছাত্রের প্রতি স্বকর্ত্তব্য-পালন অব্যাহত রাখিলেই, পুত্র—ভৃত্য—ছাত্রও পিতা—প্রভু—গুরুর প্রতি স্ব-কর্ত্তব্য-সাধনে অব্যাহত থাকিবে। অগ্রে পিতার পুত্র-বাৎসল্য অনুভব করিয়াই পরে পুত্রের পিতৃভক্তি উন্মেষিত হয়। অবশ্য অপত্য-স্নেহশূন্য নির্ম্মম পাষণ্ড বা প্রমত্ত পিতারও পরম পিতৃ-ভক্তিমান সুশীল পুত্র থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা অসাধারণ ঘটনা—সাধারণ নিয়মের ব্যতিরেক-স্থল (exceptional case) মাত্র। ফলে সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠানুগতিক-প্রণালীতেই সামাজিক প্রকৃতির কার্য্য আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। সমাজের শ্রেষ্ঠ বিভাগের কর্ত্তব্যশীলতাই নিকৃষ্ট বিভাগের কর্ত্তব্যশীলতার প্রসূতি বা অগ্রসূচী। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সমাজোন্নয়ন কল্পে এই শ্রেষ্ঠানুগতিক-প্রণালী মতে সমাজের নিকৃষ্ট বিভাগের প্রতি শ্রেষ্ঠ বিভাগের কর্ত্তব্য-দায়িত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

জ্ঞান, ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সাংসারিক অবস্থা, বৈষয়িক ব্যবস্থা, ইত্যাদি সকল বিষয়েই মোটের উপর সমাজের যে বিভাগ অবনত, তাহার উন্নয়ন কল্পে উক্ত সমাজের সমুন্নত বিভাগ যথাশক্তি ও যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে বাধ্য। রাজনীতি বা সমাজ-নীতি দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা বাধ্য না হইলেও, ধর্ম্মনীতির বিশিষ্ট বিধানে বাধ্য, সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আর্য্যসমাজের এই চারি বিভাগে অনুলোমভাবে ক্রমোৎকর্ষ-গতিতে সমাজোন্নয়ন-ক্রিয়া চলিলেও, সাধারণতঃ প্রাচীন আর্য্যসমাজ দ্বিজ ও শূদ্র (সেব্য ও সেবক), এই দুই স্থূল ভাগে বিভক্ত ছিল। সেব্য দ্বিজ-বিভাগ সুতরাং শ্রেষ্ঠানুগতিক-প্রণালীতে সেবক শূদ্র-বিভাগের ইহ-পারত্রিক মঙ্গল বিধানে রত ছিলেন। সেবক শূদ্র-বিভাগও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও উৎসাহ সহকারে সেব্য বিভাগের যথাযোগ্য সেবা-রত ছিল। এইরূপে প্রাচীন ভারতে উক্ত উভয় বিভাগেরই সমাজোন্নয়ন যথাযথ অনুপাত অনুসারে উপযুক্তরূপেই সাধিত হইয়াছিল।

অনেকের একটা ভ্রান্ত সংস্কার আছে যে, প্রাচীন ভারতে দ্বিজাতি-বিভাগ হীন স্বার্থপরতা ও স্বপক্ষপাতিতা দোষে শূদ্রবিভাগের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে পদতলে দলন করিয়া রাখিতেন। সমাজ-বিধির উপরেও রাজবিধি স্থাপন করিয়া তাহাদের সমাজোন্নয়নে বাধা দিতেন, ইত্যাদি। বস্তুতঃ এইরূপ সংস্কার একটি ভয়ানক ভ্রম। মন্বাদি স্মৃতি-সংহিতায় শূদ্রের ধর্ম্মাধিকার, ধনাধিকার, দ্বিজাতির প্রতিকূলে কৃত অপরাধের দণ্ড প্রভৃতি বিষয়ক দু-চারিটি বচন দৃষ্টে প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য সংস্কৃতাধ্যাপক কতিপয় পণ্ডিতের যেরূপ মত ঘোষিত হইয়াছিল, অস্মদ্দেশের অল্পশাস্ত্রজ্ঞ নব্য দলের উক্ত সংস্কার তাহারই অন্ধ-অনুবর্ত্তিতার ফল মাত্র।

শাস্ত্রের ২।৪টা বচন মূল প্রকরণের উপক্রম-উপসংহারাবচ্ছিন্ন স্থূল তাৎপর্য্যের সহিত সামঞ্জস্যশূন্য বোধ হইলে, তৎসমুদয়কে "প্রক্ষিপ্ত" সিদ্ধান্ত করাই সুধীজন-সম্মত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইহার বিশিষ্ট বিচার প্রায় অপ্রাসঙ্গিক বিধায় সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, শাস্ত্রসমূহের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত, প্রতি প্রকরণের উপক্রম-উপসংহার বিচার, প্রাচীন ভারতীয় শূদ্রের সামাজিক অবস্থা, শাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষিগণের গভীর জ্ঞান, বিশিষ্ট বিদ্যাবত্তা, যোগ-সিদ্ধ বিবেক-বৈরাগ্য, সর্ব্বজীব-হিতৈষিতা ও বিশ্বজনীন প্রেমিকতার জ্ঞান, প্রমাণ, আলোচনা, বিচারণা ও বিশ্বাসের অভাব হইতেই উক্ত সংস্কারটি সমুদ্ভূত হইয়াছে। মোটামুটি এইটুকু ভাবিয়া দেখিলেও বুঝা যায় যে, যাঁহাদের বেদ-বেদান্ত-বিলাসিনী অমরা লেখনী যম, নিয়ম, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান প্রভৃতি সাধন-তত্ত্ব সমূহের অতুল্য উপদেশ রাশির অজস্র অমৃত-ধারায় ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু-জগৎ আপ্যায়িত ও অমৃতীভূত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি ওরূপ নির্লজ্জ নীচাশয়তা বা নিদারুণ নিষ্ঠুরতার আরোপ বা কল্পনাও অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। ফলকথা, প্রাচীন আর্য্য-সমাজের শ্রেষ্ঠ বিভাগ দ্বিজাতি, নিকৃষ্ট বিভাগ শূদ্রাদির উন্নয়নার্থ সর্ব্বপ্রযত্নপরায়ণ হওয়ায়, শ্রেষ্ঠানুগতিক প্রণালীতে শূদ্রাদিরও দ্বিজ-সেবায় স্বতএব রতি-গতি-মতি জন্মিয়া, সমগ্র আর্য্যসমাজের সমুন্নত সংস্থান কোনদিন সভ্য মানব-সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ শোভা পাইয়াছিল! কিন্তু হায়! "তেহি নো দিবসা গতাঃ"—আর আমাদের সে দিন নাই। এক্ষণকার ভারতীয় আর্য্যসমাজে বা হিন্দুসমাজে সে "দ্বিজ-শূদ্র" রূপ বিভাগদ্বয় পরিষ্কারভাবে না থাকিলেও, সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট রূপ 'ভদ্র' ও 'ইতর' অভিধেয় বিভাগদ্বয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং সমাজের নৈসর্গিক নিয়মে তাহা সমাজ-স্থিতির সহিত চিরস্থায়ীও রহিবে বটে, কিন্তু উক্ত বিভাগদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যের শিক্ষা-সাধনায় অধুনা শোচনীয় বিপ্রতিপত্তি ঘটিয়াছে বলিয়াই সেই আদর্শোন্নত হিন্দুসমাজ অবনতির অন্তিম সোপানে অবতীর্ণ-প্রায়!

নিকৃষ্ট বিভাগের প্রতি শ্রেষ্ঠ বিভাগের কর্ত্তব্য-সাধনই প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ প্রয়োজনীয়, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়ে অস্মদ্দেশীয় হিন্দুসমাজে শ্রেষ্ঠ বিভাগের সেই স্বকর্ত্তব্য-সাধনের অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রাচীন ভারতে সমাজ-বিধি ও রাজবিধির অটুট বন্ধনে ও শাসনে উক্ত কর্ত্তব্যসাধন সুব্যবস্থিত ও অব্যাহত ছিল। এক্ষণে তাহার অভাবে সব বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করে। কোন বিলি-ব্যবস্থা শৃঙ্খলা-সৌষ্ঠবই নাই। স্বেচ্ছাচারিতা ও যথেচ্ছাকারিতায় সমাজ বিপ্লুত। সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি কোনরূপ কর্ত্তব্যসাধন—কোনরূপ সাহায্য-সহানুভূতির ভাবই নাই। অনেকস্থলে এক সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরস্পর প্রবল স্বার্থ-সংগ্রাম চলিতেছে। কেহ কাহারও জন্য ভাবে না; সকলেই স্ব-সর্ব্বস্ব! সে বংশানুক্রম-ভেদে ব্যবসায়-ভেদ আর নাই।

"চাকরী"র দিকেই "পনর-আনা সাড়ে-উনিশ-গণ্ডার" দৃষ্টি! চির-কৃষক-কুলধরেরাও "লাঙ্গলের মুটো" ছাড়িয়া "কলমের মুটো" ধরার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট! তাহাতেও আজ কাল গোল বাধিয়াছে। "ন স্থানং তিলধারণে"। বিশ্ববিদ্যালয় বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র 'পাস্'-করা, প্রসব করিতেছে; বৃটিশ-রাজের সহস্র-শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বিরাট রাজকার্য্য-ব্যাপারেও আর স্থান-সংকুলন হইতেছে না। অগত্যা উপজীবিকার অন্বেষণে অনেক অবান্তর উপায় অবলম্বিত হইতেছে। দেশমধ্যে এইরূপ জীবিকা-বিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে ব্যবসায়-ভেদে শ্রেণীভেদের সেরূপ শৃঙ্খলা আর নাই। না থাকাতেও হানি ছিল না, যদি আমাদের সময়োপযোগিনী সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধির এরূপ বিকলতা না ঘটিত। বুঝিতে হইবে, প্রাচীন ভারতের সেরূপ সমাজ-শৃঙ্খলা বর্ত্তমানে ঈশ্বরাভিপ্রেত নয় বলিয়াই তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ইংরাজ-রাজ-বিধি, ইংরাজী বিদ্যালয়, ইংরাজী সভ্যতা, জাতি-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতীয় প্রজাকেই সম-তুলাদণ্ডে তৌল করিতেছে। এ অবস্থায় আমাদের সমাজোন্নয়ন-সাধনার্থে শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর বিশেষ পরিশ্রম ও প্রযত্নের প্রয়োজন। প্রাচীন সমাজ-বিধি বাঁধা-যন্ত্রের সুরের মত আপনিই লয় রক্ষা করিয়া চলিত; এখন সমাজের বিপ্লব-বিকৃত বিপর্য্যস্ত অবস্থায় আর সে আশা নাই। এখন কাজেই শিক্ষিত উন্নত সম্প্রদায় শাস্ত্রানুকূলভাবে সমাজ-ব্যবস্থার সময়োপযোগী সংস্করণে ব্রতী হইলে, তবে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার কতকটা আশা করা যায়; নচেৎ এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল বিপ্লব-প্রবাহ সমাজ-বক্ষে ক্রমাগত প্রবাহিত হইতে থাকিলে, আর অর্দ্ধ শতাব্দী পরে যে কি অবস্থা হইবে, দূরদর্শী বুদ্ধিমান সহৃদয় সমাজ-হিতৈষীগণ ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছেন।

অগ্রে সমাজের শ্রেষ্ঠ-বিভাগ পথপ্রদর্শক হউন; ক্রমে নিম্ন বিভাগ আনুপাতিক প্রণালীতে তদনুকরণপরায়ণ হইলে, সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত স্বকর্ত্তব্য-সাধনে অগ্রসর হইলেই সমগ্র সমাজোন্নয়ন সম্ভাবিত, নচেৎ নহে। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।' 'মহতের অনুকারী সাধারণে হয়। তৎকৃত সিদ্ধান্ত যাহা, তাই লোকে লয়।' অতএব অগ্রে সমাজের উচ্চ বিভাগ নিম্ন বিভাগের যথাসম্ভব উন্নয়ন-সাধনে ব্রতী হউন। আপনারা সুখে স্বচ্ছন্দে একরূপ কাটাইয়া যাইতেছেন ভাবিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না; সমগ্র সমাজ তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে; তাঁহারা সমাজের নিম্নাঙ্গের দিকে উদাসীন থাকিলে ঘোর প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন। সর্ব্বাঙ্গের যথাযোগ্য পুষ্টি-সাধন ব্যতীত সমগ্র শরীরের পুষ্টি-বিধান বলা যাইতে পারেনা। যেমন দেহের সাধারণ-স্বাস্থ্য-বিধান পক্ষে বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলীটিও উপেক্ষণীয় নহে, তদ্রূপ সমগ্র সমাজোন্নয়নার্থ সমাজের অতি নিকৃষ্টতম স্তরও উপক্ষেণীয় নহে। মস্তকস্থ ব্রণের আরোগ্য-বিধানার্থ যেরূপ অবহিত হওয়ার প্রয়োজন, আনুপাতিকভাবে পদস্থ ব্রণ সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

আমাদের সমাজের বর্ত্তমান উচ্চবিভাগ এই সত্যে শোচনীয়ভাবে উদাসীন। "আমি একতালা গড়াইবনা, একছের দোতালায় সুখে বাস করিব" অথবা "আমার মাথা ঠিক থাকিলেই হইল, পায়ের কপালে যা থাকে, হউক" এইরূপ সিদ্ধান্ত বা উক্তি যেরূপ ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত ও উপহাস-বিষয়ীভূত, সমাজের নিম্ন বিভাগের উন্নয়ন উপেক্ষা করিয়া উচ্চ বিভাগের আত্মতৃপ্তিও তদ্রূপ।

অধুনা নিম্নবিভাগের উন্নয়নার্থে উচ্চবিভাগে যে কিছু চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহা প্রায়ই 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'য় পর্য্যবসিত। তাহা প্রায়ই বক্তৃতায়, পত্রিকায়, পুস্তকে ও মস্তকে নিবদ্ধ। কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার অনুষ্ঠান কোথায়? যাহাও কিছু কখনও দৃষ্ট হয়, তাহাও যথার্থ অনুষ্ঠান নহে, অভিনয় মাত্র। আসল কথা, সে জ্ঞান থাকিলেও সে প্রাণ নাই, বুদ্ধি থাকিলেও হৃদয় নাই, মস্তিষ্ক থাকিলেও ক্রিয়া নাই; কাজেই সমাজোন্নয়নার্থ বাহিরে আমাদের ভাসা-ভাসা চেষ্টা 'পুরুষকার' নামের অযোগ্য; উহা অরণ্যে রোদন,—মরুতে বারিবিন্দু-পাতন মাত্র!

যথার্থ সমাজোন্নয়ন-সমাধানার্থে আত্মোৎসর্গ চাই। একটি জীবনের যথার্থ আত্মোৎসর্গে যে কর্ম্ম হয়, শত জীবনের বক্তৃতা, কবিতা, আন্দোলন, আলোচনার ফাঁকা আওয়াজে তাহা সম্ভাবিত নহে। সমাজের যে বিভাগের যে বিষয়ের উন্নয়নের প্রয়োজন, সেই বিষয়ে সেই বিভাগে প্রাণ ঢালিয়া মিশিয়া, আপনাকে সেই বিভাগীভূত করিয়া, উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট উভয়ই হইয়া, শিক্ষকত্ব ও ছাত্রত্ব, যুগপৎ একাধারে গ্রহণ করিয়া, কর্ম্ম করিলে, তবে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা। আবশ্যক হইলে, এতদর্থে সঙ্গতিশালী শিক্ষিতের সাময়িক 'অজ্ঞাতবাস' ও বোধহয় অব্যবস্থা নহে।

"চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু বিষধরে দংশেনি যারে?"

সদ্ভাব-শতকের এই সুপ্রসিদ্ধ কবিতার মহার্হ উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ব্যথিতের বেদন যথার্থ বুঝিতে চির-সুখীজনকে একবার আত্মসুখ উপেক্ষা করিতে হইবে; বিষের জ্বালা যথার্থ জানিবার জন্য অমোঘ-বিষৌষধধারীর একবার সাধিয়া বিষধর-দংশন গ্রহণ করিতে হইবে। শুনিয়াছি, অস্মদ্দেশের কোন মহাত্মা চা-ক্ষেত্রের কুলীর দুঃখ বুঝিবার জন্য স্বয়ং আড়কাটীর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া কুলী সাজিয়া আসামে গিয়াছিলেন! অবশ্য তাহাতেই কুলীর দুঃখ দূর না হইলেও, ঐ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষা ও অনুকরণের স্থল, সন্দেহ নাই। আধুনিক সমুন্নত পাশ্চাত্য সমাজে এজাতীয় দৃষ্টান্ত বহুল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সমাজের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নার্থে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিতগণের ঐরূপ আত্মোৎসর্গের একান্ত প্রয়োজন। তাঁহারা তজ্জন্য ঈশ্বর সমীপে ধর্ম্মতঃ দায়ী। মস্তিষ্কের পীড়া নিবারণের জন্যও মস্তিষ্ককে ভাবিতে হইবে, চরণের পীড়া নিবারণের জন্যও মস্তিষ্ককেই ভাবিতে হইবে।

মস্তিষ্কের ঔদাসীন্য উভয়ত্রই অনুপেক্ষণীয়। মস্তক ও পদ, উভয়ের স্বাস্থ্যসাধন-চিন্তায় যে মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল, সেই মস্তিষ্কই সমগ্র শরীরের স্বার্থ-মর্য্যাদা বুঝিতে সক্ষম। যে সমাজে নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়নার্থ আত্মসমর্পণ করিতে উচ্চশ্রেণীর অমর্য্যাদা, লজ্জা, ঘৃণা, সময়ের অপব্যবহার, স্বার্থহানি প্রভৃতি আপত্তি অনুভূত হয়, সে সমাজের উন্নয়ন দূরে থাক্, অধঃপতনই অনিবার্য্য। আমাদের দুর্ভাগ্য সমাজ এই জন্যই দিন২ অধঃপতনের নিম্ন হইতে নিম্নতর সোপানে অবরোহণ করিতেছে। আমাদের উচ্চশ্রেণী নিম্ন শ্রেণীর জন্য বক্তৃতায় চেঁচাইতে, কবিতায় কাঁদিতে, সংবাদ-পত্রে শঙ্খ বাজাইতে খুব প্রস্তুত; আন্দোলনে লাফাইতে, হুজুকে হাঁপাইতে খুব তৎপর, কিন্তু প্রকৃত কাজের বেলায়—হরি হরি!—সব নিষ্ক্রিয়-নির্ব্বিকল্প-সমাধি-প্রাপ্ত!

এখনও কিন্তু সময় আছে। এখনও আশার শেষ শিখা নির্ব্বাপিত হয় নাই। এখনও আমাদের বাহ্য চাকচিক্য—বাহ্যোন্নতির সহিত কতকটা সজীবতা আছে। এখনও মস্তিষ্কের বল, বুদ্ধির ব্যাপ্তি, চিন্তার শক্তি, শিক্ষার অধ্যবসায় একরূপ বর্ত্তমান আছে; বরং সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে কোন২ অংশে এ সমস্তের অপেক্ষাকৃত উন্নতিও হইতেছে। সহৃদয়, সমদর্শী, প্রজাহিতৈষী, ন্যায়পর ইংরাজজাতিকে আমরা রাজাও পাইয়াছি। ইংরাজের সমাজ-হিতৈষণায় আত্মোৎসর্গ, নিম্ন শ্রেণীর সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিধানার্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অক্লান্ত অধ্যবসায় ইত্যাদি আমাদের সহজেই অনুকরণীয় হইতে পারে। ভগবান সে সুযোগ করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আমাদের কর্ম্ম-দোষে বুদ্ধি-বশে সে সুযোগ হেলায় হারাইতেছি। ইংরাজের পান-ভোজন, বেশ-ভূষণ, ধরণ-করণ, ভাব-ভঙ্গি, কথা-প্রথা, এই সবই অনুকরণ করিতে আমরা সুপটু, কিন্তু ইংরাজের ক্ষাত্রধর্ম্ম, ইংরাজের কর্ম্ম-তপস্যা, ইংরাজের পুরুষকার-প্রিয়তা, সমাজ-হিতৈষিতা, স্বাবলম্বনশীলতা ও মহাপ্রাণতা আমাদের কৈ? এখনও সমাজের শিক্ষিত উচ্চবিভাগ নয়নোন্মীলন করুন। কেবল রাজনৈতিক অধিকার-লাভোদ্দেশে কংগ্রেস্ প্রভৃতি করিলে সমাজের যথার্থ হিতসাধন হইবেনা। যাহাতে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়ন হয়, তাহাই সমগ্র সমাজোন্নয়নের প্রকৃষ্ট পন্থা। নিম্নের একতালা খারাপ হইলে, উপরের তালা-গুলি কখনও ভাল বা স্থায়ী হইতে পারে না। সমাজ-গৃহের নিম্নতলের সংস্করণে শিক্ষিত সমাজ এখনও মনোযোগী হউন। সে দিকে উদাসীন থাকিয়া সহস্রবিধ উন্নতির চেষ্টা করিলেও কিছুই হইবেনা। হাল ছাড়িয়া দিয়া, সজোরে শত দাঁড় বাহিলেও নৌকা অগ্রসর হইবেনা, কেবল ঘুরিবে মাত্র; ফলে যেখানকার নৌকা সেইখানেই থাকিবে। শৃঙ্খলাবদ্ধ-পদ বন্দীর যেরূপ রেলের গাড়ীতে বাড়ী যাইবার কল্পনা মস্তিষ্কে উদিত হইয়া মস্তিষ্কেই লয় পায়, সমাজের নিম্ন শ্রেণীকে অবনতির অন্ধকূপে পাতিত রাখিয়া, উচ্চ শ্রেণীর উন্নতির চেষ্টায় সমগ্র সমাজোন্নয়নের আশা তদ্রূপ কল্পনার কুহক-স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আমাদিগের শাস্ত্রীয় অবতারতত্ত্ব এ বিষয়ে এক মহাশিক্ষার স্থল। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থে ভগবান নিজে নর-সমাজে নররূপে অবতীর্ণ হইয়া, সেই সমাজে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া, যথার্থ সমাজোন্নয়ন সম্পাদন করিয়াছেন। মহতের অনুকরণই সাধারণের ধর্ম্ম। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"। অতএব মহৎ হইতেও মহৎ স্বয়ং ভগবানের পদানুসরণই এ বিষয়ে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ভগবান আপনি মানুষ সাজিয়া, মানুষের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কর্ম্ম, দেহ-ধর্ম্ম ধারণ করিয়া, মানুষের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া, মানুষকে ধর্ম্মদানে কৃপা করিয়াছেন,—কৃতার্থ করিয়াছেন; অতএব ভগবানের বিশিষ্ট কৃপাপাত্র সুকৃতিমান্ সমাজাগ্রণী শিক্ষিতগণ ভগবানের অবতার-তত্ত্বের শিক্ষা শিরোধার্য্য করিয়া, নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বয়ং নিম্নশ্রেণীস্থরূপে অবতারীভূত হইয়া, নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে আপনা ভুলিয়া, অভেদে মিশিয়া, তাহাদিগের যথাযোগ্য ও যথাসম্ভব শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সদাচার, স্বাস্থ্য-সচ্ছলতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির যথাসাধ্যভাবে ব্যবস্থা করিলেই, কালে নিম্ন শ্রেণীও উচ্চ শ্রেণীর প্রতি যথাযোগ্য কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সমর্থ হয়, এবং তাহা হইলেই ক্রমে সমগ্র সমাজের যথার্থ সমুন্নয়ন সম্ভাবিত ও সম্পাদিত হইতে পারে। নচেৎ উচ্চশ্রেণী যদি কেবল আপনা লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন, কিম্বা কেবল দূরে দূরে থাকিয়া ফাঁকা হুজুকের ফাঁকা চেষ্টায় নিম্ন শ্রেণীর হিতসাধনেচ্ছু হয়েন, তবে তাহাতে কোন ফলই ফলিবেনা; নিম্ন শ্রেণী আরও নিম্ন হইবে, উচ্চ শ্রেণী নিম্ন শ্রেণীতে পরিণত হইবে; সমাজ অধঃপাতে যাইবে। এমন কি, সমাজের উচ্ছেদ আসিয়া ব্যাদিত বদনে অদূরে দেখা দিবে। ভগবান আমাদিগকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

নিম্ন শ্রেণীর অনন্ত অভাব। আপন ব্যবসায়টি কিরূপে ভালরূপে চালাইতে পারিবে, তাহা বুঝে না। রোগাদি হইলে কিরূপে দেহ রক্ষা করিবে, জানে না। রাজার কোপ, সমাজের পীড়ন, ভূস্বামীর অত্যাচার ও মহাজনের বিকট বিভীষিকার আক্রমণে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাহার ন্যায়, ধর্ম্ম ও সুবুদ্ধি-সঙ্গত উপায় অবগত নহে। তদুপরি এবং সর্ব্বোপরি দারিদ্র্যের কশাঘাত, রিপুর তাড়না, অজ্ঞানের অন্ধকার, অসভ্যতার অনাচার, বাসনার বিকার ইত্যাদিতে তাহারা অনেকেই দুর্লভ নর-জীবনেও পশ্বাধমরূপে জীবন যাপন করিতেছে। এ সকল চিন্তা করিলে, সহৃদয় সমাজ-হিতৈষীর মস্তক অবনত, হৃদয় মথিত, নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হয় না কি? শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীস্থ হইয়া যাঁহার হৃদয়ে এ চিন্তা আসে না, শত অভাবের অরুন্তুদ-দংশন-ক্লিষ্ট হতভাগ্য নিম্নশ্রেণীর জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে না, তাঁহাকে ধিক্! তাঁহার সে ব্যর্থ শিক্ষা-সভ্যতার বিকৃত বিলাস-বিভ্রমে ধিক্!

ছিঃ! ও মুচী, ওর সঙ্গে মিশিব না; থুঃ! ও মেথর, ওর কাছে ঘেঁষিব না; ও চণ্ডাল, ওর সঙ্গে আলাপও করিব না; ও চাষা, ছোট লোক, ও মূর্খ—পাড়াগেঁয়ে ভূত, ওর

সংস্রবে থাকিব না, ইত্যাকার ঘোর তামস গর্ব্বান্ধতা বা মোহান্ধতা, বুদ্ধি-বিকার ও কুসংস্কার; নিম্নশ্রেণীর প্রতি এই প্রকার অমার্জ্জনীয় অবজ্ঞা ও উপেক্ষা অনেকস্থলে অন্ততঃ অন্তঃশীল ভাবেও আমাদের উচ্চশ্রেণীতে বর্ত্তমান। বাহিরে উদারতা—অন্তরে সংকীর্ণতাই সমাজের দুশ্চিকিৎস্য ব্যধি। প্রাগুক্তভাব যতদিন আমাদের উচ্চশ্রেণীতে স্থানপ্রাপ্ত হইবে, ততদিন সে নাম-মাত্র "উচ্চশ্রেণী" সংজ্ঞা যথার্থ বলিয়া জ্ঞানীজন কর্ত্তৃক কদাচ স্বীকৃত হইবে না। সে "তথা-কথিত" (So-called) উচ্চশ্রেণীদ্বারা নিম্নশ্রেণীর অভাব-আকাঙ্ক্ষা কদাচ পূর্ণ হইবেনা। সে উচ্চশ্রেণীর চেষ্টায় সমাজোন্নয়ন সম্পূর্ণ সুদূরপরাহত।

উপসংহারে নিবেদন, শত বক্তৃতা, রচনা, হুজুকের আলোচনা; শত ধর্ম্মসভা, কর্ম্মসভা, ব্রহ্মসভা, একদিকে, আর যথার্থ কাজ একদিকে। যথার্থ কাজ যাহাতে কিছু হয়, তাহাই চাই। যদি নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়াই এক্ষণে উচ্চশ্রেণীর প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য হয়, তবে তদ্বিষয়ে যথার্থ কার্য্যোপযোগিতার জন্য উচ্চশ্রেণীতে ভূরি আন্দোলনের প্রয়োজন; এবং কেবল আন্দোলনেই আন্দোলিত না হইয়া, যাহাতে উচ্চশ্রেণী-অভিমানী প্রত্যেকেই নিজ জীবনে নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন-কল্পে কিছু না কিছু কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন, তাহাই প্রার্থনীয়। উচ্চশ্রেণীস্থ সকলেই যথাশক্তি ও যথাসম্ভবভাবে ইহাকে জীবনের একটা বিশেষ ধর্ম্ম কর্ত্তব্য জ্ঞানে ইহার যে কোনরূপ একটা আনুষ্ঠানিক কার্য্যাংশ (part) লইয়া, যে কোন প্রকারে নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন উদ্দেশে যে কোন কার্য্য সাধন করিতে পারিলে, তাঁহার উচ্চশ্রেণীস্থ জীবনের সার্থকতা হইবে।

উচ্চ ও নিম্ন পরস্পর-সাপেক্ষ (co-relative), অতএব নিম্নের সংস্রবশূন্য উচ্চতা কিরূপে সম্ভবে? নিম্নকে ফেলিয়া যাইও না—নিম্নকে সঙ্গে লও; নিম্নকে পাছে২—কাছে২ রাখিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর হও। ইহাই সমাজোন্নয়ন সাধনের মূলমন্ত্র। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান কৃপা করিয়া আমাদের অধঃপতিত সমাজে এই সাধনা সিদ্ধ করুন।

শ্রীশঃ—

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের কথা।

(শ্রীমঃ-লিখিত।)

(শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুত ঈশান মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার সরকার, শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির কথোপকথন।)

আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতিথি। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী, তিন দিন ধরিয়া মহামায়ার পূজা-মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। দশমীতে বিজয়া ও তদুপলক্ষে পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী শ্যামপুকুর নামক পল্লীতে বাস করিতেছেন। শরীরে কঠিন ব্যাধি, গলায় ক্যান্সার। চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। বলরামের বাড়ীতে যখন ছিলেন, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ রোগ সাধ্য না অসাধ্য। কবিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, চুপ করিয়া ছিলেন। ইংরাজি ডাক্তারেরাও রোগটী অসাধ্য, একথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ সাল। শ্যামপুকুরস্থিত একটী দ্বিতল গৃহ মধ্যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ; ঘরের মধ্যে শয্যা-রচনা হইয়াছে, তিনি তাহাতে উপবিষ্ট। ডাক্তার সরকার, শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভক্তেরা সম্মুখে এবং চারিদিকে সমাসীন। ঈশান বড় দানী, পেন্সন লইয়াও দান করেন, ঋণ করিয়াও দান করেন; আর সর্ব্বদাই ঈশ্বর-চিন্তায় থাকেন। পীড়া শুনিয়া তিনি দেখিতে আসিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ৬।৭ ঘণ্টা ধরিয়া থাকেন; ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন ও ভক্তদের সহিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন।

রাত্রি প্রায় ৭টা হইয়াছে। বাহিরে জ্যোৎস্না, পূর্ণাবয়ব নিশানাথ যেন চারিদিকে সুধা ঢালিয়াছেন। ভিতরে দীপালোক। ঘরে অনেক লোক, অনেকেই মহাপুরুষকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলেই এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। শুনিবেন, তিনি কি বলেন—দেখিবেন, তিনি কি করেন।

ঈশানকে দেখিয়া পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন,—

(নির্লিপ্ত সংসারী)

"যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীরপুরুষ। যেমন কারুর মাথায় দু মোন বোঝা আছে, আর বর যাচ্চে; মাথায় বোঝা, তবুও সে বর দেখ্‌ছে। খুব শক্তি না থাক্‌লে হয় না।

যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নাই। পানকৌড়ী জলে সর্ব্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।

(নির্লিপ্ত হ'বার উপায়)

কিন্তু সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাক্‌তে গেলে, কিছু সাধনা করা চাই। দিনকতক নির্জ্জনে থাকা দরকার, তা এক বছর হোক, ছমাস হোক, তিনমাস হোক বা একমাস হোক। সেই নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়, সর্ব্বদা তাঁহারকাছে ব্যাকুল হয়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা কর্‌তে হয়; আর মনে মনে বল্‌তে হয়, আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা দু'দিনের জন্য, ভগবান্ আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব; হায়! কেমন করে তাঁরে পাব?"

ভক্তি লাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে, হাতে আর আটা লাগে না।

সংসার জলের স্বরূপ, আর মানুষের মনটী যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখ্‌তে যাও, দুধে জলে এক হয়ে যাবে। তাই নির্জ্জন স্থানে দই পাত্‌তে হয়। দই পেতে মাখম তুল্‌তে হয়। মাখম তুলে যদি জলে রাখ, তা হলে জলে মিশ্‌বে না, নির্লিপ্ত হয়ে ভাস্‌তে থাক্‌বে।

ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমায় বলেছিল, "মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। তাঁর মতন নির্লিপ্তভাবে আমরা সংসার কর্‌বো।" আমি বল্লুম, নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন, মুখে বল্লেই জনকরাজা হওয়া যায় না। জনকরাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে, ঊর্দ্ধপদ হয়ে, কত তপস্যা করেছিলেন। তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা ঊর্দ্ধপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই, নির্জ্জনে বাস চাই। নির্জ্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ করে, তবে গিয়ে সংসার কর্‌তে হয়। দই নির্জ্জনে পাত্‌তে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি কর্‌লে দই বসে না।

জনক নির্লিপ্ত বলে তাঁর একটী নাম বিদেহ—কিনা দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে

থেকেও জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধন চাই।

জনক ভারি বীর পুরুষ। দুখানা তরবার ঘুরুতেন; একখানা জ্ঞান, একখানা কর্ম্ম।

(সংসার-আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস-আশ্রমের জ্ঞান)

যদি বল, সংসার-আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস-আশ্রমের জ্ঞানী, এ দুয়ের তফাৎ আছে কিনা। তার উত্তর এই যে, দুই-ই এক জিনিষ। এটীও জ্ঞান, ওটীও জ্ঞান—এক জিনিষ। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাক্‌তে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাক্‌তে গেলে, যত সিয়ানই হও না কেন, কালদাগ একটু না একটু গায়ে লাগ্‌বে।

মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, তা হলে মাখন নষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, তা হলেই সন্দেহ হয়।

খই যখন ভাজা হয়, দুচারটে খই খোলা থেকে টপ্‌টপ্ করে লাফিয়ে পড়ে। সে-গুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করেন, তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মতন্ দাগশূন্য হন। আর জ্ঞানের পর সংসার-খোলায় থাক্‌লে, একটু গায়ে লাল্‌চে দাগ হোতেও পারে। জনকরাজার সভায় একটি ভৈরবী এসেছিলেন। স্ত্রীলোক দেখে জনকরাজা হেঁটমুখ হয়ে, চোখ নীচ করেছিলেন। ভৈরবী তাই দেখে বলেছিলেন, "হে জনক! তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়! পূর্ণ জ্ঞান হলে, পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্ত্রী-পুরুষ ব'লে ভেদ-বুদ্ধি থাকে না।

যাই হোক, যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে একটু দাগ থাক্‌তে পারে, সে দাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

(জ্ঞানের পর কর্ম্ম—লোকসংগ্রহার্থ)

কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে, যেমন জনক ও নারদাদি। লোক-শিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা অনেকে নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। নারদাদি আচার্য্য লোকের হিতের জন্য বিচরণ করে বেড়াতেন। তাঁরা বীর পুরুষ।

হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, একটী পাখী বস্‌লে ডুবে যায়, কিন্তু বাহাদুরি কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমন কি, হাতী পর্য্যন্ত তার উপর যেতে পারে। Steam-Boat আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয়।

নারদাদি আচার্য্য এই বাহাদুরি কাঠের মত, এই Steam-Boatএর মত।

কেউ আম খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ পুঁচে বসে থাক, পাছে কেউ টের পায়। আবার কেউ কেউ একটি আম পেলে, কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খায়।

নারদাদি আচার্য্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞানলাভের পরেও ভক্তি নিয়েছিলেন।

(জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ)

ডাক্তার। জ্ঞানে মানুষ অবাক্ হয়, চক্ষু বুঁজে যায়, আর চক্ষে জল আসে তখন ভক্তির দরকার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বা'রবাড়ী পর্য্যন্ত যায়।

ডাক্তার। অন্তঃপুরে যাকে তাকে ঢুক্‌তে দেওয়া হয় না। বেশ্যারা ঢুক্‌তে পারে না। জ্ঞান চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে—এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে। একজন ভারি ভক্ত জগন্নাথ দর্শন করতে বেরিয়েছিল, পুরীর কোন্ পথ, সে জান্‌ত না—দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিমদিকে গিয়েছিল। পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করত। তারা বলে দিল, 'এ পথে নয়, ঐ পথে যাও।' ভক্তটী শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন কর্‌লে। না জানলেও কেউ না কেউ বলে দেয়।

ডাক্তার। সে ভুলে তো গিয়েছিল!

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু শেষে পায়।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

(ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সাকার—আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন কর্‌তে গিয়েছিল। জগন্নাথ দর্শন করে সন্দেহ হ'ল, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে, দেখতে লাগ্‌ল, জগন্নাথের গায়ে ঠ্যাকে কি না। একবার এ ধার থেকে ও ধারে দণ্ডটী নিয়ে যাবার সময় দেখলে যে, জগন্নাথের গায়ে ঠেক্‌ল না—যেন সেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি নাই! পুনর্ব্বার দণ্ড এ ধার থেকে ও ধারে নিয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেক্‌ল! তখন সন্ন্যাসী বুঝল, যে ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার।

কিন্তু এটী ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন? এ সন্দেহ মনে উঠে। আবার সাকার যদি হন, তো এত নানা রূপ কেন?

ডাক্তার। যিনি আকার করেছেন, তিনি সাকার। তিনি আবার মন করেছেন, তাই তিনি নিরাকার। তিনি সবই হতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে লাভ না করতে পার্‌লে, এ সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন।

একজনের এক গামলা রঙ্ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ্ করতে আস্‌তো। সে লোকটি জিজ্ঞাসা করতো, 'তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও?' একজন হয়তো বল্‌লে, 'আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই।' অমনি সেই লোকটি গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে বল্‌তো, 'এই নাও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়।' আর একজন বল্‌লে, 'আমার হল্‌দে রঙে ছোপান চাই।' অমনি সেই লোকটি সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে বলতো, 'এই নাও তোমার হল্‌দে রঙ্।' নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, 'এই নাও তোমার নীল রঙে ছোপান কাপড়।' এই রকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইত, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপান হ'ত। একজন লোক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌ছিল। যার গামলা, সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, 'কেমন হে! তোমার কি রঙে ছোপাতে হ'বে?' তখন সে বল্‌লে, 'ভাই! তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও।' (সকলের হাস্য)

একজন বাহ্যে গিয়েছিল—দেখ্‌লে, গাছের উপর একটি সুন্দর জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বল্‌লে, 'ভাই! অমুখ গাছে আমি একটি লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলুম।' সে লোকটি বল্‌লে, 'আমিও দেখে এসেছি, তা সে লাল রঙ্ হতে যাবে কেন, সে যে সবুজ রঙ্।' আর একজন বল্‌লে, 'না, না, সে সবুজ হতে যাবে কেন? সে যে হল্‌দে, এইরূপে আরও কেউ কেউ বল্‌লে, বেগুনি, নীল, কাল, ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া; তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বল্‌লে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি। তোমরা যা যা বল্‌ছো, সব সত্য, সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হলদে, কখনও নীল, আরও সব কত কি হয়। আবার কখনও দেখি, যেন কোন রঙই নাই!

যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই জান্‌তে পারে, তাঁর স্বরূপ কি। সে ব্যক্তিই জানে যে, ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানা ভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ—আবার নির্গুণ (the Absolute)। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ্, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না! অন্য লোক কেবল তর্ক-ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র, কূল-কিনারা নাই। ভক্তি-হিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্ত (Personal God) হয়ে—কখন কখন সাকাররূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞান-সূর্য্য উঠ্‌লে, সে বরফ গলে যায়।

ডাক্তার। সূর্য্য উঠ্‌লে বরফ গলে জল হয়, আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হলে, রূপ টুপ্ উড়ে যায়! তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Personal God) বলে বোধ হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে বল্‌বে? যিনি বল্‌বেন, তিনিই নাই। তিনি তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না! তখন ব্রহ্ম নির্গুণ (the Absolute) তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন-বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। (the Unknown and Unknowable)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই বলে, ভক্তি চন্দ্র, জ্ঞান সূর্য্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে, জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আট্‌কে যায়।

ডাক্তার। ভক্তিপথে মানুষ আট্‌কে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, কেন না, সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে। যদি আরও বিচার করতে চাও, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' তাতেও ক্ষতি নাই; জ্ঞানসূর্য্যে বরফ গলে যাবে;—তবে সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরই রইল।

(কাঁচা-আমি ও পাকা-আমি; ভক্তের আমি)

"জ্ঞান-বিচারের শেষে সমাধি হলে, আমি টামি কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোনমতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে ফিরে এই সংসারে আস্‌তে হয়।

গরু 'হাম্বা'২ (আমি, আমি) করে, তাই এত দুঃখ। সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই, কিম্বা কসাইয়ে কাটে, তাতেও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া করে, জুতো তৈয়ার করে। অবশেষে নাড়ী-ভুঁড়ী থেকে তাঁত হয়। ধুনুরির হাতে পড়ে যখন তুঁহুঁ তুঁহুঁ (তুমি, তুমি) করে, তখন গরুর নিস্তার হয়।

যখন জীব বলে, 'নাহং' 'নাহং' 'আমি কেহ নই, আমি কর্ত্তা নই, হে ঈশ্বর! তুমি কর্ত্তা, আমি দাস, তুমি প্রভু, তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি।

ডাক্তার। কিন্তু ধুনুরির হাতে পড়া চাই। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি একান্ত 'আমি' না যাস্, তবে থাক্ শালা 'দাস-আমি' হয়ে। (সকলের হাস্য)

সমাধির পর কাহারও কাহারও আমি থাকে,—দাস-আমি, ভক্তের আমি। শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার 'আমি' লোকশিক্ষার জন্য রেখে দিয়েছিলেন।

দাস 'আমি,' বিদ্যার 'আমি', ভক্তের 'আমি', এরই নাম 'পাকা আমি।'

"'কাঁচা আমি' কি জান? আমি কর্ত্তা, আমি এত বড় লোকের ছেলে, আমি বিদ্বান, আমি ধনবান, আমাকে এমন কথা বলে, এই সব ভাব। যদি কেউ বাড়ীতে চুরি করে, তাকে যদি ধরতে পারে, তাহলে প্রথমে জিনিষ-পত্র কেড়ে নেয়, তার পর উত্তম মধ্যম মারে, তারপর পুলিসে দেয়। বলে কি, জানে না, কার চুরি করেছে।

(বালকের আমি)

ঈশ্বর-লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়, 'বালকের আমি' ও পাকা 'আমি।' বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, কোন গুণের বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এই মাত্র ঝগ্‌ড়া মারামারি করলে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা! আবার রজোগুণের বশ নয়। এই খেলা-ঘর পাত্‌লে, কত বন্দোবস্ত, আবার কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইল। মার কাছে ছুটেছে। হয়ত একখানি সুন্দর কাপড় প'রে বেড়াচ্চে। খানিক ক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে। হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয় বগলদাবায় করে বেড়াচ্চ।

যদি ছেলেটিকে বল, 'বেশ কাপড়খানি রে!' সে বলে, 'আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে।' যদি বল, 'লক্ষ্মী ছেলে, আমায় কাপড় খানি দাও না।' সে বলে, 'না আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে; না, আমি দেব না'। তার পর ভুলিয়ে একটি পুঁতুল কি একটি বাঁশী যদি হাতে দাও, তাহলে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে! আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণের আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, এক দণ্ড না দেখ্‌লে থাকতে পারে না; কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন অন্য যায়গায় চলে গেল, তখন নতুন খেলুড়ে হল। তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়্‌লো। পুরোণো খেলুড়েদের এক রকম একেবারে ভুলে গেল। তারপর জাত-অভিমান নাই। মা বলে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোলআনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা। তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয়, আর একজন যদি কামারের ছেলে হয়, তো একপাতে বসে ভাত খাবে। আর শুচি অশুচি নাই, হেগো-পোঁদে খাবে। আবার লোক-লজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছুন ফিরে বলে 'দেখ দেখি, আমার ছোঁচান হয়েছে কি না।'

আবার 'বুড়োর আমি' আছে। (ডাক্তারের হাস্য) বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি-অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, ইত্যাদি। বিষয়-বুদ্ধি, পাটোয়ারি, কপটতা। যদি কারুর উপর আকোছ হয়, তো সহজে যায় না; হয়তো যতদিন বাঁচে, ততদিনই যায় না। তার পর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব। 'বুড়োর আমি' কাঁচা-আমি।

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কেনিল্‌ওয়ার্থ। (সার্ ওয়াল্‌টারস্কটের উক্ত নামধেয় বিখ্যাত নভেলের বঙ্গানুবাদ) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র-অনুবাদিত। মূল্য ১।০, কলিকাতা, ৪২নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। পুস্তকখানি তিনশতাধিক পৃষ্ঠায় সংপূর্ণ। কাগজ, ছাপা, বাইণ্ডিং সুপরিপাটি। শরৎবাবু অনুবাদেই মৌলিকগ্রন্থকারের লভ্য যশোলাভের যোগ্য হইয়াছেন। আমরা আদ্যন্ত পাঠে পরিতুষ্ট হইয়াছি। অনেক স্থলে মৌলিক পুস্তক প্রণয়ন অপেক্ষাও এ প্রকার সুসম্পাদিত অনুবাদের অধিকতর উপযোগিতা অনুভূত হয়। পুস্তকস্থ পাত্র-পাত্রীগণের ও স্থানাদির নাম গুলি বিদেশীয় না হইলে, ইহাকে "অনুবাদ" বলিয়া বুঝা কঠিন হইত। মূল গ্রন্থের ভাব-মাধুর্য্য ও বর্ণনা-সৌন্দর্য্য সংরক্ষণে অনুবাদক অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমরা শরৎ-বাবুর নিকট উত্তরোত্তর আরও এইরূপ উত্তম অনুবাদাভরণে বঙ্গসাহিত্যের প্রসাধন প্রত্যাশা করি। পুস্তকখানিতে কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি আছে; আশাকরি, ২য়সংস্করণে সে গুলি সংশোধিত হইবে।

ভারতী। "ভারতী" বহুকালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাময়িক পত্রিকা। যে পরিবারে লক্ষ্মী-সরস্বতী নির্ব্বিবাদে চিরবিরাজিতা, বঙ্গের সেই বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবার হইতেই ভারতীর প্রচার; সুতরাং অর্থ-সাধ্য অঙ্গসৌষ্ঠবে ও জ্ঞান-সাধ্য বিষয়-গৌরবে "ভারতী" চিররূপসী ও গরীয়সী। তবে কিনা, ভারতীর বীণায় পূর্ব্বেকার সে বেহাগ-বাগশ্রীর আলাপ অধিক আর বাজে না; ইদানীং "পিলু-বাঁরোয়া" প্রভৃতিরই লঘু-ললিত ঝঙ্কার অধিক শুনি। ফলে মিষ্টতা ও শিষ্টতার ত্রুটি নাই।

স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস গুপ্ত এম্—বি কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ২৩নং মদন মিত্রের লেন্ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ মাত্র। অস্মদ্দেশে এরূপ একখানি সাময়িক সন্দর্ভের অভাব ছিল; এই জন্য "স্বাস্থ্য"কে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। এখানি দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। তবে কিনা মাত্র পাশ্চাত্য বিধানে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসাদির প্রচার এদেশে সম্যক্ উপযোগী ও উপকারী হইবে না; ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় বিধি-ব্যবস্থার সংমিলন একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভরসা করি, দুর্গাদাস বাবু জনৈক আয়ুর্ব্বেদবিৎ সহকারীর সহযোগিতায় স্বীয় সময়োপযোগী সন্দর্ভ খানির সুসম্পন্নতা বিধান করিবেন।

সাবিত্রী। এখানি স্ত্রী-পাঠ্য মাসিক পত্রিকা। কলিকাতা ৩৫নং মিরজাফর্স লেন হইতে শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগ্‌চি কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ মাত্র। হিন্দু-রমণীগণের সুপাঠ্য সাময়িক পত্রাদির বড়ই অভাব; এখানি দ্বারা তাহার আংশিক পূরণের আশা করা যায়। তবে লেখা গুলি কিছু কাঁচা কাঁচা। সম্পাদক মহাশয় পাকা-হাতের লেখা সংগ্রহে যত্নবান হউন; তাহা হইলে পত্রিকাখানির অচিরাৎ আশানুরূপ উন্নতি হইবে।

অন্তঃপুর। বনলতা দেবী-সম্পাদিত। কলিকাতা, বরাহনগর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। কেবল মাত্র স্ত্রী-লেখিকাগণ কর্তৃক পরিচালিত। ইহাই ইহার বিশেষত্ব; সুতরাং অপাততঃ লিপি-গৌরব তাদৃশ না থাকিলেও, এই জন্যেই ইহার অনুকূলে সাধারণের উৎসাহ-দান একান্ত প্রার্থনীয়।

বামাবোধিনী। অনেক দিনের স্ত্রী-পাঠ্য পত্রিকা। প্রায় ৪০ বৎসর চলিতেছে। মাত্র এই কথাতেই ইহার যথেষ্ট প্রশংসা হয়; কারণ অস্মদ্দেশে সাময়িক সন্দর্ভের আয়ুষ্কাল সাধারণতঃ অতি সংক্ষিপ্ত "Survival of the feetest" এই পাশ্চাত্য প্রবাদ সত্যই বামাবোধিনীর বিশেষ গৌরবস্থল। পত্রিকাখানি পূর্ব্বে ব্রহ্মমত-প্রধানা ছিল, এখন ক্রমশঃ (দেশের সাধারণ-সমাজ-গতির সহিত) হিন্দুভাব-প্রাধান্যে পরিবর্ত্তিতা হইতেছে বোধ হয়। ইহা আরও শুভ লক্ষণ ও পত্রিকাখানির অধিকতর অভ্যুদয়ের কারণ। হইতেছেও তাহাই। ইদানীং বামাবোধিনী অনেকগুলি সুপাঠ্য লিপি-মালায় সমলঙ্কৃতা হইয়া বাহির হইতেছে; সুতরাং সমাদরও বাড়িতেছে।

ব্রহ্মতত্ত্ব।—ত্রৈমাসিক দার্শনিক পত্রিকা। বার্ষিকমূল ২৲ টাকা। ৭৩।১ বেণিয়া-টোলা-ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ-সম্পাদিত। শুদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার্থ এখানি ভিন্ন অন্য কোন সাময়িক সন্দর্ভ দৃষ্ট হয় না; এই জন্য সীতানাথ বাবু ধন্যবাদার্হ। সীতানাথ বাবুর নিজের ধর্ম্মমত ব্রাহ্মভাবের হইলেও, স্বাধীন দার্শনিক আলোচনায় কোন সমাজের আপত্তির কারণ নাই। বিভিন্ন মতবাদের ঘাত-প্রতিঘাতে সাধারণ দার্শনিক সত্যেরই ঔজ্জ্বল্য বিকাশিত হয়। ব্রহ্মতত্ত্বের ভাষা বিশদ-গম্ভীর,—দার্শনিক আলোচনারই উপযুক্ত।

পূর্ণিমা।—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। বাঁশবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকমূল্য ২৲ টাকা মাত্র। পত্রিকার কলেবর অনুসারে মূল্য অধিক নহে। ৬ বৎসর যাবত্ পত্রিকাখানি অনেক গুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের সুলিপি-সাহায্যে দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইহার "মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা" সাহিত্য-সেবীগণের সুখ-পাঠ্য। শুনিয়াছি, বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম অভিভাবক শ্রীযুক্ত অক্ষয়-চন্দ্র সরকার মহাশয় ইহার সম্পাদকতায় সংসৃষ্ট আছেন। সত্য হইলে, সুখের কথা এবং পূর্ণিমারও পূর্ণত্ব ও প্রোজ্জ্বল প্রভার অকাল-রাহুগ্রস্ত না হইবার কথা বটে।

অনুসন্ধান। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বটে; কিন্তু মাসিক সন্দর্ভের সুন্দর উপকরণে ও আকারে সুনিয়মিতরূপে প্রকাশিত। কাগজ ও মুদ্রণ সুন্দর। অনুসন্ধান হিন্দু-ধর্ম্ম ও সমাজের সেবক। অনুসন্ধানের লেখা সরস-প্রাঞ্জল-মধুর। মাঝে ২ কিছু তারল্য থাকে। বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ অনেকস্থলে সমাজ-হিতকর বটে, কিন্তু ভাবের তারল্য সাহিত্য-পোষণের পরিপন্থী। যাহা-হউক, মোটের উপর অনুসন্ধান সুন্দর। আমরা ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা। শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারিণী মাসিক-পত্রিকা। বর্ত্তমান বর্ষে পত্রিকার দশমবর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের অবতার—স্বয়ং ভগবান, ইহা সমগ্র হিন্দুসমাজের সর্ব্ববাদি-স্বীকৃত-সিদ্ধান্ত না হইলেও, বৈষ্ণব সমাজের বটে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের চরম ও পরম জ্ঞান-বিবেক-বৈরাগ্য—প্রেম-ভক্তি-পবিত্রতা, সমগ্র হিন্দুসমাজের—এমন কি, সমগ্র মানব-সমাজেরও অনুকরণীয় ও শিক্ষণীয়। অতএব তাঁহার অপূর্ব্ব লীলা-চরিত্র ও অতুল্য শিক্ষা-উপদেশ যে পত্রিকা দ্বারা প্রচারিত হয়, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সে পত্রিকার সিদ্ধি-সমৃদ্ধি কামনা করি।

১৩০৪ সালের ১ম ও ২য় সংখ্যা যে কোন গ্রাহক সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিলে ৷৹ আটআনা মূল্য পাইবেন।

ষষ্ঠ বর্ষ। শ্রাবণ। ৪র্থ সংখ্যা।

১৮২১, ১৩০৬।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"Of these Journals, the Hindu-Patrika deserves special mention as a high-class religious monthly devoted mainly to the exposition of Vedanta, the Upanishads and other standard works on Hindu-religion and philosophy. It is edited with conspicuous ability.

ANNUAL REPORT OF THE LIBRARIAN OF THE BENGAl GOVT. 1898.

সূচী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা।		বিষয়	পৃষ্ঠা।
১।	মণিরত্নমালা ...	৯৭	৬।	অষ্টরত্ন	১১৬
২।	আমি তুই ...	১০১	৭।	সামবেদ-সংহিতা ...	১১৭
৩।	যাভা বা যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম	১০৬	৮।	ব্রহ্মচারি-আশ্রমের বিবরণ	১২০
৪।	গোলকে সর্ব্ব-দেব-দর্শন	১০৮	৯।	পঞ্চদশী—ভূত-বিবেক ...	১২৫
৫।	সপ্তরত্ন ...	১১৪	১০।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	১২৮

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২১।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য———সমেত ডাকমাশুল ১৷৹ মাত্র।

এই পত্রিকাখানি হস্তগত হইলেই মনে করিয়া দেখিবেন যে, হিন্দু-পত্রিকার ১৩০৬ সালের মূল্য দিয়াছেন কি না। না দিয়া থাকিলে, মনে থাকিতে থাকিতে পাঠাইবে...ন, এই প্রার্থনা।

১৩০১।২।৩।৪ সনের বাঁধাই হিন্দু-পত্রিকা প্রতি সন ২৲, ১৩০৫ সালের ১৷৹ মূল্যে বিক্রেয়। ১৩০৬ সালের অগ্রিম মূল্য গ্রাহকগণ কৃপাপূর্ব্বক শীঘ্রই প্রেরণ করিবেন।

THE HISTORY OF AN OPPORTUNITY.

1. In 1771 the first edition of the *Encyclopædia Britannica* was published. It gained immediate favour, and successive editions appeared from time to time.

2. In 1889 the Ninth Edition was completed, and was offered by Messrs. A, and C. Black, the publishers of the work, at a catalogue price of £37 in the cloth-binding, £45 in the Half Morocco binding, and £65 in the Full Morocco binding.

3. On March 23rd, 1898, *The Times* Reprint of the Ninth Edition was offered for sale by *The Times* at less than half the publisher's prices.

4. On March 4th 1899, *The Times* announced that a supplement to the Ninth Edition was in course of preparation, and that it would be supplied, as soon as it should be completed, to purchasers of *The Times* Reprint at a much lower price than that at which it would be obtainable by the general public.

5. On January 8th. 1899, the system of monthly payments was extended to purchasers in India in accordance with which the 25 volumes are delivered for a preliminary payment of only Rs. 30. The remainder of the price is afterwards to be remitted in monthly sums of Rs. 20. each.

6. The announcement of the forthcoming snpplement altogether disposes of the only objection to the Ninth Edition of the *Encyclopædia Britannica*. The publication of the supplement will practically make the Ninth Edition a new book, as recent in its information as if it had been issued, for the first time, in 1899.

7. No Tenth Edition can, under the contracts made between *The Times* and Messrs. A. and C. Black, be published for many years to come. This supplement will serve the purposes and meet the needs which might otherwise have created an early demand for a Tenth Edition. And it will achieve this result at infinitely less cost to the purchaser than would have been entailed by the issue of a Tenth Edition.

8. Prompt application is absolutely neccssary if the reader desires to take advantage of this phenomenal opportunity. Those who send in their orders too late will have only themselves to blame for their disappointment.

RE-OPENING OF THE LISTS FOR INDIA.

The Times announced last January that a limited number of copies of *The Times* Reprint of the *Encyclopædia Britannica*, could be supplied at a special price and on special terms to residents in India. The number of applications was in excess of the provision made, and since the offer was withdrawn on the 14th of March, many who desired to take advantage of the opportunity have expressed their regret that the sale could not be continued. By special arrangement a further reservation has been secured for India and those who apply promptly are still able to secure the *Encyclopædia Britannica* at a reduction of about 50 per cent, on the publisher's price.

A FEW OF THE PURCHASERS IN INDIA.

This list of a few of the purchaseres of the The Times Reprint in India shows how widely the offer has been appreciated in this Country. The names are given in the sequence, in which the orders were received.

H. M. RUSTOMJEE, ESQ., Consul for Persia.
H. H. RAJAH SOURENDRA MOHUN TAGORE.
W. B. COLVILLE. ESQ.
H. H. RAJAH RAJENDRH NARYAN RAY.
THOS. HORACE WILSON, Honorary Secretary, Calcutta Attys. Assn.
PUBNA PUBLIC LIBRARY.
H. H. RAJAH OF NATORE.
H. H. MAHARAJAH OF PATIALA.
DIRECTOR GENERAL OF TELEGRAPHS.
VAKIL ASSOCIATION, High court, Calcutta.
BAR LIBRARY, ALIPORE.
HON'BLE W. O. CLARK, Judge, Chief Court, Lahore.
BAR LIBRARY, GAYA.
FR. GODFREY PELEKMANS, O. C., Catholic Bishop of Lahore.
H. H. MAHARJAH OF DARBHANGA.
BAR LIBRARY, BANKIPORE.
H. H. RAJA OF SOURAJPUR.
H. H. RAJA JOTINDRA MOHAN TAGORE.
H. H. MAHARAJA OF DIGHAPATIA.
H. H. RAJA OF BURDWAN.
HIS HONR SIR JOHN WOODBURN, I. C. S., K. C. S. I., Lt. Gov., Bengal.
HON'BLE J. F. STEVENS, I. C. S.
H. H. RAJA OF NASHIPUR.
GOVERNMENT OBSERVATORY, Bombay.
LADY LOW.
H. H. MAHARAJAH OF DANTIA.
BOMBAY GAZETTE.
A. U. FANSHAWE, I. C. S. C. S. I., Director-General of Post offices.
H. H. RAJA DAKHINESSUR MALIA, Deoghar.
H. H. THE MINOR RAJA OF DENKANAL.

(N. B. See the 3rd. and 4th. pages of the cover.)

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।	শ্রাবণ।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

মণিরত্ন-মালা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

মূল ১৯।

বাসো ন সঙ্গঃ সহ কৈর্ব্বিধেয়ঃ মূর্খৈশ্চ নীচৈশ্চ খলৈশ্চ পাপৈঃ।
মুমুক্ষুণা কিং ত্বরিতং বিধেয়ং সৎ-সঙ্গতির্নির্ম্মমতেশ-ভক্তিঃ॥

শিষ্যের প্রশ্ন—(৫৫) কাহাদের সহিত বাস বা সংসর্গ কর্ত্তব্য নহে? গুরুর উত্তর—মূর্খ, নীচ, খল এবং পাপীগণের সহিত। কারণ "সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্ত্যেব হি জীবিনাং" অর্থাৎ জীব মাত্রের গুণ বা দোষ সংসর্গ জনাই হইয়া থাকে।

১। মূর্খ-সংসর্গ। (ক)

চণ্ডায়তে বিবদতে স্বপিত্যশ্নাতি মাদকং।
করোতি নিস্ফলং কর্ম্ম মূর্খো বা স্বেষ্টনাশনং। (শুক্রনীতি)
পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলং।
তস্মান্মূর্খসহস্রেষু প্রাজ্ঞএকো বিশিষ্যতে॥ (চাণক্য)

(ক) রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ॥
নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্ককা ষ্ঠ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে নচ নম্যতে॥
পয়ঃ পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং।
উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥
শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ; নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদো দণ্ডেন গো-গর্দ্দভৌ। ব্যাধির্ভৈষজসংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈঃ মন্ত্রপ্রয়োগৈর্বিষং সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্র-বিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধং॥ মূর্খস্ত পরিহর্ত্তব্যং প্রত্যক্ষং দ্বিপদং পশুং। ভিদ্যতে বাক্যশল্যেন হৃদৃশ্যং কণ্টকং যথা॥

পরশ্রী-কাতর, পরের দোষানুসন্ধায়ী, পরনিন্দক; পরহিংসাতৎপর, মলিনান্তর—অথচ সহাস্য-বদন ব্যক্তিকেই খল বলা যায়। যে ব্যক্তি নিজের ক্ষতি-স্বীকারেও সর্ব্বদা পরের বিনাশ-সাধনে তৎপর এবং পরের সুখে দুঃখ বোধ করে, সেই ব্যক্তিকেও খল বলে। (গ)

"হিংস্রজন্তু সমীপঞ্চ ন গচ্ছেৎ দুঃখকারণং।
খলেন সার্দ্ধং মিলনং ন কুর্য্যাৎ শোককারণং॥
খলেন মিত্রতাং হিত্বা তেন সঙ্গং নিরন্তরং।
মূর্খেন সঙ্গং হিত্বা চ গচ্ছ সজ্জন-সন্নিধৌ।"

হিংস্রপ্রাণীর নিকট গমন করিলে প্রাণবিনাশাদি দুঃখ উপস্থিত হইতে পারে, অতএব হিংস্রজন্তুর নিকট গমন করা কর্ত্তব্য নহে। আর খলের সহিত মিলনেও অশেষ শোকপ্রাপ্ত হইতে হয়; এ নিমিত্ত খলের সঙ্গ কর্ত্তব্য নহে। যদি নিজের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে খলের সহিত মিত্রতা ও তৎসঙ্গ এবং মূর্খ ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, সজ্জন-সন্নিধানে গমন কর।

৪। পাপিষ্ঠ-সংসর্গ।

"নিষিদ্ধকর্ম্ম-করণে পাপং ভবতি নিশ্চিতং"।

নরক-ভোগাদি বিষম অনিষ্টের হেতু বলিয়া শাস্ত্রে যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার নাম "নিষিদ্ধ কর্ম্ম"—যথা ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ইত্যাদি। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহাকে 'পাপী' বলা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ী চট্টোপাধ্যায়।

(গ) "বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায় শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্য, সাধোর্বিপরীতমেতৎ, জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়॥
"তুষ্যন্তি ভোজনে বিপ্রা ময়ূরা ঘন-গর্জ্জিতে।
"সাধবঃ পরসম্পত্তৌ খলাঃ পরবিপত্তিষু॥
"খলোঽবলোকতে দোষান্ গুণপূর্ণেষু বস্তুষু।
"বনে পুষ্পফলাকীর্ণে পুরীষমিব শূকরঃ॥"
বিষাগ্নি সর্প শস্ত্রেভ্যো ন তথা যায়তে ভয়ং।
অকারণ-জগদ্বৈরি-খলেভ্যো জায়তে যথা॥
দ্বিজিহ্বমুদ্বেগকরং ক্রূরমেকান্ত দারুণং। খলস্য হাস্য-বদনং অপকারায় কেবলং॥
প্রাক্ পাদয়োঃ পততি খাদতি পৃষ্ঠমাংসং। কর্ণেকলং কিমপি রৌতি শনৈর্বিচিত্রং।
ছিদ্রংনিরূপ্য সহসা প্রবিশত্যশঙ্কঃ, সর্ব্বং খলস্যাচরিতং মশকঃ করোতি॥
গ্রীষ্মে সূর্য্যাংশু-সন্তপ্তমুদ্বেজনমনাশ্রয়ং। মরুস্থলমিবাত্যুগ্রং ত্যজেৎ দুর্জ্জনসঙ্গতিং॥
নিশ্বাসোদ্গীর্ণ হুতভুক্ ধূম-ধূম্রীকৃতাননৈঃ। বরমাশীবিষৈঃ সঙ্গং কুর্য্যান্নত্বেব দুর্জ্জনৈঃ॥
খলানাং কণ্টকানাঞ্চ দ্বিবিধৈব প্রতিক্রিয়া। উপানন্মুখভঙ্গো বা দূরতো বা বিসর্জ্জনং॥

আমি দুই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বিশেষ মনোযোগের সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে "আমি"-জ্ঞান কদাচই মায়া বা ভাণ মাত্র নহে, ইহা অত্যন্ত ভিতরের; সমস্ত উপাধি যাইলেও ইহা বর্ত্তমান থাকে। আমার শরীর, আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহ, আমার মন, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান অনুভব-সিদ্ধ। সুতরাং 'আমি' ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র; যদি আমি স্বতন্ত্র না হইতাম, তাহা হইলে কদাচ আমার শরীর, আমার মন, আমার চিন্তাদি, এরূপ অনুভব হইত না। আমি ও আমার দ্রব্য এক হইতে পারে না। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সকলই আমার জ্ঞান-বিষয়, সকলই পরিবর্ত্তনশীল, সকলই আমার ভোগ্য, আমি ভোক্তা এবং পরিবর্ত্তনশীল সমুদয় পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া, সকল পরিবর্ত্তনেরই আমি দ্রষ্টা এবং আমি নিত্য। এই যে নিত্য আমিত্বের অনুভূতি, ইহাদ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, ইহা সর্ব্বভূতে এক নহে। এক হইলে, 'আমি' এ প্রকার অনুভব কখনই সম্ভব হইত না। কেননা 'আমি'-জ্ঞানই 'তুমি' প্রভৃতি জ্ঞানের পরিচায়ক ও ভেদ-ব্যপদেশক। আমা হইতে স্বতন্ত্র কোনও বস্তু না থাকিলে 'আমি' ইত্যাকার অনুভূতি একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িত। আমাতে সংযুক্ত সমস্ত উপাধি ছাড়িয়া দিলেও 'আমি' থাকি। সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত এই 'আমি'ই বেদান্তের ব্রহ্ম। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া শঙ্কর বলিতেছেন,—

অহং শব্দেন বিখ্যাত একএব স্থিতঃপরঃ।
স্থূলস্বনেকতাং প্রাপ্তঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩১।

আত্মা দেহাতীত, অহং-শব্দ-লক্ষিত এবং 'আমি' ইত্যাকার জ্ঞান হইলে যাঁহাকে বোধ করা যায়, তিনিই আত্মা। আত্মা এক, কিন্তু স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ভেদে দেহ অনেক। দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত বলিয়া আত্মা কখনই দেহময় বা দেহজাত হইতে পারে না।

অহং দ্রষ্টৃতয়া সিদ্ধো দেহো দৃশ্যতয়া স্থিতঃ।
মমায়মিতি নির্দ্দেশাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩২॥

অহং ('আমি') প্রত্যয়ের অবলম্বনীভূত আত্মা দ্রষ্টা। আমি শুনিতেছি, আমি দেখিতেছি, ইত্যাদি অনুভব আত্মারই হইয়া থাকে; এইরূপ আমি দেখিতেছি, ইত্যাদিরূপে অনুভূত সমস্ত দ্রব্য আমা হইতে ভিন্ন। সোপাধিক দ্রষ্টা ও দৃশ্য কখনই এক হইতে পারে না; এবং "ইহা আমার" ইত্যাকার জ্ঞান যে দ্রব্যের প্রতি প্রযুক্ত হয়, সেই দ্রব্য হইতে আমি যে ভিন্ন, ইহা স্বভাবতঃই অনুভূত হয়। যেমন "আমার ঘট" এইরূপ প্রয়োগে ঘটে

কেবল আমার সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয়, কদাচই "আমি ঘট" এইরূপ অভেদ-জ্ঞান হয় না, সেইরূপ "আমার দেহ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে, দেহেতে আপন সম্বন্ধ প্রকাশ পায়; কিন্তু দেহের সহিত আত্মার ঐক্য প্রতীত হয় না; অতএব কিরূপে আত্মা দেহজাত বা দেহময় হইবেন? দেহের সহিত আত্মার সংযোগ যে দুঃখের কারণ, তাহা পরে দেখাইব।

অহং বিকারহীনস্তু দেহো নিত্যং বিকারবান্।
ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৩।

"আমি" এইরূপ জ্ঞানের বিষয়ীভূত আত্মা বিকারহীন; কিন্তু দেহ সর্ব্বদাই বিকার-প্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, শরীরাদি সর্ব্বক্ষণই পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনের অবলম্বন এক নিত্য 'আমি' থাকে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া পরিবর্ত্তন ঘটে। সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে "আমি সেই" ইত্যাকার জ্ঞান এই আমিত্বেরই পরিচায়ক। দেহ বিকারী, "আমি" স্বরূপতঃ বিকারী নই, ইহা সাক্ষাৎ প্রতীত হয়; সুতরাং পুরুষ কখনই দেহময় বা দেহজাত নয়।

শঙ্করাচার্য্য এখানে দেহাদিতে অভিমানী ভাণ-জীবত্বকে মিথ্যা মায়া মাত্র দেখাইয়া, নিত্য জীবকেই ব্রহ্ম স্বরূপ দেখাইলেন।

এক্ষণে এই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য "অহং"—ইনিই ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অনুভব, যুক্তি ও শাস্ত্র, সকলেই সমস্বরে জানাইতেছে যে "আমি" ইত্যাকার জ্ঞান সকল সময়েই থাকে, ইহার কোনও বিকার নাই, ইহা নিত্য; তবে ইহাতে ইহা ব্যতীত অন্য যাহা যাহা সংযুক্ত হয়, তাহার বিকার আছে। কেন সংযুক্ত হয়, পরে বলা হইবে; কিন্তু "সংহত" পদার্থ যে বিকারী, তাহা সাক্ষাৎসিদ্ধ। পরে বিচার করিয়া দেখিব, এই দ্রষ্টা নিত্য-অহং (আত্মা) এক কি অনেক। যদি এক হয়েন, তবে সাধারণতঃ যেরূপ অর্থে 'ব্রহ্ম' শব্দটী ব্যবহৃত হয়, ইনিই সেই ব্রহ্ম; কিন্তু যদি এক না হয়েন, তবে যখন ইঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তখন সেরূপ অর্থে 'ব্রহ্ম' ব্যবহার করা হয় না। আধুনিক মায়াবাদীগণ শ্রুতির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না, এই জন্যই "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইত্যাদি অদ্বৈত-শ্রুতির সাহায্যে "আমিই ব্রহ্ম" ইহার অর্থ আমি সর্ব্বজীবের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্, এইরূপ মনে করেন। ব্রহ্ম শব্দে যে ভগবান্ নয়, একথা স্বয়ং ভগবানই বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্যচ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭।
[গীতা, ১৪শ অধ্যায়।]

আমিই অমৃত ও অব্যয়স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আমারই একাংশ ব্রহ্ম, অপরাংশ প্রকৃতি; এজন্য শাশ্বত ধর্ম্মের আশ্রয়ও আমি, আর তজ্জনিত ঐকান্তিক সুখেরও

আকর আমি। এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিলেন যে, তিনি অব্যয় নিত্য ব্রহ্মের আশ্রয়। আধার ও আধেয় কখনই এক হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম ও ভগবান কখনই অভেদভাবে এক হইতে পারেন না। ভগবান ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যযুক্ত—সগুণ; ব্রহ্ম নিরৈশ্বর্য্য—নির্গুণ। ব্রহ্ম নিত্য স্বরূপস্থ, সুতরাং ব্রহ্ম ব্রহ্মই; ঈশ্বর তটস্থে ভগবান, স্বরূপে ব্রহ্ম। এইভাবে ভগবান বা ঈশ্বরে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। "প্রতিষ্ঠা" কথার অর্থ শঙ্কর করিয়াছেন "প্রতিতিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি", যাহাতে কোনও বস্তু থাকে, সে সেই বস্তুর প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। সোপাধিক আশ্রয়-আশ্রিত অভেদ-ভাবে থাকিবে কিরূপে? সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই ভাবে (আধার-আধেয়-ভাবে) ব্রহ্ম ও ভগবান্ অভিন্ন নহেন। কঠোপনিষদেও দেখিতে পাই,——

যস্য ব্রহ্মচ ক্ষেত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং কইত্থাবেদ যত্র সঃ ॥ [২য়া বল্লী-কঠ।]

অর্থাৎ যিনি মৃত্যুর সাহায্যে ব্রহ্ম ও প্রকৃতিকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করেন, সেই পরমাত্মাকে সাধনহীন অজ্ঞানীরা কিরূপে জানিবে? বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম নিত্য, তদ্ব্যতীত সকলই মায়া, সকলই অনিত্য; তিনি সকল জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সাক্ষী স্বরূপ বর্ত্তমান থাকেন। পুরুষ নিত্য, সুতরাং পুরুষই ব্রহ্ম। ভগবান্ হইতে ইনি পৃথক্। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, পুরুষ দুই প্রকার, নিত্য ও অনিত্য। ঈশ্বর এই নিত্য ও অনিত্য পুরুষের অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা, ইনি পরমাত্মা। আত্মা জীব-চৈতন্য, তিনি ব্রহ্ম; পরমাত্মা সেই আত্মার অধিষ্ঠান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য ও অনিত্য পুরুষের কথা বলিয়াছেন;—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ"।
"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥"

বেদান্ত কেবল ক্ষর পুরুষের অনিত্যতা দেখাইয়া, শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত নিত্যপুরুষকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। নিত্য জীবকেই বেদান্ত যদি ব্রহ্ম না বলিতেন, তবে এই প্রাতিভাসিক অনিত্য জীবের প্রতিষ্ঠা নিত্য-জীব-ভাব "আমি" কোথায় থাকিবে? ছায়া অবশ্যই বস্তুর অনুরূপ হইবে। নিত্য জীব না থাকিলে, মায়িক জীব কদাচই সম্ভাবিত নহে। জীব স্বরূপতঃ সনাতন। বিভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন,—

মমৈকাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। [গীতা।]

যতই শাস্ত্র আলোচনা করিবেন, এই মায়াবাদের ভ্রম দেখিয়া ভক্তিমান্ হইতে সক্ষম হইবেন; নতুবা শুষ্কজ্ঞানে দুর্ব্বলতা ও নাস্তিকতা যুগপৎ আক্রমণ করিয়া ঘোরতর অজ্ঞান-রূপ অন্ধকূপে পাতিত করিবে। পুনর্ব্বার গীতাবাক্যে দেখিতেছি, জীব নিত্য, ভগবান্ সমস্ত জীবের অধিনায়ক।—

যস্মাৎক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদেচ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

আমি (ঈশ্বর) পূর্ব্বোক্ত অনিত্য মায়িক পুরুষের অতীত এবং নিত্য চিন্ময় জীব-সমূহের নিয়ন্তা, এই নিমিত্ত সংসারে এবং বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলে।

চিন্ময়, প্রকৃতির অধীশ্বর ভগবান্‌ই চিৎ-কণা জীব সমূহের নিয়ন্তা ও ভর্ত্তা স্বরূপ। শ্রুতিতে দেখিবেন,—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৩ ॥

[শ্বেতাশ্বতর, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।]

যিনি সমস্ত নিত্য জীবের মধ্যে নিত্য—অর্থাৎ প্রধান, সমস্ত চেতনাশালীদিগের চৈতন্য-প্রদাতা, জগজ্জীবের যিনি এক মাত্র কর্ম্মফল-প্রদাতা, সেই সাঙ্খ্যযোগ-গম্য পরমাত্মা পরমেশ্বরকে জানিলে, জীব সর্ব্বপ্রকার মায়া-পাশ হইতে মুক্ত হয়।

মোক্ষই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রকৃতির বন্ধন হইতে জীবের কিসে মুক্তি হইবে, তাহাই বেদান্ত প্রভৃতি সমস্ত দর্শন দেখাইবার জন্য প্রকৃতি হইতে ভিন্ন চিন্ময় পুরুষকে দেখাইয়াছেন, এবং প্রকৃতির সহিত সংযোগই যে দুঃখের কারণ, তাহাও দেখাইয়াছেন। চিন্ময় সাক্ষী স্বরূপ পুরুষকে কখনও বেদান্ত অনিত্য বা মায়িক বলেন নাই।

"শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুমান্"—ভগবান্ কপিল সাঙ্খ্যদর্শনে এই সূত্রে দেখাইয়াছেন, পুরুষ শরীরাদি হইতে ভিন্ন। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ হইতে "আমি" যথার্থই ভিন্ন। জাগ্রদবস্থায় স্থূলদেহে আমি বর্ত্তমান থাকিয়া, স্থূল দেহেতে অভিমান বশতঃ "আমি গৌর" "আমি স্থূল" ইত্যাদি রূপ অনুভব করি; আবার স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহ অজ্ঞান হইয়া বিছানায় শয়ান থাকিলেও "আমি" সজ্ঞান থাকি! স্থূল শরীর অজ্ঞান হওয়ায়, আমার "আমি" জ্ঞানের কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। জাগ্রদবস্থায় আহৃত কর্ম্ম-সংস্কার আমি স্বপ্নাবস্থায় ভোগ করি। সুতরাং আমি স্থূল দেহ হইতে ভিন্ন। মন নানাবিধ ভোগ করিয়া থাকে, আমি তাহা দেখি মাত্র। মন কোনও বিষয়ে সুখী হইল, মনের সুখের সাক্ষীস্বরূপ আমি থাকিয়া তাহা অবলোকন করি; নতুবা মনের সুখ-দুঃখ আমি জানিতাম না। সুখ-দুঃখাদি মনের ধর্ম্ম, আমার ধর্ম্ম নহে; যদি আমার ধর্ম্মই হইত, তাহা হইলে আত্মা স্বয়ং সুখাত্মক হইয়া সুখভোগ করেন, এইরূপ "কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-বিরোধ" হইয়া পড়িত, এবং আমার সুখবোধ হইতেছে, এরূপ অনুভব কখনও হইত না। যেমন শরীরে

আত্মজ্ঞান বশতঃ "আমি কৃশ" ইত্যাদি অনুভব হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিতে অধ্যাস বশতঃ আমার সুখবোধ হইতেছে, এইরূপ অনুভব হয়; বস্তুতঃ আমি সুখ ও দুঃখাদির দ্রষ্টা মাত্র। আমার মনকে আমি বশীভূত করিতে পারিতেছি না, আমার মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতেছে, এইরূপ অনুভূতি হইতে জানা যায় যে, আমি মন প্রভৃতি হইতে ভিন্ন। আবার প্রগাঢ় স্বপ্নহীন সুষুপ্তিতে যখন চিত্তাদি অজ্ঞানে ডুবিয়া যায়, তখনও আমি বর্ত্তমান থাকিয়া সেই অজ্ঞানকে দর্শন করি; সেই জন্যই জাগিয়া স্মরণ হয় যে, আমি এতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম, অর্থাৎ অজ্ঞানকে অনুভব করিতেছিলাম! অজ্ঞানের অনুভবকর্ত্তা যদি আমি না হইতাম, তাহা হইলে "এতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম" এরূপ জ্ঞান আমার কখনই হইতনা। অতএব আমি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির দ্রষ্টা স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত। এইজন্য আমরা সাংখ্যসূত্রে দেখিতে পাই,—ভগবান্ কপিল জীবের স্বরূপ নির্ণয় করাইবার জন্য বলিয়াছেন,—

"সুষুপ্ত্যাদি সাক্ষিত্বম্"।

শাস্ত্রান্তরে আছে,—

"জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিশ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন ব্যবস্থিতঃ ॥

ভগবান কপিল "ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়াৎ" সূত্রে আমি সুখ-দুঃখাদি-ধর্ম্মা চিত্তাদি হইতে ভিন্ন, ইহাই বুঝাইয়াছেন। বলিতে পারেন, পুরুষ যদি নির্ম্মল, নির্ব্বিকার, সাক্ষীস্বরূপ, তবে "আমি জ্ঞানী" "আমি সুখী" "আমি দুঃখী" ইত্যাদি প্রকার অনুভূতি কেন হয়? তাহার কারণ স্থিরভাবে আলোচনা করিলে সমস্তই বুঝিতে পারিবেন।

ভগবান্ পতঞ্জলি বলিতেছেন,—

"দ্রষ্টা দৃশিঃ মাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ"

পুরুষ দ্রষ্টা, চিন্মাত্র, স্বয়ং নির্ম্মল ও নির্ব্বিকার হইয়াও বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া, বুদ্ধিতে অধ্যাস বশতঃ স্বয়ং দেখিয়া থাকেন।

বুদ্ধি কি? পুরুষ যাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিয়া থাকেন, তাহাই বুদ্ধি বা দৃশ্য। বুদ্ধি বিষয়াকার বা চিত্তবৃত্ত্যাকার গ্রহণ করে ও পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, বুদ্ধির বিষয়-রাগ তাহাতে ফলিত হয়, সেই জন্য "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অনুভব হয়। সাঙ্খ্যসূত্রেও দেখি,—

"উপরাগাৎ কর্ত্তৃত্বং চিৎসান্নিধ্যাচ্চিসান্নিধ্যাৎ" ॥

(১৬৪, সাং, ১ম অধ্যায়)

পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ হইলেই, প্রকৃতির ধর্ম্ম পুরুষে এবং পুরুষের ধর্ম্ম

প্রকৃতিতে সংযুক্ত হয়। সেই জন্য "আমি কর্ত্তা" "আমি সুখী" "আমি দুঃখী" ইত্যাদি-রূপ অনুভব হইয়া থাকে। এই পুরুষ নিতান্ত নির্গুণ। জ্ঞান, সত্ত্বা বা আনন্দ ইহার গুণ নহে। যদি ইনি গুণপদার্থ হইতেন, তাহা হইলে ইহাঁতে প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সংযুক্ত হইতে পারিত না। গুণপদার্থে কখনই গুণ থাকিতে পারে না। তিনি স্বপ্রকাশ, স্বরাট্ ও অনাশ্রিত বিধায়, গুণাত্মক নহেন। গুণ সর্ব্বদাই আশ্রিত, কখনও অনাশ্রিত থাকিতে পারে না, এবং গুণের আশ্রয় গুণও হইতে পারে না; সুতরাং গুণ নির্গুণ পুরুষেরই আশ্রিত।

সেই জন্যই শাস্ত্র বলেন,—

জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্ম্মো নির্গুণো বা কথঞ্চন।
জ্ঞানস্বরূপ এবাত্মা নিত্যঃ পূর্ণঃ সদাশিবঃ॥

জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম বা গুণ নহে, তিনি জ্ঞানরূপী, নিত্য এবং সর্ব্বদাই মঙ্গলময়।

সাঙ্খ্যসূত্রেও দেখিবেন,—

"নির্গুণত্বান্নচিদ্ধর্ম্মা"॥

শ্রুতিও "কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি বাক্যে আত্মার নির্গুণতাই প্রমাণ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।

যাভা বা যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম।

ভারত-সমুদ্রস্থ দ্বীপপুঞ্জমধ্যে যাভা বা যবদ্বীপ একটি দ্বীপ। প্রাচীনকালে হিন্দুরা এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে যব উৎপন্ন হইত বলিয়া উহার নাম 'যবদ্বীপ' রাখিয়াছিলেন; কালে যবদ্বীপ অপভ্রংসে "যাভা-দ্বীপ" নাম ধারণ করিয়াছে। হিন্দুরা এইক্ষণে যেরূপ ভারতবর্ষের বহির্ভাগে স্বীয় ধর্ম্মপ্রচার বা উপনিবেশ-স্থাপন করিতে সংপূর্ণ অনিচ্ছুক ও অশক্ত, পূর্ব্বে তাঁহারা সেরূপ ছিলেন না। যে মহাশক্তি-প্রণোদিত হইয়া ইউরোপবাসীরা আসিয়া, আফরিকা ও আমেরিকা মহাদেশে ধর্ম্ম ও রাজ্য-বিস্তারে অগ্রসর হইতেছেন, প্রাচীন ভারত সেই শক্তির বলেই ভারতসমুদ্রস্থ দ্বীপপুঞ্জে এবং শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ও চীন প্রভৃতি দেশে আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, স্বাধীন শ্যাম-প্রদেশে এখনও হিন্দু-মন্দির ও ব্রাহ্মণ আছেন। ব্রহ্ম-রাজধানী মন্দালয়েও ব্রাহ্মণ

অধিবাসী রহিয়াছেন। ভারতের প্রাচীনশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে। পরদেশে উপনিবেশ করা দূরে থাকুক, তাঁহারা এখন স্বদেশেও পরাধীন। অন্যজাতিকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করা দূরে থাকুক, তাঁহারা এক্ষণে স্বীয় ধর্ম্মরক্ষণেই অসমর্থ। হিন্দুদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সমস্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় উপনিবেশ হইতে হিন্দু-আধিপত্য ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়াছে।

যাভাদ্বীপের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, যাভাদ্বীপ একসময়ে সংপূর্ণই হিন্দু-রাজ্য ছিল। এখনও যাভাদ্বীপে দেবনাগরাক্ষর প্রচলিত আছে। এখনও "ভারত-যুদ্ধ" "অর্জ্জুন-বিবাহ" প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ অধিবাসিগণের আদরের জিনিস। এখনও তাহাদের মজ্জায় মজ্জায় হিন্দু-ভাবের মৃদুপ্রবাহ বহিতেছে। যাভাদ্বীপে আগ্নেয় গিরির উৎপাত প্রবল, এবং তাহার আগ্নেয় নিঃস্রবেই কালে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত হইয়াছিল। এখন ভূমি-খননাদি দ্বারা উক্ত মন্দিরাদি সময়ে সময়ে আবিষ্কৃত হইতেছে। এ সমুদায় মন্দিরাদির বৃত্তান্ত অবগত হইলে, হিন্দুজাতির অতুল্য প্রাচীন গৌরব-স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইয়া অসীম আনন্দ প্রদান করে।

হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান প্রচারকগণ বা হিন্দু-সমাজ-নেতৃগণ কেবল বৃথা বাগ্বিতণ্ডাতেই কালাতিপাত করেন। তাঁহারা পৈত্রিক সম্পত্তি বর্দ্ধন করা দূরে থাকুক, রক্ষণের চেষ্টাও করেন না। যাভার ন্যায় মনোরম্য দ্বীপ পৃথিবীতে খুব কম আছে। যদিও যাভায় আগ্নেয় গিরির উৎপাত আছে, তথাপি যাভা ভারতবর্ষের ন্যায় নিত্য সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা। ধান্য, ইক্ষু, নারিকেল; তাল, আলু, কপি ইত্যাদি তথায় সুপ্রাপ্য। জল-বায়ু ভারতেরই সমতুল্য। পশ্বাদিও ভারতের ন্যায়। চাউলই যাভাদ্বীপের প্রধান খাদ্য। এই সুন্দর দেশ এখন ওলন্দাজদিগের অধিকৃত। হিন্দুদের হস্ত হইতে মুসলমানের হস্তে,—পরে ক্রমশঃ নানা রাষ্ট্রবিপ্লবের পর এক্ষণে ওলন্দাজের অধিকৃত। এখনও যাভার সামান্য দুটী অংশ নাম-মাত্র স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আছে। যাভা-বাসীদের ধর্ম্ম এক্ষণে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মিশ্রণে গঠিত; তবে অধিকাংশই 'মুসলমান' বলিয়া পরিচিত। এই রাজ-বিপ্লব ও ধর্ম্ম-বিপ্লব সত্ত্বেও যাবাবাসীগণ পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী, কিন্তু হিন্দুদের ন্যায় দুর্ব্বল ও পরপদ-দলিত। ভারতবর্ষ যেরূপ বৃটিশ-রাজত্বের ভূষণস্বরূপ, ওলন্দাজ-রাজত্বে যাবাদ্বীপও তদ্রূপ। বর্ত্তমানে যাবাদ্বীপে গমনাগমনের অসুবিধা নাই; ইংরাজ বা ওলন্দাজের জাহাজে অনায়াসে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিয়া, এক্ষণে কোন মহাত্মা এই দ্বীপে পুনঃ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুভাব-প্রচারে অগ্রসর হইবেন কি?

গোলকে (১) সর্ব্ব-দেব-দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

বিবিধ।

(দক্ষরাজ)

পুরাণ মতে ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টি-কামনায় মহর্ষি বশিষ্ঠ আদি যে সকল মানস-পুত্র সৃষ্টি করেন, তাঁহাদিগের নাম প্রজাপতি। এই প্রজাপতিগণের মধ্যে একজনের নাম দক্ষ। এই দক্ষ 'দক্ষরাজ' বলিয়া অভিহিত। দক্ষরাজ অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, প্রভৃতি ২৭টি কন্যা চন্দ্রদেবকে দান করেন। (২)।

এই ২৭ কন্যা চন্দ্রের ২৭ গৃহিণী বলিয়া গণ্য। চন্দ্রদেব গৃহিণীগণের মধ্যে নিরুপমা রোহিণীদেবীর পক্ষপাতী হইলেন। অপর কন্যাগণ পিতৃসদনে চন্দ্রদেবের কুব্যবহার নিবেদন করিলেন। দক্ষরাজ তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রদেবের বিনাশ কামনায় চন্দ্রদেবকে অভিশাপ দিলেন,—"মূঢ়! সত্বর রাজযক্ষ্মা (ক্ষয়কাশ) রোগ গ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হও"। চন্দ্রদেব তৎক্ষণাৎ রাজযক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়া দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। প্রতিদিন ১ কলা কমিতে লাগিল। পক্ষান্তে অমা-রজনীতে আকাশ চন্দ্র-শূন্য হইল। চন্দ্রমার সুধা-অংশু বিহনে লোকে হাহাকার করিয়া উঠিল। ব্রহ্মা-আদি দেবগণের অনুরোধে দক্ষরাজ নিরস্ত হইয়া চন্দ্রদেবের অভিশাপের এই মাত্র পরিবর্ত্তন করিলেন যে, অদ্য হইতে চন্দ্রদেবের এক এক কলা প্রতি তিথিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমা-প্রাপ্তি হইবে; কিন্তু আবার পূর্ণিমা-অন্তে কলা-ক্ষয় হইবে। এইরূপে প্রতিমাসে কলা-ক্ষয় ও কলা-বৃদ্ধি হইবে। চন্দ্রদেব অভিশাপ হইতে চিরমুক্ত হইবেন না। ব্রহ্মাদি দেবগণ দক্ষরাজের এই প্রসাদেই সন্তুষ্ট হইতে স্বীকার করিলেন। চন্দ্রদেব

(১) গোলক শব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা জগৎ।

বিশ্বগোলক, গোলকব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বজগৎ, জগৎব্রহ্মাণ্ড, এইরূপ যৌথ-প্রয়োগ সচরাচর হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র প্রয়োগও আছে, যথা—বিশ্বেষাং গোলকং নিত্যং নিত্যো গোলোক এবচ।—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ডে ২।৫

দৃষ্ট্বা ডিম্বংচ সা দেবী হৃদয়েন বিদূয়তা। উৎসসর্জ্জ কোপেন ব্রহ্মাণ্ডং গোলকে জলে। ঐ ২।৫০

"যদ্রূপং গোলকং ধাম তদ্রূপং নাস্তি মামকে" ইতি তন্ত্রং। "বভূব জলপূর্ণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ গোলকং। জন্মখণ্ড ৮৪।৮১

(২) অতি প্রাচীনকালে অয়নমণ্ডলে ২৮ নক্ষত্র গণনা হইত, কিন্তু জ্যোতিষের উচ্চতর অনুশীলন আরম্ভ হইলে, অয়নমণ্ডলকে ৩৬০ অংশে বিভক্ত করা হইল। প্রতি নক্ষত্র ১২$\frac{৭}{৮}$ অংশ হইল এবং নক্ষত্রের এক পদে ৩$\frac{৭}{৩২}$ অংশ পড়িল। নক্ষত্রের দ্বিপদে ৬$\frac{৭}{১৬}$ অংশ পড়িল। এই সকল বিষম অঙ্ক দ্বারা জ্যোতিষ গণনা বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিল। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সমবেত হইয়া বিষতুল্য অভিজিৎ নক্ষত্র ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়া ২৭ নক্ষত্র রাখিলেন; ইহাতে প্রতি নক্ষত্রে ১৩$\frac{১}{৩}$ অংশ হইল। নক্ষত্রের একপদে ৩$\frac{১}{৩}$ অংশ, দ্বিপদে ৬$\frac{২}{৩}$ অংশ ত্রিপদে ১০ অংশ পড়িল। গণনায় সরলতা হইল। (Brennand's Hindu Astronomy) এতদ্ভিন্ন আমাদের আরও বিবেচনা হয়, অতি প্রাচীনকালে ২৮ নক্ষত্র ছিল, কিন্তু ১৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন অভিজিৎ নক্ষত্রে ধ্রুববিন্দু পতিত হইল, তখন অভিজিৎ ধ্রুব নাম পাইলেন। গতিকে অয়নমণ্ডলের ২৮ নক্ষত্রের ১টী কমিয়া ২৭টী হইল। সকল পুরাণ-মতেই দক্ষের ২৭ কন্যা বর্ণিত; ইহাতে বোধ হয় পৌরাণিকের যুগের বহুপূর্ব্বে অভিজিৎ ত্যক্ত হইয়াছে।

শ্বশুর-কৃত অভিশাপ-ফলে অদ্যাপি এক পক্ষে ক্ষয় এক পক্ষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন। (৩) বহুবিবাহক পতির প্রতিফল পক্ষে পক্ষে ক্ষয়প্রাপ্তি। অভিশাপ দ্বারা ক্ষয়রোগ জন্মিতে পারে, এবং বরদানে কলা-বৃদ্ধিও অসঙ্গত নহে; কিন্তু প্রতিনিয়ত পর্য্যায়ক্রমে কলাক্ষয় ও কলাবৃদ্ধির কারণ নিত্য ভিন্ন নৈমিত্তিক হইতে পারে না; সুতরাং এই ব্যাপারের গূঢ় রহস্য অবশ্যই আছে।

দক্ষরাজ অপর কন্যা সতীদেবীকে রুদ্রদেবকে দান করেন। (৪) কন্যাদান-পরে বিশ্ব-স্রষ্টাদিগের যজ্ঞে দক্ষরাজ শিব-নিন্দা করেন। শ্বশুরকৃত নিন্দাবাদ শ্রবণে রুদ্রদেব নীরব থাকিলেও, শিব-সহচর নন্দীশ্বর উচিত উত্তরবাদে দক্ষ-নিন্দা করিয়াছিলেন। তদাক্রোশে দক্ষরাজ রুদ্রদেবের অবমাননা-কামনায় বৃহস্পতি-যজ্ঞ উপলক্ষ্যে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল নিমন্ত্রণ করিয়া, কেবল জামাতা রুদ্রদেব শিবকে অনিমন্ত্রিত রাখিলেন।

খেচর-মুখে পিতৃআলয়ে যজ্ঞ-সমারোহ-সংবাদ শ্রবণে সতীদেবী বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃ-গৃহে যাইতে অভিলাষ করিলেন। পশুপতি দক্ষরাজের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত ছিলেন। সতীদেবীকে বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু পিতৃগৃহাভিলাষিণী নারীকে কে নিবারণ করিতে সক্ষম? গৃহ-যুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয় পরাভূত হইলেন। সতীদেবী স্বেচ্ছাক্রমে পিতৃভবনে যাত্রা করিলেন। বামা-সুলভ চঞ্চলতা-বশে সতীদেবী পিতৃভবনে উপনীতা হইলেন; কিন্তু নির্য্যাতন-কুশল পিতৃদেব দক্ষরাজ সতীদেবীকে বাৎসল্যোচিত সম্ভাষণ করিলেন না।

যজ্ঞস্থলে শিব ব্যতীত সকল দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ সভাসীন ছিলেন। সভাস্থলে হতাদরা হইয়া সতীদেবী যোগবলে দেহ ত্যাগ করিলেন। নারদ-মুখে সতীদেবীর দেহত্যাগ-বার্ত্তা শ্রবণে রুদ্রদেব ক্রোধান্ধ হইয়া স্বীয় জটামণ্ডল হইতে একটী জটা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ জটা হইতে রুদ্রঅবতার রুদ্রপরাক্রম বীরভদ্রদেব আবির্ভূত হইলেন। বীরভদ্র শিব-গণ সহ রণ-সজ্জায় দক্ষালয়ে উপনীত হইলেন। রুদ্রাবতার বীরভদ্রের সমরে দেবগণ পরাস্ত হইলেন। দক্ষ-যজ্ঞ ভঙ্গ হইল। রুদ্র-

(৩) ইতি পাদ্মে স্বর্গখণ্ডং।

(৪) শ্রীমদ্ভাগবত ৪।১—৫

সেনাপতি বীরভদ্র ক্রোধান্ধ হইয়া দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদনে ও মহর্ষি ভৃগুর শ্মশ্রু উৎপাটনে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু অতি কষ্টে কণ্ঠ ও শ্মশ্রু ছিন্ন হইল। পরে দেবগণের কাতরতায় আশুতোষ দক্ষ-স্কন্ধে ছাগমুণ্ড আরোপণে দক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন। পতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ অসম্ভব নহে ; কিন্তু মানবদেহধারী দক্ষরাজ-স্কন্ধে ছাগমুণ্ড-যোজনা অনৈসর্গিক ব্যাপার। অতএব এই দক্ষযজ্ঞ ব্যাপারের অবশ্যই কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। এই দক্ষ-রাজ কে ? তাঁহার ২৭ কন্যাই বা কে ? চন্দ্রদেবই বা কে ? সতীদেবীই বা কে ? রুদ্র-দেবই বা কে ? এবং বৃহস্পতি-যজ্ঞই বা কি ? আর ছাগমুণ্ডই বা কি ? চন্দ্র-শাপ ও দক্ষযজ্ঞ পাঠে এই কয়েকটী প্রশ্ন সহজেই হিন্দুজাতির মনে উদিত হয়। আমরা এই প্রবন্ধে জ্যোতিষতত্ত্ব-মতে পুরাণোক্ত চন্দ্রশাপ ও দক্ষযজ্ঞ ব্যাপারের রূপক-রহস্য ভেদ করিতে যত্ন করিব।

আমরা রাশিচক্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, রাশিচক্রে চন্দ্র-গৃহিণী অশ্বিণী-ভরণী-কৃত্তিকা-রোহিণী প্রভৃতি ২৭টী নক্ষত্র দীপ্যমান রহিয়াছে। এই ২৭ নক্ষত্র মধ্যে রোহিণী সর্ব্বাপেক্ষা রূপলাবণ্যবতী। প্রাচীন কালে এই ২৭ নক্ষত্রময় রাশিচক্রে চন্দ্রদেবের পরিভ্রমণ দ্বারা চান্দ্রমাস গণনা হইত বলিয়া চন্দ্রদেবের তারা-পতি নাম। কারণ ২৭ নক্ষত্রময় রাশিচক্রে রুদ্রদেবের পরিভ্রমণ দ্বারা বৎসর গণনা হইত বলিয়া রুদ্রদেব-গৃহিণীর নাম তারা, এবং ২৭ নক্ষত্রময় রাশিচক্রে বৃহস্পতিদেবের পরিভ্রমণ দ্বারা বার্হস্পত্য বর্ষ গণনা হইত বলিয়া বৃহস্পতির গৃহিণীর নামও তারা, এবং আদিত্যদেব শ্রীহরি (৫) রাধা-কান্ত (৬) বলিয়া বর্ণিত। চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির নৈসর্গিক কারণ আছে, ইহা জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠে সকলেই জানিতে পারেন ; সহজ জ্ঞানে সকলেই বুঝিতে পারেন।

পুরাণ-লিখিত দক্ষশাপে চন্দ্রের কলার হ্রাস-বৃদ্ধি, প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ বলিয়া কেহই বিশ্বাস করেন না। পৌরাণিক মহর্ষিগণ রহস্যচ্ছলে এই নৈসর্গিক ব্যাপারটী রূপকে পরিণত করিয়াছেন মাত্র। এই রূপকে দক্ষরাজ, রাশিচক্র, ২৭ নক্ষত্র, চন্দ্র-পত্নী রোহিণীনক্ষত্রের রূপ-লাবণ্য অনর্থের মূল। চন্দ্রদেব উপগ্রহ চন্দ্রের বিম্ব।

এইরূপ সতীর দেহত্যাগ ব্যাপারটীও রূপক মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি, পুরাণে রাশিচক্র দক্ষরাজ নামে অভিহিত। এই দক্ষরাজ-কন্যা কন্যারাশি, এবং এই কন্যারাশিস্থ চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী হইতে চৈত্রাদি বর্ষগণনা হয়, এবং এই চৈত্রাদি-বর্ষ 'সম্বৎ' নামে অদ্যাপিও সমস্ত দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আছে। চৈত্রাদিবর্ষের প্রারম্ভে সূর্য্যদেব (৭) মীনরাশিতে অবস্থিতি করেন, এবং রুদ্রদেব চৈত্র-পূর্ণিমায় সোমরূপে

(৫) পদ্মিনী-বল্লভো হরিঃ। ইতি শব্দরত্নাবলী।
(৬) রাধা বিশাখা পুষ্যেতু। ইতি অমরঃ।
(৭) যা শ্রীঃ সা গিরিজা প্রোক্তা যো হরিঃ সঃ ত্রিলোচনঃ। ইতি বরাহে।

কন্যারাশিস্থ চিত্রানক্ষত্রে অবস্থিতি করেন (৮)। রাশিচক্রস্থ যে রাশি হইতে কোন বর্ষ-গণনার সূত্রপাত হয়, সেই বর্ষ প্রচলন কালে ১২শ রাশির মধ্যে সেই রাশির প্রাধান্য হয়, এবং তৎসময়ে ঐ রাশি দক্ষরাজের উত্তমাঙ্গ বা মস্তক বলিয়া পরিগণিত হয়। চৈত্রাদি-বর্ষ গণনা কালে কন্যারাশি ও চিত্রা নক্ষত্রের প্রাধান্য ছিল, এবং এই দক্ষসুতা চিত্রা-তারা, তারা নামে রুদ্র-গৃহিণী ছিলেন। এই জন্যই আমরা পঞ্জিকাতে চিত্রা-তারার দশভূজা-মূর্ত্তি দেখিতে পাই। এই বর্ষ গণনা সময়ে রুদ্রদেব তারাপতি নামে দক্ষ-রাজের পূজ্য ছিলেন, এবং এই সময়ে দক্ষরাজ রুদ্রের প্রীতি-অর্থে বিশ্বসৃষ্টৃ যজ্ঞ করিতেন। কিন্তু মহর্ষি ভৃগু প্রমুখ ঋষিগণ বিশেষ কারণ বশতঃ চান্দ্রমাসে বৎসর-গণনা পরিত্যাগ করিয়া-রাশিচক্রে বৃহস্পতি গ্রহের পরিভ্রমণ দ্বারা বর্ষগণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। বিশ্বসৃষ্টৃ যজ্ঞ ত্যাগে দক্ষরাজ এক্ষণে বৃহস্পতি-যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। রুদ্রদেব বা তৎমূর্ত্তি সোমদেব দ্বারা বর্ষগণনা পরিত্যক্ত হইল বলিয়া দক্ষরাজের বৃহস্পতি-যজ্ঞে রুদ্রদেবের নিমন্ত্রণ অপ্রয়োজন হইল। রুদ্র-পত্নী সতী নাম্নী তারাদেবী পতির অবমাননায় দেহত্যাগ করিলেন। বার্হস্পত্য-বর্ষ-গণনা চলিতে লাগিল। বৃহস্পতি তারাপতি উপাধি গ্রহণে দেবগুরু বলিয়া পরিগণিত হইলেন। দ্বাদশবর্ষে বৃহস্পতিগ্রহ একবার ১২শ রাশি পরিভ্রমণ করেন। ইহাই প্রাচীন হিন্দু-জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত ছিল। সুতরাং বৃহস্পতির একরাশি-সংক্রমণ দ্বারা একবর্ষ পরিগণিত হইতে লাগিল। বার্হস্পত্য বর্ষের নাম 'সম্বৎসর'। কিছুকাল পরে মহর্ষিগণ দেখিলেন, বার্হস্পত্যবর্ষ-গণনা ভ্রমসঙ্কুল (৯)। এজন্য ঐ পদ্ধতি পরিত্যাগে চান্দ্র পদ্ধতি পুনঃ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত রূপকে পৌরাণিকগণ দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বার্হস্পত্য বর্ষ গণনা কালে কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতির সঞ্চারে জাতীয় মহোৎসব হইত। এ মহোৎসবের নাম হরিদ্বারের কুম্ভমেলা। এই কুম্ভমেলা দক্ষযজ্ঞের অঙ্গীভূত বলিয়া বোধ হয়, এবং এই সময়ে দক্ষরাজের কুম্ভ-মুণ্ড ছিল বলিতে হয়। (১০) শিব-দূত বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গকালে দক্ষরাজ-দেহ হইতে দক্ষমুণ্ডরূপ কুম্ভরাশি ছেদন করিল, এবং সেই সঙ্গে মহর্ষি ভৃগুর শ্মশ্রুরূপ 'ভৃগুসিদ্ধান্ত' সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র হইতে উৎ-পাটিত হইল। আবার চান্দ্রমাস-গণনা-পদ্ধতি ভারতে প্রচারিত হইল। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন-

(৮) মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ইতি শিবপূজা-পদ্ধতি।

(৯) পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অবধারণ করিয়াছেন যে, বৃহস্পতি গ্রহ ১১ বৎসর ১০ মাস ১৫দিন ৩৬ দণ্ড ৮ পলে একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে। বোধ হয় এই ১ মাস ১৫ দিনের তারতম্য হেতু দ্বাদশবর্ষাত্মিক বার্হস্পত্য বর্ষগণনা ভ্রমমূলক অনুভূত হইয়াছিল।

(১০) বার্হস্পত্য বর্ষ কোন্ রাশি হইতে গণিত হইত, ইহা নির্ণয় করা দুরূহ। কাশ্যপ-মতে চৈত্র হইতে বার্হস্পত্য বর্ষ গণনা হইত ; কিন্তু পরাশর-মতে কার্ত্তিক মাস হইতে গণনা হইত।

কামনায় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা চন্দ্রের কক্ষা, রাহু-কেতুর স্থিতি-স্থান এবং রাশিচক্রে চন্দ্র-সূর্য্যের স্থিতি-স্থান নিরূপণ করণার্থে বিশেষ কষ্ট লইয়াছিলেন। এই পর্য্যবেক্ষণ ব্যাপার সমুদ্র-মন্থন (১১) বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। সমুদ্র-মন্থনে বীরভদ্র-অসি-ছিন্ন কুম্ভরাশি ধ্বন্বন্তরিরূপে কলস-হস্তে আবির্ভূত হইলেন, এবং ধনু রাশির ৩০ অংশ অন্তরে নিজ পূর্ব্ব স্থান অধিকার করিয়া নব নামের সার্থকতা বিধান করিলেন, এবং চন্দ্র ও চন্দ্রের জ্যোৎস্নারূপিণী লক্ষ্মীদেবী যমজরূপে আবির্ভূত হইলেন, এবং আকাশমণ্ডলে যথাস্থানে স্থাপিত হইলেন। চান্দ্রমাস গণনা আরম্ভ হইল। চান্দ্র শ্রাবণাদি-বর্ষ গণনা প্রচলনে মকর রাশি দক্ষরাজের উত্তমাঙ্গ হইয়াছিলেন, এবং মকর রাশিস্থ শ্রবণা (কর্ণ) নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসীর প্রাধান্য হেতু দক্ষরাজের লম্বকর্ণ (ছাগ) (১২) মুণ্ড হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে চিত্রা তারায় রুদ্রদেবের অধিষ্ঠান ও অশ্বিনী নক্ষত্রে পৌর্ণমাসীর অধিষ্ঠান অবলম্বন করিয়া আশ্বিনাদি-বর্ষ প্রচলিত হইল। এবার হিমাচল-পতি দক্ষরাজ হিমালয়রাজ নাম এবং তারা সতী-দেবী উমাতারা পার্ব্বতী নাম ধারণ করিলেন। নব বর্ষের প্রথম দিনে বৎসররূপিণী ভগবতীর পূজা যুক্তিসিদ্ধ বটে। বাসন্তী ও শারদীয়া পূজার মূল এই। এক্ষণে সৌরমাস ও সৌরবৎসর-গণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াও হিন্দুগণ নববর্ষের প্রথমদিনে বৎসররূপিণী ভগবতীর পূজা পরিত্যাগ করেন নাই।

মহামতি উপাধ্যায়বর শ্রীযুক্ত মিঃ ব্রেন্নাণ্ড সাহেব সতীদেহ-ত্যাগ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিতে পারি না। তিনি বলেন (১৩) যে,—

খৃঃ পূঃ ২০০ শত অব্দে জ্যোতির্ব্বিদ্ আর্য্যভট্টের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধের ধর্ম্ম-বিপ্লবে জ্যোতিষশাস্ত্রের অবনতি ঘটিয়াছিল। মতিমান্ আর্য্যভট্ট জ্যোতিষশাস্ত্র পুনর্জীবিত করেন। ব্রাহ্মণগণের প্রিয়তম জ্যোতিষশাস্ত্রের অবনতি ও পুনরুত্থান ব্যাপার চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ সতীর দেহ-ত্যাগরূপ রূপক কল্পনা করিয়াছেন।

কালেই সৃষ্টি, কালেই লয়, এবং কাল হইতেই সমস্ত ব্যাপার উৎপাদিত। "কালোহি বলবত্তরঃ" এই মহৎ সত্য মুনি-ঋষিগণ প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। নতুবা শাস্ত্রে মহাকাল দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়া কেন কল্পিত হইবেন? এবং মহাকাল-পত্নী বৎসর দুর্গারূপে কেন কল্পিতা হইবেন? হিন্দুগণ কাল-

(১১) সমুদ্রমন্থন ও সমুদ্রশোষণ প্রভৃতি শব্দে সমুদ্র অর্থে আকাশ; জলধি নহে। নিরুক্ত শাস্ত্র—অন্তরীক্ষ নামানি—সগরসমুদ্রৌ। ১৪।১৫

(১২) বর্করঃ পর্ণভোজনঃ। লম্বকর্ণশ্চ মেনাদঃ। বুকাল্লায়ুঃ। শিবাপ্রিয়ঃ। ইতি শব্দরত্নাবলী।

(১৩) ১৪০ পৃষ্ঠা Hindu Astronomy by Mr. Brennand.

মাহাত্ম্য বিশেষ বুঝিয়াছিলেন, তাই রূপকে রাশিচক্রের দক্ষরাজ নাম ও কালাংশীভূত বৎসরের দেবী নাম হইয়াছে। দেব-মণ্ডলে মহাদেবের তাদৃশ প্রতিপত্তি ছিল না, ভাবিয়া, দক্ষরাজ যজ্ঞে সকল দেবের নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু দেব-দেব দুর্গা-পতি অনিমন্ত্রিত রহিলেন! দক্ষরাজের এই যজ্ঞ জ্যোতিষমূলক। দুর্গাদেবী পতির অবমাননা দর্শনে দক্ষ-গৃহে দেহত্যাগ করিলেন। এই রূপকের তাৎপর্য্য এই যে, প্রাচীনকালে রাশিচক্রে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র আদির স্থিতি-স্থান পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে বৎসর নিরূপিত হইয়াছিল, কালক্রমে রাশিচক্রে চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র আদির স্থান-বিপর্য্যয় হইয়া (অয়নাংশাদি-সংশোধন অভাবে) বৎসর ভ্রমসংকুল হইয়া পড়িল; সুতরাং বৎসরের সংস্কারের আবশ্যকতা হইল। দুর্গারূপিণী প্রাচীন বৎসর কাজেই দেহ ত্যাগ করিলেন। ক্রোধভরে দুর্গাপতি মহাকাল দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া, দক্ষ ও দেবগণের বিনাশ সাধন করিলেন, অর্থাৎ রাশিচক্রে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র আদির জ্যোতিষিক জ্ঞান রহিল না।

অবশেষে ব্রহ্মা সৃষ্টি-লোপের সম্ভাবনা দেখিয়া, মহাকালরূপ শিবের প্রীতি-সাধন করিলেন। শিব প্রীত হইলেন, এবং দক্ষযজ্ঞে বিনষ্ট দক্ষ ও দেবগণেরা সকলই পুনর্জীবিত হইলেন; (অর্থাৎ রাশিচক্রে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র আদির অনুসন্ধান হইতে লাগিল।) কিন্তু বীরভদ্র-ছেদিত দক্ষরাজের মুণ্ড পাওয়া গেল না; সুতিকে দক্ষদেহে ছাগ-মুণ্ড যোজিত হইল। এই লজ্জায় দক্ষ কাশীধামে বাস করিলেন। কাশীতে কথন কথন দক্ষরাজ দৃষ্টিগোচর হন। কিন্তু ছাগমুণ্ড ধারণে দক্ষরাজের মুখশ্রীতে বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হ্রাস হইয়াছে।

রূপকের শেষাংশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার পুনর্জীবন ব্যক্ত হইতেছে, এবং উজ্জয়িনী ও কাশীর জ্যোতির্ব্বিদ্ সম্প্রদায় দ্বয়ের মধ্যে বিবাদ সূচিত হইতেছে। উভয় পক্ষ-মধ্যে বিতণ্ডা এই ছিল যে, মেষরাশিস্থ বাসন্তী-ক্রান্তিপাত হইতে বৎসর-গণনা প্রশস্ত, অথবা মকরক্রান্তি হইতে বৎসর-গণনা প্রশস্ত। উজ্জয়িনী-সম্প্রদায় বাসন্তিক ক্রান্তিপাত অবলম্বনে আশ্বিন-পূর্ণিমা হইতে চান্দ্রমাস, এবং চান্দ্রমাস দ্বারা বৎসর-গণনার প্রাচীন পদ্ধতি ত্যাগ করিলেন না; কিন্তু কাশী-সম্প্রদায় সৌর-রাশিচক্র অবলম্বনে মকরক্রান্তিতে মূলক্ষেপ-সূত্র স্থাপন করিয়া, ঐ বিন্দু হইতে সৌরবৎসর-গণনা-পদ্ধতির পক্ষপাতী হইলেন। এইরূপে ভারতে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ চান্দ্র পদ্ধতি ও সৌর পদ্ধতি দ্বারায় বিভক্ত হইয়া, স্ব স্ব পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গকে স্বপদ্ধতির পোষক করিলেন।

এইরূপে ভারতের রাজন্যবর্গ সৌর ও চান্দ্র, এই দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন।

(১১১ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রের টীকা) ....শ্মশ্রূণি ভগবান্ ভবঃ।
ভৃগোলুলুচে সমসি.........। শ্রীমদ্ভাগবত ৪।৫।১৭

কালবশে চান্দ্র পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষক রাজন্যগণ চন্দ্রবংশীয় এবং সৌর পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষক রাজন্যগণ সূর্য্যবংশীয় নাম ধারণ করিলেন।

প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত চান্দ্র পদ্ধতির পক্ষ হইলেন। কেবল উত্তর-ভারতের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সৌর পদ্ধতির শিষ্য হইলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্-কুলরত্ন আর্য্যভট্ট সৌর পদ্ধতির নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

সপ্তরত্ন।

বাঞ্ছা সজ্জন-সঙ্গমে পরগুণে প্রীতির্গুরৌ নম্রতা,
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতির্লোকাপবাদাদ্ভয়ম্।
ভক্তিশ্চক্রিণি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে,
এতে যত্র বসন্তি নির্ম্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ॥ ১॥

রাজা ধর্ম্মবিনা দ্বিজঃ শুচিবিনা জ্ঞানং বিনা যোগিনঃ,
কান্তা সত্যবিনা হয়ো গতিবিনা ভূষাচ জ্যোতির্বিনা।
যোদ্ধা শূরবিনা তপো ব্রতবিনা ছন্দোবিনা গীয়তে,
ভ্রাতা স্নেহবিনা নরো হরিবিনা মুঞ্চন্তি শীঘ্রং বুধাঃ॥ ২॥

ছেদশ্চন্দনচূতচম্পকবনে রক্ষাপি শাখোটকে,
হিংসা হংস-ময়ূর-কোকিলকুলে কাকেষু নিত্যাদরঃ।
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূর-কার্পাসয়োঃ,
এষা যত্র বিচারণা গুণিগণা দেশায় তস্মৈ নমঃ॥ ৩॥

সজ্জন-সঙ্গমে বাঞ্ছা, পরগুণে প্রীতি, গুরুতে নম্রতা, বিদ্যাতে আসক্তি, স্বস্ত্রীতে রতি, লোকাপবাদ হইতে ভয়, কৃষ্ণে ভক্তি, আত্মদমনে শক্তি, খলের সংসর্গ-ত্যাগ, এই সকল নির্ম্মল গুণ যে মনুষ্যে থাকে, সেইসকল ব্যক্তিকে নমস্কার করি। ১॥

ধর্ম্মবিনা রাজা, শৌচহীন ব্রাহ্মণ, জ্ঞানশূন্য যোগী, সত্যশূন্য কান্তা, গতিশূন্য ঘোটক, জ্যোতিবিনা ভূষণ, শূরত্বশূন্য যোদ্ধা, নিয়মশূন্য তপস্যা, ছন্দশূন্য গীত, স্নেহশূন্য ভ্রাতা ও হরিভক্তিশূন্য মনুষ্যকে জ্ঞানীলোকেরা শীঘ্র ত্যাগ করেন। ২॥

চন্দন, আম্র ও চম্পকবন ছেদন ও শাখোটক (শেওড়া গাছ) বৃক্ষকে রক্ষা

বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ,
পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ।
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টশ্রিয়ং মন্ত্রিণঃ,
সর্ব্বঃ কার্য্যবশাজ্জনোঽভিরমতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ॥ ৪॥

বিত্তেন কিং বিতরণং যদি নাস্তি দীনে।
কিং সেবয়া যদি পরোপকৃতৌ ন যত্নঃ॥
কিং সঙ্গমেন তনয়ো যদি নেক্ষণীয়ঃ।
কিং যৌবনেন বিরহো যদি বল্লভায়াঃ॥ ৫॥

স্বর্গঃ কিং যদি বল্লভা নিজবধূঃ কিংবা বিভূষাবিধিঃ,
লাবণ্যং যদি কিং সুধাকর-করৈঃ শৃঙ্গারগর্ভা গিরঃ।
মৃত্যুঃ কিং যদিদুর্জ্জনেষ্ববনতিঃ কিং ধিক্ যদি প্রার্থনা,
প্রাপ্তেষ্টঃ করিকেতনো যদি ভবেৎ কিং কল্পভূমিরুহৈঃ॥ ৬॥

ধনেন কিং যো ন দদাতি যাচকে,
বলেন কিং যশ্চ রিপুং ন বাধতে।
শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ,
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ॥ ৭॥

হংস-ময়ূর-কোকিলকুলে হিংসা ও কাকে নিত্য আদর, হস্তিদ্বারা গর্দ্দভ-ক্রয়, কর্পূর ও কার্পাসের তুল্যতা; যে স্থানে এই সকল বিচার, হে গুণিগণ! সেই দেশকে নমস্কার করি। ৩॥

ফলশূন্য বৃক্ষকে পক্ষী সকল, শুষ্ক সরোবরকে সারসগণ, মধুরহিত পুষ্পকে মধুপ, দগ্ধ বনপ্রান্তভাগকে মৃগ, নির্ধন পুরুষকে বেশ্যা ও ধনশূন্য রাজাকে মন্ত্রীরা ত্যাগ করিয়া থাকে; সংসারে কে কাহার প্রিয়? ৪॥

ধনে আবশ্যক কি, যদি দুঃখীকে দান না হয়? যদি পরোপকারে যত্ন না হইল, তাহাহইলে সেবাতে প্রয়োজন কি? যদি পুত্রলাভ না হইল, তাহা হইলে স্ত্রী-সঙ্গে প্রয়োজন কি? যদি স্ত্রীর বিরহ হইল, তাহা হইলে যৌবনে প্রয়োজন কি? ৫॥

যদি নিজ স্ত্রী প্রিয়া হয়, তাহা হইলে স্বর্গে প্রয়োজন কি? যদি লাবণ্য থাকে, তাহা হইলে ভূষণ-বিধির আবশ্যক কি? যদি সরস বাক্য হয়, তাহা হইলে চন্দ্র-কিরণে আবশ্যক কি? যদি দুর্জ্জনের নিকট অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুতে আবশ্যক কি? যদি যাচ্ঞা থাকে, তাহা হইলে নিন্দা-সূচক বাক্যে প্রয়োজন কি? যদি ইন্দ্র সদৃশ পূর্ণকাম হয়, তাহা হইলে কল্পবৃক্ষে প্রয়োজন কি? ৬॥

যে যাচককে ধন না দেয়, তাহার ধনে প্রয়োজন কি? যে শত্রুকে দমন করিতে না পারে, তাহার বলে প্রয়োজন কি? যিনি ধর্ম্ম-আচরণ না করেন, তাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞানে আবশ্যক কি? যিনি জিতেন্দ্রিয় নহেন, তাঁহার জীবনে আবশ্যক কি? ৭

অষ্টরত্ন।

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা ষড়্‌জীবলোকেষু সুখানি রাজন্ ॥১॥

ব্যোমৈকান্ত-বিহারিণোঽপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যাপদং,
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলাৎ মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতে হি বিধৌ কুতঃ সুচরিতং কঃ স্থান লাভে গুণঃ ?
কালোহি ব্যসন-প্রসারিতকরো গৃহ্লাতি দূরাদপি। ২ ॥

নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ক্ষিতিনখলিখনং পাদয়োরল্পপূজা,
দন্তানামল্পশৌচং বসনমলিনতা রুক্ষতা মূর্দ্ধজানাম্।
দ্বেসন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসন-শয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ,
স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং হরতি ধনপতেঃ কেশবস্যাপি লক্ষ্মীম্। ৩ ॥

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে,
বিষ্ণুর্যেন দশাবতার-গহনে ন্যস্তো মহাসঙ্কটে।
রুদ্রো যেন কপাল-পাণি রটনং ভিক্ষাটনং কারিতঃ,
সূর্য্যো ধাবতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে ॥ ৪ ॥

ধনলাভ, প্রতিদিন নীরোগতা, প্রিয়া ও প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, বশীভূত পুত্র, অর্থকরী বিদ্যা, সংসারে এই ছয় সুখজনক। ১ ॥

আকাশে একান্তে বিচরণকারী পক্ষীগণও আপদপ্রাপ্ত হয়; সমুদ্রের অগাধ সলিল হইতে নিপুণ ধীবর মৎস্য সকল ধরিয়া থাকে। বিধাতা প্রতিকূল হইলে, নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ কি প্রকারে সম্ভব ও উত্তম স্থান লাভের গুণ কোথায়? কাল বিপদে হস্ত প্রসারিত করিয়া দূর হইতেও গ্রহণ করিয়া থাকে। ২ ॥

প্রতিদিন তৃণচ্ছেদন, ভূমিতে নখদ্বারা লিখন, পদদ্বয় সম্যক্‌প্রকারে ধৌত না করা, দন্তের অল্প ধৌতি, বসনের মলিনতা, কেশের রুক্ষতা, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে নিদ্রা, বিবস্ত্র হইয়া শয়ন, অত্যাহার ও অতিহাস্য, নিজের অঙ্গে ও পীঁড়িতে (কাষ্ঠাসনে) বাদ্য, এই সকল দোষে কুবের ও কেশবের লক্ষ্মীও নষ্ট হয়। ৩ ॥

ব্রহ্মা যাঁহাদ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে কুম্ভকারের ন্যায় (সৃষ্টি বিষয়ে) নিয়োজিত হইয়াছেন; বিষ্ণু দশাবতাররূপ মহাসঙ্কট-বনে রক্ষিত হইয়াছেন, রুদ্র যদ্দারা নৃশির হস্তে করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান; সূর্য্যও প্রতিদিন আকাশে ধাবমান হন, সেই কর্ম্মকে নমস্কার করি। ৪ ॥

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্‌ভয়ং,
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং,
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং ॥ ৫ ॥

বিলাস-ভোগে রোগভয়, কুলে কুলক্ষয়-ভয়, ধনে রাজার ভয়, মানে দারিদ্র্য-ভয়, বলে শত্রু-ভয়, রূপে যুবতীর ভয়, শাস্ত্রে বিবাদ-ভয়, গুণে খলভয়, শরীরে শমন-ভয়। সংসারে সমুদায় দ্রব্য ভয়ান্বিত, কেবল বৈরাগ্যই অভয়। ৫ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

সামবেদ সংহিতা।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তা)

অথ দ্বিতীয় খণ্ডে সেয়ং প্রথমা।

(আয়ুঙ্ক্ষাহি ঋষিঃ)

১২ ৩১২ ৩১ র ৩১২ ১২৩১৩

নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ। অমৈরমিত্রমর্দ্দয় ॥১

অগ্ন=হে অগ্নি! দেব=হেদেব! তে=তুভ্যং=তোমাকে নমোগৃণন্তি=নমস্কার-শব্দমুচ্চারয়ন্তি=নমস্কারশব্দ উচ্চারণ করে। ওজসে=বলায়=বলের জন্য। কৃষ্টয়ঃ=মনুষ্যাঃ=মনুষ্য সকল—অর্থাৎ যজমান সকল। অমৈঃ=বলৈঃ=বলদ্বারা—অমিত্রং=শত্রুং—শত্রুকে। অর্দ্দয়=নাশয়=নাশকর।

হে অগ্নিদেব! যজমানগণ বলের জন্য তোমার প্রতি নমস্কারশব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। (তজ্জন্য আমিও উচ্চারণ করিতেছি) তুমি বলপূর্ব্বক আমাদের শত্রুগণকে নাশ কর। [এ মন্ত্রে যজমানগণ আপনার জিংঘাসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য স্বয়ং বলশালী হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; কিন্তু ঋত্বিক্‌গণ নিজে নিমিত্তভাগী হইতে ইচ্ছুক না হইয় অগ্নি দ্বারা তাহার চেষ্টা পাইতেছেন; সুতরাং এ মন্ত্রে যজমান ও ঋত্বিক্‌গণের অভিপ্রা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন।]

এই ঋক্‌টি উত্তরার্চ্চি ৮। ১। ১২। ১; ঋগ্বেদ সংহিতায় ৬অ, ৫-২৫বর্গে ১০সূক্ত।

সৈষা দ্বিতীয়া।

(বামদেব ঋষিঃ)

৩১ ২ ৩১ ২ ৩২৩১২ ১২ ৩২

দূতং বো বিশ্ব বেদস ꣳ হব্যবাহমমর্ত্ত্যম্। যজিষ্ঠমৃঞ্জসে গিরা ।২॥

(হে অগ্নে!)

বিশ্ববেদসং = বিশ্বং সমস্তং বেদোধনং যস্যাসৌ বিশ্ববেদাঃ তং সর্ব্ববিদং বা সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন।

হব্যবাহং = দেবেভ্যো হবিষাং বোঢ়ারং = দেবতাদিগের হব্যবাহক। অমর্ত্ত্যং = অমরণধর্ম্মাণং = অমরণধর্ম্মাকে = মৃত্যুধর্ম্মাতীতকে। যজিষ্ঠং = অতিশয়েন যষ্টারং = অত্যন্তযাগকারী তোমাকে। দূতং = দেবানাং দূতং = দেবতাদিগের দূতকে। বঃ = ত্বাং = তোমাকে। গিরা = স্তুতিরূপয়া বাচা = স্তুতিরূপা বাক্যদ্বারা। ঋঞ্জসে = যজমানোঽহং প্রসাধয়ামি বর্দ্ধয়ামীত্যর্থ = আমি যজমান—বাক্যদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করিতেছি—অর্থাৎ স্তব করিতেছি।

হে অগ্নি! তুমি বিশ্ববেত্তা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন; তুমি দেবতাদিগের হব্যবাহক, তুমি মৃত্যুধর্ম্মবিবর্জ্জিত; তুমি সর্ব্বদা যাগকারী; তুমি দেবগণের দূত স্বরূপ, আমি যজমান—তোমাকে স্তবদ্বারা বর্দ্ধিত করিতেছি। ২॥

[প্রশংসা করা সতেরই হইয়া থাকে, অসতের কখনও সম্ভব হয়না; সুতরাং অগ্নি সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন, নচেৎ স্তুতিবাক্যদ্বারা বর্দ্ধিত করিতেছি, এজ্ঞান কখনই সম্ভব নহে।]

এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতায় ৩অষ্টকে ৫ অধ্যায়ে ৬বর্গেও আছে।

সৈষা তৃতীয়া।

(প্রয়োগ ঋষিঃ)

১২ ৩২ ৩ ২ ৩ ১২ ৩১২ ৩ ১র ২র

উপত্বা জাময়োগিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ। বায়োরনীকে অস্থিরন্।৩॥

হবিষ্কৃতঃ = যজমানার্থং হবিষ্কৃতঃ = যজমান-প্রদত্ত হবির্দ্বারা বর্দ্ধিত। গিরঃ = স্তুতয়ঃ = স্তুতিসকল, অথবা গিরন্তি—ভক্ষয়ন্তি হবীংষি যাঃ, তাঃ গিরঃ ভক্ষয়িত্র্যঃ = ভক্ষয়িত্রী সকল। জাময়ঃ = স্বসারইব = ভগ্নির ন্যায় [জ্বালা = অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নির ভগিনী] দেদিশতীঃ = তবগুণান্ দিশন্ত্যঃ = তোমার গুণসকল বিস্তার করিয়া। ত্বা = ত্বাং উপতিষ্ঠন্তে = তোমার

নিকট থাকে। বায়োঃ = বায়ুর (বাতি গচ্ছতীতি বায়ুঃ, অর্থাৎ যিনি সকল যজমানের নিকট গমন করেন,) অনীকে = সমীপে ত্বাং সমেধয়ন্ত্যঃ = নিকটে তোমাকে বৃদ্ধি করিয়া— অস্থিরন্ = অতিষ্ঠন্ = থাকেন।

এই ঋক্‌টি সামবেদ-সংহিতায় উত্তরার্চ্চিকে ৭ প্র। ২অ। ১৩। ১ ও ঋগ্বেদসংহিতায় ৬ অষ্টকে ৭অধ্যায়ে ১১ বর্গে ১৩ সূক্ত।

হে অগ্নে! যজমানগণ তোমাতে হবিঃ প্রদান করিলে, সেই হবিষ্কৃত স্তুতি সকল ভগিনীর ন্যায় তোমার গুণ সকল বিস্তার করিয়া, বায়ুর সমীপে তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়া স্থির হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেরূপ হবিষ্কৃত জ্বালাস্বরূপিণী ভগিনীগণ তোমার স্ফুলিঙ্গরূপ গুণসকলকে বিস্তার করিয়া, বায়ুর (অর্থাৎ তোমার সখার (১)) নিকটে গিয়া তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়া স্থির হইয়া থাকেন, তদ্রূপ আমাদিগের স্তুতিগুলিও তোমার গুণসকলকে বিস্তার করিয়া তোমার সখার [বায়ুর] নিকট গিয়া স্থির হইয়া থাকে। (২)

(ক্রমশঃ)

---

(১) অগ্নির সখা বায়ু, ইহাতে এই দেখি যে, ভট্টিকাব্যে দশম সর্গে—

বভৌ মরুত্বান্ বিকৃত সমুদ্রো বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ।
বভৌমরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ॥১৯॥

এই শ্লোকটীর চতুর্থ পাদস্থ 'সমুদ্র' শব্দে টীকাকার ভরতমল্লিক কহিয়াছেন—"সমুৎসহর্ষোরোগ্নিঃ যস্মাৎ বায়োরগ্নিসখিত্বাৎ"।

(২) শব্দ সকল উচ্চারণ করিবামাত্র আমাদের বোধ্য বিষয়ের বোধ করাইয়া উহা বায়ুতে লীন হইয়া গিয়া থাকে। যদি ঐরূপ না হইয়া, ঐ শব্দসকল সর্ব্বদাই থাকিত, তাহা হইলে আমরা পরস্পরের বাক্য শ্রবণ করিতে সক্ষম হইতাম না। তাহা হইলে এই পাপ-তাপ-প্রপীড়িত সংসার কি ভয়ানক শব্দপূর্ণ হইত ও অশেষ যন্ত্রণার স্থান হইত, অনুধাবন করিতে পারা যায় না! সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পরমেশের কি অনুগ্রহ, আমরা স্থির করিতে পারি না। এই সমুদায় করুণা দর্শন করিয়া কি আমরা সেই জগৎ-চিন্তামণির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে অথবা তাঁহার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহার নাম লইতে পরাঙ্মুখ হইতে পারি? কার্য্যদর্শন করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

কার্য্যদর্শনাৎ তদুপলব্ধেঃ। সাংখ্যদর্শনে ১অধ্যায়ে ১১০সূত্রং।

যখন তিনি আমাদের প্রতি এত অনুগ্রহ করিতেছেন, তখন কি তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নহে? তাঁহার গুণগান করিয়া কি আমরা শেষ করিতে পারি? ভাগবতাদি পুরাণে অনেক স্তব দেখিতে পাওয়া যায় ও সেই স্তবের শেষও দর্শনকরা যায়; কিন্তু স্তব সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া কি তাঁহার গুণ শেষ হইয়া গেল? স্তব করিতে করিতে স্তবকারীর বাক্য শেষ হইয়া যায়, কিন্তু তাঁহার গুণ-বর্ণন শেষ হয় না।—

মহিমানং যদুৎকীর্ত্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ। শ্রমেণ তদশক্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া॥
রঘুবংশে ১০সর্গে—৩২॥

তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যে বাক্য শেষ হয়, তাহা শ্রম বশতঃ অথবা অশক্তি বশতঃ, তোমার গুণের শেষ বশতঃ নহে। যদিও তাঁহার গুণের ইয়ত্তা নাই, তথাপি অন্ততঃ কৃতজ্ঞতা-চিহ্নস্বরূপ(!) তাঁহার নাম গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি সেই শ্যামসুন্দর গোলকবিহারী হরিকে দিনান্তেও একবার না ডাকি, তাহা হইলে এ সংসারে আর সুখ কি?

ব্রহ্মচারি-আশ্রমের বিবরণ।

হিন্দু-পত্রিকার পূর্ব্ব ২ অনেক সংখ্যায় ব্রহ্মচারি-আশ্রমের উদ্দেশ্য বিবৃত করা হইয়াছে। হিন্দু-পত্রিকার অনেক নূতন গ্রাহক আশ্রমের উদ্দেশ্যাদি জানিবার জন্য আমাদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিয়া থাকেন; তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া হিন্দু-পত্রিকার ১৩০২ সালের শেষ, ১৩০৩র ১ম। ২য় ও ১৩০৫র ৫ম সংখ্যা পাঠ করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মচারি-আশ্রমের উদ্দেশ্য অবগত হইতে পারিবেন। এস্থলে সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে, লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে যথাসম্ভব পুনর্ব্বার প্রচলিত করা, হিন্দুদিগের ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা সহ বহুল প্রচার করা, এবং আড়ম্বরবিহীন নিষ্ঠাবান হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারকদিগের একটি কেন্দ্র সংস্থাপন করাই আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য। একটি আশ্রমের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপ স্থাপিত হইলে, দেশের অন্যান্য স্থানেও আশ্রম স্থাপনের উদ্যোগ করা যাইবে। আমরা স্বল্পারম্ভের পক্ষপাতী, এইজন্য বিশেষ কোন আড়ম্বর করি নাই। এইক্ষণ আশ্রমে ২১ জন ছাত্রের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ৬ জন ছাত্র এক্ষণে আশ্রমে অধ্যয়ন করিতেছেন; উপযুক্ত ছাত্র পাইলেই অবশিষ্ট ১৫ জনের স্থান পূর্ণিত হইবে। ঐ ১৫টী অবশিষ্ট ছাত্রবৃত্তির জন্য বিবিধ স্থান হইতে আবেদন আসিতেছে। সম্ভবতঃ শীঘ্রই আশ্রমে ২১ জন ছাত্র নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিতে থাকিবেন। বেদ, উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন, মীমাংসাদর্শন, ন্যায়দর্শন, বৈশেষিকদর্শন, সাংখ্যদর্শন, স্মৃতি ও কাব্যের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সমুদায় ছাত্রের সংস্কৃতভাষায় সাধারণ জ্ঞান আছে বা যাঁহারা মুগ্ধবোধ, কলাপ, সুপদ্ম, ব্যাকরণকৌমুদী বা অন্য কোন ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই আশ্রমের ছাত্রস্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকেন। তবে যাঁহারা ব্যাকরণ-পাঠ প্রায় শেষ করিয়াছেন, তাঁহারাও আশ্রমে গৃহীত হইবেন। যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় সুশিক্ষিত—অথচ সংস্কৃত জানেন না, স্থলবিশেষে এরূপ ছাত্রও লওয়া যাইতে পারে। আপাততঃ আশ্রমে ২১ জনের অধিক ছাত্রকে আহারাদির ব্যয় দেওয়া যাইবে না। ২১ জনের অতিরিক্ত ছাত্রদিগকে স্বীয় স্বীয় আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আশ্রমের আয়-বৃদ্ধি হইলে, বৃত্তিভোগী ছাত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইবে। আশ্রমের সকল ছাত্রকেই গীতা ও কয়েকখানি উপনিষদ্ এবং বেদের সংহিতাভাগের কতকগুলি সূক্ত পাঠ করিতে হইবে, এবং তদ্ব্যতীত প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষ কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে। উদাহরণস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যদি কোন ছাত্র আশ্রমে 'ন্যায়' শিক্ষার জন্য আসেন, তাহাহইলে

তাঁহার ন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে গীতা, কয়েকখানি উপনিষদ্ এবং সংহিতাংশের কয়েকটী সূক্ত পড়িতে হইবে। তৎপরে কোন এক শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ হইলে, অন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। আশ্রমের উন্নতি সহকারে হিন্দু-গণিত, হিন্দু-জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রেরও অধ্যাপনার বন্দবস্ত করা যাইবেক। শাস্ত্রাদি অধ্যাপনকালে তত্তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলও ছাত্রদিগকে অবগত করান হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ছাত্রেরা প্রত্যহ নানাবিধ মৌখিক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ছাত্রদিগের আহারাদির ব্যয় ও ব্যবস্থা আশ্রম হইতেই সম্পন্ন হয়। ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য-পরিদর্শনের জন্য সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। পীড়িত হইলে, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করা হয়। বর্ত্তমানে প্রত্যহ প্রাতে উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত্-স্বর সংযোগে ছাত্রগণকে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করান হয়। তৎপরে সকলেই ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করেন। তদনন্তর প্রত্যেক ছাত্র স্বীয় স্বীয় বিশেষ অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। আশ্রমে একটী ভৃত্য ছাত্রদিগের পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আহারাদি নিজেদেরই ইচ্ছানুসারে স্বতন্ত্রভাবে বা অন্যান্য ছাত্রদিগের সহিত প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

আশ্রমের অধ্যাপকগণ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী বেদ-বেদান্ত-মীমাংসা ও সাংখ্যদর্শনের অধ্যাপনা করাইবেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদাস কাব্যতীর্থ ও স্মৃতিতীর্থ কাব্য ও স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বেদান্তাদি শাস্ত্রের ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন কাব্যতীর্থ ও রাজেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ কাব্য ও ব্যাকরণশাস্ত্রের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন।

আয়-ব্যয়।—বর্ত্তমানে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয় যৎসামান্য বৃত্তি গ্রহণে অধ্যাপনা কার্য্য করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রামদাস স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আশ্রমের অধ্যাপনা-কার্য্যের সহিত নিজে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নরহরি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। ইনি আপাততঃ আশ্রম হইতে কোন বৃত্তি গ্রহণ করিতেছেন না; কিন্তু ইঁহার জন্যও যত সত্বর পারা যায় একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইবে। আপাততঃ আশ্রমের অধ্যাপকদিগের বৃত্তি ৬০৲, ছাত্রদের আহারাদির ব্যয় ৩৫৲ এবং অন্যান্য খরচ ৫৲, মাসে ১০০৲ টাকা লাগিতেছে। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা অধিক হইতে থাকিলেই, প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অন্ততঃ ৫৲ করিয়া মাসে লাগিবেক; সুতরাং পূর্ণসংখ্যা ২১ জন ছাত্রের জন্য ১০৫৲ মাসে লাগিবে। অধ্যাপকের বৃত্তিবৃদ্ধি এবং আর দুই একজন অধ্যাপক রাখিতে হইলে, সমগ্র ব্যয়ের জন্য মাসিক ২০০৲ টাকার একান্ত আবশ্যক। মাসিক ২০০৲ টাকা আয়ের স্থিরতা করিতে পারিলে, আশ্রমের গৃহাদির উন্নতি ও পুস্তকালয়-সংস্থাপনাদির প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতে

পারিবে। এই ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য একমাত্র ভরসা ভগবানের কৃপা। শুভানুষ্ঠানে ভগবানের নিশ্চয়ই কৃপা হইবে, এই দৃঢ় বিশ্বাসে এই কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছি। শাস্ত্রার্থের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া হিন্দু-সমাজের কথঞ্চিৎ সেবা করিবার জন্য "হিন্দু-পত্রিকা" প্রকাশ করি, এবং এরূপ ইচ্ছা থাকে যে, হিন্দু-পত্রিকার লভ্যাংশের অর্থ আশ্রমের ব্যয়ার্থ নিয়োজিত হইবে; কিন্তু নিজে অজস্র পরিশ্রম করিয়া, বন্ধু-বান্ধব ও স্বীয় অনুগত লোকদিগকে পরিশ্রম করাইয়াও হিন্দু-পত্রিকার আশানুরূপ লভ্য করাইতে পারি নাই। যে সমুদায় গ্রাহকগণের মূল্য বাকী পড়িয়াছিল, তাঁহাদিগকে মূল্য দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লেখা হয়, এবং তৎপরে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া, বাকী আদায়ের জন্য ১৩০৫ সালের চৈত্রা-সংখ্যা ভ্যালুপেবলে পাঠান হয়; কিন্তু অনেকেই ঐ সমুদায় ভ্যালুপেবল ফেরৎ পাঠাইয়া হিন্দু-পত্রিকাকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। এই সকল মহাত্মারা নিজেই পত্র লিখিয়া পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছিলেন, এবং তৎপরে কেহ একবৎসর, কেহ দুইবৎসরের মূল্যও দিয়াছিলেন; পরে মূল্য ক্রমাগত বাকী ফেলিয়া, অবশেষে ভ্যালুপেবল ফেরত্ পাঠাইয়াছেন! যাহাহউক, এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরেও, হিন্দু-পত্রিকা-প্রেস্ খরিদ বাবদ হিন্দু-পত্রিকার যে ঋণ হইয়াছিল, তাহা আমরা হিন্দু-পত্রিকা-তহবিল হইতে পরিশোধ করিতে পারিয়াছি। এক্ষণে সামান্য কিছু ঋণ আছে; আশা করি, উহা শীঘ্রই পরিশোধিত হইতে পারিবে। হিন্দু-পত্রিকার ঋণ-পরিশোধ হইলেই, হিন্দু-পত্রিকার লভ্যাংশ সমস্তই আশ্রমের জন্য ব্যয়ত হইবে। ব্রহ্মচারি-আশ্রম পরিচালনার জন্য আমাদিগের প্রথম আশাস্থল হিন্দু-পত্রিকার আয়। হিন্দু-পত্রিকার অতি সামান্য মূল্য; হিন্দুমাত্রেই ইহা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অনেক শিক্ষিতলোককেও বলিতে শুনি, হিন্দু-পত্রিকা কঠিন। ফলতঃ তাঁহারা হয়ত মনোযোগ করিয়া হিন্দু-পত্রিকা পাঠ করেন না বলিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। হিন্দু-পত্রিকায় সর্ব্বাধিকারীর জ্ঞাতব্য শাস্ত্রার্থ ও লৌকিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়া থাকে। যাহাহউক, হিন্দু-পত্রিকার সহৃদয় পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই ইহার গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারেন, এবং তাহা হইলে আশ্রমের বিশেষ উপকার হয়। আমাদের দ্বিতীয় ভরসাস্থল হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণ। এ পর্য্যন্ত আশ্রমের সাহায্যের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই; কেবল হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণের নিকটেই কখন কখন সাহায্য-প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং কেহ কেহ সাহায্যও করিয়াছেন। যদি প্রত্যেক গ্রাহকই স্বীয় দেয় মূল্যের সহিত আশ্রমের সাহায্যার্থে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করেন, তাহা হইলে অনায়াসেই আশ্রমের ব্যয়-নির্ব্বাহ হইতে পারে। আমরা আপাততঃ স্ব-প্রণোদনায় কাহারও নিকট অধিক দান প্রার্থনা করি না। সকলেই যদি অল্প ২ কিছু ২ দান করেন, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব। আমাদের তৃতীয় ভরসাস্থল স্বদেশহিতৈষী ধর্ম্মবৎসল ধনাঢ্য মহোদয়গণ। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে একাকীই আশ্রমের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে

পারেন; এবং তাঁহাদের সাহায্যের উপরেই আশ্রমের পূর্ণবিকাশ বা সুসম্পন্নতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আশ্রমের পুস্তকালয়, দেবালয় এবং স্থায়ী পাঠ-মন্দির ও বাস-গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য যে অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন, সামান্য দুই-চারি টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আমাদিগের কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠিন; একরূপ অসম্ভব বলিলেও হয়। এরূপস্থলে ধনশালী মহাত্মাদিগের সাহায্যের প্রয়োজন। যাহাহউক, আমরা নিঃশব্দে কার্য্য করিতে থাকিব; ভবিষ্যৎ ভগবানের চরণে সমর্পণ করিলাম। এ পর্য্যন্ত আশ্রমের আনুকূল্য জন্য হিন্দু-পত্রিকার যে সমুদায় গ্রাহকমহোদয়গণ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ও দান-সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল; আশাকরি, তাঁহারা প্রতিবৎসরই আশ্রমের জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রেরণ করিবেন। প্রথমে ১৮৯৮ সালের আগষ্ট হইতে ১৮৯৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত যাঁহারা আশ্রমের সাহায্য জন্য এক টাকা বা ততোধিক মুদ্রা পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস, বৃন্দাবন ২৲ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, বাসাবাটী ২৷৷৵০ গুরুচরণ সেন, গোয়ালপাড়া ২৷৵০ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বারাইচ ১০৲ মণিমোহন সেন, খাগড়া ১৲ নীরদবিহারী বসু, জব্বলপুর ২৲ শ্রীহট্ট——রাজা গিরিশচন্দ্র বাহাদুর ১০৲ লোকনাথ শর্ম্মা ২০৲ মহিমচন্দ্র বসু ৫৲ দ্বারকানাথ ঘোষ ১০৲ ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৷৷০ রাধাবিনোদ দাস ৩৷৷০ সীতামোহন দাস ২৲ রুক্মিণীমোহন রায় ১৲ নবীনচন্দ্র সিমলাই ১৲ দুলালচাঁদ দেব ১০৲ আনন্দকিশোর দেব ১৷৷০ নগেন্দ্রনাথ দত্ত ২৲ বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় ৫৲ রায়সাহেব নবকিশোর সেন ২৲ কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল ২৷৷০ নবকিশোর দস্তিদার ৫৲ যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার, রাজারামপুর—দিনাজপুর ১৲ এন্ ভট্টাচার্য্য, বেসিন বর্ম্মা ১০৲ হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর ১৸০ ধনঞ্জয় দে, আদাবাড়ী টি ষ্টেট্ ৩৷০ প্রমথনাথ বসু—বরাহনগর ৫৲। শিলচর——হরিচরণ দাস ১০৲ মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ৪৲ কামিনীকুমার চন্দ ২৲ কালীমোহন দেব ২৲ বৈকুণ্ঠকান্ত গুপ্ত ৫৲ জয়চন্দ্র দত্ত ২৲ ধর্ম্মচরণ দাস ২৲ হরকিশোর দত্ত ২৲ ব্রজনাথ দত্ত ১০৲ রজনীকান্ত গুপ্ত ৩৷৷০। হরেন্দ্ররূপ গোস্বামী—গিলাপুর ২৲ গোলকচন্দ্র দাস—জালিগঞ্জ ৫৲ কেদারনাথ ঘোষ—হিন্দিঘাটি ষ্টেট্ ৫৲ শিনার—খেলেন্দ্র সিং সুবেদার ৫৲ অবন্তীনাথ দত্ত ২৲ পদ্মলোচন সেন ২৲ জয়কুমার দে ২৲ মানগোবিন্দ চৌধুরী ১৲ শরচ্চন্দ্র মিত্র ২৲ ত্রৈলোক্যনাথ ধর ২৲ শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৲ রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৲ শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—নারায়ণপুর ১৲ মধুসূদন বিদ্যারত্ন—সাংদিয়া ২৲ গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ঘাটভোগ ২৲ কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শিলং ২৲ রেবতীমোহন গুপ্ত ঐ ২৲ চারুচন্দ্র গোস্বামী ঐ ১৲ রামজয় বাগচী, বোয়ালিয়া ১৲ বিদ্যানাথ সেন ভদ্রক ১ গুরুদাস ভট্টাচার্য্য নড়াল ১০৲ কমলানন্দ বড়ুয়া আসাম ১৲ তালা লাইব্রারী ১৲ চারুচন্দ্র সোম কলিকাতা ৫৲ অজ্ঞাত-নাম একব্যক্তি ১০৲ অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল যোড়হাট ১৲ উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া গেনাকুটি ১৲ কিশোরীমোহন চৌধুরী রাজসাহী ১৲। বৃন্দাবন——হেমচন্দ্র বড়াল ১৸৵০

ক্ষীরোদমোহিনী দাসী ২৲ সূর্য্যকুমার দত্ত—পণ্ডিতবাড়ী ১৲। কাশীধাম—গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲ গিরিশচন্দ্র কুণ্ড ২৲। হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় পাণিহাটী ৪৲।

১৮৯৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখ হইতে ২০এ জুলাই পর্য্যন্ত যে সমুদায় গ্রাহক এক বা ততোধিক টাকা দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম—সূর্য্যকুমার তর্কভূষণ—মূলাযোড় ১৲ রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হরিশঙ্করপুর, ২৲। তমলুক—রাজা পরমানন্দ বাহুবলেন্দ্র ৫৲ নিত্যানন্দ মাইতি ১৲ হরেকৃষ্ণ মাইতি ১৲ ইন্দ্রনাথ মাইতি ২৲ অটলবিহারী দাস ১০৲। নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ কলিকাতা ২৲ পার্ব্বতিচরণ বিদ্যাভূষণ-কৃত ডিক্রুগড় হইতে আদায় ১২৷৷০ অপূর্ব্বকৃষ্ণ দাস ছাপরা ১৲ কেশবলাল দে কোলা ১০০৲ বনমালীচরণ দত্ত চাঁইবাশা ১৲ উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার কাঁটাই ৫৲ কুলচন্দ্র রায়চৌধুরী ঐ ১৲ কেদারনাথ ঘোষ, ডুমডুমা ৫৲ সারদাচরণ স্মৃতিভূষণ, মূলাযোড় ১৲ ইন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বোয়ালিয়া টিপারা ১৲ কুলদাপ্রসাদ মজুমদার গোঁসাইখণ্ড ১৲ কেদারনাথ ঘোষ হালিকা টি ষ্টেট্ ২৲ সংসারচন্দ্র সেন জয়পুর ৩৷৷০। রংপুর—অন্নদাপ্রসাদ সেন ১০৲ রাইচরণ মজুমদার ১৲ রাধাচরণ মজুমদার ২৲ আশুতোষ লাহিড়ী ২৲ সিদ্ধেশ্বর সাহা ১৲ দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ৲ উমেশচন্দ্র গুপ্ত ১৲। প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিহরপাড়া ১৲ ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এলাহাবাদ ১৲ বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী চিটিগাঁ ১৲ পান্নালাল সিংহ রংপুর ২৲ প্রিয়নাথ জৈন ঐ ২৲ হীরালাল বণিক ১৲ গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ ১৲ নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ১৲ রামশরণ দত্ত রাজঘাট ১০৲ রাখালদাস রায় ঐ ১৲ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবসাগর ১৲। কুচবিহার—মহারাজার অফিস্ ২৫৲ কুমার যতীন্দ্র নারায়ণ ২৲ রাণী মীনকুমারী ৫৲ হুকুমচাঁদ ৪৲ ভিকনচাঁদ ৪৲ মঙ্গলচাঁদ ৪৲ সভাচাঁদ ৪৲ সকমল ২৲ রূপচাঁদ ২৲ গোলাপচাঁদ ১৲ দৌলৎরাম ২৲ মহাতপচাঁদ ১৲ নৃত্যকুমার রায় ১৲ কৃষ্ণচন্দ্র সেন ১৲ কেদারনাথ মজুমদার ৪৲ মহেশচন্দ্র সেন ১৲ গোপলচন্দ্র ধর ১৲ গোবিন্দপ্রসাদ রায় ১৲ হরিনাথ বসু ১৲ সতীশচন্দ্র মুস্তফী ১০৲ চন্দ্রকুমার লাহিড়ি ২৲ রায় কালিদাস দত্ত বাহাদুর ২৲ প্রিয়নাথ দত্ত ২৲ প্রমোদারঞ্জন বক্সী ২৲ তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী ৫৲ হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১৲ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৲। যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, বিন্দুকুশী ১৷৷৵০ অক্ষয়কুমার মিত্র ৫৲—মাসিকচাঁদা ১৲ হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মোরার ১০ চন্দ্রকান্ত ঘোষ রংপুর ১৲ বিশ্বেশ্বর গুপ্ত নিলফামারী ১৲ হেমচাঁদ ঐ ২৲। জলপাইগুড়ি—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ২৲ কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৲ শশিভূষণ সেন ২৲ জয়চন্দ্র সান্যাল ১৲ কোন একবন্ধু ১৲। মদনমোহন গুহ—কুমিল্লা ১৲ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ পিলজঙ্গ খুলনা ২৲ কালীনাথ মুখোপাধ্যায় যশোহর—মাসিকচাঁদা ৪৲ এতদ্ব্যতীত যশোহরের শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মিত্র বার্ষিক ১২৲ বাবু কালীনাথ মুখোপাধ্যায় বার্ষিক ৪৮৲ ভুলঝুড়ির বাবু ইন্দুভূষণ বসু বার্ষিক ১২৲ চন্দনীর বাবু প্রকাশচন্দ্র ঘোষ বার্ষিক ৪৲ যশোহরের বাবু কালীগোপাল মজুমদার বার্ষিক ৬৲ বাবু রাধিকাচরণ দত্ত

বার্ষিক ৬৲ বাবু হৃদয়নাথ মজুমদার মুন্সেফ, লালবাগ, বার্ষিক ১৫৲ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

এক্ষণে আশ্রমের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দেওয়া হইতেছে। গত ২০এ জুলাই পর্য্যন্ত আশ্রমের জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ৮৭৪৷৷৵০—তন্মধ্যে জমী খরিদ ও ৫খান খড়ে ঘরের জন্য ব্যয় হইয়াছে ৪৭৫৷৷৵০—বিবিধ প্রকারের খরচ ৬৮৲—ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের খরচ ৩৩০৷৷৵০—এই ব্যয়মধ্যে হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকদিগের নিকট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে মোট ৫৫৫৷৷০—যাহাহউক, নানাবিধ বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া গত আষাঢ় মাস হইতে আশ্রম নিয়মিতভাবে স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছে, এবং তৎপূর্ব্বে নিয়মিতভাবে চলে নাই বলিয়া খরচের পরিমাণ কম হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণ হইতে আশ্রমের মাসিক ব্যয় ন্যূনসংখ্যা ১০০৲ টাকার কম চলিবে না, এবং ২১জন ছাত্র পূর্ণ হইলে, ২০০৲ টাকার কম কিছুতেই চলিবে না। আমি নিজে ধনবান লোক নহি, তথাপি আমি নিজে যতদূর পারি, ইহার উন্নতিকল্পে কখনই পরাঙ্মুখ হইব না। এই ব্যয়ভার বহনের জন্য হিন্দু-পত্রিকার সহৃদয় গ্রাহকবর্গই আমার প্রথম ভরসাস্থল। আশাকরি, তাঁহারা স্বীয়২ সামর্থ্যানুসারে বার্ষিক কিম্বা মাসিক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্যদানে আশ্রমকে সজীব রাখিবেন ও ক্রমে ইহার উন্নতি বিধান করিবেন। ভবিষ্যতে প্রতি মাসের আয়-ব্যয় হিন্দু-পত্রিকায় নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ মজুমদার।

পঞ্চদশী—ভূতবিবেক।

মায়াদ্যো বিকার আকাশঃ সোঽবকাশস্বভাববান্।
আকাশোঽস্তীতি সত্ত্বত্বমাকাশেঽপ্যনুগচ্ছতি ॥ ৫৪

টীকা। তত্র প্রথমং কার্য্যবিশেষং দর্শয়তি মায়াদ্যো বিকার ইতি। তৎস্বরূপমাহ—সোঽবকাশ-স্বভাববানিতি। আকাশস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বে হেতুমাহ আকাশ অস্তিইতি সত্ত্বত্বমাকাশেঽপি অনুগচ্ছতীতি।

বঙ্গানুবাদ। মায়ার আদি বিকার আকাশ; ঐ আকাশের অবকাশ (শূন্য) স্বভাব। আকাশ অস্তি (আছে) ইহাই সতের অস্তিত্ব। আকাশে অনুগমন করে—অর্থাৎ সতের অস্তিত্বেই আকাশের অস্তিত্ব।

তাৎপর্য্যার্থ। সেই সৎস্বরূপ পরমাত্মশক্তি মায়া পরমব্রহ্ম-যোগে যে বিবিধ বিকাররূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহার প্রথম বিকাররূপ কার্য্য নিরূপিত হইতেছে;

পরমাত্মশক্তি মায়ার প্রথম কার্য্য আকাশ; মায়াশক্তি হইতে সর্ব্বাগ্রে আকাশের উৎপত্তি হয়। সেই আকাশের স্বরূপ অবকাশ—অর্থাৎ শূন্য-স্বভাব। যেহেতু আকাশ পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্য, অতএব পরমাত্মার সত্তাতেই আকাশের সত্তা প্রতীয়মান হয়; তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

একস্বভাবং সত্ত্বত্বমাকাশো দ্বিস্বভাবকঃ
নাবকাশঃ সতি ব্যোম্নি সচৈষোঽপি দ্বয়ং স্থিতম্ ॥৫৫

টীকা। তর্হিকিং ইতি অত আহ একস্বভাবং ইতি। উক্তমর্ম্ম বিষদয়তি—ন-অবকাশ ইতি। সতি-সদ্বস্তুনি অবকাশো নাস্তি। কিন্তু সৎস্বভাব এক এব আকাশেতু সচ সৎস্বভাবশ্চ এষোঽপি অবকাশস্বভাবঃ অপি ইতি দ্বয়ং স্থিতং বিদ্যতে ইত্যর্থঃ।

বঙ্গার্থ। সতের এক স্বভাব, আকাশ দ্বি-স্বভাবযুক্ত, সতে অবকাশ (শূন্য) নাই, কিন্তু আকাশে সতের সত্তা এবং অবকাশ, উভয়ই আছে।

তাৎপর্য্যার্থ। সৎস্বরূপ পরমাত্মার কেবল সত্তা মাত্র এক স্বভাব হইলেও, সেই পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্য স্বরূপ আকাশের অবকাশ ও সত্তা, এই দুইটি স্বভাব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, সেই আকাশের যে একটি প্রতিধ্বনি-গুণ আছে, তাহা সদ্বস্তু পরমাত্মায় নাই। সুতরাং সেই সৎস্বরূপ পরমাত্মার কেবল সত্তামাত্র একটী গুণ লক্ষিত হয়; কিন্তু সেই পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্যভূত আকাশের সত্তা ও প্রতিধ্বনি, এই দুইটী গুণ প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

যদ্বা প্রতিধ্বনির্ব্যোম্নো গুণো নাসৌ সতীক্ষ্যতে।
ব্যোম্নি দ্বৌ সদ্ধ্বনী তেন সদেকং দ্বিগুণং বিয়ৎ ॥ ৫৬

টীকা। সদাকাশয়োরেক দ্বিস্বভাবকং প্রকারান্তরেণ ব্যুৎপাদয়তি যদ্বা ইতি। প্রতিধ্বনিঃ ব্যোম্নো গুণঃ ইত্যুপপাদিতঃ অতস্তৎ অসৌ প্রতিধ্বনিঃ সদ্বস্তুনি নেক্ষতে ন উপলভ্যতে ব্যোম্নিতু সদ্-ধ্বনিঃ সচ্চব্দঃ উভৌ এব উপলভ্যেতে তেন কারণেন সদেকং এক স্বভাবং বিয়ৎ দ্বিগুণং দ্বিস্বভাবকমিত্যর্থঃ।

বঙ্গার্থ। আকাশের প্রতিধ্বনি-গুণ আছে; ঐ প্রতিধ্বনি সদ্বস্তুতে নাই। আকাশে সত্তা-শব্দ দুইই আছে, তদ্ধেতু সৎ একস্বভাব, আকাশ দ্বিগুণ—দ্বিস্বভাব।

তাৎপর্য্যার্থ। পরমাত্মা চৈতন্য বা জ্ঞানময়, চৈতন্য স্বয়ং জ্ঞাতা, শব্দাদি গুণ জ্ঞাত পদার্থ, উহা জ্ঞাতার নিকট অনুভূত বিষয়। আকাশও একটী অনুভূত বিষয় মাত্র; ঐ আকাশের গুণই শব্দ। ঐ শব্দ-গুণ আকাশে উৎপন্ন হয়। এই শব্দ-গুণ সৎপদার্থের নহে। এক মাত্র জ্ঞানই সৎপদার্থ; উহা চির কালই বিদ্যমান। আকাশ-জ্ঞান বলিলে, জ্ঞানের অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা আকাশের সহিত এক হইয়া যাওয়ায়, আকাশে সতের (ঐ সত্যজ্ঞানের) সত্তা (বিদ্যমানতা) এবং আকাশের শব্দ-গুণ, উভয়ই প্রমাণিত হয়।

অতএব সৎ এক, অদ্বিতীয়—আকাশে সতের সত্তা ও তাহার নিজের শব্দ-গুণে আকাশ দ্বিস্বভাব বা দ্বিগুণ হইতেছে।

যা শক্তিঃ কল্পয়েদ্ ব্যোম সা সদ্ব্যোম্নোরভিন্নতাং।
আপাদ্য ধর্ম্মধর্ম্মিত্বং ব্যত্যয়ে নাবকল্পয়েৎ ॥ ৫৭

টীকা। যা মায়া সদ্বস্তুনি আকাশং কল্পয়তি সা মায়া) প্রথমতঃ সদ্ব্যোম্নোরভেদং কল্পয়তি পশ্চাৎ উক্ত ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাবঞ্চ বৈপরীত্যেন কল্পয়তি; অতঃ আকাশস্য সত্ত্বেতি ভাগমুৎপদ্যতইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। যে মায়াশক্তি আকাশ কল্পনা করে, সেই মায়া প্রথমতঃ সৎ-আকাশ অভেদ কল্পনা করে, পরে ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবে বিপরীত কল্পনা করে।

তাৎপর্য্যার্থ। যে পরমাত্মশক্তি মায়া আকাশস্বরূপ কার্য্য উৎপাদন করেন, সেই মায়া পরমাত্মার সহিত আকাশের ঐক্যভাব প্রতিপাদন করিয়া, বিপরীতভাবে উক্ত উভয়ের ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাব কল্পনা করেন। সুতরাং সত্তা সৎস্বরূপ—পরমাত্মস্বরূপ হইলেও, আকাশের সত্তা বলিয়া যে লৌকিক ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা কেবল মায়া দ্বারাই কল্পিত।

সতোব্যোমত্বমাপন্নং ব্যোম্নঃ সত্তাস্তু লৌকিকাঃ।
তার্কিকাশ্চবগচ্ছন্তি মায়ায়া উচিতং হি তৎ ॥৫৮

টীকা। বস্তুতত্ত্ববিচারে মৃদো ঘটরূপত্বমিব সতো ব্যোমত্বমাপন্নং সদ্বস্তু ন আকাশরূপত্বং প্রাপ্তং। লৌকিকাঃ প্রাণিনঃ শাস্ত্রীয়েষু মধ্যে তার্কিকাশ্চ তদ্বৈপরীত্যেন ব্যোম্নঃ গগনস্য ধর্ম্মিণঃ সত্তাং সদ্রূপত্বং জানন্তি। তদ্বিপরীত দর্শন হেতুত্বং মায়ায়া উচিতং ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। সদ্ব্রহ্ম আকাশত্ব প্রাপ্ত হন; লৌকিক ও তার্কিকগণ যে আকাশের সত্তা-স্বীকার করেন—অর্থাৎ আকাশকে নিত্যবস্তু মনে করেন, ইহা মায়ার কার্য্য।

তাৎপর্য্যার্থ। বাস্তবিক পরমাত্মার সত্তাতেই আকাশের সত্তা প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে আকাশ নিত্য বস্তু নহে, এই জন্য ইহা পদার্থবিশেষ। পরন্তু যাহারা স্থূলদর্শী অজ্ঞ, তাহারা পদার্থ মাত্রের প্রকৃত ধর্ম্ম অবগত নহে। তাহারা এবং আত্ম-গৌরবাভিমানী-পণ্ডিতম্মন্য তার্কিকগণ যে আকাশের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করিয়া নিত্য বস্তু বলিয়া থাকেন, তাহা কেবল মায়ার কার্য্য। মায়ার ইহাই প্রকৃত স্বভাব যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া কল্পনা করে। যাহারা সেই মায়ার বশীভূত, তাহারা পদার্থ মাত্রের প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারে না; সুতরাং তাহারা যে এক পদার্থকে অন্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবে, তাহাও আশ্চর্য্য নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

১৭

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ।

অন্বয়ঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং সর্ব্বস্য প্রভুম্ ঈশানং (চ)
সর্ব্বস্য বৃহৎ শরণং (চ) (ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ বদন্তি) :
বিষমপদব্যাখ্যা। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেষাং ইন্দ্রিয়াণাং গুণান্ শক্তীঃ সামর্থ্যানি
ইতিযাবৎ আভাসয়তি প্রকাশয়তি ইতি সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তির প্রকাশক। সর্ব্বেন্দ্রিয়-
বিবর্জ্জিতম্—সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈঃ বিশেষেণ-বর্জ্জিতং—রহিতম্, সমস্ত-ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত। সর্ব্বস্য
প্রভুম্ সকলের প্রভু। ঈশানং ঈশিতারং পরিচালকং নিয়ামকং ইতি যাবৎ, সকলের
ঈশিতা অর্থাৎ নিয়মকর্ত্তা।
বঙ্গার্থ। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, তিনি স্বয়ং সমস্ত-ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত হইয়াও যাব-
তীয় ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রকাশক, সকলের প্রভু ; এই বিশ্বভুবনের একমাত্র তিনিই নিয়মকর্ত্তা।
তিনি বৃহত্তর অপেক্ষাও বৃহত্তম, এবং তিনিই এ জগতের একমাত্র অনাবিল আশ্রয়-ভূমি।

১৮

নবদ্বারে পুরেদেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ॥

অন্বয়—স্থাবরস্য চরস্য চ সর্ব্বস্য লোকস্য বশী হংসঃ নবদ্বারে পুরে দেহী (সন্)
বহির্লেলায়তে।
বিষমপদব্যাখ্যা। স্থাবরস্য স্থিতিশীলস্য—স্থিতিশীল। চরস্য—জঙ্গমস্য গমনশীল।
বশী—নিয়ামক। হংসঃ হন্তি তিমিরং অজ্ঞানং ইতি হংসঃ যদ্বা হন্তি গচ্ছতি বহতি ইতি হংসঃ,
হন লৌ হিংসাগত্যোরিত্যস্মাৎ "হনি মনিকশিভ্য সঃ" ইতি সপ্রত্যয়ঃ নিখিল
অজ্ঞান বিনাশক। নবদ্বারে—নবানি দ্বারাণি যস্মিন্। নয়নদ্বয়ং নাসারন্ধ্রদ্বয়ং কর্ণদ্বয়ং
মুখং চ ইতি সপ্ত তথা পায়ু উপস্থরূপে দ্বে, ইতি নবদ্বারাণি যত্র—তস্মিন্।
নয়নদ্বয়, নাসারন্ধ্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ এবং পায়ু ও উপস্থরূপ নবদ্বারবিশিষ্ট। পুরে—
দেহে—পুরতি—গচ্ছতি, নহি চিরং তিষ্ঠতি, ইতি পুরং। নশ্বর দেহে। দেহী দিহ্যতে
শোকমোহাদিভিঃ ক্লিশ্যতে ইতি দেহঃ তদ্বিশিষ্টঃ সন্, শোকমোহাদি-ক্লেশভাজন দেহধারী
হইয়া। বহিঃ বাহ্যভাবেন লেলায়তে গমনাগমনং করোতি বাহ্যবিষয়ং উপভুনক্তি ইতি-
ভাবঃ। বাহ্যিক বিষয় সমূহ উপভোগ করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি নির্লিপ্ত।
বঙ্গানুবাদ। স্থাবর এবং জঙ্গম, এই সমস্ত লোকের তিনিই একমাত্র নিয়মকর্ত্তা।
সেই অবিদ্যারূপ তিমিরনাশক পরমাত্মা এই নবদ্বারবিশিষ্ট নশ্বর কলেবরে "দেহী"
রূপে বিরাজ করিয়া বহির্বিষয় সমূহ ভোগ করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি
অপাপবিদ্ধ এবং সনাতন পুরুষ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে বা ঠিকানা-বদল জানাইতে গ্রাহকগণ অবশ্য ২ সানুগ্রহে স্বীয় ২ গ্রাহক-নম্বর দিবেন।

৬ষ্ঠ বর্ষ। ভাদ্র ও আশ্বিন। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
১৮২১, ১৩০৬।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"Of these Journals, the Hindu-Patrika deserves special mention as a high-class religious monthly devoted mainly to the exposition of Vedanta, the Upanishads and other standard works on Hindu-religion and philosophy. It is edited with conspicuous ability.

ANNUAL REPORT OF THE LIBRARIAN OF THE BENGAl GOVT. 1898.

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। সামবেদ-সংহিতা ...	১২৯	৭। গোলকে সর্ব্ব-দেব-দর্শন	১৬৪
২। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ...	১৩৩	৮। যজুর্ব্বেদ ...	১৬৯
৩। পঞ্চদশী—ভূত-বিবেক	১৩৬	৯। শতপথ-ব্রাহ্মণ	১৭২
৪। শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের কথা	১৪২	১০। অন্তর্জ্যোতি ...	১৭৭
৫। আমি তুই ...	১৪৯	১১। আদ্যা ...	১৮০
৬। মণিরত্ন মালা ...	১৫৩	১২। সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু	১৮৫

যশোহর।
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২১।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য———সমেত ডাকমাশুল ১৷০ মাত্র।
এই পত্রিকাখানি হস্তগত হইলেই মনে করিয়া দেখিবেন যে, হিন্দু-পত্রিকার ১৩০৬ সালের
মূল্য দিয়াছেন কি না। ৮পূজা নিকট, মূল্য না দিয়া থাকিলে, মনে থাকিতে থাকিতে পাঠাইবেন।

১৩০১।২।৩।৪ সনের বান্ধাই হিন্দু-পত্রিকা প্রতি সন ১।০ ও ১৩০৫ সালের পত্রিকা ১৷০ মূল্যে বিক্রেয়।

CO-OPERATION IN PUBLISHING. (NO 2.)

If one were the only reader of *The Times*, the only railway passenger between London and Brighton, the only consumer of the electric light, the simplest incidents of modern life would cost more than the orgies of the Cæsars. The development of solidarity, the recognition of combination as a source of strength, has been a gradual one, and even in our own day it is easy to find new developments of the principle of association. The distribution of *The Times* Reprint of the Ninth edition of the *Encyclopædia Britannica*, in connexion with which this thought presents itself is an admirable illustration of the indefinite possibilities inherent in the system For such a book can only be sold at such a price when the purchasers are many. When the first issue of the Ninth Edition was prepared, nearly ten years ago, it did not seem prudent to print a very large number of copies, and the price at which the work was then offered to the public was based upon a very moderate estimate of number of probable purchaseres. How does a question of this sort present itself to a publisher?

Let it be supposed, for instance, that a publisher had, lying in a huge safe, the hundred thousand typewritten sheets of matter which are needed to make a book like the Ninth Edition of the *Encyclopædia Britannica*, and that he was in doubt whether to print 1,000 or 10,000 copies. These are convenient figures—although an edition of only 1,000 would, of course, necessitate so fantastic a retail price that not publisher could hope to recoup himself by the sale.

The expense of making a book is of two different sorts; a creative and a reduplicative cost. The writers must think, and put their thoughts into words; the printers must put their words into type, the artists must make their designs and the engravers prepare plates from the designs. All this primary cost is as great for a small edition as for a large one. The secondary cost, the cost per copy for paper, printing, and binding, becomes smaller as the edition increases, because work on a large scale is always cheaper than work on a small scale.

If the primary cost per copy be $\frac{x}{1,000}$ in the case of an edition of 1,000 copies, it becomes only one-tenth of that sum in the case of an edition of 10,000 copies, for the author, the artist, the compositor, and the engraver have done their work once for all. If the secondary cost be y for each one of an impression of a thousand copies, it will be only about $4/5y$ for each one of ten thousand copies. For an edition of one thousand we have then: cost per copy $\frac{x}{1,000} + y$; and for an edition of 10,000 cost per copy $\frac{x}{10,000} + \frac{4}{5}y$. This is a difference of $\frac{x}{1,111} + \frac{1}{5}y$ on each copy.

It is well known that over £60,000 was paid to the authors of the Ninth Edition of the *Encyclopædia Britannica* for MSS. alone. To this must be added the cost of typesetting. There were 21,164 pages of type. When the work was completed the Editor stated (at the banquet given in Cambridge to celebrate the event) that the corrections for the press had been equivalent to twice the number of pages set. This gives, roughly speaking, £18,000 for the perfected type pages; add another £5.000 for the cost of electrotyping, and the total for the plates of the text is between £80,000 and £85,000. Leaving the artists and engravers out of the question $\frac{x}{1,000}$ is then, at least £80.

In other words, if only 1,000 copies were to be printed of such a book as the *Encyclopædia Britannica*, and the story were to end there, each copy would cost £80, plus the proportion of cost of paper, machining, and binding, and plus the proportion of cost of designing, engraving and printing the full-page plates and other illustrations. For this item of £80,000 or 85,000 is not the whole of x and does not touch y at all. Add to this the paper, machining, binding, warehousing, and general expense and it is evident that 1.000 copies of such a work as the *Encyclopædia Britannica* would (even without any illustrations) have to be listed in a publisher's catalogue at something like £150a copy.

If the technical detail of the printing trade were less tedious to the general reader, it would be easy to trace the gradations of cost which mark the large distance between books which are dear at their price and books which are cheap at their price. Even the few figures which have been set forth will, however, sufficiently illustrate the general principle that a work like the *Encyclopædia Britannica* cannot in the usual course of business be sold at a popular price. The issue of *The Times* Reprint at its present price has been made possible by a combination of circumstances, and by a bold reliance upon a widespread demand for the work. A remarkable opportunity presentes itself, and the public show their appreciation of it by securing copies of the work while it may be had at so great a bargain.

THE TIMES REPRINT: UNABRIDGED AND UNALTERED.

The Ninth Edition of the ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, completed in 1889, which The TIMES has reprinted, is universally recognized as the most complete and perfect of works of reference. THE TIMES Reprint is in every respect the same as the copies

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | ভাদ্র ও আশ্বিন। | ১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

সামবেদ-সংহিতা।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তা)

সৈষা চতুর্থী।

(মধুচ্ছন্দ ঋষিঃ)

১২ . ৩১ ২ ৩ ২ ৩২ ৩২

উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষা বস্তর্দ্ধিয়া বয়ম্।

২৩ ১২৪ ১২

নমো ভরন্ত এমসি ॥৪॥

অগ্নে।=হে অগ্নে! বয়ং=অনুষ্ঠাতারঃ=আমরা অনুষ্ঠাতা। দিবে দিবে=প্রতিদিনং। দোষাবস্তঃ (১)=রাত্রাবহনিচ=রাত্রি ও দিনে (রাত্রিকালে অর্থাৎ সায়ং-হোমকালে ও দিনে অর্থাৎ প্রাতর্হোমকালে) ধিয়া=বুধ্যা=বুদ্ধিদ্বারা। নমো ভরন্তঃ=নমস্কারং সম্পাদয়ন্তঃ=নমস্কার করিয়া। উপ=সমীপে=নিকটে। ত্বা=ত্বাং=তোমাকে। এমসি=আগচ্ছামঃ। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার ১অষ্টকে ১অধ্যায়ে ২বর্গেও আছে।

হে অগ্নে! আমরা প্রতিদিন দিবস-যামিনী বুদ্ধি দ্বারা তোমাকে নমস্কার করিয়া তোমার নিকটে আসিতেছি। ৪।

(১) নিরুক্তে উত্তরষট্‌কে প্রথম অধ্যায়ে ৯।

অথ পঞ্চমী।

(শুনঃশেপ ঋষিঃ)

১২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২
জরাবোধ তদ্বিবিড্‌ঢি বিশে বিশে যজ্ঞিয়ায়।
১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২
স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্‌ ॥৫॥

হে জরাবোধ!=জরয়া স্তত্যা বোধ্যমানাগ্নে!=হে স্তুতিদ্বারা বোধ্যমান অগ্নে! বিশে বিশে=তত্তদ্‌যজমানরূপ প্রজানুগ্রহার্থং=সেই সেই যজমানরূপ প্রজাগণের অনুগ্রহজন্য। যজ্ঞিয়ায়=যজ্ঞসম্বন্ধ্যনুষ্ঠান-সিদ্ধ্যর্থং=যজ্ঞ সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান সিদ্ধির জন্য তদ্‌=দেব যজনং=সেই দেব-যজনস্থান। বিবিড্‌ঢি=প্রবিশ=প্রবেশ কর। রুদ্রায়=ক্রূরায় অগ্নয়ে তুভ্যং—তোমাকে অথবা ভীমাকৃতি রুদ্ররূপী তোমাকে। দৃশীকং দর্শনীয়ং সমীচীনং স্তোত্রং করোতি=উত্তম স্তোত্র করিতেছেন। এই মন্ত্রটি উত্তরার্চ্চিকে ৮প্রপাঠকে ২অধ্যায়ে ৩সূক্তেও আছে, এবং ঋগ্বেদ-সংহিতায় ১অষ্টকে ২অধ্যায় ২৩বর্গেও আছে।

হে স্তুতিদ্বারা বোধ্যমান অগ্নে! সেই যজমানরূপ প্রজাগণের অনুগ্রহ জন্য—অর্থাৎ যজ্ঞসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সিদ্ধ হইবার জন্য সেই দেব-যজন-স্থানে প্রবেশ কর। যজমানগণও রুদ্ররূপী তোমাকে উত্তম স্তব করিতেছেন।

অথ ষষ্ঠী।

(মেধাতিথি ঋষিঃ)

২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ৩ ২
প্রতিত্যঞ্চারুমধ্বরং গোপীথায় প্রহূয়সে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মরুদ্ভিরগ্ন আগহি॥৬॥ (ক)

অগ্নে।=হে অগ্নে! ত্যং=তথাবিধং=সেইরূপ। চারুং=মনোহরং=মনোহর। অধ্বরং=যজ্ঞং। প্রতি=লক্ষ্য=লক্ষ্য করিয়া। গোপীথায়=সোমপানায়=সোম (লতাবিশেষ, উহার রসে মত্ততা হইয়া থাকে) পানের জন্য। প্রহূয়সে=প্রকর্ষেণ ত্বং হূয়সে=বিশেষ-

(ক) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতায় ১অষ্টকে ১অধ্যায়ে ৩৬ বর্গে আছে।

রূপে তুমি আহূত হও। মরুদ্ভিঃ=দেববিশেষৈঃ সহ=মরুদ্‌গণের সহিত। আগহি=আগচ্ছ=আগমন কর।

হে অগ্নে! (যে যজ্ঞ চারু—অঙ্গ-বৈকল্য রহিত) তুমি সেইরূপ মনোহর যজ্ঞের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আহূত হইয়াছ; তজ্জন্য তুমি এই যজ্ঞে মরুদ্‌গণের সহিত আগমন কর॥৬॥

অথ সপ্তমী।

(শুনঃশেপ ঋষিঃ)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ২ ১ ২ ৩ ১ ২র
অশ্বংনত্বা বারন্তং বন্দধ্যা অগ্নিন্নমোভিঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
সম্রাজন্তমধ্বরাণাম্‌ ॥৭॥ (খ)

অধ্বরাণাং=যজ্ঞানাং=যজ্ঞ সকলের। সম্রাজংতং=সম্রাট্‌স্বরূপং স্বামিনং অগ্নিং ত্বাং=সম্রাট্‌স্বরূপ স্বামী তোমাকে। নমোভিঃ=স্তুতিভিঃ=স্তুতি সকল দ্বারা। বন্দধ্যৈ=বন্দিতুং প্রবৃত্তা=বন্দনা (গ) করিবার জন্য প্রবৃত্ত। বারয়ন্তং=বালযুক্তং=পুচ্ছযুক্ত। অশ্বংন=অশ্বমিব (অশ্বো যথা বালৈর্ব্যথকান্‌ মশকমক্ষিকাদীন্‌ পরিহরতি তথা ত্বমপি জ্বালাভিরস্মদ্‌ বিরোধিনঃ পরিহরসি।) ঘোটকের ন্যায়—অর্থাৎ যেরূপ অশ্ব নিজ পুচ্ছ দ্বারা কষ্টদাতা মশক-মক্ষিকাদিগকে নিবারণ করে, সেইরূপ তুমিও পুচ্ছ সদৃশ জ্বালাদ্বারা আমাদিগের বিরোধিগণকে পরিহার কর।

হে অগ্নে! যজ্ঞসকলের সম্রাট্‌স্বরূপ তোমাকে আমরা স্তুতি সকল দ্বারা বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যেরূপ অশ্ব নিজ পুচ্ছদ্বারা ব্যথা দিয়া মশক-মক্ষিকাদিগকে নিবারণ করে, তদ্রূপ তুমিও জ্বালা দ্বারা আমাদের বিরোধিগণকে দূর কর।

অথাষ্টমী।

(প্রয়োগ ঋষিঃ)

৩ ১ ২র ৩ ২ ২র
ঔর্ব ভৃগুবচ্ছুচিমপ্নবানবদাহুবে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিং সমুদ্র বাসসম্‌ ॥৮॥ (ঘ)

(খ) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদে ১অষ্টকে ২অধ্যায় ২২বর্গে আছে।

(গ) বন্দনা তিন প্রকার "কায়েন মনসা বাচা"। শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা বন্দনা। এখানে বাক্য দ্বারা বন্দনা।

(ঘ) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতায় ৬অষ্টকে ৭অধ্যায়ে ৯ বর্গে আছে।

সমুদ্র বাসসং = সমুদ্র মধ্যবর্ত্তিনং বাড়বং = সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী বাড়বাগ্নিকে। শুচিং = শুদ্ধং ঔর্ব্ভৃগুবৎ = যথা ঔর্বভৃগুঃ = যেরূপ ঔর্ব্ভৃগুঋষি। অপ্নবানবৎ = যথা অপ্নবানঃ = যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহুবে = অহমাহ্বয়ামি = (সেইরূপে) আমি আহ্বান করিতেছি। ঔর্ব্ভৃগুঋষি যেরূপ শুচিসম্পন্ন সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী বাড়বাগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই-রূপে আমিও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি ॥৮॥

অথ নবমী।

(প্রয়োগ ঋষিঃ)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র৩ ১২ ৩১২
অগ্নিমিন্ধা নো মনসা ধিয় ৺ সচেতমর্ত্ত্যঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিমিন্ধে বিবস্বভিঃ ॥৯॥ (ঙ)

মর্ত্ত্যঃ = মনুষ্যঃ। অগ্নিমিন্ধানঃ = কাষ্ঠৈঃ প্রজ্বলয়ন্ কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া। মনসা = মনসা এব শ্রদ্দধানঃ = মনে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া। ধিয়ং = কর্ম্ম = কর্ম্মকে। সচেত = কালে ভজেত = কালে ভজনা করেন। বিবস্বভিঃ = ঋত্বিগ্ভিশ্চ = ঋত্বিক্গণদ্বারা। অগ্নিং = অগ্নিকে। ইন্ধে = প্রজ্বলয়তি = প্রজ্বলিত করে।

যে মনুষ্যঃ অর্থাৎ যজমান ঋত্বিক্গণদ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেন, তিনি কাষ্ঠদ্বারা অগিকে প্রজ্বলিত করিয়া মনে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া কালে কর্ম্ম করেন ॥৯॥ (চ)

(ঙ) এই মন্ত্র ঋগ্বেদসংহিতায় ৬ অষ্টকে ৭ অধ্যায়ে ১২ বর্গে আছে।

(চ) বাহ্যিক অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমে আমাদের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য শ্রীভগবদ্গীতায় তৃতীয়াধ্যায়ে কর্ম্মকে প্রশংসা করিয়াছেন ও কহিয়াছেন,—
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। ১৯ ॥
জনকাদি ঋষিগণ কর্ম্মদ্বারাই সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ১৮ অধ্যা কহিয়াছেন,— মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ॥৫৬॥
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণে রামগীতায়ও কর্ম্ম-প্রশংসা করিয়াছেন।
এই বাহ্য ক্রিয়া করিলে শ্রদ্ধা হইবে। শ্রদ্ধা জন্মিলে পরমেশ-ধ্যানে ক্ষমতা হই.
তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥২॥ পাতঞ্জলদর্শনে বিভূতিপাদে।
যে স্থানে চিত্তের ধারণা হয়, সেই স্থানে জ্ঞানের একতানতাকে ধ্যান কহে।
ধ্যান হইতেই ক্রমে সমাধি হইবে।
"তদেবার্থ মাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ" ॥৩॥ ঐ-ঐ
ধ্যান করিতে করিতে যখন অন্তঃকরণে একমাত্র ধ্যেয় বস্তু কেবল প্রকাশ পায়, উহাকেই যো. চরম সীমা 'সমাধি' কহিয়া থাকে। এই সময় চিত্তের একাগ্রতা হওয়ায়, বিক্ষেপ পরিত্যাগ ক নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় মন স্থিরভাব ধারণ করিয়া থাকে।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥৪৮॥ কুমারে ৩য় সর্গে।
মনদ্বারা উপাসনার বিষয় পাতঞ্জলদর্শনে সুন্দররূপে বর্ণিত আছে; সুতরাং ঐ যোগশা... দেখিলেই সমুদায় জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

অথ দশমী।

(বৎস ঋষিঃ)

১উ ৩২৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩২
আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্।
৩২উ ৩১ ২ ৩২
পরোযদিধ্যতে দিবি ॥১০॥ (ছ)

পরোদিবি = দিবঃপরস্তাৎ অথবা দ্যুলোকস্যোপরি = দ্যুলোকের উপরে। যদ্ = যদা = যখন। ইধ্যতে = দীপ্যতে অর্থাৎ অয়ং বৈশ্যানরোঽগ্নিঃ সূর্য্যাত্মনা দীপ্যতে = এই বৈশ্বানর নামে অগ্নি সূর্য্যরূপে (জ) দীপ্তি পান। আদিৎ = অনন্তরমেব = অনন্তর। প্রত্নস্য = চিরন্তনস্য = চিরকালের। রেতসঃ = গন্তুঃ = গমনকারীর। বাসরং = নিয়ামকং বাসরস্য নিবাস-হেতুভূতং বা নিয়ামক অথবা দিবা-রাত্রির নিবাস-হেতুভূত। জ্যোতিঃ = দ্যোতমানং তেজঃ = দীপ্তিশালী তেজকে। পশ্যন্তি = (সকল জন) দেখেন। যখন দ্যুলোকের উপরে চিরকাল গমনশীল এই বৈশ্বানর নামে অগ্নি সূর্য্যরূপে দীপ্তি পান, তাহার কিছুক্ষণ পর বাসর-নিয়ামক দীপ্তিশালী তেজকে অথবা দিবা-রাত্রির নিবাস-হেতুভূত দীপ্তিশালী তেজকে সকলে দেখেন ॥১০॥

ইতি সামবেদসংহিতায়াং গ্রামে গেয় গানে প্রথমস্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ ॥ (ক্রমশঃ)

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

[পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ]

১৯
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন তস্যাস্তিবেত্তা তমাহুরগ্র্যম্ পুরুষং মহান্তম্ ॥

অন্বয়ঃ। (স পরমাত্মা) অপাণিপাদঃ (সন্নপি) জবনো গ্রহীতা (চ ভবতি) সঃ অচক্ষুঃ (সন্নপি) পশ্যতি, অকর্ণঃ (সন্নপি) শৃণোতি (চ)। স বেদ্যং বেত্তি,

(ছ) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতার ৬অষ্টকে ৮অধ্যায়ে ১৪বর্গে আছে।

(জ) বেদের উপাসনাকাণ্ডে অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণ এক—কেবল নামের ভেদ মাত্র।

(কিন্তু) তস্য চ বেত্তা ন অস্তি। (তত্ত্বজ্ঞাঃ) তম্ (এব) অগ্র্যং মহান্তং (চ) পুরুষং আহুঃ।

বিষমপদ ব্যাখ্যা। অপাণিপাদঃ অহস্তচরণঃ,—কর-চরণ-বর্জ্জিত। জবনঃ—বেগবান্। বেদ্যম্—জ্ঞেয়ং, জ্ঞাতব্য। অগ্র্যম্—অগ্রেভবঃ অগ্রাঃ, তম্, অগ্রজাত অর্থাৎ প্রথম। মহান্তং—মহ্যতে পূজ্যতে ইতি মহৎ, তম্। মহ পূজনে "নাম্নীতি অতুঃ"। মহনীয় পূজনীয়। পুরুষং—পুরৌ শেতে ইতি পুরুষঃ—যদ্বা পুরে বসতি ইতি পুরুষঃ (পুর+বস্+ক) পরমাত্মা।

সেই পরম পুরুষ কর-চরণাদি-বর্জ্জিত হইয়াও অনভিভবনীয় বেগবিশিষ্ট এবং সর্ব্বপদার্থের গ্রহণসমর্থ। তিনি বহিশ্চক্ষুঃশূন্য হইলেও, তদীয় সনাতনী-প্রজ্ঞা-বলে সমস্তই তাঁহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে।

তাঁহার সামান্য লৌকিক শ্রুতি না থাকিলেও, স্বকীয় ঐশী ক্ষমতা বশতঃ তিনি সমস্তই শ্রবণ করিয়া থাকেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত আছেন, কিন্তু তাঁহার কেহ পরিজ্ঞাতা নাই; কেন না তিনি জ্ঞানাতীত। তত্ত্ববিৎ মনীষিগণ তাঁহাকেই একমাত্র অনাদি এবং পরম পূজনীয় পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

২০

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্॥

অন্বয়ঃ। অণোঃ অণীয়ান্, মহতঃ মহীয়ান্ আত্মা অস্য জন্তোঃ গুহায়াং নিহিতঃ (অস্তি) বীতশোকঃ (মনস্বী) ধাতুঃ প্রসাদাৎ যদ্বা ধাতু-প্রসাদাৎ তম্ অক্রতুম্ ঈশম্, (তস্য) মহিমানং (চ) পশ্যতি।

বিষমপদ ব্যাখ্যা। অণোঃ সূক্ষ্মাৎ, সূক্ষ্ম হইতেও অণীয়ান্ সূক্ষ্মতর। মহতঃ মহীয়ান্—মহৎ হইতেও মহত্তর। গুহায়াং গূহতি সংবৃণোতি আত্মানং ইতি গুহা, গুহ+ক+আপ্—হৃদয়। জন্তোঃ—জায়তে ইতি জন+তু—যে জন্মগ্রহণ করে, এতাদৃশ জরা-মরণশীল প্রাণীসমূহের। (এখানে বহুত্বে একবচন)। অক্রতুম্—কামরহিতং—নিস্পৃহ—অকাম। ধাতুঃ প্রসাদাৎ—বিধাতার অনুগ্রহে। 'ধাতু-প্রসাদাৎ' এই বিসর্গশূন্য পাঠে ধাতুশব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়াদি, তাহাদের প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্নতা বশতঃ। বহির্বিষয়-বিমুখ ইন্দ্রিয় হেতু।

বঙ্গার্থ। সেই সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর—অথচ মহৎ অপেক্ষাও মহত্তর আত্মা এই বিশ্বস্থ প্রাণিসমূহের হৃদয় মধ্যে নিহিত রহিয়াছেন। যাবতীয় জীব-হৃদয়ই তাঁহার ক্রীড়াস্থল। শোক-মোহাদি-তামস-ভাব-বর্জ্জিত সাধনাশীল মনস্বী ধ্যান-ধারণাদি-বলে ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন হইয়া, স্বকীয় হৃদয় মধ্যেই সেই বাসনাবিহীন হৃদয়েশ্বরকে

এবং তদীয় অপ্রতিরথ মহিমাবলি দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়েন। দেখিতে জানিলে, আত্মতীর্থেই সেই সর্ব্বতীর্থেশ্বরের নয়নরঞ্জিনী মূর্ত্তি দর্শন করা যায়। আমাদের দেখিবার সামর্থ্য নাই বলিয়াই আমরা দিদৃক্ষু হইয়া তীর্থান্তর-ভ্রমণপূর্ব্বক ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়া বেড়াই। তবে কিনা, অনধিকারে আত্মতীর্থসেবার্থী হওয়া অপেক্ষা বাহ্যতীর্থ-সেবাই বিহিত।

২১

বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্॥

অন্বয়ঃ। অহম্ এতম্ অজরম্ পুরাণম্ সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতম্ বিভুত্বাৎ বেদ। ব্রহ্মবাদিনঃ যস্য (যদ্ জ্ঞানস্য) জন্মনিরোধম্ প্রবদন্তি, (যম্ চ) নিত্যম্ অভিবদন্তি।

বিষমপদ ব্যাখ্যা। বিভুত্বাৎ তস্য আকাশবদ্ ব্যাপকত্বাৎ, আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী, তদ্রূপ তিনিও সর্ব্বব্যাপী। সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু। বেদ—জানামি—জানি। যস্য—যে জ্ঞানের অর্থাৎ যে ঈশ্বর-জ্ঞানের। জন্ম-নিরোধং—উৎপত্তি-অভাবম্, উৎপত্তির অভাব অর্থাৎ জন্মনিবারকতা। যে জ্ঞান জন্মিলে আর জন্ম-যাতনা ভোগ করিতে হয় না। নিত্যম্—সনাতন। ব্রহ্মবাদিনঃ—ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতবৃন্দ।

বঙ্গার্থ। আমি এই জরা-মৃত্যু-রহিত সর্ব্বাত্মক পুরাতন সর্ব্বগত ঈশ্বরকে আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপিরূপে জ্ঞাত আছি। ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার যে জ্ঞানকেই একমাত্র পুনরাবৃত্তি-নাশক বলিয়া কীর্ত্তন করেন, এবং যে পরম পুরুষকে তাঁহারা নিত্য নিরঞ্জন বলিয়া অভিবাদন করিয়া থাকেন, আমি সেই সুদুর্লভ জ্ঞান এবং নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছি। সাধকের এবম্বিধ দৃঢ় বিশ্বাস যদি দম্ভের মলিন ছায়াপাতে কলুষিত না হয়, তবে ইহাতেই তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

ওঁ তৎ সৎ।

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

পঞ্চদশী—ভূত-বিবেক।

[পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ]

যদ্ যথা বর্ত্ততে তস্য তথাত্বং ভাতি মানতঃ।
অন্যথাত্বং ভ্রমেণেতি ন্যায়োঽয়ং সার্ব্বলৌকিকঃ ॥৫৯

টীকা। যথা যেন শুক্তিকাদি রূপেণ বর্ত্ততে তস্য তথাত্বং শুক্ত্যাদিরূপত্বং প্রমাণতঃ ভাতি স্ফুরতি অন্যথাত্বং রজতাদিরূপত্বং তদ্‌ভ্রমেণ—ভ্রান্ত্যা প্রতিভাতি ইতি অয়ংন্যায় সার্ব্বলৌকিকঃ সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ। যে পদার্থ প্রকৃত, প্রমাণ দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়। ভ্রান্তি বশতঃ তাহা অন্যরূপ বিবেচিত হইতে পারে, ইহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত।

তাৎপর্য্যার্থ। সর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে পদার্থের যে প্রকার ধর্ম্ম, তাহাই প্রমাণ দ্বারা সেই পদার্থের স্বরূপ প্রমাণীকৃত হয়; পরন্তু ভ্রান্তিবশতঃ তাহার বিপরীত অনুমানও হইয়া থাকে। যাহারা ভ্রমান্ধ, তাহারাই এক পদার্থে অন্য পদার্থের গুণ আরোপিত করে, কারণ পদার্থমাত্রের প্রকৃত ধর্ম্ম তাহারা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেনা। শুক্তিতে যে শুক্তিত্ব-প্রকাশক জ্ঞানের পরিবর্ত্তে রজত-জ্ঞান জন্মে, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রম-জ্ঞান। এইরূপে ভ্রান্তি দ্বারা বিপরীত জ্ঞান দর্শাইয়া, সেই প্রকৃত জ্ঞানের নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শনই করিতেছেন। ফলতঃ শুক্তিতে শুক্তিত্ব-জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, প্রমাণ দ্বারা তাহাই সাব্যস্ত হয়; কিন্তু শুক্তিতে রজত-জ্ঞান ভ্রান্তি হইতেই উৎপন্ন হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ঐ ভ্রম-নিবৃত্তির উপায় নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

এবং শ্রুতি-বিচারাৎ প্রাক্ যদ্ যথা বস্তু ভাসতে।
বিচারেণ বিপর্য্যেতি ততস্তচ্চিন্ত্যতাং বিযৎ ॥৬০

টীকা। এবমুক্তেন প্রকারেণ শ্রুতি-বিচারাৎ প্রাক্ শ্রুত্যর্থ-বিচারাৎ পূর্ব্ব যদ্‌বস্তু যদ্রূপং ব্রহ্ম ভ্রান্ত্যা যেন গগনাদি রূপেণ বর্ত্ততে অতঃ শ্রুত্যর্থ-পর্য্যালোচনেন বিপর্য্যেতি গগনাদি ভাবং পরিত্যজ্য সদ্রূপং ব্রহ্মৈব ভবতি ততঃ শ্রুতিবিচারেণ বস্তুযাথার্থ্য দর্শন সম্ভবাৎ তদ্‌বিয়চ্চিন্ত্যতাং বিচার্য্যতাং ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বিচারের পূর্ব্বে যে বস্তু যেরূপ বোধ হয়, শ্রুতি-বিচার দ্বারা তাহার বিপরীত অনুভূত হয়; অতএব এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, আকাশ কি বস্তু।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বিচারের পূর্ব্বে আকাশাদি যে সকল পদার্থের যেরূপ ধর্ম্ম প্রতীত হয়, পরে বিচার দ্বারা তাহার বিপরীত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে আকাশাদি পদার্থের পৃথক্ সত্তা নির্ণীত হইয়াছিল, কিন্তু পুনরায় বেদান্ত-বিচার দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইল। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, আকাশাদি বস্তু অনিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় কি না।

ভিন্নে বিয়ৎ সতী শব্দ ভেদাদ্ বুদ্ধেশ্চ ভেদতঃ।
বায্বাদি ষ্বনুবৃত্তং সৎ নতু ব্যোমেতি ভেদধীঃ ॥৬১

টীকা। ভিন্ন ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থে হেতুমাহ শব্দ-ভেদাদিতি। বিয়চ্ছব্দ সচ্ছব্দয়োরপর্য্যায়ত্বাদিত্যর্থঃ। হেত্বন্তরমাহ বুদ্ধেশ্চ ভেদতঃ ইতি। তমেব হেতুং বিষয়দতি বায্বাদিষু ভূতেষু সদ্‌বায়ু সৎতেজ ইত্যেবম্প্রকারেণ অনুবৃত্তং ভাসতে ব্যোমতু নৈবং ভাসতে ইতি যজ্জ্ঞানং সা ভেদধীর্ভেদবুদ্ধিরিত্যর্থঃ।

অনুবাদ। সৎ এবং আকাশ শব্দ পৃথক্, যেহেতু বায়ু প্রভৃতি ভূতেঃসৎশব্দ অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ অনুবৃত্ত হয় না, ইহাই ভেদ-বুদ্ধি।

তাৎপর্য্য। বিচারপূর্ব্বক যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা আকাশাদির বিপর্য্যয় প্রতিপন্ন হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। সৎস্বরূপ পরমাত্মা হইতে আকাশ পৃথক্ পদার্থ; যেহেতু আকাশ ও সৎ, এই উভয় পদার্থের পরস্পর বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে। আকাশের কার্য্য স্বরূপ সত্তা বায়ুতে অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ কোন পদার্থে অনুবৃত্ত হয় না। বায়ু প্রভৃতি পদার্থে আকাশের সত্তা বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কোন পদার্থেই আকাশ বর্ত্তমান থাকেনা, ইহাই সর্ব্বসাধারণের অনুমান।

সদ্‌বস্ত্বধিকবৃত্তিত্বাৎ ধর্ম্মি ব্যোম্নস্তু ধর্ম্মতা।
ধিয়া সতঃ পৃথক্‌কারে ব্রূহি ব্যোম কিমাত্মকম্ ॥৬২

টীকা। রূপরসাদিষ্বনুবৃত্তস্য দ্রব্যস্য এব আকাশ বায্বাদিষ্বনুবৃত্তস্য সতোধর্ম্মিত্বং রসাদিভ্যা ব্যাপৃতস্য স্বরূপস্যেব বায্বাদিভ্য ব্যাপৃতস্য নভসো ধর্ম্মিত্বমিত্যর্থঃ। নতু তর্হি ঘটাদ্‌ভিন্নস্য রূপস্য যথা বাস্তবত্বং তথা সতোভিন্নস্য নভসোঽপি স্যাৎ ইত্যাশঙ্কাহ সদ্ ব্যতিরিক্তস্য নভসো দুর্ণিরূপত্বাৎ নৈবমিত্যাহ ধিয়া সত ইতি।

অনুবাদ। সৎ সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু ধর্ম্মী, আকাশ ধর্ম্ম; সৎবুদ্ধি পৃথক্ করিলে, আকাশের কি থাকে, বল।

তাৎপর্য্য। যিনি সৎস্বরূপ পরমাত্মা, তিনি সর্ব্বব্যাপী; অতএব সেই পরমাত্মা জগতের আশ্রয়, আকাশাদি তাঁহার আশ্রিত ধর্ম্ম; এই প্রকার যুক্তি সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, আকাশ সদ্বস্তু হইতে পৃথক্। এইরূপ

স্থিরীকৃত হইলে পর, বল দেখি, আর কি আকাশের স্বরূপত্ব থাকে? বাস্তবিক কিছুই থাকে না।

অবকাশাত্মকং তচ্চেদসৎ তদিতি চিন্ত্যতাং।
ভিন্নং সতোঽসচ্চ নেতি বক্ষি চেদ্ব্যাহতিস্তব ॥৬৩

টীকা। তর্হি সতো বিলক্ষণত্বাদসদেবস্যাৎইতি পরিহরতি অসত্তাদিতি ইতি। সতো বিলক্ষণস্য অসত্বং নাস্তীতি বদতী দোষমাহ ভিন্নমিতি।

অনুবাদ। আকাশ যখন অবকাশাত্মক, তখন ইহা অসৎ বলিয়া মনে করিও। যদি বল—সৎ হইতে ভিন্ন, অথচ অসৎ নহে, তাহা হইলে উহা অসংলগ্ন হয়, অর্থাৎ ঐরূপ দোষযুক্ত বাক্য হইতে পারেনা।

তাৎপর্য্য। যদি এইরূপে আকাশের স্বরূপ নির্ণয় কর যে, আকাশ অবকাশ-স্বরূপ, অর্থাৎ যেখানে কোন পদার্থ নাই, তাহাই আকাশ। তাহা হইলে সেই সৎ হইতে অবকাশস্বরূপ আকাশ বিভিন্ন হইল; সুতরাং তাহাকে অসৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল; এই নিমিত্ত আকাশকে কখনই সৎস্বরূপ বলিতে পারনা। যদি বল, আকাশের স্বরূপ সৎ হইতে বিভিন্ন বটে, কিন্তু তাহা অসৎও নহে; একথা নিতান্ত অসম্ভবহেতু তাহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ যে বস্তু সৎ নহে, তাহাকে অসৎ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তুমি আপনিই আকাশকে সৎ নহে বলিয়া স্বীকার করিতেছ, কিন্তু পুনরায় তাহাকে অসৎ স্বীকার করিতেছ না; ইহাতে তুমিই তোমার আপনার কথার ব্যাঘাত করিতেছ।

ভাতীতি চেদ্ভাতু নাম ভূষণং মায়িকস্য তৎ।
যদসদ্ভাসমানন্তন্মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ ॥৬৪

টীকা। অসত্বে ভানং নস্যাৎ ইতি আশঙ্ক্য তুচ্ছবিলক্ষণত্বাদ্ ভানং ন বিরুদ্ধতে ইত্যাহ ভাতীতি চেদিতি। অবিরোধং দর্শয়িতুং মিথ্যাবস্তু লক্ষণং দৃষ্টান্তমাহ যদ্ অসদ্ভাসমানমিতি। যদ্ বস্তু স্বরূপেণ অবিদ্যমানমপি ভাসতে তৎ স্বপ্নগজাদিবৎ মিথ্যা ইত্যর্থ্যঃ।

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ ভাসমান হয় বলিয়া উহা সত্য নহে। মায়ার লক্ষণ এই যে, দৃষ্ট পদার্থ স্বপ্ন-গজাদিবৎ মিথ্যা।

তাৎপর্য্যার্থ। তোমরা এই কথা বল যে, প্রত্যক্ষরূপ ভাসমান আকাশ যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে ইহা কখনই প্রত্যক্ষরূপে ভাসমান হইতে পারে না, অতএব আকাশ অসৎ নহে; কিন্তু ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু মায়িক পদার্থের লক্ষণ এই যে, অসৎ বস্তুও সৎস্বরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নাবস্থাতে যে বস্তু অসৎ, তাহাও সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই প্রকার যে বস্তু অসৎ হইয়াও অবস্থাভেদে সৎ-

স্বরূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা জানিবে। তাহাকে কখনই সত্য বলা যায় না।

জাতিব্যক্তৌ দেহিদেহৌ গুণদ্রব্যে যথা পৃথক্।
বিয়ৎসতোস্তথৈবাস্তু পার্থক্যং কোঽত্র বিস্ময়ঃ ॥৬৫

টীকা। নন্বু নিয়মেন সহোপলভ্যমানয়োর্ভেদ ন দৃষ্টচর ইত্যাশঙ্ক্যাহ জাতি-ব্যক্তীতি।

অনুবাদ। জাতি-ব্যক্তি, দেহি-দেহ এবং গুণ ও দ্রব্যের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য, সেইরূপ সৎ এবং আকাশের মধ্যে পার্থক্য আছে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

তাৎপর্য্য। যে যে পদার্থ নিয়ত সহাবস্থান করে, সেই সেই পদার্থদ্বয়ের বিভিন্নতা সহজে কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নিমিত্ত "আকাশের সত্তা আছে" এইবাক্যে আকাশ ও সত্তা, এই পদার্থদ্বয়ের পরস্পর বিভিন্নতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা প্রামাণ্য সংস্থাপন করিতেছেন। যেমন জাতি ও ব্যক্তি, জীব ও দেহ এবং দ্রব্য ও গুণ, এই সকল পদার্থ যেপ্রকার পরস্পর পৃথক্, সেইরূপ ইহাদিগের পরস্পরের বিভিন্নতা নিরূপণ করাও আশ্চর্য্য নহে। যেপ্রকার জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতির বিভিন্নতা সহজেই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আকাশ ও তাহার সত্তার বিভিন্নতা অনায়াসে সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে।

বুদ্ধোঽপি ভেদো নো চিত্তে নিরূঢ়িং যাতি চেত্তদা।
অনৈকাগ্র্যাৎ সংশয়াদ্বা রূঢ্য ভাবোঽস্য তে বদ ॥৬৬

টীকা। ভেদো যদ্যপি বুধ্যতে তথাপি নিশ্চিতো ন ভবতীতি শঙ্কাতে। বুদ্ধেঽপীতি। তৎ পরিহারং বক্তুং নিশ্চয়াভাবে কারণং পৃচ্ছতি অনৈকাগ্র্যাদিতি।

অনুবাদ। সৎ আকাশের ভেদ বুঝিয়াও যদ্যপি চিত্তে নিরূঢ়িভাব না জন্মে, তবে তোমার চিত্তের একাগ্রতার অভাব বা সংশয় উহার কারণ নহে কি, বল দেখি?

অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাদ্যেঽন্যস্মিন্ বিবেচনম্।
কুরু প্রমাণ যুক্তিভ্যাং ততো রূঢ়তমো ভবেৎ ॥৬৭

টীকা। আদ্যে পরিহারমাহ অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাদ্য ইতি। আদ্যে প্রথমে বিকল্পে ধ্যানাৎ তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানমিতুক্তে লক্ষণাদপ্রমত্তো ভব—সাবধানমনা ভবেতি যাবৎ। দ্বিতীয়ে পরিহারমাহ অন্যস্মিন্ বিবেচনং কুর্বিতি। ততশ্চ কিম্ ইত্যতঃ আহ ততো রূঢ়তমো ভবেদিতি।

অনুবাদ। আদ্যে অর্থাৎ একাগ্রতার অভাব বশতঃ যদি মন দৃঢ় না হয়, তবে ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রমত্ত হও। আর যদি সংশয় হেতু না হও, তবে শাস্ত্রের প্রমাণ এবং যুক্তি অবলম্বন কর, তাহা হইলে মন দৃঢ় হইবে।

৬৬। ৬৭ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ। যেরূপে আকাশ ও সত্তার পরস্পর বিভিন্নতার

দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রমাণ করা হইল, ইহা বোধগম্য হইলেও, যদ্যপি তাহাতে সংশয় দুরীভূত হইয়া দৃঢ়তর বিশ্বাস না জন্মে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক মীমাংসা করিতেছেন। যদি বল, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সত্তা ও আকাশের বিভিন্নতার প্রমাণ বোধগম্য হইল বটে, কিন্তু তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে না, আমার মনে সর্ব্বদা ঐ বিভিন্নতা বিষয়ে সংশয় হইতেছে; কোনরূপেও সেই সংশয় নিবারিত হইতেছে না। তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি এক্ষণে যথার্থ বল দেখি, আকাশ ও তাহার সত্তার বিভিন্নতা বিষয়ে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিবার কারণ কি? উক্ত বিষয়ে অনবধানতাই যদ্যপি কারণ হয়, অর্থাৎ তুমি সম্যক্ মনঃ সংযোগ কর নাই বলিয়া যদ্যপি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে, তাহা হইলে সাবধানপূর্ব্বক ধ্যান-সাধন করিয়া, একাগ্রচিত্তে মনঃসংযোগ কর, তাহা হইলে উক্ত পদার্থদ্বয়ের বিভিন্নতা বিষয়ে সহজেই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে। আর যদি বল, উক্ত বিভিন্নতার দৃঢ় বিশ্বাস না হইবার প্রতি তোমার সংশয়ই কারণ হয়, অর্থাৎ তোমার সংশয় নিবারিত হইতেছে না বলিয়াই যদ্যপি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে, তবে শাস্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই তোমার সংশয় বিদূরিত হইয়া দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিবে ও নিঃসংশয় হইতে পারিবে।

ধ্যানান্মানাদ্ যুক্তিতোঽপি রূঢ়ে ভেদ বিয়ৎসতোঃ।
ন কদাচিৎ বিয়ৎ সত্যং সদ্বস্তুচ্ছিদ্রবন্নচ ॥ ৬৮

টীকা—ততোঽপি কিং ইত্যত আহ ধ্যানাদিতি। ধ্যানং পূর্ব্ব লক্ষণং, মানং ভিন্নে-বিষৎ সতী শব্দভেদাৎ বুদ্ধেশ্চ ভেদত ইত্যুক্তং, যুক্তিস্তু সদ্বস্তু অধিকবৃত্তিত্বাৎ ইতি আদৌ উক্ত্বা, এতৈর্ধ্যানাদিভিঃ বিয়ৎ সতোর্ভেদে চিত্তে নিরূঢ়িং যাতে সতি বিয়ৎ কদাচিৎ ন সত্যং কিন্তু সর্ব্বদা মিথ্যৈব ভাসতে সদ্বস্তু অপিচ্ছিদ্রবৎ আকাশবন্নচ নৈব ভবতীতি শেষ।

অনুবাদ। ধ্যান (চিন্তা) প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সৎ এবং আকাশের ভেদ-জ্ঞান দৃঢ় প্রতীত হইবে; কদাচিৎ আকাশ সত্য এবং সদ্বস্তু ছিদ্রবৎ বোধ হইবে না।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইলে, এবং শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ও সদ্যুক্তি দ্বারা সবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সত্তা ও আকাশের বিভিন্নতা দৃঢ়তররূপে অবগত হইলে, আকাশকে সদ্বস্তু বলিয়া কখনই প্রতীতি হইবে না; সুতরাং তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই আকাশকে অসত্য বলিয়া বোধ হইবে। কোন সদ্বস্তুর আকাশ-ধর্ম্মিত্ব-জ্ঞান কদাপি সম্ভব হয় না; অর্থাৎ কোন সদ্বস্তুর যে আকাশই ধর্ম্ম এবং কোন সদ্বস্তু যে আকাশে বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞানও কখনও জন্মিতে পারে না।

জ্ঞস্য ভাতি সদা ব্যোম নিস্তত্ত্বোল্লেখ পূর্ব্বকম্।
সদ্বস্ত্বপি বিভাত্যস্য নিশ্ছিদ্রত্ব পুরঃসরম্ ॥ ৬৯

টীক। বিয়ৎ সতোর্বিবেচন-ফলমাহ জ্ঞস্য ভাতীতি জ্ঞানবতো জনস্য আকাশং নিস্তত্ত্বং তত্ত্বশূন্যং ভাতি সদ্বস্তু অপিচ্ছিদ্রশূন্যং বিভাতি।

অনুবাদ। জ্ঞানীর নিকট আকাশ তত্ত্বশূন্য এবং সদ্বস্তু আকাশশূন্য প্রতীয়মান হয়।

তাৎপর্য্য। এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া, আকাশ ও সদ্বস্তুর বিভিন্নতা পরিজ্ঞানের ফল নিরূপিত হইতেছে। যাঁহারা প্রাজ্ঞ, সদ্বিবেচক ও প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ, তাঁহাদিগের মতে পূর্ব্বোক্ত আকাশ সর্ব্বদাই অনিত্যরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং তাঁহাদিগের নিকটেই সদ্বস্তু যে আকাশে বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞান কখনও জন্মিতে পারে না।

বাসনায়াং বিবৃদ্ধায়াং বিয়ৎ সত্যত্ব বাদিনম্।
সন্মাত্রা বোধ যুক্তশ্চ দৃষ্ট্বা বিস্ময়তে বুধঃ ॥ ৭০

টীকা। বিয়ন্মিথ্যাত্বং সতো বস্তুত্বঞ্চ সদা চিন্তয়তঃ কিং ভবতীত্যাহ বাসনায়ামিতি। বুধো বিয়ৎ সতোস্তত্ত্ববেক্ষা গগনস্য সত্যত্বং ব্রুবাণং নিরবকাশ সদ্বস্তুবোধরহিতং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ্নোতীতি।

অনুবাদ। অত্যন্ত বাসনাপরায়ণ ব্যক্তি—যাহারা আকাশকে সত্য বলে, তাহাদের সৎ পদার্থের জ্ঞান নাই দেখিয়া পণ্ডিতেরা বিস্মিত হন।

তাৎপর্য্য। যাঁহারা উক্ত প্রকারে আকাশকে অনিত্য এবং সদ্বস্তুকে সত্যরূপে জানেন, সেই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষ তদ্বিপরীতবাদীকে, অর্থাৎ যাহারা আকাশকে সত্য বলিয়া জানে, সেই সকল অজ্ঞানাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়েন। যাহারা অসার সংসার-মায়ায় অন্ধ হইয়া পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বনিরূপণে অক্ষম, তাহারাই আকাশকে নিত্য বলিয়া থাকে, এবং তাহারাই পরমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-শূন্য, এই নিমিত্ত সেই সকল অজ্ঞ, তত্ত্বপরিজ্ঞানবিহীন মূর্খলোকদিগকে দেখিয়া যে আশ্চর্য্য বোধ হইবেক, তাহা অসঙ্গত নহে।

এবমাকাশ মিথ্যাত্বে সৎ সত্যত্বেচ বাসিতে।
ন্যায়েনানেন বায্বাদেঃ সদ্বস্তু প্রবিবিচ্যতাম্ ॥ ৭১

টীকা। উক্ত ন্যায়মন্যত্রাপ্যতিদিশতি এবং অনেন প্রকারেণ আকাশ মিথ্যাত্বে সৎ সত্যত্বেচ প্রমাণিতে সতি অনেন ন্যায়েন বায্বাদেঃ সদ্বস্তু ব্রহ্ম প্রবিবিচ্যতাং।

অনুবাদ। এই প্রকারে আকাশ মিথ্যা—সৎ সত্য প্রমাণিত হওয়ায়, উক্ত প্রকার যুক্তি দ্বারা বায়ু প্রভৃতি হইতে সদ্বস্তু বিচার কর।

তাৎপর্য্যার্থ। ইতি পূর্ব্বে বেদান্তাদি বহুবিধ শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা নানা প্রকার যুক্তি

প্রদর্শন পূর্ব্বক আকাশের অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত করিয়া, সদ্বস্তুর নিত্যত্ব সাধন পূর্ব্বক পঞ্চভূতের মধ্যে প্রথম ভূত আকাশ হইতে পরমাত্মার পৃথগত্ব নিরূপণের বিচার শেষ হইল। এইক্ষণে বায়ু প্রভৃতি অবশিষ্ট ভূতচতুষ্টয় হইতে সেই পরমাত্মার পার্থক্য নিরূপণার্থ বিচার বিবৃত হইতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণর কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীমঃ—লিখিত।]

(জ্ঞান কাহাদের হয় না)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ৪।৫ জনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যের অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। এ সব লোককে যদি বলা যায় যে, অমুক জায়গায় বেশ একটি সাধু আছেন, দেখ্‌তে যাবে? তারা অমনি নানা ওজর করে, বলে, 'যাব না।' আর মনে মনে বলে, 'আমি এত বড় লোক, আমি যাব'?

(সত্ত্বগুণ ও ঈশ্বরলাভ, ইন্দ্রিয়-সংযমের উপায়)

তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার, অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়—তমোগুণ থেকে হয়। "পুরাণে আছে, রাবণের রজোগুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ, তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। তমোগুণের আর একটি লক্ষণ ক্রোধ। ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। হনুমান লঙ্কা পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে, সীতার কুটীর নষ্ট হবে।

আবার তমোগুণের আর একটি লক্ষণ—কাম। পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ বলেছিল, কাম ক্রোধাদি রিপু—এরাতো যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। আর ক্রোধ যদি না যায়, তবে ভক্তির তমঃ আন। কি! আমি দুর্গানাম করেছি, উদ্ধার হব না? আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি? তার পর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার কর্‌তে হয়, এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।

ডাক্তার। ইন্দ্রিয়-সংযম করা বড় শক্ত। ঘোড়ার চোকের দুদিকে ঠুলি দাও। কোন কোন ঘোড়ার চক্ষু একেবারে বন্ধ কর্‌তে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তাহলে আর কোন ভয় নাই। তখন ছয় রিপু আর কিছু কর্‌তে পারে না।

নারদ—প্রহ্লাদ, এই সব নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের অত করে চক্ষের দুদিকে ঠুলি দিতে হয় না। যে ছেলে বাপের হাত ধরেচলে, সে কখনও হাত ছেড়ে খানায় পড়্‌লেও, বাপ নিজে যাকে হাতধ'রে চালান, সে কখনও খানায় পড়ে না। মহাপুরুষদের বালক-স্বভাব; ঈশ্বরের কাছে তাঁহারা সর্ব্বদাই বালক। তাঁদের অহঙ্কার নাই। তাঁদের সব শক্তি ঈশ্বরের শক্তি, বাপের শক্তি; নিজের কিছুই নয়।

(বিচারপথ ও আনন্দপথ। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।)

ডাক্তার। আগে ঘোড়ার চোকের দুদিকে ঠুলি না দিলে ঘোড়া কি এগুতে চায়? রিপু বশ না হলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি যা বলচো, ওকে বিচারপথ বলে—জ্ঞান-যোগ বলে। ও পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। জ্ঞানীরা বলেন, আগে চিত্তশুদ্ধি হওয়া দরকার। আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞান হবে।

আবার ভক্তিপথে তাঁহাকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নাম-গুণগান কর্‌তে ভাল লাগে, তাহাহইলে ইন্দ্রিয়-সংযম আর চেষ্টা করে কর্‌তে হয় না; রিপু বশ আপনাআপনি হয়ে যায়।

যদি কাহারও পুত্রশোক হয়, সে দিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে পারে—না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? বাহুলে পোকা যদি একবার আলো দেখ্‌তে পায়, তা হলে কি সে আর অন্ধকারে থাকে?

ডাক্তার। তা পুড়েই মরুক, সেও স্বীকার!

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, ভক্ত কিন্তু বাহুলে পোকার মত পুড়ে মরে না। ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো! মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে গা পুড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।

(জ্ঞানযোগ বড় কঠিন।)

বিচারপথে,—জ্ঞানযোগের পথে তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই; আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি সুখ-দুঃখের অতীত; আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এসব কথা মুখে বলা খুব সোজা; কাজে করা, ধারণা হওয়া বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত কেটে

যাচ্চে, দরদর করে রক্ত পড়্‌ছে, অথচ বলছি, কই, কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি; এ সব কথা বলা সাজে না। আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নি দিয়ে পোড়াতে হবেতো।

(বইপড়া-জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য—শিক্ষা-প্রণালী)

"অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শুনা, আর কাশী দর্শন করা, অনেক তফাৎ।

"আবার যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না, কিন্তু যারা না খেলে, উপর-চাল ব'লে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী-লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান্; কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেল্‌চে, নিজেদের চাল ঠিক বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান্। নিজে খেলে না, তাই উপর-চাল ঠিক বলে দিতে পারে।

ডাক্তার। (ভক্তদিগের প্রতি) বই পড়্‌লে এ ব্যক্তির (পরমহংসদেবের) এত জ্ঞান হতো না। Faraday communed with nature. প্রকৃতিকে ফেরাডে নিজে দর্শন করত, তাই অতো Scientific truth discover কর্‌তে পেরেছিল। বই পড়ে বিদ্যা হলে, অত হ'ত না। Mathemetical formulæ only throw the brain into confusion. Original inquiryর পথে বড় বিঘ্ন এনে দেয়।

(ঈশ্বর-প্রদত্ত জ্ঞান ও মানুষের পাণ্ডিত্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) যখন পঞ্চবটীতে মাটীতে পড়ে পড়ে আমি মাকে ডাক্‌তুম, আমি মাকে বলেছিলাম, মা! আমায় দেখিয়ে দাও, কর্ম্মীরা কর্ম্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে;—আরও কত কি, তা কি বল্‌বো।

"আহা! কি অবস্থাই গেছে। ঘুম যায়" এই বলিয়া পরমহংসদেব গান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে-যাগে জেগে আছি।
এখন যোগ-নিদ্রা তোরে পেয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়া'য়েছি।

"আমি তো বই টই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ, মার নাম করি ব'লে, আমায় সবাই মানে। শম্ভুমল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং!

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেব-চরিত অভিনয়ের কথা হইতে লাগিল। তিনি ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করাইয়া ঐ অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। ডাক্তার উহা দেখিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার। (গিরিশের প্রতি) তুমি বড় বদ্‌লোক। আমায় কি রোজ থিয়েটারে যেতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বলছো, আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। ওঁর থিয়েটার বড় ভাল লেগেছে।

(অবতারবাদ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ঈশানের প্রতি) তুমি কিছু বল না, এ (ডাক্তার) অবতার মান্‌ছে না।

ঈশান মুখুয্যে। মহাশয়! কি আর বিচার কর্‌বো। বিচার আর ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন, সঙ্গত কথা বল্‌বে না?

ঈশান। (ডাক্তারের প্রতি) অহংকারের দরুণ আমাদের বিশ্বাস কম। কাক ভূষণ্ডী রামচন্দ্রকে প্রথমে অবতার বলে মানে নাই। শেষে যখন সূর্য্যলোক, দেবলোক, কৈলাস ভ্রমণ করে দেখ্‌লে যে, রামের হাত থেকে কোনরূপেই নিস্তার নাই, তখন নিজে ধরা দিল, রামের শরণাগত হলো। রাম তখন তাহাকে ধরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেল্লেন! ভূষণ্ডী তখন দেখে যে, সে তার গাছে বসে রয়েছে!

"অহঙ্কার চূর্ণ হলে, তবে কাক ভূষণ্ডী জান্তে পারিল যে, রামচন্দ্র দেখ্‌তে আমাদের মত মানুষ বটে, কিন্তু তাঁহারই উদরে ব্রহ্মাণ্ড! তাঁহারই উদরের ভিতর আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্ব্বত; আবার জীব, জন্তু, গাছ ইত্যাদি।

(LIMITED POWERS OF THE CONDITIONED)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) ঐটুকু বুঝা শক্ত। তিনিই সরাট্—তিনিই বিরাট্। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হতে পারেন না, এ কথা জোর করে আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বল্‌তে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সব কথার কি ধারণা হতে পারে? এক সের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে?

"তাই সাধু মহাত্মা—যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস কত্তে হয়। সাধুরা ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে থাকেন; যেমন উকীলেরা মোকদ্দমা নিয়ে থাকে। তোমার কাক ভূষণ্ডীর কথা কি বিশ্বাস হয়?

ডাক্তার। যেটুকু ভাল, সেটুকু বিশ্বাস কল্লুম। ধরা দিলেই চুকে যায়; আর কোন গোল থাকে না। রামকে অবতার কেমন করে বলি? প্রথম দেখ, বালী-বধ। লুকিয়ে চোরের মত বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলা হলো। এতো মানুষের কাজ নয়—ঈশ্বরই পারেন! তারপর দেখ, সীতা-বর্জ্জন।

গিরিশ ঘোষ। মহাশয়, এ কাজও ঈশ্বর পারেন, মানুষ পারে না।

(SCIENCE না মহাপুরুষের বাক্য)

ঈশান। (ডাক্তারের প্রতি) আপনি অবতার মান্‌ছেন্ না কেন? এই আপনি

বল্লেন, যিনি আকার করেছেন, তিনি সাকার; যিনি মন করেছেন, তিনি নিরাকার। এই বল্লেন, ঈশ্বরের কাণ্ড, সব হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, এ কথা যে ওঁর Science এ (ইংরাজি বিজ্ঞানশাস্ত্রে) নাই; তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়? (সকলের হাস্য)।

"একটা গল্প শোন। একজন এসে বল্লে, ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলুম, অমুকের বাড়ী হুড়্‌মুড়্‌ করে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। যাকে ও কথা বল্লে, সে ইংরাজী লেখা পড়া জানে। সে বল্লে, দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে যে, বাড়ী ভাঙ্গার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বল্লে, ওহে! তোমার ও কথা আমি বিশ্বাস করি না। (সকলের হাস্য) কই, বাড়ী ভাঙ্গার কথা ত খপরের কাগজে লেখে নাই। ও সব মিছে কথা। (সকলের হাস্য)

গিরিশ ঘোষ। (ডাক্তারের প্রতি) শ্রীকৃষ্ণকে আপনার ঈশ্বর মান্‌তে হবে। আপনাকে মানুষ মান্‌তে দেব না। আপনাকে বল্‌তে হবে, either Demon or God.

(সরলতা—ঈশ্বরে বিশ্বাস।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। সরল না হলে, ঈশ্বরে চট্‌ করে বিশ্বাস হয় না। ঈশ্বর বিষয়-বুদ্ধি থেকে অনেক দূরে। বিষয়-বুদ্ধি থাক্‌লে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, মানের অহঙ্কার, এই সব। (জনৈক ভক্তের প্রতি) ইনি (ডাক্তার) কিন্তু সরল।

গিরিশ ঘোষ। (ডাক্তারের প্রতি) মহাশয়, কি বলেন? কুচুটের কি জ্ঞান হয়?

ডাক্তার। রাম বলো! তাও কখন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেন কি সরল ছিল! এক দিন ওখানে (রাসমণির কালী-বাড়ীতে) গিছিল; অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে, হ্যাঁগা, কাঙ্গালদের কখন খাওয়া হবে? বিশ্বাস যত বাড়্‌বে, মানুষ তত সরল হবে। জ্ঞানও তত বাড়্‌বে। যে গরু বেছে বেছে খায়, সে ছিড়িক্‌ ছিড়িক্‌ করে দুধ দেয়। আর যে গরু শাক, পাতা, খোসা, ভুষি, জাব, যা দাও, গব্‌ গব্‌ করে খায়, সে গরু হুড়্‌ হুড়্‌ করে দুধ দেয়।

"বালকের মত বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা বলেছেন, ও তোর দাদা হয়—বালকের ওম্‌নি বিশ্বাস যে ও আমার ষোলআনা দাদা। মা বলেছেন, ও ঘরে জুজু আছে; তা ষোল আনা বিশ্বাস যে, ও ঘরে জুজুই আছে! এইরূপ বিশ্বাস দেখ্‌লে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার-বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

ডাক্তার। (জনৈক ভক্তের প্রতি) গরুর কিন্তু যা তা খেয়ে খুব দুধ হওয়া ভাল নয়। আমার একটা গরুকে ঐ রকম যা তা খেতে দিত। শেষে আমার ভারী ব্যারাম।

তখন ভাব্‌লুম এর কারণ কি। অনেক অনুসন্ধান করে টের পেলুম, গরু খুদ্‌, আরো কি কি খেয়েছিল। তখন মহা মুস্কিল। লক্ষ্ণৌ যেতে হোলো। শেষে বার হাজার টাকা খরচ! (সকলের হাস্য)

"কিসে কি হয় বলা যায় না। পাক্‌পাড়ার বাবুদের বাড়ীতে ৭ মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল—ঘুঙ্‌ড়ী কাসি (hooping cough)। আমি দেখ্‌তে গিছ্‌লাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক কর্ত্তে পারি নাই। শেষে জান্‌তে পাল্লুম, গাধা ভিজ্ছে ছিল! (সকলের হাস্য) যে গাধার দুধ সেই মেয়েটী খেতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) কি বলে গো! তেঁতুল তলায় আমার গাড়ী গিছিলো, তাই আমার অঙ্কল হয়েছে! (ডাক্তার ও সকলের হাস্য)

ডাক্তার। (হাসিতে হাসিতে) জাহাজের কাপ্তেনের বড় মাথা ধরেছিল। তা ডাক্তারেরা পরামর্শ করে জাহাজের গায়ে বেলেস্তারা (blister) লাগিয়ে দিল। (সকলের হাস্য)

[সাধুসঙ্গ ও ভোগবিলাস-ত্যাগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ কত্তে হয়। শুধু শুন্‌লে কি হবে? ঔষধ খেতে হবে, আবার আহারের কট্‌কেনা কত্তে হবে। সুপথ্যের দরকার।

ডাক্তার। সুপথ্যতেই সারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈদ্য তিন প্রকার, উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা বলে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য;—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। আর যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক করে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে! ঔষধ না খেলে, কেমন করে ভাল হবে? লক্ষ্মীটী খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি, খাও'—সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য।

ডাক্তার। আবার এমন ঔষধ আছে, যাতে বুকে হাঁটু দিতে হয় না। যেমন হোমিওপ্যাথিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। উত্তম বৈদ্য বুকে হাঁটু দিলে কোন ভয় নাই।

"বৈদ্যের মত আচার্য্যও তিন প্রকার। যিনি ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খপর লন না, সে আচার্য্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান্‌—যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা কত্তে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুন্‌ছে না দেখে, কোন আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য্য।

(স্ত্রীলোক ও সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের পট পর্য্যন্ত দেখ্‌বে না। স্ত্রীলোক কিরূপ জান, যেমন আচার—তেঁতুল। মনে কল্লে, মুখে জল সরে। আচার—তেঁতুল সম্মুখে আন্‌তে হয় না।

"কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে নয়—এ সন্ন্যাসীর পক্ষে। আপনারা সংসারী লোক, আপনারা যতদূর পার, স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাক্‌বে। মাঝে মাঝে নির্জ্জন স্থানে গিয়ে ঈশ্বর-চিন্তা কর্‌বে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে। তার পর ঈশ্বরেতে বিশ্বাস-ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে। ২।১টী ছেলে হলে, স্ত্রী-পুরুষ দুইজনে ভাই-বোনের মত থাক্‌বে, আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্‌বে, যাতে ইন্দ্রিয়-সুখেতে মন না যায়, আর ছেলে-পুলে না হয়।

একজন ভক্ত। (ডাক্তারের প্রতি) আপনি এখানে তিন চার ঘণ্টা রয়েছেন; কই, রোগীদের চিকিৎসা কত্তে যাবেন না?

ডাক্তার। আর ডাক্তারি—আর রোগী! যে পরমহংস হয়েছে, আমার সব গেল! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) দেখ, কর্ম্মনাশা বলে একটী নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহাবিপদ। ডুব দিলে, সব কর্ম্ম নাশ হয়ে যায়—সে আর কোন কর্ম্ম কর্ত্তে পারে না। (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)

ডাক্তার। (মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) দেখ, আমি তোমাদেরই রইলুম। ব্যারামের জন্য যদি মনে কর, তা হলে নয়। তবে আপনার লোক বলে যদি মনে কর, তাহলে আমি তোমাদের।

(অহৈতুকী ভক্তি)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) একটী আছে—অহৈতুকী ভক্তি। এটী যদি হয়, তা হলে আর কথা নেই। প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। সেরূপ ভক্তি বলে, হে ঈশ্বর! আমি ধন, মান, দেহ, সুখ, এ সব কিছুই চাই না। এই কর, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়।

ডাক্তার। হাঁ, কালীতলায় লোকে প্রণাম করে; দেখেছি, ভিতরে কেবল কামনা—আমার চাকরী করে দাও, আমার রোগ ভাল করে দাও, এই সব।

* * * * * * *

ডাক্তার। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) তোমার যে অসুখ হয়েছে, লোকদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। তবে আমি যখন আস্‌বো, আমার সঙ্গে কথা কইবে। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই অসুখটা ভাল করে দাও। দেখ, তাঁর নাম-গুণ কর্‌তে পাই না।

ডাক্তার। ধ্যান কল্লেই হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি কথা! আমি একঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখন ঝালে, কখন ঝোলে, কখনও অম্বলে, কখনবা ভাজায়। আমি কখন পূজা, কখন জপ, কখনবা ধ্যান, কখনবা তাঁর নাম-গুণ-গান করি, কখনবা তাঁর নাম করে নাচি।

ডাক্তার। আমিও একঘেয়ে নই।

(অবতার না মানিলে কি দোষ আছে?)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না। তা ক্ষতি কি? ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বিশ্বাস থাক্‌লেও তাঁকে পাওয়া যায়; আবার সাকার বলে বিশ্বাস থাক্‌লেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া, এই দুটীই দরকার। মানুষতো অজ্ঞান, ভুল হতেই পারে। একসের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তবে যে পথেই থাক, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই, তিনি ত অন্তর্যামী—সে আন্তরিক ডাক শুনবেনই শুনবেন। ব্যাকুল হয়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই (ঈশ্বরকেই) পাবে। মিছরীর রুটী সিধে করেই খাও, আর আড় করেই খাও, মিষ্ট লাগ্‌বে।

"তোমার ছেলে অমৃতটী বেশ।

ডাক্তার। সে তোমার চেলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) আমার কোনও শালা চেলা নাই, আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের দাস—আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস।

"চাঁদা মামা" সকলেরই মামা! (সভাস্থ সকলের হাস্য)

আমি দুই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আত্মা যদি নির্গুণ সাক্ষীস্বরূপ হয়েন ও বুদ্ধ্যাদি সংযোগে আপনাকে সুখী, দুঃখী, কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি মনে করেন; যদি—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনি জন্মসু॥ (গীতা।

তবে তাঁ'র বুদ্ধির সহিত সংযোগের কারণ কি? এবং প্রকৃতিরই বা অস্তিত্বের আবশ্যকতা কি? শাস্ত্র বলেন,—

"সংহতপরার্থত্বাৎ"

প্রকৃতি পুরুষের ভোগের জন্য। যাহা কিছু দৃশ্য, সে সমস্তই পুরুষের ভোগের ও মোক্ষের জন্য। পুরুষ দৃশ্য সমস্তই অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ভোগ করেন এবং বিবেকী হইলে, দৃশ্য হইতেই অপবর্গ লাভ করেন।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।

(পাতঞ্জল)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যাহার কার্য্য, জ্ঞান, ক্রিয়া ও পোষণ, এই ত্রিবিধ শক্তি বা গুণযুক্ত দৃশ্য সমস্তই অজ্ঞানীর ভোগের নিমিত্ত ও জ্ঞানীর মোক্ষের জন্য হইয়া থাকে।

যে প্রকৃতি অজ্ঞানী পুরুষের বন্ধনের কারণ, সেই প্রকৃতিই আবার জ্ঞানীর মোক্ষের কারণ; পুরুষ প্রকৃতিকে জানিয়া, তাঁহার স্বরূপ সম্ভোগ করিবে এবং প্রকৃতিও পুরুষের ধর্ম্ম সমস্ত ভোগ করিবে, এই নিমিত্তই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ।

স্বস্বামি শক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতু-সংযোগঃ।

(পাতঞ্জল)

অতএব প্রকৃতির আবশ্যকতা ও পুরুষের সহিত সংযোগের কারণ কি, দেখিলেন, এবং ইহা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইবে যে, আত্মা বা পুরুষ কখনও এক নহেন।

ভগবান্ কপিল বলেন;—

"জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ-পুরুষবহুত্বম্" ॥

(১৪৯, ১ম অধ্যায়, সাংখ্য)

যেহেতু একব্যক্তির মৃত্যু আদি হইলে, অন্য ব্যক্তির হয় না; অতএব তটস্থ লক্ষণে বা সৃষ্টি-ব্যাপারাবচ্ছেদে পুরুষ কখনই এক হইতে পারে না। পুরুষের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। কিন্তু উঁহার দেহের সহিত—প্রকৃতির সহিত সংযোগ-বিয়োগ আছে। এখানে জন্মাদির অর্থ তাহাই; সুতরাং কপিলের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ অজ্ঞান বশতঃ হয়। জ্ঞানের দ্বারা সে অজ্ঞান কাটিয়া গেলে, প্রকৃতির বন্ধন হইতে পুরুষ নির্ম্মুক্ত হয়েন। যদি পুরুষ এক হইত, তাহা হইলে এক পুরুষের অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই সকলেরই মোক্ষ হইত, কেননা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের কারণ অজ্ঞানের অভাব হইত, এবং তাহা হইলেই সেই পুরুষের অন্যস্থলে প্রকৃতি-সংযোগ অসম্ভব হইত। যখন ইহা হয়না, তখন পুরুষও যে এই ভেদাত্মক সৃষ্টি-ব্যাপারে এক নয়, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

পতঞ্জলিও "একংপ্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্য সাধারণত্বাৎ" সূত্রে ঐ কথাই বলিয়াছেন। সাঙ্খ্যদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে শেষ পর্য্যন্ত পুরুষের বহুত্ব বিশদরূপে বিচারদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে; বাহুল্য ভয়ে সে সকল এখানে তুলিলাম না। সাংখ্য অদ্বৈত-শ্রুতি-বিরোধ "নাদ্বৈত-শ্রুতি-বিরোধো জাতি-পরত্বাৎ" সূত্রের দ্বারা সুন্দররূপে ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন। মোট কথা এই যে, দ্বৈত ও অদ্বৈত শ্রুতি, সাংখ্য ও বেদান্তের পরস্পর মতভেদ আমরা অজ্ঞান বশতঃই দেখিয়া থাকি, সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ কখনই এক সত্যকে লইয়া বিভিন্নমত প্রকাশ করেন নাই।

অত্যন্ত মনোনিবেশের সহিত শাস্ত্র-দর্শিত পথে চিন্তা করিলে দেখিবেন, বাস্তবিক জীব কি, জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধই বা কি? যে সম্বন্ধ জানিতে পারিলে জীব চরিতার্থ হয়, প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তকাল ভগবদ্রস ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকে। প্রকৃতই জীব যদি অনিত্যই হইত, এবং জীবত্ব নাশের নাম মোক্ষ হইত, তবে মোক্ষ কখনই পরম পুরুষার্থ হইত না; কেননা "আমার" বিনাশ হউক, এইরূপ ইচ্ছা কাহারও হয় নাই; বরং এরূপ ইচ্ছা সকলেরই হইয়া থাকে যে, আমি চিরদিন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অব্যাহতভাবে ভোগ করি, যে আনন্দ ভগবানের পূতধাম! সে আনন্দ ভোগের জন্য জীবের যখন এত স্পৃহা, তখন সেই চিদানন্দরস ভোগ করাই বৈধ ধর্ম্ম হইতেছে। যদি আমিত্ব না থাকে, তবে কে কাহাকে ভোগ করিবে? ভোগ্য ও ভোগকর্ত্তা স্বতন্ত্র হওয়া চাই; অতএব ভগবৎসেবাই জীবের ধর্ম্ম। নিত্য-আমিত্বের নাশ কদাচই জীবের পরম পুরুষার্থ নহে। ব্রহ্মসূত্রের পবিত্র ভাব কাল-মাহাত্ম্যে মায়াবাদীগণের কূট ধাঁধাঁয় পড়িয়া কলুষিত হইয়াছে; সেই জন্যই অজ্ঞানান্ধ অবিদ্যার অধীন ক্ষুদ্রজীব মায়াধীশ জগদেকনিয়ন্তা ক্লেশাদির দ্বারা অপরামৃষ্ট ভগবানের সহিত আপনার ঐক্য-ত্যাগ লক্ষণাদ্বারা করিতে যাইয়া, নীরস শুষ্ক হৃদয়ে গাঢ়-ঘন-তমিস্রা-পূর্ণ অজ্ঞান-কূপে পতিত হইয়া আত্মহারা হইতেছে। মায়াবাদ সম্বন্ধে পরম জ্ঞানী আদিগুরু ভগবান্ শঙ্করের বাক্য শুনুন;——

মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা ॥৭

(২৫ অঃ, উত্তর খণ্ড পদ্মপুরণ)

কলিকালে মানব যখন স্বার্থান্ধ, দুষ্কর্ম্মে রত, যথেচ্ছাচারী হইবে, তখন নির্ম্মল ব্রহ্মবিদ্যা যদি তাহাদের করতলগত হয়, তবে তাহারা স্বার্থপরতা বশতঃ আপনাপন সর্ব্বনাশ সাধন করিবে; তজ্জন্যই ভগবান্ জ্ঞানগুরু করুণাময় মহাদেব শঙ্করাচার্য্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা গোপন করিয়া মায়াবাদ প্রচার করিলেন। একেবারেই ব্রহ্মবিদ্যা গোপন করেন নাই; কিন্তু দয়ার্ণব ভগবান্ মায়াবাদের মধ্যেও যথেষ্ট

সঙ্কেত রাখিয়া গেলেন; যাহার মধ্যে নির্ধূতকল্মষ সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন সংসার-বিরাগী নির্ম্মলচেতা ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধার সহিত,—ভক্তির সহিত অনুসন্ধান করিলে, ব্রহ্মজ্ঞানের বিমল আলোকে উদ্ভাসিত সুগম বর্ত্ম-দর্শন করিয়া ভগবদভিমুখে অগ্রবর্ত্তী হইতে সক্ষম হইবেন। ইহাতে ভগবানের অপার করুণাই প্রকাশ পাইয়াছে। মায়াবাদের বিষম গোলকধাঁধাঁ মধ্যে পতিত হইয়া জীব যখন আবেগপূর্ণ হৃদয়ে কাতরে ভগবানকে ডাকিবে, যখন সংসার-জ্বালায় নিরন্তর সংদহ্যমান হইয়া বলিবে,———

ন গতির্ব্বিদ্যতে নাথ ত্বমেব শরণং মম।
পাপপঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন॥
মোহিতো মোহ-জালেন পুত্রদারগৃহাদিষু।
তৃষ্ণয়াপীড্যমানোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন॥
ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখ-শোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহিমাং মধুসূদন॥

তখন দীনদয়াল করুণা করিয়া তাহাকে পথ দেখাইবার জন্য সদ্‌গুরু প্রেরণ করিবেন। নতুবা কাহার সাধ্য পবিত্রতা, দীনতা ও কাতরতা ব্যতিরেকে ধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা যদৈব"—এবম্ভূত পন্থা স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা দেখিয়া লয়? সেই জন্যই দীনের সানুনয় নিবেদন, পাঠকগণ জীবতত্ত্ব বুঝিতে যাইয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি শ্রুতির অর্থ "আমিই ভগবান্" এরূপ না করিয়া, আমি নিরুপাধিক চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম-সিন্ধুর সোপাধিক বিন্দু চিন্ময় জীব, এরূপ করিয়া লইবেন। তাহাহইলে আর বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল; শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের বিরোধ থাকিবে না এবং যাহাতে হৃদয়ে ভগবদ্‌ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহাই করিবেন। 'ব্রহ্ম' শব্দটী অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৃহৎ ও জ্যোতির্ম্ময় হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা যায়, এই জন্যই দেখিবেন, শাস্ত্রে স্বরূপতঃ পুরুষও ব্রহ্ম, প্রকৃতিও ব্রহ্মময়ী। শাস্ত্রে মহত্তত্ত্বকেও ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে, অহংতত্ত্বকেও ব্রহ্ম বলা হয়। জীবকেও ব্রহ্ম বলা হয়, জীবও আত্মস্বরূপে অতি বৃহৎ, চিন্ময়, নিত্যতত্ত্ব, কেননা তাহাকে ব্রহ্ম বলা হইবে? সেই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন;— "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ"

শাস্ত্রান্তরেও দেখিবেন, "যদ্‌ব্রহ্মতদস্য ভগবতঃ তনূভা"। আমি ভগবান্—এরূপ অর্থ করিলে অনর্থ হইবে; ভগবদ্‌রস কখনই আস্বাদন করিতে সক্ষম হইবেন না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আলোচিত এই অদ্বৈতে দ্বৈতাত্মক জীবতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ আভাস আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিলাম; আশাকরি, আপনারা স্বীয়গুণে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিয়া, অদূরে অর্থাৎ অচিরে দ্রষ্টা-দৃষ্টভাবে দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে 'দুই আমি'ই দেখিবেন। যিনি দেখিবেন, তিনিও এক আমি, যাঁকে দেখিবেন। তিনিও এক আমি, জীবাত্মতত্ত্ব এই দুই আমিরই মায়া-মিলন মাত্র।

শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।

মণিরত্ন-মালা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

"আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ সংসর্গাৎ সহভোজনাৎ।
আসনাৎ শয়নাদ্ যানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং"॥
"একত্র শয়নং স্নানং ভোজনং বসতিং তথা।
ন কুর্য্যাৎ পাপিনাং সার্দ্ধং সর্ব্বনাশস্য কারণং"॥
"অকুর্ব্বতোঽপি পাপানি শুচয়ঃ পাপসংশ্রয়াৎ।
পরপাপৈর্বিনশ্যন্তি মৎস্যা নাগ-হ্রদে যথা"॥

আলাপ, গাত্রস্পর্শ, সংসর্গ, একত্র ভোজন, একাসনে উপবেশন, একশয্যায় শয়ন এবং এক যানে গমন করিলে মনুষ্যে পাপ সংক্রামিত হয়, অর্থাৎ যাহার সহিত সর্ব্বদা আলাপাদি করা যায়, তাহার পাপের ভাগী হইতে হয়। পাপীর সঙ্গ সর্ব্বনাশের কারণ, এ নিমিত্ত পাপিগণের সহিত শয়ন, স্নান, ভোজন ও বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে হ্রদে সর্প থাকে, সেই হ্রদবাসী মৎস্যগণ গরুড় কর্ত্তৃক নিহত হয়; সেইরূপ যাঁহারা পাপ করেন না, তাদৃশ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণও পাপাত্মার সংসর্গে থাকিলে, তাহার পাপ জন্য বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন:—

পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥
দূরাদপাস্তঃসম্পর্কঃ সহাস্যাপি চ পাপিভিঃ।
পাষণ্ডিভির্দুরাচারৈঃ তস্মাত্তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ (ঘ)

পাষণ্ড, বিকর্ম্মস্থ, বিড়াল-ব্রতী, শঠ, হৈতুক এবং বক-বৃত্তিক, এই সকল মনুষ্যগণের সহিত কোন প্রকার সম্ভাষণ করিবে না। সম্পর্কের কথা দূরে থাকুক, পাপিগণের সহিত অবস্থান করিলেও দোষস্পর্শ হয়; অতএব তাদৃশ ব্যক্তিগণের সঙ্গ

(ঘ) ভ্রষ্টঃ স্বধর্ম্মাৎ পাষণ্ডঃ বিকর্ম্মস্থো নিষিদ্ধকৃৎ। যস্যাধর্ম্ম-ধ্বজো নিত্যং সুরাধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ॥
প্রচ্ছন্নানিচ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্ব্রতং। প্রিয়ং ব্যক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশং॥
ত্যক্তোপরোধ চেষ্টশ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ। সন্দেহকৃৎ হেতুভিশ্চ সৎকর্ম্মসু সহেতুকঃ।
অর্ব্বাগ্‌দৃষ্টির্নৈকৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ। শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকবৃত্তিরুদাহৃতঃ॥
এতে পাষণ্ডিনঃ পাপা নহ্যেতা নালপেদ্‌বুধঃ। পুণ্যংনশ্যতি সম্ভাষাদেতেষাং তদ্দিনোদ্ভবং॥
ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমং। কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাং॥

যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। পুণ্যবানের সংসর্গই সর্ব্বথা বিধেয়; কারণ—

বস্ত্রমাপস্তিলান্ ভূমিং গন্ধো বাসয়তে যথা।
পুষ্পানামধিবাসেন তথা সংসর্গজা গুণাঃ॥

বস্ত্র, জল, তিল এবং ভূমি, কুসুম-সংসর্গে থাকিলে, কুসুমের সৌরভ যেমন ঐসকল পদার্থকে সৌরভযুক্ত করে, সেইরূপ সংসর্গজনিত গুণ অন্যকেও গুণবান্ করে।

শিষ্যের প্রশ্ন (৫১) মুমুক্ষু ব্যক্তির সত্বর কিকর্ত্তব্য? গুরুর উত্তর—সাধুসঙ্গ, নির্ম্মমতা ও ঈশ্বরে ভক্তি।

মুমুক্ষুত্ব—"মুমুক্ষুত্বং নাম মোক্ষেঽতিতীব্রেচ্ছাবত্ত্বং"। মুক্তিতে অতি তীব্র ইচ্ছাবত্তার নাম মুমুক্ষুত্ব। অবিদ্যার আবরণে আবৃত হইয়া জীব অনাত্ম-শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে, এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তাপ-ত্রয়ে নিরন্তর সন্তপ্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অবিদ্যার আবরণ উন্মোচন করিয়া, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ এবং স্বরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি। মুক্তিলাভ করিলে আর দেহধারণ করিতে হয় না; সুতরাং ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়; মায়ামুক্ত জীব অখণ্ড আনন্দ—শাশ্বতী শান্তি উপভোগ করে। মুক্তিলাভে যাঁহার তীব্র ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তাঁহাকেই মুমুক্ষু বলে। মায়াময় সংসার-বন্ধন ছেদন করিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেরই দৃঢ় প্রযত্ন কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মুক্তিলাভের জন্য যত্ন না করে, শাস্ত্রে তাহাকে 'আত্মঘাতী' বলিয়াছেন।

ভাগবতে—নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরু-কর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ (শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

সর্ব্বফলের মূল, সুদুর্লভ অথচ সুলভ, গুরুরূপ পটুতর কর্ণধারবিশিষ্ট, মৎস্বরূপ অনুকূল-বায়ুচালিত মনুষ্য-দেহরূপ তরণী পাইয়া, যে ব্যক্তি ভবসিন্ধু-পার না হয়, সে আত্মঘাতী। অতএব নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য সকলেরই যত্ন করা বিধেয়। (ঙ)

মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য।

১। সাধুসঙ্গ।

সাধুর লক্ষণ—কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥

(ঙ) লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে, মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ, নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥ (ভাগবত)
মহতা পুণ্যপুঞ্জেন ক্রীতেয়ং কায়নৌস্তয়া। পারং দুঃখোদধের্গন্তুং তর যাবন্নভিদ্যতে॥
(শান্তিশতক)

অপ্রমত্তো গম্ভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥

ভাগবত ১১। ১১। ২৯—৩২

যিনি কৃপালু (পরদুঃখাসহিষ্ণু) অকৃতদ্রোহ (জীবমাত্রের প্রতি হিংসারহিত) তিতিক্ষু (ক্ষমাশীল) সত্যসার (সত্য যাঁহার বল) অনবদ্যাত্মা (অসূয়াদি দোষশূন্য) সম (সমদর্শী বা সুখ-দুঃখ-হর্ষ-বিষাদ-বিবর্জ্জিত), সর্ব্বোপকারক (যথাশক্তি সকলের উপকারী) কামে অহতধী (বিষয় সমূহ দ্বারা অক্ষোভিত-চিত্ত), দান্ত (সংযত বাহ্যেন্দ্রিয়) মৃদু (কোমলচিত্ত), শুচি (সদাচারসম্পন্ন) অকিঞ্চন (অপরিগ্রাহী), অনীহ, (নিরীহ, দুষ্টক্রিয়াশূন্য) মিতভুক্ (লঘ্বাহার, পরিমিতভোজী) শান্ত (সংযতান্তঃকরণ), স্থির (স্বধর্ম্মনিরত) মচ্ছরণ (মদেকাশ্রয়) মুনি (মননশীল) অপ্রমত্ত (সাবধান), গম্ভীরাত্মা (নির্ব্বিকার) ধৃতিমান্ (বিপদেও ধৈর্য্যশালী) জিতষড়্গুণ (ক্ষুৎপিপাসা, শোক-মোহ, জরা-মৃত্যু, দেহের এই ষড়্বিধ ধর্ম্মকে যিনি জয় করিয়াছেন) অমানী (মানাকাঙ্ক্ষাশূন্য), মানদ (অন্যের প্রতি মানপ্রদ) কল্য (পরকে বুঝাইতে দক্ষ), মৈত্র (অবঞ্চক), কারুণিক (করুণা বশতঃই যিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন—লোভ-বশে নহে) এবং কবি (সম্যগ্ জ্ঞানী), সেই ব্যক্তিই সাধুশ্রেষ্ঠ। আর যিনি গুণ ও দোষ সমূহ পরিজ্ঞাত হইয়া, বেদরূপ আমার আদিষ্ট কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ আমাকেই ঐকান্তিকভাবে ভাবনা করেন, তিনিও ঐরূপ—অর্থাৎ সাধুশ্রেষ্ঠ। (চ)

সাধু-মহিমা।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ত্বহং।
মদন্যত্তে নজানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ভাগবত ৯।৪।৫১
যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুং।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
নিমজ্জোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণং।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাং॥

(চ) "অহিংসা সত্যবচনমানৃশংস্যমথার্জ্জবং। অদ্রোহো নাভিমানশ্চ হ্রীস্তিতিক্ষা দমঃ শমঃ॥
ধীমন্তো ধৃতিমন্তশ্চ ভূতানামনুকম্পকাঃ। অকামদ্বেষসংযুক্তস্তে সন্তো লোকসাক্ষিণঃ॥"
"সৎকথাশ্রবণালাপসৎকর্ম্মনিরতঃ সদা। কামক্রোধাদিরহিতঃ সজ্জনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
"নির্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তঃ দম্ভাহংকারবর্জ্জিতঃ। নিরপেক্ষো মুনির্বীতরাগঃসাধুরিহোচ্যতে॥"

অন্নংহিঃপ্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহং।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোর্ব্বাগ্ বিভ্যতো রণং॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষূংসি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেবচ॥ ভাগবত, ১১।২৬।৩১-৩৪
বিচ্ছিন্ন গ্রন্থয়স্তজ্ জ্ঞাঃ সাধবঃ সর্ব্বসম্মতাঃ
সর্ব্বোপায়েন সংসেব্যাস্তেহ্যপায়া ভবাম্বুধৌ॥ (যোগবাশিষ্ঠ)

সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কিছু জানেন না এবং আমিও সাধুগণ ব্যতীত আর কিছুই জানি না। (ছ) যেমন ভগবান্ অগ্নিকে আশ্রয় করিলে, লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তেমনি সাধুগণের সেবা করিলে, লোকের কর্ম্ম-জাড্য, আগামি-সংসারভয় এবং সংসারের মূল অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। যাহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে, নৌকা যেমন তাহাদের পরম আশ্রয়, সেইরূপ ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জন ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধুসকলই প্রধান অবলম্বন। যেমন অন্ন প্রাণিগণের প্রাণ, যেমন আমি আর্ত্তগণের শরণ, যেমন ধর্ম্ম পরকালে মানবগণের ধন, সেইরূপ সাধুগণ সংসার-পতন-ভীত মনুষ্যগণের পরিত্রাণকর্ত্তা। সূর্য্য সমুত্থিত হইয়া একমাত্র বাহ্য চক্ষু প্রদান করেন, কিন্তু সাধুগণ মনুষ্যগণকে অশেষ চক্ষু প্রদান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সগুণ-নির্গুণ-জ্ঞানোপদেশ দ্বারা মনের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া দেন। সাধুগণ দেবতা ও বান্ধব এবং সাধুগণই আত্মারূপী আমি। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সাধুগণের সেবা করা কর্ত্তব্য। সাধুরাই ভব-সমুদ্র পারের প্রকৃত উপায় স্বরূপ।

'সাধূপদিষ্ট মার্গেণ যন্মনোহঙ্গ বিচেষ্টিতং।
তৎ পৌরুষং তৎ সকলং অন্যদুন্মত্ত চেষ্টিতং'॥ (যোগবাশিষ্ঠ)
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে।
শিক্ষা গুরু হয় কৃষ্ণ মোহান্ত স্বরূপে॥ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

সাধুগণের উপদেশ অনুসারে সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকেই পৌরুষ কহে; তদ্ভিন্ন সকল কার্য্যই উন্মত্ত-চেষ্টার ন্যায় বিফল। অন্তর্যামী গুরু চৈতন্যরূপ অর্থাৎ চিত্ত মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং জীব তাঁহার সম্মুখ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। অতএব কৃষ্ণ মোহান্ত—অর্থাৎ সাধু ভক্ত-শ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষাগুরু হয়েন।

(ছ) "যে দারাগার পুত্রাপ্ত প্রাণান্ বিত্তমিমং পরং। হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥
ময়ি নির্ব্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
ভাগবত ৯।৪।৬৫।৬৬

"অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। (জ)
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গ মুক্তিভিঃ"॥

অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ হিতোপদেশ দ্বারা মনের সমস্ত সংশয় ছেদন করিবেন।

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য।

এ সংসারে মানবগণের অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স লাভের প্রথম ও প্রধান উপায় সাধুসঙ্গ। "সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,"॥ (চৈতন্যচরিতামৃত)। "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥" (মোহমুদ্গর)

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুদ্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাং॥

ভগবান্ কহিলেন—সর্ব্বসঙ্গনিবর্ত্তক সাধুসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে; যোগ (আসন-প্রাণায়ামাদি), সাংখ্য (জ্ঞান, তত্ত্ববিবেক) ধর্ম্ম (অহিংসাদি), স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন), তপস্যা, ত্যাগ (সন্ন্যাস) ইষ্টাপূর্ত্ত (ইষ্ট—অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, পূর্ত্ত—কূপ-আরামাদি নির্ম্মাণ) দক্ষিণা (দান) ব্রত (একাদশ্যুপবাসাদি) যজ্ঞ (দেবার্চ্চনা) ছন্দস্ (রহস্য মন্ত্র) তীর্থ-নিষেবণ, যম ও নিয়ম সকল আমাকে সেরূপ বশ করিতে পারে না।

"জাড্যং ধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যং,
মানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি।
চেতঃপ্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্ত্তিং
সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাং"॥

সজ্জনের সহবাসে বুদ্ধির জড়তা দূর হয়, বাক্য সত্য হয়, মানোন্নতির উপদেশ লাভ হয়, পাপ দূর হয়, চিত্ত নির্ম্মল হয়, এবং সর্ব্বত্র যশঃ বিস্তারিত হয়। অতএব বল দেখি, সৎসঙ্গ পুরুষের কিনা উপকার করে?

"গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পতরুর্হরেৎ।
পাপং তাপং তথা দৈন্যং সর্ব্বং সাধুসমাগমঃ"॥

গঙ্গা পাপ হরণ করেন, চন্দ্র তাপ নষ্ট করেন, এবং দানশীলব্যক্তি দারিদ্র্য দূর করিয়া থাকেন; কিন্তু এক সাধুসঙ্গ পাপ-তাপ-দৈন্য সকলই হরণ করে।

(জ) "প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ। স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতং॥
"সন্তঃ প্রতিষ্ঠা দীনানাং দৈবাদ্ভূতপাপ্মনাং। আর্ত্তানামার্ত্তিহন্তারো দর্শনাদেব সাধবঃ॥

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি, ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্য্যৈর্বিনামহৎপাদ রজোভিষেকং॥
যত্রোত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথা বিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে"॥

ভাগবত—৫। ১২। ১২। ১৩

জড়ভরত কহিলেন—হে রহূগণ! এই প্রকার জ্ঞান (শ্রীবাসুদেবাখ্যবস্তু) মহাপুরুষগণের পদধূলির অভিষেক দ্বারাই মনুষ্য লাভ করিতে পারে। কি তপস্যা, কি বৈদিক কর্ম্ম, কি অন্নাদি সংবিভাগ, কি গৃহস্থ-কর্ম্ম দ্বারা পরোপকার, কি জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা, কিছুতেই ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাধুগণ গ্রাম্যকথার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা উত্তমশ্লোক হরির গুণানুবাদ-কীর্ত্তনে নিরত থাকেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি ভগবানের সেই গুণানুবাদ শ্রবণাদি দ্বারা সেবন করিলে, বাসুদেবের প্রতি শুভাবুদ্ধি (প্রেম-ভক্তি) লাভ করিতে পারেন। (ঝ)

(ঝ) সাধুসঙ্গের দুর্ল্লভতা—"শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো নৈব সর্ব্বত্র চন্দনং ন বনে বনে॥
"বহূনাং জন্মনামন্তে তীর্থ ক্ষেত্রাদি যোগতঃ। দৈবাদ্ভবেৎ সাধুসঙ্গস্তস্মাদীশ্বরদর্শনং॥
সাধুসঙ্গের সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকতা—"যঃ স্নাতঃ শান্তি সিতয়া সাধুসঙ্গতিগঙ্গয়া।
কিংতস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥
সর্ব্বেষ্টসাধকতা—"যানি যানি দুরাপাণি বাঞ্ছিতানি মহীতলে।
প্রাপ্যন্তে তানি তান্যেব সাধুনামেব সঙ্গমাৎ॥
সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং। দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা॥
অনর্থস্যাপ্যর্থত্বাপাদকতা—"সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতু রসৎসু বিহিতোঽধিয়া
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥
"তত্র তে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জিতাঃ। সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষ হরাহি তে॥
সর্ব্বতীর্থাধিকতা—"গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থেষু যো নরঃ স্নাতুমিচ্ছতি।
যঃ করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সৎসঙ্গমো বরঃ॥
কোন ভক্তকবি বলিয়াছেন—"অতি মঙ্গলময় জানিয়ে সাধুসমূহ-সমাজ।
জয়সে জগকে বীচমে তীরথ তীরথরাজ॥———
রামভক্তি যঁহ স্বর্ধুনী বাণী ব্রহ্ম বিচার। বিধি নিষেধময় কলিমল-হরণী যমুনা কর্ম্ম-প্রচার॥
জ্ঞান অক্ষয়বট সুভগজন অচল ধর্ম্মবিশ্বাস। পরহিতকারী সাধুজন অটল ভক্তি-নির্যাস॥
শুনি সমুঝহি জন মুদিত মন মজ্জহি অনুরাগে। লহহিঁ চারি ফল অচ্ছতনু সাধুসমাজ-প্রয়াগে॥
"সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ। কালেন ফলতে তীর্থং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥
অতএব—"সদ্ভিরাসীত সততং সদ্ভিঃ কুর্ব্বীত সঙ্গতিং। সদ্ভির্বিবাদং মৈত্রীঞ্চ না সদ্ভিঃ কিঞ্চিদাচরেৎ॥

২। নির্ম্মমতা।

"মমেতি মূলং দুঃখস্য নির্ম্মমেতি নিবর্ত্ততে।
দত্তাত্রেয়ো হ্যলর্কায় ইদমাহ মহামতিঃ॥ (গরুড়পুরাণ)
দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্ম্মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে॥" (তন্ত্র)

অনাত্ম-দেহাদিতে আত্মাভিমান—অর্থাৎ এই বিকারী পরিণামী জড় শরীরই আমি এবং এই আমার গৃহ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, ইত্যাদি 'আমার আমার' জ্ঞানকে মমতা বলে। মহর্ষি দত্তাত্রেয় অলর্ককে বলিয়াছিলেন, মমত্বই জীবের সংসার-দুঃখের কারণ এবং নির্ম্মমতাই সেই দুঃখের নিবর্ত্তক। মম-ভাব থাকিলে জীব সংসার-পাশে বদ্ধ হয় এবং নির্ম্মম হইলে, সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। মমতাই মোহ বলিয়া কথিত হয়।

"মমপিতা মম মাতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহং।
এবম্বিধং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কথ্যতে"॥ (ঞ)

আমার মাতা, আমার পিতা, আমার গৃহিণী, আমার গৃহ; এই প্রকার 'আমার আমার' জ্ঞানকেই মোহ কহে। সংসারে মমতা থাকিলে, মনুষ্যের মন সাংসারিক চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে, সুতরাং ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,———

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে॥
অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যাবালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথামামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥
এবং গৃহাশয়া ক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ং।
অতৃপ্তাস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ॥ (ভাগবত)

যে ব্যক্তি গৃহে আসক্ত, পুত্র ও ধন-চেষ্টায় কাতর, এবং স্ত্রৈণ ও কৃপণ, সেই মূঢ়-ব্যক্তি—'আমি আমার' ইত্যাকার জ্ঞানে বদ্ধ হয়। "অহো! আমার পিতা-মাতা বৃদ্ধ, শিশুসন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা, এবং আমার পুত্রকন্যাগণ আমা ব্যতীত অনাথ ও দুঃখী হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে?" এই প্রকারে গৃহ-বাসনায় বিক্ষিপ্ত-চিত্ত অপরিতৃপ্ত

(ঞ) "অহমিত্যঙ্কুরোৎপন্নো মমেতি স্কন্ধবান্ মহান্। গৃহক্ষেত্রোপশাখশ্চ পুত্রদারাভিপল্লবঃ॥
ধনধান্য মহা পত্রোঽশেষকলাহ'বর্দ্ধিতঃ। পুণ্যাপুণ্য সুপুষ্পশ্চ সুখ-দুঃখ মহাফলঃ॥
বিধিবৎ সুখ শান্ত্যর্থং জাতোঽজ্ঞান মহাতরুঃ। সংসারাধ্বপরিশ্রান্তা যেঽত্রচ্ছায়াং সমাশ্রিতাঃ।
ভ্রান্তিজ্ঞানসুখাসীনাস্তেষামাত্যন্তিকং কুতঃ। (গরুড় পুরাণ)

মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্য তাহাদিগকে অনুক্ষণ চিন্তা করতঃ মরণের পর অতি তামসী যোনিতে প্রবেশ করে।

অতএব———"কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥
পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থ-সঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥
ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো স্বগৃহেষ্বতিথি বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ॥
কর্ম্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বামামেব ভক্তিমান্।
তিষ্ঠেদ্বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ"॥

জ্ঞানী গৃহস্থব্যক্তি কুটুম্বী হইলেও কুটুম্ব বিষয়ে আসক্ত হইবেন না এবং ঈশ্বর-নিষ্ঠাবিষয়ে (ভগবৎ-স্মরণাদিতে) অমনোযোগী হইবেননা, এবং বিচার করতঃ অদৃষ্ট (পারলৌকিক) বিষয়কেও দৃষ্ট (ঐহিক) বিষয়ের ন্যায় নশ্বর দেখিবেন। পুত্র, কলত্র, স্বজন ও বন্ধুগণের সহিত যে মিলন, তাহা পান্থশালায় পথিকগণের সমাগমের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; কারণ স্বপ্ন যেমন নিদ্রার অনুগামী, মমতাস্পদীভূত পুত্রাদি সেইরূপ দেহানুবর্ত্তী, অর্থাৎ দেহনাশেই তাহারা বিযুক্ত হয়। এই প্রকার বিচার করিয়া, মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কৃত হইয়া, অতিথির ন্যায় উদাসীনভাবে গৃহে অবস্থিতি করিবেন, এবং গৃহ বিষয়ক আসক্তিতে আবদ্ধ হইবেন না। (ট)। ভক্তিমান্ ব্যক্তি বিধিবৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন দ্বারা আমার অর্চ্চনা করতঃ গৃহাশ্রমেই থাকিবেন, অথবা বানপ্রস্থ হইবেন কিম্বা পুত্রবান্ হইলে, পব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন।

"মম এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ।
তস্মাত্তদেব সংযোজ্য পরাত্মনি সুখী ভবেৎ"॥ (বৃহন্নারদীয়ে)

মমতা মানবগণের বন্ধ ও মোক্ষ, উভয়েরই হেতু; অর্থাৎ সংসারের প্রতি মমতা বন্ধনের এবং ভগবানের প্রতি মমতা মোক্ষের কারণ। অতএব পরমাত্মরূপী ভগবানে মমতা ন্যস্ত করিয়া সুখী হইবে। (ঠ) ভগবানের প্রতি প্রেমসঙ্গতা মমতাই ভক্তি।

(ট) মহামায়া প্রভাবে জীবগণ মমতারূপ আবর্ত্তময় মোহরূপ গর্ত্তে নিপতিত হয়।
"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতি কারিণঃ॥ (দেবিমাহাত্ম্য)
গৃহাদিতে অনাসক্তি জ্ঞানের লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।
"অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদার গৃহাদিষু"। গীতা ১৩।৯
দারাপত্য-গৃহাদি পরমার্থ-প্রতীপ বিষয়ে প্রীতিত্যাগ এবং পুত্রাদির দুঃখাদিতে ঔদাসীন্য।
(ঠ) ঈশ্বরে মমতা—"অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ॥
ব্রজগোপীগণ প্রেমসংযুক্ত অনন্যমমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় দ্রষ্টব্য)

৩। ঈশ-ভক্তি। (ড)

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাং অমৃতত্বায় কল্পতে"। (ভাগবত)

ভগবান্ বলিয়াছেন, আমার প্রতি ভক্তিই জীবগণের মুক্তিলাভের কারণ।

"ভজনাৎ ভক্তিরুচ্যতে"।
"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তো ভক্তিশব্দেন ভূয়সী"॥

"ভজ্" ধাতু হইতে ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা করা, অতএব "ভক্তিঃ সেবা ভগবতঃ" ভগবানের সেবার নামই ভক্তি।

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে"॥

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশের সেবনের নাম ভক্তি। এই সেবা সকল উপাধি হইতে মুক্ত (পরম প্রেমাস্পদ ভগবানে তদন্য-অভিলাষ-বিবর্জ্জিত) এবং কেবল মাত্র কৃষ্ণপর (জ্ঞান-কর্ম্ম-বৈরাগ্যাদি দ্বারা অনভিভূত) হইয়া নির্ম্মল হইবে। শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন,—

"সবৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দির মার্জ্জনাদিষু, শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয় দর্শনে দৃশৌ, তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে, শ্রীমত্তুলস্যারসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে, শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কাম কাম্যয়া, যথোত্তমশ্লোক জনাশ্রয়া রতিঃ॥
ভাগবত ৯।৪।১৮।১৯।২০

তিনি (মহারাজ অম্বরীষ) কৃষ্ণপাদপদ্মদ্বয়ে মন, হরিগুণানুবাদ কীর্ত্তনে বাক্য সকল, হরির মন্দির-মার্জ্জনাদি কর্ম্মে করদ্বয়, এবং অচ্যুতের পবিত্র কথা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি মুকুন্দ-বিগ্রহের আলয় দর্শনে নেত্রদ্বয়, তাঁহার ভক্তের গাত্রস্পর্শে অঙ্গ, ভগবৎপাদপদ্ম-সৌরভ-সংপৃক্ত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এবং তন্নিবেদিত অন্নাদির স্বাদগ্রহণে রসনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ভগবৎক্ষেত্রগমনে পদদ্বয় এবং তাঁহার চরণ-বন্দনায় মস্তককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ভগবন্নির্ম্মাল্য স্রক্-চন্দনাদি-সেবা বিষয় বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, ভগবৎপ্রসাদ বোধে অঙ্গীকার করিতেন।

(ড) ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ॥

মহারাজ, অধিক আর কি বলিব, যেরূপে ভগবদ্ভক্তজনাশ্রিত রতি উৎপন্ন হয়, তিনি সেই রূপেই সকল কার্য্য করিতেন। এইরূপে ভগবানের সেবা করিতে করিতে—

গৃহেষু দারেষু সুতেষু বন্ধুষু,
দ্বিপোত্তম-স্যন্দন-বাজি-পত্তিষু।
অক্ষয্যরত্নাভরণায়ুধাদি-
ষ্বনন্তকোশেষ্বকরোদসম্মতিং ॥

গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, হস্তী, রথ, অশ্ব, সৈন্য, অক্ষয় রত্নাভরণ, অস্ত্রাদি, অনন্ত ভাণ্ডার, কিছুতেই আর তাঁহার আসক্তি রহিল না। (ঢ)

ভক্তির লক্ষণ।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সৌখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ (ভাগবত)

শ্রীবিষ্ণুর নাম-গুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, তাঁহার চরণসেবা ও পূজা, তাঁহাকে বন্দনা বা নমস্কার, তাঁহার দাস্য ও সৌখ্য, এবং তাঁহাকে আত্মনিবেদন; ইহাই নবলক্ষণা ভক্তি। এই নয়টী অঙ্গের কোন একটী অঙ্গের ভজনেও মনুষ্য ভক্তিযোগে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে ॥
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥

শ্রীবিষ্ণুর নাম-গুণাদি শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদ-সেবনে লক্ষ্মী, অভিবন্দনে অক্রূর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জ্জুন এবং আত্মনিবেদনে বলি চরিতার্থ হইয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই একাঙ্গ-ভক্তি-যাজনে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন।

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা" ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা মনুষ্য যেমন আমাকে সহজে লাভ করিতে পারে, যোগ, বিজ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, ধর্ম্ম, এ সকল দ্বারা তেমন পারে না। কারণ ভগবান্ ভক্তিপ্রিয়। বিদ্যা, জ্ঞান, রূপ, গুণ, ধন, আভিজাত্য, এ সমস্ত তাঁহার প্রীতির কারণ নহে। (ণ)

(ঢ) তজ্জ্ঞানং যত্র গোবিন্দঃ সা কথা যত্র কেশবঃ। তৎকর্ম্ম যৎ তদর্থায় কিমন্যৈরিহভাষিতৈঃ॥
সা জিহ্বা যা হরিংস্তৌতি তচ্চিত্তং যৎ তদর্পিতং। তাবেব কেবলৌ শ্লাঘ্যৌ যৌ তৎ পূজাকরৌ করৌ॥

(ণ) "প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্ বিড়ম্বনং। (প্রহ্লাদোক্তি)

ব্যাধস্যাচরণংধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা,
কুব্জায়াঃ কিমুনামরূপমধিকং কিং তৎ সুদাম্নো ধনং।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রসেনস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং নচ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥

ব্যাধের সদাচার কি ছিল, ধ্রুবের বয়ঃক্রম কি ছিল, গজেন্দ্রের বিদ্যা কি ছিল, সুদাম ব্রাহ্মণের ধন কি ছিল, বিদুরের বংশগৌরব কি ছিল, কুব্জার সৌন্দর্য্য কি ছিল এবং যাদবপতি উগ্রসেনের কি শৌর্য্য-বীর্য্য ছিল? তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। অতএব ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্তি দ্বারাই প্রীত হন; সদাচারাদি গুণ দ্বারা সন্তোষ লাভ করেন না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন:—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
সামুপেত্যতু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" ॥ (ত)

হে অর্জ্জুন! তুমি মদ্গতচিত্ত, মদ্ভক্ত, মদর্চ্চননিরত হও, এবং আমাকে প্রণাম কর। এইরূপে দেহ, মন ও আত্মা আমাতে নিবেদন পূর্ব্বক মদেকাশ্রয় হইয়া, আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মলোকগত জীবেরও পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে; কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে লাভ করিলে, আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। অতএব ভগবদ্ভক্তিকে আশ্রয় করাই মুমুক্ষু ব্যক্তির সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

ভক্তি-সাধন।

"কৃষ্ণ-ভক্তি-জন্ম-মূল হয় সাধুসঙ্গ"। (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)
"সত্যং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য সম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
অজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি" ॥

কপিল দেব কহিলেন, সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সম্মিলন হইলে, হৃদয় ও কর্ণের আনন্দজনক আমার প্রভাবপূর্ণ কথা আলোচিত হয়; সে সকল কথা সেবন করিলে, অপবর্গ-পথ স্বরূপ (অবিদ্যানিবর্ত্তক) আমাতে অতি শীঘ্রই শ্রদ্ধা, রতি এবং ভক্তি, পর্য্যায়-ক্রমে জন্মিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধামৃত কথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনং।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥

(ত) "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥
মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ (গীতা)

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণং।
ময্যর্পণং চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনং॥
মদর্থেঽর্থ পরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যানাং উদ্ধবাত্মনিবেদিনাং।
ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥ (ভাগবত)

"আমার অমৃত-কথায় শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার অনুকীর্ত্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, স্তুতি দ্বারা আমার স্তব, আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা আমার অভিবন্দন, আমার ভক্তগণের বিশেষভাবে পূজা, সর্ব্বভূতে আমাকে উপলব্ধি করা, আমার জন্য অঙ্গ-চেষ্টা, বাক্য দ্বারা আমার গুণ-কথন, আমাতে চিত্তসমর্পণ, মদনা-সর্ব্বাভিলাষবর্জ্জন, আমাকে লাভ করিবার জন্য অর্থ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ, এবং আমার জন্যই যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যা; হে উদ্ধব! এই ভাবে যাঁহারা আমাতে আত্মনিবেদন করেন, এই সকল ধর্ম্ম সাধন দ্বারা আমাতে তাঁহাদিগের ভক্তি জন্মে। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি জন্মে, এমন ব্যক্তির আর কি অর্থের অভাব থাকে?" (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

গোলকে সর্ব্বদেব দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা।

—:০:—

দৃষ্ট হইতেছে- কন্যা ঊষার জন্য আদিত্য প্রতিনিয়ত গমন করিতেছেন। ঋক্ ১। ১৫২। ৪ আদিত্যের অশ্ব বা বল্গা নাই, তথাপি তিনি দ্রুতগতিতে আকাশের ঊর্দ্ধে গমন করিতেছেন। ঋক্ ১। ১৫২। ৫

রাশিচক্রের দ্বিতীয় বীথীস্থিত বৃষরাশিস্থ দহন-দৈবত কৃত্তিকা নক্ষত্র ও কমলজ-দৈবত রোহিণী নক্ষত্রের অনতিদূরে রাশিচক্রের ৩য় বীথীতে মৃগ-ব্যাধ কালপুরুষ-মণ্ডল অবস্থিত। কালপুরুষের মস্তকে মিথুন রাশির সোমদৈবত মৃগশিরা নক্ষত্র, কাল-পুরুষের বামহস্ত-মূলে রুদ্রদৈবত আর্দ্রা নক্ষত্র, কটিদেশে বাণাকৃতি তারাত্রয় এবং কালপুরুষ-মণ্ডল ময়ূরপুচ্ছ চন্দ্রিকাবৎ তোরণাকৃতি সহস্র ক্ষুদ্র তারকায় পরিবৃত।

কাল-পুরুষ মণ্ডলের অনতিদূরে "ইল্‌বলা তৎ শিরোদেশে তারকা নিবসন্তি যাঃ" "ইল্‌বলা পঞ্চতারকাঃ" (অমরকোষ)। একদা ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা ঊষাদেবীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন; এই পাপাচার দর্শনে রুষ্ট দেববৃন্দের সমবেত শক্তি হইতে ভগবান্ ভূতবৎ দেবের আবির্ভাব হয়, এবং দেববৃন্দের উপদেশে ভগবান ভূতবৎ ব্রহ্মার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেন। ব্রহ্মা ও ঊষাদেবী বাণভয়ে মৃগ ও মৃগীরূপ ধারণে উল্লম্ফন পূর্ব্বক আকাশে পলায়ন করিলেন। ভূতবৎদেব-বিক্ষিপ্ত বাণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তদবধি মৃগশিরানক্ষত্ররূপে ব্রহ্মা ও রোহিণীনক্ষত্ররূপে ঊষাদেবী আকাশে বিরাজমান রহিয়াছেন। দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, ভূতবৎদেব দেববৃন্দের বরে পশু-জাতির পতিত্বপদ প্রাপ্ত হইলেন। এই আখ্যান পাঠে অনেকে নাসিকা বিকুঞ্চিত করিয়া বলিবেন, এ সমস্ত বৃথা কল্পনামূলক, উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক-বিনিঃসৃত প্রলাপ-উক্তি মাত্র। কিন্তু উক্ত আখ্যানটী ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তৃতীয় খণ্ডের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে। ঊষাদেবীর নাম সরস্বতী। রোহিণী নক্ষত্র কমলজদৈবত কি কারণে হইলেন, কি কারণে রাশিচক্রের তৃতীয় বীথীস্থ তারামণ্ডলের নাম মৃগব্যাধ কাল-পুরুষ হইল, কি কারণে দেবাদিদেব শিব 'পশুপতি' নাম পাইলেন, এবং তাঁহার বাণ 'পাশুপত' নামে খ্যাত হইল, এবং গ্রীকজাতি Orion the hunter নাম কোথা পাইলেন, এবং Belt of orionই বা কি? এ সমস্ত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-উক্ত আখ্যান হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

বেদের আখ্যানটি সরলভাবে বিশদরূপে সুব্যক্ত বলিয়া এ আখ্যানের অর্থবোধে সন্দেহ বা মতভেদ সম্ভব নহে। পুরাণোক্ত আখ্যানগুলি যে সময়ে লিখিত, তৎকালে মহর্ষিগণ কাল-দেশ-পাত্র বিবেচনায় আখ্যানগুলি তাদৃশ সরলভাবে ও বিশদরূপে ব্যক্ত করেন নাই। এক্ষণে পুরাণোক্ত অর্দ্ধস্ফুট আখ্যানগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করিবার সময় উপস্থিত বলিয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণ-লীলার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি-পূজা উপলক্ষে সমস্ত ব্রজবাসী সমবেত হইল; তাহাদের অভ্যর্থনা জন্য যশোদাদেবী নিদ্রিত শিশু শ্রীকৃষ্ণকে দধি-দুগ্ধাদি-গব্যপাত্রপূর্ণ শকট-তলে স্থাপন করিলেন, এবং ব্রজবাসীগণের অভ্যর্থনার্থে স্থানান্তরে গমন করিলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে শকট-তলে স্থাপিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পদাঘাতে সগব্যপাত্র-শকট চূর্ণ করিলেন। আমরা বলি, কৃত্তিকা-ক্রোড় হইতে অয়নপথে যাত্রা করিয়া, শকটাকৃতি রোহিণী নক্ষত্রে আদিত্য-দেব শ্রীকৃষ্ণ উপনীত হইলেন, রোহিণী সূর্য্য-তেজে বিলুপ্ত হইলেন। ইহারই নাম শকট-ভঞ্জন-লীলা। এখন বাণ-বিজয় আখ্যান স্মরণ করুন। বলি-পুত্র শিখিধ্বজ বাণরাজের ঊষা নামে কন্যা ছিল। ঊষা প্রাপ্তযৌবনা হইলেও বাণরাজ তাহার বিবাহ দেন নাই। বাণরাজ-আলয়ে হরপার্ব্বতী বিহার করিতেন।

উষা ক্ষুব্ধ হইয়া পার্ব্বতীর সমীপে আত্মবেদন জানাইলেন। পার্ব্বতি প্রসন্না হইয়া বলিয়া দিলেন—"রাত্রে যাহাকে স্বপ্নে দেখিবে, সেই তোমার পতি হইবে।" উষা নিশা-স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধের রূপ দর্শন পাইলেন। উষার সখি চিত্রা চিত্র-পটে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিলে, উষা স্বপ্নদৃষ্ট রূপ চিনিতে পারিলেন। চিত্রা চিত্রপট-লিখিত মূর্ত্তির অনুসন্ধানে ত্রিজগৎ ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে দ্বারকানগরে অনিরুদ্ধের দর্শন পাইয়া আত্মনিবেদন করিলেন। চিত্রা সহ গোপনে অনিরুদ্ধ বাণরাজ-ভবনে উপনীত হইয়া পরম সুখে উষার সঙ্গ ভোগ করিতেছিলেন। বাণরাজ টের পাইয়া, অনিরুদ্ধকে কারারুদ্ধ করিলেন, এবং শিব-সমীপে শিখিধ্বজ বাণরাজ সমযোদ্ধা প্রাপণের প্রার্থনা জানাইলেন। অন্তর্যামী শিব চিন্তা করিয়া বলিলেন, যখন দেখিবে, শিখিধ্বজ তিরোহিত হইয়াছে, তখনই সমযোদ্ধা আগত হইবে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অনিরুদ্ধের তল্লাস লইয়া, নারদ-মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, অনিরুদ্ধের কারা-মোচন জন্য সসৈন্যে বাণরাজ-ভবনে সমাগত হইলেন।

পঞ্চাগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া শিখিধ্বজের ময়ূর-ধ্বজা দগ্ধ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বাণরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধে বাণরাজের সহস্র বাহু ছিন্ন হইলে, বরপুত্রের দুর্দ্দশা দর্শনে রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সমরে রুদ্রদেব ত্রিভুবন-দহনক্ষম পাশুপত বাণ ত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিজগৎ-ধ্বংসন-শক্ত বৈষ্ণবাস্ত্র ছাড়িলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কম্পবান্! অসময়ে মহাপ্রলয় উপস্থিত! দেখিয়া শুনিয়া সরকারি সালিষ স্বয়ং বিধাতা আসিয়া উপস্থিত। বৈরভাব দূর হইল। শ্রীকৃষ্ণও রুদ্রদেবে সখ্যস্থাপন হইল। উষা ও অনিরুদ্ধকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ রৈবতকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চন্দ্রিকা-পরিশোভিত ময়ূর-পুচ্ছপরিবৃত মৃগব্যাধ কালপুরুষ-মণ্ডল যাঁহার পরিচিত, মৃগব্যাধ কালপুরুষমণ্ডলের কটিদেশের পাশুপত বাণ যাঁহার পরিচিত, এবং তাহার উত্তরস্থ ইল্‌বলা নামক পঞ্চতারক যাহার পরিচিত, (স-উমা) সোম-দৈবত মৃগশিরা নক্ষত্র যাঁহার পরিচিত, রুদ্রদৈবত আর্দ্রানক্ষত্র যাঁহার পরিচিত, পুরাণোক্ত বাণরাজ তাঁহার অপরিচিত হইতে পারে না। জ্যোতিষশাস্ত্রে যাঁহার জ্ঞান আছে, তিনি অবশ্যই জানেন. যখন কৃত্তিকা নক্ষত্র বাসন্তিক ক্রান্তিপাতে অবস্থিত ছিল, তখন মিথুনরাশিতে আদিত্যদেবের অবস্থিতিকালে গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য হইত, এবং এক্ষণকার জ্যৈষ্ঠমাসোচিত নির্ব্বাত গ্রীষ্ম তখন আষাঢ়ে অনুভূত হইত। সকলেই অবগত আছেন যে, উষার সহিত প্রভাত-বায়ুর নিত্য সম্বন্ধ, এবং বায়ুর গতি অপ্রতিহত ও বায়ু সর্ব্বতোগামী, সুতরাং বায়ুর নামই অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ মরুতের অধিপতি সূর্য্যরূপী দেবরাজ ইন্দ্র, ইহা বৈদিক সত্য, এবং সূর্য্যতেজে বায়ু সঞ্চালিত হয়, ইহাও বৈদিক সত্য, এবং বৈজ্ঞানিক সত্যও

বটে; তবে কেন বলিব না যে, কালপুরুষ-মণ্ডলের বাণাকৃতি তারাত্রয়ই বাণরাজ। উষা তাহার কন্যা। প্রভাত-বায়ু অনিরুদ্ধ উষার প্রণয়ী। পূর্ব্বকালে আষাঢ় মাসে মিথুন রাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি কালে জ্যৈষ্ঠ মাসোচিত গুমট হইত বলিয়া বাণরাজ অনিরুদ্ধকে কারাগারে রুদ্ধ করিলেন। সূর্য্যদেব আসিয়া অগ্রে ময়ূরপুচ্ছস্থিত ক্ষুদ্র সহস্র তারাগুলি বালার্ক-প্রকাশে দগ্ধ করিলেন। ক্রমে বালার্ক প্রদীপ্ত হইলে, বাণরাজ সূর্য্যতেজে বিলীন হইলেন; কিন্তু সমুজ্জ্বল রুদ্রদৈবত আর্দ্রা সহজে সূর্য্যতেজে অভিভূত হইলেন না। সূর্য্য-কিরণ তীব্রভাবে বর্ষিত হইলে আর্দ্রাও লুপ্ত হইলেন। তবে রুদ্র-পরাজায়-বর্ণন পরিহার মানসে ব্রহ্মার মধ্যস্থতার সৃষ্টি হইয়াছে? সূর্য্যতেজ ক্রমে প্রখর হইতে লাগিল। পূর্ব্ববায়ু বহিতে লাগিল। অনিরুদ্ধ মুক্ত হইল। বাণরাজ-বিজয় সাঙ্গ হইল।

বেদে কোনস্থলে উষা সূর্য্যের মাতা বলিয়া বর্ণিত আছে; কারণ উষা হইতে আমরা সূর্য্য প্রাপ্ত হই। আবার বেদে কোন স্থলে উষা সূর্য্যের ভগ্নী বলিয়া বর্ণিত; কারণ উষা ও সূর্য্য, উভয়কেই আমরা রাত্রি হইতে প্রাপ্ত হই। রাত্রি সূর্য্যের মাতা বলিয়া বর্ণিত। আবার বেদে উষা সূর্য্যের কন্যা বলিয়া বর্ণিত আছে; কারণ সূর্য্য-কিরণেই উষার উৎপত্তি, এবং বেদে আদিত্যদেব উষার জার বলিয়াও বর্ণিত আছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আদিত্যদেব রজোগুণাধার ব্রহ্মারূপে বর্ণিত। উষার নাম-পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল ভূতবৎদেব এবং পাশুপত বাণ, এই উভয়ের অবতারণা হইয়াছে। পুরাণে পাশুপত বাণ বাণরাজ হইলেন। তৎকন্যা উষা। সবিতৃদেব শ্রীকৃষ্ণ, তৎপৌত্র বায়ুদেব অনিরুদ্ধ। চৈত্রমাস দক্ষিণানিলের প্রবর্ত্তক, এজন্য চিত্রা উষার নিকট অনিরুদ্ধকে আনিয়া দিলেন। তৎকালে আষাঢ় মাসের শেষে দক্ষিণানিল তিরোহিত হইত। পূর্ব্ব-বায়ু প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে বায়ুর সঞ্চালন রহিত থাকিত। এই বৃত্তান্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রূপকে আদিত্য-পৌত্র অনিরুদ্ধকে বাণরাজ-কারাগারে বদ্ধ করা এবং আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের তেজ-বলে অনিরুদ্ধ কারামুক্ত হইয়া পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি আখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। শাক্তপুরাণে মৃগব্যাধ কালপুরুষ 'কার্ত্তিকেয়' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তারকাসুর বধ।

দ্বাদশ মন্বন্তরে তারক অসুর দেবগণকে সমরে পরাজিত করিয়া, স্বর্গ রাজ্য অধিকার করিল। দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য-চ্যুত হইলেন। যজ্ঞভাগ স্বর্গরাজ তারক গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ক্ষুধার্ত্ত ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ স্বর্গচ্যুত হইয়া পাতালে—ভূতলে প্রচ্ছন্ন বেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া, ব্রহ্মার সদনে উপনীত হইয়া, আত্মনিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণ সহ ক্ষীরোদসমুদ্র-তটে উপনীত হইয়া বৈকুণ্ঠপতির

স্তব আরম্ভ করিলেন। নিদ্রোত্থিত উপেন্দ্রদেব ব্রহ্মাকে জানাইলেন "পরম বৈষ্ণব তারক নারায়ণের বরে বলীয়ান্। তারক দেবদ্বেষী হইলেও নারায়ণের অবধ্য, কারণ বিষবৃক্ষও রোপণ করিয়া ছেদন করিতে নাই। তোমরা রুদ্রদেবের শরণ লও। দেবাদি-দেব-পুত্র কুমার কার্ত্তিকেয় ভিন্ন অন্য কেহ তারক-বিনাশে সমর্থ নহে। দেবদেব হিমাচলে সমাধিমগ্ন ছিলেন এবং গিরিসুতা পতি-কামনায় তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্তা ছিলেন; ইন্দ্র-সখা কামদেব সম্মোহন-বাণে ত্রিনেত্রের যোগভঙ্গ করিয়া, ত্রিনেত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন; দেব-কার্য্য সিদ্ধ হইল। হর-পার্ব্বতীর মিলনে কুমার জন্ম গ্রহণ করিলেন। দেব-বৃন্দ স্ব স্ব অস্ত্র দান করিয়া কুমারকে দেবসেনার নেতৃত্ব পদে সেনানীরূপে অভিষিক্ত করিলেন। কার্ত্তিকেয় সহ সমরে তারক অসুর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। (গরুড় পুরাণ)

শাস্ত্রমতে নিরক্ষরেখার উত্তরস্থ সুমেরুর শৃঙ্গত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের আলয় এবং স্বর্গ এবং নিরক্ষ-রেখার দক্ষিণস্থ কুমেরু বলিরাজ-আলয় পাতাল। উভয় মেরুর মধ্য-ভূমি মর্ত্ত্য লোক। বিষুপরেখার উত্তরস্থ খ-গোলার্দ্ধ স্বর্গরাজ্য, এবং বিষুপরেখার দক্ষিণস্থ খ-গোলার্দ্ধ আসুর রাজ্য।

রাশিচক্রের ৬ রাশি বিষুপরেখার উত্তরে ও ৬ রাশি বিষুপরেখার দক্ষিণে থাকে। কিন্তু রাশিচক্র সতত চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান। ২৭০০০ বৎসরে একবার স্বকেন্দ্র আবর্ত্তন করে, এজন্য প্রত্যেক রাশি বিষুপরেখার উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতেছে, এবং দক্ষিণ হইতে আবার উত্তরে আসিতেছে।

শিবচতুর্দ্দশী-নিশার প্রদোষকাল হইতে উষাকাল পর্য্যন্ত গগণমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে দেখিবে, প্রদোষকালে পূর্ব্বাকাশে ধক্ ধক্ করিয়া প্রকাণ্ড অসুর-তারক উদিত হইবে। তাহার সুনির্ম্মল জ্যোতিতে গগণের তারাকুল (দেবকুল) নিষ্প্রভ হইবে; তারক ক্রমে গগণ-মধ্যভাগে আরোহণ করিবে; তখন দেখিবে, তারকের পশ্চিম-ভাগে ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকা পরিবৃত সেনানী কুমার রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তারকের সহিত সমরে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন! কুমারের কটি-বন্ধে চাক্‌চিক্যময় তরবারি দোদুল্যমানা। কুমারের তীব্র তেজঃপুঞ্জে তারক পরাজিত। এই তারক অসুরকে জোতির্ব্বিদ্‌গণ লুব্ধক (Dog star) নাম দিয়াছেন, এবং সেনানী কুমারের নাম মৃগ-ব্যাধ কালপুরুষ (Orion the hunter) এবং যে স্তবক তরবারি তাহার নাম ছেফ্ (saiph)। যদি বিমল কল্পনাশক্তি ও বিশদ-কবিত্ব-প্রসূত মধুর রসাস্বাদে মন সরস করিতে ইচ্ছা হয়; যদি পৌরাণিক মহর্ষিগণের মনোমুগ্ধকর রূপকের রহস্য-ভেদে কৌতূহল জন্মে, এই শরৎ-নিশায় একবার মিথুনবীথীর দক্ষিণাংশ পর্য্যবেক্ষণ কর। জীবনে এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও সমবেত দেখিতে পাইবেনা। পৌরাণিক মহর্ষিগণের রূপক-নৈপুণ্যের তাৎপর্য্য আপনা হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

যজুর্ব্বেদ।

ব্রহ্মযজ্ঞ প্রকরণ—(১)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

——০:০:০——

পিতুন্নু স্তোষন্মহো ধর্ম্মাণন্তবিষীম্।
যস্ত্রিতোব্যোজসাবৃত্রং বিপর্বমর্দয়ৎ ॥৭

পদপাঠঃ। পিতুং। নু। স্তোষং। মহো। ধর্ম্মাণং। তবিষীম্। যস্য। ত্রিতঃ। বি ওজসা। বৃত্রং। বিপর্বং। অর্দয়ৎ।

ব্যাখ্যা। পিতুং অন্নং অন্নরূপ পিতাকে। অন্নদ্বারা শরীর বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য অন্নকে পিতা বলা হইয়াছে। স্তোষং স্তৌমি, স্তুতি করি বা প্রশংসা করি। মহো মহসঃ অর্থাৎ মহৎ। তবিষীম্ তবিষ্যাঃ বলস্য বলের। বিভক্তি ব্যত্যয়—৬ষ্ঠীস্থলে ২য়া হইয়াছে। ধর্ম্মাণং ধারয়িতারং ধারণকারী। যস্য যাহার। ত্রিতঃ ত্রিস্থান ইন্দ্রঃ অর্থাৎ ত্রিস্থানস্থিত ইন্দ্র বা সূর্য্য। বৃত্রং বৃত্র নামক দৈত্যকে। ওজসা বলেন বলদ্বারা বিপর্বং বিপর্ব্ব করিয়া—অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া। বি অর্দয়ৎ বিশেষরূপে অর্দন করিয়াছিলেন।

বঙ্গার্থ। আমি মহৎ বলের ধারয়িতা পিতৃরূপ অন্নের স্তুতি করি। অন্নের বলের দ্বারাই ইন্দ্র বৃত্রকে বিপর্ব্ব করিয়া অর্দন করিয়াছিলেন।

অন্বি দনু মতে, ত্বম্মন্যাসৈ শঞ্চনস্কৃধি।
ক্রত্বে দক্ষায় নোহি নুপ্রণ আয়ূংষি তারিষঃ ॥৮

পদপাঠঃ। অনু। ইৎ। অনুমতে। ত্বম্। মন্যাসৈ। শম্। চ। নঃ। কৃধি॥ ক্রত্বে। দক্ষায়। নঃ। হিনু। প্র—। নঃ। আয়ূংষি। তারিষঃ।

ব্যাখ্যা। হে অনুমতে (চতুর্দ্দশীযুক্তা পৌর্ণমাসী) ত্বং তুমি। অনুমন্যাসৈ অস্মদুক্তং বুধ্যস্ব আমাদিগের উক্তি বোধগম্য কর। ইৎ নিপাতোঽনর্থকঃ। শম্ মঙ্গলং মঙ্গল। নঃ আমাদিগের। কৃধি কর। ক্রত্বে ক্রতবে সংকল্পায়। দক্ষায় তৎসমৃদ্ধয়ে সংকল্পসিদ্ধয়ে সংকল্পসিদ্ধির জন্য। নঃ আমাদিগকে। হিনু গময় প্রেরণ কর। নঃ আমাদিগের। আয়ূংষি আয়ু। প্রতারিষ বৃদ্ধি কর।

---

(১) ১৩০১ সালের অর্থাৎ প্রথমবর্ষের হিন্দু-পত্রিকায় ব্রহ্মযজ্ঞ-প্রকরণের কতকাংশ প্রকাশিত, অবশিষ্ট অংশ এইক্ষণ প্রকাশিত হইল। পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ অংশটুকু পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া লইবেন।

বঙ্গার্থ। হে অনুমতি দেবি! তুমি আমাদিগের উক্তি বোধগম্য কর। আমাদিগের মঙ্গল সম্পাদন কর। আমাদিগের সংকল্পসিদ্ধি কর এবং আমাদিগের আয়ুবৃদ্ধি কর।

অনুনোঽদ্যানুমতির্যজ্ঞন্দেবেষু মন্যতাম্।
অগ্নিশ্চ হব্যবাহনো ভবতন্দাশুষেময়ঃ ।৯

পদপাঠঃ। অনু। নঃ। অদ্য। অনুমতিঃ। যজ্ঞং। দেবেষু। মন্যতাম্। অগ্নিঃ। চ। হব্যবাহনঃ। ভবতং। দাশুষে। ময়ঃ।

ব্যাখ্যা। অনুমতি অদ্য আজ। নঃ আমাদিগের যজ্ঞং যজ্ঞ। দেবেষু দেবতাদিগেতে। অনুমন্যতাম্ অনুমত কর। অগ্নিশ্চ অগ্নিও। হব্যবাহনঃ হব্যবহনকারী। দাশুষে যজমানের জন্যে। ময়ঃ সুখরূপী। ভবতং ভবতাম্ হউন্।

বঙ্গার্থ। অনুমতী দেবী অদ্য আমাদের এই যজ্ঞকে দেবতাদিগের অনুমত করাও। হব্যবাহক অগ্নিও যজমানের মঙ্গল বিধান করুন।

সিনীবালি পৃথুষ্টুকে যাদেবানামসিস্বসা।
জুষস্বহব্যমাহুতস্প্রজান্দো বদিদিড্ঢিনঃ ।১০

পদপাঠঃ। সিনীবালি। পৃথুষ্টুকে। যা। দেবানাম্। অসি। স্বসা। জুষস্ব হব্যম্। আহুতং। প্রজাং। দেবি। দিদিড্ঢিনঃ।

ব্যাখ্যা। সিনীবালি (চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা)। পৃথুষ্টুকে হে পৃথুকেশভারে অর্থাৎ বহুকেশসংযুক্তে যামিনি (ত্বং) দেবানাম্ দেবতাদিগের স্বসা ভগিনী। অসি হও। সা (ত্বং) আহুতং হব্যং আহুত হব্যকে। জুষস্ব প্রীত্বা গৃহ্লাষ প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ কর। হে দেবি নঃ আমাদিগকে প্রজাং সন্তান দিদিড্ঢি দোহ দান কর।

বঙ্গার্থ। হে সিনীবালি, হে বহুকেশসংযুক্তে, তুমি দেবতাদিগের ভগিনী, এই আহুত হব্য তুমি প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ কর এবং আমাদিগকে সন্তান প্রদান কর। ১০

পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমপি যন্তি সস্রোতসঃ।
সরস্বতীতু পঞ্চধাসো দেশেঽভবৎ সরিৎ॥১১

পদপাঠঃ। পঞ্চ। নদ্যঃ। সরস্বতীম্। অপিযন্তি। সস্রোতসঃ। সরস্বতী। তু। পঞ্চধা দেশে। সা। উ। অভবৎ। সরিৎ॥ ১১

ব্যাখ্যা। যা দৃষদ্বত্যাদ্যাঃ পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমুপিযন্তি গচ্ছন্তি দৃষদ্বতী আদি (অর্থাৎ দৃশদ্বতী বা ইরাবতী শতদ্রু, বিতস্তা, বিপাশা ও চন্দ্রভাগা) পঞ্চনদী সরস্বতীতে মিলিত হইয়াছে। সস্রোতসঃ সমানং স্রোতঃ। যাসাং তাঃ যাহাদিগের সমান স্রোত। সা উ সৈব সরস্বত্যেব পঞ্চধা দেশে সরিৎ নদী অভবৎ পঞ্চানি স্বনামানি ত্যক্ত্বা সরস্বত্যেবা-

ভবৎ সেই সরস্বতী নদীই দেশে পঞ্চনদী হইয়াছিল, অর্থাৎ পঞ্চনদী স্বীয় স্বীয় নাম পরিত্যাগ করিয়া সরস্বতী হইয়াছিল।

বঙ্গার্থ। তুল্যস্রোতস্বতী পঞ্চনদীই সরস্বতীতে মিলিত হয়, সরস্বতীই দেশে পঞ্চনদী হইয়াছিল। (এই জন্যই পঞ্চাপ বা পঞ্জাব প্রদেশের অন্য এক নাম সারস্বত প্রদেশ।)

ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষির্দেবো দেবানামভবঃ শিবঃ সখা।
তবব্রতে কবয়ো বিদ্ম নাপসো জায়ন্ত মরুতো ভ্রাজ দৃষ্টয়ঃ॥১২

পদপাঠঃ। ত্বম্। অগ্নে। প্রথমঃ। অঙ্গিরা। ঋষিঃ। দেবঃ। দেবানাম্। অভবঃ। সখা। তব। ব্রতে। কবয়ঃ। বিদ্মনাপসঃ। জায়ন্ত। মরুতঃ। ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ।১২

ব্যাখ্যা। হে অগ্নে ত্বং দেবানাং প্রথমঃ সখা অভবঃ, তুমি দেবতাদিগের প্রথম সখা হও। কিম্ভূতস্তম্—তুমি কিরূপ—না অঙ্গিরা-অঙ্গিভ্যঃ যজমানেভ্যঃ রাতি সুখমিত্যঙ্গিরা। ঋষি-দ্রষ্টা দেবঃ-দ্যোতমানঃ শিবঃ-কল্যাণঃ। তবব্রতে—তোমার কর্ম্মে। মরুতঃ—মরুৎ সকল অর্থাৎ ঋত্বিক সকল, কবয়ঃ—ক্রান্তদর্শিনঃ। বিদ্মনাপসঃ—বিদিতকর্ম্মাণ (অপাংসি-কর্ম্মাণি) ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ—ভ্রাজন্ত্যঃ শোভমানাঃ ঋষ্টয়ঃ আয়ুধানি যেষাং তে শত্রুঘাতকত্বাৎ।

বঙ্গার্থ। হে অগ্নে, তুমি দেবতাদিগের প্রথম সখা, তুমি অঙ্গিরা অর্থাৎ যজমানদিগকে সুখ দেও, তুমি ঋষি, তুমি কল্যাণরূপী, তুমি দ্যোতমান। তোমার ব্রতে কবি, কর্ম্মাভিজ্ঞ এবং উজ্জ্বল অস্ত্রধারী ঋত্বিকগণ জন্মিয়াছিলেন।

ত্বন্নো অগ্নে তবদেবপায়ুভির্মঘোনো রক্ষতন্বশ্চবন্দ্য।
ত্রাতাতোকস্যতনয়েগবামস্যনিমেষং রক্ষমাণস্তব ব্রতে॥ ১৩

পদপাঠঃ। ত্বং। নঃ। অগ্নে। তব। দেব। পায়ুভিঃ। মঘোনঃ। রক্ষ। তনূঃ চ। বন্দ্য। ত্রাতা। তোকস্য। তনয়ে। গবাম্। অস্য। নিমেষং। রক্ষমাণঃ। তব। ব্রতে। ১৩

ব্যাখ্যা। হে অগ্নে হে দেব দ্যোতমান হে বন্দ্য স্তুত্য তবব্রতে বর্ত্তমানান্ মঘোনো ধনবতো যজমানান্ রক্ষ পালয়। নোঽস্মাকং শরীরাণি চ রক্ষ। কৈঃ তব পায়ুভিঃ পালনৈঃ যতস্তমনিমেষং সাবধানং রক্ষমাণঃ পালয়ন্ সন্ তোকস্য পুত্রস্য তনয়ে পৌত্রস্য (বিভক্তিব্যত্যয়ঃ) গবাং চ ত্রাতা রক্ষকোঽসি।

বঙ্গার্থ। হে অগ্নে, হে দেব, হে বন্দ্য, তোমার পালন-শক্তির দ্বারা তোমার ব্রতানুষ্ঠানকারী ধনবান যজমানদিগকে এবং আমাদিগের শরীর রক্ষা কর। তুমি সাবধানতার সহিত পালনকরা-হেতু, তুমি আমাদের পুত্র, পৌত্র এবং গবাদির রক্ষক হইয়াছ। (ক্রমশঃ)

শতপথ-ব্রাহ্মণ।

স্বাধ্যায়-প্রশংসা।

পঞ্চ এব মহা যজ্ঞাঃ। তান্যেব মহাসত্রাণি ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞঃ ইতি। অহরহঃভূ তেভ্যোবলীং হরেৎ। তথা এতম্ ভূতযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অহরহর্দদ্যাদা উদপাত্রাৎ তথা এতম্ মনুষ্যযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অহরহঃ স্বধাকুর্য্যাদা উদপাত্রাৎ তথা এতম্ পিতৃযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অহরহঃ স্বাহা কুর্য্যাদাকাষ্ঠাৎ তথা এতম্ দেবযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অথ ব্রহ্মযজ্ঞঃ। স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্মযজ্ঞঃ তস্য বৈএতস্য ব্রহ্মযজ্ঞস্য বাগেব জুহূর্মনঃ উপভৃচ্চ চক্ষুর্ধ্রুবা মেধা স্রুবঃ সত্যমবভৃতঃ স্বর্গো লোকঃ উদয়নম্। যাবন্তম হবৈ ইমাম্ পৃথিবীম্ বিত্তেন পুরাণং দদং লোকং জয়তিত্রিস্তাবন্তম্ জয়তি ভূয়াংসং চ অক্ষয়ং যঃ এবং বিদ্যানহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।

(৪) পয়াহুতয়ো হবৈ এতাঃ দেবানাম্ যদৃচঃ। সযঃ এবং বিদ্বান্ ঋচোঽহরহঃ স্বাধ্যায়ম্ অধীতে পয়াহুতিভিরেব তদ্দেবাংস্তর্প-যতি। তে এনম্ তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ প্রাণেন রেতসা সর্ব্বাত্মনা সর্বাভিঃ পুণ্যাভিঃ সম্পদ্ভিঃ ঘৃতকুল্যাঃ মধুকুল্যাঃ পিতৃণ্ স্বধা অভিবহন্তি। (৫) আজ্যাহুতযো হবৈ এতাঃ দেবনাম্ যদ্ যজুংষি। স যঃ এবং বিদ্বান যজুংষ্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে আজ্যাহুতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তর্পয়তি তে এনম্ তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ ইত্যাদি। ৬ সোমাহুতয়ো হবৈএতা দেবানাম্ যৎ সামানি। স যঃ এবম্ বিদ্বান্ সামান্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে সোমাহুতিভিরেব তদ্দেবাং-স্তর্পয়ন্তি ইত্যাদি।

৭। মেদাহুতয়ো হবৈ এতাঃ দেবানাম্ যদথর্ব্বাঙ্গিরসঃ। স যঃ এবং বিদ্বানথর্ব্বাঙ্গিরসোঽহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে মেদাহুতিভিরেব তদ্দেবাংশ্চ তর্পয়তি ইত্যাদি।

৮। মধ্বাহুতয়ো হবৈ এতাঃ দেবানাম্ যদনুশাসনানি বিদ্যা বা-কোবাক্যমিতিহাস পুরাণম্গাথাঃ নারাশংস্যঃ স যঃ এবম্ বিদ্বান ইত্যাদি।

৯। তস্য বৈ এতস্য ব্রহ্মযজ্ঞস্য চত্বারো বষট্কারাঃ যদ্বাতোবাতি যদ্বিদ্যোততে যৎ স্তনয়ত্যভস্ফূর্জতি। তস্মাদেবম্ বিদ্বান্ বাতে বাতি বিদ্যোতমানে স্তনয়ত্যভস্ফূর্জত্যধীয়ীত এব বষট্কারাণামচ্ছস্বষট্-কারায়। অতিহবৈপুন র্মৃত্যুম্মুচ্যতে গচ্ছতি ব্রহ্মণঃ সাত্মতাম। সচেদ্ অপি প্রবলমিব ন শক্নুয়াদপ্যেকম্ দেবপদম্ অধীত্য এব তথা ভূত্যেভ্যো ন হীয়তে।

১। অথাতো স্বাধ্যায়-প্রশংসা। প্রিয়ে স্বাধ্যায়ে প্রবচনে ভবতঃ। যুক্তমনাঃ ভবত্যপরাধীনোঽহরহরর্থান্ সাধয়তে সুখম্ স্বপিতি পরম চিকিৎসকঃ আত্মানো ভবতি। ইন্দ্রিয় সংযমশ্চ একারামতা চ প্রজ্ঞা বৃদ্ধির্যশো লোকপক্তিঃ। প্রজ্ঞাবর্দ্ধমানা চতুরো ধর্ম্মান্ ব্রাহ্মণানামভিনিষ্পাদয়তি ব্রাহ্মণ্যম্ প্রতিরূপচর্য্যম্ যশো লোক পক্তিম্। লোকঃ পচ্যমানশ্চতুর্ভির্ধর্ম্মৈর্ব্রাহ্মণম্ভুনক্ত্যর্চ্চযাচ দানেন চ অজ্যেয়তয়া চ অবধ্যতয়া চ।

২। যে হ বৈ কে চ শ্রমাঃ ইমে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেণ স্বাধ্যায়ো হবৈ তেষাম্ পরমতা কাষ্ঠা যঃ এবম্ বিদ্বান স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।

৩। যদ্ যদ্ হ্ বৈ অয়ং ছন্দসঃ স্বাধ্যায়মধীতে তেন তেনহএব অস্য যজ্ঞ ক্রতুনা ইষ্টম্ ভবতি যঃ এবম্বিদ্বান স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽঅধ্যেতব্যঃ।

৪। যদি হ বৈ অপি অভ্যক্তঃ অলঙ্কৃতঃ সুহিতঃ সুখে শয়নে শয়ানঃ স্বাধ্যায়মধীতে আহ এব স নখাগ্রেভ্যস্তপ্যতে য এবম্ বিদ্বান স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।

৫। মধুহ বৈ ঋচো ঘৃতম্ হ সামান্যমৃতম্যজুংষি। যদ্ উহ বৈ অয়ম্ বাকোবাক্যমধীতে ক্ষীরৌদন মাংসৌদনৌ হ এব তৌ।

৬। মধুনাহ বৈ এষ দেবাংস্তর্পয়তি যঃ এবম্ বিদ্বান্ ঋচোঽহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তে এনম্ তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সর্ব্বৈর্ভোগৈঃ।

৭। ঘৃতেন হবৈ এষ দেবাংস্তর্পয়তি যঃ এবং বিদ্বান্ সামান্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে তে এনম্ তৃপ্তাঃ ইত্যাদি।

৮। অমৃতেন হবৈ এষ দেবাংস্তর্পয়তি যঃ এবং বিদ্বান্ যজুংষ্য হরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে তে এনম্ তৃপ্তাঃ ইত্যাদি।

৯। ক্ষীরৌদন মাংসৌদননা ভ্যামহবৈ এষ দেবাংস্তর্পয়তি যঃ এবং বিদ্বান্ বাকোবাক্যমিতিহাসপুরাণমিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তে এনমৃতৃপ্তাঃ ইত্যাদি।

১০। যন্তি বৈ অপঃ। এত্যাদিত্যঃ। এতি চন্দ্রমাঃ। যন্তি নক্ষত্রাণি। যথা হ বৈ ন ইয়ুর্ কুর্য্যুরেবম্ হ এব তদহর্ব্রাহ্মণো ভবতি যদহঃ স্বাধ্যায়মনধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ। তস্মাদপ্য চম্ বা যজুর্ সাম বা গাথাম্ বা কুম্ব্যম্ বা অভিব্যহরেদ্ ব্রাতস্য অব্য বচ্ছেদয়।

বঙ্গার্থ। মহাযজ্ঞের সংখ্যা পঞ্চ। তাহারা মহাসত্র বা যজ্ঞ। যথা ভূতযজ্ঞ, মনুষ্য-যজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ। প্রত্যহ ভূত্ অর্থাৎ পশু-পক্ষ্যাদিকে বলি দিবে, অর্থাৎ তাহাদের আহার্য্য বস্তু দিবে। এইরূপে ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অহরহ মনুষ্যকে দান করিবে; আর কিছু না থাকিলে জল প্রদান করিবে। এইরূপে মনুষ্য-যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অহরহ পিতৃপুরুষগণকে স্বধা মন্ত্রের সহিত পিণ্ডদান করিবে। এইরূপে পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। অহরহ স্বাহা মন্ত্রের সহিত দেবতাদিগের পূজা দিবে, অন্ততঃ কাষ্ঠ দ্বারা হোম করিবে। এইরূপে দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। তৎপরে ব্রহ্ম-যজ্ঞের কথা বলা হইতেছে। স্বাধ্যায়কেই ব্রহ্মযজ্ঞ বলে। (স্বীয় স্বীয় শাখান্তর্গত বেদাধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে—স্বাধ্যায়ঃ স্বশাখাধ্যয়নম্।) এই ব্রহ্মযজ্ঞে বাক্ জুহূ (১) মন উপভৃৎ, চক্ষু ধ্রুবা, মেধা স্রুব, সত্য অবভৃত, এবং স্বর্গই শেষ গতি বা—উদয়ন। যিনি অহরহঃ বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি ধনপূর্ণ পৃথিবী-দানকারী অপেক্ষা তিন গুণ বৃহৎ অক্ষয় লোক জয় করেন। অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। ঋক্ সমূহ দেবতা-দিগের নিকট পয়ঃ বা দুগ্ধের আহুতির ন্যায় প্রিয়। যিনি ইহা অবগত হইয়া প্রত্যহ

(১) জুহূ, উপভৃৎ—ইত্যাদি যজ্ঞীয় পাত্র।

ঋগ্বেদ পাঠ করেন, তিনি পয়াহুতি দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন, এবং তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া বেদাধ্যায়ীকে যোগ-ক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ), প্রাণ, রেত, শারীরিক সুস্থতা, এবং সর্ব্ব প্রকার পুণ্য-সম্পদ দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। ঘৃতের নদী, মধুর নদী স্বধারূপে তাহার পিতৃগণের নিকট প্রবাহিত হয়।

ঘৃতের আহুতির ন্যায় যজুর্ব্বেদ দেবতাদিগের নিকট প্রিয়। যিনি ইহা অবগত হইয়া প্রত্যহ যজুর্ব্বেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে আজ্য বা ঘৃতের আহুতি প্রদান করেন, এবং দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে যোগ, ক্ষেম, প্রাণ, রেত, শারীরিক সুস্থতা এবং সর্ব্ব-প্রকার পুণ্য-সম্পদ দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। (পূর্ব্ববৎ)

সোমের আহুতির ন্যায় সামবেদ দেবতাদিগের নিকট প্রিয়, যিনি ইহা অবগত হইয়া প্রত্যহ সামবেদ পাঠ করেন, তিনি হোমাহুতি দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন, এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ইত্যাদি। (পূর্ব্ববৎ)।

মেদের আহুতির ন্যায় অথর্ব্বাঙ্গিরস দেবতাদিগের নিকট প্রিয়। যিনি ইহা জানিয়া অহরহঃ অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি মেদাহুতি দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন এবং তাঁহারা ইত্যাদি—(পূর্ব্ববৎ।)

(৮) অনুশাসনগ্রন্থ, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, বাকোবাক্য, ইতিহাস-পুরাণ-গাথা, স্তুতিবাক্য দেবতাদিগের নিকট মধুর আহুতির ন্যায় প্রিয়। যিনি ইহা জানিয়া প্রত্যহ এই সমুদয় পাঠ করেন, তিনি মধুর আহুতির দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধন করেন, এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ইত্যাদি (পূর্ব্ববৎ)।

(৯) এই বেদযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞের চারিটি বষট্কার আছে, যথা যখন বায়ু প্রবাহিত হয়, যখন বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়, যখন বজ্রধ্বনি হয়, যখন উহার অবস্ফূর্জন হয় অতএব যখন বায়ু প্রবাহিত হয়, বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়, বজ্রধ্বনি হয়, উহার অবস্ফূর্জন হয়, তখনই যিনি ইহা জানেন, তিনি যেন বেদাধ্যয়ন করেন, যেন বষট্কারের বিরাম না হয়। যিনি এইরূপ কার্য্য করেন, তাঁহার দ্বিতীয়বার মৃত্যু হয় না, তাঁহার ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। যদি তিনি অধিকও পাঠ না করিতে পারেন, একটি দেবপদও যেন পাঠ করেন; তাহা হইলে, তাঁহার পুত্র, পৌত্র এবং গো-অশ্বাদি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না।

তৎপর স্বাধ্যায়-প্রশংসা। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা অতিপ্রিয়। যিনি অধ্যয়ন করেন এবং অধ্যাপনা করান, তিনি যুক্তমনা হয়েন এবং পরাধীন হয়েন না, তিনি নিত্য অভীপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হয়েন, সুখে নিদ্রা যান, এবং নিজেই নিজের চিকিৎসক হয়েন। ইন্দ্রিয় সংযম, মনের একাগ্রতা, প্রজ্ঞাবৃদ্ধি, যশ এবং জনগণকে শিক্ষা দিবার শক্তি, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার ফল। প্রজ্ঞাবৃদ্ধির সহিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য, উপযুক্ত

চর্য্যা, যশ এবং জনদিগকে শিক্ষা দিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়। ব্রাহ্মণ এইরূপ শিক্ষিত হইলে, মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণকে চতুর্ব্বিধ অধিকার প্রদান করেন, যথা—সম্মান বা অর্চ্চনা, দানগ্রহণ, অত্যাচার হইতে মুক্তি এবং অবধ্যতা। (২) স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যত প্রকার শ্রম আছে, বেদাধ্যয়ন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। (৩) যখনই মানব বেদাধ্যয়ন করেন, তখনই তিনি সমস্ত যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

(৪) যখন কোন মানব দেহে সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিয়া, অলঙ্কার-ভূষিত হইয়া, ক্ষুধা নিবারণ করিয়া, এবং সুন্দর শয়নে উপবেশন করিয়া, বেদ পাঠ করেন, তিনি তাঁহার নখাগ্র পর্য্যন্ত তপশ্চর্য্যা করেন। অতএব বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

৫। ঋগ্বেদ মধু, সামবেদ ঘৃত, যজুর্ব্বেদ অমৃত। যখন মানব বাকোবাক্য বা মহাজনদিগের কথোপকথন, এবং প্রাচীন কথা পাঠ করেন, তখন তিনি দেবতাদিগকে দুগ্ধ এবং মাংসের আহুতি দেন।

(৬) যিনি ইহা অবগত হইয়া ঋগ্বেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে মধুর আহুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করেন, এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সকল কাম এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগ দ্বারা সন্তুষ্ট করেন।

(৭) যিনি ইহা জানিয়া সামবেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে ঘৃতের আহুতি প্রদান করেন, ইত্যাদি—পূর্ব্ববৎ।

(৮) যিনি ইহা জানিয়া যজুর্ব্বেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে অমৃতের আহুতি প্রদান করেন, ইত্যাদি—পূর্ব্ববৎ

(৯) যিনি ইহা জানিয়া বাকোবাক্য, ইতিহাস, পুরাণাদি পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে ক্ষীরের এবং মাংসের আহুতি প্রদান করেন, ইত্যাদি—পূর্ব্ববৎ।

(১০) বারি সমূহ গতিশীল, সূর্য্য গতিশীল, চন্দ্র গতিশীল, নক্ষত্র সমূহ গতিশীল; ব্রাহ্মণ যদি কোন এক দিন বেদ পাঠ না করেন, তবে এই সমুদয় গতিশীল পদার্থ গমন না করিলে বা কার্য্য না করিলে যেরূপ হয়, তিনিও সেই দিন সেইরূপ হয়েন। অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, অতএব ঋক্, যজু, সাম, গাথা বা কুম্ব্য অধ্যয়ন করিবে, যেন ব্রতের ব্যবচ্ছেদ না ঘটে।

অন্তর্জ্যোতি।

(বৃহদারণ্যক শ্রুতি)-(৪-৩)

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিঃসদাসর্ব্বদাই জনক রাজার আলয়ে গমন করিতেন। উভয়ে একত্র হইলেই ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা হইত। মধ্যে মধ্যে হাস্য-পরিহাসাদিও চলিত। কোন এক সময় যাজ্ঞবল্ক্য জনকের আলয়ে গমন করিলে, জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি উদ্দেশ্যে আগমন হইয়াছে? কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে, না পশুদান গ্রহণ করিতে? ("পশূনিচ্ছন্নস্ব-বন্তানিতি" ॥) যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন যে, উভয় উদ্দেশ্যেই তিনি আসিয়াছেন। আর এক দিন সভায় উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য মনে করিলেন যে, অদ্য কোন কথা বলিব না, দেখি জনক কি করেন। কিন্তু পূর্ব্বে কোন সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বর দিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার ইচ্ছামত যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিবেন। যাজ্ঞবল্ক্য মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া, জনক পূর্ব্ব বর স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, মানব জগতে কোন্ জ্যোতির সাহায্যে তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করে? (১)

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন "আদিত্য-জ্যোতিঃ", সূর্য্যের জ্যোতির সাহায্যেই মানব উপবেশন, গমন, প্রতিগমন, এবং কার্য্য করিয়া থাকে। (২)

জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—"সূর্য্য অস্তমিত হইলে কি হয়?"। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, "সূর্য্য অস্তমিত হইলে চন্দ্রের সাহায্যে মানব তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করে।" জনক—"চন্দ্র অস্তমিত হইলে কি হয়" জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, "অগ্নির সাহায্যেই মানব তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করে।" জনক—"অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে কি হয়" জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে "শ্রবণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানব তাবৎ কার্য্য

(১) কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি। কিমস্য পুরুষস্য জ্যোতির্যেন জ্যোতিষা ব্যবহরতি সোঽয়ং কিং জ্যোতিরয়ং প্রাকৃতঃ কার্য্যকারণ সংঘাতরূপঃ শিরঃপাণ্যাদিমানপুরুষঃ পৃচ্ছ্যতে। মূলে পুরুষের কি জ্যোতি, এই প্রশ্ন আছে। উহার অর্থ এই যে, কার্য্যকারণ সংঘাতরূপ শিরাদি-অবয়বযুক্ত প্রাকৃত পুরুষ অর্থাৎ মানব কোন্ জ্যোতি দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করেন?

(২) আদিত্যেনৈবায়ং জ্যোতিষাঽস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেত। উপবিশতি পর্য্যেতি কর্ম্ম কুরুতে বিপর্য্যেতি চ যথাগতম্।

সম্পাদন করে।" (৩) জনক—"বাক্যাদি উচ্চারিত না হইলে—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য না করিলে, কোন্ জ্যোতির সাহায্যে বা কি উপায়ে মানব কার্য্য করে?" জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—

আত্মেবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাহস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি ॥ (৬।৩।৪ অধ্যায়)

তখন আত্মারূপ জ্যোতির সাহায্যেই মানব উপবেশন করে, গমন করে, কার্য্য সম্পাদন করে এবং প্রত্যাগমন করে। জনক জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ আত্মা"? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব সহি স্বপ্নো (৪) ভূত্বেয়ং (৫) লোকমতিক্রামতি মৃত্যোরূপাণি (৬) ॥ ৭।৩।৪

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিজ্ঞানময় যে পুরুষ এবং যিনি হৃদয়-নিহিত জ্যোতিঃস্বরূপ এবং যিনি হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া হৃদয় হইতে অভিন্নভাবে ইহলোক ও পরলোক, এই উভয়-লোকে বিচরণ করেন, বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থিত বলিয়া তিনিই ধ্যান করেন, বিচরণ করেন, এইরূপ বোধ হয়। তিনিই স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রত অবস্থার তাবৎ কার্য্য পরিত্যাগ করেন, তিনিই অবিদ্যা জনিত তাবৎ কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

সবা অয়ং পুরুষঃ জায়মানঃ শরীরমভিসংপদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ (৭) সংসৃজ্যতে (৮) স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মনো বিজহাতি। ৮ (৯)

সেই পুরুষ জন্ম গ্রহণ ও শরীর গ্রহণ করিয়া পার্থিব কার্য্য-কারণের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং মুক্তি লাভ করিলে, শরীর পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক কার্য্য-কারণ হইতে বিমুক্ত

(৩) মূলে "বাগেবাস্যজ্যোতির্ভবতীতি বাচৈবায়ং জ্যোতিষাহস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতি ॥ অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, বাক্‌রূপ জ্যোতি দ্বারা মানব উপবেশন, গমন, প্রতিগমন এবং নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে, এই উহার শব্দার্থ। কিন্তু 'বাক্' এই উপলক্ষণ মাত্র। উহা ঘ্রাণ, স্পর্শ ইত্যাদি অন্যান ইন্দ্রিয়েরও পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। চক্ষুহীন ব্যক্তি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাবৎকার্য্য সম্পাদ করে। বাগজ্যোতিষো গ্রহণং গন্ধাদীনামুপলক্ষণার্থম্।

(৪) স্বপ্নো ভূত্বা স্বপ্নবৃত্তিমবভাসয়ন্ ধিয়ঃ স্বাপবৃত্ত্যাকারো ভূত্বা

(৫) ইমং লোকং জাগরিত ব্যবহার লক্ষণং কার্য্যকারণ সংঘাতাত্মকং।

(৬) মৃত্যো রূপাণি ক্রিয়াফলাশ্রয়াণি।

(৭) পাপ্মভিঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রয়ৈঃ কার্য্যকারণৈঃ।

(৮) সংসৃজ্যতে সংযুজ্যতে।

(৯) বিজহাতি তৈর্যুজ্যতে।

হয়। অর্থাৎ একই দেহে বিজ্ঞানময় পুরুষ যেরূপ জাগ্রত অবস্থা হইতে স্বপ্ন এবং স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই পুরুষ মোক্ষপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জন্ম ও মৃত্যুর অধীন হয়।

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বেএব স্থানে ভবত ইদং চ পরলোকস্থানং চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদং চ পরলোকস্থানং। অথ যথাক্রমোঽয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমাক্রম্যোভয়ান্ পাপ্মন আনন্দাংশ্চ পশ্যতি স যত্র প্রস্বপিত্যস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায় স্বয়ং বিহৃত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাষা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি ॥ ৯

এই পুরুষের দুইটী স্থান আছে—ইহলোক এবং পরলোক; এই উভয় লোকের সন্ধিস্থানকে স্বপ্নস্থান বলে। (দুইটী গ্রামের সীমা যেমন একটী স্বতন্ত্র গ্রাম নহে, তদ্রূপ স্বপ্নস্থান ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থান ব্যতীত একটী স্বতন্ত্র স্থান নহে)। সেই সন্ধিস্থানে থাকিয়া সেই পুরুষ ইহলোক এবং পরলোক, এই উভয় স্থান দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার আক্রম অর্থাৎ চেষ্টা অনুসারে তিনি সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। যখন এই বিশ্বের ভৌতিক মাত্রা গ্রহণ করিয়া, স্বয়ংই এই দেহ পাত করিয়া—অর্থাৎ নিঃসম্বোধ প্রাপ্ত হইয়া, নিজেই স্বীয় আভা ও জ্যোতির দ্বারা স্বপ্নদেহ প্রস্তুত করিয়া নিদ্রা যান, তখন পুরুষ স্বয়ং জ্যোতি হয়েন—অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হয়েন।

ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে ন তত্রানন্দামুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ সৃজতে সহি কর্ত্তা। ১০ ॥

সেখানে রথ নাই বা অশ্ব নাই বা পথ নাই; তিনি রথ, অশ্ব ও পথ সৃষ্টি করেন। সেখানে আনন্দ নাই, হর্ষ নাই, কিম্বা অত্যন্ত হর্ষ নাই; তিনি আনন্দ, হর্ষ ও অত্যন্ত হর্ষ সৃষ্টি করেন। সেখানে হ্রদ, পুষ্করিণী বা নদী নাই; তিনি হ্রদ, পুষ্করিণী ও নদী সৃষ্টি করেন; কারণ তিনিই কর্ত্তা। (ক্রমশঃ)

আর্য্য।

—০:০—

পূর্ব্বে সমুদ্র, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, ভারতবর্ষের যে স্থানটি এই চতুঃসীমাবিশিষ্ট, তাহাকেই প্রাচীনকালে "আর্য্যাবর্ত্ত" বলা হইত। "আর্য্য" নামক জাতি এই স্থানে বাস করিতেন বলিয়া উহা আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। মনু বলেন,—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাচ্চ পশ্চিমাৎ তয়োরেবান্তরং গির্য্যোঃ (হিমবদ্বিন্ধ্যয়োঃ) আর্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ। অমরকোষ বলেন—

"আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যে বিন্ধ্য হিমাগয়োঃ"। "আর্য্যা আবর্ত্তন্তেহত্র"—এই স্থানে আর্য্যেরা বাস করিতেন, এইজন্য আর্য্যাবর্ত্ত। পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, এই আর্য্যজাতি ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী নহেন; তাঁহারা মধ্য-আসিয়ার কোন স্থান হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ক্রমে ক্রমে সমুদায় ভারতবর্ষেই আপনাদিগের আধিপত্যের বিস্তার করেন। আর্য্যগণ ভারতবর্ষের আদিমনিবাসীই হউন কিম্বা অন্যস্থান হইতে এখানে আসিয়া থাকুন, তাঁহাদের সহিত যে ভারতবর্ষের অন্য একটি জাতির অনেক দিন ধরিয়া একটি ঘোর বিবাদ চলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও নিঃসন্দেহ যে, তাঁহারা শ্বেতকায় ছিলেন ও বেদমার্গ অনুসরণ করিতেন, এবং তাঁহাদের শত্রুবর্গ কৃষ্ণ-কায় ও বেদমার্গের বিরোধী ছিল। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ১০৫ সূক্তে দৃষ্ট হয় "দস্যূঞ্ছিম্যূংশ্চপুরুহূত এবৈর্হত্বা পৃথিব্যাং শর্ব্বাণি বর্হীৎ সনৎক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ সনৎসূর্য্যং সনদপঃ সুবজ্রঃ"॥ অর্থাৎ ইন্দ্র অনেকের দ্বারা আহূত হইয়া এবং গমনশীল মরুৎগণের দ্বারা যুক্ত হইয়া, পৃথিবীনিবাসী দস্যু ও শিম্যুদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজ্রদ্বারা বধ করিলেন; পরে আপন শ্বেতবর্ণ মিত্রদিগের সহিত ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইলেন। শোভনীয় বজ্রযুক্ত ইন্দ্র সূর্য্য এবং জল প্রাপ্ত হইলেন। ঐ মণ্ডলের ১০১ ঋকে 'কৃষ্ণ' নামক একজন অসুরকে হনন করিয়া ইন্দ্র তাহার গর্ভবতী স্ত্রীদিগকে হরণ করিয়াছিলেন, এই বৃত্তান্তও পাওয়া যায়। ঐ মণ্ডলের ১০৩ সূক্তেও দস্যু ও আর্য্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্র যে দস্যুদিগের নগরসমূহ বিনাশ করিয়াছিলেন, উহাতে তাহার উল্লেখ আছে। ১০৪ সূক্তে দাস বা দস্যুদিগের উল্লেখ আছে। অনার্য্যেরা যজ্ঞবিহীন ছিল। বেদে তাহাদিগকে "অযজ্বান" বলা হইয়াছে। ঐ মণ্ডলের ১২১ সূক্তে অনার্য্যদিগের নাম যে "রাক্ষস" বা "রক্ষ," তাহা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে ১২ ও ২১ সূক্তেও রক্ষ

শব্দ পাওয়া যায়। তাহাদের বর্ণ যে কৃষ্ণ ছিল, তাহা ৪র্থ মণ্ডলের ১৬ সূক্তে পাওয়া যায়। "পঞ্চাশৎ কৃষ্ণ কৃষ্ণনিবপঃ"। ৪র্থ মণ্ডলের ৩০ সূক্তেও আর্য্য ও অনার্য্যদিগের যুদ্ধের উল্লেখ আছে; উহাতেও 'দাস' শব্দ ব্যবহৃত আছে। "বিজানীহি আর্য্যান্ যে চ দস্যবঃ" আর্য্য ও দস্যুদিগকে পৃথক্‌রূপে অবগত হইও ১-৫১-৮। "বিচিন্বান্ দাসমার্য্যম্"—আমি দাস ও আর্য্যদিগকে পৃথক্‌রূপে অবগত হইয়াছিলাম ১০-৮৬-১৯ "হত্বা দস্যূন্ প্রার্য্যম্ বর্ণমাবৎ" ইন্দ্র দস্যুদিগকে বধ করিয়া আর্য্যদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ৩-৩৪-৯। এইরূপ বেদের বহুস্থানে আর্য্য ও দস্যুদিগের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। দেবতারা আর্য্যদিগের সাহায্য করিতেছেন এবং দস্যুদিগের নগর ধ্বংস এবং তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। কখন কখন আর্য্যদিগের মধ্যেও পরস্পর বিবাদ হইত এবং সম্ভবতঃ অনেক আর্য্য দস্যুগণের সহিত একতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বেদে তাহাদিগের বিনাশের জন্যও স্তোত্রাদি দৃষ্ট হয়। "দাসস্য বা মঘবনার্য্যস্য সনুতা যবয় বাধম্"। ১০—১০২—৩ দাসের বা আর্য্যের অস্ত্র বিমুখ কর। "সহ্যামদাসমার্য্যম্ ত্বয়া যুগা" ১০-৮৩-১। তোমার সাহায্যে যেন দাস ও আর্য্যের আক্রমণ সহ্য করিতে পারি। "ত্বম্ তান্ ইন্দ্র উভয়ান্ অমিত্রাণ্ দাসান্। বৃত্রাণি আর্য্যা চ শূর বধীঃ" হে শূর! তুমি দাস ও আর্য্য-বৃত্রদিগকে, আমাদিগের উভয় শত্রুকে বধ করিয়াছিলে—৬-৩৩-৩ "যঃ নঃ দাসঃ আর্য্যঃ বা পুরুস্তুত অদেবাঃ ইন্দ্র যুদ্ধায় চিকেতাতি"। ১০-৩৮ ৩ যে কোন দাস এবং দেব-হীন আর্য্য আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে। এইরূপ বহুস্থানে দৃষ্ট হইবে যে, দাসদিগের বিরোধী বেদ-মার্গ অনুসরণকারী ভারতবর্ষের একটী জাতির নাম আর্য্য। যজুর্ব্বেদে দৃষ্ট হয় "যচ্ছূদ্রে যদার্য্যে যদেন স চক্রিমে বায়ম্।" আমরা আর্য্যের বিরুদ্ধে ও শূদ্রের বিরুদ্ধে যে সমুদায় পাপ করিয়াছি। এখানে ঋগ্বেদের "দাস" স্থলে "শূদ্র" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিন জাতিতেই আর্য্য শব্দের প্রয়োগ হইত। শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতায় "অর্য্য" শব্দ পাওয়া যায়। "ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায়" ইত্যাদি। ২৬-২ এই "অর্য্য" শব্দের অর্থ বৈশ্য। লাট্যায়ন সূত্রেও অর্য্য শব্দ পাওয়া যায়—"অর্য্যাভাবে"; ইত্যাদি ৪-৩-৬। পাণিনিতেও অর্য্য শব্দের অর্থ বৈশ্য এবং প্রভু, কিন্তু পাণিনির বার্ত্তিকে দৃষ্ট হয় যে, যেস্থলে "অর্য্য" শব্দ "বৈশ্য" বুঝাইবে, সেস্থলে "অ" উদাত্ত হইবে, অর্থাৎ উহার উচ্চারণ "আর্য্যে"র ন্যায় হইবে। এইটি দেখিয়া অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে "অর্য্য" ও "আর্য্য" শব্দ মূলতঃ এক। প্রথমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, তিন বর্ণেতেই অর্থাৎ সকল লোকেতেই আর্য্য শব্দ প্রযোজিত হইত, কিন্তু শেষে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসায় নির্ব্বাচিত হইলে, কেবল ভূমি-ব্যবসায়ী বৈশ্যদিগকেই অর্য্য বা আর্য্য বলা হইত। বৈশ্যের আর এক নাম বিশ, (এইক্ষণেও কোন কোন উচ্চ জাতির মধ্যে বিট্ উপাধি পাওয়া যায়), ইহার অর্থ "গৃহ" এবং "লোক"ও ইহার এক অর্থ;

অর্থাৎ গৃহ ও গৃহবাসী উভয় অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ঐরূপ বেদে 'ক্ষিতি' বলিতে বাসস্থান ও বাসকারীকে বুঝায়, কৃষ্টি বলিতে ভূমিকর্ষণ ও কর্ষণকারীকেও বুঝায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষায় যদি ভূমি অর্থে "অর" শব্দ থাকিত, তাহা হইলে যেমন গো শব্দ হইতে গব্য শব্দ উৎপন্ন করা যায়, তদ্রূপ ঐ "অর" শব্দ হইতে অর্য্য ও আর্য্য উৎপন্ন করা যাইত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ভূমি অর্থে অর শব্দ পাওয়া যায় না। ইরা শব্দ পাওয়া যায়, এবং ইলা শব্দও পাওয়া যায়। "র" ও "ল" পরস্পর পরিবর্ত্তনীয়। এই দুই শব্দের অর্থই ভূমি, ইলাবৃত—ইলা পৃথিবী—বৃত যেন। ঋগ্বেদে (৫-৮৩-৪) ইরা শব্দে পৃথিবী-উৎপন্ন আহার্য্য বস্তুও বুঝায়। অথর্ব্ববেদেও (৪-১১-১০) ইরা শব্দের ভূমি বা পৃথিবী অর্থ আছে। এই সমুদায় দেখিয়া পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, অতি পূর্ব্বে "অর" শব্দও সংস্কৃত ভাষায় ছিল। সংস্কৃত ভাষার সমজাতীয় ভাষা সমূহ দৃষ্টি করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাও বলেন যে, আধুনিক কালের ন্যায় প্রাচীন কালের লোকেরা ভূমি হইতে নাম গ্রহণ করিতেন। তাহা হইলে আর্য্য শব্দে ভূমি হইতে জাত বা ভূমি বা কৃষি ব্যবসায়ী বুঝাইবে। "অর" শব্দে সংস্কৃত ভাষায় কোন স্থানে ভূমিকর্ষণ পাওয়া যায় না। ইরা শব্দে ভূমি পাওয়া যায়;—কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় "অরিত্র" একটি শব্দ পাওয়া যায়, ইহার অর্থ হ'ল, অর্থাৎ লাঙ্গল দ্বারা যেরূপ ভূমি কর্ষণ করা হয়, তদ্রূপ হালের দ্বারাও সমুদ্র কর্ষণ করা হয়। আধুনিক সংস্কৃতেও অর্য্য শব্দের যে ধাতু, অরিত্র শব্দেরও সেই ধাতু। উভয়ই ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন; আর্য্য শব্দও ঐ ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন করা হইয়াছে; কিন্তু অরিত্রের পক্ষে ঋ ধাতুর অর্থ করা হয় গমন, এবং আর্য্য ও অর্য্য শব্দের বেলায় ঋ ধাতুর অর্থ করা হয় "অর্ত্তুং প্রকৃতমাচরিতুং যোগ্যঃ"—অর্থাৎ প্রকৃত আচরণ করিতে যোগ্য। এই অর্থ যে ক্রমে ক্রমে আর্য্য শব্দে যোজিত হইয়াছে, তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার সমজাতীয় প্রায় ভাষাতেই—অর্থাৎ গ্রিক, লাটিণ প্রভৃতি ভাষায় অর ধাতু অর্থে কর্ষণ বুঝায়। ইংরাজি 'আরৎ' অর্থাৎ ভূমি এই অর ধাতু হইতে উৎপন্ন।

প্রাচীন পারস্য ভাষায় সংস্কৃত ভাষার ন্যায় আর্য্য শব্দ পূজ্য শ্রেষ্ঠ আদি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং তদ্দেশবাসী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেও যেমন কালে আর্য্য শব্দের পূজ্য—সদ্বংশজ আদি অর্থ হইয়াছে, পারস্য ভাষায়ও তদ্রূপ হইয়াছে। পারসিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ আভেস্তাতেও "অনার্য্য" শব্দ পাওয়া যায়। প্রাচীন পারস্য-ভাষায় আর্য্য ও অনার্য্য শব্দ অবিকৃত অবস্থাতেই পাওয়া যায়। ডেরায়স্ রাজা আপনাকে আর্য্য এবং আর্য্যচিত্র বা আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতেন। কালে আর্য্যস্থানে ইরান্ হইয়াছিল এবং অনার্য্যস্থানে অনিরান্ হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রিক্ ভূগোলবিৎগণ দক্ষিণে ভারত-সমুদ্র, পূর্ব্বে সিন্ধুনদ, উত্তরে হিন্দুকুশ—পামিসস্ পর্ব্বত ইত্যাদি এবং পশ্চিমে পারস্য-উপসাগর, এই স্থানকে "আর্য্যানা" নাম দিতেন।

প্রাচীন সংস্কৃতে একই শব্দে অনেকস্থলে কার্য্য ও কারণ বুঝায়। যেমন ইরা শব্দে ভূমি বুঝায়, তেমন ঐ শব্দে খাদ্যাদি এবং তৎপরে বলও বুঝায়। গো শব্দে গো, দুগ্ধ ও চর্ম্মও বুঝায়। এই সমুদয় দৃষ্টি করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, অতি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় "অর" শব্দ ছিল, এবং "ইরা" শব্দ উহারই রূপান্তর মাত্র। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, অর শব্দের অর্থ ভূমি ছিল, এবং ঐ শব্দ হইতে আর্য্য অর্থাৎ ভূমিপতি উৎপন্ন হইয়াছিল। যখন বৈশ্যদিগের হস্তে কৃষিকার্য্য পড়িল, তখন তাহাদিগকে বিশেষভাবে আর্য্য বলা হইত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, তিন বর্ণের সাধারণ নাম আর্য্য হইলেও, ভূমিকর্ষণকারী বৈশ্যদিগকেই বিশেষরূপ আর্য্য বলা হইত। ঐ শব্দ তাহাদিগের প্রতি প্রয়োগের সময় অর্য্য লেখা হইত, কিন্তু উচ্চারণ একরূপই হইত। কালে আর্য্য শব্দের পূজ্য শ্রেষ্ঠাদি অর্থও হইয়াছে।

"কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে সতু আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥"

এই শেষ অর্থ জাতি বিশেষে প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ কর্ত্তব্য-আচরণ করা এবং অকর্ত্তব্য আচরণ না করা যদি আর্য্যের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে আর্য্যাতিরিক্ত জাতিতেও উহা প্রযোজ্য হইতে পারে। বেদাদি শাস্ত্রে উত্তর ও দক্ষিণে হিমাচল ও বিন্ধ্যাচল ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে সাগর, এই স্থানের বেদমার্গানুযায়ী জাতিদিগকে আর্য্য বলা হইয়াছে। শূদ্রাদিকে উহার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। বর্ত্তমান হিন্দুজাতি আর্য্য ও আর্য্যেতর জাতি লইয়া গঠিত হইয়াছে; বিশেষতঃ বর্ত্তমানে আমাদের দেশে 'শ্বেতকায়' শব্দ স্মরণ করিলে, আব্রাহ্মণ-শূদ্র পর্য্যন্ত সকলেরই যেরূপ বহুবিধ মানসিক গ্লানি উপস্থিত হয়, আর্য্য শব্দ তদ্রূপ বর্ণের পার্থক্যহেতু নানাবিধ অপব্যবহার ব্যঞ্জক। "আর্য্যংবর্ণমবৎ"—ইন্দ্র আর্য্যবর্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন, ঐরূপ কৃষ্ণদিগকে বধ করিয়াছিলেন। সমস্ত হিন্দুজাতিকে যদি আর্য্যশব্দের অন্তর্ভুক্ত না করা যায়, তাহাহইলে উহার পুনঃপ্রচলন করিয়া অনৈক্যপূর্ণ হিন্দুসমাজে অধিকতর অনৈক্যের বীজ রোপিত না করাই ভাল। হিন্দু শব্দ সিন্ধু শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'হপ্তহিন্দু'ও 'সপ্তসিন্ধু এক কথা। এই হপ্ত হিন্দু হইতেই হিন্দু, তৎপরে ইনদ্, ও তৎপরে ইণ্ডিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বে এক সংখ্যা হিন্দুপত্রিকায় দেখান হইয়াছে। প্রাচীন পারস্য ভাষায় হিন্দুশব্দের কদর্থ নাই। 'ওমর খানিয়ম' প্রভৃতি গ্রন্থকার আধুনিক। মুশলমান-ধর্ম্ম প্রচলিত হইলে, পারস্যবাসীরা প্রায় সকলেই মুসলমান হয়েন—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। যাঁহারা মুশলমান হয়েন নাই, তাঁহারা ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বলিয়াছি, প্রাচীন পারসিক ভাষায় হিন্দু শব্দের কোন কদর্থ নাই। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা গৌরাঙ্গ ছিলেন, কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন না; তাঁহাদিগকে প্রাচীন পারসিকদিগের কৃষ্ণাঙ্গ বলার কোনও

কারণ ছিল না। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকেই কৃষ্ণাঙ্গ বলিতেন; তবে যদি অনার্য্যদিগকেই পারসিকেরা কৃষ্ণাঙ্গ বলিতেন, এরূপ হয়, সে আলাহিদা কথা। কিন্তু হিন্দু শব্দ যে সিন্ধু শব্দ হইতে উৎপন্ন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। তর্কস্থলে যদি বলা হয় যে, সিন্ধু অর্থে যেরূপ নদী বুঝায়, তদ্রূপ সাগরও বুঝায়, এবং সাগর কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং সিন্ধু বা হিন্দু শব্দের দ্বারাই প্রাচীন পারসিকেরা ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগকে কৃষ্ণবর্ণ বলিতেন, তবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বেদে বহুস্থানে আর্য্যদিগের শ্বেতবর্ণের উল্লেখ আছে, এবং সিন্দুনদের নামকরণ এই দেশের আর্য্যেরাই করিয়াছিলেন, পারসিকেরা করেন নাই। পারস্য ভাষায় হিন্দু শব্দের কৃষ্ণবর্ণ অর্থ আছে, কিন্তু তাহার কোন কৃষ্ণবর্ণত্ব-সূচক ধাতু পাওয়া যায় কি না, জানিনা; যতদূর অবগত হইয়াছি, উহা পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐ শব্দটি আদৌ পারস্য ভাষার নয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এদেশবাসীরা পারসিকদিগের দ্বারা হিন্দু বলিয়াই অভিহিত হইতেন, এবং উহার মধ্যে আর্য্য ও অনার্য্য দুই জাতিই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালবশে মুশলমান ধর্ম্মের প্রচলনে এদেশবাসীরা পারস্যদেশবাসীদিগের দ্বারা বিধর্ম্মী বা 'কাফের' বলিয়া ঘৃণিত হইতে লাগিলেন। হইতে পারে এদেশবাসীদের মধ্যে অনার্য্য থাকাতে এবং আর্য্যদিগের বহুদিন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস হওয়াতে, তাঁহাদের বর্ণের বিকৃতি হওয়ায়, কালে পারসিকেরা সিন্ধুদেশ-বাস-জ্ঞাপক হিন্দু শব্দে কৃষ্ণবর্ণ ও কাফের অর্থ যোজনা করিলেন। "ঐ লোকটি যেন কাফ্রি," এইরূপ কথা আমরা সর্ব্বদাই শুনি, সুতরাং কালে কাফ্রি অর্থে বাঙ্গালা কাল হইবে। ইংরাজিতে Nigger শব্দের অর্থ কাল এইরূপে হইয়াছে। সুতরাং কাল বর্ণ-জ্ঞাপক হিন্দু শব্দ হইতে হিন্দুশব্দ উৎপন্ন হয় নাই। হিন্দুশব্দ ছিল, উহা সিন্ধু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; হিন্দুদিগের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ লোক থাকায়, কিম্বা পারস্যবাসী অপেক্ষা তাঁহাদের বর্ণ মলিন হওয়ায়, এবং তাঁহারা অন্যধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায়, কালে ঐ শব্দেই কৃষ্ণবর্ণ ও কাফের অর্থ যোজিত হইয়াছে। আমরা যদি এইরূপ 'ইংরাজ' শব্দে কোন কদর্থ যোজনা করি, অর্থাৎ উহাতে শ্বেতকুষ্ঠাদি রোগার্থ যোজনা করি, তাহা হইলে কি ইংরাজেরা ঐ শব্দ পরিত্যাগ করিবেন? কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কোন পল্লীগ্রামে একটী মেলায় উপস্থিত ছিলাম, ঐ সময় একটি শব্দ উঠিল "সাহেব আসিয়াছে, সাহেব আসিয়াছে"—দেখিলাম, স্থানীয় কোন শ্বেতকুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত বালক ঐ স্থানে আসিয়াছে, এবং জানিলাম, উহার শ্বেতকুষ্ঠ থাকায়, সাধারণ লোকে উহাকে সাহেব বলে।

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যদার্শনিক সম্প্রদায় সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত; আস্তিক এবং নাস্তিক। আপাততঃ অনেকেই এই দুইটি শব্দের অযথা প্রয়োগ করিয়া কর্ত্তব্য-মার্গ হইতে অনায়াসলভ্য বিচ্যুতিপ্রাপ্ত হয়েন। প্রাচীন সময় হইতেই অস্তিত্ববাদীই "আস্তিক" বলিয়া কথিত এবং অস্তিত্বাপলাপকারীই "নাস্তিক" সমাখ্যায় আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। এখন এই অস্তিত্ব ও তদপলাপের সহিত কোন্ পদার্থের সম্বন্ধ হওয়া সমধিক সঙ্গত, তাহাই বিবেচিত হওয়া আবশ্যক। দার্শনিক মাত্রেই কোনও না কোনও পদার্থের যে কোনও একরূপ অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; সুতরাং সামান্যতঃ অস্তিত্বাপলাপকারিত্ব কাহারও সম্ভব নহে। অতএব নাস্তিকসংজ্ঞারও প্রয়োগস্থল দুর্ল্লভ হইল। এইজন্যই অস্তিত্ব ও তদপলাপের বিষয়রূপে একটি বিশেষ পদার্থ নির্ব্বাচন আবশ্যক হইয়াছে। তাহা কি? ইহাই বিবেচ্য। এইস্থানে দুইপ্রকার মতবাদ বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই আন্দোলিত হইতেছে। কেহ বলেন, এই অস্তিত্ব ও তদপলাপের বিষয় ঈশ্বর। কেহ বা উহাকে পরলোক অথবা জন্মান্তর বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, যদি ঈশ্বরাস্তিত্বে অবিশ্বাসীর নাস্তিক সংজ্ঞা হয়, তবে কপিল, জৈমিনি প্রভৃতি দার্শনিক-মহর্ষিগণও ঈশ্বরাঙ্গী-কার না করায়, তাঁহাদিগকেও নাস্তিকসংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন হইবে। শাস্ত্রে কোনও স্থানে তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ এবং নিন্দা করা হয় নাই; সর্ব্বত্রই অতি বিশদ-ভাবে সাংখ্য এবং মীমাংসক-মত বহুমানে আদৃত এবং আলোচিত হইয়াছে। মীমাংসা-রচয়িতা মহর্ষি জৈমিনি মহোদয়কে "নাস্তিক" বলিলে, বেদোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান-রূপ আর্য্যাচারও নাস্তিকতার পরিপোষক গণ্য হইয়া উঠে এবং ঐরূপ সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেবকে "নাস্তিক" নামে অভিহিত করিলে, পবিত্র যোগতত্ত্বেরও ঐ পথের পথিক হইতে হয়। আবার সেই সেই মতের অনুষ্ঠাতৃগণ সাধু, ধার্ম্মিক, যোগী প্রভৃতি নামে কথিত না হইয়া "নাস্তিক" নামে খ্যাত হওয়াই যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধহয়। তাহা হইলে শাস্ত্রাদিতে যে "নাস্তিক-নিন্দা" দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাংখ্য-মীমাংসাদিতেও প্রযুক্ত হইত। যখন ইহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না তখন তাঁহাদিগকে ঈশ্বর-স্বীকার না করিবার জন্য "নাস্তিক" বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; বিশেষতঃ সাধারণ্যে অবিসম্বাদরূপে তাঁহাদের মতবাদ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত

হইতেছে; সুতরাং প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ কপোলকল্পিত মত নিরাস করিবার আবশ্যকতা দেখিতে পাইনা। পরন্তু সাংখ্য ও মীমাংসামতে ঈশ্বরানঙ্গীকার যে ঈশ্বর-সত্ত্বা-অস্বীকার নহে, তাহা পরে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে।

চার্ব্বাকাদি সম্প্রদায়েরই নাস্তিকাখ্যা দেওয়া প্রমাণসঙ্গত বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে; কেননা, সকল আস্তিকদর্শনেই তাঁহাদের মত নিরসনকালে তাঁহারা যে জন্মান্তরাস্তিত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত ছিলেন, একথা উল্লিখিত হইয়াছে। দেহাতিরিক্ত আত্মার বিদ্যমানতাও তাঁহারা অনেকে অস্বীকার করিতেন। সকলস্থানেই এরূপ মতের নিন্দাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতাবলম্বিগণও তৌষ্টিক, প্রাকৃত, লোকায়তিক প্রভৃতি নিন্দিত নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তিকে 'যুক্ত্যা-ভাস' বলিয়া উপহাস করা হইয়াছে। কপিলাদি আচার্য্যগণ জন্মান্তরস্বীকারে বদ্ধ-পরিকর, কাজেই তাঁহারা "নাস্তিক" নহেন। কোনও ব্যক্তি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র আলোড়ন করিলেও, তাঁহাদের প্রতি কোন নিন্দাবাক্য প্রয়োগ দেখিতে পাইবেন না। পরিশেষে আরও একটি অভিমত আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা যাউক। অনেক আধুনিক দার্শনিকের অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা বেদের অসংশয়িত প্রামাণ্য স্বীকারে আপত্তি করেন না, তাঁহারাই "আস্তিক" ও বিরুদ্ধপক্ষ নাস্তিক। এপক্ষেও চার্ব্বাকাদিরই তাৎপর্য্যানুসারে নাস্তিক নাম যুক্ত; যেহেতু তাঁহারাই বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষায় বিপরীত পক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। যদিও চার্ব্বাক সম্প্র-দায়ের কোনও ব্যক্তি "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" (আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন) এই শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার পূর্ব্বক নিজের "পুত্রাত্মবাদ" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন * এবং অপর চার্ব্বাক "সবা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" এই বেদবাক্যের বলে নিজের অভিমত দেহাত্মবাদ সমর্থন করিয়াছেন,† তথাপি তাঁহারা উহার সর্ব্বাংশের প্রামাণ্যবাদে অনুমোদন করেন না। আংশিক প্রামাণ্য স্বীকার একটি উপহাসের সামগ্রী। কোনও একটি বেদবাক্য অসংশয়-প্রমাণ, আবার কোনও একটি অপ্রমাণ, এরূপ স্বেচ্ছানুমত বিশৃঙ্খল বাক্য বালকের অনর্থক আব্দার বলিয়া দার্শনিকেরা উপহাস করিয়াছেন। ব্যবহারক্ষেত্রে যেমন মিথ্যাবাদীর অপর একটি বাক্যও মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ "প্রত্যগস্থূলোঽচক্ষুরপ্রাণোঽমনা অকর্ত্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সৎ" ইত্যাদি শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করায়, "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইত্যাদির প্রামাণ্য স্বীকার করা হইল না। এই দুইটিই বেদবাক্য; ইহার

* অতিপ্রাকৃতস্তু আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইত্যাদি শ্রুতেঃ স্বস্মিন্নিব স্বপুত্রেঽপি প্রেমদর্শনাৎ পুত্রে পুষ্টে, নষ্টেঽহমেব পুষ্টো নষ্টশ্চেত্যাদ্যনুভবাচ্চ পুত্র আত্মেতি বদতি। বেদান্তসারঃ।

† চার্ব্বাকস্তু সবা এষ পুরুষোঽন্নরসময় ইত্যাদি শ্রুতেঃ প্রদীপ্তগৃহাৎ স্বপুত্রং পরিত্যজ্যাপি স্বস্য নির্গমদর্শনাৎ স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিত্যাদ্যনুভবাচ্চ স্থূল শরীরমাত্মেতি বদতি। বেদান্তসারঃ।

একটি ভুল এবং অপরটি সত্য বলিয়া অবধারণ অসঙ্গত; কেননা, যে কোনওটি বেদবাক্যকেই না কেন ভুল বলি, তাহাতে বেদবাক্যের ভুল বলা হইল। অন্যটিও যখন বেদবাক্য, তখন বেদবাক্যের ভুল বলায় স্বেচ্ছাক্রমেই ইষ্টসাধক অভিপ্রেত সেই বেদবাক্যটিকে ভুল বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। সুতরাং যেটিকে সত্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহার সেই সত্যতা মনোরথমাত্রে পর্য্যবসিত হইল বলিয়া নিজের প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের বাধ নিজে দেখিয়াও মৌনাবলম্বন করিতে হইল। উচ্চারক পুরুষের দোষ ও গুণ বাক্যে সংক্রমণ প্রাপ্ত হয়। বেদকে যদি অপৌরুষেয় বলা হয়; তবে তাহাতে পুরুষগত দোষ-সংস্পর্শ থাকা সম্ভব নয়। তাহা হইলে একটি বেদবাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে, অপরটি কোন দোষ না থাকিলেও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না; ইহার গূঢ় রহস্য বিবেচনা করা আবশ্যক। যাঁহারা বেদকে পৌরুষেয় বলিয়া মানেন, তাঁহাদের মতে উহা ঈশ্বর-প্রণীত। অশেষ-বিজ্ঞাননিধি ভগবানের রচিত বেদে একদিকে ভ্রম ও অপরদিকে সত্যতা অনুমান করিলে, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের উপরও আপত্তি হইয়া উঠে। কাজেই ঈশ্বরত্বও বাঙ্মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া বস্তুতঃ অন্তঃসারশূন্য একটি জিনিষ হইয়া পড়ে। মহামতি চার্ব্বাক ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করুন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু তিনি একই বেদবাক্যরূপ বস্তুর উপর পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য, এই ধর্ম্মদ্বয় আরোপ করিয়া বাস্তবিক বেদ-প্রামাণ্য স্বীকার করিলেন না। আমরা ইহাতেই তাঁহাকে "নাস্তিক" সমাখ্যায় ভূষিত করিয়া বিশ্রাম করিলাম।

কপিল জৈমিনি প্রভৃতি বেদকেই অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব মত স্থাপন করিয়াছেন, এবং বেদ-প্রমাণের অবধারণার্থে মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়া বেদানুরাগিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিতে নিরস্ত হইলাম। নাস্তিক-দর্শনের সমালোচনার সহিত এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্যের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া এই স্থলেই উহা পরিত্যক্ত হইল।

এখন ভারতীয় আস্তিক দর্শনের একটু আলোচনা করা যাউক। ভারতে আস্তিক-দর্শনের বিভাগ সাধাণতঃ ছয় প্রকার। পূর্ব্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা (বেদান্তদর্শন) কণাদ-দর্শন (বৈশেষিক) অক্ষপাদদর্শন (গৌতমকৃত ন্যায়) নিরীশ্বর সাংখ্য (কপিলকৃত-সাংখ্যদর্শন) সেশ্বর সাংখ্য (পতঞ্জলিকৃত পাতঞ্জল বা যোগদর্শন)—এইরূপে তাহাদের নাম নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মাননীয় মাধবাচার্য্য রামানুজ দর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, নকুলীশ-পাশুপতদর্শন, শৈবদর্শন, রসেশ্বরদর্শন প্রভৃতি আরও অনেক আস্তিক দর্শনের নামোল্লেখ এবং তাহাদের মত পৃথক্ পৃথক্ রূপে স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে আস্তিক-দর্শনের পূর্ব্বোক্ত বিভাগ অনুপপন্ন হইল কি না, তাহা এখানে বিচার্য্য নয়। তবে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহারা স্বতন্ত্র দর্শন নহে,

ষড়দর্শনেরই অন্তর্নিবিষ্ট। এই সকল দর্শনের কোনও কোনও ভাষ্যকারের মত ও
তৎশিষ্যগণের বিভিন্ন মত সকলই উঁহাদের উৎপত্তির কারণ। রামানুজদর্শন বেদান্ত-
দর্শনের শ্রীভাষ্যের (রামানুজকৃত) মতসংগ্রহ। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনও মাধ্বভাষ্যের
(আনন্দতীর্থরচিত) মতসংগ্রহ। জীবাণুত্ব প্রতিপাদন করায়, ইহাকে কেহ অণুভাষ্য
বলেন। কেহ বা মাধ্বভাষ্যের কতকাংশকে অণুভাষ্য কেহ বা আনন্দতীর্থ-বিরচিত
ভাষ্যকে অণুভাষ্য নাম দিয়া অংশ-বিশেষকে মাধ্বভাষ্য বলেন। ফলতঃ এইরূপে
উঁহাদিগের স্বতন্ত্রতা নিরাস করা যাইতে পারিবে। এই ষড়দর্শনের প্রত্যেকের
বিষয় এখানে সম্যক্‌প্রকারে আলোচিত হইবে না, তবে সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার
বিজ্ঞানাচার্য্য অপর পাঁচটি আস্তিক দর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের কিরূপ সম্বন্ধ
অবধারণ করিয়াছেন, তাহাই এ প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়। সেই প্রসঙ্গে গৌণরূপে অপর
পাঁচটি দর্শনের কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর সাংখ্যমত
নির্ব্বাচন আবশ্যক।

সাংখ্যদর্শনের অস্তিত্বও বর্ত্তমান সময়ে প্রমাণ-সাপেক্ষ পদার্থ; কারণ উহাতে বহুকাল
হইতেই নানাবিধ মতভেদ রহিয়াছে। সাংখ্যপ্রণেতা কপিলাচার্য্যের সম্বন্ধেও বিভিন্ন
মতবাদ প্রচলিত আছে। অগ্রে আমরা কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শনের বিষয় প্রমাণ
করিয়া পরে কপিলদেবের পরিচয় সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব। "সাংখ্যপ্রবচন" নামে
ছয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ কপিল-রচিত একখানি সাংখ্যদর্শন পাওয়া যাইতেছে। মহাত্মা
বিজ্ঞানভিক্ষু এই গ্রন্থের ভাষ্যকার। তিনি এই গ্রন্থকে কপিল-প্রণীত বলিয়া স্বীকার
করিয়াছেন। অপর একখানি "সাংখ্যতত্ত্বসমাস" নামক কপিল-বিরচিত সাংখ্যদর্শন
পাওয়া যায়; ঐ খানি সাংখ্যপ্রবচনের পূর্ব্বে রচিত বলিয়া ভাষ্যকার অবধারণ করেন।
"অথাতস্তত্ত্বসমাসঃ" "অষ্টৌপ্রকৃতয়ঃ" ইত্যাদি কএকটি মাত্র সূত্রে এই ক্ষুদ্র কলেবর
গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। ইহাতে পর-মত নাই; কেবল সাংখ্যদর্শনকারের স্বীকৃত পদার্থ-
তত্ত্বই কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহাকে সাংখ্যপ্রবচনের মূল বলিয়াছেন। ইহাতে
যাহা বিষয় আছে, তাহাই পরমতোল্লেখপূর্ব্বক যুক্তি দ্বারা সাংখ্যপ্রবচনে ব্যবস্থাপিত
হইয়াছে। ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনের পৌনরুক্ত্যশঙ্কায় সংক্ষেপ ও বিস্তার
বলিয়া তত্ত্বসমাস ও প্রবচনের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। * আরও বলিয়াছেন, কপিল-
কৃত সূত্রেরও যোগদর্শনের ন্যায় "সাংখ্যপ্রবচন" সংজ্ঞা উপযুক্ত। তাঁহার বচন-
রচনা দর্শনে অনুমান করা যায়, এ গ্রন্থখানি কপিলাচার্য্য শিষ্য-বুদ্ধি-সৌকর্য্যার্থে
প্রণয়ন করেন। দেখিতেও পাওয়া যাইতেছে, এ গ্রন্থে কোনও একটি বিষয়ের যুক্তি
দিয়াই নিরস্ত হওয়া হয় নাই। পুনঃ পুনঃ এক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি দ্বারা যথাসম্ভব

* ননু এবং তত্ত্বসমাসাখ্য সূত্রৈঃ সহাস্যাঃ ষড়ধ্যায্যাঃ পৌনরুক্ত্যং ইতি চেন্মৈবং সংক্ষেপ-বিস্তাররূপেণো-
ভয়োরপি অপৌনরুক্ত্যাৎ॥ সাংখ্যপ্রবচনে ভাষ্য-ভূমিকা॥

সহজ বোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। উপনিষদে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,
একই আত্মজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন রূপে বারম্বার বলা হইয়াছে। কেননা, একবার মাত্র
শ্রবণ করিয়া শিষ্য গুরুবাক্যের অখিল-তাৎপর্য্য অনায়াসে বুঝিতে পারে না; সুতরাং
উপদেশ-বাহুল্যের আবশ্যকতা আছে। এ গ্রন্থে সেই সুচারু রীতির অনুসরণ করা
হইয়াছে।

আপত্তিকারীগণ বলেন, সাংখ্যপ্রবচন এবং তত্ত্বসমাস, ইহার একখানি গ্রন্থকেও
কপিলাচার্য্য-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। প্রমাণ ব্যতীত কোনও
পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে, জগতের প্রমাণ-ব্যবহার আপাততঃই লোপ
প্রাপ্ত হয়। অতএব উহার প্রমাণ আবশ্যক। আমরা উহার কপিল-প্রণীতত্ব বিষয়ে
কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হই না; পরন্তু উহা যে কপিল-রচিত নয়, তাহারই বহুল প্রমাণ
সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কপিল অতি প্রাচীন কালে ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।
তাঁহার রচিত সাংখ্যদর্শন তৎপরবর্ত্তিগণের পরিচিত হওয়া বিশেষ সম্ভব। সাহিত্য
স্মৃতি ও বেদান্তাদি শাস্ত্রের যে সমস্ত গ্রন্থকারগণ কপিলদেবের পরবর্ত্তীরূপে নিশ্চিত,
তাঁহারাও কপিলাচার্য্যের সাংখ্যপ্রবচন ও তত্ত্বসমাসের সংবাদ রাখেন না। পরন্তু
সকলেই সাংখ্য-মত সংগ্রহে ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত কারিকাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।
প্রথমে দেখা যাইতেছে, মাঘ-প্রণীত শিশুপালবধ কাব্যের ১ম সর্গে ৩৩ শ্লোকে

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহর্ষি নারদের উক্তি ঐ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে)

সাংখ্যমতে আশঙ্কা করিয়া—সেই মতাবলম্বনেই সমাধান করা হইয়াছে। সেই শ্লোকটি
এই—"উদাসিতারং নিগৃহীতমানসৈর্গৃহীতমধ্যাত্মদৃশা কথঞ্চন। বহির্ব্বিকারং প্রকৃতেঃ
পৃথগ্বিদুঃ, পুরাতনং ত্বাং পুরুষং পুরাবিদঃ॥" ইহার অর্থ এই যে, পুরাতত্ত্বজ্ঞ কপিলাদি
নিগৃহীতচিত্ত যোগিগণের অধ্যাত্মদৃষ্টি দ্বারা কথঞ্চিৎ গৃহীত, বিকার-বহির্ভূত, প্রকৃতি
হইতেও পৃথক্, উদাসীন, পুরাণ পুরুষ বলিয়া তোমাকেই জানেন। প্রথমতঃ নারদ
শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন "তমেব সাক্ষাৎ করণীয় ইত্যতঃ, কিমস্তি কার্য্যং গুরু-
যোগিনামপি।" (অর্থাৎ তুমিই সাক্ষাৎকরণীয়, ইহাপেক্ষা যোগিগণেরই বা মহৎ
কার্য্য কি আছে?) এখানে আশঙ্কা হইতেছে, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকই যোগিগণের
চির প্রসিদ্ধ শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার অপেক্ষিত হয় না;
কারণ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ এবং প্রকৃতি—কিছুই নহেন। মহর্ষি এই অকিঞ্চিৎকর শঙ্কার
সারবত্তা নাই, ইহাই দেখাইতে এই শ্লোকে বলিতেছেন, তাঁহাকেই কপিলাদি আচার্য্যগণও
প্রকৃতির অতিরিক্ত পরম পুরুষ বলিয়া থাকেন। টীকাকার শব্দশাস্ত্রপারীণ মল্লীনাথ
সূরি মহোদয় ব্যাখ্যায় সাংখ্যাচার্য্যানুমোদিত এবং পুরুষাদিতত্ত্ব প্রতিপাদক "কারিকা"-
বাক্য (মূল প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত ষোড়শকস্তু বিকারো ন
প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রকৃত্যাদি-প্রতিপাদক সাংখ্যপ্রবচন

ও তত্ত্বসমাসের কোনও সূত্র উল্লেখ করেন নাই। ইহাদ্বারা প্রতিপাদিত হইল, প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচকেরা "কারিকার" সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু সাংখ্যপ্রবচন ও তত্ত্বসমাসের তত্ত্ব অবগত ছিলেন না। এখন দেখা যাউক, নবীন স্মার্ত্তসম্প্রদায়ের অভিমত কি? রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কৃত তিথিতত্ত্বে বৈধহিংসা-বিচার প্রসঙ্গে গ্রন্থকার সাংখ্যমতের সহিত গুরু-মতের বিরোধ উপস্থিত হয় দেখিয়া, তত্ত্বকৌমুদীর হিংসা-বিচার-স্থান উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। স্মার্ত্ত মহাশয় সেখানেও সাংখ্যমত লিখিতে গিয়া অনন্যোপায় হইয়া কারিকার টীকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্ত-শাস্ত্রের অনুসন্ধান এবিষয়ে কতদূরে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে, তাহা একবার আলোচিত হউক। বেদান্তদর্শনের ১অ ৩পা ১১সূ ভাষ্যে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্কর "মূল-প্রকৃতিরবিকৃতিঃ" এই কারিকাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার সহিতও কপিল-প্রণীত গ্রন্থের পরিচয় নাই। ভগবদ্গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ের "ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ" এই তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধি-ক্ষয়াতিশয় যুক্তঃ।" এই কারিকারই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিও কপিল-প্রণীত গ্রন্থের খোঁজ রাখেন না। বাচস্পতি বেদান্তদর্শনের শাঙ্করভাষ্যের "ভামতী" নাম্নী যে টীকা রচনা করেন, তাহাতেও "কারিকা" দ্বারা সাংখ্য-পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন করা হইয়াছে; তাঁহার ভাগ্যেও কপিল-প্রণীত সাংখ্যগ্রন্থের দর্শন লাভ ঘটে নাই; তাহাহইলে তিনি অন্ততঃ একস্থানেও উহার উল্লেখ করিতেন।

অশেষ-বিষয়ণ মাধবাচার্য্য "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" অপরাপর দার্শনিক মতের ন্যায় কপিলাভিপ্রেত নিরীশ্বর সাংখ্যমতও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃত্যাদি পদার্থ-প্রতিপাদক-প্রমাণ বলিয়া কারিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কপিল-প্রণীত সাংখ্যপ্রবচনের কথা দূরে থাকুক, কপিল-প্রণীত গ্রন্থেরই আদৌ উল্লেখ নাই। জৈমিনিদর্শন নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে তাহার প্রথম সূত্র "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এবং যোগ-দর্শন নির্ণয় প্রস্তাবে তাহার প্রথম সূত্র "অথ যোগানুশাসনং" ও কণাদ-দর্শন-নিরূপণে "অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" এই আদিম সূত্র ও গৌতম-দর্শনাবধারণ সময়ে প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শপদার্থ সংগ্রাহক তাহার প্রথম সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। সামান্যতঃ গ্রন্থকারের নাম ও তাঁহার গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়াদির আলোচনা করিয়াছেন। সাংখ্য-দর্শনে সে রীতির অনুসরণ আদৌ উপেক্ষিত হইয়াছে। এখানে কারিকাদ্বারাই সমস্ত বিষয় প্রমাণ করা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বাচস্পতিমিশ্রের মতও অবলম্বিত হইয়াছে। "নিরীশ্বর-সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক কপিলানুসারিণাং মতমুপন্যস্যতে" এই বলিয়া পরিশেষে প্রস্তাবের উপসংহার করিয়াছেন। ফলতঃ কারিকা অনেকস্থলে উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাংখ্যপ্রবচনাদির সূত্রোল্লেখ দূরের কথা, তাহাদের নামও প্রাচীন কোন গ্রন্থকারের শ্রুতিগত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। অতএব অনুমান করা যাইতে

পারে, ইহা পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে কাহারও মনীষা-প্রসূত। উক্ত গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা যখন স্বেচ্ছায় উহা কপিলদেবের নামে প্রচারিত করিয়া শান্তি পাইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রকৃত পরিচয়াদি অবগত হইতে চেষ্টা করিলে, সমীচীন ফল লাভ করা সম্ভব বোধ করি না। যখন মাধবাচার্য্যাদির সময়েও সাংখ্যপ্রবচন প্রচারিত ছিল না, তখন উহাকে আধুনিক বলিয়া অবধারণ করাই সঙ্গত হইতেছে। ঐ সাংখ্যপ্রবচনে সর্ব্বজনজ্ঞাত সাংখ্য-সিদ্ধান্তের বহির্ভূত মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এবিষয় গুরুর আলোচনে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, সাংখ্যাচার্য্য কপিল-প্রণীত কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু যাহা সাংখ্য-প্রবচন নামে অধুনা জনসমাজে পরিচিত, তাহাও কারিকার এক একটি অংশকে সূত্রাকারে স্থাপন এবং ব্রহ্মসূত্রাদির দুই একটিকে কিঞ্চিৎ বিকৃতরূপে ব্যবস্থাপন দ্বারাই রচিত। মধ্যে মধ্যে স্বকপোল-বিলসিত দুই একটি যুক্তি প্রমাণাদি এবং অভিনব তাৎপর্য্যবিশিষ্ট সূত্রও গ্রন্থকার ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে মনোযোগ করিয়াছেন। এখানে আরও বলবত্তর প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। গৌড়-পাদস্বামী একজন দার্শনিক সমাজে সুপরিচিত লোক। তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই অনুমান করা হইয়া থাকে। তিনিও সাংখ্যকারিকার এক-খানি "ভাষ্য" প্রণয়ন করেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ গ্রন্থ দুর্লভ না হইলেও, উহা অদ্যাপি অনুসন্ধানাভাবে অনেকের দৃষ্টিপথ অলঙ্কৃত করে নাই। মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকা গৌড়পাদ-প্রণীত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ঐ কারিকার "ভাষ্য" প্রণয়ন করিয়া উহাকে গৌড়পাদের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতেই গৌড়পাদকে পূর্ব্বকালীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গৌড়পাদ সাংখ্যপ্রবচনের কোনও সংবাদ রাখিতেন, একথা তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রকাশ নাই। ইহাহইতে শঙ্করের পূর্ব্বেও কারিকারই প্রচলন প্রমাণীকৃত হয়, এবং তৎকালেও কপিল-বিরচিত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, এরূপ অনুমান করা যায়। কারিক-ব্যাখ্যানে বাচস্পতিমিশ্র মহোদয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অপর সাংখ্যপ্রবচন অথবা তত্ত্বসমাসের অস্তিত্বশঙ্কাও লোকের মনে উদিত হয় না। কারিকার সাংখ্যমত বিবেচিত হইলে আশঙ্কা হইল, "এখানি প্রকরণ গ্রন্থ মাত্র, সাংখ্যশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ অর্থাৎ আচার্য্য-রচিত কোনও গ্রন্থ বিদ্যমান আছে কি না?" বাচস্পতি মহাশয় সেই শঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন "নেদং প্রকরণং" "অপিতু শাস্ত্রমেবেদং" অর্থাৎ ইহা প্রকরণ গ্রন্থ নয়। ইহাই "শাস্ত্র"। যদি সাংখ্যপ্রবচনাদি কপিল-প্রণীত গ্রন্থ বিদ্যমান রহিত, তবে তাহাদেরই "শাস্ত্র" নামে উল্লেখ করা হইত। ইহাকে "প্রকরণ" অথবা "সংগ্রহগ্রন্থ" বলিলেই চলিত। কপিলাচার্য্য সাংখ্যতত্ত্ব শিষ্যকে বলিয়াছিলেন মাত্র। তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন না বলিয়াই আপাততঃ মনে করা যায়। মতপ্রবর্ত্তক গুরু বলিয়াই কপিলদেবকে সর্ব্বত্র

পরিচিত; গ্রন্থকার বলিয়া নহে। যদিও কপিল গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন, তবে সময়ের স্রোতে তাহা অদৃশ্য হইলে, কারিকাই তৎস্থান অধিকার করিয়াছে। সাংখ্য ভাষ্যকার বিজ্ঞানাচার্য্য ভাষ্য ভূমিকায় সাংখ্যশাস্ত্রের রাহুগ্রাস বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বাক্যের দ্বারাও আরও সাংখ্যশাস্ত্রের "কলাবশেষ" অবগত হওয়া যায়। তিনি উহাকে বাক্যামৃতে পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। * তাঁহার বাক্যে বুঝাইয়া দিতেছে, কপিলাচার্য্য-প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রের লোপ হইয়াছে। যাহা অপর সাংখ্যপ্রবচনাদি গ্রন্থ আছে, তাহা অপরিচিত বলিয়া উহার দ্বারা শাস্ত্রের বিদ্যমানতা প্রমাণ হয় না। তবে তন্মতের প্রতিপাদক বলিয়া উহাকেই "কলাবশেষ" বলা হইয়াছে। নচেৎ মূল-আচার্য্য-রচিত দুইখানি গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিতে প্রকরণ-গ্রন্থাদির বিনাশে "সাংখ্যশাস্ত্র ভক্ষিত" একথা সঙ্গত হয় না। সুতরাং উহার তাৎপর্য্য মূলগ্রন্থের বিলোপ প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, "তবে তিনি কপিল-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন কেন?" এ প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করিলেই অনুমিত হইবে, ঐ গ্রন্থকে কপিল-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিয়া তিনি ইষ্টসিদ্ধির একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সূত্র অবলম্বন না করিলে, তিনি ভাষ্যকার শঙ্কর এবং তত্ত্বকৌমুদীর বাচস্পতির মতে দোষারোপ করিতে সুযোগ পাইতেন না। সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি কপিল-প্রণীত বাক্যাবলম্বনে কোনও মতবাদ প্রচার করিলে, তাহার অপ্রমাণ-শঙ্কা হয় না; এই বিশ্বাসই তিনি মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করেন। তদনুসারে সাংখ্য-প্রবচনেই তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অমোঘ সুযোগ লক্ষিত হয় দেখিয়া, উহাকেই কপিল-রচিত বলিয়া স্বীকার করেন। গ্রন্থকারও কপিল-রচিত গ্রন্থ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া তৎপূর্ব্বেই ঐ গ্রন্থ কপিলের নামে প্রচার করেন। অনিরুদ্ধ প্রভৃতি দুই একজন লোক ইতি-পূর্ব্বে সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় ঐ অভিনব কাপিল গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা এবং উহা কপিলাচার্য্য-রচিত বলিয়া স্বীকার করিয়া যান। শঙ্করের মতে দোষ পর্ণ করিলে অনেকদিন জগতে পরিচিত থাকাযাইবে, হয়ত এই প্রলোভনে এবং সম্প্রদায় পুষ্ট করিবার স্বার্থ-পিপাসায় বিজ্ঞান উহা বুঝিতে পারিয়াও কপিলের নামে প্রচার করিলেন। স্বার্থসিদ্ধিতে মনুষ্য অন্যরূপ হইয়া যায় বটে, কিন্তু সত্য তাহার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হয় না। তজ্জনই বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য তিনি গোপন করিতে পারিলেন না। 'সাংখ্যশাস্ত্রের লোপ' তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইল। অতএব যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা অবধারণ করা যাইতে পারে, কপিলদেব হয়ত গ্রন্থ রচনা করেন নাই; করিলেও তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। সাংখ্যপ্রবচনাদির সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বপক্ষের যুক্তির এইখানেই বিশ্রাম, সুতরাং এইখানেই পূর্ব্বপক্ষের অবসান করা হইল। (ক্রমশঃ)

যশোহর—ব্রহ্মচারি-আশ্রম। শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ।

* কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরং। কলাবশিষ্টং ভয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ॥
সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

GOSPEL OF WORK.

1. Hearken unto me, ye sons of Ind: in work and work alone lies your salvation.

2. Are you slaves or freemen? If slaves, sit idle; if freemen, work.

3. Verily by work alone, your fathers made India what it was; work ye too and be worthy of them.

4. Work while there is yet life; for death is before you.

5. Work; for everything is working, above you, below you and around you.

6. Work; for work is the best worship you can render to God

7. Work to-day; and to-morrow will take care of itself.

8. Work in this life; and your after-life will take care of itself.

9. Despise not any work, howsoever mean the fool may call it; for all work is divine.

10. Work, be it with the pen or the plough.

11. Work, be it with the brain or the muscle.

12. Work, even if it be as a sweeper in the street.

13. Work, be it as a master or a servant,.

14. Work; and be not a burden on others, even if they be your friends and relations.

15. Beg not, nor encourage idle beggars.

16. Work; for work is life and idleness death.

17. Work, for life is real.

18. Work, for only the fool thinketh that life is unreal.

[2]

19. If to-morrow is real, to-day must be real; therefore work.

20. If the after-life is real, this life must be real; therefore work.

21. The unreal can not lead to the real; therefore work.

22. As you sow, so shall you reap; therefore work.

23. As you work, so shall you be; therefore work.

24. Work like freemen, and curse not your fates like slaves.

25. Work not for yourself alone, but work for others as well.

26. Bring joy where there is sorrow, peace where there is discord, light where there is darkness, wealth where there is poverty; and work.

27. Relieve the poor and the suffering; and work.

28. Enrich your country by trade commerce and industries; and work.

29. Work; and depend not upon foriegn lands even for bare necessaries of life.

30. Brave the perils of the sea and hardships of the mountain; and work.

31. Forget the wrong done to you; and work even for the wrong-doer.

32. Be truthful, honest and diligent; and work.

33. Work; and let not evil thougths enter your head.

34. Work, so that thly limbs may not rust.

35. Work; and shun gossips and scandals.

36. Work; and coperate with others in all their good works.

37. Work; and be not jealous or malicious.

38. Work; and build not airy castles.

39. Work; and carp not at others.

[3]

40. Work; and have an ideal to work at.

41. Work; and let neither caste, colour nor creed stand in they way of doing good work.

42. Be pure in body, mind and speech, and work

43. Be strong in body and mind; work.

44. Work, but practise meditation also, so that you may work the better

45. Respect your superiors, be kind to your inferiors; and work.

46. Be a good father, a good brother, a good son and a good husband; and work.

47. Be loyal to your sovereign; and work.

48. Be a good citizen; and work.

49. Alter, if you can, but obey the law, bad though it may be; and work.

50. Control thy evil passions; and work.

51. Be neither an ascetic, nor an epicurean, but keep to the middle path; and work.

52. Be kind, loving and gentle; and work.

53. Be prayerful but not showy; and work.

54. Be a brother to all men; and work.

55. Be not cruel to mute creation; and work.

56. Work, but covet not thy neighbour's wealth.

57. Let forms of religion take care of themselves; the essence of all religion is work

58. Work; for mere words bring not salvation.

59. Work; God loves not flattery.

60. Protect the weak; and work.

61. Resist the oppressor; and work.

62. Work; but set not your heart on reward or praise or honour.

63. Do you to others as you would others do to you; and work,

64. Whatsoever your hands find to do, do it with all thy might.

65. Work, for man best fulfils the mission of life by work,

66. Work; but be guided by the light that has been given unto you,

67. Work; but work out the means as if they were the end.

68. Work; and let the fruit take care of itself

69. Work with heart within and God overhead.

70. Work; and live a godly life; aye, be a god yourself.

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবেষচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামঃ মোঘং পার্থ সজীবতি॥

কর্ম্মণ্যেব্যাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূ র্মাতে সঙ্গোস্ত্বকর্ম্মণি॥

কর্ম্ম হৈব তত্তুচতুরথ যৎ প্রশশংসতু
কর্ম্ম হৈব তৎ প্রশশংসতু পুণ্যো বৈ
পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেনেতি॥

... বর্ষ। কার্ত্তিক। ৭ম সংখ্যা।
১৮২১, ১৩০৬।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"Of these Journals, the Hindu-Patrika deserves special mention as a high-class religious monthly devoted mainly to the exposition of Vedanta, the Upanishads and other standard works on Hindu-religion and philosophy. It is edited with conspicuous ability.

ANNUAL REPORT OF THE LIBRARIAN OF THE BENGAL GOVT., 1898.

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। বৈরাগ্য ...	১৯৯
২। সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু	২০১
৩। বিষ্ণুপুরাণ ...	২০৪
৪। গোলকে সর্ব্ব-দেব-দর্শন (সমুদ্র-মন্থন)	২১৫
৫। ঈশ্বর-মানা ...	২১৭

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২১।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য,—সমেত ডাকমাশুল ১।০ মাত্র।

এই পত্রিকাখানি হস্তগত হইলেই মনে করিয়া দেখিবেন যে, হিন্দু-পত্রিকার ১৩০৬ সালের মূল্য দিয়াছেন কি না। মূল্য না দিয়া থাকিলে, মনে থাকিতে থাকিতে পাঠাইবেন, এই প্রার্থনা।

হিন্দু-পত্রিকা।

গত ১৩০১। ২। ৩। ৪ সালের হিন্দু-পত্রিকা এক এক সন পুস্তকাকার বাঁধাই হইয়া প্রতি সন ১৷৹ মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ১৩০১ সাল হইতেই হিন্দু-পত্রিকার প্রথমারম্ভ। প্রথম হইতে সমস্ত পত্রিকা না নিলে, সমস্ত প্রবন্ধ সমগ্রভাবে পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ প্রবন্ধগুলি সমস্তই সুপণ্ডিত ও সুদক্ষ লেখকগণের লিখিত; অতএব গ্রাহকমহোদয়গণ প্রত্যেকেই ১৩০১ সাল হইতে হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণ করেন, ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। হিন্দু-পত্রিকা যে হিন্দু ধর্ম্মানুরাগী শাস্ত্র-সাহিত্যসেবী মহাশয়গণের বিশেষ শিক্ষা, উপকার ও আনন্দলাভের উপাদান, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। দেশের প্রধান প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিতগণ, প্রধান প্রধান কৃতবিদ্য সুসম্ভ্রান্ত সাহিত্যবিদ্‌গণ, ও প্রধান প্রধান পত্র-পত্রিকা-সম্পাদকগণ, সকলেই একবাক্যে হিন্দু-পত্রিকাকে হিন্দু-সমাজের পরমাদরের বস্তু বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথম বৎসরের (১৩০১ সালের) হিন্দু-পত্রিকা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদের বিবিধ তত্ত্ব, বিবিধ উপদেশ এবং উপনিষৎ, গৃহসূত্র, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রেরই বিবিধ শিক্ষা ও সংবাদ, তদ্ব্যতীত গভীর-জ্ঞানগর্ভ বহু মৌলিকপ্রবন্ধে সুসজ্জিত; পরে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম (১৩০২। ৩। ৪। ৫ সালের) বর্ষের হিন্দু-পত্রিকা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত কলেবরে ও উক্তরূপ সর্ব্বশাস্ত্র-সমুদ্ধৃত বহুবিধ তত্ত্ববিষয়িণী রচনামালায় পরিশোভিত। অবশেষে বর্ত্তমান বর্ষে অনেক সুপণ্ডিত ও সুলেখক ইহার প্রবন্ধ-প্রণয়নে ব্রতী হওয়াতে এবং সংপ্রতি হিন্দু-পত্রিকার নিজের প্রেস হওয়াতে, পত্রিকার সবিশেষ উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। পত্রিকার কলেবরও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া এক্ষণে ২ ফর্ম্মায় ৩২পৃষ্ঠা হইয়াছে; অথচ তদনুসারে মূল্য বিশেষ বর্দ্ধিত হয় নাই; ১৲ স্থলে ১৷৹ মাত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অতএব ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও সাহিত্যানুরাগী মহাশয়েরা সকলেই প্রারম্ভ হইতে হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহক হউন,—হিন্দু-পত্রিকা শিক্ষিত হিন্দুর গৃহে গৃহে গৃহীত হউক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

(কার্য্যাধ্যক্ষ।)

বিজ্ঞাপনের হার।

প্রথম একবারের জন্য হাফ্ কলমের এক লাইন্ ।৹ চারি আনা, এক পেজ্ ২০৲ টাকা, অর্দ্ধ পেজ্ ১০৲ টাকা। প্রথম একবারের পরের প্রতিবারের জন্য উহার অর্দ্ধ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

ম্যানেজার।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টারিকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা।	কার্ত্তিক।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

বৈরাগ্য।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই পরিদৃশ্যমান জগতের নশ্বরতা এবং জাগতিক সর্ব্বপ্রকার সুখের অসারতা ও ক্ষণভঙ্গুরত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রলোভন ও আসক্তিকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা এই শোক-দুঃখময় সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ। সংসারের আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন, আবির্ভাব এবং তিরোভাব, অভ্যুত্থান এবং অধঃপতন সন্দর্শনে স্বতঃই ভৌতিক জগতের নশ্বরতা এবং তৎপ্রসূত সুখের আবিলতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব ভাব কল্পনা-বেলা-ভূমি অতিক্রম করিয়া, প্রবলবেগে মানসক্ষেত্রে যাইয়া আঘাত করে। কল্য যাঁহাকে মহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, গুণরাশি-বিভূষিত, অগণন নরনারী কর্ত্তৃক পূজিত হইতে দেখিয়াছি; অদ্য তাঁহার নয়নরঞ্জন চিত্তবিনোদন বদন-কমল আর নেত্রগোচর হয় না; যে ব্যক্তি এক সময়ে কুবেরের ন্যায় ধনপতি ছিলেন, যাঁহার অট্টালিকা সর্ব্বদা লোক-কোলাহলে পরিপূর্ণ,—সঙ্গীতলহরী এবং বংশিধ্বনিতে মুখরিত থাকিত, যাঁহার কৃপা-কটাক্ষের ভিখারী হইয়া শতশত লোক বাটীর বহির্ভাগে অবস্থিতি করিত, কালের কুটিলচক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া অদ্য তিনি মুষ্টিমেয় ভিক্ষার জন্য পরমুখাপেক্ষী! কল্য যে নয়নাভিরাম কুসুম, তাহার অনুপম রূপলাবণ্যের গৌরবে হেলিয়া দুলিয়া, প্রেমিক এবং কবিকে তাহার পবিত্র সান্নিধ্যে যাইবার জন্য অস্ফুট মধুর আহ্বান করিত, অদ্য তাহার সে প্রফুল্ল বদন শুষ্ক হইয়াছে; আর যে সেই কুসুমাবলীর হার পরিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিল, অদ্য সে তাহাতে নিস্পৃহ হইয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে।

কুসুমের সে সুবাস নাই, সে লাবণ্য নাই, সুতরাং তাহার তজ্জনিত মনোসুখ তিরোহিত হইয়াছে। যে বিটপী উন্নত মস্তকে স্পর্দ্ধাসহকারে সকল বৃক্ষের উপর নিজ শির তুলিয়া, শতবর্ষ পর্য্যন্ত নানা আবর্ত্তনের মধ্যে, স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, হঠাৎ প্রভঞ্জনের ভীম আক্রমণে সে নতশির—ভূতলশায়ী! আর বিহঙ্গকুল যাহার বিশ্রামলাভ করিবার জন্য আসে না, পথশ্রান্ত পথিক আর তাহার সুশীতল ছায়ায় ক্লান্তি অপনোদন করিতে পারে না। সাংসারিক সকল সুখই এইরূপ ক্ষণস্থায়ী; কেন না জগতের সকল বস্তুই নশ্বর। পিতা-মাতার স্নেহ, গুরুজনের অনুগ্রহ, ভ্রাতা-ভগিনীর ভালবাসা, প্রণয়িনীর প্রেম, প্রতিবাসীর মমতা, শিশুদিগের স্নেহ-স্নিগ্ধ অস্ফুট অমিয়-বাক্যাবলী; ধন-জন, জীবন-যৌবন, সকলই ক্ষণস্থায়ী—দুদিনের জন্য; কালের অতল গর্ভে সকলই ডুবিয়া যাইবে। এইরূপ ভাব যখন মনকে দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়া বসে, তখনই তাহার নিভৃত কন্দর হইতে আপনিই প্রশ্ন হয়, আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম? আমার গন্তব্য স্থানইবা কোথায়? আমার হস্ত-পদাদি কি আমি? কই, হস্তপদাদি নষ্ট হইলেও ত আমার 'আমিত্ব' যায় না। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কি কেবল পরমাণু-সমষ্টি,—না, ইহার অন্তরালে কোনও চৈতন্যরূপিণী শক্তি আছে? জীবনধারণ কি কেবল উদর পূরণের জন্য, না ইহার কোন মহত্তর উদ্দেশ্য আছে? এই সকল তত্ত্ব বিচার করিতে আরম্ভ করিয়া, স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেই আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইবে; আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মই এক মাত্র সৎ পদার্থ বলিয়া অনুমিত হইবে। ভৌতিক জগৎ নশ্বর। আত্মজ্ঞান জন্মিলে সংসার-বন্ধন ঘুচিবে এবং মুক্তিলাভ হইবে।

সংসার-হৃৎ কঃ প্রজিতাত্মবোধঃ
কোমোক্ষহেতু কথিতঃ স এব।

(মনিরত্নমালা)

এই মুক্তি লাভ করাই মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। মুক্তি কি? বিষয়-বিরাগই মুক্তি।

কা বা বিমুক্তির্বিষয়ে বিরক্তিঃ। (মণিরত্নমালা)

এই মুক্তি এবং প্রকৃত বৈরাগ্য—একই কথা।

বৈরাগ্য কি? বিষয়ে অনাসক্তিই বৈরাগ্য। রঞ্জ ধাতুর অর্থ—ভালবাসা (আসক্তি) বি উপসর্গের অর্থ—বিগত, শূন্য। আসক্তি-রাহিত্যকেই বৈরাগ্য বলে; কিন্তু এই আসক্তি-রাহিত্য অর্থে বিষয়-আসক্তি-রাহিত্য বুঝিতে হইবে; কারণ সকল বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইলে ব্রহ্মেও আসক্তিশূন্য হইতে হয়। সম্পূর্ণ বৈরাগ্য অসম্ভব ও অসহনীয়। বিষয়ে-অনাসক্তি এবং ব্রহ্মে সম্পূর্ণ আসক্তিই প্রকৃত বৈরাগ্য। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি লাভ হয়না, এবং বিষয়-আসক্তি শূন্য না হইলেও সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না; সুতরাং বৈরাগ্য অবলম্বনে মুক্তিলাভ এবং তদ্ধেতু আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

বৈরাগ্যের আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভৌতিক শক্তির প্রভাবে সাংসারিকতা বা সংসার-প্রবণতাই প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে গণ্য, এবং বৈরাগ্য উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তুমি বলিবে, সংসারে থাকিয়া লোকসেবা, দেশসেবা, পরহিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করা কি ধর্ম্ম বা মহৎকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত নহে? ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডী, লুথার্, পার্কার্, লিভিংষ্টোন্, রিএঞ্জি, গারফিল্ড, কোসুৎ প্রভৃতির দ্বারা কি পৃথিবীর মঙ্গল সংসাধিত হয় নাই? তুমি তোমার নিজের আত্মজ্ঞান লইয়া ব্যস্ত, তোমার দ্বারা সংসারের কোন্ উপকার হইবে? এতদুত্তরে এই বক্তব্য যে, লোকসেবা, দেশসেবা প্রভৃতি মহৎকার্য্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত মহাত্মারা সকলেই সংসারের অল্প-বিস্তর পরিমাণে মঙ্গল করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত কার্য্যগুলি 'ধর্ম্ম' নামে অভিহিত হইতে পারে, কেননা কর্ত্তব্যানুষ্ঠান এবং ধর্ম্ম, একই কথা। কিন্তু কোন বিষয়ে সমীচীনতা লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বৈরাগ্য সেই আদর্শ লাভের অনুকূল, সংসারাসক্তি তাহার প্রতিকূল; এইজন্য পূর্ব্বোল্লিখিত মহাত্মাগণ দেবোপম চরিত্রের আদর্শ হইলেও পূর্ণ-আদর্শ তাঁহাদিগকে বলা যাইতে পারে না—তাঁহারা মুক্ত পুরুষ নহেন। মুক্তিলাভ করাই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। সংসারে বিশেষরূপে লিপ্ত থাকা এই মুক্তি লাভের পরিপন্থী। সংসারে লিপ্ত থাকিয়া যিনি যতই সাবধান হইয়া চলুন্ না কেন, অনাহত শরীরে কেহই তথা হইতে প্রত্যাগত হইতে পারেন না। তুমি কি চতুর্দ্দিকে মল-মূত্র-পরিবেষ্টিত থাকিয়া ভাবিতে পার, যে তুমি চন্দন-পরিবেষ্টিত রহিয়াছে? এই জন্য ঋষি-মুনিগণ বনে গমন করিয়া, পূর্ণ আদর্শ লাভ করিবার জন্য যোগরত হইতেন। যে পরিমাণে তুমি সংসার বা বিষয়-জড়িত, সেই পরিমাণে তুমি পূর্ণ আদর্শ হইতে—মানব-জীবনের একমাত্র আদর্শ হইতে—দূরে অবস্থিত। ইহাও নিশ্চয় জানিবে যে, যাঁহারা কোন মহৎ কার্য্য সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন, এবং চরিত্রের বিমল সৌরভে পৃথিবীকে বিমোহিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সংসার-বিরাগী ছিলেন। যে সকল মহাত্মা-দিগের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবে যে, সংসার তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র হইলেও, তাঁহারা সকলেই সংসার-বিরাগী ছিলেন। সংসার-প্রবণতা এবং সৎকার্য্যানুষ্ঠান বা চরিত্রমাহাত্ম্য, ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। বৈরাগ্যের আবশ্যকতা কি, তাহা নিম্নে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুক্তি লাভ করা মানব-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; সাংসারিকতা এই উদ্দেশ্য লাভের কণ্টকস্বরূপ।

"যস্য সাংসারিকা চিন্তা চিন্তা চিন্তামণেঃকুতঃ।"

যাহার সাংসারিক চিন্তা প্রবল, চিন্তামণির চিন্তা তাহার কোথা হইতে আসিবে? এই চিন্তামণির চিন্তাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। সংসারের প্রতি অনাসক্তি না হইলে, তাহা সম্ভব নয়। আমাদের চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, একই সময়ে দুইটী বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ করা অসম্ভব। যে পরিমাণে এক বস্তুর উপর তোমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই পরিমাণে অন্য বস্তুর প্রতি অনাকৃষ্ট এবং তাহা হইতে বিচ্যুত। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই জীবনের প্রধান আদর্শ; সুতরাং যে পরিমাণে তোমার সংসারাসক্তি থাকিবে, সেই পরিমাণে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানলাভে বঞ্চিত হইবে। এক বস্তুর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হইলেই তদ্বিপরীত বস্তুর প্রতি তাহার তৎপরিমাণে হ্রাস হইবে। যখন মন ব্রহ্ম-সাগরের অমৃতাস্বাদনে একেবারে নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়াছে, তখনই প্রকৃত বৈরাগ্য—তখনই মুক্তিলাভ—আত্মজ্ঞানলাভ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই জাগতিক সকল পদার্থই নশ্বর অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী; বিজ্ঞান-জ্ঞান-গর্ব্বিত যুবক এতদুত্তরে বলিবেন, পৃথিবীরকোন বস্তুই একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং জাগতিক পদার্থের নশ্বরতা-বোধ-জনিত বৈরাগ্যের কোনও আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, জাগতিক বস্তু সকলের সম্পূর্ণ ধ্বংস না হইলেও, রূপান্তর হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এই রূপান্তরই কি ফলিতার্থে ধ্বংস নহে? মনুষ্যদেহ ভস্মীভূত হইলে, সেই ভস্ম কালে মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। তবে কি ভস্ম হইবার জন্য এত বিড়ম্বনা, এত পাপ, এত লাঞ্ছনা, এত দুঃখ-ভোগ? যে ব্যক্তি সজীব মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট ছিল, সে কি ভস্মে বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পুত্তলিকাতে, প্রকৃত বস্তুর ধ্বংস হয় নাই ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? ছিল তোমার সোনার দেহ, হল তাহা ভস্মরাশি বা মৃত্তিকা-স্তূপ; এই অবস্থান্তর বা রূপান্তর ভাবিলে, কে জাগতিক বস্তুর প্রতি—সংসারের প্রতি—বীতস্পৃহ না হন? এই ভীষণ অবস্থান্তরই দৃশ্যমান নশ্বরতা। যাহা ছিল, তাহাত আর নাই! সংসারের সকল বস্তুরই এই গতি; তাহাতে আসক্তি কেবল দুঃখের হেতু, সুতরাং তাহা পরিহর্ত্তব্য। এই আসক্তির পরিহারই বৈরাগ্যের নামান্তর মাত্র।

আসক্তিই সকল দুঃখের কারণ। কামনার চরিতার্থতা না হওয়া দুঃখ; সুতরাং কামনার অভাব বা অনাসক্তিই সুখ। কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইলেও কামনা পরিতৃপ্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

ভোগে কামনার অবসান হয় না। ঘৃতাহুতিতে অনলের ন্যায় ভোগাহুতিতে কামনার

বর্দ্ধনই হয়। যে বস্তুর প্রতি আমাদের আসক্তি জন্মে, সেই বস্তুই নিজের করিয়া লইতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাই দুঃখের প্রস্রবণ।

মমেতি মূলং দুঃখস্য ন মমেতি চ নির্ব্বৃতেঃ।
শুকস্য বিগমে দুঃখং ন দুঃখং গৃহমূষিকে॥

"আমার" এই জ্ঞানই দুঃখের মূল, "আমার না" এই জ্ঞানই সুখের মূল; কারণ, পোষিত শুকপাখীর অভাব হইলে, তাহাতে দুঃখ হয়; গৃহ-মূষিকের অভাব হইলে হয় না। এই আসক্তির বিষময় ফল ইয়ত্তা করা যায় না। আসক্তি বলিলেই, সাধারণতঃ বিষয়াসক্তি বা সংসারাসক্তি বুঝা যায়। এই বিষয়াসক্তি অতিশয় ভয়ঙ্কর।

"বিষং বিষয়বৈষম্যং ন বিষং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্না বিষয়া একদেশহরং বিষং"॥

(যোগবাশিষ্ঠ—মুমুক্ষুপ্রকরণ।)

বিষয়-বৈষম্যই প্রকৃত বিষ; প্রকৃত বিষকে বিষ বলে না; কারণ, বিষ একজন্ম নাশ করে, বিষয় জন্মজন্মান্তর নাশ করে।

বিষয়-বিষধরাণাং দোষদংষ্ট্রোৎকটানাং
বিষয়-বিষ-বিমর্দ্দ-ব্যক্ত-দুশ্চেষ্টিতানাং।
বিরম বিরম চেতঃ! সন্নিধানাদমীষাং
সুখ-কণ-মণি-হেতোঃ সাহসং মাস্ম কার্ষীঃ।

(শান্তিশতক)

হে চিত্ত! দোষরূপ উৎকট দংষ্ট্রধারী বিষয়রূপ সর্প সকলের নিকট হইতে দূরে থাক; বিষয়-বিষ-সঙ্গে উহাদের মনের কুভাব ব্যক্ত করে; সামান্য সুখরূপ মণির জন্য চেষ্টা করিও না।

সাংসারিক সুখ এবং সাংসারিক বস্তুর প্রতি লোকের আসক্তি প্রবলা; কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, সংসারের অধিকাংশ সুখই আবিলতা পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইবে। ইহার অসারতা এবং ক্ষণভঙ্গুরত্ব যেমন ইহার প্রতি ঔদাস্যের কারণ, ইহার আবিলতা ততোধিক। সংসারের ধন, মান, যশ, আত্মীয়তা, ভালবাসা, যেমন অসার এবং ক্ষণভঙ্গুর, তেমনই পাপমিশ্রিত, এবং অনেক সময়ে পাপ-প্রবর্ত্তক। ধনোপার্জ্জন যাঁহারা করেন, তাঁহারা অনেকেই নীতি এবং সততার মাত্রা অতিক্রম করিয়া থাকেন; এবং অনেকে ইহার জন্য অতি জঘন্য—লোমহর্ষণ,—পৈশাচিক কার্য্যেও লিপ্ত হয়েন। ইহার লালসা প্রবল হইলে, পাপের পথ প্রশস্ত হয়; এই জন্যই অর্থকে অনর্থের মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (Gold is the canker

of the breast)। আমরা যাহাকে যশ বা মান বলি, তাহা অনেক সময়েই ঘৃণিত উপায়ের দ্বারা অর্জ্জিত। অল্পসংখ্যক স্থলে ভিন্ন, সাধারণতঃ ইহা অপাত্রেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। অনেকে নিজের বা সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়া, ইহ-পরকালের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, মানী বা যশস্বী হয়েন; আর যাঁহারা প্রকৃত মান বা যশ পাইবার উপযুক্ত পাত্র, তাঁহারা সংসারের কুটিল চক্রের আবর্ত্তনের সহিত নিজ মতামত, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতিকে যথাযথ বিঘূর্ণিত করিতে পারেন না বলিয়া, যশ এবং মান তাঁহাদের ত্রিসীমায়ও উপস্থিত হয় না। সংসারের ভালবাসা অধিকাংশ স্থলেই স্বার্থ-গন্ধযুক্ত, এই জন্য স্থায়ী হয় না; কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা একেবারেই নিঃস্বার্থ, এই জন্য তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। *

সংসৃতির সকল সুখই সাপেক্ষ। ইহার দ্বারা বিমল প্রাণ-মনঃস্নিগ্ধকর সুখ লাভ হয় না; কেননা আসক্তি ইহার অন্তরালে রহিয়াছে। সাপেক্ষ সুখ নিকৃষ্ট জাতীয়। মনু বলেন,—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখ-দুঃখয়োঃ॥

শাস্ত্র যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রকৃত বৈরাগ্য ভিন্ন তাহা কখনও সাধ্যায়ত্ত হয় না।

"ধৃতিঃক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

সত্য, সন্তোষ, ক্ষমা, অচৌর্য্য, শরীর ও মনের শুদ্ধি, মনের অবিকার, ইন্দ্রিয়ের সংযম, অক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ। যাঁহার কোন প্রকার আসক্তি নাই, অর্থাৎ যিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার সত্য অপলাপ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। যে সংসারবিরাগী, তাহার ক্ষমা-পক্ষেও কোন অন্তরায়ই দেখা যায় না। যাহার লোষ্ট্র-কাঞ্চনে তুল্যজ্ঞান, তাহার কখনও সন্তোষের অভাব হয় না। বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে, শরীর এবং মনের শুদ্ধি জন্মে, বিকার থাকে না, ইন্দ্রিয় সংযত হয়, ক্রোধ তাহার মনে স্থান পায় না। যে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছে, পরমার্থজ্ঞান লাভ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ঈদৃশ ব্যক্তির সহজেই তত্ত্বজ্ঞান এবং শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যিনি সংসার-বিরাগী, তিনি শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা, এবং বাক্যের দ্বারা কখনও পাপাচরণ করেন না, এই জন্য তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন।

* Love is not love which alters when in alteration finds. (Shakespeare.)

যদা ন কুরুতে ধীরঃ সর্ব্বভূতেষু পাতকং।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা॥

(মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব)

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ব্রহ্মে ভক্তি হওয়া আবশ্যক। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান লাভ হয় না। * যিনি ব্রহ্মোপাসনা করিবার নিমিত্ত, বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তি এবং জ্ঞান, উভয়ই লাভ হইয়াছে। উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, বৈরাগ্য ব্রহ্মজ্ঞানের এবং আত্মজ্ঞানের উপর। ইহা দ্বারা বিষয়াসক্তি রহিত হয়, বিমল এবং অনাবিল সুখ জন্মে; ধর্ম্ম অর্জ্জনের ইহা একমাত্র সোপান; ইহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়-সংযম হয়। এক কথায়—ইহা মনুষ্যত্ব লাভ করিবার একমাত্র উপায়। এই জন্যই বৈরাগ্যের আবশ্যকতা।

পৃথিবীতে যাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সংসার-বিরাগী; এমন কি, যাঁহারা সংসার-ক্ষেত্রকে কার্য্যস্থল মনে করিয়া চিরদিন তাহারই সেবায় রত ছিলেন, তাঁহারাও ইহার অরুন্তুদ-দংশনে ছট্‌ফট্ করিয়া, সময়ে সময়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক। তাঁহাদের কথার তাৎপর্য্য এইরূপ যে, সংসারে নির্ম্মল সুখ দুষ্প্রাপ্য, বিষয়-বাসনা পাপ-প্ররোচক; কৃতঘ্নতা, অসত্য, নিষ্ঠুরতা অশান্তি, সর্ব্বদা সংসারে বিরাজ করিতেছে। কামনা এবং আসক্তি পরিত্যাগ না করিলে আর পরিত্রাণ নাই।

ঈশা, মুশা, নানক, চৈতন্য, দাউদ, কবির, তুলসীদাস, কার্লাইল, সক্রেটিস, লুথার, ডাইওজিনিষ্, প্রভৃতি সকলেই পরম বৈরাগী ছিলেন। ইঁহাদের বৈরাগ্য-প্রসূত দেবোপম চরিত্রের মাহাত্ম্যের নিকট ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব-মত্ত, বিলাসিতার কোমলাঙ্কে চির-লালিত পালিত, প্রতিদ্বন্দ্বী-রহিত ব্যক্তিরাও অবনত-শির হইয়া পদধূলি লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যে আলেকজান্দার অলোকসামান্য বীরত্বে সমগ্র পৃথিবীকে সন্ত্রাসিত করিয়াছেন, তিনিও ডাইওজিনিসের স্বার্থত্যাগ, বৈরাগ্য এবং নৈসর্গিক তেজঃসন্দর্শনে বিগলিতচিত্ত হইয়া, করুণস্বরে বলিয়াছিলেন, "Were I not Alexander the Great, I would be Diogenes the cynie"। মুনি-ঋষিগণ মাত্রেই, সাংসারিক সুখের আবিলতা এবং অসারতা উপলব্ধি করিয়া, ইহার প্রতি ভ্রূকুটি এবং বিতৃষ্ণভাব দেখাইয়াছেন। সাংখ্যের মতে, এই সংসার দুঃখ-শোকময়; ইহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য তিনি "অপবর্গের" প্রয়োজন প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৈরাগ্য ভিন্ন সেই "অপবর্গ" অপ্রাপ্য। ষ্টোইক্ Stoic দার্শনিকগণ যে virtue (চরিত্রোৎকর্ষ) লাভ করিবার

* Without love there is no wisdom. (Carlyle.)

জন্যই জীবনের প্রতি কঠোর শাসন করিতেন, তাহাও বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। শঙ্করাচার্য্যর চিরস্মরণীয় "নলিনীদলগত জলমতি তরলং, তদ্বৎ জীবনমতিশয় চপলং। মাকুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং" ইত্যাদি, বৈরাগ্য-শতকের "তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চ মাং," যোগবাশিষ্ঠের "ভিন্দতি হৃদয়ং পুংসাং.....দৌর্ভাগ্যদায়িনী দীনা তৃষ্ণা কৃষ্ণেব রাক্ষসী," শান্তি-শতকের "ক্ষুধাব্যাধেঃ ফলমূলং অস্তি শমনং ক্লেশাত্মকৈঃ কিং ধনৈঃ," হিতোপদেশের "স্বচ্ছন্দবনজাতেন.....অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ"—ইত্যাদি সকলই বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক। সেক্ষপিয়র কখনও মনুষ্যকে "Quintessence of dust," কখনও মনুষ্যজীবনকে "Full of sound and fury, signifying nothing" বলিয়াছেন। গ্রের (Gray) "The paths of glory lead but to the grave," গোল্ড-স্মিথের "Man wants but little here below, nor wants that little long," এড্‌মণ্ড বার্ক (EdmundBurke) এর "what shadows we are, what shadows we Pursue!" দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সংসারের সুখ এবং যশ, মান, ইত্যাদিতে ইঁহারা সুখী হন নাই; বরং ইহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিয়াছেন। সংসারের দুঃখ-কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার জন্য কাউপার্ (Cowper) "O! for a lodge in some vast wilderness" এবং বায়রণ্ (Byron) "O! that the desert were my dwelling place," বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন। জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব ভাবিয়া, ইয়ং (young) মনের আবেগে বলিয়াছিলেন, "How soon must he resign his very dusts;" Johnson's "Vanity of human wishes" এর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, সংসারের ধন, মান, যশ প্রভৃতির অসারতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সক্রেটিশ্ বলিয়াছিলেন, "যে, যে পরিমাণে অভাব-সংকোচ করিতে পারে, সে সেই পরিমাণে দেবতা"। ফলতঃ যাঁহারা ঘোর সংসারী, তাঁহারাও ইহার বৃশ্চিক-দংশনে ব্যথিত হইয়া, বৈরাগ্যের জন্য সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইয়াছেন। কেহ কেহ একেবারে সংসার ত্যাগ করিয়া, সংসারের পাপ-তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য অরণ্যবাসী হইয়াছেন। জীবনের সার্থকতা কখনও বৈরাগ্য অবলম্বন ভিন্ন সংসাধিত হয় না। ইহা চির-সুখের উৎস, মহত্ত্বের প্রস্রবণ, সততার নিলয়, ব্রহ্মজ্ঞানের পবিত্র নির্ঝর, জীবনের মান-সরোবর, চরিত্রের পবিত্রক্ষেত্র, পুণ্য সঞ্চয়ের পূত ভূমি,—ইহা সর্ব্বসুখাধার। যিনি অকিঞ্চিৎকর, পাপ-প্রবর্ত্তক, সংসার-সুখের ধূলা-খেলায় মত্ত হইয়া, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় বৈরাগ্যকে একেবারে বিসর্জ্জন দেন, তিনি কাচের জন্য কাঞ্চন পরিত্যাগ করেন; তাঁহার জীবন ধিক্—কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। বিষয়-সুখে লিপ্ত হইয়া, পরমার্থ জলাঞ্জলি দিলে, পরিণামে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অবশ্যই বলিতে হইবে—

জন্মেদং ব্যর্থতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ময়া॥

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

সংসার-সুখে লিপ্ত হইয়া আমার মহামূল্য জীবনকে ব্যর্থ করিয়াছি; হায়! আমি দেবদুর্ল্লভ চিন্তামণিকে অকিঞ্চিৎকর কাচ-মূল্যে বিক্রয় করিয়াছি।

রামপ্রসাদের একটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইহাতে, সংসারে এবং বিষয়ে লিপ্ত হইলে যে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, তাহা বিশদরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

কেবল আশার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো॥
মা, নিম্ খাওয়ালে, চিনি বলে, কথার ক'রে ছল।
ওমা, মিঠের লোভে, তিতো-মুখে, সারা দিনটা গেল॥
মা, খেল্‌বে ব'লে, ফাকি দিয়ে, নাবালে ভূতল।
এবার যে খেলা খেলালে, মাগো আশা না পূরিল॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হ'লো,
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল॥

শ্রীকুলচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

আপত্তিকারীগণের অভিপ্রেত যুক্তি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, সাংখ্যপ্রবচনের কপিল-প্রণীতত্ব সম্বন্ধে অনুকূল যুক্তি-প্রমাণ আছে কিনা। আমরা দেখিতে পাই, কপিলর্ষি আসুরি নামক এক ব্যক্তিকে সাংখ্যতত্ত্ব বলিয়াছিলেন; এ বিষয়ে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদন আছে। "পঞ্চমঃ কপিলোনাম সিদ্ধেশঃ কাল-বিপ্লুতং প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রাম-বিনির্ণয়ং" এই প্রথম স্কন্ধের শ্লোক হইতেই আমরা ইহা অবগত হইতে পারিয়াছি। ভাগবতে কপিলদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চমাবতাররূপে কথিত হইয়াছেন। ভগবান্ সত্যবতী-সুত বেদব্যাস মহাশয় সপ্তদশ অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অল্পপ্রজ্ঞপুরুষগণের সম্যক্ প্রকারে গভীর

স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহাও কোন বিশ্বাস্য বাক্য নহে। পঞ্চশিখের সময়ে সাংখ্যশাস্ত্র বিস্তৃতি লাভ করে; তজ্জন্যই ঐ সময় ঈশ্বর কৃষ্ণের নিকট বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। পঞ্চশিখের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটি সূত্র আমরা দেখিতে পাই; উহা বিশেষ উপাদেয় বলিয়া ব্যাসভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। পঞ্চশিখ কপিল-সূত্রগুলিকে লিপিবদ্ধ করেন, এবং নিজেও অনেকগুলি সূত্র প্রণয়ন-পূর্ব্বক সাংখ্যশাস্ত্রের উন্নতি সাধন করেন। পঞ্চশিখের সূত্র ঐরূপ সময়ে আবার অন্য কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। পঞ্চশিখ-সূত্রে সাংখ্য-প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

"সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তকঃ" একথা হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি, তাহার অনুশীলন করা যাউক। শাস্ত্র-প্রবৃত্তি ও মূলসূত্র রচনা একই তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। শাস্ত্র শব্দের অর্থ শাসনবাক্য। তাহা যে পূর্ব্বে সূত্রাকারে রচিত হইত, একথা বলা হইয়াছে। তাহাকে গ্রন্থ সংজ্ঞাও দেওয়া যাইতে পারে। তত্ত্বকৌমুদীকার বাচস্পতি মিশ্র মহোদয় শাস্ত্র শব্দে গ্রন্থই বুঝিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "নেদং প্রকরণং অপিতু শাস্ত্রমেবেদং" অর্থাৎ ইহা শাস্ত্র, প্রকরণ নহে। প্রকরণ গ্রন্থ-ভেদ। শাস্ত্র পদে তাঁহার যদি অন্য কিছু বুঝিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহাহইলে তিনি প্রকরণ নয়, একথা বলিতেন না। তাঁহার কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি "আর্য্যাসপ্ততি"কে প্রকরণ গ্রন্থ বলেন না; কেননা যাহাতে শাস্ত্রের একদেশ মাত্র সংগৃহীত হয় এবং বিচারিত হয়, সম্যক্‌রূপে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য সকল বিষয়ের আলোচনা হয় না, তাহাই প্রকরণ গ্রন্থ। * এখানে সাংখ্যশাস্ত্রের ষষ্ঠিপদার্থ সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা প্রকরণ নহে, শাস্ত্র। আমরা জানিতে পারিনা, বাচস্পতি মহোদয় ইহাকে "সংগ্রহ" গ্রন্থ না বলিয়া "শাস্ত্র" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন কেন? সাংখ্যশাস্ত্রের সকলপদার্থ ইহাতে বলা হয় নাই, একথা স্বয়ং ঈশ্বরকৃষ্ণই বলিতেছেন। বাচস্পতি মহাশয়ের সাম্প্রদায়িকতা হইতে আমরা ইহার গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করিব। এপর্য্যন্ত দ্বারা অনুমান করিতে পারা যায়, কপিল সাংখ্যসূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তবে সাংখ্যপ্রবচনই ঐ সূত্র-সমষ্টি কিনা, তাহার আন্দোলন করা আবশ্যক।

ঈশ্বরকৃষ্ণ "ষষ্ঠিতন্ত্র" নামক একখানি সাংখ্যদর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বাচস্পতি মহাশয় নামমাত্র শুনিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন সাংখ্যদর্শনের অপর পরিচয় অবগত ছিলেন না, কাজেই তিনি সে কথার আদৌ উল্লেখ করেন নাই। "সপ্তত্যাং কিলযেঽর্থাস্তে-ঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্ঠিতন্ত্রস্য, আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাদ-বিবর্জ্জিতাশ্চাপি।" এই

* শাস্ত্রৈকদেশসম্বন্ধঃ শাস্ত্র-কার্য্যান্তরে স্থিতঃ। আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ।—প্রকরণ-গ্রন্থের লক্ষণ।

কারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিতেছেন, সমগ্র ষষ্ঠি-তন্ত্রে যে সমস্ত পদার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই আর্য্যাসপ্ততিতে তাহাই উক্ত হইয়াছে। এরূপ না বলিলে কারিকার পদার্থ-স্থাপন-প্রণালী তাঁহার কপোলকল্পিত বলিয়া জনসাধারণে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে। এই আশঙ্কায়ই বলিতেছেন, মহামুনি-রচিত ষষ্ঠিতন্ত্র হইতেই ইহার পদার্থ সংগৃহীত। অতএব ইহা সাধারণের কথার ন্যায় উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। সাংখ্যপ্রবচন, ষষ্ঠিতন্ত্রের নামান্তর। ষষ্ঠিতন্ত্রের অর্থ—ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্র, অথবা যাহাতে ষষ্ঠিপদার্থই প্রধান, এরূপ শাস্ত্র, কিম্বা ষষ্ঠিপদার্থের সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র। (তন্ত্রং প্রধানে সিদ্ধান্তে)। সাংখ্যপ্রবচনেও ষষ্ঠিপদার্থের প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। ষষ্ঠিতন্ত্র শব্দের যেরূপ যোগার্থই গ্রহণ করা যাউক না, তাহাতে সাংখ্যপ্রবচন ভিন্ন অপর গ্রন্থ প্রতিপাদিত হইবে না। সাংখ্যকারিকা ব্যতীত ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক গ্রন্থ আর নাই, কেবল সাংখ্যপ্রবচনই আছে। সুতরাং সাংখ্যপ্রবচন যে কারিকার মূল এবং ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। পাতঞ্জলদর্শনে কৈবল্যপাদে ১৩সূ-ভাষ্যে ভগবান্ ব্যাসদেব "তথাচ শাস্ত্রানুশাসনং। গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকং॥" এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন। তত্ত্ববৈশারদীকার বাচস্পতি মহাশয় "অত্রৈব ষষ্ঠিতন্ত্রশাস্ত্রস্যানুশিষ্টিঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "গুণানাং পরমং রূপং', এই শ্লোকটীকে ব্যাসদেব শাস্ত্রানুশাসন বলিলেন। বাচস্পতি মিশ্র তাহাকে ষষ্ঠিতন্ত্র-শাস্ত্রের অনুশাসন বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। টিপ্পনীরচয়িতা মহামান্য বালরাম শাস্ত্রী মহোদয় "বার্ষগণ্যাচার্য্য-প্রণীত ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক সাংখ্যশাস্ত্রস্য" বলিয়া পরিস্ফুট-রূপে বুঝাইয়াদিলেন। ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক সাংখ্যশাস্ত্রই ষষ্ঠিতন্ত্র। কপিলাচার্য্যই বার্ষগণ্য। অনেক মহোদয় বার্ষগণ্যকে যোগাচার্য্য এবং ষষ্ঠিতন্ত্রকে যোগগ্রন্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। যোগদর্শনে ঐ ষষ্ঠিপদার্থ প্রতিপাদিত হয় নাই। সেই ষষ্ঠিপদার্থ কি এবং তাহা যেখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই যে ষষ্ঠিতন্ত্র, একথা ভোজরাজের বার্ত্তিক অবলম্বন করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করা যাইবে। মহামতিরা বার্ষগণ্যকে যোগাচার্য্য বলিবার কোনও প্রমাণ পাইয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। তবে যোগদর্শনে ষষ্ঠিপদার্থ প্রতিপাদন করা হয় নাই, ইহাই এপক্ষের অনুকূলে প্রমাণরূপে পরে প্রদর্শিত হইবে। ষষ্ঠিতন্ত্র কপিল-রচিত। আসুরি উহাই শিক্ষা করেন। অপরে উহা হইতে সংগ্রহ-শ্লোকাদি প্রণয়ন করেন, তাহাই ষষ্ঠিতন্ত্র-শাস্ত্রের অনুশাসন রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুশাসন শব্দের অর্থ শিষ্টের পুনর্ব্বার শাসন। বাচস্পতি তত্ত্ববৈশারদীতে লিখিয়াছেন, "শিষ্টস্য শাসনং অনুশাসনং" ষষ্ঠিতন্ত্রে যে পদার্থ শিষ্ট অর্থাৎ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, তাহার পুনর্ব্বার অন্যথা গ্রন্থা-কারে শাসনের নামই ষষ্ঠিতন্ত্রের অনুশাসন। যেরূপ যোগানুশাসন শব্দে হিরণ্যগর্ভাদি

হইতে পারে। বাচস্পতি ভোজরাজকৃত 'রাজবার্ত্তিক' নামক সাংখ্যবার্ত্তিকের ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বার্ত্তিকের শ্লোকটী অন্যত্র পাইয়াছিলেন, অথবা বার্ত্তিক দেখিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় না। বার্ত্তিককার যেরূপ স্বাধীনভাবে মতবাদের সমালোচনা করেন, তাহাতে বার্ত্তিকদর্শনে মূলগ্রন্থের সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া দুষ্কর। ভাষ্য-মত দূরে থাকুক, বার্ত্তিককার স্থানে স্থানে মূলসূত্রের স্বারসিক অর্থ এবং মূলকারের মতও দুষ্ট বলিয়া উপেক্ষা করেন এবং স্বমত-সংস্থাপনে যুক্তির সন্নিবেশ করেন। বার্ত্তিকগ্রন্থে * স্বাধীনতার উচ্ছৃঙ্খলভাব দৃষ্ট হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই বার্ত্তিককার এই রীতির অনুসরণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। বিজ্ঞানভিক্ষুর যোগবার্ত্তিক, উদ্যোতকরকৃত ন্যায়বার্ত্তিক, সুরেশ্বরের ভাষ্যবার্ত্তিক এবং কাত্যায়নের পাণিনীয়-বার্ত্তিক, ইহার প্রত্যেকটী এইরূপ স্বাধীনতার দৃষ্টান্তস্থল। ফলতঃ যাহাহউক, সমগ্র বার্ত্তিকের সহিত দেখাশুনা থাকিলে, বাচস্পতি ষষ্ঠিতন্ত্রের খবর পাইতেন। বার্ত্তিককার যে গ্রন্থের বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বহুবিষয় বার্ত্তিকে থাকা উচিত; কাজেই বাচস্পতি বার্ত্তিকের কিয়দংশ অথবা শ্লোকটী কোনও প্রকারে পাইয়াছিলেন।

ভোজরাজ সাংখ্যবার্ত্তিক রচনা করেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। এ আশঙ্কা সাধারণতঃই উদিত হইতে পারে। বিশেষতঃ তিনি পাতঞ্জলের ভোজবৃত্তি নামক যে ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন, তাহাতে লিখিয়াছেন "শব্দানামনুশাসনং বিদধতা পাতঞ্জলে কুর্ব্বতা, বৃত্তিং রাজমৃগাঙ্কসংজ্ঞকমপি ব্যাতন্বতা বৈদ্যকে, বাক্‌চেতোপুষাং মলঃফণভৃতাং ভর্ত্রেব যেনোজ্জিতস্তস্য শ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতের্বাচো জয়ন্ত্যুজ্জ্বলাঃ॥" ইহা হইতে তাঁহার শব্দানুশাসন, পাতঞ্জলবৃত্তি ও রাজমৃগাঙ্ক নামক বৈদ্যশাস্ত্র প্রণয়ন অবগত হওয়া যায়। সাংখ্যবার্ত্তিকের পরিচয় কিছুই নাই। এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, ভোজবৃত্তি রচনার পর রাজবার্ত্তিক রচিত হইয়াছে, সুতরাং বৃত্তিতে বার্ত্তিকের পরিচয় নাই। অথবা এ ভোজরাজ (বৃত্তিকার) হইতে বার্ত্তিককার ভোজরাজ অপর একজন ব্যক্তি। তত্ত্বকৌমুদীর ব্যাখ্যাকার "ভারতী যতি" মহোদয় "তথাচ রাজবার্ত্তিকং"—ইহার ব্যাখ্যায় ভোজরাজ-প্রণীত বার্ত্তিক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বার্ত্তিকগ্রন্থ মূল-সূত্রাদির পরিচয় প্রদান করে, অতএব এ বার্ত্তিক হইতেও সাংখ্যপ্রবচনের অস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে। সাংখ্যগ্রন্থই কারিকার মূলগ্রন্থ, অপর দর্শনের গ্রন্থ হইতে পারে না। তাহার অভিমত ষষ্ঠি পদার্থ দর্শনান্তরে বিবেচিত হওয়াও সম্ভব নয়। অপর দর্শনের বার্ত্তিক গ্রন্থও সাংখ্যশাস্ত্রাভিমত ষষ্ঠি পদার্থ প্রতিপাদনার্থে উদ্ধৃত হইতে পারে না। অতএব ভোজরাজ-বার্ত্তিক সাংখ্যবার্ত্তিক এবং ষষ্ঠিতন্ত্র সাংখ্যপ্রবচন, ইহা প্রতিপাদিত হইল।

* উক্তানুক্তদুরুক্তাদি চিন্তা যত্র প্রবর্ত্ততে, তং গ্রন্থং বার্ত্তিকম্প্রাহুর্বার্ত্তিকজ্ঞাঃ মনীষিণঃ। (বার্ত্তিকলক্ষণ।)

পূর্ব্বে যে আপত্তিকারীর পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, সাংখ্যপ্রবচন কপিল-রচিত সাংখ্যদর্শন হইলে, তাহা বিদ্যমান থাকিতেও সাংখ্যশাস্ত্র "কলাবশেষ"ও "ভক্ষিত" হইয়াছে বলা অসঙ্গত। তাহাতেও একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিজ্ঞানভিক্ষুর অপরাধ বোধ হইবে না। যে সাংখ্যশাস্ত্র বেদে, উপনিষদে, ইতিহাসে, পুরাণের সর্ব্বাঙ্গে, সমাদরে স্থান লাভ করিয়াছে, যাহার পূর্ব্বকালীন-গৌরবভাতি ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত অতিক্রম করিয়াও ছুটিতে ছিল; অদ্যাপি সমগ্র সভ্য-জগতের নির্ম্মল-গগনে যাহার বিমল প্রভা মধ্যে মধ্যে বিজলী-চমকের ন্যায় জনগণের নয়নরঞ্জন করে, এবং হৃদয়-স্তম্ভন করে, তাহারই,—যাহা সহস্র সহস্র বৎসর হইতে ভারতবর্ষে বিচারিত হইতেছিল, সেই সাংখ্যদর্শনেরই,—২।৩ খানি অপরিস্ফুট (টীকা ও মূলসমযোগে) গ্রন্থ-রূপে শেষিত হইয়া যাওয়াকে বিজ্ঞানভিক্ষু কি পূর্ণিমা বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন? বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্য রচনাকালে তত্ত্বসমাস, সাংখ্যপ্রবচন, তাহার অনিরুদ্ধভট্টকৃত বৃত্তি এবং মহাদেবকৃত বৃত্তিসার ও কারিকা এবং তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি তাহার ২।১ খানি ব্যাখ্যা-পুস্তক, আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটি পঞ্চশিখ-সূত্র ব্যতীত আর কিছুই পাইয়াছিলেন না। তিনি "সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য" এবং "সাংখ্যসার" নামক আর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত যোগদর্শনের বার্ত্তিক রচনা করেন। ব্রহ্ম-মীমাংসার (বেদান্ত দর্শনের) ভাষ্য রচনা করেন, একথা তাঁহার সাংখ্যভাষ্য এবং যোগবার্ত্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার ব্রহ্ম-মীমাংসা-ভাষ্য অদ্যাপি পাওয়া যাইতেছে না। বিজ্ঞানভিক্ষু মহাশয় সাংখ্যশাস্ত্রকে কলাবশেষিত রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের সহিত উপমা করিয়া অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হওয়া দূরে থাকুক, বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন জন্য প্রশংসিত হওয়াই উচিত। সুধাকরের রাহুগ্রাস—পরক্ষণেই তাঁহার চারু-চন্দ্রিকাময়-মূর্ত্তি-দর্শনে আমরা আনন্দে আপ্লাবিত হইয়া ভুলিয়া যাই, কিন্তু সাংখ্য-দর্শনের প্রাচীন অমূল্যগ্রন্থ পঞ্চশিখ-সূত্রাদি—যাহা চিরদিনের জন্য নিয়তির ক্রোড়ে বিলীন হইয়াছে,—যে অভাব এ জীবনে পূরিবেনা,—তাহার কথা অন্তরে উদিত হইলে, কোন্ আর্য্যসন্তান অশ্রু-বারি সম্বরণ করিতে পারিবেন? বিজ্ঞানাচার্য্যের ভাষ্য-বাক্যামৃতে, উহা যে কোনও প্রকারেই হউক না কেন—সজীব হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই কঙ্কালমাত্রাবশেষিত-দেহের পূর্ণিমা বোধ হয় আর ঘটিবে না। সূত্রে সমস্ত পদার্থতত্ত্বই নিহিত আছে, কিন্তু তাহা আপনা হইতে স্ফুরিত হইবে না। সূত্র কামদুঘ, তাহাকে দোহন করিয়া পঞ্চশিখ প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে অমৃতরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সময়ের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে; কত জীব কণিকামাত্রে অমরকীর্ত্তিভাগী হইয়াছে; দুর্ভাগ্য আমরা—দরিদ্র হইয়াছি। সূত্র হইতে অমৃত দোহনের সাধ্য নাই। নিষ্পেষণ করিতে জানি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার উপযোগ নাই। কাজেই বিজ্ঞানভিক্ষু সূত্র সত্ত্বেও সাংখ্যদর্শন-সম্প্রদায়ের দিকে তাকাইতে গিয়া হতাশ-প্রাণে বলিয়াছেন "কালার্কভক্ষিতং"। আবার

কর্ত্তৃক উপনিষৎ ও সংহিতাদিতে যে যোগ শিষ্ট অর্থাৎ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, তাহাই অনন্তদেব যোগ-দর্শনাকারে পুনর্ব্বার ব্যবস্থাপন করেন, এজন্যই পাতঞ্জলের নাম যোগানুশাসন। পাণিনীয় শব্দানুশাসনও সেইরূপ। পূর্ব্বাচার্য্য-গ্রন্থে যে সকল শব্দ যাদৃশরূপে সংস্কৃত অথবা ব্যুৎপাদিত হইয়াছিল, বররুচি প্রভৃতি তাহারই পুনর্ব্বার শাসন-বিধি গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করেন, সুতরাং শিষ্টের পুনঃশাসনই অনুশাসন। অতএব ঐ অনুশাসন শাস্ত্রের শ্লোকটিকে সাংখ্যসূত্র বলিয়া ভ্রম হইবার কারণ নাই।

ষষ্ঠিতন্ত্র অপর একখানি সাংখ্যদর্শন এবং বার্ষগণ্য অপর একজন সাংখ্যাচার্য্য, এরূপ মতবাদও অযুক্ত; কেননা বার্ষগণ্য অপর কেহ হইলে, তিনি ব্যাসাদির পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা পরকালীন, ইহা নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। যখন ব্যাসদেব তাঁহার গ্রন্থের—অনুশাসন গ্রন্থের শ্লোক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন যে তিনি বহুপূর্ব্ব-কালের, তাহাতে আর সন্দেহ পরলক্ষিত হইতে পারে না। এরূপ প্রাচীন আচার্য্য হইলে, যেরূপ কপিলকে সাংখ্যাচার্য্য বলিয়া পুরাণাদিতে এবং অন্যান্য গ্রন্থে বলা হইয়াছে, তাঁহাকে সেরূপ বলা হয় নাই কেন? ধর্ম্মবিপ্লবে তাঁহার গ্রন্থ বিলীন হউক, কিন্তু তাঁহার নামটিও পুরাতত্ত্ব হইতে উঠিয়া যাওয়া অসম্ভব। কপিল আসুরি পঞ্চশিখ ভিন্ন আর কোনও প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেদব্যাস যাঁহার বাক্যের প্রতিধ্বনিকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন, তিনি ইদানীন্তন বার্ষগণ্য হইতে পারেন না; বিশেষতঃ সাংখ্যপ্রবচনেই ষষ্ঠিপদার্থ-বিচার বিদ্যমান। অনুশাসন শাস্ত্রের শ্লোকটি যে ষষ্ঠিতন্ত্রের (সাংখ্যপ্রবচনের) সূত্র হইতে সংগৃহীত, তাহা পরে বিবেচিত হইবে। আরও এখানে বলা আবশ্যক, বাচস্পতি মহোদয় ও বালরাম শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত কয়েকটি অক্ষর বিন্যাস ব্যতীত "শাস্ত্র" শব্দে ষষ্ঠিতন্ত্র বুঝিবার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাহাহউক, ঋষিগণের দুইটি নাম থাকা ও গ্রন্থের দুইটি নাম থাকা একান্ত অসম্ভব নয়। দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি গৌতম, তিনিই অক্ষপাদ ও অক্ষচরণ নামে খ্যাত, এবং কণাদ মহাশয় কণভক্ষ ও ঔলুক্য নামে অভিহিত। সাংখ্যকারিকা, সাংখ্যসপ্ততি, আর্য্যাসপ্ততি, একই গ্রন্থের নাম। চণ্ডী ও সপ্তশতী একই গ্রন্থের নাম-ভেদ। বেদান্ত-দর্শন ও ব্রহ্মসূত্র একই। বিশেষতঃ সাংখ্যপ্রবচনে ষষ্ঠিতন্ত্রের যোগার্থ লভ্য ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদকতাও রহিয়াছে। ইহা একটি সমীচীন প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হওয়া উচিত। ঈশ্বরকৃষ্ণ ষষ্ঠিতন্ত্রের তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। বাচস্পতি নামমাত্র শুনিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মগ্রহণের বহুবর্ষ পূর্ব্বেই উহা অদর্শন-নগরের অধিবাসী হইয়াছিল। ষষ্ঠি-তন্ত্রের ষষ্ঠিপদার্থ প্রতিপাদন করিতে তিনি ভোজরাজকৃত রাজবার্ত্তিকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ষষ্ঠিতন্ত্র তাঁহার পরিচিত হইলে, তিনি সম্ভবতঃ তাহাহইতেই ষষ্ঠিপদার্থ

প্রদর্শন করিতেন। রাজবার্ত্তিকে যে ষষ্ঠিপদার্থ বলা হইয়াছে, তাহা ষষ্ঠিতন্ত্র-সম্মত ষষ্ঠিপদার্থ কিনা, এই সন্দেহ নিরাসের জন্য অন্ততঃ ষষ্ঠিতন্ত্রের একটী সূত্রও উল্লিখিত হইলে, বাচস্পতির দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ ঘটিত। বাচস্পতির সহিত ষষ্ঠিতন্ত্রের পরিচয় নাই, সুতরাং ঐ কারিকার ব্যাখ্যায় তিনি নির্ব্বাক্ হইয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। যদি ষষ্ঠিতন্ত্র সাংখ্যপ্রবচন হইতে ভিন্ন, এরূপও তাঁহার জানা থাকিত, তাহাহইলে তিনি ষষ্ঠিতন্ত্রের পরিচয়ের আভাস দিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার অনেক পূর্ব্বে উহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু নামটির অস্তিত্ব গিয়াছিল না; এইজন্য নাম জানিতেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ-কারিকার "আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি" এই অংশ ব্যাখ্যা করিলে, ষষ্ঠিতন্ত্র যে সাংখ্যপ্রবচন, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিবে না। ষষ্ঠিতন্ত্রের সমস্ত পদার্থ আর্য্যাসপ্ততিতে বলা হইয়াছে, এই কথা বলিয়া ঈশ্বরকৃষ্ণ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। ষষ্ঠিতন্ত্রের আখ্যায়িকাধ্যায় ও পরপক্ষনির্জ্জয়াধ্যায়ের কিছুই তিনি আর্য্যায় লেখেন নাই, সুতরাং পক্ষান্তরে মিথ্যা কথাই বলা হইল দেখিয়া লিখিলেন, "আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি"—অর্থাৎ আখ্যায়িকা এবং পরবাদ ব্যতীত সমস্তই আর্য্যায় লিখিত হইয়াছে। এই সাংখ্যপ্রবচন বা ষষ্ঠিতন্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে বিষয়-নিরূপণ, দ্বিতীয়াধ্যায়ে—প্রধানকার্য্য-নির্ব্বাচন, তৃতীয়ে—বৈরাগ্যস্থাপন; চতুর্থে—আত্মজ্ঞানোপযোগী আখ্যায়িকা সকলের উদাহরণ, পঞ্চমে—পরপক্ষ ও তন্নির্জ্জয়, ষষ্ঠে উক্তাংশের বিস্তার ও অনুক্ত যুক্ত্যাদির উপন্যাস দ্বারা সকল শাস্ত্রার্থের সঙ্কলন করা হইয়াছে। আখ্যায়িকাংশই সাংখ্যদর্শনের অসাধারণ চিহ্ন। অপর কোনও দর্শনে এরূপ আখ্যায়িকাধ্যায় দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ কারিকায় আখ্যায়িকাদি নাই। বাচস্পতি মহাশয় "আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ" ইত্যাদি অংশের আদৌ ব্যাখ্যা করেন নাই। এখন বুঝা যাইতেছে, যে সাংখ্যদর্শন অথবা ষষ্ঠিতন্ত্রের কথা ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন, তাহা কপিল-প্রণীত সাংখ্যপ্রবচন; যোগদর্শন অথবা অপর গ্রন্থ নহে। আখ্যায়িকা এবং ষষ্ঠিপদার্থ প্রতিপাদনই সাংখ্যদর্শনের ইতর-ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম; এই আশঙ্কা (যোগদর্শনকে ষষ্ঠিতন্ত্র অথবা সাংখ্যপ্রবচন বলিবার আশঙ্কা) নিরসনার্থই পাতঞ্জলদর্শনের পাদশেষে "পাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে" লেখা হইতেছে; নচেৎ 'সাংখ্যপ্রবচন' বলিলেই চলিত। কাপিল সাংখ্যপ্রবচন অথবা ষষ্ঠিতন্ত্র নামে গ্রন্থের বিদ্য-মানতা প্রমাণ করিতেই ব্যাসদেব এরূপ লিখিয়াছেন।

আপত্তি হইতে পারে, ব্যাসদেব অনুশাসনের প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া ষষ্ঠি-তন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেই পারিতেন। কিন্তু এখানে বিবেচনা করা আবশ্যক, তাহাতে সূত্রের যতটুকু গৌরবের কথা বলা হইত, ইহাহইতে তদপেক্ষা অধিক হইয়াছে। যে ষষ্ঠিতন্ত্রের অনুশাসনগ্রন্থ হইতে ব্যাসদেব প্রামাণ্যসংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যে কতদূর উচ্চতর সোপানে স্থান পাইবার যোগ্য, তাহা সহসাই বিবেচিত

হইতে পারে। বাচস্পতি ভোজরাজকৃত 'রাজবার্ত্তিক' নামক সাংখ্যবার্ত্তিকের ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বার্ত্তিকের শ্লোকটী অন্যত্র পাইয়াছিলেন, অথবা বার্ত্তিক দেখিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় না। বার্ত্তিককার যেরূপ স্বাধীনভাবে মতবাদের সমালোচনা করেন, তাহাতে বার্ত্তিকদর্শনে মূলগ্রন্থের সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া দুষ্কর। ভাষ্য-মত দূরে থাকুক, বার্ত্তিককার স্থানে স্থানে মূলসূত্রের স্বারসিক অর্থ এবং মূলকারের মতও দুষ্ট বলিয়া উপেক্ষা করেন এবং স্বমত-সংস্থাপনে যুক্তির সন্নিবেশ করেন। বার্ত্তিকগ্রন্থে * স্বাধীনতার উচ্ছৃঙ্খলভাব দৃষ্ট হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই বার্ত্তিককার এই রীতির অনুসরণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। বিজ্ঞানভিক্ষুর যোগবার্ত্তিক, উদ্যোতকরকৃত ন্যায়বার্ত্তিক, সুরেশ্বরের ভাষ্যবার্ত্তিক এবং কাত্যায়নের পাণিনীয়-বার্ত্তিক, ইহার প্রত্যেকটী এইরূপ স্বাধীনতার দৃষ্টান্তস্থল। ফলতঃ যাহাহউক, সমগ্রবার্ত্তিকের সহিত দেখাশুনা থাকিলে, বাচস্পতি ষষ্ঠিতন্ত্রের খবর পাইতেন। বার্ত্তিককার যে গ্রন্থের বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বহুবিষয় বার্ত্তিকে থাকা উচিত; কাজেই বাচস্পতি বার্ত্তিকের কিয়দংশ অথবা শ্লোকটী কোনও প্রকারে পাইয়াছিলেন।

ভোজরাজ সাংখ্যবার্ত্তিক রচনা করেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। এ আশঙ্কা সাধারণতঃই উদিত হইতে পারে। বিশেষতঃ তিনি পাতঞ্জলের ভোজবৃত্তি নামক যে ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন, তাহাতে লিখিয়াছেন "শব্দানামনুশাসনং বিদধতা পাতঞ্জলে কুর্ব্বতা, বৃত্তিং রাজমৃগাঙ্কসংজ্ঞকমপি ব্যাতন্বতা বৈদ্যকে, বাক্‌চেতোপুষাং মলঃফণভৃতাং ভর্ত্রেব যেনোজ্জিতস্তস্য শ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতের্বাচো জয়ন্ত্যুজ্জ্বলাঃ॥" ইহা হইতে তাঁহার শব্দানুশাসন, পাতঞ্জলবৃত্তি ও রাজমৃগাঙ্ক নামক বৈদ্যশাস্ত্র প্রণয়ন অবগত হওয়া যায়। সাংখ্যবার্ত্তিকের পরিচয় কিছুই নাই। এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, ভোজবৃত্তি রচনার পর রাজবার্ত্তিক রচিত হইয়াছে, সুতরাং বৃত্তিতে বার্ত্তিকের পরিচয় নাই। অথবা এ ভোজরাজ (বৃত্তিকার) হইতে বার্ত্তিককার ভোজরাজ অপর একজন ব্যক্তি। তত্ত্বকৌমুদীর ব্যাখ্যাকার "ভারতী যতি" মহোদয় "তথাচ রাজবার্ত্তিকং"—ইহার ব্যাখ্যায় ভোজরাজ-প্রণীত বার্ত্তিক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বার্ত্তিকগ্রন্থ মূল-সূত্রাদির পরিচয় প্রদান করে, অতএব এ বার্ত্তিক হইতেও সাংখ্যপ্রবচনের অস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে। সাংখ্যগ্রন্থই কারিকার মূলগ্রন্থ, অপর দর্শনের গ্রন্থ হইতে পারে না। তাহার অভিমত ষষ্ঠি পদার্থ দর্শনান্তরে বিবেচিত হওয়াও সম্ভব নয়। অপর দর্শনের বার্ত্তিক গ্রন্থও সাংখ্যশাস্ত্রাভিমত ষষ্ঠি পদার্থ প্রতিপাদনার্থে উদ্ধৃত হইতে পারে না। অতএব ভোজরাজ-বার্ত্তিক সাংখ্যবার্ত্তিক এবং ষষ্ঠিতন্ত্র সাংখ্যপ্রবচন, ইহা প্রতিপাদিত হইল।

* উক্তানুক্তদুরুক্তাদি চিন্তা যত্র প্রবর্ত্ততে, তং গ্রন্থং বার্ত্তিকপ্রাহুর্বার্ত্তিকজ্ঞাঃ মনীষিণঃ। (বার্ত্তিকলক্ষণ।)

পূর্ব্বে যে আপত্তিকারীর পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, সাংখ্যপ্রবচন কপিল-রচিত সাংখ্যদর্শন হইলে, তাহা বিদ্যমান থাকিতেও সাংখ্যশাস্ত্র "কলাবশেষ"ও "ভক্ষিত" হইয়াছে বলা অসঙ্গত। তাহাতেও একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিজ্ঞানভিক্ষুর অপরাধ বোধ হইবে না। যে সাংখ্যশাস্ত্র বেদে, উপনিষদে, ইতিহাসে, পুরাণের সর্ব্বাঙ্গে, সমাদরে স্থান লাভ করিয়াছে, যাহার পূর্ব্বকালীন-গৌরবভাতি ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত অতিক্রম করিয়াও ছুটিতে ছিল; অদ্যাপি সমগ্র সভ্য-জগতের নির্ম্মল-গগনে যাহার বিমল প্রভা মধ্যে মধ্যে বিজলী-চমকের ন্যায় জনগণের নয়নরঞ্জন করে, এবং হৃদয়-স্তম্ভন করে, তাহারই,—যাহা সহস্র সহস্র বৎসর হইতে ভারতবর্ষে বিচারিত হইতেছিল, সেই সাংখ্যদর্শনেরই,—২।৩ খানি অপরিস্ফুট (টীকা ও মূলসমযোগে) গ্রন্থ-রূপে শেষিত হইয়া যাওয়াকে বিজ্ঞানভিক্ষু কি পূর্ণিমা বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন? বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্য রচনাকালে তত্ত্বসমাস, সাংখ্যপ্রবচন, তাহার অনিরুদ্ধভট্টকৃত বৃত্তি এবং মহাদেবকৃত বৃত্তিসার ও কারিকা এবং তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি তাহার ২।১ খানি ব্যাখ্যা-পুস্তক, আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটি পঞ্চশিখ-সূত্র ব্যতীত আর কিছুই পাইয়াছিলেন না। তিনি "সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য" এবং "সাংখ্যসার" নামক আর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত যোগদর্শনের বার্ত্তিক রচনা করেন। ব্রহ্ম-মীমাংসার (বেদান্ত দর্শনের) ভাষ্য রচনা করেন, একথা তাঁহার সাংখ্যভাষ্য এবং যোগবার্ত্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার ব্রহ্ম-মীমাংসা-ভাষ্য অদ্যাপি পাওয়া যাইতেছে না। বিজ্ঞানভিক্ষু মহাশয় সাংখ্যশাস্ত্রকে কলাবশেষিত রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের সহিত উপমা করিয়া অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হওয়া দূরে থাকুক, বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন জন্য প্রশংসিত হওয়াই উচিত। সুধাকরের রাহুগ্রাস—পরক্ষণেই তাঁহার চারু-চন্দ্রিকাময়-মূর্ত্তি-দর্শনে আমরা আনন্দে আপ্লাবিত হইয়া ভুলিয়া যাই, কিন্তু সাংখ্য-দর্শনের প্রাচীন অমূল্যগ্রন্থ পঞ্চশিখ-সূত্রাদি—যাহা চিরদিনের জন্য নিয়তির ক্রোড়ে বিলীন হইয়াছে,—যে অভাব এ জীবনে পূরিবেনা,—তাহার কথা অন্তরে উদিত হইলে, কোন্ আর্য্যসন্তান অশ্রু-বারি সম্বরণ করিতে পারিবেন? বিজ্ঞানাচার্য্যের ভাষ্য-বাক্যামৃতে, উহা যে কোনও প্রকারেই হউক না কেন—সজীব হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই কঙ্কালমাত্রাবশেষিত-দেহের পূর্ণিমা বোধ হয় আর ঘটিবে না। সূত্রে সমস্ত পদার্থতত্ত্বই নিহিত আছে, কিন্তু তাহা আপনা হইতে স্ফুরিত হইবে না। সূত্র কামদুঘ, তাহাকে দোহন করিয়া পঞ্চশিখ প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে অমৃতরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সময়ের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে; কত জীব কণিকামাত্রে অমরকীর্ত্তিভাগী হইয়াছে; দুর্ভাগ্য আমরা—দরিদ্র হইয়াছি। সূত্র হইতে অমৃত দোহনের সাধ্য নাই। নিষ্পেষণ করিতে জানি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার উপযোগ নাই। কাজেই বিজ্ঞানভিক্ষু সূত্র সত্ত্বেও সাংখ্যদর্শন-সম্প্রদায়ের দিকে তাকাইতে গিয়া হতাশ-প্রাণে বলিয়াছেন "কালার্কভক্ষিতং"। আবার

প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বপ্রতিভাবলে বলিয়াছেন,—"পূরয়িষ্যে বচোংমৃতৈঃ।"

'সাংখ্যপ্রবচন' যে "ঈশ্বর-কৃষ্ণ" মহোদয়ের অনুমোদিত এবং নানা কারণে সমীচীন গ্রন্থ, তাহা দেখান হইয়াছে; তবে সম্প্রতি, সেই প্রবলতর তর্কের প্রতিকূলে এই প্রমাণ-বাক্যাদি দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম কিনা, তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথম আপত্তিকারীর উপযুক্ত যুক্তি সম্বন্ধেই আলোচনা করা আবশ্যক। প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচক, নব্যস্মার্ত্ত ও প্রাচীন দার্শনিকগণ, কেহই সাংখ্যপ্রবচনের সংবাদ রাখেন না। ইহার কারণাবধারণ করিতে হইলে দেখা আবশ্যক, উঁহাদিগের আবির্ভাব-সময়ের সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রচার-সময়ের কত অন্তর। কপিলাচার্য্য ব্যাসাদির বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, একথা স্বীকার্য্য। যৎকালে বিস্তৃত ভারতক্ষেত্রে সাংখ্যদর্শনের অটল-সিংহাসন অধিষ্ঠিত ছিল, তখনই অপর দর্শনের আধিপত্য-বিস্তার আরম্ভ হয় নাই। সাংখ্য-দর্শনের মূল গ্রন্থ তত্ত্বসমাসে পরমত উল্লিখিত হয় নাই। তৎকালে এদেশে অপর দার্শনিকগণের প্রাধান্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইন্দ্রিয়াদির "আহঙ্কারিকত্ব" কাল-ক্রমে লোকের অশ্রদ্ধার দ্রব্য হইয়া পড়িল। তখন ভারতে ভূতবিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। ইন্দ্রিয়গণ "ভূত" হইতে উৎপন্ন, এরূপ সিদ্ধান্ত ভৌতিক মতের চরম অবধারণ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইল। সুশ্রুত-সংহিতায় সূত্রস্থানে সাংখ্যমতই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দর্শনান্তরের মতবাদ পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদব্যাসের সময় হইতে বেদান্ত-মত পুরাণে প্রবিষ্ট হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই বেদান্ত এবং সাংখ্যমত ও উভয় মতের সমবায় দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ এইরূপেই রচিত। প্রথমতঃ, চিকিৎসাশাস্ত্র—অর্থাৎ দেশীয় রসায়ন এবং ভূতবিজ্ঞান ও শারীরিক বিজ্ঞান একটু একটু বিস্তৃতি লাভ করে, তখনই সাংখ্যদর্শনের অবনতির আরম্ভ হয়; কারণ সাংখ্যাচার্য্যেরা দৃষ্ট উপায় দ্বারা দুঃখের অতিশয় নিবৃত্তি হওয়া স্বীকার করেন না; তাঁহারা রোগোপশমের জন্য রসায়ন-ব্যবস্থা ভালবাসিতেন না। পুনর্ব্বার দুঃখ হইবে, এই ভয়ে বাহ্য উপায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আন্তর যোগোপায়—অর্থাৎ "প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বাবগম" তাঁহারা ভবরোগ-শান্তির উপায় বলিতেন। সুতরাংই দৃষ্ট-প্রতীকারেচ্ছু-চিকিৎসক আপাততঃই সাংখ্যশাস্ত্রের উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরলোকাদি অপ্রত্যক্ষ পদার্থের মঙ্গল-সাধন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, সাংখ্যদর্শনের অনুষ্ঠান আংশিক লোপপ্রাপ্ত হইল। সেই নির্ব্বাণপ্রায় দীপশিখায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইতে লাগিল। সমাজ ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ হইয়া গেল। বেদান্তদর্শনও নিবু নিবু ভাবে আপন প্রভায় জ্বলিতে থাকিল। এই বিপ্লবে ধর্ম্ম-শাস্ত্র একরূপ অস্তিত্বশূন্য হইয়া গেল। তখন সুদূরদেশও বৌদ্ধধর্ম্মের বিজ্ঞানবাদ অকাতরে অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। অমাদের দুরদৃষ্টের দুরন্ত পরিণাম উপস্থিত হইল। অমূল্য রত্নরাজির ন্যায় গ্রন্থ সকল চিরদিনের জন্য কালের কবলে

বিলীন হইল। এই সময় অদম্য-উদ্যম ও অসাধারণ-প্রতিভা লইয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভারতে অবতীর্ণ হন; তাঁহার অনির্ব্বচনীয় প্রতিভা-তেজঃ সহ্য করিতে অক্ষম বৌদ্ধেরা ভীত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিল। তাহারা অনন্তকালের জন্য ভারতের আশা বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইল। শঙ্করাচার্য্য "ভাষ্য" প্রণয়নপূর্ব্বক বেদান্ত-দর্শনকে জীবিত করেন, উপনিষদের স্বমতে ব্যাখ্যা করেন। পরন্তু শিষ্যাদি-সমভি-ব্যাহারে তিনি সমগ্র ভারতে বিজয়ার্থ ভ্রমণ করেন। প্রায় সমস্ত দেশেই তাঁহার প্রণীত ভাষ্য এবং তাঁহার সন্ন্যাসের নব-বিধান স্বীকৃত হয়। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী সন্ন্যাসীগণের গ্রন্থই বেদান্ত গ্রন্থ। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-শূন্য অদ্বৈতবাদী বেদান্ত-সম্প্রদায়ের দার্শনিক দেখা যায় না। তাঁহার মত ভারতের মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হয়।

প্রকৃতি-প্রধান সাংখ্যশাস্ত্র জড়তত্ত্বেরই পক্ষপাতী। চৈতন্যের অবস্থিতি ব্যতিরেকে জড়ের কার্য্যকারিতার বিলোপ হয়, চৈতন্যের সান্নিধ্যে জড় পদার্থের কম্পন; বস্তুতঃ জড়জগৎ চৈতন্যকে ছাড়িয়া আপনার সত্তাই হারাইয়া ফেলে। এইরূপ আনুগত্য সত্ত্বেও সাংখ্যশাস্ত্রে "চৈতন্য" একটি প্রধান তত্ত্ব বলিয়া কথিত হয় নাই। জড়তত্ত্বকেই "প্রধান" সমাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইহার কারণ পরে বিবৃত হইবে। ফলতঃ বৌদ্ধ-সঙ্ঘর্ষণে জড়বাদ বলিয়াই এ শাস্ত্র একেবারে অদর্শনপ্রাপ্ত হয়। বেদান্ত-মত (শাঙ্করমত) বৌদ্ধ মতের সহিত বিশেষরূপে সংসৃষ্ট, এ কথা বিজ্ঞানভিক্ষুর মতাবলম্বনে প্রদর্শিত হইবে। বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ যতদিন এদেশে ছিল, ততদিন বেদান্ত ব্যতীত অপর শাস্ত্রের সম্মান দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ-পরাভবের সহিত ন্যায়-মতের অপেক্ষা-কৃত বিস্তৃতি হয়, কিন্তু তাহা শঙ্করের সমসময়ে নহে। শঙ্করের সময় হইতেই বৌদ্ধ-গণ পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করে, পরে অবসরে তাহারা বিচারার্থ ভারতীয়দিগকে বারম্বার আহ্বান করিত এবং অনেক সময় কর্ম্মিসম্প্রদায়ের (মীমাংসক) লোকদিগকে পরাভূতও করিত। শঙ্করের জ্ঞানবাদে বৌদ্ধগণের দ্বারা অপরাভূত কর্ম্মিগণ অনেকে অনুমোদন করিয়াছিল। অনেকে পুনর্ব্বার-বৌদ্ধ-সমাগমে পরাজিত হইয়া অর্দ্ধ-বৌদ্ধ হইয়া ভারতে অবস্থান করিতে লাগিল। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উপনিবেশ-পরিবর্ত্তনাদি নানা কারণে, গ্রন্থ প্রভৃতি অনেক সম্বল নষ্ট হইলে, ক্রমশঃ তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের যশোভাতি বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গ বহিয়া গেলে দেশে বেদান্ত-দর্শনের আদর সম্ভব, কেননা বৌদ্ধ-মতের সহিত উহার নিকট সম্বন্ধ। লোকের নিকট তখন ঐরূপই ভাল লাগিতে লাগিল। বিশেষতঃ শঙ্করাচার্য্য-মতের নবীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই নৈষ্কর্ম্ম্য শিক্ষা দিয়া বৌদ্ধানুমোদিত "কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করা" সমর্থন করেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিতে লোকের নূতন কিছু করিতে হইল না, কেবল মুখে মুখে গোটাকতক মতবাদ স্বীকার করিতে হইল।

এ অবস্থায় সাংখ্যদর্শনের আলোচনা দূরে থাকুক, উহার আরও প্রবলতর অনিষ্ট সাধিত হইল। ভগবান্ শঙ্কর সাংখ্যমতের ঘোর প্রতিপক্ষ ছিলেন। অপরাপর ভাষ্যকারেরা যে সকল সূত্রের ব্যাখ্যাদ্বারা স্বভাববাদ—মায়াবাদ প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি সেইসকল সূত্রদ্বারাই সাংখ্যমতে দোষার্পণ করিয়াছেন। তিনি যে সাংখ্যমতের প্রতিবাদী, তাহাতে বিশেষ সুযুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সামাজিক লোক জড়জগতের একটী পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তবে তাঁহার বিজ্ঞানবাদ ভিত্তিশূন্য হইয়া যাইবে। পরন্তু সাংখ্যবাদে তাঁহার অনুমোদন থাকিতে পারে না। কেননা তিনি সাংখ্যাচার্য্যগণের নিকট বৌদ্ধসম্প্রদায়ের লোক বলিয়াই কথিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ জড়জগতের ভ্রমকল্পিততাবাদী শঙ্করাচার্য্য সৎকার্য্যবাদীর শত্রু। তিনি প্রথমে ভাষ্যাদিপ্রণয়ন করিতে গিয়া সাংখ্যমতের খণ্ডন করিলেন। যদি সর্ব্বজ্ঞ আদি বিদ্বান্ কপিলর্ষি-প্রণীত একখানি গ্রন্থের অস্তিত্ব উঁহাকে স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে স্বমতস্থাপন কষ্টকর। কেননা সর্ব্বজ্ঞ ঋষি মহোদয় ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত সূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, একথা বলিলেই হস্ততাড়নে অভিনন্দিত হইতে হয়! পরন্তু ইহাকে স্বমতে ব্যাখ্যা করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই শঙ্কর অবগত থাকিলেও সাংখ্যদর্শনের নামোল্লেখও করেন নাই। প্রাচীন কালে বিরুদ্ধমতবাদের গ্রন্থ নষ্ট করিবারও রীতি ছিল, কিন্তু অসাধারণ ধীমান শঙ্কর সে জঘন্য রীতির অনুসরণ করেন নাই। নামোল্লেখ না করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন।

শঙ্কর সাংখ্যমতের শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়া তাহার অনার্থ ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। ইহাহইতেই তাঁহার সাংখ্যপ্রবচন জ্ঞাত থাকার আভাস পাওয়া যায়। কারিকার শ্রুতিসমন্বয় করা হয় নাই। এজন্য যিনি শ্রুতি-প্রামাণ্যেরই অঙ্গীকার করিয়া অপর প্রমাণের লঘুতা নির্ব্বাচন করিয়াছেন, সেই শঙ্কর মহোদয়ের ঐ গ্রন্থ হইতে "আর্ষ্যা" উদ্ধৃত করা একরূপ উপহাস করাই হইয়াছে। তিনি কারিকার শত্রু ছিলেন না, বরং মিত্রই ছিলেন। কেবল মাত্র কারিকাই প্রচলিত থাকিলে, তিনি ভাষ্যে যাহার জন্য বহুপরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সফল হয়। লোকে দেখিতে পাইবে যে, কারিকায় বাস্তবিকই শ্রুতি-সমন্বয় নাই। ইহাই আবার একমাত্র গ্রন্থ; সুতরাং সাংখ্যমত শ্রৌত নহে। ভাষ্যাবলম্বনে ইহার শ্রৌতত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা যাইবে। কারিকায়ও প্রচ্ছন্নভাবে শ্রৌত বলিয়া বলা হইয়াছে, তাহা আমরা সময়ান্তরে আলোচনা করিব যাহাহউক, সাংখ্যপ্রবচনের নামোল্লেখ না করা এবং কপিলপ্রণীত গ্রন্থের বিষয় আলোচনা করিতেই বিরত থাকা, এক কথা। শঙ্কর ইষ্টসিদ্ধির জন্য এরূপ প্রচ্ছন্নতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাংখ্যকারিকার অস্তিত্বস্বীকারে তাঁহার লাভ ছিল, একথা বলা হইয়াছে। কাজেই আমরা শঙ্করের সময় হইতে কারিকা ভিন্ন কিছুই পাই না।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সময়ে সাংখ্যভাষ্য প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যাইতেছে, তাহার কোনওখানি রচিত হইতে বাঁকি ছিল না। কিন্তু এদেশে তখনও নব্যন্যায়-চর্চ্চা ব্যতীত অপর দার্শনিক-চর্চ্চার আরম্ভ হয় নাই। কাজেই তিনি উহা প্রাপ্ত হন নাই। তত্ত্বকৌমুদীকে তিনি প্রকারান্তরে পাইয়াছেন। স্মার্ত্তমত-বিচার-প্রসঙ্গে তিনি মৈথিলাদি স্মৃতিশাস্ত্র সংগ্রহ করেন, তাহার সঙ্গেই বাচস্পতির স্মার্ত্তমত তিনি অনুসন্ধান করেন। প্রসঙ্গে তত্ত্বকৌমুদী প্রাপ্ত হন।

কাব্যাদির টীকাকারেরা সাংখ্যগ্রন্থ বিদ্যমান থাকিলেও না পাইতে পারেন, কারণ উহা তাঁহাদের আলোচ্য নয়। শঙ্করের ধর্ম্মপ্রচারের সহিত সাংখ্যকারিকারও সর্ব্বত্র প্রচার হয়, তাহার কারণ বলা হইয়াছে। সুতরাং সাহিত্যাচার্য্য—স্মৃত্যাচার্য্য—কেহই উহাতে (কারিকায়) বঞ্চিত হন নাই।

শঙ্করদেবের মঠস্থাপনে ভারতবর্ষ ব্যূহরচনাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই তাঁহাদের প্রবলতাকালে সাংখ্যপ্রবচন আপন অঙ্গ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় নাই। মাধবাচার্য্য শঙ্কর-সম্প্রদায়ের লোক। তিনি ওরূপ একখানি প্রামাণ্যগ্রন্থ অস্বীকার করাই সম্ভব। দার্শনিকমতের স্থাপন-পারম্পর্য্য তাঁহার অভিপ্রায় বুঝাইয়া দেয়। তিনি শেষে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বলিতেছেন, 'সর্ব্বদর্শনশিরোমণিভূতং শাঙ্করদর্শনং অন্যত্র লিখিতং"। যিনি সর্ব্বদর্শনের শিরোমণি বলিয়া শাঙ্করমত ব্যাখ্যা করিলেন, তিনি অবশ্যই সাম্প্রদায়িক লোক। তাঁহার নিকট নিরপেক্ষ আলোচনার আশা করা অন্যায়। তিনি যে সকল দর্শনের মতসংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারই অনেক উপাদেয় যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শাঙ্করদর্শনে খণ্ডিত যুক্তি গুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত দ্বারা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ধর্ম্মের সঙ্ঘর্ষ হইতেই সকল দর্শনের অবনতি। বেদান্ত এবং ন্যায়-আচার্য্যেরা পরে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতেই তাহাদের পুষ্টি হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যতীত সাংখ্য-সম্প্রদায়ে এরূপ লোক আর কেহই জন্মেন নাই। কাজেই তাঁহার পূর্ব্বে উহা কঙ্কাল-মাত্রাবশেষ হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে। সময়-স্রোতে যখন আবার শঙ্কর-মঠের মধ্যে দুই একটি মঠ অপণ্ডিত সন্ন্যাসীর আবাসরূপে পরিণত হইল, তখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও অন্যান্য অনেক স্থানে দর্শনালোচনা ছড়াইয়া পড়িল। সন্ন্যাসীর গুরুত্ব অনেক কমিয়া গেল। এই সময় সাংখ্য ও মীমাংসার গ্রন্থ দুই একখানি করিয়া আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। এই সময়ে বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্য রচনা করেন। বস্তুতঃ শতশত গ্রন্থ—যাহার অস্তিত্বে বাদীর আপত্তি নাই, তাহাও মত-কথনে উদ্ধৃত হয় নাই, দেখা যায়; তাহাতে বিদ্যমানতায় সন্দেহ হয় না। ইহা দ্বারা বুঝা গেল, সাংখ্যপ্রবচন অমূলক নয় এবং কপিল-প্রণীত। ধর্ম্মবিপ্লবে ইহার প্রচার বন্ধ হয়। অবশিষ্ট যুক্তি বারান্তরে আলোচনা করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মচারিআশ্রম, যশোহর। শ্রীকেদারনাথভারতী-সাংখ্যতীর্থ

বিষ্ণুপুরাণ।

পুরাণ মধ্যে বেদব্যাস-পিতা মহর্ষি পরাশর-প্রণীত বিষ্ণুপুরাণই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণের কাল নির্ণয়ে হিন্দুমাত্রেরই কৌতূহল জন্মে। প্রাচীন গ্রন্থের কালনির্ণয় করিতে গেলে তিনটী বিষয় তর্কক্ষেত্রে সমাগত হয়।

১। গ্রন্থের ভাষা। ২। গ্রন্থলিখিত সামাজিক আচার-ব্যবহার। ৩। গ্রন্থলিখিত কাল। তৃতীয়টী সাক্ষাৎ প্রমাণ, ১ম ও ২য় অনুমেয় প্রমাণ। বিষ্ণুপুরাণের কালনির্ণয় সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণের অভাব নাই। জ্যোতিষ-অংশে সাক্ষাৎ প্রমাণ ভূরিভূরি আছে। যথা বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে এই জ্যোতিষতত্ত্ব বর্ণিত আছে,—

তুলা মেষ গতে ভানৌ সমরাত্রি দিনং তুতৎ। ৮। ৬২
কর্কটাবস্থিতে ভানৌ দক্ষিণায়নমুচ্যতে।
উত্তরায়ণং অপ্যুক্তং মকরস্থে দিবাকরে। ৮। ৬৩
মেষাদৌচ তুলাদৌচ মৈত্রেয় বিষুবৎস্থিতঃ।
তদাতুল্যং অহোরাত্রং করোতি তিমিরাপহঃ। ৮। ৭০

অস্যার্থ।

ভানু তুলারাশি ও মেষ রাশিতে প্রবেশ করিলে সমরাত্রি-দিন হয়।

ভানু কর্কট রাশিতে প্রবেশ করিলে দক্ষিণায়ন হয়।

দিবাকর মকর রাশিস্থ হইলে উত্তরায়ণ হয়।

হে মৈত্রেয়! মেষরাশির প্রথমাংশে এবং তুলারাশির প্রথমাংশে বিষুবৎস্থিত সূর্য্য অহোরাত্র তুল্য করেন।

উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটী পাঠে শাস্ত্রানুসারে বিষ্ণুপুরাণের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতমহোদয়গণ মতামত ব্যক্ত করিবেন, ইহা আমাদের প্রার্থনা। (১)

(১) সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে রেবতী নক্ষত্রের ধ্রুব ৩৫৯° ৫০′ এই রেবতী নক্ষত্র মীনরাশির সীমান্ত-নক্ষত্র এবং ইহার ১০′ পশ্চিমে মেষরাশি অবস্থিত। বর্ত্তমান ১৮২১ শকাব্দে রেবতী তারার ধ্রুব অনধিক ১৯° হিন্দু-জ্যোতিষ-গণনানুসারে ৭৫বৎসরে ক্রান্তিপাত এক অংশ বিলোম গমন করে। সুতরাং অনধিক ১৯° বিলোম গমনে ঊর্দ্ধসংখ্যা ১৪২৫ বৎসর মাত্র লাগিতে পারে। সুতরাং ১৪২৫ বৎসর মধ্যে মীন ও মেষরাশির সন্ধিস্থলে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত-বিন্দু অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ ১৪২৫ বৎসর মধ্যে মেষরাশির আদিতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত তুলারাশির আদিতে শারদীয় ক্রান্তিপাত এবং কর্কট-রাশির আদিতে উত্তরায়ণান্ত-বিন্দু এবং মকর রাশির আদিতে দক্ষিণায়নান্ত-বিন্দু অবস্থিত হয়। এবং ১৪২৫ বৎসর মধ্যেই মেষরাশির ও তুলা রাশির আদিতে সমরাত্রি-দিন হইত। কর্কট রাশিতে সূর্য্য সংক্রমণ করিলে, দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত এবং মকর রাশিতে সূর্য্য সংক্রমণ করিলে, উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। ১৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে মেষরাশি ও তুলারাশির আদিতে ক্রান্তিপাতদ্বয় অবস্থিত ছিল না। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণ-লিখিত ক্রান্তিপাতদ্বয়ের অবস্থিতি বর্ণন ১৪২৫ বৎসরের পূর্ব্বে হইতে পারে না, এবং বিষ্ণুপুরাণ-উদ্ধৃত শ্লোকে 'করোতি' শব্দ বর্ত্তমান অর্থে ব্যবহৃত হওয়া গণ্য করিলে, উক্ত শ্লোক ১৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হওয়া অসম্ভব হয়।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

(জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।)

সমুদ্র-মন্থন।

সমুদ্র-মন্থন উপাখ্যান মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১৭ হইতে ১৯ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—

একদা মহাত্মা দেবগণ সুমেরুপর্ব্বত-শৃঙ্গে একত্র সমবেত হইয়া অমৃত-প্রাপ্তির মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। এমত সময়ে পরমদেব নারায়ণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন "পিতামহ! দেবগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হউন। তদনুসারে দেবাসুরগণ মন্থনদণ্ডোপযোগী মন্দরপর্ব্বত উৎপাটন করিতে যত্ন করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরমদেব নারায়ণের আজ্ঞানুসারে অনন্তদেব মন্দর পর্ব্বত উন্মূলিত করিলেন, এবং দেবগণ মন্দর পর্ব্বত লইয়া সমুদ্র-কূলে উপনীত হইলেন। অমৃতাংশ প্রাপ্তির আশয়ে সমুদ্র স্বীয় মন্থনে সম্মত হইলেন, এবং কূর্ম্মরাজ মন্দরধারণে অঙ্গীকার করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র কূর্ম্ম-পৃষ্ঠে মন্দর স্থাপনপূর্ব্বক মন্থন-রজ্জু বাসুকি দ্বারা মন্দর বেষ্টন করিয়া সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুরগণ বাসুকির গলদেশ ধরিলেন। দেবগণ বাসুকির পুচ্ছদেশ ধরিলেন। বিলোড়নে মন্দর পর্ব্বতস্থ মহাদ্রুম ও ওষধিগণ হইতে নির্য্যাস ও রস সাগর-সলিলে নিপতিত হইতে লাগিল, এবং অমৃত সদৃশ রস-স্রোতে ও কাঞ্চন-স্রোতে দেব-দেহ আপ্লুত হইলে, দেবগণ অমর হইলেন। অপূর্ব্বরসে মিশ্রিত হইয়া সমুদ্র-বারি দুগ্ধে পরিণত হইল, এবং দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল।

সমুদ্র-মন্থনে অগ্রে ঐ দুগ্ধ হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হইলেন, এবং ঘৃত হইতে লক্ষ্মীদেবী, সুরাদেবী, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা এবং অত্যুজ্জ্বল কৌস্তুভমণি ক্রমে উৎপন্ন হইলেন। কৌস্তুভ-মণি পরমদেব নারায়ণ হৃদয়ে ধারণ করিলেন। পারিজাত ও সুরভি উৎপন্ন হইল। লক্ষ্মী, সোম, সুরা, উচ্চৈঃশ্রবা, আদিত্য-পথে দেবগণের নিকট গমন করিল। অনন্তর ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ শ্বেত কমণ্ডলু হস্তে উত্থিত হইলেন, এবং দন্তে বেদ চতুষ্টয়-বিভূষিত ঐরাবত উত্থিত হইল। দেবরাজ ঐরাবত গ্রহণ করিলেন। অবশেষে কাল-কূট বিষ উৎপন্ন হইল। হলাহলের ঘ্রাণে ত্রিলোক মোহাভিভূত হইল। ব্রহ্ম-আজ্ঞায় মহাদেব বিষপান করিয়া ফেলিলেন। তদবধি মহাদেব 'নীলকণ্ঠ' নামে খ্যাত। এদিকে অমৃত-পানাকাঙ্ক্ষী দেবাসুরে সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া, পরমদেব নারায়ণ মোহিনী-

মূর্ত্তি ধারণে অসুর-সমীপে উপনীত হইলেন। মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে বিমূঢ়চিত্ত অসুরগণ পরিবেশনার্থ অমৃত-ভাণ্ড মোহিনীর হস্তে সমর্পণে সম্মত হইল। অমৃত হরণ পূর্ব্বক মোহিনী সংগ্রাম মধ্য হইতে প্রস্থান করিলেন। সংগ্রামকালে দেবগণ মোহিনী-হস্তস্থিত অমৃত পান করিতে লাগিলেন। দেবরূপে পরিচ্ছন্ন রাহু অমৃতপানে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুর কপটতা ব্যক্ত করিয়া দিলে, পরমদেব নারায়ণ সুদর্শন দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন দানব-মস্তক নভোমণ্ডলে উঠিল। কবন্ধ ভূতলে পতিত হইল। বৈরনির্য্যাতনার্থে অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে রাহু চন্দ্র-সূর্য্য গ্রাস করিয়া থাকে। (এই গ্রাসকে গ্রহণ বলে)।

দেবাসুর-সমরে স্বয়ং নারায়ণ প্রবেশ করিয়া সুদর্শন দ্বারা অসুরদল ছিন্ন, ভিন্ন ও বিদারিত করিলেন এবং অসুর-মুণ্ড ভূপৃষ্ঠ শোভিত করিল। হতাবশিষ্ট অসুরগণ রণে পরাস্ত হইয়া মহীতলে ও সাগর-জলে প্রবেশ করিল। দেবরাজপ্রমুখ সুরগণ অমৃত-ভাণ্ড অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে ৫ম হইতে ১২শ অধ্যায়ে সমুদ্র-মন্থন বর্ণিত আছে। ভাগবত-মতে যে যে স্থলে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল। মহাভারতে দেবগণের অমৃত পানেচ্ছার কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নাই; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, অত্রি-তনয় শঙ্করাংশ মহর্ষি দুর্ব্বাসার অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হইলেন। অসুর-সমরে দেবসৈন্য পরাজিত হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গরাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া ভূতলে ও পাতালে আশ্রয় লইলেন। অসুরগণ স্বর্গরাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিল। যজ্ঞাদি কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া পড়িল। ক্ষুধার্ত্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ নিরুপায় হইয়া সুমেরু-শৃঙ্গে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন, এবং ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া পরমদেব নারায়ণ দেবরাজ ইন্দ্রকে উপদেশ দিলেন, অমৃত পানে সবল না হইলে অসুরগণকে রণে পরাজয় করিতে পারিবেনা, এবং দেবাসুর সমবেত হইয়া সমুদ্রমন্থন ব্যতীত অমৃতলাভের উপায় নাই। অতএব অসুরগণের সহিত কপট-সন্ধি করিয়া উভয় দলে সমুদ্রমন্থন কর। সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন অমৃত পরিবেশন কালে আমি অসুরগণকে বঞ্চিত করিয়া দেবগণকে অমৃতপান করাইব। নারায়ণ-আদেশে ইন্দ্র অসুরপতি রৈবত মনু-পুত্র বলিরাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া সমুদ্র-মন্থনের উদ্যোগ করিলেন। দেবাসুরগণ মন্দর উৎপাটন করিলেন, এবং গরুড়-পৃষ্ঠে মন্দর সমুদ্রকূলে নীত হইল। সমুদ্রমন্থনে অগ্রে হলাহল বিষ এবং ক্রমে সুরভি, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, অষ্ট দিগ্‌গজ এবং অপ্সরা প্রভৃতি অষ্ট করিণী, পারিজাত পুষ্প, অপ্সরা, কমলাদেবী, বারুণী, কলস-হস্ত ধন্বন্তরি উত্থিত হইলেন। রাহুবধ উপাখ্যান এই পুরাণেও দৃষ্ট হয়।

বিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশ ৯ম অধ্যায়ে সমুদ্রমন্থন বর্ণিত আছে। বিষ্ণুপুরাণ-মতে সমুদ্রমন্থনে প্রথমে সুরভি এবং ক্রমে বারুণী, পারিজাত, শীতাংশু চন্দ্রমা, হলাহলবিষ, কমণ্ডলুহস্ত ধন্বন্তরি ও শ্রীদেবী উৎপন্ন হইলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে রাহুবধ উপাখ্যান বর্ণিত নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে ৩৮ অধ্যায়ে সমুদ্রমন্থন বর্ণিত আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-মতে সমুদ্রমন্থনে অগ্রে ধন্বন্তরি এবং ক্রমে অমৃত, উচ্চৈঃশ্রবা, নানারত্ন, ঐরাবত, লক্ষ্মী-দেবী, সুদর্শন চক্র উত্থিত হইল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পুরাণেও সমুদ্রমন্থন বর্ণিত আছে।

সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানটী পুরাণে বর্ণিত আছে বলিয়া অশিক্ষিত লোকে এই ব্যাপারটীকে রূপক বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না। কিন্তু উপাখ্যানটীর সম্ভব-অসম্ভবত্ব বিষয়ে আলোচনা করিলে, ইহার রচনা অর্থবাদপূর্ণ বলিয়া সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

প্রথমতঃ, মন্দরপর্ব্বত উৎপাটন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, মন্থন-রজ্জুভূত বাসুকি মন্থন-ব্যাপারে যে সময়ে মন্দর বেষ্টন করিয়াছিল, তৎকালে বাসুকি-অভাবে কে ধরা ধারণ করিয়াছিল? তৃতীয়তঃ, পৃথিবী-পৃষ্ঠ ২০ কোটী বর্গ মাইল। তন্মধ্যে ১৫ কোটী বর্গ মাইল সমুদ্র বিস্তৃত। এই সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রের মন্থন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? চতুর্থতঃ, বিষ্ণুপুরাণ-মতে মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রদত্ত পারিজাত-মালা দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত-শিরে ন্যস্ত করিলে, ঐরাবত কর্ত্তৃক মহর্ষি-প্রসাদভূত ঐ পারিজাত-মালা ধরণী-পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসার ক্রোধের উৎপত্তি হয়, এবং সেই ক্রোধ বশতঃ মহর্ষির অভিশাপ হয়। তৎপরে সমুদ্রমন্থনে আবার ঐরাবতের উৎপত্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? পঞ্চমতঃ, মহাভারতে লিখিত আছে, সাগর-মন্থন-উৎপন্ন রত্নগুলি আদিত্য-বর্ত্ম (অয়ন পথে) দেব সমীপে গমন করিল। যদি দেবগণ পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবীস্থ মন্দর পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া পৃথিবীস্থ সমুদ্রের উপকূলে থাকিয়া সমুদ্র মথিত করিয়া থাকেন, তবে মন্থন-উৎপন্ন রত্নগুলি আকাশস্থ অয়ন-পথে কিরূপে দেব-সমীপে গমন করিতে পারে? সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই উপাখ্যানের অবশ্যই কোন গূঢ় অর্থ আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

ঈশ্বর-মানা।

—০:০:০—

ঈশ্বরকে মানা না মানার কথাটা আধুনিক। প্রাচীনকালে এদেশে একথা ছিলনা। অন্ততঃ এরূপভাবে ছিল না। প্রাচীন ভারতের নাস্তিকেরা এরূপ ঈশ্বর-না-মানার নাস্তিক নয়। যাহারা শাস্ত্রবিধি মানিতনা, বেদ মানিতনা; যাহারা পরলোক, পুনর্জ্জন্ম, অদৃষ্ট, কর্ম্মফল মানিতনা; যাহারা কেবল স্থূল-প্রত্যক্ষবাদী ও বাহ্য-পুরুষকার-পূজক ছিল, তাহারাই প্রাচীন ভারতের নাস্তিক। "চার্ব্বাক্" একটি প্রাচীন নাস্তিকের পূর্ণ নমুনা। প্রসিদ্ধ চার্ব্বাক্-দর্শনেই তাহা প্রকৃষ্ট প্রমাণিত। উক্ত দর্শনে উপরোক্তরূপ নাস্তিকতারই

প্রগল্‌ভ-প্রচার; কিন্তু তাহাতে কোথাও ঠিক 'ঈশ্বর নাই'—ঈশ্বর-মানা ভুল' এরূপ কথা ঘোর ঘটার ঘোষিত হয় নাই। যাহা হইয়াছে, তাহা ঠিক ঈশ্বরাস্তিত্ব-অস্বীকার নহে; ঈশ্বরে ঔদাস্য বা উপেক্ষা মাত্র,—আস্তিকতার অকিঞ্চিৎকরতা মাত্র।

আর্য্য-শাস্ত্রাচার্য্যগণের অনেকে বৌদ্ধগণকেও 'নাস্তিক' আখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণ-তত্ত্বাধিগম্য "বোধীসত্ত্ব" স্বরূপে ঈশ্বর মানেন, আত্মবিকাশ স্বরূপে ধর্ম্ম মানেন, কেবল বেদোক্ত কর্ম্ম মানেন না; অথচ তাঁহারা আর্য্যাচার্য্যের উক্তিতে নাস্তিক-পদবী পাইলেন। বেদাধীন হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত পার্থক্য-সূচক বৌদ্ধধর্ম্মের মূল-বিশেষত্বটুকু আমাদের কবি-কোকিল জয়দেব গোস্বামীর ঝঙ্কারেই ব্যক্ত হইয়াছে :—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং।
সদয়-হৃদয় দর্শিত-পশুঘাতং।
কেশবধৃত বুদ্ধ-শরীর জয়জগদীশ হরে!

হিন্দুর ঈশ্বরের অন্যতম অবতার বুদ্ধদেবই যাঁহাদের ধর্ম্মগুরু, বুদ্ধদেবই যাঁহাদের পরমাত্ম-গুরু এবং আনুষ্ঠানিক আরাধনায় চির-আরাধ্য, ঈশ্বর-নামানার নাস্তিক তাঁহারা হইবেন কিরূপে? হিন্দুর ঈশ্বরের ষড়ৈশ্বর্য্য বুদ্ধদেবেই বর্ত্তমান। তবেই বুঝা গেল, স্থূলতঃ ও মূলতঃ বেদ-বিমুখতাই ভারতীয় নাস্তিকতা। জগন্মান্য গীতাশাস্ত্রে স্বয়ং ভগবানের মুখে "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" বাক্যে ভগবানের অবতার-স্বরূপে স্বীকৃত মহর্ষি কপিলদেব স্বীয় সাংখ্য-দর্শনে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" সূত্রের মূলতত্ত্ব প্রচার করিয়াও প্রাচীন ভারতে 'নাস্তিক' আখ্যা পায়েন নাই; পরন্তু পরমসিদ্ধ, মুক্তপুরুষ, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ যোগাবতার রূপেই তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আধুনিক সাহেব-আচার্য্য ও বাবু-আচার্য্যগণই কপিলকে 'ঈশ্বর-না-মানার নাস্তিক' বলিতেছেন! এই জন্যই বলি, 'নাস্তিক' শব্দের অর্থ এখন অন্য-রূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে তত্ত্বে আদৌ নাস্তিকতার স্থান বা অবসর অসম্ভব, তাহাতেই এখন নাস্তিকতার সমগ্র অর্থটুকু আসিয়া জমিতেছে! এ কৌতুক কাল-মাহাত্ম্যের ফল ভিন্ন আর কি বলিব? কাল-মাহাত্ম্যে ভারতীয় আস্তিকতা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" হইতে "O God! save me, if there is any God" পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে! ন+অস্তি=নাস্তি,—অর্থাৎ নাই; প্রাচীন ভারতের এই নাস্তিত্ব-সিদ্ধান্তে বেদের অভ্রান্ততা নাই, কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা নাই; পরকাল-পুনর্জ্জন্ম-অদৃষ্ট নাই; এই সকল নাস্তিত্ব-বুদ্ধিই নাস্তিকতা। 'ঐশ-সত্তা-ন-অস্তি' এই-রূপ আধুনিক নাস্তিত্ববাদ স্বাধ্যায়-সন্দীপ্ত আর্য্য-দৃষ্টিতে সার্থক বা স্বাভাবিক নহে। আধুনিক নাস্তিকতাকে সুতরাং এইরূপে স্থাপন করিতে হয় যে, বেদ-বিধি বা পর-লোকাদি স্বীকার দূরে থাক্, সর্ব্বকর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বরকেই অস্বীকার! এত দূর না পৌঁছিলে আর বুঝি ঊনবিংশ শতাব্দীর নাস্তিক হওয়া যায় না; অথচ মানুষের মানুষ-জন্মেও বুঝি এতদূর পিছাইয়া যাওয়ার যো নাই। কথাটা ক্রমে পরিষ্কার করার চেষ্টা করিব।

যাঁহারা বলিতে পারেন, 'আমরা ঈশ্বর-নামানার নাস্তিক'—তাঁহাদের ঐ বলাতেই প্রকা-রান্তরে আপনাদের নৈসর্গিক আস্তিকতার প্রচ্ছন্ন প্রমাণ প্রকটিত হয়। নাস্তিকতার স্বাভাবিক অর্থ এখন অনেকেই আলোচনা করেন না; অস্বাভাবিক অর্থ লইয়াই এখন তর্ক-তরঙ্গ চলিতেছে।

আমাদের বোধ হয়, 'নিরীশ্বরবাদ-নাস্তিকতা' বলিলে, বাক্যটি উচ্চশাব্দিক (High-sounding) হয় মাত্র, ফলিতার্থে সম্যক্ শূন্যগর্ভ। বর্ত্তমানে কথাটা তর্ক-সিন্ধুর তরঙ্গ-ভঙ্গ-সম্ভূত অসার ফেনাড়ম্বর মাত্র। উহার সযত্ন-অতল-গর্ভ-তল-রক্ষিত রত্ন অবশ্য অমূল্য আস্তিকতা। ফেনার নীচে জল, জলের নীচে রত্ন, এই ভাবে যথাক্রমে যাঁহারা ফেনা ও জল অতিক্রম করিয়া তল পাইয়াছেন, সেই লব্ধরত্ন ভাগ্যবানেরাই আস্তিক। "নৈষা তর্কেন মতিরাপনীয়া"—তর্ক দ্বারা এই (ব্রাহ্মী) মতি-লাভ হয় না, এই বেদ-বাক্য;—"বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর"—এই বঙ্গ-বিখ্যাত বৈষ্ণবীশিক্ষা-বাক্য, এ সকলেরই তাঁহারা অতীত! অথবা আমাদের ন্যায় ব্রহ্ম-বিমুখ বিষয়াসক্ত বিমুগ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য ওসব তাঁহাদেরই কৃপা-সিক্ত প্রসাদোক্তি।

ঈশ্বর-অস্বীকার বা জড়-জড়িত-চৈতন্য-সত্তার অস্বীকার প্রভৃতি যে সব পাশ্চাত্য দর্শনের বিষয় এখন দর্শন দিয়াছে, এ সব ভারত-গৃহের নবীন অতিথি! এখানে দার্শনিক বিচারে 'ঈশ্বর-অস্বীকার' কথাটাই অদার্শনিক। ভারতীয় দার্শনিক পরীক্ষার কষ্টীপাথরে কথাটার দার্শনিক ধাতুত্বের কষ একেবারেই উঠে না। অতএব ভারতীয় দর্শনের প্রামাণিকনায়কত্ব (Authority) ধরিয়া, পাশ্চাত্য নাস্তিকা-দর্শনের বিষয়কে পরিষ্কার নিরীশ্বরবাদ না বলিয়া, জড়বাদ, স্বভাববাদ, অনাত্মবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ বা পাশ্চাত্য-মায়াবাদ প্রভৃতি বলিলেই যেন অপেক্ষাকৃত সঙ্গত হয়। অবশ্য শব্দের ভৌতিক সত্তায় কিছু আসে যায় না, কিন্তু উহার অর্থগত ভাব-সংস্কার ধরিয়াই মানুষের বাগ্বিন্যাস করিতে হয়, তাই 'নিরীশ্বরবাদ' শব্দটাতেও আপত্তি-অনুভব অসম্ভব নয়।

ঈশ্বর-নামানা কথাটা ইদানীং যত্র তত্র যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, প্রকৃতপক্ষে সে ভাবের নাস্তিক কে হইতে পারে? পাশ্চাত্য পুরাণের স্বয়ং "সয়তান"ও ঈশ্বর-বিরোধী মাত্র,—ঈশ্বরাস্তিত্ব-অস্বীকারকারী নহে। একভাবে সয়তান বরং সর্ব্বপ্রধান আস্তিক! নচেৎ তাহার সয়তানত্বই অসিদ্ধ বা অসার্থক। ভারতের বড় বড় ঈশ্বর-বিরোধী হিরণ্য-কশিপু, রাবণ, কংস প্রভৃতি 'ভয়ানক' আস্তিক! আস্তিকতার দৃঢ়তাতেই বিরোধিতার দৃঢ়তা,—নাস্তির সহিত আবার বিরোধ কি? আহা! ইহার অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক রহস্য বুঝিয়াই ভারতীয় পুরাণবেত্তা মহর্ষিগণ উক্ত হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিকে "শত্রুভাবের সাধক" বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছেন। আস্তিকতার উষ্ণ আতিশয্যের উদ্দীপ্ত উত্তেজনায় শত্রুভাবের সাধনায় শীঘ্র "প্রাপ্তি,"—ইহাও আর্য্যশাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত। (শত্রুভাবের সাধনারূপ,

আর্য্যধর্ম্মের বিশেষ অপূর্ব্ব তত্ত্ব প্রবন্ধান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল) অতএব বলিতে ইচ্ছা হয়, পাশ্চাত্য নিরীশ্বর-বাদের মতে ঈশ্বরের ঈশ্বর-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে! বিলাতীয় বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহার শ্রাদ্ধ-শান্তি করিয়া অবসর লইয়াছেন! অথবা "শত্রুভাবের সাধনা" থাকুক্ না থাকুক্, মাত্র বিরোধিতার হিসাবে নব্য নাস্তিকেরা হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন! ফলে আস্তিকদর্শনের আধ্যাত্মিক অণুবীক্ষণে তাঁহারা আদৌ নিরীশ্বরবাদীই নহেন; তাঁহারা জড়শক্তিবাদ প্রভৃতির অনায়াস-অবলম্বী আস্তিক। তাঁহারা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য শাক্ত। প্রাচীন স্বয়ম্ভূ (শিব)-সীমন্তিনী শক্তির সাধক ও আধুনিক স্বয়ম্ভূ (স্বভাব)-সীমন্তিনী শক্তির সাধক, উভয়েরই উপাসনা-প্রণালী বিভিন্ন হইলেও, সূক্ষ্মবিচারে মূল ও স্থূল আস্তিকতা পক্ষে বিশেষ বিভিন্নতা নাই।

শুনিয়াছি, এক নব্য-নাস্তিক-সভাগৃহে "God is no where" লিখিত এক প্রকাণ্ড নিদর্শন-ফলক (Sign-board) স্থাপিত ছিল; একদিন এক বর্ণপরিচয়ের ছাত্র সরল বালক তাহাতে অকস্মাৎ "God is now here" পড়িয়া ফেলিল! এই নগণ্য ঘটনাতেই নাকি সেই সুগণ্য নাস্তিক-সভায় আস্তিকতার আকস্মিক প্রবল প্রবাহ বহিল!—সভার অস্তিত্ব ভূত-সাগরে ভাসিয়া গেল। এ জাতীয় গল্প আরও অনেক শুনা যায়। কোন নাস্তিক নাকি কৌতুকে একটা কুকুরকে উত্তানভাবে শোয়াইয়া, Dog উল্টাইয়া God দেখাইতে গিয়া, সেই কুকুরেরই তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে তৎক্ষণাৎ আস্তিক-চূড়ামণি হইয়াছিলেন! অতএব এ সব 'বাত-পত্র'বৎ নাস্তিকতা ও আস্তিকতার চিন্তা-চর্চ্চা কেবল মনের ও ক্ষণের অপব্যবহার মাত্র। ফলে জড়োন্নতিশালিনী পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা জ্ঞানের বুভুক্ষায় যতই ভারতের সংস্রবে শনৈঃ শনৈঃ আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকিতেছে, ততই তাহার জড়বাদ বা ভাববাদ-দর্শনাদির নিঃসত্ত্ব-নাস্তিকতা নীরবে তিরোহিত বা আস্তিকতায় পরিণত হইতেছে। অনেকে অনুমান করেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজে সংস্কৃতচর্চ্চা, গীতার প্রবল প্রচার, মোক্ষমূলর প্রভৃতির সন্দর্ভ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির বক্তৃতা, থিয়সফিষ্ট্ সম্প্রদায়ের কার্য্য, এই সমস্তের সমবেত অনুকূলতা অবলম্বনে অধুনা উক্ত প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃ প্রবুদ্ধ বেগে প্রসারিত হইতেছে।

একটু 'সেকেলে-ধরণের' একটি প্রবীণ পুরুষ একদিন আধুনিক নিরীশ্বরবাদিতার কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "বাবা! ঈশ্বরকে অন্ততঃ পেশাদারী হিসাবেও মেনে রাখা ভাল। যে হেতু যদি ঈশ্বর মানি, আর ঈশ্বর না থাকেন, তবে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু যদি ঈশ্বর থাকেন, আর না মানি, তবেইত গোলের কথা; অতএব এই ঈশ্বর-নামানাটা, খাঁটি নাস্তিকতা হউক না হউক, খাঁটি বোকামী বটে।" আস্তিকতার কল্পিত শত্রু ঊনবিংশ শতাব্দীর এই নিরীশ্বরবাদের প্রতিকূলে এতদ্ভিন্ন আর কি অস্ত্র-প্রয়োগ হবে? "কল্পিত শত্রু" কেন বলিলাম? না প্রকৃতপক্ষে উক্তরূপ ঈশ্বরাস্তিত্ব

অস্বীকারের 'বোকামী' মানব-হৃদয়ে এরূপ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। যিনি মুখে বলেন বা সন্দর্ভে লেখেন "ঈশ্বর মানিনা"—তিনিও একটা কিছু জগতের হেতুরূপে মানেন। যাহা মানেন, তাহাই ঈশ্বর। "Unknowing—Unknowable" যে কেবল স্পেন্সার-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত, তাহা নহে; তাহার বহু-যুগ-যুগান্ত পূর্ব্বে আর্য্যর্ষিদের "অবাঙ্মনসোগোচরম্" প্রভৃতি বেদান্ত-বাক্যে ঘোষিত হইয়াছিল। তবে প্রভেদ এই যে, জ্ঞান-যোগে আর্য্য-ব্রহ্মতত্ত্বের নির্গুণ-স্বরূপই অজ্ঞেয়, কিন্তু ভক্তি-যোগে স্বগুণ-স্বরূপ সতত সুজ্ঞেয়। আর পাশ্চাত্য দার্শনিক ব্রহ্মতত্ত্ব স্বগুণ-স্বরূপ-কল্পনাতেই অজ্ঞেয়; এইহেতু আয়ুর্ব্বেদোক্ত 'গদোদ্বেগ' তুল্য আধুনিক নিরীশ্বর-বাদ এই অজ্ঞেয়তা-বাদ প্রভৃতিরই নিরাশ-পরিণাম-বিশেষ। পাশ্চাত্য অধ্যাত্মজ্ঞানের শৈশব-সত্তার সূতিকাগৃহে এরূপ অনেক "পেঁচো-পাঁচী"র অধিষ্ঠান! তবে কিনা, ভগবদিচ্ছায় ভারতীয় আর্য্যর্ষি-ওঝার তন্ত্র-মন্ত্র ইদানীং দিন দিন ইহার বিলক্ষণ রক্ষা-কবচ হইয়া উঠিতেছে।

স্বভাবই সত্য ও স্বয়ম্ভূ; অথবা জগৎ মিথ্যা, মায়িক, কাল্পনিক, ঐন্দ্রজালিক বা স্বপ্নাত্মক—মনোভাবাত্মক, ইত্যাদি যাহাই বলা হউক না কেন, ইহার কোন কথাই ভারতে নূতন নহে; কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-নির্ব্বিশেষ কার্য্য-কারণের অব্যবহিত-সম্বন্ধতত্ত্ব নিত্যপ্রত্যক্ষ বলিয়া, তৎসমস্তেরই কারণ-কল্পনা ঈশ্বরতত্ত্বে পর্য্যবসিত, বুঝিতে হইবে। না বুঝিলেও, এই কারণেই সাধারণ-আস্তিকবুদ্ধি মানবদেহধারী মাত্রেরই হৃদ্বিহারিণী ও নৈরাশ্য-নিবারিণী। দ্বীপ-নিবাসী আমমাংসাশী উলঙ্গাঙ্গ পশু-মানব হইতে সুসভ্য সুশিক্ষিত সমুন্নত দেব-মানব পর্য্যন্ত, সকলেরই জগৎ-কারণত্বরূপে কোন না কোন-রূপ ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকৃত ও সেবিত। তবে অসভ্য জাতির ঈশ্বর না হয় বিকট-মূর্ত্তি ভূত, আর তোমার ঈশ্বর না হয় সৌম্যমূর্ত্তি ভূতনাথ। অথবা অসভ্যের ঈশ্বর জড়ত্বময়—অতি স্থূল; আর সভ্যতাভিমানী তোমার—আমার ঈশ্বর না হয় সূক্ষ্ম হইতে হইতে একেবারে 'নিরাকার' হইয়া পড়িয়াছেন! অবশ্য উপাসনাতীত নির্গুণ-ব্রহ্মতত্ত্বে নিরাকারত্ব না বুঝিয়া, উপাস্য সগুণ-ঈশ্বর-তত্ত্বে নিরাকারত্ব-কল্পনাই এই কৌতুক-বাক্যের বিষয়ীভূত। সে যাহাহউক, এতাবতা নৈসর্গিক নিরীশ্বর-নাস্তিকের লক্ষণ-নির্দ্দেশ ন্যায়শাস্ত্র-সংসিদ্ধরূপে কদাচ সম্ভাবিত নহে।

দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব না মানিলেও ঈশ্বর-মানার বাধা হয় না। কারণ আত্মার দেহময়ত্ব বা দেহ-সর্ব্বস্বত্ব যাঁহার বিধান, তিনিই পরমাত্মা ঈশ্বর। ফলতঃ যে বুদ্ধি ঈশ্বরাভাব-প্রতীতি প্রসব করিবে, সেই বুদ্ধিরূপীই যে তিনি! "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।" আর্য্যশাস্ত্রে কিছুই বাকি নাই। আর্য্যশাস্ত্র এই নিরীশ্বরবাদের দাঁড়াইবার স্থল রাখেন নাই।

চিন্তামাত্রেই চৈতন্য-জাত। চিৎ হইতেই চিন্তা; তবে ঈশ্বরাভাব-চিন্তার জনয়িতা চৈতন্য কি বিশ্ব-চৈতন্যের অংশীভূত নহে? এ অর্থে ত ঈশ্বরই ভাবেন "ঈশ্বর নাই"! অপিচ, জড়জগতের বস্তু-স্বাতন্ত্র্যগত কোনরূপ সোপাধিক ব্যষ্টি-চৈতন্যের তত্ত্ববোধ সাধারণ-মানব-বুদ্ধির বিষয়ীভূত না হইলেও, জড়জগতের স্থিতি, গতি, পরিবর্ত্ত, পরিণতি প্রভৃতির নিয়ন্ত্রা সমষ্টি-চৈতন্য-শক্তির সত্ত্ববোধ মানব-জ্ঞান-ক্ষেত্রে নিত্য বিদ্যমান। অতএব যে দিক দিয়াই যাও, এই স্বাভাবিক আস্তিকতার বেড়া-জাল এড়াইবার যো নাই। এ অর্থে সকলেই আস্তিক। মানুষ নাস্তিক নাই।

এক্ষণে কথা এই যে, এরূপ আস্তিকতায় ঈশ্বর-মানার প্রকৃত ফল ফলে না। মাত্র অস্তিত্ব-স্বীকাররূপ ঈশ্বর-মানাকে প্রকৃত ঈশ্বর-মানা বলা যায় না। "মানা" শব্দের যথার্থ অর্থ-সাধন বা সার্থকতা-সম্পাদন তাহাতে সম্ভবে না। একজন কুভৃত্য বা কুছাত্র আপন প্রভু বা শিক্ষকের অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করে, কিন্তু তাঁহাদের আদেশ-উপদেশ মানে না। আদেশ-উপদেশ না মানিলেই আদেষ্টা-উপদেষ্টাকে না-মানা হইল। বাধ্যতাই মানা, অবাধ্যতাই না-মানা। সংস্কৃত "মাননা" (মান্যকরা) হইতে অপভ্রংসে বাঙ্গালা "মানা" উৎপন্ন; অতএব মাননীয়ের সত্তা মাত্র স্বীকারেই তাঁহাকে মান্যকরা বা মানা হয় না। "ঈশ্বর-মানা" কথার প্রকৃত অর্থ ঈশ্বর-সত্তা-স্বীকার নহে,—পরন্তু ঈশ্বরের নিয়ম-বাধ্যতা, বিবেক-বাধ্যতা, শাস্ত্র-বিধান-বাধ্যতা। প্রকৃতির নিয়ম ঈশ্বরের বিধান, বিবেকের প্রেরণা ঈশ্বরের বাণী, বেদাদির আপ্তবাক্য-ঋষি ঈশ্বরের আদেশ; সুতরাং মাত্রা বা পরিমাণ যাহাই হউক, মোটের উপর ঈশ্বরে ভক্তি ও অনুরক্তি ভিন্ন যথার্থ ঈশ্বর-মানা হয় না।

প্রকৃত পক্ষে পাপীরাই নাস্তিক, সাধুরাই আস্তিক। যাঁহারা বাহিরে ঈশ্বর মানেন, মুখে স্তব করেন, করে জপ করেন, মাথায় প্রণাম করেন, পায়ে দেবালয়ে বা তীর্থে যান, অথচ প্রবৃত্তির পরিতোষণে, রিপুর তর্পণে, স্বার্থের সাধনে, না করেন হেন কর্ম্মই নাই, তাঁহারা যদি আস্তিক, তবে প্রকৃত নাস্তিক কাহারা? আর যাঁহারা হয়ত বাহিরে (মতবাদ-তর্কে) ঈশ্বর মানেন না, পাশ্চাত্য জড়বাদী বা অনাত্মবাদী দার্শনিকের শিষ্য, অথচ সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, স্বার্থত্যাগী, পরার্থানুরাগী, উদারচেতা, সর্ব্বসৎকর্ম্ম-নেতা, তাঁহারা যদি নাস্তিক, তবে ঈশ্বরের প্রিয়কারা প্রকৃত আস্তিক কাহারা?

শ্রুতি বলেন,—"তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" ঈশ্বরে প্রীতি ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য-সাধনই ঈশ্বরোপাসনা। যাঁহারা বাহিরে ঈশ্বর-প্রীতি প্রদর্শন করেন, অথচ ঈশ্বরের অপ্রিয় কার্য্যে (পাপে) যাঁহাদের বিরতি নাই, তাঁহাদের ঈশ্বর-প্রীতিই নাই, বুঝিতে হইবে। কারণ প্রীতিপাত্রের অপ্রিয়-সাধন প্রেমের ধর্ম্ম নহে; সুতরাং তাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বরোপাসকই নহেন। মানুষের পক্ষে কখন কখন আপাত-

অপ্রিয়-সাধন প্রেম-ধর্ম্মের বিরোধী হয় না; কারণ সেস্থলে অপ্রিয়ত্ব-বোধ মানুষের অজ্ঞতার ফল মাত্র; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞানময়—স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরে ত অজ্ঞতার কল্পনা সম্ভবে না; এই জন্য স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ঈশ্বরের অপ্রিয়-সাধক কদাচ ঈশ্বর-প্রেমিক বা ঈশ্বরোপাসক হইতে পারে না। আর যাঁহাদের ঈশ্বর-প্রীতির বাহ্য-প্রদর্শন নাই, অথচ যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে নিত্য নিরত, তাঁহাদের আন্তরিক ঈশ্বর প্রীতির অভাব নাই। তাঁহারা যেরূপ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রেরণা-শক্তি বা অনুরক্তি-বশে পুণ্য-পরায়ণ হউন না কেন, ঈশ্বর ধর্ম্মস্বরূপ ও পুণ্যস্বরূপ বলিয়া তাঁহাদের সেই অনুরক্তিই ঈশ্বরানুরক্তি, সন্দেহ নাই। ফলকথা, প্রকৃত নিরীশ্বরবাদের নাস্তিক যেখানে তত্ত্বতঃ কেহই হইতে পারে না, সেখানে কার্য্যতঃ যে ঈশ্বরের অপ্রিয়সাধক বা পাপকর্ম্মা, সে-ই নাস্তিক—সে-ই ঈশ্বর মানেনা। নামাবলী বা মালার ঝুলী প্রভৃতি তাহাকে আস্তিক করিতে পারে না। আর যে (সংক্ষেপতঃ) তদ্বিপরীত, সে-ই আস্তিক—সে-ই ঈশ্বর মানে। 'মিস্-কম্‌টি-হক্‌স্লী-টিণ্ডাল্' বাটিয়া খাইলেও সে নাস্তিক হইতে পারে না। পরন্তু, উক্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও কেহই অসম্ভব নিরীশ্বর-বাদের নাস্তিক হওয়া সম্ভবপর নহে। এই প্রত্যক্ষ জগৎ-কার্য্যের কারণত্ব যিনি যেরূপে বুঝিয়াছেন, তিনি সেইরূপেই ঈশ্বরতত্ত্ব মানিয়াছেন, বলিতে হইবে। তবে যদি কেহ ঈশ্বরের অপ্রিয়-কার্য্য-দোষে দোষী হইয়া থাকেন, তিনিই ঠিক ঈশ্বর-নামানার নাস্তিক বটে।

উপাসনার লক্ষণ-জ্ঞাপক "তস্মিন্ প্রীতি—"ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় ঈশ্বর-মানা না-মানা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, পাশ্চাত্য হিতবাদ (Utilitarianism) অব্যাহত থাকিলেও এক হিসাবে উপাসনার মূলধন আস্তিকতার অস্তিত্ব থাকে। "পুণ্যঞ্চ পরোপকারং পাপঞ্চ পরপীড়নম্" প্রভৃতি বহু আর্ষবাক্যে হিতবাদের মূলসূত্র ভারতের চিরপরিচিত। হিতবাদ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ, কিন্তু ভজনের বৈধী দীক্ষা-শিক্ষারূপ বীজ-বপন ও তাহাতে ভক্তি-বারি-সিঞ্চন হইলেই উপাসনার অমৃত-তরু উৎপন্ন হইয়া কালে মোক্ষ-ফল ফলে। ঈশ্বর-প্রিয়সাধক পুণ্যবান কর্ম্মযোগী যদি ঈশ্বরোপাসনার মহাজন-নির্দ্দিষ্ট ও শাস্ত্রোপদিষ্ট পন্থায় ভক্তিযোগে আনুষ্ঠানিক জপ, তপ, পূজা, আহ্নিক, স্বাধ্যায় ও শৌচাচার-পরায়ণ হন, তবে অবশ্য "সোণায় সোহাগা" হয়। তবেই ক্রমে তাঁহার পূর্ণ উপাসকত্ব, পূর্ণ মনুষ্যত্ব, পূর্ণ কৃতার্থত্ব লাভ হয়। সময়ে হয়ত তাঁহার বাহ্য-আনুষ্ঠানিকতা অন্তর্হিত হয়, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পূর্ণতার হানি নাই; কারণ তখন যে পরিপূর্ণতা! সাধন যতক্ষণ, ক্রিয়া ততক্ষণ; সিদ্ধিতেই ক্রিয়ার পূর্ণতা বা নিষ্ক্রিয়তা।

ঈশ্বর মানিলে, ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানিলে, আর পাপ করা চলে না। কোথায় পাপ করিবে? "এ জগতে হেন স্থান নাহিক কোথায়। যথায়

তাঁহার দৃষ্টি পরাভব পায়॥" বেদ-বিঘোষিত সেই "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সন্দীপ্যমান! একজন সাধু বলিয়াছিলেন—"বাবা! খুব পাপ কর, কিন্তু 'ভগা বেটা' যেন টের না পায়।" অতএব ভগবান টের পাইবেন, এ ভয় বা বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনিই ত আস্তিক। তিনি ঈশ্বরের অপ্রিয়-কার্য্য-বিমুখ; সুতরাং 'মানা' শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুসারে তিনিই ঈশ্বর মানেন। ঈশ্বরকে লুকাইয়া পাপ করা যায় না বলিয়া তাঁহার আর পাপ করা হয় না। এ হিসাবে আমরা প্রায় সাধারণতঃ সকলেই নাস্তিক। পাপকারী মাত্রেই নাস্তিক। পাপ না ছাড়িলে আর আস্তিকতার দাবী চলে না। যিনি দম-সাধনে (বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহে) সিদ্ধ হইয়াও, শম-সাধনের (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহের) অবস্থায় অবস্থিত, তাঁহারও দাবী তখন পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য। পাপ বাহিরে আসিয়া কার্য্যতঃ ভৌতিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেই মানুষের দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভূত-চিৎ সমান, স্থূল-সূক্ষ্ম অভিন্ন, অন্তর-বাহির একাকার! কারণ তিনি যে দ্বন্দ্বাতীত।

আমরা পার্থিব গুরুজনের সাক্ষাতে সামান্য তামাকটুকুও খাইনা; অথচ বিশ্বগুরু ঈশ্বরের সাক্ষাতে কি পাপ না করিতেছি! যদি তাঁহার সত্তায় বা বিদ্যমানতায় যথার্থ বিশ্বাস থাকিত, অথবা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতায়—অন্তর্যামিতায় যথার্থ প্রতীতি থাকিত, তবে কি আর আজ এত দীর্ঘ-শ্বাসে হা-হুতাশে পুড়িতে হইত?—এত হাহাকারে—অশ্রুধারে ভাসিতে হইত? মানব-সমাজের সমস্ত দুঃখই কেবল ঈশ্বরকে না মানার—অর্থাৎ ঈশ্বরকে মান্য না করার ফল মাত্র। ঈশ্বরের অস্তিত্ব মাত্র মানিলে এ ফলভোগ অতিক্রম করা যায় না। প্রসঙ্গতঃ একটি আদুরে ছেলে-বাবুর গল্প মনে পড়িল। বাবু একদিন পল্লীস্থ তাঁহার এক গরিব জ্ঞাতি-জ্যেঠাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"জ্যেঠা মহাশয়! আপনি একটু বারান্দায় যাউন, আমি তামাক খাব।" তিনি অবশ্য উক্ত জ্যেঠা-বেচারীর অস্তিত্ব বিষয়ে পরিষ্কার আস্তিক, কিন্তু জ্যেঠাকে 'মানা'টি তাঁহার কেমন!! সেইরূপ আমরাও সাধারণতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েই আস্তিক; তারপর তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে বিস্মৃতির বারান্দায় বিদায় দিয়া পাপের ধূম লাগাইতেছি। সেই দয়াময়ের প্রতি দয়া করিয়া বাহ্যতঃ তাঁহার অস্তিত্বটি মাত্র স্বীকার করিতেছি। ইদানীং ইহাই আমাদের ঈশ্বর-মানা। এমন বিড়ম্বনাময় 'ঈশ্বর-মানা' হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

৬ষ্ঠ বর্ষ। অগ্রহায়ণ। ৮ম সংখ্যা।
১৮২১, ১৩০৬।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"Of these Journals, the Hindu-Patrika deserves special mention as a high-class religious monthly devoted mainly to the exposition of Vedanta, the Upanishads and other standard works on Hindu-religion and philosophy. It is edited with conspicuous ability.

ANNUAL REPORT OF THE LIBRARIAN OF THE BENGAL GOVT. 1898.

সূচী।

	বিষয়	পৃষ্ঠা।		বিষয়	পৃষ্ঠা।
১।	পঞ্চদশী (ভূতবিবেক)	২২৫	৫।	গোলকে সর্ব্ব-দেব-দর্শন	২৪৩
২।	বৈরাগ্যানুশাসনম্	২৩১	৬।	বিশ্বাস ও কার্য্য ...	২৪৫
৩।	পঞ্চরত্ন ও ষড়রত্ন	২৩৩	৭।	সাংখ্যদর্শন ...	২৫১
৪।	সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু	২৩৬	৮।	অথর্ব্ববেদ ...	২৫৬

যশোহর।
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২১।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য———সমেত ডাকমাশুল ১৷৷০ মাত্র।

এই পত্রিকাখানি হস্তগত হইলেই মনে করিয়া দেখিবেন যে, হিন্দু-পত্রিকার ১৩০৬ সালের মূল্য দিয়াছেন কি না। মূল্য না দিয়া থাকিলে, মনে থাকিতে থাকিতে পাঠাইবেন এই প্রার্থনা।

১৩০১।২।৩।৪ সনের বাঁধাই হিন্দু-পত্রিকা প্রতি খণ্ড ১৷৷০ ও ১৩০৫ সালের পত্রিকা ১৷৷০ মূল্যে বিক্রেয়।

হিন্দু-পত্রিকা।

গত ১৩০১।২।৩।৪ সালের হিন্দু-পত্রিকা এক এক সন পুস্তকাকারে বাঁধাই হইয়া প্রতি সন ১।০ মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ১৩০১ সাল হইতেই হিন্দু-পত্রিকার প্রথমারম্ভ। প্রথম হইতে সমস্ত পত্রিকা না নিলে, সমস্ত প্রবন্ধ সমগ্রভাবে পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ প্রবন্ধগুলি সমস্তই সুপণ্ডিত ও সুদক্ষ লেখকগণের লিখিত; অতএব গ্রাহকমহোদয়গণ প্রত্যেকেই ১৩০১ সাল হইতে হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণ করেন, ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। হিন্দু-পত্রিকা যে হিন্দু-ধর্ম্মানুরাগী শাস্ত্র-সাহিত্যসেবী মহাশয়-গণের বিশেষ শিক্ষা, সাধনা ও আনন্দের উপাদান, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। দেশের প্রধান প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিতগণ, প্রধান প্রধান কৃতবিদ্য সুসম্ভ্রান্ত সাহিত্য-বিদ্‌গণ, ও প্রধান প্রধান পত্র-পত্রিকা-সম্পাদকগণ, সকলেই একবাক্যে হিন্দু-পত্রিকাকে হিন্দু-সমাজের পরমাদরের বস্তু বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথম বৎসরের (১৩০১ সালের) হিন্দু-পত্রিকা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ব-বেদের বিবিধ তত্ত্ব, বিবিধ উপদেশ এবং উপনিষৎ, গৃহ্যসূত্র, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রেরই বিবিধ শিক্ষা ও সংবাদ, তদ্ব্যতীত গভীর-জ্ঞানগর্ভ বহু মৌলিকপ্রবন্ধে সুসজ্জিত; পরে ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম (১৩০২।৩।৪।৫ সালের) বর্ষের হিন্দু-পত্রিকা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত কলেবরে ও উক্তরূপ সর্ব্বশাস্ত্র-সমুদ্ধৃত বহুবিধ তত্ত্ববিষয়িণী রচনামালায় পরিশোভিত। অবশেষে বর্ত্তমান বর্ষে অনেক সুপণ্ডিত ও সুলেখক ইহার প্রবন্ধ-প্রণয়নে ব্রতী হওয়াতে এবং সংপ্রতি হিন্দু-পত্রিকার নিজের প্রেস হওয়াতে, পত্রিকার সবিশেষ উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। পত্রিকার কলেবরও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া এক্ষণে ৪ফর্ম্মায় ৩২পৃষ্ঠা হইয়াছে; অথচ তদনুসারে মূল্য বিশেষ বর্দ্ধিত হয় নাই; ১।০ স্থলে ১৷৷০ মাত্র নির্দ্ধারিত হইহয়াছে। অতএব ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও সাহিত্যানুরাগী মহাশয়েরা সকলেই প্রারম্ভ হইতে হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহক হউন,—হিন্দু-পত্রিকা শিক্ষিত হিন্দুর গৃহে গৃহে গৃহীত হউক।

শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
(কার্য্যাধ্যক্ষ।)

বিজ্ঞাপনের হার।

প্রথম একবারের জন্য হাফ্ কলমের এক লাইন্ ।০ চারি আনা, এক পেজ্ ১৬৲ টাকা, অর্দ্ধ পেজ্ ৮৲ টাকা। প্রথম একবারের পরের প্রতিবারের জন্য উহার অর্দ্ধ।

শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
ম্যানেজার।

শ্রী শ্রীহরিঃ।
[১৮৮৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টরীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ। | ১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

পঞ্চদশী।

ভূত-বিবেক।

[৫৪ হইতে ৭১ শ্লোক পর্য্যন্ত সমালোচনা।]

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, সত্যজ্ঞানরূপ অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্যোপরি ভাসমানা কল্পনারূপিণী মায়া (শক্তি) কর্ত্তৃক কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও ভাসমান হয়।* উহা সত্যজ্ঞানের সহিত অসংসৃষ্ট কল্পিত পদার্থ মাত্র; কিন্তু ভ্রান্ত জীবচৈতন্যের সহিত সংসৃষ্ট থাকা হেতু জীবের ভ্রান্তজ্ঞানের নিকট উহা সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বদৃষ্টান্তানুরূপ সুধা-ধবলিত সৌধোপরি রঞ্জিত চিত্রের সহিত ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তির বা ইষ্টকের কোন সংস্রব নাই; কিন্তু যদি ভিত্তিস্থ ইষ্টকের আভাস বা প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ সৌধোপরি প্রতিফলিত হয়, তাহাহইলে ঐ প্রতিবিম্বিত ইষ্টকচ্ছায়ার সহিত রঞ্জিত চিত্রের সংস্রব থাকে; যেহেতু ঐ প্রতিবিম্বিত ইষ্টকচ্ছায়া ঐ রঞ্জিত চিত্রের অন্তর্গত।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সত্যজ্ঞানাবলম্বনে মায়াশক্তি কর্ত্তৃক কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হইয়াছে, এবং ইহাও প্রমাণিত রহিয়াছে যে, যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নি হইতে পৃথক্ কোন তত্ত্ব নহে, অথবা স্বয়ং অগ্নিও নহে,

* অনাদি অনন্ত নিরাকার সত্যজ্ঞান বা ব্রহ্মচৈতন্য এবং তাঁহার নিরাকার শক্তির বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ সত্য জ্ঞানাবলম্বনে মায়া কর্ত্তৃক যখন বিষয় কল্পিত হয়, তখনই ঐ কল্পনার মধ্যে বিষয়ের আকার সূক্ষ্মভাবে প্রকটিত হয়, এবং তাহাই যে অবশেষে স্থূল-ভাবে জগৎরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠক পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায় পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

সেইরূপ মায়াশক্তি, সদ্‌ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন তত্ত্ব নহে অথবা স্বয়ং ব্রহ্মও নহে। অতএব মায়া নিস্তত্ত্বা কল্পনাশক্তি মাত্র, প্রমাণিত হইতেছে। ঐ কল্পনাশক্তির কার্য্যই এই কল্পিত জগৎ। উহা কখনই সত্য হইতে পারেনা। যে সত্যজ্ঞানাবলম্বনে এই বিশ্ব কল্পিত হইয়াছে, সেই জ্ঞানের সত্তাতেই বিশ্বের সত্তা ভিন্ন বিশ্বের পৃথক্ কোন সত্তা নাই; ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। পাঠকগণ স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে, প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেক ব্যাখ্যা কালে জীবের বুদ্ধি, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণ, এই সপ্তদশ তত্ত্ব পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ বা পঞ্চভূতস্থ সত্ত্বাদি গুণোৎপন্ন; সুতরাং সূক্ষ্ম বুদ্ধি হইতে স্থূল দেহ পর্য্যন্ত কল্পিত মায়িক জগদন্তর্গত উক্ত বুদ্ধিতে চৈতন্যের আভাস বা বুদ্ধিস্থ চিদাভাসই জীবচৈতন্য। ঐ জীবচৈতন্যই মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দেহ সংসৃষ্ট; অতএব কল্পিত মায়িক পদার্থান্তর্গত ও তৎসংসৃষ্ট জ্ঞানও কল্পিত এবং ভ্রান্ত। এই জন্য জীবের নিকট মায়িক জগৎ সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

মায়ার প্রথম কার্য্য আকাশ; অবকাশ অর্থাৎ শূন্যই উহার স্বভাব। আকাশ সৎপদার্থ নহে; সতের সত্তাতেই আকাশের সত্তা। অদ্বিতীয় সৎপদার্থের কেবল সত্তা মাত্র স্বভাব। আকাশে সতের সত্তা এবং তাহার নিজের অবকাশ, এই দুইটী স্বভাব আছে। তদ্ভিন্ন আকাশের প্রতিধ্বনি একটী গুণ আছে, কিন্তু সৎপদার্থে তাহা নাই। সৎপদার্থের একমাত্র সত্তা। ঐ সতের সত্তাতেই আকাশের সত্তা; তদ্‌ভিন্ন আকাশের নিজের গুণ প্রতিধ্বনি, অতএব আকাশে সত্তা ও প্রতিধ্বনি, এই দুইটি গুণ পরিলক্ষিত হয়। যে পরমাত্মশক্তি মায়া আকাশ কল্পনা করে, সেই মায়া সতের সহিত আকাশের ঐক্যভাব প্রতিপাদন করিয়া, বিপরীতভাবে উভয়ের ধর্ম্মি-ধর্ম্ম কল্পনা করে; সুতরাং সত্তা সৎস্বরূপ হইলেও, আকাশের সত্তা বলিয়া যে লৌকিক ব্যবহার, উহা মায়াকল্পিত।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে দুইটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে:—

(১) আকাশের পৃথক্ সত্তা (অস্তিত্ব) নাই কেন এবং সতের সত্তাতেই (অস্তিত্বেই) আকাশের সত্তার তাৎপর্য্য কি?

(২) সৎপদার্থের প্রতিধ্বনি অর্থাৎ শব্দগুণ নাই এবং অবকাশ-স্বভাবও নাই। আকাশের যদি নিজের সত্তা (অস্তিত্ব) না থাকে, তবে তাহার প্রতিধ্বনি (শব্দ) গুণ ও অবকাশ-স্বভাব কোথা হইতে আসিল? কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই, অথচ তাহার গুণ ও স্বভাব আছে, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? উপরোক্ত দুইটী প্রশ্নের মীমাংসা একত্রে হইবে।

মীমাংসা।

আকাশও যাহা, অবকাশ বা শূন্যও তাহাই; ঐ অবকাশ বা শূন্য একটি ভাব মাত্র। যথায় কোন পদার্থ নাই, এই ভাবের উপলব্ধিই শূন্য; ঐ শূন্য-ভাব-জ্ঞান চৈতন্য হইতে উপলব্ধ হয় এবং চৈতন্য বা জ্ঞানই উহার স্থিতিস্থান; অতএব জ্ঞান বা চৈতন্যের সত্তাতেই আকাশের সত্তা-জ্ঞান হইতে যে ভাবের বিকাশ হয়, জ্ঞান অবিকাশিত হইলে, সেই ভাবও বিলীন হইয়া যায়। অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই জ্ঞান-গর্ভে স্থিত; উহা সত্য জ্ঞানাবলম্বনে কল্পনাশক্তির বিকার স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবোপলব্ধি মাত্র। শক্তির বিকার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শক্তি ব্যতীত বিষয়ের বিকাশ অসম্ভব। একটি শক্তি যে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিণত হয়, উহা শক্তির প্রকৃত অবস্থা নহে, বিকৃত অবস্থা। পূর্ব্ববর্ণিত মত ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞানের ন্যায় আকাশজ্ঞান, বায়ুজ্ঞান, তেজজ্ঞান, আপজ্ঞান, ক্ষিতিজ্ঞান; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্ব্বত, নদ, নদী, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মানব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জড়, উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু প্রভৃতি জ্ঞান সত্যজ্ঞানের ছায়া অবলম্বনে কল্পনাশক্তির এক একটি বিকৃত ভাবমাত্র। ঐ ঐ জ্ঞানের অস্তিত্বেই আকাশাদি বিশ্বের অস্তিত্ব। ঐ ঐ জ্ঞানের বিকাশেই বিশ্বের বিকাশ, এবং অবিকাশেই বিশ্বের অবিকাশ; অতএব জ্ঞানের বা চৈতন্যের সত্তাই আকাশের সত্তা। জ্ঞান বা চৈতন্যের সত্তা ব্যতীত আকাশের পৃথক্ কোন সত্তা নাই, প্রমাণিত হইল। স্থূল কথা এই যে, যদি জ্ঞানের বিকাশ না থাকে, তবে আকাশাদি কোন পদার্থেরই বিকাশ থাকেনা।

এক্ষণে, যাহার সত্তা নাই, তাহার গুণ কিপ্রকারে সম্ভব, তাহাই কথিত হইতেছে। স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট দহ্যমান গৃহমধ্যে অবশ্যই অগ্নির প্রকাশভাব, উষ্ণ-স্পর্শ ও দহনের শব্দাদি গুণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। উহা আপনার জ্ঞান বা চৈতন্যের উষ্ণ-গুণ নহে। ঐ চৈতন্যের অবলম্বনে যে ভাবের বিকাশ হয়, গুণও সেই ভাবের অঙ্গ বা অন্তর্ভূত গুণমাত্র; সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট অগ্নিময় ভাবের প্রকৃত সত্তা বা সত্যতা না থাকিলেও, ঐ ভাব-সংসৃষ্ট গুণ ঐ স্বপ্নকল্পিত ভাবের সহিত প্রকাশিত হওয়ার বাধা হয় না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, অবকাশ বা শূন্য অর্থে কিছুই নাই; সুতরাং কিছুই নাই, এই অভাবজ্ঞানই শূন্য; কিন্তু শব্দগুণ অভাবজ্ঞান নহে, উহা একটী ভাবের উপলব্ধি; অতএব শূন্য (অভাব) হইতে শব্দগুণরূপ ভাবজ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে? বা তাহা হইতেই বায়ুরূপ ভাবোপলব্ধি কিরূপে হয়? অবশ্যই অভাব হইতে কখনও ভাবের উৎপত্তি হইতে পারেনা; যথা "নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ"। ইহা স্বতঃসিদ্ধ বটে, কিন্তু এস্থলে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় নাই; যেহেতু আকাশেরও যেরূপ পৃথক্ সত্তা নাই, বায়ু প্রভৃতি কোন ভূতেরও

সেইরূপ পৃথক্ সত্তা নাই। সতের সত্তাতেই আকাশ ও বায়ু প্রভৃতির সত্তা, তদ্ভিন্ন আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়না। অনন্তজ্ঞান অবলম্বনে কল্পনারূপিণী মায়াশক্তি-প্রসূত একটী ভাবের মধ্যে অন্যান্য ভাব যথাক্রমে স্ফুরিত বা প্রকটিত হয় মাত্র; সুতরাং অভাব হইতে কখনও ভাবের উৎপত্তি হয়না। শূন্যও একটি ভাব, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বস্তুর অভাবই শূন্যভাবের উপলব্ধি। আলোরূপ ভাবের অভাব অন্ধকার বটে, কিন্তু আলোর অভাবও একটি ভাবের উপলব্ধি, তাহার আর সন্দেহ নাই। আলো নাই, এই ভাবটি মনে হইলে, আলোর ভাব এবং তাহার নাস্তিত্ব, উভয়-সংসৃষ্ট ভাবের উপলব্ধি যেমন হয়, সেইরূপ শূন্য বা অবকাশ বলিলে, বস্তু এবং তাহার অভাব, এই সংসৃষ্ট ভাবের স্ফুরণ হয়। অতএব নাস্তিত্ব ভাবের সহিত অস্তিত্ব ভাব আপেক্ষিকরূপে বিজড়িত। অবকাশ বলিলে বস্তুর অবকাশ, নাস্তি বলিলে অস্তির নাস্তি, অভাব বলিলে, ভাবের অভাব বুঝায়। এইজন্য আকাশের সত্তা বায়ু প্রভৃতিতে অনুগমন করে, কিন্তু আকাশ অনুগমন করেনা, কথিত হইয়াছে। সাংখ্য, বেদান্ত-উপনিষৎ এবং পুরাণাদিতে প্রকাশ যে, (সাংখ্যোক্ত) অব্যক্ত প্রকৃতি, পুরুষ সংযোগে বা (উপনিষদ্ ও বেদান্তোক্ত) অব্যক্ত ব্রহ্মশক্তি মায়া চিদাভাসে ব্যক্ত ও মহত্তত্ত্বে (সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্বে) পরিণত হইয়া, সৃষ্ট্যর্থে ত্রিবিধ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সৃষ্ট্যভিমান বা অহঙ্কার, অর্থাৎ ত্রিবিধ প্রবৃত্তি (Tendency) রূপে বিকাশিত হন; তন্মধ্যে তামসিক অহঙ্কার বা প্রবৃত্তি হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত কল্পিত হয়।

মনুর সৃষ্টিতত্ত্বে প্রকাশ যে,—"সৃষ্টির পূর্ব্বে অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অপ্রত্যক্ষ ও অবিজ্ঞেয় অবস্থায় যেন সর্ব্বতঃ প্রসুপ্ত ছিল"। তমোভূত অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণে আবরিত, সুতরাং বোধাতীত, লক্ষণ দ্বারা অনির্ণেয়, প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত, অবোধ্য (বোধের যোগ্য নহে) এইরূপ নিদ্রিত অবস্থাপন্ন একটি ভাব ছিল। ঐ অবস্থায় স্বয়ম্ভূ ভগবান অব্যক্তকে ব্যক্ত করিয়া, মহাভূতে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া তমনাশক রূপে প্রকাশিত হইলেন, এবং বিবিধ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত স্বীয় শরীর হইতে প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন ও সেই জলে বীজ অর্পণ করিলেন। সেইবীজ হইতে সহস্রাংশু-সমপ্রভ জ্যোতির্ম্ময় অণ্ড প্রসূত হইল। সেই অণ্ডে সর্ব্বলোকপিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন এবং দেবমান সহস্র বর্ষ সেই অণ্ড মধ্যে বাস করিয়া তপ বা ধ্যান-বলে ঐ অণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া, তাহার ঊর্দ্ধ খণ্ডে স্বর্গাদিলোক, অধঃখণ্ডে পৃথিব্যাদি সপ্ত দ্বীপমধ্যে অষ্ট দিক্ নিত্য অপাংস্থান—অর্থাৎ অর্ণব যুক্ত আকাশ সৃষ্টি করিলেন।*

*আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ইত্যাদি সৃষ্টি-ক্রম বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু বেদ-বেদান্তের মধ্যে ও মনুর সৃষ্টিতত্ত্বে সৃষ্টির আদিতে জল সৃষ্টির উল্লেখ আছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে আকাশরূপ অর্ণব সমুদ্র হইতে বায়ুসৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। এই রহস্য ক্রমে প্রকাশ্য, এবং মৎকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব ত্রিমূর্ত্তি প্রবন্ধ শীর্ষক হিন্দুপত্রিকার ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১।২য় সংখ্যার ২৫ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঋক্ ও সাম বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে প্রকাশ যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্য পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন। সর্ব্বত্র রাত্র (তমোময় অর্থাৎ অব্যক্ত) ছিল; তদনন্তর "অভিদ্যা-ত্তপসঃ—অভিদ্যাৎ—লব্ধবৃত্তাৎ—তপসঃ তাপাৎ, অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক তাপ হইতে অর্ণব—সমুদ্র* উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই অর্ণব—সমুদ্র হইতে বিশ্ব-প্রকটনকারী বশী অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা নিয়মপ্রণেতা বিধাতা উৎপন্ন হইয়া, স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, (আকাশ) সূর্য্য, চন্দ্র, দিবা, রাত্র, অয়ন, বর্ষ প্রভৃতি সমস্ত যথাক্রমে কল্পনা (সৃষ্টি) করিয়াছিলেন। সাংখ্য ও বেদান্তমতে আকাশ-সৃষ্টির পূর্ব্বে মহত্তত্ত্ব এবং ত্রিবিধ অহঙ্কার, তিন প্রকার সৃষ্টির কার্য্যপ্রবৃত্তি (Tendency) এবং ঐ তিন প্রকার প্রবৃত্তির একতম প্রবৃত্তি হইতে আকাশ-সৃষ্টি দেখিতে পাই।

মনুর সৃষ্টিতত্ত্বে ভগবানের মহাভূতে কার্য্যপ্রবর্ত্তন, তমনাশক জ্যোতি, অপ্, বীজ ও অণ্ড এবং অণ্ড মধ্যে বিধাতার উৎপত্তি; তদনন্তর স্বর্গ দ্রবীভূত আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদির সৃষ্টিপ্রকরণ দেখিতে পাই। বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যেও প্রায় তদ্রূপ দৃষ্টিগোচর হয়। উপরোক্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়-মান হইবে যে, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থ সমূহ শক্তির বিকার হইলেও, শক্তির মধ্যে ঐ সকল পদার্থ সূক্ষ্মভাবে চিরকালই আছে। যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ, গর্ভস্থ শুক্র-শোণিতের মধ্যে জীবের প্রকাণ্ড দেহ-বুদ্ধি-মন এবং মানসিক ও শারীরিক বৃত্তি ও ভাব সমস্তই সূক্ষ্মভাবে থাকে; যেমন নিদ্রাকালে জাগরণকালের সমগ্রভাব সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত শক্তি বা প্রকৃতির গর্ভে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূত এবং ভৌতিক জগৎ সূক্ষ্মভাবে লুক্কায়িত থাকে। পরে চিদাভাসে প্রকৃতি বা শক্তি জাগরিত এবং প্রকৃতির অন্তর ব্রহ্মতেজে দ্রবীভূত হইলে, ঐ চিদ্‌বীজ কর্ত্তৃক তাহার গর্ভাধান হয়; তখন শক্তি বা প্রকৃতিমাতা সূক্ষ্ম জগৎরূপ অণ্ড প্রসব করেন এবং সেই অণ্ড মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রবৃত্তিযুক্ত মানসিক তেজরূপী ধাতা কর্ত্তৃক আকাশ, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূত এবং ভৌতিক স্থূল জগৎ কল্পিত ও দৃষ্ট হয়। পাঠক! একবার একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করুন যেন কিছুই নাই, আপনিও বিশ্বব্যাপী অচৈতন্যে বা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন; হঠাৎ যেন একটু কম্পনবৎ হইয়া ঐ অচৈতন্যের মধ্যে মানসিক তেজ হইতে ঈষৎ একটু জ্ঞানজ্যোতির আভাস বাহির হওয়ায়, ঐ তেজের আভাসে আপনার বিশ্বব্যাপী মানসিক ভাবময় দেহ যেন দ্রবীভূত

*ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক, তাপ অর্থে ব্রহ্মশক্তি; ঐ 'অভিদ্যাত্তপসঃ' অর্থে পঞ্চভূতের তৃতীয় ভূত তেজ নহে, উহাই ব্রহ্মতেজ; অর্ণব সমুদ্র অর্থে কারণ-বারি, ঐ কারণ-বারি পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চ ভূতের চতুর্থ ভূত (জল) নহে। ঐ চতুর্থ ভূত জল আদি ভৌতিক পদার্থ। পূর্ব্বোক্ত কারণ-বারি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মানসিক ও ভৌতিক সমুদ্র পদার্থের কারণরূপিণী মাতৃস্থানীয়া বা সৃষ্টিপ্রবৃত্তির দ্রবীভূত অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে উহা ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক সূক্ষ্ম উপাদান-কারণ হইতেছে। ঐ উপাদান-কারণই মনোময় বিধাতার যোনি স্বরূপ।

হইয়া বিস্তৃত হইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে আপনার মন যেন ঐ দ্রবীভূত ভাবের মধ্য হইতে ভাসিয়া উঠিল। তখন যেন আপনি ঐ নিদ্রার ঘোরে সূক্ষ্ম পরমাণুময় দ্রবীভূত অবকাশ দেখিতে লাগিলেন। ঐ দ্রবীভূত পরমাণুর মধ্যে অবকাশ থাকায়, উহাদের গতির প্রসার ও পরস্পরের মধ্যে (Friction) ঘর্ষণ উপস্থিত হওয়ায়, ঐ অবকাশের মধ্যে শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। অবশ্যই বস্তুর মধ্যে অবকাশ বা ফাক না থাকিলে, পরস্পর সংঘর্ষণ বা শব্দের উৎপত্তি হইতে পারেনা। বস্তুর মধ্যে ফাক বা ছিদ্র না থাকিলে, সেই বস্তু কখনই গতিবিশিষ্ট হইতে বা নড়িতে পারেনা। নড়ার অর্থই গতি (Motion); ঐ গতি না হইলে বা নড়িতে নাপারিলে, সংঘর্ষণ বা শব্দ অসম্ভব; অর্থাৎ বস্তুর মধ্যে ছিদ্র না থাকিলে, vibratory motion কখনই হইতে পারেনা। অতএব ছিদ্র বা আকাশ হইতেই শব্দ উৎপন্ন হয়। আকাশেরই শব্দগুণ প্রমাণিত হইতেছে। আপনি যে নিদ্রার ঘোরে আকাশ ও শব্দ অনুভব করিলেন, উহা আপনার মানস-শক্তির বিকার বা মানসিক কল্পনা নহে কি? ঐ আকাশ-কল্পনার পূর্ব্বে যে মানসিক অস্পষ্ট ভাবের ঈষৎ বিকাশ হইয়াছিল, সেই মানসিক ভাব কর্ত্তৃক আকাশ-কল্পনা হয়নাই কি? এখন আপনার উপরোক্ত ভাবের সহিত বেদান্ত, সাংখ্য ও মনু প্রভৃতির সৃষ্টিতত্ত্ব একবার মিল করিয়া দেখুন, তাহাহইলে বুঝিতে পারিবেন যে, আকাশ-কল্পনার পূর্ব্বে যে অস্পষ্ট ভাব, উহা মানস-শক্তির ভাব মাত্র; উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দগুণযুক্ত আকাশ বা অবকাশই আদিভূত। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী-ভাব আপনার বাহ্য ভাব নহে; উহা আপনার মানস-অন্তর্ভূত বা কল্পনাশক্তির অন্তর্গত; তদ্ধেতু মায়াশক্তির প্রথম কার্য্যই আকাশ প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে এবং উপরোক্ত শাস্ত্রাদির সহিত নিজের যুক্তি ও বিজ্ঞান খাটাইয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, আকাশের পৃথক্ সত্তা নাই; সত্তের অর্থাৎ চৈতন্যের সত্তাতেই আকাশের সত্তা। ঐ আকাশ যে কল্পনারূপিণী মায়াশক্তির প্রথম বিকাশ বা প্রথম কার্য্য, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। অতএব আকাশ নিস্তত্ত্ব, সাব্যস্ত হইল। এক্ষণে বায়ু প্রভৃতির বিষয় কথিত হইবে। অর্থাৎ আকাশের সহিত সদ্বস্তুর (চৈতন্যের) যেরূপ সম্বন্ধ, বায়ু প্রভৃতির সহিতও সেইরূপ সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈরাগ্যানুশাসনম্।

ন সংসারোৎপন্নে বিষয়মনুপশ্যামি কুশলং
বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে বিমৃশতঃ
মহদ্ভিঃ পুণ্যৈর্মে শ্চিরমপি গৃহীতাশ্চ বিষয়া
মহান্তো জায়ন্তে ব্যসনমিবদাতুং বিষয়িণাম্ ॥১॥

সংসারোৎপন্ন দ্রব্যে কোন কুশলদ্রব্য দেখিতে পাইনা, পুণ্যের পরিণাম চিন্তা করিতে২ আমার ভয় উৎপন্ন হয়। মহৎ পুণ্যসমূহদ্বারা প্রচুর বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; উহা বিষয়ীদিগকে বিপদ দিবার জন্য আসিয়া থাকে। [শিখরিণী বৃত্ত]। ১॥

ভ্রান্ত্বা দেশমনেক দুর্গ বিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং
ত্যক্ত্বা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃতা নিষ্ফলা।
ভুক্তং মানবিবর্জ্জিতং পরগৃহেষ্বাশঙ্কয়া কাকবৎ
তৃষ্ণে! জৃম্ভসি পাপকর্ম্মপিশুনে নাদ্যাপি সন্তুষ্যসি ॥২॥

অনেক দুর্গম দেশ ভ্রমণ করিয়াও কিঞ্চিৎ ফল পাইলাম না; উচিত জাতিকুলাভিমান পরিত্যাগ করিয়া বৃথা প্রভুর সেবা করিলাম; পরগৃহে কাকের ন্যায় শঙ্কার সহিত মান ত্যাগ করিয়া আহার করিলাম; হে পাপকার্য্য-প্রলোভিনী তৃষ্ণে! এখনও তুমি উৎপন্ন হইতেছ? অদ্যাপি সন্তুষ্ট হইতেছনা? [শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ]। ২॥

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্যাতা গিরের্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃ সরিতাম্পতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্ত কাণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চ মাম্ ॥৩॥

এই স্থানে ধন আছে, এই অনুধাবন করিয়া পৃথিবী খনন করিলাম, পর্ব্বতের গৈরিকাদি ধাতু আনিবার জন্য চিন্তা করিলাম, সমুদ্র পার হইলাম, যত্নে রাজাকে সন্তুষ্ট করিলাম; মন্ত্র আরাধন জন্য ব্যগ্রমন হইয়া শ্মশানে রাত্রি যাপন করিলাম, কিন্তু কাণা-কড়ীও প্রাপ্ত হইলাম না। হে তৃষ্ণে! এক্ষণ আমাকে ত্যাগ কর। [ঐ বৃত্ত]। ৩॥

খলোল্লাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈঃ
নিগৃহ্যান্তর্বাষ্পং হসিতমপি শূন্যেনমনসা।
কৃতশ্চিত্তস্তম্ভঃ প্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি
ত্বমাশে! মোঘাশে! কিমুপরমতো নর্ত্তয়সি মাম্ ॥৪॥

খল ব্যক্তির আরাধনায় তৎপর হইয়া তাহাদের বাক্য কোনরূপে সহ্য করিলাম, হৃদয়াভ্যন্তরে অশ্রুবারি অবরুদ্ধ করিয়া শূন্যমনে হাস্য করিলাম, মনে ধৈর্য্য ধারণ করিলাম; তাহাদের বাক্যে আমার বুদ্ধিও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপিও তাহাদিগকে অঞ্জলি করিলাম। হে আশে! হে বৃথা-আশে! এক্ষণও আমাকে কেন আর নৃত্য করাইতেছ? [শিখরিণী বৃত্ত]। ৪ ॥

অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাং
কৃতে কিন্নাস্মাভির্বিগলিতবিবেকৈর্ব্যবসিতম্।
যদাঢ্যানামগ্রে দ্রবিণমদনিঃসঙ্গমনসাং
কৃতং বীতব্রীড়ৈর্নিজগুণকথাপাতকমপি ॥৫॥

পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এই প্রাণের জন্য আমরা হতবুদ্ধি হইয়া কি না করিলাম, যেহেতু ধনমদে বিবেকশূন্য ধনী লোকের অগ্রে নির্লজ্জ হইয়া নিজগুণকথারূপ পাতকও করিলাম! [ঐ বৃত্ত] ॥৫॥

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেবভুক্ত-
স্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা-
স্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ ॥৬॥

স্রক্-চন্দন-বনিতাদি বিষয় ভোগ করিলাম না, কিন্তু আমরা (কালদ্বারা) ভুক্ত হইলাম, কোন তপস্যাচরণ করিলাম না, কেবল আমরা সন্তাপ প্রাপ্ত হইলাম; কাল গেলনা, আমরাই গেলাম, অর্থাৎ জীবন শেষ করিলাম; তৃষ্ণা জীর্ণা (ক্ষয়প্রাপ্ত) হইলনা, আমরাই জীর্ণ হইলাম, অর্থাৎ জরাপ্রাপ্ত হইলাম। [উপজাতিবৃত্তম্] ৬॥

বলিভির্মুখমাক্রান্তং পলিতৈরঙ্কিতং শিরঃ।
গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে ॥৭॥

মাংস-সঙ্কোচ-রেখাদ্বারা মুখ ব্যাপ্ত হইল, পলিত (জরাজনিত শুক্লতা) দ্বারা মস্তক অঙ্কিত হইল, গাত্র শিথিল হইল, কিন্তু একা তৃষ্ণা নিত্য-নবীনা হইতেছে! [অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ] ৭॥

নিবৃত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষ বহুমানোঽপি গলিতঃ
সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসমাঃ।
শনৈর্যষ্ট্যুত্থানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে
অহো দুষ্টঃ কায়স্তদপি মরণোপায়চকিতঃ ॥৮॥

ভোগেচ্ছা নিবৃত্ত হইয়াছে, মনুষ্যের বহু মানও নষ্ট হইয়াছে; প্রাণতুল্য সমবয়স্ক বন্ধুগণ এককালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; আস্তেং যষ্টিদ্বারা উত্থিত হইতেছি; চক্ষু ঘন অন্ধকার দ্বারা আবৃত হইল, অর্থাৎ চক্ষে আর দেখিতে পাই না; অহো! দুষ্ট শরীর তথাপি মরণোপায় হইতে শঙ্কা প্রাপ্ত হয়! [শিখরিণী] ৮॥

আশানাম্নী নদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা
রাগগ্রাহবতী বিতর্করিহগা ধর্ম্মদ্রুমধ্বংসিনী।
মোহাবর্ত্তসুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ ॥৯॥

আশা নাম্নী নদী, উহাতে মনোরথ রূপ জল, উহা তৃষ্ণা রূপ তরঙ্গ দ্বারা ব্যাপ্ত, উহাতে বিষয়ানুরাগ রূপ জলজন্তু ও বিতর্ক রূপ পক্ষী আছে, উহা ধর্ম্ম রূপ বৃক্ষধ্বংসিনী; অজ্ঞান রূপ আবর্ত্তদ্বারা সুদুস্তর ও অতি গভীর; উহাতে উন্নত চিন্তা রূপ তটী আছে; বিশুদ্ধমন যোগীশ্বরগণ উহার পারে গমন করিয়া আনন্দ লাভ করেন। [শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ] ৯॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

পঞ্চতন্ত্রম্।

নাগো ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ পূর্ণেন্দুনা শর্ব্বরী
শীলেন প্রমদা জবেন তুরগো নিত্যোৎসবৈর্মন্দিরম্।
বাণী ব্যাকরণেন হংসমিথুনৈর্নদ্যঃ সভা পণ্ডিতৈঃ
সৎপুত্রেণ কুলং নৃপেণ বসুধা লোকত্রয়ং বিষ্ণুনা ॥ ১ ॥

মদদ্বারা হস্তী, পদ্মদ্বারা জল, পূর্ণচন্দ্রদ্বারা রাত্রি, স্বভাবদ্বারা স্ত্রীলোক, বেগের দ্বারা ঘোটক, নিত্যোৎসবে মন্দির, ব্যাকরণ দ্বারা কথা, হংসযুগলদ্বারা নদীসকল, পণ্ডিত দ্বারা সভা, সৎপুত্রদ্বারা কুল, রাজাদ্বারা পৃথিবী ও বিষ্ণুদ্বারা ত্রিলোক শোভাপায়। ১

পোতো দুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোঽন্ধকারাগমে
নির্ব্বাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশান্ত্যৈ শৃণিঃ।
ইত্থং তদ্‌ভুবি নাস্তি যস্য বিধিনা নোপায়চিন্তা কৃতা
মন্যে দুর্জ্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাপি ভগ্নোদ্যমঃ ॥ ২ ॥

দুস্তর সমুদ্র পার হইবার জন্য জাহাজ, অন্ধকারে দীপ, বায়ুশূন্যকালে ব্যজন, মদান্ধ হস্তীর দর্পনাশ জন্য অঙ্কুশ; পৃথিবীতে এরূপ কোন বস্তু নাই, যাহার উপায় নাই; কিন্তু দুর্জন ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি হরণে বিধাতাও ভগ্নোদ্যম হইয়া থাকেন! ২ ॥

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং
যুদ্ধে কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাজকম্।
রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং দেশঞ্চ সোপদ্রবং
ভার্য্যাং যৌবনগর্ব্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তি শীঘ্রং বুধাঃ ॥ ৩ ॥

পানরত বৈদ্য, কুশিক্ষিত নট, বেদাধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণ, যুদ্ধে কাপুরুষ, বেগশূন্য ঘোটক, মূর্খ পরিব্রাজক, কুমন্ত্রিদ্বারা বেষ্টিত রাজা, উপদ্রুত দেশ, যৌবনগর্ব্বিতা পররতা ভার্য্যা, এই সকলকে জ্ঞানীলোক শীঘ্র ত্যাগ করেন। ৩ ॥

ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোধোঽস্তি চেদ্দেহিনাং
জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃদ্ দিব্যৌষধৈঃ কিং ফলং।
কিং সর্পৈর্যদি দুর্জ্জনঃ কিমুধনৈর্বিদ্যানবদ্যা যদি
ব্রীড়া চেৎ কিমু ভূষণেন কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্ ॥ ৪ ॥

যদি ক্ষমাগুণ থাকে, তাহাহইলে কবচে আবশ্যক কি? যদি মনুষ্যের ক্রোধ থাকে, শত্রু আবশ্যক কি? যদি জ্ঞাতি থাকে, অগ্নি আবশ্যক কি? যদি সুহৃৎ থাকে, উত্তম ঔষধে প্রয়োজন কি? যদি দুর্জন থাকে, তাহাহইলে সর্পে আবশ্যক কি? যদি উত্তম বিদ্যা থাকে, তাহাহইলে ধনে প্রয়োজন কি? যদি লজ্জা থাকে, ভূষণে প্রয়োজন কি? যদি কবিতা থাকে, রাজ্যে প্রয়োজন কি? ৪ ॥

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ সূর্য্যাতপঃ
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন চপলো দণ্ডেন গো-গর্দ্দভৌ।
ব্যাধির্বৈদ্যকভেষজৈরনুদিনং মন্ত্রপ্রভাবাদ্বিষং
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্ ॥ ৫ ॥

জলদ্বারা অগ্নি, ছত্রদ্বারা রৌদ্র, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশদ্বারা হস্তী, দণ্ডদ্বারা চঞ্চল গো-গর্দ্দভ, প্রতিদিন বৈদ্যের ঔষধদ্বারা ব্যাধি, মন্ত্রপ্রভাবে বিষ, সকলেরই শাস্ত্রবিহিত ঔষধ আছে, কিন্তু মূর্খের ঔষধ নাই! ৫ ॥

সদুক্তরত্নং।

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি পরিচিন্তনীয়ং
আরাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপেচ যুবতৌচ কুতো বশিত্বম্ ॥ ১ ॥

শাস্ত্রকে চিন্তা করিলেও পুনঃ২ চিন্তা করিতে হইবে, রাজাকে আরাধনা করিলেও শঙ্কা করিতে হয়, যুবতি অঙ্কস্থিতা হইলেও রক্ষা করিতে হয়; শাস্ত্র, রাজা ও যুবতিকে কে বশ করিতে পারে? ১ ॥

কোঽর্থান্ প্রাপ্য ন গর্ব্বিতো বিষয়িণঃ কস্যাপদো নাগতাঃ
স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ।
কঃ কালস্য ন গোচরান্তরগতঃ কোঽর্থী গতো গৌরবং
কোবা দুর্জ্জনবাগুরানিপতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্ ॥ ২ ॥

অর্থ প্রাপ্ত হইয়া কে গর্ব্বিত না হয়? কোন্ বিষয়ীর আপদ না হয়? সংসারে স্ত্রীদ্বারা কার মন খণ্ডিত (আকৃষ্ট) না হয়? কোন্ ব্যক্তি রাজার প্রিয়? কোন্ ব্যক্তি শমনের দৃষ্টি-পথে পতিত না হয়? কোন্ প্রার্থী গৌরব প্রাপ্ত হয়? কোন্ ব্যক্তি দুর্জনের জালে পতিত হইলে মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে? ২ ॥

মূর্খো দ্বিজাতিঃ স্থবিরো গৃহস্থঃ
কামী দরিদ্রো, ধনবান্ তপস্বী।
বেশ্যা কুরূপা নৃপতিঃ কদর্য্যঃ
লোকে ষড়েতানি বিড়ম্বিতানি। ৩ ॥

ব্রাহ্মণ মূর্খ, বৃদ্ধ গৃহস্থ, দরিদ্র কামী, তপস্বী ধনবান, কুরূপা বেশ্যা, কদর্য্য নৃপতি, সংসারে এই ছয়টি বিড়ম্বনা। ৩ ॥

দানং দরিদ্রস্য প্রভোশ্চ শান্তিঃ
যূনাং তপো জ্ঞানবতাঞ্চ মৌনম্।
ইচ্ছানিবৃত্তিশ্চ সুখাসিতানাং
দয়াচ ভূতেষু দিবং নয়ন্তি ॥ ৪ ॥

দরিদ্রকে দান, প্রভুর (সামর্থ্যশালী ব্যক্তির) ক্ষমা, যুবার তপস্যা, জ্ঞানীর মৌন, সুখাশী ব্যক্তির ইচ্ছা-নিবৃত্তি, সর্ব্বজীবে দয়া, এই সকল গুণ স্বর্গভোগ করায়। ৪ ॥

দুর্ম্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি ন নীতিদোষাঃ
সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন রোগাঃ।
কং শ্রীর্ণদর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ
কং স্ত্রীকৃতা ন বিষয়া ননু তাপয়ন্তি ॥ ৫ ॥

নীতিদোষ কোন্ দুর্ম্মন্ত্রি-রাজাকে না আশ্রয় করে? রোগ কোন্ কুপথ্যভোজীকে না পীড়া দেয়? ঐশ্বর্য্য কাহাকে উদ্ধত না করে? মৃত্যু কাহাকে নিধন না করে? স্ত্রী-নিমিত্ত বিষয় কাহাকে দুঃখিত না করে? ৫ ॥

লোভোহস্ত্যস্তি পরেণ কিং পিশুনতা যদ্যস্তি কিং পাতকৈঃ
সৌজন্যং যদি কিং গুণৈঃ সুমহিমা যদ্যস্তি কিং মণ্ডনৈঃ।
সত্যং চেৎ তপসা চ কিং শুচিমনো যদ্যস্তি তীর্থেন কিং
সদ্‌বিদ্যা যদি কিং ধনৈরপযশো যদ্যস্তি কিং মৃত্যুনা ॥৬॥

যদি লোভ থাকে, শত্রু তদধিক কি করিবে? যদি খলতা থাকে, অন্য পাতকের প্রয়োজন কি? যদি সৌজন্য থাকে, অন্য গুণের প্রয়োজন কি? যদি মহত্ত্ব থাকে, ভূষণে প্রয়োজন কি? যদি সত্য থাকে, তপস্যার প্রয়োজন কি? মন যদি শুচি হয়, তীর্থে প্রয়োজন কি? যদি সদ্‌বিদ্যা থাকে, ধনে প্রয়োজন কি? যদি অপযশ থাকে, মৃত্যুতে প্রয়োজন কি? ৬॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু।

পূর্ব্বসংখ্যায় পূর্ব্বপক্ষের প্রতিকূলে এবং সাংখ্যপ্রবচনের অনুকূলে যুক্তি-জালের অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্ব্ববাদীর আক্ষেপেরও আপেক্ষিক আলোচনা করা গিয়াছে। এখন আপত্তিকারীর অপরাপর যুক্তিগুলিরও একটু একটু রহস্যভেদ করিতে চেষ্টা করা যাউক। গৌড়পাদস্বামী সাংখ্যকারিকার একটী ভাষ্য রচনা করেন; তিনিও স্বকীয় গ্রন্থে সাংখ্যপ্রবচনের বিদ্যমানতা লিখেন নাই। ইহাতেও সাংখ্য-প্রবচন আধুনিক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই বাদীসিদ্ধান্তের সমাধানে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, গৌড়পাদ, সাংখ্যকারিকাই কপিল-নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এরূপ হওয়া নিতান্ত নির্যুক্তিক নয়, কেননা তিনি এক-জন বেদান্তিসম্প্রদায়ের লোক। পরমতে একখানিমাত্রগ্রন্থ দেখিতে পাইয়া তিনি

মনে করিলেন, সর্ব্বত্র "কপিল" সাংখ্যমত-প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; এই কারিকা-গ্রন্থে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ সাংখ্য-সিদ্ধান্তই দেখিতেছি, অতএব ইহা কপিল-প্রণীত সাংখ্যকারিকা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ের মত মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইত না। উহা স্বসম্প্রদায়ের শিষ্যাদি-দ্বারা প্রচারিত হইত মাত্র। ভিন্ন-মতাবলম্বীরা কেবল বিচার কালে তত্তন্মতব্যাখ্যা অবগত হইতে পারিতেন। যত দিন তাহারা অকপটে ঐ গ্রন্থের পঠন-পাঠনাদি-ব্যবহার প্রবর্ত্তিত না করিতেন, ততদিন ছাত্রত্ব স্বীকার করিলেও, তাঁহারা গ্রন্থের অধিকারী হইতেন না। কেননা ভিন্ন-সম্প্রদায়ের লোককে পুস্তক-প্রদান ব্যবহার-বিরুদ্ধ ছিল। এই সকল কারণে গৌড়পাদ সাংখ্যকারিকা প্রাপ্ত হইয়াও নিঃসংশয়রূপে উহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন নাই; প্রত্যুত প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। গৌড়-পাদ কারিকা-ব্যাখ্যানকে "ভাষ্য" নামে অভিহিত করিয়া আন্তরিক সংশয়ের আভাস প্রদান করিয়াছেন। প্রকরণ-গ্রন্থের ব্যাখ্যা "ভাষ্য" বলিয়া কথিত হয়না। ভাষ্য-গ্রন্থের লক্ষণ-পর্য্যালোচনায় * আমরা দেখিতে পাই, যেখানে সূত্রানুযায়ী পদদ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং (আবশ্যকানুসারে) স্বোক্তপদেরও ব্যাখ্যা করা হয়, ভাষ্যবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে "ভাষ্য" বলিয়া জানেন। কারিকাকে যদি সূত্র বলিতে পারা যায়, তাহাহইলে গৌড়পাদের ব্যাখ্যান "ভাষ্য" নাম ধারণের কথঞ্চিৎ উপযোগী হইতে পারিবে; কিন্তু তাহার আবার মহান্ অন্তরায় উপস্থিত; "সূত্র" বলিলেই "সূত্র" হয় না। তাহা আবার "স্বল্পাক্ষর" "অসন্দিগ্ধ" এবং "সারবৎ" প্রভৃতি বিশেষণ ক্রান্ত হওয়া চাই। কারিকা যে কত স্বল্পাক্ষর-রচিত, তাহা যিনি "আর্য্যার" সহিত পরিচিত, তিনি সহজেই বুঝিবেন। গৌড়পাদ মহোদয়ের বিশ্বাসানুসারে উহাতে অসন্দিগ্ধতাও নাই। মাণ্ডূক্য কারিকায় তিনি তাঁহার অল্পাধিক পরিচয় দিতেও ত্রুটী করেন নাই, সুতরাংই তাঁহার "ভাষ্য" নাম দিবার কারণ অনুসন্ধেয়। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা—সূত্রের "ভাষ্য" দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনি-সূত্রেরও "মহাভাষ্য" আছে। কারিকা "প্রকরণ" না হউক, "সংগ্রহ"—তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ কারিকাকার স্বয়ংই উহাকে "প্রকরণ" বলিবার আভাস দিয়াছেন, পরে প্রমাণীকৃত হইবে।

গৌড়পাদ উহাকে সূত্রই মনে করিয়াছিলেন, তাহার বীজও আছে। সূত্রের লক্ষণ রক্ষা করিয়াই সর্ব্বত্র সূত্র রচনা করা হয়, এরূপ নহে। ন্যায়-বেদান্তাদি দর্শনে এরূপ সূত্র বিরল নহে, যাহার অক্ষর-সমষ্টি অনুষ্টুপ-ছন্দের শ্লোকগত-বর্ণ-সমূহ-অপেক্ষা অধিক। বিশেষতঃ স্বল্পাক্ষরের সংখ্যাও অবধারিত নহে। বেদমন্ত্রের ও গীতা-শ্লোকের ব্যাখ্যানকে "ভাষ্য" নামই দেওয়া হইয়াছে, পরন্তু গৌড়পাদকৃত-

*সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ স্বপদানিচ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।

মাণ্ডূক্যকারিকারও শঙ্করাচার্য্য "ভাষ্য" রচনা করিয়াছেন। তাহারা কেহই "সূত্র" নাম ধারণে যোগ্য নয়। শঙ্করদেবের সময় হইতে "ভাষ্য" নাম, লক্ষণের "গণ্ডী" মাড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করে। তৎসময়ে ও পরবর্ত্তী সময়ে অনেক লোকের হৃদয়ে এরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, "ভাষ্য" নাম দিলে "ব্যাখ্যান" গৌরবান্বিত হয়। পূর্ব্ব-তন-রাজকর্ম্মচারী—"আনন্দ রাম বড়ুয়া বাহাদুর"ও ভবভূতি-বিরচিত মহা-বীর চরিতের "রামজানকী ভাষা" রচনা করিয়া পূর্ব্বোক্তানুমানের সার্থক্য-সম্পাদন করিয়াছিলেন। যাহাহউক, যদিও শঙ্করের সময় হইতে "ভাষ্য" পদের উচ্ছৃঙ্খল-প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি গৌড়পাদের সময়ে অত স্বচ্ছলতা ছিলনা, কাজেই তিনি কারিকাকে কপিল-রচিত-সূত্র বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছিলেন। গৌড়পাদ ভাষ্যারম্ভে কপিলাচার্য্যকে মাত্র নমস্কার করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন; বাচস্পতি মহাশয় কিন্তু 'ঈশ্বর-কৃষ্ণ" পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন।* গৌড়পাদ প্রথমে কপিলকে নমস্কার করিয়া, পরে কপিল ব্রহ্মার পুত্র, তিনি নিত্য-সিদ্ধ-জ্ঞানৈশ্বর্য-সম্পন্ন, ইহাও বলিয়াছেন। তদনন্তর ভাষ্যভূমিকা-রচনা আরম্ভ করিয়াছেন। যথা—"এবং সউৎপন্ন সন্ অন্ধে তমসি মজ্জজ্জগদালোক্য সংসার পারম্পর্য্যেণ সংকারুণ্যো জিজ্ঞাসমানায় আসুরি গোত্রায় ব্রাহ্মণায় ইদং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং জ্ঞানমুক্তবান্ যস্য জ্ঞানাৎ দুঃখক্ষয়ো ভবতি। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ। জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। তদিদমাহুঃ, দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসেতি।" তৎপর কারিকা ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তিনি যদি অবগত থাকিতেন যে, "ঈশ্বরকৃষ্ণ" এই কারিকার রচয়িতা, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশে একটী নমস্কার-বাক্য প্রয়োগ না করিয়া থাকিতেন না। প্রথমতঃ কপিল সাংখ্য-জ্ঞান বলেন, ইত্যাদি বলিয়া, ঈশ্বরকৃষ্ণের নাম মাত্রেরও উল্লেখ না করিয়া ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হওয়াতে বোধ হয় কপিলই গ্রন্থকার। গৌড়পাদ-ভাষ্যের প্রত্যক্ষর অনুসন্ধান করিলেও ঈশ্বর কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়না। সকল টীকা-ভাষ্যকারগণই গ্রন্থকারের উদ্দেশে নমস্কারে সম্মান প্রকাশ না করিলেও, অগত্যা গ্রন্থকে তদ্রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না। এতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও অমনোযোগ করা প্রচলিত-প্রথা বহির্ভূত। সুতরাং অনুমান করা যায়, গৌড়পাদের বিশ্বাস, গ্রন্থকার কপিলাচার্য্য; কাজেই তিনি তাঁহাকে নমস্কার করিয়াই কৃতজ্ঞতার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন, মনে ভাবিয়াছিলেন। গৌড়পাদের বাক্য হইতে আমরা ইহার নিভৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার প্রথম বাক্য এই,——"কপিলায় নমস্তস্মৈ যেনাবিদ্যান্ধ্বুধৌ জগতি মগ্নে, কারুণ্যাৎ সাংখ্যময়ী নৌরিব বিহিতা প্রতরণায়।" অর্থাৎ সেই কপিলকে নমস্কার করি, যিনি, জগৎ অজ্ঞানার্ণবে মগ্ন হইলে, করুণাপরায়ণ হইয়া প্রতরণার্থে নৌকার ন্যায় সাংখ্যময়ী-কারিকা-নৌকা রচনা করেন। 'প্রতরণায় নৌরিব সাংখ্যময়ী

*কপিলায় মহামুনয়ে মুনয়ে শিষ্যায় তস্য চাসুরয়ে, পঞ্চশিখায় তথেশ্বর কৃষ্ণায়ৈতে নমস্যামঃ। (সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী।)

বিহিতা' এইটুকুর সহিত অধ্যাহৃত 'কারিকা" পদের অন্বয় করিতে হইবে। 'সাংখ্য-ময়া বিহিতা' বলিলে 'কি' তাহা বলা হইলনা, বাক্য অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল।

যদি বলা যায় "প্রতরণায় সাংখ্যময়ী নৌর্বিহিতা", তাহাহইলে "ইব" শব্দ দ্বারা যে সাদৃশ্য ব্যঞ্জিত হয়,তাহার উপায় কি? এখানে—নদ্যাদি প্রতরণায় নৌরিব অবিদ্যাম্বুধি-প্রতরণায় সাংখ্যময়ী নৌর্বিহিতা, এইরূপ তাৎপর্য্যে পদপ্রয়োগ, বলিতে পারা যায় বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত,'অবিদ্যাম্বুধৌ'—এই যে অবিদ্যাকে অম্বুধিরূপে রূপণ করা হইল,তাহার সামঞ্জস্য রক্ষার্থে নৌকারূপে কোন কিছুর রূপণ আবশ্যক। নৌকায় অম্বুধি পার হওয়া যায়, কিন্তু অবিদ্যা-পারে কিছু একটা চাই; তত্ত্ব কারিকাদি সাংখ্যশাস্ত্র ভিন্ন আর কি? বলা যাইতে পারে, 'সাংখ্যারা' এই শব্দে স্বরূপার্থে "ময়ট্" প্রত্যয় করিয়া "সাংখ্যরূপ নৌকা" এই অর্থ করা যাউক, তাহা হইলে রূপক অব্যাহতই রহিল। এখানে বিচার্য্য এই যে, যদি 'সাংখ্য'শব্দে "আত্মানাত্মবিবেক" বুঝিতে হয়, তবে কপিল তাহার বিধান করা অসঙ্গত। আত্মানাত্মবিবেক অনাদি কাল হইতে ব্রহ্মাদির নিকট পরিচিত। বিষ্ণুও যোগনিদ্রায় "আত্মানাত্মবিবেকার্থ"ই অবস্থান করেন। কপিল তাহার বিধান লিপিবদ্ধ করিতে পারেন, অথবা অপরকে উপদেশ দিতে পারেন। তাহা হইলে সেই তত্ত্বোপদেশরূপ সাংখ্যকে আমরা গ্রন্থই বলিব, কেননা পূর্ব্বকালে সম্প্রদায়সিদ্ধ সূত্রোপদেশকে গ্রন্থ বলা হইত। এখন সেই গ্রন্থ কি, তাহার নির্দ্দেশ আবশ্যক। গৌড়পাদ "প্রবচনাদি গ্রন্থ" অবগত ছিলেন না, তাহাতে তাঁহার ভাষ্যই প্রমাণ সুতরাং তিনি কারিকাকেই "কাপিল সাংখ্য" বলিয়া জানিতেন, বলিতে হইবে। সত্য সত্যই কপিলাচার্য্য "আত্মানাত্মবিবেক-পূর্ণ নৌকা" গড়িয়াছিলেন না; কাজেই বলা যাইতে পারে, "সাংখ্যময়ী কারিকা নৌর্বিহিতা"।

আরও দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরকৃষ্ণ যে কারিকায় আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সে কারিকা গৌড়পাদ জানিতেন না। "শিষ্য পরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেন চৈতদার্য্যাভিঃ,সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনাসম্যগ্বিজ্ঞায় সিদ্ধান্ততঃ॥" এই কারিকার ব্যাখ্যা গৌড়পাদ আদৌ করেন নাই। তাহার পূর্ব্ব কারিকার (এতৎ পবিত্রমগ্র্যং ইত্যাদির) ও ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি ৬৯তম কারিকা ব্যাখ্যা করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, তিনি অবশিষ্ট কারিকার সন্ধান রাখিতেন না। গ্রন্থ শেষে এরূপ উপক্ষিত হওয়া সঙ্গত নয়। আরও শাস্ত্রপ্রবৃত্তির-জ্ঞাপক ও গ্রন্থকারের-পরিচায়ক শ্লোক অবশ্যই ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক। ৬৯তম কারিকার ব্যাখ্যার পর গৌড়পাদ মহাশয় একবার "স্পষ্টং" লিখিয়াও দায়িত্বের কর হইতে মুক্তি পাইতে পারিতেন, যদি তাঁহার নিকট অপর কারিকা পরিচয় রাখিত। উক্ত কারিকার ব্যাখ্যানের পরই তিনি লিখিতেছেন, "সাংখ্যং কপিলমুনিনা প্রোক্তং সংসার-বিমুক্তি-কারণং যত্রৈতাঃ সপ্ততিরার্য্যা ভাষ্যং চাস্য গৌড়পাদকৃতং।" এখানেও ঈশ্বর কৃষ্ণের নামোল্লেখ

নাই। গ্রন্থকে কপিল-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস থাকায়, তিনি "যত্রৈতাঃ সপ্ততিরার্য্যাঃ" লিখিয়াছেন। তবে সর্ব্বাংশে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বলা যায় না। তাহাহইলে তিনি "প্রোক্তং" না বলিলেও পারিতেন। আমাদের অনুমানানুসারে "প্রোক্তং" বলাই যুক্ত হইয়াছে, কারণ তত্ত্বোপদেশকথন ভিন্ন পুস্তকাকারে কপিল-বাক্য কপিল স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া যান বলিয়া বোধ হয়না। এখানে সকলেরই মনে রাখা উচিত, গৌড়পাদের সংশয়-সমর্থনোদ্দেশেই একথা বলা হইল। কারিকাকারে তত্ত্বকথন-মতে আমাদের সহানুভূতি নাই। ঈশ্বরকৃষ্ণ স্বয়ংই সে সংশয়াপনোদনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

এখন বিবেচনা করা উচিত, ৬৯তম কারিকার ব্যাখ্যা করিয়া গৌড়পাদ মহোদয় "যত্রৈতাঃ সপ্ততিরার্য্যাঃ" একথা লিখিলেন কেমন করিয়া? ব্যাখ্যা করিলেন ৬৯টীর, লিখিলেন ৭০টীর কথা? এ অসামঞ্জস্য নিবারণ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আশঙ্কার সমাধানে বলিব, তিনি ৭০তম কারিকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন না, কিন্তু সাংখ্য-সম্প্রদায়ের নিকট শুনিয়াছিলেন, ৭০তম কারিকায় কপিল হইতে সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয়; ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য তিনি শেষ শ্লোকে "সাংখ্যং কপিল মুনিনা প্রোক্তং" ইত্যাদিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। সমগ্র ৭০তম কারিকা জানা থাকিলে, তিনি কপিলের কথা লিখিয়াই নিরস্ত হইতেন না; পঞ্চশিখ পর্য্যন্ত বলা উচিত হইত।

কেহ কেহ এখানে বলিয়া থাকেন, ৭০তম কারিকা তিনি সম্পূর্ণই জানিতেন, কিন্তু আসুরি বা পঞ্চশিখ-কৃত গ্রন্থাদি না পাওয়ায়, তাঁহাদের নামোল্লেখ করেন নাই। এ গ্রন্থকে তিনি কপিল-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ৭০তম কারিকা কপিলের সময়ে রচিত নয়, উহার প্রণেতা পঞ্চশিখ। যখন সাম্প্রদায়িকতারক্ষা আবশ্যক হইল, পঞ্চশিখ বহুতর গ্রন্থ রচনা করিলেন, তখন তিনি কপিলর্ষি-মতানুসারে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, স্ববুদ্ধি-বৈভবে নয়, ইহা প্রতিপাদনার্থই কপিল-রচিত কারিকা গ্রন্থের পশ্চাতে ৭০তম কারিকা যোজনা করেন। বাস্তবিক পক্ষে কারিকা-গ্রন্থ ঈশ্বরকৃষ্ণ-বিরচিত নয়। উহা কপিল-প্রণীত। বেদান্তিসম্প্রদায় কপিলের নাম উঠাইয়া দিলে গ্রন্থের গৌরব থাকিবেনা মনে করিয়া উহা "ঈশ্বরকৃষ্ণ" নামে প্রচার করেন। এই কার্য্য গৌড়পাদের পর সময়ে সংঘটিত হয়। তখনই ৭১তম কারিকার রচনা হয় এবং "ঈশ্বরকৃষ্ণ" নাম তাহাতে যোজনা করা যায়। বলা অধিকন্তু, এই সম্প্রদায় "সাংখ্য প্রবচনাদির" প্রামাণ্য এবং কপিল-কর্ত্তৃকত্ব স্বীকার করেন না। আমাদের মতে উহা "আঁধার ঘরের সাপ"—প্রমাণ পাইয়া মত-প্রচার করিতে হইলে সকলেই উহাকে ঈশ্বরকৃষ্ণ-রচিত বলিয়া মানিবেন। বেদান্তিসম্প্রদায়ের ঐরূপ কার্য্যের কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ অদ্যাপি সংগৃহীত হইতে পারে নাই। তবে সাম্প্রদায়িকতার মূলে কত কি দুর্ঘটনা নিহিত আছে, তাহা অবধারণ করা দুষ্কর।

অনেকে স্বতন্ত্র পন্থাবলম্বনে শঙ্কা-সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মতের যুক্তিযুক্ততা নির্ব্বাচন করিতে সহৃদয় পাঠকবর্গের উপরই ভারার্পণ করিলাম। তাঁহাদের মত এই যে, ৬৯টী কারিকা সত্ত্বেও "সাংখ্যসপ্ততি" নামের ব্যাঘাত নাই। তখনও "সপ্ততিরার্য্যাঃ" শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। চণ্ডীর সংজ্ঞা "সপ্তশতী"। বাস্তবিক "চণ্ডী"তে সপ্তশত শ্লোক নাই; অনেক কম আছে। যদি "রাজোবাচ" "ঋষিরুবাচ" প্রভৃতিও একটী একটী শ্লোকরূপে পরিণত হয়, এবং দুই চরণেও শ্লোক-নিষ্পত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইচ্ছামত (৭০০) সাত শত অথবা (৮০০) অষ্টশত শ্লোকে "চণ্ডী"কে বিভক্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা ঘটিল কৈ? শ্লোক যে আবার চতুশ্চরণ হওয়া চাই। "পদ্যং চতুষ্পদং তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা" এই প্রমাণ এবং "তত্র পদ্যং চতুষ্পদং" এই প্রমাণ-বলে চারি চরণ-বিশিষ্টকেই "পদ্য" বলা যায়। "পদ্য" ও "শ্লোক" একই কথা। "পদ্যে যশসিচ শ্লোক"—এই অভিধান-বাক্য ইহার প্রমাপক। অতএব চণ্ডীর "সপ্তশতী" নাম রূঢ় বলিতে হইবে; না হয় অপর শ্লোক গুলি সময়-বশে বিলুপ্ত হইয়াছে, বলিতে হইবে। এপক্ষে কারিকাও দুই একটী বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়। আর সামান্য একটু কমি-বেশীতে নামের অন্যথা হয় না, ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। "শতক" গ্রন্থে (শান্তিশতক, বৈরাগ্যশতক প্রভৃতিতে) শতাধিক শ্লোক (১০৮হইতে ১১১টী পর্য্যন্ত) বিদ্যমান থাকাতেও তাহার নামের অন্যথা ঘটিতেছেনা। এ সকল দৃষ্টান্তে বুঝা যাইতে পারে, ৬৯ শ্লোক থাকিলেও "সপ্ততি" নাম অনর্থক নয়; কেননা আধিক্য সত্ত্বেও নাম অব্যাহত থাকিলে, ন্যূনতা সত্ত্বে থাকিবেনা কেন? পাঠক-মহোদয়গণের ধৈর্য্যচ্যুতিভয়ে আমাদিগের বলিতে হইল—"যত্রৈতাঃ সপ্ততিরার্য্যাঃ"—এইরূপ বিশেষ করিয়া লেখাতেই সন্দেহের উদয় হয় না। শতকগ্রন্থে শতাধিক শ্লোক থাকিলেও শত শ্লোক পরিচয়ের বাধা জন্মে নাই। সপ্তশতীতে বলা হয় নাই যে, এখানে সপ্তশত শ্লোক বিদ্যমান আছে। চণ্ডীর "সপ্তশতী" সংজ্ঞাকে "রূঢ়" বলিতেও পারা যায়; কিন্তু এখানে প্রত্যক্ষরূপে ৭০টী উল্লেখ করিয়া আবার খুঁৎখুঁ গিলিবার উপায় কি? কম হইলেও সংজ্ঞার অন্যমত হয়না, ইহার দৃষ্টান্ত মিলিল না বলিয়াই বোধ হইতেছে। একমাত্র স্থল "সপ্তশতী"—সেখানেও মহর্ষিগণ কিরূপ প্রণালীতে শ্লোক গণনা করিতেন, তাহা আবিষ্কৃত না হইলে, নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতেছে না। "রূঢ়" সংজ্ঞা বলিলে ত সকল আপদ চুকিয়া গেল।

আমাদের অভিপ্রায়ানুসারে গৌড়পাদের নিকট শেষোক্ত কারিকাটী অনাবিষ্কৃত অর্থাৎ অপরিজ্ঞাত ছিল বলিলেই গৌড়পাদের সন্দেহ দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইবে, সন্দেহ নাই। তৎকালে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট গ্রন্থের অনেকাংশ অপরিচিত থাকিত, ইহা আশ্চর্য্য নহে। যখন একখানি গ্রন্থের ৭।৮ জন ভাষ্যকার সূত্র লিখিতে ঐক-

মত্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই, তখন বিভিন্ন দলের লোকের নিকট প্রকৃত তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকা অসম্ভব কি? পাতঞ্জল দর্শনের চতুর্থ পাদের,* একটী সূত্র ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী বৃত্তিকার ধারেশ্বর ভোজরাজ মহাশয় সূত্রটীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহেন। এক সম্প্রদায়ের দুই জনের সাময়িক অগ্র-পশ্চাতে এত বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে। যাঁহাদের সম্প্রদায়গত ঐক্যটুকুও নাই, তাঁহাদের পক্ষে যে গ্রন্থকার সম্বন্ধেও বিভিন্নমততা থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, গৌড়পাদস্বামী স্বয়ং যে কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহারই প্রকৃত রচনাকারী কে, ইহাও তাঁহার নিশ্চিতরূপে জানা ছিলনা! তিনি যে সংখ্যাপ্রবচনের সংবাদ জানিবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে প্রবৃত্তি জন্মেনা। প্রাচীন কালের যে সকল তত্ত্ব অতীতের গভীর তলে অদর্শনপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সামান্য মাত্র স্ববুদ্ধি-খনিত্রে উদ্ধার করিতে যাওয়া হাস্যাস্পদ হওয়ার উপক্রম কিনা, জানিনা; তবে এই মাত্র বলিতে পারি, ঋষিগণের হৃদয়ের অমূল্যরত্ন গুলি বিলীন হইয়াছিল, যদি পরভাগ্যে তাহার কথঞ্চিৎ উদ্ধার হয়, তবে তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন না করা কর্ত্তব্যের বাহিরে। এ মত উপহসিত হউক্, তাহাতে আপত্তি নাই। আগামীতে আমরা পূর্ব্ববাদীর অপর যুক্তির বিষয়ে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

* কৈবল্য ভাষ্যমতে "নচৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং স্যাৎ তদাকিং" এই সূত্র সন্নিবিষ্ট আছে। বৃত্তিকার এই সূত্রের উল্লেখ করেন নাই।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

(জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।)

সমুদ্র-মন্থন।

—:•:—

বেদ পাঠে আমরা দেখিতে পাই, সমুদ্র ও সাগর শব্দ বেদে অধিকতরস্থলে আকাশ-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (১) এবং বেদাঙ্গ নিরুক্তশাস্ত্রে (১৪। ১৫)"অন্তরীক্ষ নামানি সগর-সমুদ্র" উল্লিখিত আছে, এবং পুরাণে জল শব্দ কারণ-বারি অর্থে ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট (২) হয়; সুতরাং মহর্ষিগণ পুরাণে সমুদ্র-মন্থন বর্ণন কালে সমুদ্র ও সগর শব্দ আকাশ-অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়, এবং সমুদ্র-মন্থন অর্থে আকাশ-মন্থন বুঝিলে, উপাখ্যানটী সঙ্গত ও সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়; এবং মন্থন-উৎপন্ন রত্ন গুলি দেব-সমীপে অয়নপথে গমন করিতে পারে। সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানটীর প্রকৃত অর্থ এই যে, প্রাচীন কালে রাষ্ট্রবিপ্লবাদি কারণে জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুশীলন বর্জ্জিত হইল। বেদ-বিহিত যাগ-যজ্ঞাদির কাল-নির্ণয় অভাবে যাগ-যজ্ঞ ভারতে লুপ্ত হইল। জ্যোতিষশাস্ত্রামৃতের পুনরুদ্ধার জন্য দেবাসুরে সন্ধি স্থাপিত হইল। উভয় পক্ষ সমবেত হইয়া আকাশ মন্থন করিলেন। মন্দরপর্ব্বত স্বরূপ ক্রান্তিপাত-বিন্দুতে সর্পাকৃতি বিষুবরেখা সংযোজিত হইল, এবং ক্রমান্বয়ে গোলার্দ্ধরূপী দিবারাত্রি আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া গোলক বিলোড়িত ও মথিত করিল। ক্রমে জ্যোৎস্নারূপিণী লক্ষ্মী সহ শশাঙ্কের অবস্থিতি-স্থান রাশি-চক্রে নির্ণীত হইল, এবং খগোল মধ্যে সুরভিরূপিণী পৃথিবীর অবস্থিতির স্থান নিরাকৃত হইল। কৌস্তুভরূপ ধ্রুবতারা বিরাটমূর্ত্তির হৃদয়ে স্থাপিত হইল, এবং গ্রহ-নক্ষত্রগণ রাশিচক্রের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। আবার 'সাবন' কাল যথোচিতরূপে নির্ণীত হইতে লাগিল। যাগ-যজ্ঞাদি পুনরায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ধন্বন্তরিরূপে কুম্ভরাশি ধনুরাশির ত্রিংশ অংশ অন্তরে স্থাপিত হইল।

(১) সুদানে দত্রা বসু বিভ্রতা রথে পৃক্ষো বহতমখিনী। রয়িং সমুদ্রা দুহত দিবস্পর্যস্মেধর্ত্তং পুরুস্পৃহম্॥ ১।৪৭।৬ ঋক্

(ক) সমুদ্রাৎ অন্তরিক্ষাৎ ইতি সায়নঃ।

(২) উৎসসর্জ চ কোপেন ব্রহ্মাণ্ডং গোলকে জলে। প্রকৃতি খণ্ড, ২। ৫০

মহর্ষি পরাশর বিষ্ণুপুরাণে সমুদ্রমন্থনের উপসংহার বর্ণনায় অতি চাতুর্য্যের সহিত বলিতেছেন,—

ততঃ প্রসন্নভাঃ সূর্য্যঃ প্রযযৌ স্বেন বর্ত্মনা।
জ্যোতীংষিচ যথা মার্গং প্রযযুর্মুনিসত্তম॥ বিষ্ণুপুরাণ-১।৯।১১২

মহর্ষি ব্যাস-লিখিত সমুদ্রমন্থন-সমাপ্তি প্রতিভাশূন্য, যথা—

ততো দেবাস্ততো জগ্মুঃ আদিত্যপথমাশ্রিতাঃ।০

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, অষ্টাদশ অধ্যায়।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, প্রাচীন সর্ব্বজাতির মধ্যে সূর্য্য স্বামী এবং চন্দ্র পত্নী বলিয়া পরিগণিত ছিল, এবং বেদেও তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত আছে, যথা—

স মিথুনং উৎপাদয়তে রয়ীঞ্চ প্রাণঞ্চ এতে মে বহুধা প্রজাঃ পরিষ্যতঃ।
ইতি প্রশ্ন উপনিষৎ।৪।

অস্যার্থ।

প্রজাসৃষ্টি-কামনায় ব্রহ্মা, চন্দ্র-সূর্য্য দম্পতীরূপে সৃজন করেন, এবং সূর্য্য-চন্দ্র হইতে মনু, মনু হইতে মানব-জাতির সৃষ্টি হয়। ফলিতজ্যোতিষ-মতে যদ্যপি চন্দ্র স্ত্রী-গ্রহ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু চান্দ্রমাস গণনার্থে চন্দ্র, নক্ষত্র বা তারাপতি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, এবং চন্দ্রের এই স্ত্রী-পুরুষ—উভয় প্রকৃতির রক্ষার জন্য পৌরাণিকগণ চন্দ্রবিম্ব ও চন্দ্রের জ্যোতিঃ স্বতন্ত্র করিতে বাধ্য হইলেন। সমুদ্রমন্থন হইতে চন্দ্রবিম্বের "লক্ষ্মী-সহজ" নাম হইল, যথা—

দাক্ষায়ণী-পতিঃ লক্ষ্মী-সহজশ্চ সুধাকরঃ। ইতি শব্দরত্নাবলী।

চন্দ্রবিম্ব তারাপতি হইলেন, এবং লক্ষ্মধারিণী জ্যোৎস্নারূপিণী চন্দ্রিমা লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণু-প্রিয়া বা সূর্য্য-পত্নী রহিলেন। বৈদিক প্রাচীন পদ্ধতি এবং পৌরাণিক নব পদ্ধতি, উভয়ের সামঞ্জস্য হইল।

অদ্যাপি গ্রীন্‌ল্যাণ্ডবাসী ইস্কিমো জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস আছে যে, সূর্য্য স্বীয় পত্নী চন্দ্রিমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুগ-যুগান্তর ধাবমান রহিয়াছেন, কিন্তু কখনও চন্দ্রিমা স্পর্শ করিতে পারেন নাই, এবং মিথুনদ্বয়ের এই ক্রীড়া উপলক্ষেই পৃথিবীতে দিবা-রাত্রি হইতেছে।

"সূর্য্যসিদ্ধান্ত" আদি জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহণের যে কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, অয়নবৃত্ত ও চন্দ্র-কক্ষাবৃত্ত পরস্পর তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। চন্দ্রের কক্ষাবৃত্তের এক অর্দ্ধাংশ অয়নবৃত্তের উত্তরে এবং অপর অর্দ্ধাংশ অয়নবৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত, এবং অয়নমণ্ডল ও চন্দ্র-কক্ষার ছেদ-বিন্দুদ্বয়কে 'পাত' বলে। ঐ পাত-বিন্দুদ্বয়ের যোগরেখায় অমাবস্যার অবসানে চন্দ্র-সূর্য্য অবস্থিত হইলে, সূর্য্য-গ্রহণ হয়। ঐ পাত-বিন্দুদ্বয়ের যোগরেখার মধ্যস্থলে সূর্য্যবিম্ব অবস্থিত

থাকে; ঐ যোগরেখাকে রাহু কল্পনা করিলে, সূর্য্যবিম্বরূপ সুদর্শন দ্বারা রাহু দ্বিখণ্ডিত হইতেছে, বলা যাইতে পারে, এবং পাত-বিন্দুদ্বয়ের একটী বিন্দুকে রাহু ও অপর বিন্দুকে কেতু বলা যাইতে পারে; অথবা ঐ উভয় বিন্দুকে রাহু, এবং সর্পদেহবৎ পৃথিবীর ছায়া মধ্যে চন্দ্র প্রবেশ করিলে, চন্দ্রগ্রহণ হয় বলিয়া, ঐ ভূচ্ছায়াকে কেতু বলা অসম্ভব নহে। এইরূপ অর্থ করিলে, সমুদ্রমন্থনে 'রাহুর অমরত্বলাভ এবং সুদর্শন দ্বারা রাহু-ছেদন,' উভয় ব্যাপারই সঙ্গত এবং বেদাঙ্গীভূত জ্যোতিষশাস্ত্রানুমোদিত হয়।

আর একটী কথা বলিয়াই আমরা এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। মহামতি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে ঋগ্‌বেদের ৯ম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তের ৩য় মন্ত্র এবং ১১০ সূক্তের ৮ম মন্ত্র হইতে পৌরাণিকগণ সমুদ্রমন্থনের উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়াছেন।

অনুবাদ সহিত মন্ত্র দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

ত্বংহ্যঙ্গ দৈব্যা সবমান জনিমানি দ্যুমত্তমঃ অমৃতত্বায় ঘোষয়ঃ।৩

অস্যার্থ।

হে সোম! তোমার ন্যায় উজ্জ্বল কিছুই নাই। তুমি যখন ক্ষরিত হও, তখন দেবতা-বংশজাত তাবৎ ব্যক্তিকে অমরত্ব দিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে থাক।

দিবঃ পীযূষং পূর্ব্যং যৎ উক্‌থ্যং মহঃ গাহাৎ দিবঃ মণিঃ অধুক্ষত
ইন্দ্রং অভি জায়মানং সম্ অস্বরন্।৮

অস্যার্থ।

প্রশংসিত সোম প্রাচীন কাল হইতে দেবতাদিগের প্রিয় বস্তু হইয়াছেন। স্বর্গ-ধামের নিগূঢ় স্থান হইতে তাঁহাকে দোহন করা হইয়াছিল।

বিশ্বাস ও কার্য্য।

———:o:———

ভগবানের কার্য্যময় জগতে বিশ্বাসই জীব-জীবনে সর্ব্বকার্য্যের পরিচালক। আবার বিশ্বাসও কার্য্যদ্বারাই পরিচালিত—পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্ত্তিত হয়। কার্য্য হইতেই বিশ্বাস উৎপাদিত এবং বিশ্বাস হইতেই কার্য্য কৃত হয়। ফলিতার্থে কার্য্য ও বিশ্বাস পরস্পর সাপেক্ষ-সম্বন্ধ-বদ্ধ (co-relative); অতএব কার্য্য-বিরুদ্ধ যে বিশ্বাস, সে অবিশ্বাস, এবং বিশ্বাস-বিরুদ্ধ যে কার্য্য, সে অকার্য্য।

কার্য্য-কারণ পরস্পর সাপেক্ষ। এরূপও বলা যায় যে, কার্য্যের কারণ 'কারণ' এবং কারণের কারণ 'কার্য্য'। ইহাই 'বীজাঙ্কুর-ন্যায়'। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে পর্য্যালোচিত হইবে যে, বিশ্বাসই কারণ এবং কার্য্যই কার্য্য; সুতরাং বিশ্বাসরূপ কারণ হইতেই কার্য্য এবং অবিশ্বাসরূপ কারণ হইতেই অকার্য্য উৎপন্ন হয়। অধুনা আমাদের এই অনাথ-অনভিভাবক দীন-দুর্ব্বল সমাজ উক্তরূপ অকার্য্য-ভারে প্রতিনিয়ত প্রপীড়িত হইতেছে। আমাদের এই জরা-জীর্ণ সন্তাপ-শীর্ণ সমাজ-শরীরে এইরূপ অকার্য্যের বিষাক্ত সংক্রামকতা বিষম বেগে বিস্তারিত হইতেছে।

বিশ্বাস একরূপ, কার্য্য অন্যরূপ, সেই কার্য্যই অকার্য্য। কখনও ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার ফল 'সু' হইলেও, বিশ্বাস-বিরুদ্ধতা-জনিত কপটতা হেতুক সেই কার্য্য কর্ত্তার অশুভ-অদৃষ্ট-উৎপাদক অকার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, সরল বিশ্বাস-অনুরূপ কার্য্যের ফল কর্ত্তার উদ্দেশ্যাতীতভাবে 'কু' হইয়া পড়িলেও, তাহাতে তাঁহার অকাপট্যজন্যই অশুভ অদৃষ্ট সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা ঘটেনা। এইজন্য একজন সরল-বিশ্বাসানুসারী মূঢ়কার্য্যকারী অসভ্যজাতীয়ের অপেক্ষা একজন বিশ্বাস-বিরুদ্ধাচারী বিষম কাপট্যকারী সভ্যজাতীয়ের অদৃষ্ট অধিকতর অপ্রসন্ন। সেরূপস্থলে সেই অসভ্য যদি যায় নরকে, তবে সেই সভ্য যান মহানরকে। অসভ্য যদি পায় পশুত্ব, সভ্য পান তবে কৃমি-কীটত্ব!

অধুনা আমাদের সভ্যতাভিমানী ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গে, বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কপটকার্য্য-কারীর—সোজা কথায়—কপটাচারীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। কি ধর্ম্ম-নৈতিক, কি সমাজ-নৈতিক, কি রাজ-নৈতিক, কি বৈষয়িক, প্রত্যেক বিভাগেই এই কপটাচারের প্রবল প্রসার পরিলক্ষিত হইতেছে। এই কপটাচারের করাল কালকূটে আমাদের জাতীয় জীবন জর্জ্জরিত হইতেছে। ইহাতে এ জাতির উঠিবার আশা উঠিয়া যাইতেছে; পড়িতে পড়িতে দেশময় পড়িবার আর্ত্তনাদই পড়িয়া গিয়াছে। তবলার চাটি, বেণু-বীণার তান, সংগীতের ঝঙ্কার, বক্তৃতার হুঙ্কার ভেদ করিয়া সে করুণ ক্রন্দন সাধু-সহৃদয়ের মানস-শ্রুতিপটে বজ্রবৎ বাজিতেছে।

যে জাতির মনে এক, মুখে আর, কাজে অন্য; যে জাতির অনেক বিষয়েই কায়মনোবাক্যে ঐক্য নাই, যে জাতির বিশ্বাস ও কার্য্য সামঞ্জস্যশূন্য বা পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহাদের জাতীয় জীবনের অধঃপতন একান্ত অনিবার্য্য। বিশ্বাস ও কার্য্যে পরস্পর প্রতিকূলতার প্রাবল্যই আসন্ন জাতীয় মৃত্যুর প্রকট পূর্ব্বলক্ষণ।

কোন কবি বলিয়াছেন,—

"বিশ্বাস-বনিতা চেষ্টা, তার গর্ভ-রসে,
জনমে জারজ কর্ম্ম কাপট্য-ঔরসে।"

বিশ্বাস-বিরুদ্ধ যে কপট-কর্ম্ম, কবি তাহাকে "জারজ কর্ম্ম" বলিয়াছেন। জারজ স্তান যেরূপ কুল-দূষক, জারজ কর্ম্মও তদ্রূপ সমাজ-দূষক; সুতরাং এই উভয়

জারজের জনয়িতাই প্রায় তুল্য পাপভাগী। হায়! সমাজে মূর্ত্তিমান কাপট্যরূপী জারজকর্ম্ম-উৎপাদয়িতাগণের উৎপাতে আমাদের এই ধুক্-ধুক্ জাতীয় জীবনটুক্ যায় যায় হইয়াছে।

প্রথমেই ধর্ম্মনৈতিক বিভাগের বিষয় আলোচ্য; কেননা ধর্ম্মই সত্য ও সরলতা-স্বরূপ। মানবাত্মার মহাশত্রু কাপট্যের একমাত্র সংহারক ধর্ম্ম; অতএব ধর্ম্মনৈতিক বিভাগেই যদি কাপট্য স্থান পাইয়া থাকে, তবে তদিতর বিভাগসমূহে যে তাহার একাধিপত্য হইবে, তাহা ত স্বতএব স্বীকার্য্য। কিন্তু হরি হরি! অধুনা সেই ধর্ম্ম-বিভাগেরই কপটাচার অন্য সকল বিভাগকে পরাস্ত করিয়াছে! ভাল জিনিস নষ্ট হইলে অতি মন্দই হয়। পচা মাছ খাইবার লোক অনেক আছে, পচা দুধ খাইবার লোক পাওয়া কঠিন। অন্তর্দর্শী সাধুগণ গৃহী-লোকালয়ে প্রকাশ্য ধর্ম্ম-বিভাগেই কাপট্যের প্রবল পৈশাচ লীলা দেখিয়া, কেবলমাত্র "ঈশ্বরেচ্ছা" স্মরণ করিয়াই মনের সংক্ষোভ সংবরণ করেন।

ধর্ম্মনৈতিক বিভাগের একটি উদাহরণ কল্পনা করুন। ধরুন, আমি নিরাকার-বাদী ব্রাহ্ম, আপনি সাকারবাদী হিন্দু। আপনি আপনার সরল বিশ্বাসানুসারে ঈশ্বরের মূর্ত্তি-বিগ্রহ ধ্যানে পূজাদি করিতেছেন; আমিও আমার সরল বিশ্বাসানুসারে সেই নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে সগুণ ঈশ্বরত্বের আরোপ কল্পনা করিয়া, তাঁহারই গুণমাত্র চিন্তারূপ ধ্যানে ব্রহ্মোপাসনা হইল, ভাবিতেছি। এ স্থলে আমরা উভয়েই অন্ততঃ অকাপট্য জন্য অনিন্দিত। কিন্তু যদি ব্রাহ্ম-আমি ঠিক একটি আধুনিক কৌতুক-কবিতার বর্ণনার মত—

"নিরাকারবাদের ঝঙ্কার ঝাড়ি মুখে;
গোপনে মনসা-ঘটে আসি মাথা ঠুকে!
সুরন্ত বসন্তকালে শীতলার দ্বারে—
পলকে প্রণাম সারি চেয়ে চারিধারে।
কালীর করাল অসি করি দরশন,
কলেরা-সঙ্কটে স্মরি সে রাঙ্গা চরণ।"

ইত্যাদি অবস্থাপন্ন হই; অথবা হিন্দু-আপনি যদি কেবল ব্যবসায়ের খাতিরেই টিকী বাঁধেন, নামাবলী ছাঁদেন; স্ত্রীর অনুরোধে মন্ত্র লন, বায়ু-পরিবর্ত্তনের অনুরোধে তীর্থযাত্রী হন, দেনার তাগাদা এড়াইতে জপে থাকেন, দাদের দাগ ঢাকিতে চন্দন মাখেন, ব্যায়ামের প্রয়োজনে কীর্ত্তনে নাচেন, পাঁঠার প্রণয়ে শাক্ত সাজেন, তবে এই অহিন্দু-বিশ্বাসী, হিন্দুকার্য্যকারী আপনি এবং সেই হিন্দু-বিশ্বাসী ব্রাহ্ম-কার্য্যকারী আমি, আমরা উভয়েই মূর্ত্তিমান কাপট্য, দেশের সাক্ষাৎশত্রু, সমাজোদ্যানের বিষ-বিপটী, জাতীয় জীবনের সংক্রামক ব্যাধিস্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

উদাহরণ-বৈচিত্র্যের অভাব নাই। কয়েকটী কল্পনা করা যাউক। কেহ হয়ত বাল্যবিবাহের উপযোগিতা বিশ্বাস করেন না, অথচ স্বার্থবিশেষ-বশে সেই তিনিই স্বীয় সাতবছরের-বালিকাটি দশবছরের একটি বালকের গলায় গাঁথিতেছেন! যিনি যৌবনে বিধবা বিবাহের বক্তৃতা দিতেন, তিনিই প্রৌঢ়াবস্থায় স্বীয় ভ্রাতৃবধূ বা ভগিনীকে বিধবা দেখিয়া "গোড়া হিন্দু" হইয়া পড়িতেছেন! কেহ কৌলিন্যের আবশ্যকতায় অতীব বিশ্বাস শূন্য, অথচ 'দাঁও' পড়িলে, নিজ প্রাপ্য "গণ্ড-পণ" কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া নিতে আগ্রহে অগ্রগণ্য! কেহ পরকাল, পুনর্জন্ম বা প্রেততত্ত্ব মনে মানেন না, কিন্তু তিনি হয়ত "থিয়সফিষ্ট্" হইতেছেন, পরলোকতত্ত্বের প্রবন্ধ লিখিতেছেন, "সার্কেলে" বসিয়া "মিডিয়ম্" বনিতেছেন! হয়ত গতকল্য কেহ ছাগ-শিশুর কোমলাঙ্গ-পক্ষপাতে ঘোর বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, অদ্য হয়ত সন্দেশ-সর্ব্বতের সম্মোহিনী শক্তিতে কলিকাতার প্লেগ-সংকীর্ত্তনে ধূলি-ধূসরিতবেশী! কাহারও মূর্ত্তি-পূজায় বিশ্বাস নাই, কিন্তু বাড়ীতে দুর্গোৎসবের ধূম, সাহেব-ভোজের সুদীর্ঘ ফর্দ্দ! কেহবা ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সন্দিহান, অথচ নিজে নিঃসন্তান বলিয়া, অব্যবহিত আত্মীয়কে 'কদলি-প্রদর্শন' পূর্ব্বক স্বীয় সর্ব্বসম্পত্তি পরম ভক্তিভরে (?) পৈত্রিক শিব-শালগ্রামের সেবার্থ উৎসর্গ করিতেছেন! কেহ কেহবা রসনা ও বিবিধ বাসনার দায়ে চৈতন্যদেবকে জাতিভেদের বিচার-আচারশূন্য বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কেহ কেহবা বিলাতী বাহবার ঐন্দ্রজালিক উত্তেজনায় বৈদান্তিক ধর্ম্মে খাদ্য-বিচার স্বীকার করিতেছেন না। কেহবা স্বয়ং কৃষ্ণকে লম্পট, বলরামকে মাতাল এবং শিবকে পাগল সন্দেহে "ঈশ্বর" বলিতে ইতস্ততঃ করেন, কিন্তু গৌরকে কৃষ্ণ, নিতাইকে বলরাম, ও অদ্বৈতকে শিব বলিয়া নাচিয়া—কাঁদিয়া—মাতিয়া যাইতেছেন! আর অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক; ফলে যদি এইরূপ অনেক স্থলেই বিশ্বাস ও কার্য্যে বৈপরীত্য না ঘটিত, তবে এসব কিছুই দোষের হইত না। তবে এসব কেবল ধর্ম্ম-জগতে বিবিধ অধিকার-ভেদে স্বাভাবিক রুচি-বৈচিত্র্যেরই পরিচয় স্বরূপ হইত। কিন্তু হায়! অস্মদ্দেশের এই সব সমাজ ও ধর্ম্মের আন্দোলনে বিশ্বাস ও কার্য্যের অসামঞ্জস্য পদে পদেই প্রমাণিত হইতেছে, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই বুঝিতেছেন। দেশের অবস্থাজ্ঞ সমাজতত্ত্বজ্ঞ কে না জানিতেছেন যে, গত ৫।৭ বৎসরের মধ্যে "হিন্দু" সংজ্ঞাকে পরিচয়ের মূল ভিত্তি করিয়া, অন্যূন ৫।৭টী বিভিন্ন ধর্ম্মান্দোলনকারী সম্প্রদায় সৃষ্ট-হইয়াছে! চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বা নাম করিয়া দেখাইবার দরকার নাই। এই "দুর্জ্জয় মানের দায়"এর দিনে কথা ঢালিতে বা কলম ডালিতে বিশেষ সাবধানতা চাই। যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতেই আশাকরি, আমাদের স্বধর্ম্মানুরাগী স্বজাতি-হিতৈষী, সমাজ-শুভার্থী মহাত্মাগণ বুঝিবেন যে, বিশ্বাস ও কার্য্যের শোচনীয় বিচ্ছেদ ও ব্যভিচারে আমাদের জাতীয় জীবন কিরূপে শনৈঃ শনৈঃ সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। বর্ত্তমানের আপাত-দ্রষ্টব্য ধর্ম্মান্দোলনের হুজুক বা আড়ম্বর-বৃদ্ধি কেবল সমাজ-শরীরের শোথের

ন্যায়। শোথ-স্ফীত রোগী যদি মূঢ়-বুদ্ধি বশে আপনাকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ভাবিয়া উৎফুল্ল হয়, তবে তাহা যেরূপ উপহাস-বিষয়ীভূত, আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনের উল্লাস-উচ্ছাসও তদ্বৎ। হায়! এইরূপে বিশ্বাস ও কার্য্যের অসামঞ্জস্য-জনিত কপটাচারের কঠোর নিপীড়নে অধর্ম্মের অধঃশয্যায় শুইয়া আমরা ধর্ম্মোন্নতির স্বপ্ন দেখিতেছি!

দ্বীপনিবাসী আমমাংসাশী, উলঙ্গ, উল্কী-চিত্রিতাঙ্গ অভব্য মানবজাতিরও একটা জাতীয় জীবন আছে। তাহারা ভূত-প্রেত-বৃক্ষ-প্রস্তরের পূজা করে, বিধবা বিবাহ করে, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বধ করিয়া তাহাদের মাংস খায়, কিন্তু এ সব পশুচিত বা পশ্বাধম কার্য্যও তাহারা সরল বিশ্বাসের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া করে। তাহারাও মনে এক, কাজে আর নহে। তাহাদের এই লোমহর্ষণ-আচরণপূর্ণ মানবাধম জাতীয় জীবনেও যেটুকু দৃঢ়তা, সবলতা, স্বাবলম্বন, উদ্যম, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ দৃষ্ট হয়, সুসভ্যতাভিমানী আমরা তাহাতেও বঞ্চিত! যে জাতির প্রত্যেক বিভাগের অগ্রণীগণের অধিকাংশই বিশ্বাসে ও কার্য্যে মিল রাখিয়া চলিতে পারেন না, সে জাতির অবস্থা কতদূর শোচনীয়! এইজন্য আমরা একটা জাতি হইয়াও জাতি নহি। গ্রাম্য উপমার ভাষায় বলিতে হইলে, আমরা ঠিকযেন "কাঁঠালের আমসত্ত্ব" বা "সোণার পাথর-বাটী"!

অসভ্য জাতির বিবেক-বুদ্ধি নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু তাহারা যাহা বিশ্বাস করে, ঠিক তাহাই করে। আমাদের অনেক বিষয়েই কার্য্য বিশ্বাসের অননুরূপ, বিশ্বাস কার্য্যের অননুরূপ। আধুনিক ইউরোপীয় ও আমেরিক প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্য জাতীয়েরা ভগবদিচ্ছায় উভয়তঃ উৎকৃষ্ট। তাঁহারা বিশ্বাসানুরূপ কর্ম্ম করিতে স্বতঃই সবল ও সুপ্রস্তুত এবং তাঁহাদের শিক্ষা-সভ্যতাও সুমার্জ্জিত। তাঁহারা যেমন বিশ্বাস ও কার্য্যের ঐক্য-বলে বলিষ্ঠ, তেমনই জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভা-গুণেও গরিষ্ঠ। তাই তাঁহাদের জাতীয় জীবন আজ এত গৌরবান্বিত। আমরা কেবল পূর্ব্বপুরুষের প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিয়া "মানের কান্না" কাঁদিতে পারি; আপনাদের বর্ত্তমান অযোগ্যতা সংশোধনের যথার্থ শিক্ষা-সাধনার কাছেও যাইনা। জীর্ণ শীর্ণ দীন-দুর্ব্বল রোগী যদি স্বীয় রোগারোগ্যের চেষ্টা না করিয়া, কেবল তাহার পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য-সবলতা—পূর্ব্ব-হৃষ্ট-পুষ্টতার চিন্তায় ও হা-হুতাশে—দীর্ঘশ্বাসে কালক্ষেপ করে, তবে তাহার পরিণাম যেরূপ হয়, আমাদের এই রুগ্ন ভগ্ন মোহ-মগ্ন জাতীয় জীবনের পরিণামও সেইরূপ দাঁড়াইতেছে।

আমাদের পরমারাধ্য পূর্ব্বপুরুষেরা যে কেবল শিক্ষা-সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহারা বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিবার বিপুল বল ধারণ করিতেন। রামের সীতা-নির্ব্বাসন, পাণ্ডবের রাজ্য-বর্জ্জন ও বন-গমন, ভীষ্মের চিরকৌমার্য্য গ্রহণ ও নিজ মরণোপায় বিজ্ঞাপন, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্বদান, শিবী-বিপশ্চিৎ প্রভৃতির আত্মদান ইত্যাদি ঘটনা তাহার জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহারা প্রজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞা-বশে

যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ত্রিলোক বিপক্ষ হইলেও তৎসাধনে তিলমাত্র বিচলিত হইতেন না। তাঁহাদের জাতীয় জীবন যে মানব জীবনের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে, সে কেবল এই বিশেষত্ব—এই মূলমন্ত্র-নিষ্ঠত্ব তাহার মূলে ছিল বলিয়া। আমরা সেই মূল হারাইয়াছি বলিয়াই এইরূপে নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছি।

রোগ চিনিলেই চিকিৎসার উপায় হয়, এ কথা সত্য; "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ"—এ কথাও সত্য। এই প্রসঙ্গে এই সব আন্দোলন-আলোচনা, চিন্তা-চর্চ্চা প্রভৃতিও সেই সত্যানুশরণেরই ফল মাত্র। বিশ্বাসানুরূপ কার্য্যকারিত্বই বীরত্ব এবং তদ্বৈপরীত্যই কাপুরুষত্ব; এই সত্যের শিক্ষা-বিস্তাররূপ পুরুষকারই এক্ষণে আমাদের অবলম্বনীয়। মূল কথা ভবিতব্যতাই সার। অতএব কাল-যবনিকার অন্তরালে ভবিতব্যতার প্রচ্ছন্ন ফলকে এই জাতির পরিণাম যে কিরূপ চিত্রিত রহিয়াছে, তাহা সেই চিত্রকরই জানেন;—সেই ভবিতব্য-বিধাতা ভগবানই জানেন।

উপসংহারে "বিশ্বাস ও কার্য্য" প্রসঙ্গের তত্ত্বকথা স্বরূপে এই মাত্র নিবেদন যে, সকল বিশ্বাসের সার ধর্ম্ম-বিশ্বাস বা ঈশ্বর-বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস ঠিক থাকিলে, অপর সর্ব্ববিধ বিশ্বাসই বিশুদ্ধ হয়, এবং কার্য্যও ঠিক বিশ্বাসানুসৃত ও সারল্য-সাধিত হয়। ধর্ম্মবিশ্বাস যাঁহার সুদৃঢ় ও প্রগাঢ়, তাঁহার অপর সর্ব্ববিধ বিশ্বাসই প্রায় স্বতএব অভ্রান্ত ও বলবন্ত। ধর্ম্মই তাঁহার বিশ্বাস ও কার্য্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেন। বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কপট-কার্য্যকারিতায় যে শোচনীয় দীনতা ও কাপুরুষতা, ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী বীরের জীবন্ত জীবনে তাহা কদাচ সম্ভাবিত নহে। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অভাবেই অস্মদ্দেশে বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কপট কার্য্যের প্রভাব। একমাত্র ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিশ্ব-বিজয়ী বলেই হিন্দুর জগদাদর্শ জাতীয় জীবনের অপূর্ব্ব কার্য্যাবলি মানব-জাতির ইতিহাসে অমর অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। অতএব বিশ্বাস ও কার্য্যের বিশুদ্ধ সামঞ্জস্য সাধন পক্ষে অপরাপর জাতির যে কোন মূল মন্ত্র হউক না কেন, হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা একদিন ধর্ম্মের দ্বারাই সুসিদ্ধ হইয়াছিল, এবং যাহা বর্ত্তমানে ধর্ম্মের অবনতিতেই অবনত, বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাহা আবার পুনঃসংস্কৃত ও পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, সেই ধর্ম্মই এক-মাত্র অবলম্বন। "ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।" বিধির বিধানে ভারত ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্র; সুতরাং কপটাচারের নিরাকারণ, অথবা বিশ্বাস ও কার্য্যে সামঞ্জস্য সম্পাদন পূর্ব্বক সেই ভারতের জাতীয় জীবন সমুন্নত করিতে হইলে, এক-মাত্র ধর্ম্মের শিক্ষা-সাধনা দ্বারাই তাহা হইবে। ভগবান তাহাই করুন, ভগবচ্চরণে শ্রীশঃ—এই প্রার্থনা।

সাংখ্য দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ।

পদপাঠঃ। কারণং। অস্তি। অব্যক্তং। প্রবর্ত্ততে। ত্রিগুণতঃ। সমুদয়াৎ। চ। পরিণামতঃ। সলিলবৎ। প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ।

ব্যাখ্যা। কারণং—উৎপাদক, জনক। অস্তি—আছে। অব্যক্তং—ইন্দ্রিয়াদির অগোচর। প্রবর্ত্ততে—প্রবর্ত্তিত হয়। ত্রিগুণতঃ—তিন গুণ হইতে। সমুদয়াৎ—সমুদয় হইতে (সমুদয় অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে উদয় কি আবির্ভাব) চ—ও। পরিণামতঃ—পরিণাম নিবন্ধন। (অবস্থান্তরাপত্তি-হেতুক) সলিলবৎ—জলের মত। প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ—প্রত্যেক গুণ-অবলম্বন নিবন্ধন যে ভেদ, তাহা হইতে।

বঙ্গার্থ। (ব্যক্ত কার্য্যের) অব্যক্ত কারণ আছে। এই অংশটুকু পূর্ব্বকারিকার সাধ্য; সেখানে "পরিমাণাৎ" ইত্যাদি যে সকল হেতু উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহারা কোন্ সাধ্য সমাধানার্থে প্রযুক্ত, এই চিন্তা আপাততঃ উপস্থিত হয়, কেননা তথায় সেই হেতুজালের সাধ্যনির্দ্দেশ করা হয় নাই; এই কারিকাংশ সেই অভাব পূরণ করিতেছে। (তাহা কিপ্রকারে প্রবর্ত্তিত হয়, এই জিজ্ঞাসায় বলা যাইতেছে) ত্রিগুণ হইতে ও সমুদয় হইতে তাহা প্রবর্ত্তিত হয় (বিদ্যমান থাকে) (সমুদয় হইতে প্রবর্ত্তিত হয় বলিলে শঙ্কা হয়, ত্রিগুণ প্রত্যেকে একবিধ, তাহার অনেকরূপ প্রবৃত্তি অসম্ভব। আবার একটী প্রধান, অপরটী গৌণ, এইরূপ নানাবিধ প্রবৃত্তি না হইলেও সমুদয় সিদ্ধ হয়না, কেননা সমুদয়ই কোনও একটীর প্রধান হওয়া। (তাহার উত্তরে বলা হইতেছে।) (গুণগণের) পরিণাম হয় বলিয়া জলের মত প্রত্যেক এক একটী গুণকে আশ্রয় করিয়া অপরগুণ যে পরিণামবিশেষ উৎপাদন করে, তাহা হইতে (নানারূপে প্রবর্ত্তিত হয়)।

বিশদ ব্যাখ্যা। ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূয়মান পদার্থ নিচয়, ইহাদের কারণ-অব্যক্ত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াগোচর হওয়া আবশ্যক। ব্যক্ত হইলে, তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয়, কেননা স্থূল পদার্থসকল বহু সূক্ষ্মকারণের সমষ্টি, অথচ পরিণামী, ইহা আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই। ঘট একটী ব্যক্ত পদার্থ, উহাকে

আমরা সহস্র ২ ভাগে বিভক্ত করিতে পারি; পরে যাহা প্রাপ্ত হই, তাহাই ঘটের কারণ বলিয়া বুঝিয়া থাকি; আবার সেই মৃত্তিকাখণ্ড গুলিকে বিভক্ত করিলে, তাহারও কারণ পাই; এতদ্রূপ যতক্ষণ আমরা উহাকে ব্যক্তাবস্থায় লাভকরি, ততক্ষণ উহার কারণ আছে, বুঝি। কেননা তাহা যতই কেন সূক্ষ্ম হউক, আমাদিগের ইন্দ্রিয়-গোচর ভাব যতদিন পরিত্যাগ করিতে না পারিবে, ততদিন আমরা উহার ক অন্য একটী বলিয়া অবধারণ করিতে পারিব। এই ব্যক্ত কার্য্যের ব্যক্ত কারণ হইলে, আমাদের কারণানুসন্ধান-প্রবৃত্তি অনেক দূরে গিয়াও বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবেনা। ইহাই অনবস্থা। এই হতাশ-সাগরে অনন্ত যত্ন-চেষ্টা বিসর্জ্জন করিতে পারায়য়না, কাজেই "অব্যক্ত" বলিতে হইল। অব্যক্তের প্রবাহ ঐরূপে চলিলে, আবার সেই ভীষণ অনবস্থা-রাক্ষসীর প্রচার বাড়িবে; সুতরাং "অব্যক্তে" "চরম" চিন্তা নিবেশ করিয়া আমরা চরিতার্থ হই।

অব্যক্তের বিদ্যমানতা বর্ণন করিতে হইবে, নচেৎ "অব্যক্ত" বলিলে, আমরা তাহার অবস্থা-পরিণামাদির পরিচয় পাইনা। বিদ্যমানতা আবার কারণ মাত্রেরই দ্বিবিধ ভাবে। একটী অনুলোমক্রম, অপরটী বিলোম। স্বর্ণ দিয়া বলয় রচনা করিলাম, সে সময়ে কার্য্যে অনুস্যূত যে স্বর্ণ, তাহার বিদ্যমানতা বলয় হইতেই। যখন স্বর্ণ কেবল পিণ্ডাকারে রহিল, অর্থাৎ বলয়-ভঙ্গের পরে যে বিদামানতা, তাহা কেবল স্বাভিন্ন-অবয়ব-সমষ্টিরূপে। এই উভয় প্রকার প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে হইবে; তজ্জন্যই সাংখ্যাচার্য্য "ত্রিগুণ" ও "সমুদয়" এই দুইটীর উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিগুণ-প্রবৃত্তি সৃষ্টির প্রলয়ে, তখন জাগতিক জিনিষের বিকাশ নাই। স্বর্ণের সুবর্ণাবয়ব-সমষ্টি পিণ্ডরূপে অবস্থানের ন্যায় অব্যক্তেরও স্বাভিন্ন-গুণত্রয়-সমষ্টিরূপে স্থিতি। তখন আর কিছুই নাই, ত্রিগুণ হইতেই অব্যক্তের বিদ্যমানতা। সৃষ্টিসময়ে যখন মহত্তত্ত্বজনক বৈষম্যব্যাপার গুণত্রয়ের উপর অবাধভাবে রাজত্ব করিতে লাগিল, তখন একটী গুণ প্রধান হইল; অপর অপ্রধান হইল। প্রধান অপ্রধানকে পরাস্ত করিল। আবার অন্যটী প্রধান হইল, পরকে পরাভূত করিল। এই বৈষম্য-বঞ্জাবাতে গুণ বিকৃত হইয় মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইল। অব্যক্তের "সমুদয়" হইতে বিদ্যমানতা সৃষ্টিক্রিয়ার প্রারম্ভে। সমুদয়, অপর গুণকে অভিভূত করিয়া কোনও গুণের উদয়লাভ ভিন্ন কিছুই নয়। ইহাদ্বারা কারণের কার্য্যকারিণীশক্তির বিকাশাবস্থায় সক্রিয় ভাবে এবং ঐ শক্তির সংযমাবস্থায় সংস্তক্রিয় রূপে যে উভয় প্রকারে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ প্রবর্ত্তন বা বিদ্যমানতা, তাহাই বলা হইল।

কোনও একটি গুণ প্রধান হইল, অপর গৌণ থাকিল, আবার অপরে প্রধান হইল, এই বিভিন্ন প্রকার পরিণাম-প্রবৃত্তি কেমনে করিয়া তিন প্রকারের তিনটি মাত্র গুণের সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক; তজ্জন্যই বলা হইতেছে, গুণের

স্বভাবই পরিণাম। ইহারা পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। প্রধানকে আশ্রয় করিয়া অপ্রধান গুণ পরিণাম-বিশেষ প্রবৃত্ত করে, ইহার দৃষ্টান্তও বড় বিরল নহে। যেমন একই জল আম্রবৃক্ষের সম্মিলনে তত্রত্য প্রধান মধুর রসকে আশ্রয় করিয়া রসালের "রসাল" নামের সার্থকনামতা সম্পাদন করিল; এবং আমলক বৃক্ষে সংসৃষ্ট হইয়া তাহার প্রধান কষায়-রসাশ্রয়ণে আমলকফলে কষায় রস রূপে পৃথক্ পরিণাম প্রাপ্ত হইল। এইরূপে একই গুণ অপ্রধান ভাবে দুইবার দুইটি প্রধান গুণকে আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন পরিণাম-প্রবৃত্তির নিদান হইল। এইরূপ ন্যূনাধিক্যের পরিবর্ত্তন বশতঃ সহস্র ২ পরিণাম-প্রবৃত্তির সম্ভাবনা সফল হইল।

সমুদয় ও ত্রিগুণ, এই উভয় প্রকারের প্রবৃত্তি বলিবার আরও গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। ইহার একটি ভোগমার্গের ও অপর মোক্ষমার্গের প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি নিরর্থক নহে, উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে চিরকালই জাজ্বল্যমান। অব্যক্তের প্রবৃত্তি হইতে পুরুষের ভোগ ও মুক্তি নিষ্পন্ন হয়। "ত্রিগুণ" প্রবৃত্তি বলিলাম, তাহার লক্ষ্য মোক্ষ, "সমুদয়" প্রবৃত্তির সাধ্য ভোগ। ভোগসাধন সাধারণতঃ বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব। "সমুদয়" প্রবৃত্তির পরিণাম মহত্তত্ত্বের বিকাশ। প্রকৃতি এই প্রবৃত্তিদ্বয় দ্বারাই অব্যক্ত জগদ্ব্যাপারে এবং অনন্ত শান্তি-সাগরে নিমজ্জনরূপ মুক্তির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, পুরুষের পরম পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন; তাহাতে পুরুষ ও প্রকৃতি, এই দুই লৌকিক ব্যবহারসিদ্ধ অর্থের এবং তাৎপর্য্যের আবিষ্কার হয়। সেই জন্যই অনেকে প্রকৃতিকে জগন্মাতা ও পুরুষকে জগৎপিতা বলিয়া যেন অনেকটা ব্যবহার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।

আমরা এই কারিকাস্থ প্রবৃত্ত্যাদি পদের তাৎপর্য্য অন্যরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রবৃত্তি অর্থাৎ কার্য্যজননের নিদান বস্তুর সময়সিদ্ধ শক্তিবিশেষের বিকাশোন্মুখ "অব্যক্ত" কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু কারণের সহিত তাহার অবলম্বন অসাধারণ প্রবৃত্তি-শক্তির নির্ব্বাচনও চাই। যাহাকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, তাহাত বর্ত্তমানই আছে। তবে সর্ব্বদা সকল কার্য্যের আবির্ভাব আমাদের অক্ষ-পথের পথিক হয় না কেন? আমি অবগত আছি, চম্পক বৃক্ষে চম্পককুসুম উৎপন্ন ও প্রস্ফুটিত হয়। অন্য বৃক্ষে উহার সদ্ভাব সম্ভব নয়। আবার চম্পক-বৃক্ষ বজ্রাগ্নিদগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইলেও আমরা সেই বৃক্ষের কুসুম-সন্দর্শনে চিরতরে বঞ্চিত হই। ফলতঃ ঐ বৃক্ষের বিদ্যমানতা সত্ত্বেই যে সর্ব্বদা ঐ নয়নরঞ্জক চম্পক কুসুমের প্রাণ-পাগলকারী সুবাসে আমাদের অন্তরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দরাশির উদয় হয়, এরূপ নয়। এই রহস্য-দুর্গের প্রাকার-ভেদ একান্ত আবশ্যকীয় নয় কি? তাহা নূতন কিছু নয়, সর্ব্বদা ঐ বৃক্ষে পুষ্পজনন-শক্তির বিকাশ থাকেনা। তাহা আগন্তুক সময়াদি নানা কারণে উৎপন্ন হয়, এবং বৃক্ষের বিনাশের সহিত তদাশ্রিত ঐ শক্তিও লীলাসম্বরণ করে। এই মাত্র, আমি বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হইতে দেখিলাম, লোচন ঝলসিয়া গেল; কিন্তু ঐ চঞ্চলা-

সঞ্চার কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল, তাহার খবর লইতে চেষ্টা করিলে, কি দেখা যায়? আর কিছুই নয়, কেবল উহার চারিটি অবস্থা আমরা বুঝিতে পারি, এবং প্রত্যেক কার্য্যেই ঐ চারিটি অবস্থা আছে, তাহাও অনুসন্ধান করিলে জানিতে পাইব। চপলা পদার্থটী কি? বিদ্যুৎ বলিয়া যাহা জগতে পরিজ্ঞাত, তাহাই। প্রবৃত্তি উহার প্রথমাবস্থায় এবং দ্বিতীয়ে প্রবাহ বা ব্যাপার। তৃতীয়ভাব ফল অথবা পূর্ণ-প্রকাশ; তৎপরে নিয়মন বা অদর্শন। ইহার মধ্যে তিনটি অবস্থা সর্ব্বথা অনুভবসিদ্ধ; চতুর্থ অদর্শন-অবস্থার অনুভবে কেহ কেহ আপত্তি করিলেও, ইহা অধিক সমীচীন মত নয়। প্রথম প্রবৃত্তির প্রতি সকলেরই প্রায় সম মত। উহা অনুভবে আসেনা। অনুভব বলিলে, এখানে প্রত্যক্ষানুভব বুঝিতে হইবে। অনুমানের দ্বারাই প্রবৃত্তির অনুসন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমে তড়িৎ-প্রবৃত্তি। পরে যখন উহা মেঘস্তর ভেদ করিয়া ব্যাপারিত হইতে লাগিল, তখন উহার প্রবাহ। যখন লোচন-পথকে অলঙ্কৃত করিয়া আলোকমালাধারিণী সুরসুন্দরী বিরাজমানা হইল, তখন পূর্ণ বিকাশ; পরে যখন আবার কোথায় লুকাইয়া গেল, তখন নিয়মন বা অদর্শন। অব্যক্ত কারণ ব্যক্ত কার্য্য জন্মাইতে প্রথমে প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইল, পরে প্রবাহিত হইল। আবার পূর্ণ বিকসিত হইল; সর্ব্বশেষে অদর্শন রূপ নিয়মন অবলম্বন করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রবৃত্তি "ত্রিগুণ" হইতে প্রথম হয়। অব্যক্তের এই কার্য্যকারিণী শক্তির বিকাশোন্মুখতা ত্রিগুণ হইতেই হয়। কেননা অপর কিছু পদার্থই নাই। প্রথম প্রবৃত্তি সেই স্বাভিন্ন অবয়ব গুলির উপরই হইয়া থাকে। সমুদয় হইতে দ্বিতীয় প্রবৃত্ত। সমুদয় অর্থ সমষ্টি; দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক সমষ্টি মহত্তত্ত্বই সাংখ্যশাস্ত্রে 'সমুদয়' শব্দে কথিত হওয়া উচিত। দ্রব্যশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি, এই তিনশক্তি লইয়াই সংসারের অস্তিত্ব। এই তিনটীর যে কোনটী বিশ্রামলাভ করিলে জগৎ অস্তমিত হয়। এই তিন মহা-শক্তির পিণ্ডস্থান মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব হইতে প্রবৃত্তি—অর্থাৎ অব্যক্তের তত্ত্বাকারে বিকাশোন্মুখতা ঘটে, এই জন্য ইহা তত্ত্ব-সৃষ্টি বিষয়ের দ্বিতীয় প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থান। প্রবৃত্তি, প্রবাহ ও পূর্ণ বিকাশ, এই তিনটি অবস্থারই অনুলোমক্রমে আবশ্যকতা। পূর্ণ-বিকাশের পরে নিয়মন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু জগৎ-কারণের পূর্ণ বিকাশ সৃষ্টির চরম-পরিণতি। তদন্তেই প্রলয়-কালীন স্বরূপাবস্থান, যাহা প্রকৃত অব্যক্তভাব। জগৎ অশেষ কার্য্য-কারণের সমষ্টি; ইহার প্রত্যেক প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হয় কিনা, তাহা বিবেচ্য। যেমন একটি ঘট-প্রবৃত্তি, তাহার প্রবাহ ও তাহার পূর্ণ বিকাশ, পরে অদর্শন। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে নিয়মন ঘটিল না বটে, কিন্তু ঘটাপেক্ষায় মৃত্তিকাভাবধারণই ঘটের নিয়মন। এইরূপ আপেক্ষিক নিয়মন সর্ব্বদাই সম্ভব। মূল কারণের নিয়মন উহা হইতে পৃথক্ জিনিষ, কেননা তাহা সমস্ত জগতের অপেক্ষায় অদর্শন। জাগতিক ক্ষেত্রে, ঘট গেল, ব্যক্ত মাটি থাকিল, তাহাও ঘট সদৃশ ব্যক্ত। এখানে ব্যক্ত

গেল, রহিল অব্যক্ত; ইহাই পার্থক্য। ত্রিগুণ হইতে যে প্রথম প্রবৃত্তি, উহা প্রকৃতির স্বরূপের উপর। গুণত্রয় প্রকৃতির স্বরূপ ভিন্ন কার্য্য নয়; এইজন্য ঐ প্রবৃত্তি বলিলেও পৃথক্ সমুদয় প্রবৃত্তি বলিতে হইতেছে। "সমুদয়" প্রকৃতির কার্য্য উৎপাদ্যমান প্রথম তত্ত্ব। প্রথম প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ গুণগণের বৈষম্যভাব। দ্বিতীয় প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ অহঙ্কার নামক স্বতন্ত্র তত্ত্ব। তন্মাত্র পর্য্যন্ত পদার্থ সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়গোচর নয়, এজন্য বিদ্যুৎ-প্রকাশ দৃষ্টান্তানুসারে কেহ চক্ষু দিয়া দেখা যায়, মনে করিবেন না। তবে সাংখ্যশাস্ত্র বলেন, যোগীর দৃশ্য। সে তত্ত্ব আমাদের আলোচনার্হ নহে। অব্যক্ত কারণ প্রবৃত্তিসমন্বিত হইয়াই প্রবাহাদিক্রমে জগৎ-কার্য্যের প্রসব সম্পাদন করে। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া ঈশ্বর কৃষ্ণ কারিকার রচনা করিতে গিয়া কারণোল্লেখের পরে তাহার প্রবৃত্তি-প্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রথম প্রবৃত্তি, পরে প্রবাহ, ইত্যাদি প্রকারে একই অব্যক্ত নানাকার ধারণ করে কেমন করিয়া? একই পদার্থ তাহার সহকারী অপর কোনও জিনিষকে অপেক্ষা না করিয়া নানরূপে প্রতিভাত হওয়া সমধিক যুক্তিযুক্ত নয়। এই শঙ্কার নিরাসার্থে বলিতে হইতেছে, পরিণাম স্বভাব বশতঃ এরূপ হয়। পরিণাম ঘটিবার অপর কোনও কারণ আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করা এ প্রসঙ্গে অসঙ্গত। যেখানে কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আর কিছুই পাওয়া যায়না বলিয়া বিশ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়, শত শত গবেষণাও অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হইয়া যাইতে থাকে; মস্তিষ্ক ক্লান্ত, উদ্যম শান্ত ও চিন্তা বিশ্রান্ত হয়, তখনই লোকে স্বভাবের শরণাপন্ন হয়। প্রবাদও আছে—"স্বভাবে নাস্তি কারণং"। পরিণাম স্বাভাবিক, স্বীকার করিলেও, গুণত্রয়-সমষ্টিরূপ অব্যক্তের প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত লাভ আবশ্যক। দৃষ্টান্ত—জলের ন্যায় অব্যক্তেরও পরিণাম-ভেদ স্বীকার্য্য। পরিণাম স্বভাবতঃই হয় বটে, কিন্তু ভিন্ন২ পরিণামের নিমিত্ত ভিন্ন ২ সহকারী কারণের আবশ্যকতা। জল সৌরকর-সন্তাপে বাষ্পরূপে পরিণত হইল। পরে ইহা লঘুতা হেতু গগনমার্গে উড্ডীন হইতে লাগিল। ক্রমশঃ অনেক-পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া মেঘাকার ধারণ করিল। উত্তাপ-সংস্পর্শে দ্রবীভূত হইয়া পুনর্ব্বার ধারাকারে ভূতলে পতিত হইল। ইহাতে যেমন সাময়িক তাপাদি-সহকারি-কারণের আবশ্যকতা হইয়াছে, অব্যক্তের পরিণামে কাল ও স্বভাব এবং ভোগ, মোক্ষ প্রভৃতি কারণান্তর সাহায্য করিয়া থাকে। এখানে আবার আশঙ্কার উদয় হইতেছে। প্রবৃত্তি, প্রবাহ ইত্যাদি চতুর্দ্ধাভাবে পরিণতির কারণ কি? এতদপেক্ষা নূতন কোন প্রকার অবস্থা হইতে স্বভাবের বাধা কি? যদি বলা যায়, স্বভাবের বাধা কি, এ কথা জিজ্ঞাস্য নয়; কেননা বিদ্যমান বস্তুর কারণানুসন্ধান আবশ্যক। বস্তু কল্পনা করিয়া, তাহা কল্পিত হয় নাই কেন, এটি ভ্রমাত্মক প্রশ্ন। তাহা হইলেও পূর্ব্বের প্রশ্ন "প্রবৃত্ত্যাদির কারণ কি?" ইহা অক্ষত। এখানে প্রবৃত্তির ও প্রবাহাদির কারণ অবধারণ করা হইতেছে। প্রত্যেক গুণ রূপ আশ্রয় (প্রবৃত্ত্যাদির প্রয়োগস্থল) বিশেষ অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া। রজোগুণ সত্ত্ব হইতে ভিন্ন, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, রজোগুণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, সত্ত্বগুণে প্রবৃত্তি নাই, তাহার ধর্ম্ম প্রকাশ, তমোগুণের ধর্ম্ম অদর্শন। প্রবাহ ও রজঃকার্য্য প্রবৃত্তির পরিণতি বিশেষ মাত্র। অতএব প্রবৃত্তির নিমিত্ত রজোগুণ, তাহার অপর গুণ হইতে ভিন্নতাই উহার নিয়ামক। ভিন্নতা সেই সেই ধর্ম্ম না থাকা মাত্র। রজঃ প্রকাশক নয় এবং নিয়ামক নয়, অতএব প্রবর্ত্তক। যাহা প্রকাশক, তাহা প্রবর্ত্তক নহে, যেমন সত্ত্ব; ঐরূপ যাহা নিয়ামক, তাহাও প্রবর্ত্তক নয়, যথা তমঃ, ইহা সিদ্ধ হইল।

(ক্রমশঃ।)

অথর্ব্ববেদ।

চিত্রাণি সাকং দিবি রোচনানি সরীসৃপাণি ভুবনে জবানি।
অষ্টাবিংশং সুমতিমিচ্ছমানো অহানিগীর্ভিঃ সপর্যামিনাকম্ ॥ ১
সুহবং মে কৃত্তিকা রোহিণী চাস্তু ভদ্রং মৃগশিরঃ শমার্দ্রা।
পুনর্বসু সুনৃতা চারু পুষ্যো ভানুরাশ্লেষা অয়নং মঘামে ॥ ২
পুণ্যং পূর্বা ফল্গুন্যো চাত্র হস্তশ্চিত্রা শিবা স্বাতিঃ সুখো মে অস্তু।
রাধে বিশাখে সুহবানুরাধা জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রমরিষ্টং মূলম্। ৩
অন্নং পূর্ব্বা বসন্তাং মে অষাঢ়া উর্জং যেত্ব্যুত্তর আবহন্তু।
অভিজিন্মে বাসতাং পুণ্যমেব শ্রবণঃ শ্রবিষ্ঠাঃ কুর্বতাং সুপুষ্টিম্ ॥ ৪
আমে মহচ্ছতভিষগ্বরীয় আমেদ্বয়া প্রোষ্ঠ পদা সুশর্ম্ম।
আ রেবতী চাশ্বযুজৌ ভগংম আমে রয়িং ভরণ্য আবহন্তু ॥ ৫

বঙ্গার্থ। যে সমুদয় উজ্জ্বল এবং মনোহর নক্ষত্র আকাশে অতি দ্রুতগমনে গমন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এবং দিবস ও আকাশমণ্ডলকে আমি অষ্টাবিংশ মণ্ডল প্রাপ্তির কামনার সংগীতের দ্বারা অর্চনা করি। ১

কৃত্তিকা ও রোহিণী, মৃগশির ও আর্দ্রা আমার মঙ্গল বিধান করুন, পুনর্ব্বসু এবং সুনৃতা অর্থাৎ উষা, চারু পুষ্যা, সূর্য্য, অশ্লেষা এবং মঘা আমার অয়ন বা গতি স্বরূপ হউন। ২

ফল্গুনীদ্বয়, হস্ত, চিত্রা, স্বাতি আমার পুণ্য, মঙ্গল ও সুখস্বরূপ হউন। রাধা, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা এবং সুনক্ষত্র মূলা আমার মঙ্গলস্বরূপ হউন। ৩

পূর্ব্বাষাঢ়া আমাকে অন্নদান করুন, উত্তরাষাঢ়া আমাকে বল প্রদান করুন, অভিজিৎ আমাকে পুণ্য প্রদান করুন, শ্রবণ ও শ্রবিষ্ঠ আমাকে পুষ্টি প্রদান করুন। ৪

শতভিষক আমাকে স্বাধীনতা প্রদান করুন, প্রোষ্ঠ পদদ্বয় আমাকে রক্ষা করুন, রেবতী এবং অশ্বযুজ আমাকে সৌভাগ্য প্রদান করুন, ভরণী আমাকে ধন প্রদান করুন। ৫

বৈদিক কালেই যে হিন্দুরা জ্যোতির্ব্বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা উপরোক্ত বৈদিক মন্ত্র হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। কৃত্তিকা আদি নক্ষত্র চন্দ্রের গৃহ বা ঘর, বা গৃহিণী বা ঘরণী। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে পথে পরিভ্রমণ করেন, এই নক্ষত্রগুলি ঐ পথে স্থাপিত। কৃত্তিকা Pleiades রোহিণী Aldebaran constellation এর প্রধান তারক। মৃগশিরস lunar asterism containing orionis স্বাতি Arcturus. চিত্রা Spica Virginis হস্তা part of the constellation corvus, অশ্বযুজস the head of aries.

৬ষ্ঠ বর্ষ। পৌষ। ৯ম সংখ্যা।
১৮২১, ১৩০৬।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কর্ণামৃত	২৫৭	৪। সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু	২৭৮
২। সাংখ্যদর্শন	২৬৭	৫। গোলকে সর্ব্ব-দেব-দর্শন	২৮৩
৩। মীমাংসা-দর্শনম্	২৭২		

যশোহর।
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
শকাব্দা ১৮২১।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য——সমেত ডাকমাশুল ১৸০ মাত্র।

এই পত্রিকাখানি হস্তগত হইলেই মনে করিয়া দেখিবেন যে, হিন্দু-পত্রিকার ১৩০৬ সালের মূল্য দিয়াছেন কি না। মূল্য না দিয়া থাকিলে, মনে থাকিতে থাকিতে পাঠাইবেন, এই প্রার্থনা।

ব্রহ্মচারি-আশ্রমের মাসিক-কার্য্য-বিবরণ।

৺ দুর্গা পূজা উপলক্ষে অবকাশের পর আশ্রমের কার্য্য পূর্ব্ববৎ নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। আশ্রমে বর্ত্তমানে ৮টী বৃত্তি অপূর্ণ আছে। যাঁহারা সচ্চরিত্র এবং আশ্রমের নিয়ম প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত; এবং যাঁহারা এণ্ট্রান্স, মাইনার, অথবা তদুর্দ্ধ কোন পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ অথবা প্রায় শেষ করিয়াছেন, তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য হইবেক।

নিম্নলিখিত বিদ্যার্থিবর্গ নিয়মিত সময়ে আশ্রমে উপস্থিত না হওয়ায়, এবং তাঁহাদের অনুপস্থিতির কারণ বিজ্ঞপিত না করায়, বিদ্যার্থি-তালিকা হইতে তাঁহাদের নাম কর্ত্তিতহইয়াছে:—হরিদাস ভট্টাচার্য্য, হাবড়া। হরি চরণ মুখোপাধ্যায়, ঢাকুরিয়া,যশোহর। দুর্গা নাথগুপ্ত, খলিশা কোটা, বরিশাল। ভগবতী চরণ ভট্টাচার্য্য, মেদিনীপুর। তারক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নলদী, যশোহর। তরণী কান্ত মুখোপাধ্যায়, ফরাসডাঙ্গা। বিনোদ বিহারী ভট্টাচার্য্য, আমনানা, হুগলী। মহেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতাপকাটী যশোহর।

শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী প্রমুখ অধ্যাপকগণ আশ্রমে পূর্ব্ববৎ অধ্যাপনার কার্য্য করিতেছেন। সম্প্রতি কান্যকুব্জদেশীয় শ্রীযুক্ত নন্দ কিশোর শুক্ল আশ্রমে হিন্দি ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

আশ্রমের সন্মুখস্থ সুবৃহৎ পুষ্করিণী, এবং তাহার পাহাড়ীর উপরিস্থিত জমি, শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় ক্রয় করিয়া আশ্রমের অন্তর্ভূত করিয়া দিয়াছেন।

নলডাঙ্গাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথ ভূষণ দেব রায় বাহাদুর এবং অন্যান্য সহৃদয়গণ যাঁহারা আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। আশা করি, হিন্দু মাত্রেই আশ্রমের প্রতি কৃপা দৃষ্টি রাখিবেন।

আশ্রমের আয়-ব্যয়ের হিসাব।

ইস্তক ১৮ই আশ্বিন লাগাত ২৯ শে অগ্রহায়ণ।

জমা		খরচ	
সাধাণের নিকট		ছাত্রদিগের বৃত্তি	৬৩৷৹
দান প্রাপ্তি	১৩৫৲	অধ্যাপক দিগের বৃত্তি	১০৭৷৹
টাকা হাওলাত	২০৯৶০	নানাবিধ ব্যয়	৪৮৶০
		হাওলাত শোধ	১২৫৲
	৩৪৪৶০		৩৪৪৶০

সাধারণের নিকট——১৩৫৲ টাকা প্রাপ্তির বিতং।

রাজা প্রমথ ভূষণ দেব রায়বাহাদুর নলডাঙ্গা ১০০৲, বাবু রাজেন্দ্রনাথ নিয়োগী, ওভারসিয়ার ছাপরা ৷৹, শ্রীযুত মহেশ্বর নাথ লেজাম, ধুবড়ী ৷৹, বাবু ইন্দু ভূষণ রক্ষিত ধুলজুড়ী, যশোহর, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের চাঁদা ২৲, বাবু অক্ষয় কুমার মিত্র যশোহর, আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের চাঁদা ৩৲, বাবু কালী নাথ মুখোপাধ্যায় উকিল যশোহর, আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের চাঁদা ১২৲, বাবু শুখময় দাস গুপ্ত উকীল যশোহর, ভাদ্র মাসের চাঁদা ১৲, বাবু হরেন্দ্র নারায়ণ গুহ মুন্সেফ খুলনা ১৲, বাবু প্রভাস চন্দ্র শর্ম্মা শিক্ষক দরবার হাই স্কুল, নেপাল ১৲, বাবু হৃদয় নাথ মজুমদার মুন্সেফ লাল বাগ, মুরশিদাবাদ, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের আংশিক চাদা ৬৲, বাবু নিবারণ চন্দ্র দত্ত উকিল যশোহর, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের চাঁদা ২৲, বাবু কুঞ্জ বিহারী গোস্বামী কলহারী, সিপাও, ঢোলপুর ৬৲।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ, ব্রহ্মচারি-আশ্রম।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষষ্ঠ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। | পৌষ। | ১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

(শ্রীম—কথিত)

[শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সাক্ষাৎ ও পরমহংসদেব-প্রদত্ত যুগধর্ম্মাদি সম্বন্ধে উপদেশ।]

আজ রথযাত্রা। পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইল। সকালে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় ঈশানের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। ঠনঠনিয়ায় ঈশানের ভদ্রাসন-বাটী। সেখানে তিনি শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ ষ্ট্রীটে চাটুয্যেদের বাড়ী রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁহার ভারি ইচ্ছা। বৈকালে পণ্ডিতের বাড়ী যাইবেন, স্থির হইল।

প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি অতি কোমলাঙ্গ, অতি সন্তর্পণে দেহ রক্ষা হইত। তাই পথে চলিতে কষ্ট হয়—অল্পদূরও প্রায় গাড়ী না হ'লে যাইতে পারেন না। গাড়ীতে উঠিয়াই ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল; আকাশে মেঘ; পথে কাদা। ভক্তেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহারা পথে দেখিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তালপাতার ভেঁপু বাজাইতেছে।

গাড়ী বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

উপরে যাইবার সিঁড়ি। তৎপরে বৈঠকখানা। উপরে উঠিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে, শশধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন। পণ্ডিতকে দেখিয়া বোধ হইল, যে তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর বলিলে বলা যায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। অতি বিনীত ভাব। ভক্তিভাবে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সকলেই উৎসুক যে তাঁহার নিকটে বসেন ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃত পান করেন।

নরেন্দ্র, রাখাল, রাম, মাষ্টার ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা উপস্থিত ছিলেন। হাজরাও প্রভুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ী হইতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতকে দেখিতে দেখিতে প্রভু ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "বেশ! বেশ!" পরে পণ্ডিতকে বলিলেন, আচ্ছা তুমি কি রকম লেক্‌চার দাও?

শশধর। মহাশয়! আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।

(কলিতে ভক্তিযোগ—কর্ম্মযোগ নহে)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে, তার সময় কৈ? আজ কালকার জ্বরে দশমূল পাচন চলে না। দশমূল পাচন দিতে গেলে রোগী এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্‌চার।

(কলিযুগ ও বর্ণাশ্রমাচার)

"কর্ম্ম কর্‌তে যদি বল তো নেজামুড়ো বাদ দিয়ে বল্‌বে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোধন্যন্যা' ওসব অত বল্‌তে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপ্‌লে হবে। কর্ম্মের কথা যদি একান্ত বল, তবে ঈশানের মত কর্ম্মী দুই এক জনকে বল্‌তে পার।

(বিষয়ীলোক ও লেক্‌চার)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। হাজার লেক্‌চার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে, তবু দেয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মারলে কুমীরের কি হবে?

"সাধুর কমণ্ডলু (তুম্ব) চার ধাম করে আসে, কিন্তু যেমন তেতো—তেমনি তেতো। তাই বলি, তোমার লেক্‌চারে বিষয়ীলোকদের বড় কিছু হচ্ছে না।

"তবে, তুমি ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পার্‌বে। বাছুর একেবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে পড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়। তবে তো দাঁড়াতে ও চল্‌তে শিখে।

(নবানুরাগ ও বিচার)

তুমি ভক্তদের ও বিষয়ী লোকদের চিন্তে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়। প্রথম ঝড় উঠলে, কোন্‌টা আম, কোন্‌টা তেতুল গাছ, বোঝা যায় না।

(কর্ম্মত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ)

এ কথা সত্য, ঈশ্বরলাভ না হ'লে কেউ একেবারে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কত দিন? যতদিন না ঈশ্বরের ধ্যানে অশ্রু আর পুলক হয়। একবার 'ওঁ রাম' বল্‌তে যদি চক্ষে জল আসে, তা হ'লে নিশ্চয় জেনো যে তোমার কর্ম্ম-শেষ হয়েছে; আর সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কর্‌তে হবে না।

ফল হইলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি ফল, কর্ম্ম—ফুল।

গৃহস্থের বউ, পেটে ছেলে হ'লে বেশী কর্ম্ম করিতে পারে না। শ্বাশুড়ী দিন দিন তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। দশমাসে পড়লে, শ্বাশুড়ী প্রায় কর্ম্ম করিতে দেয় না; ছেলে হ'লে ঐটীকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে, আর কর্ম্ম করিতে হয় না।

(যোগ ও সমাধি)

সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ টং। যোগী নাদভেদ করে পরব্রহ্মে লয় হন।

সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্ম্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম্ম ত্যাগ হয়।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণের সমাধি)

সমাধির কথা বলিতে বলিতে প্রভুর ভাবান্তর হইল। তাঁহার চন্দ্রমুখ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল। আর বাহ্য জ্ঞান নাই। মুখে একটি কথা নাই। নেত্র স্থির। নিশ্চয়ই জগদম্বাকে দর্শন করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বালকের ন্যায় বলিলেন, আমি জল খাব।

সমাধির পর যখন জল খাইতে চাহিতেন, তখন ভক্তেরা এক প্রকার জানিতে পারিতেন যে, এবার ইনি ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিবেন।

ঠাকুর ভাবে বলিতে লাগিলেন, মা! সে দিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি। তারপর আমি আবার বলেছিলাম মা! আমি আর একজন পণ্ডিতকে দেখ্‌ব, তাই তুই আমায় এখানে এনেছিস্।

(পাণ্ডিত্য ও সাধন)

প্রভু শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা! আর একটু বল বাড়াও। আর কিছুদিন সাধন ভজন কর। গাছে নাই উঠ্‌তেই এক কাঁদি? তবে তুমি

লোকের ভালর জন্য এসব কচ্ছো। (এই বলিয়া ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিলেন)

(পাণ্ডিত্য ও বিবেক-বৈরাগ্য)

ঠাকুর আরও বলিতে লাগিলেন, যখন প্রথমে লোকের মুখে তোমার কথা শুন্‌লাম, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত, না বিবেক-বৈরাগ্য আছে? যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে ব্যক্তি পণ্ডিতই নয়।

(আদেশ ও আচার্য্য)

যদি আদেশ হয়ে থাকে, তাহা হইলে লোক-শিক্ষায় দোষ নাই।

আদেশ পেয়ে যদি কেহ লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তা হলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।

প্রদীপ জাল্‌লে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ২ আপনি আসে—ডাক্‌তে হয় না।

তেমনি যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর লোক ডাক্‌তে হয় না। অমুক্ সময়ে লেক্‌চার হবে ব'লে খপর পাঠাতে হয় না। তাঁর এমনি টান যে, লোক তাঁর কাছে আপনি আসে।

তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বল্‌তে থাকে "আপনি কি লইবেন? আম, সন্দেশ, টাকা, কড়ি, শাল, এই সব এনেছি, আপনি কি লইবেন?" আমি সে সকল লোক্‌কে বলি, দূর কর—আমার ওসব ভাল লাগেনা, আমি কিছু চাহিনা।"

চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? বল্‌তে হয় না—লোহা আপনি চুম্বক পাথরের টানে ছুটে আসে।

"এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে; তা' ব'লে মনে ক'র না যে তাঁর জ্ঞানের কিছু কম্‌তি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে—ফুরোয় না।

"ও দেশে ধান মাপ্‌বার সময়, একজন মাপে, আর একজন রাশ্ ঠেলে দেয়; তেমনি যিনি আদেশ পান, তিনি যত লোক শিক্ষা দিতে থাকেন, মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ্ ঠেলে ঠেলে দেন; সে জ্ঞান আর ফুরায় না।

"মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা' হ'লে কি আবার জ্ঞানের অভাব থাকে? তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কোন আদেশ পেয়েছ কি না।

হাজরা। হাঁ অবশ্য আদেশ পেয়েছেন। কেমন মহাশয়?

পণ্ডিত। না আদেশ কিছু পাই নাই।

গৃহস্বামী। না, আদেশ পান নাই বটে, তবে কর্ত্তব্য বোধে লেক্‌চার দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চারে কি হবে?

"একজন (ব্রাহ্ম) লেক্‌চার দিতে দিতে বলেছিলে, "ভাইরে, আমি কত মদ খেতুম, হেন কর্ত্তুম, তেন কর্ত্তুম। এই কথা শুনে, লোকগুলো বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো, 'শালা বলে কিরে, মদ খেত!" এই কথা বলাতে উল্টো উৎপত্তি হ'ল। তাই ভাল লোক না হ'লে লেক্‌চারে কোন উপকার হয় না।

"বরিশালের বাড়ী একজন সদরওয়ালা আমায় বলেছিল, "মহাশয় আপনি প্রচার কর্‌তে আরম্ভ করুন। তা যদি করেন, তা হ'লে আমিও কোমর বাঁধি। আমি বল্‌লাম; ওগো একটা গল্প শোন। ওদেশে হাল্‌দার-পুকুর ব'লে একটি পুকুর আছে। যত লোক তার পাড়ে বাহ্যে কর্‌তো, আর সকাল বেলা যারা পুকুরে আসতো, গালাগালে তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিত; কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হ'ত না। আবার তার পর দিন সকালে পাড়ে বাহ্যে করেছে, লোকে দেখতো। কিছু দিন পরে কোম্পানি থেকে যখন একজন চাপরাসী একটা হুকুম পুকুরের কাছে মেরে দিলে, তখন কি আশ্চর্য্য, একেবারে বাহ্যে করা বন্ধ হয়ে গেল!

তাই বল্‌ছি, হেঁজিপেঁজি লোকে লেক্‌চার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাস থাক্‌লে, তবে লোকে মান্‌বে। ঈশ্বরের আদেশ না থাক্‌লে লোক-শিক্ষা হয় না। যে লোক-শিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই। কল্‌কেতায় অনেক হনুমানপুরী আছে,—তা'দের সঙ্গে তোমার লড়্‌তে হবে। এরা ত (যারা চারিদিকে সভায় বসে আছে) পাঠ্‌ঠা।

"চৈতন্যদেব নিজে অবতার। তিনি যা করে গেলেন, তারই কি হয়েছে, বল দেখি? আর যে আদেশ পায়, তা'র লেক্‌চারে কি উপকার হবে, আর কি ফলই বা থাক্‌বে?

(কিরূপে আদেশ পাওয়া যায়?)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই বল্‌ছি, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও। এই কথা বলিয়া প্রভু প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাইতে লাগিলেন।—

(গান)

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম-রত্নধন॥
খুজ্ খুজ্ খুঁজ্ খুজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দিব্ দিব্ দিব্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ॥

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে
কোন্ জন।
কুবির বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সাগরে ডুবলে মরে না—এ যে অমৃতের সাগর।

(নরেন্দ্র * ও অমৃতের সাগর)

"আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম—'ঈশ্বর রসের সমুদ্র; তুই এ সমুদ্রে ডুব্ দিবি কিনা বল্। আচ্ছা মনে কর্, খুলিতে এক খুলি রস রয়েছে, আর তুই মাছি হয়েছিস্। তুই কোথা ব'সে রস খাবি বল্'? নরেন্দ্র বল্লে 'আমি খুলির আড়ায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খা'ব। কেননা বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব যে'! তখন আমি বল্লাম, বাবা। এ যে সচ্চিদানন্দ-সাগর—এতে মরণের ভয় নাই—এ সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান, তারাই বলে যে ভক্তি-প্রেমের বাড়াবাড়ি কর্তে নাই। ঈশ্বর-প্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে?"

'তাই তোমায় বলি সচ্চিদানন্দ-সাগরে মগ্ন হও'।

ঈশ্বর-লাভ হ'লে আর ভাবনা কি? তখন আদেশও হ'বে, লোকশিক্ষাও হ'বে।

(ঈশ্বর-লাভের নানা পথ)

"দেখ অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ।

"যে কোন প্রকারে হউক, এ সাগরে পড়্তে পার্লেই হ'ল।

"মনে কর, অমৃতের একটী কুণ্ড আছে। কোন রকমে এর অমৃত একটু মুখে পড়্লেই অমর হ'বে—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেবে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক্; একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন কর্লেই তুমি অমর হ'বে।

(যোগ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ)

"অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হ'লে, ঈশ্বরকে পাবে।

"মোটামুটি যোগ তিন প্রকার;—'জ্ঞানযোগ,' 'কর্ম্মযোগ,' আর 'ভক্তিযোগ'।

১। জ্ঞানযোগ—জ্ঞানী ব্রহ্মকে জান্তে চায়। 'নেতিনেতি' বিচার করে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বিচার করে—সদসৎ বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

* নরেন্দ্র—স্বামীবিবেকানন্দ।

২। কর্ম্মযোগ—কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখার নাম কর্ম্মযোগ; তুমি যা শিখাচ্ছ।

অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণাদি করা কর্ম্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি আসক্ত হয়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাঁ'তে ভক্তি রেখে সংসারের কর্ম্ম করে, সেও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা, জপ, এই সব কর্ম্ম করার নামও কর্ম্মযোগ।

"ঈশ্বর-লাভই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য।

"৩। ভক্তিযোগ—ঈশ্বরের নাম-গুণকীর্ত্তন; এই সব ক'রে, তাঁতে মন রাখার নাম ভক্তিযোগ। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তি-যোগই যুগধর্ম্ম।

(কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কলিযুগের পক্ষে কঠিন পথ)

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। প্রথমতঃ আমি আগেই বলেছি, সময় কৈ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম কর্তে বলেছে, তার সময় কৈ?

"তারপর অনাসক্ত হয়ে, ফলকামনা না করে, কর্ম্ম করা ভারি কঠিন। ঈশ্বর-লাভ না কর্লে, ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয়তো জাননা, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

"আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তাতে আবার আয়ু কম। তারপর আবার দেহ-বুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে, একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে, 'আমি সেই ব্রহ্ম। আমি শরীর নই। আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, এ সকলের পার।'

"যদি রোগ-শোক, সুখ-দুঃখ, এ সব বোধ থাকে তা'হ'লে তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে—অথচ বলছো, 'কৈ আমার হাত তো কাটে নাই! আমার কি হয়েছে?'

(ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম; জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ নহে)

তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ, আর অন্যান্য পথ দিয়াও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন।

ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম—তার এ মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে। মানে এই, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তি-পথ ধরে যান, তা হলেও সেই জ্ঞানলাভ করবেন। ভক্ত-বৎসল মনে করিলেই ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন।

(ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়?)

ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখ্‌তে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে চায়—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায়না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।

কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়্‌তে পারে, তা হলে গড়ের মাঠ,সুসাইটী, সবই দেখ্‌তে পায়।

কথাটা এই, এখন কল্‌কাতায় কেমন করে আসি?

জগতের মাকে পেলে; ভক্তি পাবে আবার জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, আবার ভক্তিও পাবে। ভাব-সমাধিতে রূপদর্শন হয়, আবার নির্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়। তখন অহং থাকে না; নাম-রূপ থাকে না।

(ভক্ত ও কর্ম্ম, ভক্তের প্রার্থনা।)

ভক্ত বলে, মা সকাম কর্ম্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্ম্মে কামনা আছে, সে কর্ম্ম কর্‌লেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা বড় কঠিন। সকাম কর্ম্ম কর্‌তে গেলে, তোমায় ভুলে যা'ব। তবে এমন কর্ম্মে কাজ নাই। যতদিন না তোমায় লাভ করিতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত যেন কর্ম্ম কমে যায়। যেটুকু কর্ম্ম করিতে হবে, সেটুকু যেন অনাসক্ত হয়ে কর্‌তে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যতদিন না তোমায় লাভ কর্‌তে পারি, ততদিন যেন নূতন কর্ম্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ কর্‌বে, তখন তোমার কর্ম্ম করবো, নচেৎ নয়।

(তীর্থযাত্রার প্রয়োজন)

পণ্ডিত। মহাশয়ের তীর্থে কতদূর যাওয়া হয়েছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, কতক কতক জায়গা দেখিয়াছি। হাজরা অনেক দূর গিছল, আর খুব উঁচুতে উঠেছিল—হৃষীকেশ গিছল। আমি অতদূরও যাই নাই, অত উঁচুতেও উঠিনাই।

"চিল শকুনিও অনেক উচ্চে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। ভাগাড় কি জান? কামিনী ও কাঞ্চন।

যদি এখানে বসে ভক্তি লাভ করিতে পার, তা'হ'লে তীর্থে যাবার কি দরকার? কাশী গিয়ে দেখিলাম, সেই গাছ! সেই তেঁতুলপাতা!

"তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'ল, তা' হ'লে তীর্থ-যাওয়ার আর ফল হ'ল না। আর ভক্তিই সার, আর একমাত্র প্রয়োজন। চিল-শকুনি কি জান? অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়; আর বলে যে, শাস্ত্রে মেনে সকল কর্ম্ম কর্‌তে বলেছে, আমরা অনেক করেছি। এদিকে তাদের মন ভারি বিষয়াসক্ত—টাকা, কড়ি, মান, সম্ভ্রম, দেহের সুখ, এসব নিয়েই ব্যস্ত।

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা, আর কৌস্তুভ মণি ফেলে, অন্য হীরা-মাণিক খুঁজে বেড়ানও তা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তুমি এইটী জেনো, হাজার শিক্ষা দাও, সময় না হ'লে ফল হবে না।

"ছেলে বিছনায় শোবার সময় মাকে বল্লে, 'মা! আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও।' মা উত্তরে বল্লেন, 'বাবা হাগাতেই তোমাকে উঠাবে, এ জন্য তুমি কিছু ভেবনা।"

"সেইরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হ'লেই হয়।

(আচার্য্যের তিন শ্রেণী)

তিনরকম বদ্যি আছে।

"এক রকম আছে, তারা নাড়ী দেখে, ঔষধ ব্যবস্থা করে চলে যায়। কেবল মাত্র ব'লে যায় 'ঔষধ খেয়ো হে।' এরা অধম থাকের বদ্যি।

"সেইরূপ কতকগুলি আচার্য্য আছে। তারা উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু তাদের উপদেশে লোকের ভাল কি মন্দ হ'ল, তা' দেখে না। তা'র জন্য ভাবে না।

"কতকগুলি বদ্যি আছে, তা'রা ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে, রোগী যদি খেতে না চায়, তা'কে অনেক ক'রে বুঝায়। এরা মধ্যম থাকের বদ্যি। সেইরূপ মধ্যম থাকের আচার্য্যও আছে। তারা উপদেশ দেয়, আবার অনেক করে লোকদের বুঝায়, যা'তে তা'রা উপদেশ অনুসারে চলে।

আর উত্তম থাকের বদ্যি আছে। যদি মিষ্ট কথাতে রোগী না বুঝে, তা' হ'লে তা'রা জোর পর্য্যন্ত করে। যদি দরকার হয়, রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়। সেরূপ আবার উত্তম থাকের আচার্য্য আছেন। তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবার জন্য শিষ্যদের উপর জোর পর্য্যন্ত করেন।

পণ্ডিত মহাশয়। যদি উত্তম থাকের আচার্য্য থাকেন, তবে কেন আপনি সময় না হলে জ্ঞান হয়না বল্‌লেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্য বটে, কিন্তু মনে কর, ঔষধ যদি পেটে না যায়—যদি মুখ থেকে গড়িয়ে যায়, তা' হ'লে বদ্যি কি কর্‌বে? উত্তম বস্তিও কিছু কর্‌তে পারে না।

(পাত্রাপাত্র)

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ দাওনা। আমার কাছে কেউ ছোকরা এলে, আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, তোর কে আছে? মনে কর, বাপ নাই, হয়তো বাপের ঋণ আছে—তা' হ'লে সে কেমন ক'রে ঈশ্বরে মন দিবে? শুন্‌ছো বাপু?

পণ্ডিত। আজ্ঞে হাঁ, আমি সব শুন্‌ছি।

(ঈশ্বরের দয়া।)

তাহার পর ঈশ্বরের দয়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন ঠাকুর বাড়ীতে কতকগুলি শিখ-সিপাই এসেছিল। মাকালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হ'লো। কথার মধ্যে একজন ব'ল্‌লে, ঈশ্বর দয়াময়, আমি ব'ললেম—বটে? সত্য নাকি? কেমন করে জান্‌লে? তারা ব'ল্‌লে—কেন মহাশয়, ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন, দাওয়াচ্ছেন, যত্ন কর্‌ছেন।

আমি ব'ললেম? সে কি আশ্চর্য্য? ঈশ্বর যে সকলের বাপ। বাপে ছেলেকে খাওয়াবে না তকে খাওয়াবে? তবে কি ও পাড়ার লোকে এসে দেখ্‌বে নাকি?

নরেন্দ্র। ঈশ্বরকে দয়াময় ব'লবোনা?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোকে কি আমি দয়াময় ব'ল্‌তে বারণ কর্‌ছি? আমার বল্‌বার মানে এই যে, ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নয়।

পণ্ডিত। কথা অমূল্য।

ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে এক গ্লাশ জল রাখা হইয়াছিল, সে জল খাইতে পারিলেন না। আর এক গ্লাশ জল আনিতে বলিলেন। পরে শোনাগেল যে, কোনও ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি ঐ জল স্পর্শ করিয়াছিল।

(বিদায়)

পণ্ডিত। (হাজরাকে সম্বোধন করিয়া) আপনারা ইঁহার সঙ্গে রাতদিন থাকেন আপনারা মহানন্দে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে)। আজ আমার খুব দিন। আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখ্‌লাম। (সকলের হাস্য)। দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বল্‌লাম, জান?

সীতা রাবণকে বলেছিলেন, 'তুমি পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ। রাবণ এর মানে বুঝিতে পারে নাই, তাই ভারী খুসী হ'য়েছিল। সীতার বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যত হবার, হয়েছে; এই বাক্যে দিনদিন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চন্দ্র; তাঁর দিনদিন বৃদ্ধি হবে।"

এই বলিয়া ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। পণ্ডিত বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। প্রভু ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সাংখ্য দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ অধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥

পদপাঠঃ। সংঘাতপরার্থত্বাৎ। ত্রিগুণ-আদি-বিপর্য্যয়াৎ। অধিষ্ঠানাৎ। পুরুষঃ। অস্তি। ভোক্তৃভাবাৎ। কৈবল্যার্থং। প্রবৃত্তেঃ। চ।

ব্যাখ্যা। সংঘাতপরার্থত্বাৎ—সংঘাত অর্থাৎ সংহতভাবে অবস্থিত সমষ্টি, অপরের নিমিত্ত-হেতুক। ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ—ত্রিগুণাদির বৈপরীত্য-নিবন্ধন। অধিষ্ঠানাৎ অধিষ্ঠান অর্থাৎ ব্যাপিয়া থাকা, বশতঃ। পুরুষ—আত্মা। অস্তি—আছে। ভোক্তৃভাবাৎ—ভোক্তৃত্ব-প্রযুক্ত। কৈবল্যার্থং—দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত বিনাশরূপ মুক্তির জন্য। প্রবৃত্তেঃ—প্রযত্ন থাকা হইতে। চ—ও।

বঙ্গার্থ। সংঘাত সকল পর প্রয়োজন সিদ্ধকরে বলিয়া, অসংহত পদার্থে ত্রিগুণের অবিদ্যমানতা-হেতু, জড়-জগতের চেতনাধিষ্ঠিততা বশতঃ, ব্যবহারিক ত্রিগুণাত্মক পদার্থ-প্রকরের ভোক্তা আবশ্যক, এই জন্য, আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। মুক্তির জন্য জন-সমাজে প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে বলিয়াও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

বিশদ ব্যাখ্যা। জগতের মূলে বৈষম্যের বীজ নিহিত আছে। ইহার প্রতি অণুমাত্রও ঊর্দ্ধশিরে বৈষম্যের বিজয়-পতাকার পত্ পত্ শব্দের প্রতীক্ষায় আছে। সাংখ্য শাস্ত্রের সর্ব্বজনসিদ্ধ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অব্যক্তেই পর্য্যবসান। পুরুষতত্ত্ব উহার অতিরিক্ত। সামান্যতঃ চৈতন্যের সত্তা অস্বীকার করা স্বাভাবিক লোকের

অসম্ভব, কিন্তু ঐ তত্ত্বকে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্তভাবে বর্ণনা করিতে যাইয়া কেহবা উহাকে গুণ অর্থাৎ মনের ধর্ম্ম, কেহ বা শক্তি অর্থাৎ আকর্ষণ-শক্তি ইত্যাদিরূপে প্রমাণ করিতে গিয়া, উহাকে আবার জড়তত্ত্বের মধ্যে আনিয়া একটা পাকপাকি খিঁচুড়ী করিয়া বসেন। তাঁহারা চিন্তা করেন না যে, উহা শক্তি হউক, অথবা গুণই হউক, জড়ের ধর্ম্ম বলিয়া জড়জগতের "তাগা" মাড়াইতে পারিলনা। জড়তত্ত্ব যে চৈতন্যের অধিষ্ঠান ব্যতীত আত্মসত্তাহারা হয়, তাহাও কি একবার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় না? অব্যক্ত পর্য্যন্ত পদার্থ গুলির মধ্যে একটি অন্তঃসলিল স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, নিপুণ-দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে অনেক আভাস পাওয়া যায়; তাহার নাম "কার্য্যকারণ ভাব।" এখানে সেই ভাবের সদ্ভাব নাই। ইহাই এ তত্ত্বের নূতনত্ব। ফলতঃ এটি কথঞ্চিৎ প্রমাণার্হ। এ কারিকায় তাহাই করা হইতেছে।

আমরা প্রতিপলে যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি পদার্থের সমষ্টি অর্থাৎ সংঘাত মাত্র। কতকগুলি ক্ষুদ্র কণিকার সমবায়কে সংঘাত বলিলে, জগতের সাবয়ব জড়তত্ত্ব সবই তাহার ভিতরে পড়িল। যাহার অবয়ব প্রত্যক্ষ নয়, অনুমানগম্য, তাহাও সাবয়ব। অব্যক্ত পর্য্যন্তও এই ভাবে সংঘাত, কারণ গুণত্রয়-সমূহ। এই সংঘাত "পরার্থ" অর্থাৎ পরের জন্য, স্বতন্ত্র নহে। সাগরের অনন্ত নীররাশি কখনও বাষ্প, কখনও হিমশিলা, কখনও মেঘ আবার জলাকার ধারণ পূর্ব্বক, বারিনিবাসে, মেরুদেশে, আকাশে, পুর্ব্বার বারিধির বিশাল বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এই কার্য্যচক্র কি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরিতেছে? তাহা নয়। ইহা ইহার অনিবার্য্য পরতন্ত্রতার পরিজ্ঞাপক কতকগুলি অক্ষরাকার-মসীও পত্রাদির সংঘাতের নামান্তর পুস্তক, উহা যে পরের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে উৎপন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুস্তক পুস্তকের জন্য নয়, পাঠকের নিমিত্তই উহার আবশ্যকতা। সূত্র-সংঘাত "বসন" নামে পরিচিত, তাহা বসনের নিমিত্ত নহে, পরিধানকর্ত্তার উদ্দেশেই বসন বিরচিত। যদি দেশে বসন-বয়ন-প্রণালী আবশ্যকমূলক না হইত, তাহা হইলে যাহারা (অসভ্যেরা) বসন ব্যবহার-বিরত, তাহাদেরও প্রবৃত্তি হইত। বস্তুতঃ প্রয়োজনাপেক্ষা ব্যতীত জগতে প্রবৃত্তি নাই। বসনের দরকারই বসন বয়নের একমাত্র নিদান। যেমন পুস্তক পরার্থ, তাহাকে দেখিয়া পুস্তক যাহার জন্য, তাহার অনুমান হয়, তদ্রূপ সংঘাত পরার্থ বলিয়া, ঐ পরার্থসংঘাত যাহার জন্য, তাহার অনুমান করা যাইতে পারে। সংঘাত পরতন্ত্র, কিন্তু অপর একটী সংঘাত উহার দ্বারা অনুমিত হউক, কেননা দৃষ্টানুযায়িকল্পনারই বিধান। ব্যবহার-ক্ষেত্রে দৃষ্ট হইল "সংঘাত" "পুস্তক", হত-পরাদি সংঘাত রামের জন্য, তদ্রূপ অব্যক্তমহদাদি-

সংঘাত অপর একটী সংঘাতের জন্য হওয়া উচিত। এইরূপ তর্ক অকিঞ্চিৎকর, কেননা বরাবরই সংঘাতের প্রবাহ চলিতে লাগিলে "পেঁচোপাঁচি"র ন্যায় সংঘাতে পাইয়া বসিল। সংঘাত-জাল ছিন্ন করিয়া, সংঘাত যাহার জন্য, তাহা "অসংহত" এইরূপ বলিতে হইবে। প্রত্যুত বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, পুস্তক রামের শরীর-সংঘাতের নিমিত্ত নয়। উহা রামের দেহ-মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃদেবতা আত্মার জন্যই, অতএব আত্মা অসংহত-সিদ্ধ হইল।

যদি সংহতত্ব নিবৃত্ত হইল, তাহাহইলে ত্রিগুণত্বাদি যে ধর্ম্ম সংহতত্বের সমব্যাপ্ত, তাহাদেরও নিবৃত্তি হইল; ত্রিগুণত্বাদির বৈপরীত্য অর্থাৎ অভাব—যথা অত্রিগুণত্বাদি আত্মার অনুমাপক হইল। প্রাণিত্ব ও জন্মিত্ব যেমন পরস্পর ব্যাপক ও ব্যাপ্য তদ্রূপ ত্রিগুণত্ব এবং সংহতত্ব। যাহারা প্রাণী, তাহারা জন্মা। জন্মশীল নয়, এরূপ প্রাণী নাই। এখানে একের নিবৃত্তি হইলে অপরের নিবৃত্তি হইবে। সাধারণতঃ লোকে যাহার বৃত্ত বড়, তাহাকে ব্যাপক এবং তদন্তর্গত ছোট বৃত্তকে ব্যাপ্য বলে, উহা সমব্যাপ্তির স্থল নয়। উহারা পরস্পর পরস্পরের ব্যাপক এবং ব্যাপ্য নয়। একে অপরের ব্যাপ্য। যেমন বৃহৎ এবং তদন্তর্গত ক্ষুদ্রবৃত্তের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব, তদ্রূপ সমস্থানব্যাপী অর্থাৎ একস্থানবর্ত্তী বৃত্তদ্বয়ের ব্যাপ্য ব্যাপকভাব স্বীকৃত।

অধিষ্ঠান অর্থাৎ অবস্থিতি। ত্রিগুণাত্মক পদার্থ মাত্রেই অপর দ্বারা অধিষ্ঠিত। যেমন রথের অধিষ্ঠাতা সারথি, সেইরূপ দেহাদি অব্যক্ত পর্য্যন্ত গুণময় পদার্থের অধিষ্ঠাতা চৈতন্যরূপ আত্মা। জড়ের কার্য্যে চেতনের অধিষ্ঠাতৃত্ব অত্যাবশ্যক। যদি বলি দৃষ্টানুসারে সারথি সদৃশ অপর একটী জীবৎ জড়পিণ্ড অব্যক্তের অধিষ্ঠাতা হউক। এবাক্য বালকের মত। জীবৎপিণ্ডের অধিষ্ঠাতৃত্ব বাস্তবিক কিছুই নয়। মৃত্যুর পরে সেই দেহেরই জীবিততা থাকেনা, তাহার কারণ অধিষ্ঠাতা নাই। যাহা নিজে পরের অবস্থিতি নিবন্ধন ব্যাপারিত হয়, তাহা "অধিষ্ঠাতা" হওয়া সম্ভব নয়। ফলতঃ একই চৈতন্য দেহ এবং রথ, উভয়েরই অধিষ্ঠাতা।

ভোক্তৃত্ব হইতে আত্মার অনুমান হয়। এই অনন্ত রত্নরাজি কিজন্য বিরাজিত? কোনও নরেশের শিরোভূষণ হইবার জন্য অথবা কোনও কামিনীর কমনীয় কণ্ঠহার হইবে বলিয়াইত? যদি ফুলের গন্ধে অন্ধ হইয়া অলিকুল আকুলভাবে চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া পীযূষপানে পরিতৃপ্ত না হইল, তবে উহার সার্থকা কি? এখানে পরার্থতা ও ভোগ্যতা পরমার্থতঃ একপদার্থ হইলেও বোধের প্রকারভেদ আছে। পরার্থতা কেবল পরের জন্য, ইহা বুঝায়। ভোগ্যতা, পরের ভোগের জন্য, ইহা বুঝাইতেছে। সুখ-দুঃখের অনুভবই ভোগ শব্দের প্রতিপাদ্য। ভোগেরজন্য ভোক্তাই আবশ্যক। সুখের ভোক্তা সুখ নিজে নয়। সুখের সুখ হয় না, সুখীরই সুখ হয়। ঐ সুখানুভব শরীরের ও ইন্দ্রিয়াদির নহে, কেননা তাহারাও সুখ সাধন; যাহা সুখের করণ, তাহা

সুখের অনুভবিতা নয়। কর্ত্তা ও করণ এই দুইটী প্রসিদ্ধ পৃথক্ পদার্থ। সুখ-সাধনও সুখানুভবরূপ ভোগ হইতে ভোক্তার অনুমান হয়। ভোক্তার ভোগের বিষয় না হইলে তাহার ভোগ-নাম বিফল। ভোগ না করিলে ভোক্তৃত্ব বৃথা। উহার এক একটী অপরের অনুমাপক।

আরও দেখা যাইতেছে, শাস্ত্রে মুক্তির নির্ণয় আছে, বুদ্ধিমান লোকেরা তদর্থে প্রবৃত্তও হন। যদি প্রবৃত্তি-দ্বারা প্রয়োজন অনুমান করাগেল, তবে সেই প্রয়োজন সিদ্ধির আবশ্যক। যদি আত্মা না থাকে, তবে মোক্ষপ্রবৃত্তি বিফল। মুক্তি দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ। (একান্ত অভাব।) যদি আত্মা না থাকে, তবে দুঃখনিবৃত্তি হইবে কাহার? জড়জগতের মূলকারণ গুণত্রয়রূপ অব্যক্ত। তাহার অর্থাৎ গুণের ধর্ম্ম সুখ-দুঃখ-মোহাদি, কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রমিত হয়। সুতরাং জড়জগৎ দুঃখময়। তাহাদের দুঃখনিবৃত্তি হইলে স্বরূপোচ্ছেদই হইল। অতএব নির্দুঃখ আত্মার কল্পনা আবশ্যক। তাহা দুঃখস্বভাব নয়, অতএব তাহার দুঃখবিনাশ সম্ভাবিত। দুঃখ নিত্য নয়, প্রতিক্ষণই আমরা তাহার নিবৃত্তি লাভ করিতেছি। কিন্তু আবার উৎপন্ন হয়। দুঃখ-বৃক্ষের মূলচ্ছেদার্থ বিজ্ঞান-কুঠার প্রয়োজনীয়। যখন জন্মশীল মাত্রেই নিবৃত্ত হইবে, তখন দুঃখের কথা কি? উহা নিশ্চয়ই যাইবে। তবে সেই মোক্ষার্থ প্রবৃত্তি যে নির্দুঃখ আত্মার অনুমাপক, তাহা নিঃসন্দেহ। আত্মা না থাকিলে দুঃখস্বভাব জগতের মুক্তি কি? দুঃখের অত্যন্তোচ্ছেদ দুঃখ-স্বভাব বস্তুর হয় না। কারণ, স্বভাবের একান্ত-বিনাশ দৃষ্ট হয় না। অনুমান বা অপর-প্রমাণ-সিদ্ধও নয়। অতএব মোক্ষপ্রবৃত্তি দুঃখময় জড়তত্ত্বের অতিরিক্ত নির্দুঃখ চৈতন্যরূপ পুরুষেরই গমক, ইহা প্রমাণিত হইল।

জনন-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়াচ্চৈব॥

পদপাঠঃ। জনন-মরণ করণানাং। প্রতিনিয়মাৎ। অযুগপৎ। প্রবৃত্তেঃ। চ। পুরুষ-বহুত্বং। সিদ্ধং। ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াৎ। চ। এব।

ব্যাখ্যা। জনন-মরণ-করণানাং—জন্ম, মৃত্যু, ইন্দ্রিয় সমূহের। প্রতি—উপর। নিয়মাৎ—ব্যবস্থা আছে বলিয়া। অযুগপৎ—পৃথক্ সময়ে। প্রবৃত্তেঃ—প্রযত্ন দেখা যায় হেতুক। চ—ও। পুরুষ বহুত্বং—আত্মার অনেকত্ব। সিদ্ধং— নিশ্চিত হয়। ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াৎ—তিন গুণের অন্যথা ভাব হইতে। চ—এবং। এব— নিশ্চয়ই।

বঙ্গার্থঃ। জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়গণের প্রতি শরীরের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা থাকা বশতঃ আত্মার অনেকত্ব অনুমিত হয়। প্রতি দেহে যুগপৎ প্রযত্নাদি দেখা যায় না, ইহা হইতেও উহা বুঝা যায়। জীবজগতে ত্রিগুণের অন্যথা ভাব পরিলক্ষিত হয়, ইহা দ্বারা নিশ্চয় পুরুষের (প্রতিদেহে ভিন্নতা রূপ) বহুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে।

বিশদ ব্যাখ্যা। জন্ম এবং মরণ প্রসিদ্ধ। ইন্দ্রিয়গণও জ্ঞান-সাধন বলিয়া জগতে পরিচিত। ইহাদের ব্যবস্থা দর্শনে প্রত্যেক শরীরে স্বতন্ত্র আত্মা বিদ্যমান আছে, বুঝিতে হইবে। এই পুরুষ-বহুত্ব নির্ব্বাচনে গ্রন্থকার যাহা হইয়াছেন কেন, তাহা অনুসন্ধেয়। প্রতিপক্ষের আক্ষেপ তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। যেমন একটী লণ্ঠনের ভিতর একটী আলোক স্থাপন করিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে নীল, পীত, শ্বেত, লোহিত, এই চতুর্ব্বিধ কাচ দিয়া উহার আবরণ নির্ম্মাণ করিলে, একই আলোক আবরণের লৌহিত্যাদি গুণ বশতঃ লোহিতাদি আকারে পরিদৃশ্যমান হয়, তদ্রূপ বিচিত্র উপাধি-ভেদে একই আত্মা বিচিত্র রূপে প্রতি দেহে পরিদৃষ্ট হইতেছেন। এইরূপ বাদীবাক্যের নিরাসার্থই প্রবৃত্তি। নচেৎ প্রত্যক্ষতঃ শরীর ভেদে পরস্পরের কোনও সম্বন্ধ নাই, ইহা দেখা যাইতেছে; এখানে একত্বের সম্ভাবই হয় না।

পূর্ব্বপক্ষে বলা হইল, বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। সিদ্ধান্তে প্রদর্শিত হইতেছে যে, বস্তুতঃ জন্ম-মরণাদি হইতেছে। লণ্ঠনের আলোক নিবিয়া গেলে, সকল কাচের দিক হইতেই নিবে। একখানি হইতে নিবিয়া যায়, অপর খানিতে দৃষ্ট হয়, একপ নয়। এক আত্মা হইলে, একের জননে জগতের যাবতীয় জীব জন্ম গ্রহণ করা উচিত, এবং একের মৃত্যুতে অপর সকলেরই সেই পথের পথিক হওয়া আবশ্যক হয়। এক জন দেখিলে, সেই দর্শন-জ্ঞান সকলের হওয়া আবশ্যক এবং একের নয়নে অন্ধতা হইলে, সকলেরই চিরতরে দর্শন লাভে বঞ্চিত হওয়া উচিত। কিন্তু কই, তাহা ত হইতেছে না! অতএব প্রতিদেহে জীব ভিন্ন। যদি মরণাদি, দেহ রূপ উপাধি ভেদে ঘটে, অর্থাৎ উপাধির অনুগত হয়, তবে এক উপাধির গুণ অপর উপাধিতে সংক্রমিত হইতে পারে না বলিয়া, উহার কথঞ্চিৎ সমাধান করা যায়। সত্য বটে; কিন্তু দেহ উপাধি হইলে, দেহাবয়ব হস্তস্তনাদিও উপাধি হইবে, কিন্তু হস্তবিনাশে বা স্তন-বিনাশে জীবের মৃত্যু হয় না। স্তনোচ্ছেদে অথবা দন্তোদ্গমে জীবের জন্মও হয় না। বস্তুতঃ উপাধিভেদে বস্তুভেদ হয় না। উপাধিগণই পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া নিপুণ ভাবে অবলোকন করিলে বুঝা যায়। উপহিত-ভেদ ও উপাধি-ভেদ, ইহাদের পরস্পর প্রয়োজ্য-প্রয়োজক-ভাব অসিদ্ধ। জীব-ভেদ কিন্তু সর্ব্বথা সর্ব্বকালে সার্ব্বজনীন অনুভব-সিদ্ধ। এক শরীরে প্রযত্ন উৎপন্ন হইল, অপর শরীরে তখন তাহার উদয় নাই, ইহাও পরস্পর ভেদ-জ্ঞাপক। ত্রিগুণের বিপর্য্যয় হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি? একটি জীব সুখী, অপর দুঃখী। একে দুগ্ধ-ফেন-নিভ-শয্যায় শয়ন-সুখানুভব করিতেছে, অপরে মৃত্তিকা-শয্যায় শায়িত। একের হৃদয়ে প্রবল-পূতি-গন্ধময়-পাপ-স্রোতঃ প্রবাহিত হয়, অন্যের অন্তঃকরণে কুসুম-সুবাসের ন্যায় ধর্ম্মামোদ বহিতে থাকে। এ বৈষম্য কি একই জীবের উপর উপযুক্ত? এক দেহে সেই একই জীব সুখভোক্তা ও অপর শরীরে দুঃখ-দগ্ধ হইতেছে ইহা কি সম্ভব? লোকে দেখিতে পাওয়া যায়,

দুঃখে অনিচ্ছা ও সুখে প্রীতি সর্ব্বসিদ্ধ। যে আত্মার এক দেহে সুখে প্রীতি আছে, অপর দেহে দুঃখে তাহার অপ্রীতি থাকাই উচিত। ভোগ কিন্তু অপ্রীতিতে থামিল না। ইহা দ্বারা অনুমান করা যায়, যিনি সুখভোগে প্রীত, তিনিই তৎ-সময়ে দুঃখে উদ্বিগ্ন, এ কথা অসম্ভব বলিয়া আত্মভেদ সিদ্ধ হইল। উপাধি ভিন্ন বটে, কিন্তু যিনি সুখ-দুঃখ-ভোক্তা, তিনি এক হইলে, এককালীন একেরই বিরুদ্ধ-সুখ-দুঃখভোগ-সাঙ্কর্য্য-রূপ মহদ্দোষ ঘটে। অতএব প্রতি শরীরে পুরুষ পৃথক্, ইহা প্রতিপাদন করা আচার্য্যের অভিমত। (ক্রমশঃ)।

শম্।

মীমাংসা-দর্শনম্।

(জৈমিনি-সূত্রম্)

অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা।১

পদপাঠঃ। অথ। অতঃ। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।

ব্যাখ্যা। অথ—(বেদাধ্যয়নের) অনন্তর। অতঃ—এই (অধীতবেদত্ব)-হেতুক। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা—ধর্ম্ম জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা। (কর্ত্তব্যেতিশেষঃ)।

বঙ্গার্থঃ। বেদাধ্যয়নানন্তর অধীতবেদত্ব নিবন্ধন ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।

বিশদব্যাখ্যা। আর্য্যশাস্ত্রের প্রধান গৌরব অধিকার নির্ব্বাচন। এই সুচারু নিয়ম-বন্ধন বিপ্লাবিত হওয়ায়, অপরাপর সম্প্রদায়ের প্রতিকূল-স্রোতঃ ইহাতে অনবরত প্রতিহত হইতেছিল, তাহাই আ'জ দারুণ দুর্দ্দিন। বেদাধ্যয়নের ত্রৈবর্ণিক অধিকার সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সাঙ্গ বেদের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া, ত্রৈবর্ণিক সমূহ বেদশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইবার মানসে বেদার্থবিচার করিবেন। সূত্রে মহামুনি "জিজ্ঞাসা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা পদের প্রকৃতার্থ (জ্ঞাতুমিচ্ছা) জানিবার ইচ্ছা। এখানে জানিবার ইচ্ছা অধিকারিগণের করায়ত্ত নয় এবং জানিবার ইচ্ছায়ও বেদের অনুষ্ঠান-প্রামাণ্য পরিতৃপ্ত নহে। বেদাধ্যয়ন করিয়া বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধাপনয়নপূর্ব্বক প্রামাণ্য-পরীক্ষা-প্রত্যাশায় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান না করিলে, কেবল মাত্র "অগ্নিহোত্র স্বর্গ-

সাধক" এই বাক্যের বারম্বার আবৃত্তি প্রত্যাবৃত্তিতে গগনমণ্ডলে শব্দ-তরঙ্গ উৎপাদন করিলে স্বর্গ-সম্প্রাপ্তি ঘটে না; বেদ প্রামাণ্য ও পরীক্ষিত এবং পরিরক্ষিত হয় না। কাজেই অনুষ্ঠান-সাপেক্ষবিষয়ে বিচারপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিভাবাদি সম্যক্ প্রকারে অবধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। অব্যাহতরূপে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইলে, স্বর্গ-প্রাপক অপূর্ব্বোৎপত্তি হয়, বেদ-প্রামাণ্যও রক্ষিত হয়। অনুষ্ঠান আবার বিচারাভাবে সুসম্পাদ্য নহে। অতএব জিজ্ঞাসা পদের অর্থ এখানে "বিচার" হওয়া আবশ্যক। তাহা লক্ষণাশক্তির সামর্থ্যেই বলিতে হইবে। বেদাধ্যয়ন না করিলেও বেদার্থ-বিচার সম্পন্ন হইতে পারে না। সামান্যতঃ পদার্থ-পরিচয় না থাকিলে, বিচাররূপ বিশেষাবধারণ একেবারেই অসম্ভব। এই আশয়ে আচার্য্য মহোদয় "অতঃ" শব্দদ্বারা পূর্ব্ববৃত্ত বেদাধ্যয়নকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদাধ্যয়নকে হেতু বলা হইল, কিন্তু এখন প্রবল অনুপপত্তি-রাহু এই সিদ্ধান্ত-শশীর সন্নিকটে সমাগত হইতেছে। ভাষ্যকার শবরস্বামি-মহাশয় তাহার গতিপ্রতিরোধে কি বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করা যাউক। সূত্রে "অথ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "অথ" শব্দের মঙ্গল, আনন্তর্য্য ও অধিকার, এই অর্থত্রয় প্রসিদ্ধ। এখানে মঙ্গলার্থকতা স্বীকার করিলে, ইষ্টসিদ্ধির পথ কণ্টকিত বই পরিষ্কৃত হইলনা। আনন্তর্য্যার্থ অবলম্বন করিলেও আপাততঃ বিচার করা আবশ্যক, কিসের আনন্তর্য্য? বিচার কার্য্যবিশেষ। কার্য্য মাত্রই সসীম। বিচারের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি থাকা বিধেয়। "আরম্ভ" অপর কিছুর অনন্তর হইবে, সন্দেহ নাই। অগত্যা নিত্যক্রিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদির পরও হইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্টই প্রতীত হইবে, সন্ধ্যাবন্দনাদি ও অপরকার্য্যের আনন্তর্য্য-বিধান আচার্য্যের অভিমত নহে। এই আনন্তর্য্যের অভ্যন্তরে অধিকার-নিরূপণের বীজ বিদ্যমান। তত্ত্বদর্শিমহর্ষিমণ্ডল অধিকারের ব্যবস্থা না করিয়া কোনও কার্য্যে কর্ত্তব্যতা বিধান করিতেন না। ধর্ম্মবিচার করিতে অধিকারী কে? ধর্ম্ম বেদ-প্রতিপাদিত। যাঁহারা সামান্যতঃ বেদার্থপরিজ্ঞাতা, তাঁহাদেরই বিচার-সামর্থ্য সম্ভব। তজ্জন্য এখানে বেদাধ্যয়নের আনন্তর্য্য বুঝিতে হইবে। এখন চিন্তনীয় এই যে, "বেদমধীত্যস্নায়াৎ" এই একটী শ্রুতিবাক্য শ্রুত হইতেছে। "বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে স্নান করিবে"—শ্রুতি নিরপেক্ষগম্ভীর রবে এই সত্যতত্ত্ব ঘোষণা করিয়া গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন-সমাপ্তির পরে "সমাবর্ত্তন" বিধান করিতেছেন। আবার মহর্ষি মহোদয় সূত্রে বলিতেছেন "বেদাধ্যয়নের পরে বেদার্থ-বিচার করিবে।", ব্রহ্মচারীর গুরুকুল বাস, বেদাধ্যয়ন, পর্য্যাপ্ত হইল; এখন তিনি সমাবর্ত্তন করিয়া দারপরিগ্রহাদি দ্বারা গৃহস্থ হইবেন; তাঁহার বেদার্থ-বিচারের অবসর রহিল কই? সমাবর্ত্তন না করিলেও বেদ-দর্শিত বিধি-বাক্যের অতিক্রম করা হইল। বিচার-বিধানে জৈমিনি-বচনই প্রমাণ, প্রতিকূলে প্রত্যক্ষাশ্রুতি দণ্ডায়মানা। এই

সম্প্রাপ্ত-সঙ্কটে ভাষ্যকার শবরস্বামী বলিতেছেন। আমরা সমাবর্ত্তন-বিধিকে অবমাননা করিতে প্রস্তুত আছি। যদি বেদাধ্যয়নের পরে সমাবর্ত্তন করিতে হইল, তবে বেদবিচার করা হইল না। বিচার না হইলে, অব্যাহত-অনুষ্ঠান হইতে পারিল না। না হইলে অননুষ্ঠান-জনিত অপ্রামাণ্য আপতিত হইল। সমস্ত বেদই বাগ্বিতণ্ডাকারে পরিণত হইল। অতএব "প্রয়োজনবান্ বিচার-বাক্যেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাৎপর্য্যাধীন গুরুকুল হইতে অধীতবেদ ব্রহ্মচারী সহসা সমাবর্ত্তনানুষ্ঠান করিবেন না, বেদ বিচার করিবেন, এইরূপ সূত্রার্থ পর্য্যবসিত হইল। "অথ" শব্দের "বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন করিয়া" এই আনন্তর্য্যার্থ সুসঙ্গত হইল। সূত্রে পঞ্চাঙ্গ অধিকরণের সন্নিবেশ আছে। ভাষ্যকার-বচন হইতে আমরা এই অভিপ্রায় অবগত হই। বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর ও সঙ্গতি, এই পাঁচ প্রকারে 'অধিকরণ বিভক্ত। এই সূত্রে ধর্ম্মজিজ্ঞাসাধিকরণ ব্যবস্থাপিত। শবরস্বামীর মতে বিষয়—ধর্ম্ম-বিচার। সংশয়—ধর্ম্মবিচার কর্ত্তব্য অথবা অকর্ত্তব্য। পূর্ব্বপক্ষ—নির্ব্বিষয় এবং নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অকর্ত্তব্য। বিষয় ধর্ম্মবিচার, যদি ধর্ম্ম না থাকে, তবে ধর্ম্ম-বিচারও থাকেনা। ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ হইলে, বিচার অনাবশ্যক; অপ্রসিদ্ধ হইলে, বিচার অসম্ভব। শশ-বিষাণ বা অশ্বডিম্বের বিচার কি? অতএব নির্ব্বিষয়। যদি ধর্ম্ম আছে, স্বীকার করিয়াই লওয়া যায়, তথাপি বিচারের প্রয়োজন নাই। উত্তর—ধর্ম্ম এবং বিচার, কিছুই অপ্রসিদ্ধ নয়, সামান্যতঃ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মে বিচার দ্বারা বিশেষ নির্ণয় করা হয়। অনেকে ধর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয়ে বিপ্রতিপন্ন; সুতরাং ধর্ম্মবিচার আবশ্যক ও প্রসিদ্ধ; সপ্রয়োজনও বটে। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুরুষ পরম-পুরুষার্থ নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হন। বিচার বিনা অনুষ্ঠান অসম্ভব, সুতরাং প্রয়োজন আছে। এখানে কেহ কেহ "ধর্ম্ম" বিষয়, কেহবা "ধর্ম্ম-বিচার শাস্ত্র" বিষয় ইত্যাদিরূপে অধিকরণ-ব্যবস্থাপন শবরস্বামীর অভিলাষ, বলেন। পরে ইহার বিশেষ বিবেচিত হইবে। সঙ্গতি—অধ্যায়ের সহিত ও পাদের সহিত তৎপ্রতিপাদ্যার্থ-প্রতিপাদকত্ব। প্রথম সূত্রে অপর কিছুই পূর্ব্ববাক্য নাই; সুতরাং পূর্ব্বাপর-সঙ্গতি এখানে থাকিতে পারেনা।

চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ ॥২

পদপাঠঃ। চোদনালক্ষণঃ। অর্থঃ। ধর্ম্মঃ।

ব্যাখ্যা। চোদনালক্ষণঃ—ক্রিয়া-প্রবর্ত্তকবচন যাহার লক্ষণ, **অর্থাৎ প্রমাণ বা অনুমাপক।** অর্থঃ—প্রয়োজনবান্ অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স-প্রয়োজন-সম্পাদক। **ধর্ম্মঃ—ধর্ম্ম নামে** অভিহিত হয়।

বঙ্গার্থঃ। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের **একমাত্র অলৌকিক সাধন** বেদপ্রতিপাদ্য-স্বরূপ 'ধর্ম্ম" বলিয়া অবধারিত হইতে **পারে।**

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অধীতবেদ-ব্রহ্মচারী বেদার্থ-বিচারে মনোনিবেশ করিবেন। বেদানুমোদিত অর্থ যে ধর্ম্ম, তাহাও সামান্যতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন আপাততঃ আশঙ্কা হইতেছে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—অর্থাৎ ধর্ম্মবিচার করিবেন, কিন্তু ধর্ম্ম কি, তাহা যতক্ষণ অব্যাঘাতভাবে নির্ব্বাচিত না হইতেছে, ততক্ষণ উহা আশার প্রসারেই পর্য্যবসিত। মহর্ষি এই শঙ্কাসমুদয়ের অবকাশকে নিরবকাশ করিবার মানসে বলিতেছেন; "চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ।" পদার্থের পরিচয় প্রদান করিতে হইলে, যাহা বর্ত্তমানে লোচন-পথে পতিত, তাহাকেই "ইহা এইরূপ" এই প্রত্যক্ষপ্রকারে প্রতিপাদিত করা সম্ভব। যে বস্তু ভবিষ্যজ্ঞান-বিষয়, ইদানীং অক্ষিপথের অধীন হয় না, তাহার স্বরূপ নির্ব্বাচন করিতে হইলে লক্ষণ কথন আবশ্যক। ধর্ম্ম বর্ত্তমানে চক্ষুঃ সন্নিকৃষ্ট নয়, কেননা তাহা সম্পাদ্য-ভবিষ্য-বস্তু। কাজেই লক্ষণ-সমর্থনদ্বারা তাহার স্বরূপ পরিজ্ঞানে প্রযত্ন বিধেয়। "চোদনালক্ষণঃ" ইহাই ধর্ম্মের সলক্ষণ স্বরূপ। চোদনা—অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বচন। যদি কোনও ব্যক্তিকে বলা যায় "নদীতীরে অশেষ ফলরাশি সঞ্চিত আছে, আবশ্যক হইলে, গমন করিয়া গ্রহণ কর।" তাহাহইলে সেই ব্যক্তির ঐবাক্য শ্রবণানন্তর নদীতীরে গমনে প্রবৃত্তি হইল, অবশেষে ক্রিয়াসম্পাদন। এখানে অবহিতচিত্তে চিন্তা করিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন, পূর্ব্বোক্ত বাক্যই পরোক্ত ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক। এইরূপ প্রবর্ত্তকবাক্য এখানে 'চোদনা' নামে অভিহিত হইবে কিনা, তাহা বিচার্য্য এবং বক্তব্য নয়, তবে এইটুকু বলিলেই প্রকৃতপক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, চোদনা শব্দে এখানে প্রবর্ত্তক বেদবাক্য বলিতে হইবে। কারণ, স্নান-ভোজনাদি-লৌকিক ব্যবহারে জনগণকে প্রবৃত্ত করিতে যে বচনাবলী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা ধর্ম্ম প্রতিপাদক হইতে পারে না। মহোদয়, জৈমিনির মতে ক্রিয়ার্থক অর্থাৎ কর্ত্তব্যতা-বিধায়ক বেদবাক্য প্রমাণ, অপরাংশ প্ররোচনাদিজনক অর্থবাদমাত্র। সমস্ত বিধিবাক্যই পুরুষ-প্রবৃত্তির নিমিত্ত, সন্দেহ নাই। "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক-বিধিবাক্য-প্রতিপাদিত যাগাদি পদার্থ 'ধর্ম্ম' নামে আখ্যাত হয়। লৌকিক প্রবর্ত্তক-বচন সকল সর্ব্বদা প্রামাণ্যবান্ নহে, কিন্তু বৈদিক প্রবর্ত্তক বাক্য (অগ্নিহোত্র ও জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতির জ্ঞাপক) সার্ব্বজনীন প্রমাণ, তাহা বেদপ্রামাণ্য প্রতিপাদন-সময়ে বিশেষরূপে বিবেচিত হইবে। প্রবর্ত্তকবাক্য ধর্ম্মপ্রতিপাদন করুক; কিন্তু এ ধর্ম্মে আমাদের ইষ্টসাধনতা আছে কিনা, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। জগতের যত জিনিষ, "আমাদের কার্য্যে আসে" এরূপ না হইলে, তাহার কোনটির বিচারে মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে মনুজকুলের প্রবৃত্তি হয় না। অতএব প্রয়োজনের পরিচয় পাওয়া দরকার। তদুত্তরে বলা হইতেছে "অর্থঃ" অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন আছে। ধর্ম্মই একমাত্র শ্রেয়ঃসাধন সামগ্রী। যাগাদিরূপধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদি-

ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্মের প্রয়োজন যে কেবল 'স্বর্গ' সংজ্ঞক সুখলাভ, তাহা নয়; আবার অশেষ অনিষ্টজালের উন্নতশির বজ্রতেজোহত-বৃক্ষমস্তকের ন্যায় দারুণ-দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়। ভাষ্যকার-মহোদয় এখানে অর্থ শব্দ প্রয়োগের যে কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহারও আংশিক আলোচনা আবশ্যক। বেদে প্রতিপাদিত পদার্থ অর্থ এবং অনর্থ, এই উভয়। যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞে অর্থ আছে, তেমনি শ্যেনযাগে অনর্থ অর্থাৎ পরবিনাশরূপ হিংসাও আছে। ইহার অর্থই ধর্ম্ম। অনর্থ ধর্ম্ম নহে। এখানে আপত্তি হইতে পারে, বেদে অর্থরূপধর্ম্ম প্রতিপাদিত হউক্, অনর্থ ধর্ম্ম নহে, তাহার প্রতিপাদন কিজন্য? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলেন, বেদের প্রবর্ত্তক, অর্থাৎ বিধ্যংশের যেরূপ প্রামাণ্য, তাহাতে বিধ্যংশপ্রতিপাদিত পদার্থই ধর্ম্ম নামে কথিত হইবার যোগ্য। অনর্থপ্রতিপাদক বেদভাগ তত্তৎক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্য নহে। কেবল তদিচ্ছুর উপায় কথন মাত্র। "যাহার বৈরিনির্য্যাতনে বাসনা আছে, তাহার শ্যেনযাগ উপায়।" এইরূপ অর্থ ভিন্ন "শত্রুবধেচ্ছু শ্যেনযাগ অনুষ্ঠান করিবেন, ইহা তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য" এরূপ নহে। এইসূত্রে বর্ণিত অধিকরণ "ধর্ম্মলক্ষণাধিকরণ" নামে বিখ্যাত। ইহার পঞ্চাঙ্গ বিচার পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অবধারণ করিতে হইবে। এই সূত্রের পূর্ব্বসূত্রের সহিত উপযুক্ত সঙ্গতিও আছে। অধ্যায় সমাপ্ত হইলে, আমরা সমস্ত অধিকরণের স্বরূপ ও সঙ্গতি প্রকাশ করিব।

তস্য নিমিত্তপরীষ্টিঃ ॥৩

পদপাঠঃ। তস্য। নিমিত্ত পরীষ্টিঃ।

ব্যাখ্যা। তস্য—তাহার (ধর্ম্মের)। নিমিত্তপরিষ্টিঃ—নিমিত্তপরীক্ষা—অর্থাৎ চোদনাই তাহার নিমিত্ত, অথবা অপর কিছু, তাহার নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

বঙ্গার্থ। ধর্ম্মের প্রকৃত নিমিত্ত কি? তাহা নির্ব্বাচিত হওয়া প্রয়োজন।

বিশদব্যাখ্যা। বেদবিধিই ধর্ম্মপ্রতিপাদক, অপর ইন্দ্রিয়গ্রাম ধর্ম্ম প্রতিপাদক নয়। প্রত্যক্ষাদির অনিমিত্ততা প্রতিজ্ঞামাত্রে পরিতৃপ্ত নহে, সুতরাং প্রত্যক্ষস্বরূপ ও সামর্থ্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক ধর্ম্মের প্রতি নিমিত্ত-ভাব নিরাশ-করণার্থে পরসূত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই অধিকরণ ধর্ম্মপ্রামাণ্যপরীক্ষ্যতাধিকরণ বলিয়া আচার্য্যেরা অভিমত প্রকাশ করেন।

সৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম তৎপ্রত্যক্ষম্
অনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ ॥ ৪

পদপাঠঃ। সৎসম্প্রয়োগে। পুরুষস্য। ইন্দ্রিয়াণাং। বুদ্ধিজন্ম। তৎ। প্রত্যক্ষম্। অনিমিত্তং। বিদ্যমান—উপলম্ভনত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। সৎসম্প্রয়োগে—বিদ্যমান বিষয়ের সহিত সম্পর্ক হইলে। পুরুষস্য—পুরুষের অর্থাৎ জীবের। ইন্দ্রিয়াণাং—ইন্দ্রিয়গণের। বুদ্ধিজন্ম—জ্ঞানোদয়। তৎ—তাহা।

প্রত্যক্ষম্—প্রত্যক্ষ (বলিয়া কথিত হয়।) অনিমিত্তং—নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ নহে। বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ—বর্ত্তমানবস্তুর জ্ঞান হেতুক।

বঙ্গার্থ:। বিদ্যমান বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ সংঘটন হইলে, পুরুষের যে জ্ঞানোদয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। ঐ প্রত্যক্ষ ধর্ম্মে নিমিত্ত নয়; কেননা তাহা বিদ্যমান বস্তুর উপলম্ভক।

বিশদব্যাখ্যা। ধর্ম্মের নিমিত্ত পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ-প্রমাণ সমর্থ নহে কেন? জাগতিক বস্তুজালের প্রমিতি বিষয়ে প্রত্যক্ষাদির নিমিত্ততা সর্ব্বজনসিদ্ধ। যাহা প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধ নয়, তাহাকে শশবিষাণবৎ বলিলেই চলে। তজ্জন্য বলিতেছেন, প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি-প্রমাণসিদ্ধ না হইলে পদার্থ-সিদ্ধি হয়না, এরূপ নহে। বেদও প্রমাণ। ধর্ম্মে প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইতে পারেনা, কেননা যে পদার্থ শতবর্ষাবসানে জন্মগ্রহণ করিবে, অদ্যতন-প্রত্যক্ষ তাহার উপর কার্য্যকারী হয় না। ধর্ম্ম ভবিষ্যবস্তু। অনুষ্ঠানানন্তর তাহার স্বরূপোৎপত্তি হইবে। বর্ত্তমান সময়ে, শ্রুত বেদবচন তাহাতে প্রমাণ হইতে পারে। যাগরূপ ধর্ম্মের অবরোধক বলিয়াই বিধি-বাক্যের নিমিত্ততা। এখানে প্রত্যক্ষ-নির্ব্বচন প্রকৃতোপযোগী নয়। বুদ্ধিজন্ম অথবা বুদ্ধি, কিম্বা সন্নিকর্ষ, ইহার মধ্যে কোন্‌টী প্রত্যক্ষের স্বরূপ, তাহাও বিবেচ্য নয়। তবে এই মাত্র অনুসন্ধেয় যে, বিদ্যমান বস্তুরই প্রত্যক্ষ হয়; অবিদ্যমানের নহে। ধর্ম্ম ভবিষ্য, সুতরাং তদুপদর্শনে প্রত্যক্ষের পরাক্রম-প্রসর পরিলক্ষিত হয় না। ধর্ম্মে প্রত্যক্ষের অনিমিত্ততাধিকরণ এই সূত্রে সম্যক্ প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩য় ও ৪র্থ সূত্রের বৃত্তিকার মহোদয় অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা ৫ম সূত্র ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। বিস্তৃতি ভয়ে বিশ্রামলাভ করিতে হইল। ভাষ্যের স্থূল২ মর্ম্মগুলি ক্রমশঃ সূত্র ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদার নাথ সাংখ্যতীর্থ সাংখ্যরত্ন।
(যশোহর, ব্রহ্মচারিআশ্রম।)

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞান ভিক্ষু।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)।

যুক্তির যুগে আপত্তিকারীর অভাব অল্প মাত্রই অনুভূত হয়, কিন্তু সদ্বিদ্য সমাধানকারীর সংখ্যা সুখলভ্য নয়। অর্ব্বাক্‌মতি চার্ব্বাকের পোষ্যপুত্র হইতে পয়সাব্যয় চাই না। সাধুতার সমদর্শনরূপ সুচারু অলঙ্কারে ভূষিত হওয়া সকলের অদৃষ্টে সমভাবে সংঘটিত হয় না। প্রাণের প্রবল পিপাসা মিটাইতে প্রেয়-পথে পদার্পণ করিয়া পৈশাচ পানীয় লাভ করা প্রকৃত পক্ষে সুলভ। নিবৃত্তিরূপ নিশিত-নিস্ত্রিংশে আশা-পিপাসার পূতিগন্ধি-প্রবাহ স্বরূপ মোহপাশ ছেদ করিয়া নিরাশ-সুবাসে মানস-কানন আমোদিত করিবার অধিকারী কত কম, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

আবার একটী আপত্তির আক্রমণ আমাদের আংশিক বিপত্তির কারণ হইয়া উপস্থিত। শ্রদ্ধাস্পদ-বর্দ্ধমানমিশ্রকৃত কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশে প্রকাশ, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে বাচস্পতি-মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন, সৃষ্টির প্রথমে আদিবিদ্বান্ মহামুনি ধর্ম্মজ্ঞানৈশ্বর্য্যসম্পন্ন কপিল প্রাদুর্ভূত হন। * ইহাতে সাংখ্যশাস্ত্রের তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থই প্রামাণিক বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। "সাংখ্যপ্রবচন" নামক যে গ্রন্থের অস্তিত্বের প্রমাণাদি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও যোগদর্শনের নামান্তর ব্যতীত অপর কিছুই নয়। কুসুমাঞ্জলিকার ন্যায়াচার্য্যবর্য্য উদয়ন বলিতেছেন "অনুশিষ্যতে চ সাংখ্য-প্রবচনে ঈশ্বর প্রণিধানং"। পাতঞ্জলসূত্রে ঈশ্বর-প্রণিধান বিধান করা হইয়াছে, সুতরাং প্রাক্ প্রদর্শিত সন্দিগ্ধ যুক্তির সারবত্তা বিশেষ বিশ্বাস্য হইতে পারে না। এই কর্কশ-তর্কের মর্কটায়মানতার প্রতিকূলে আচার্য্যগণের অভিমতানুগত প্রতিবাদ করিতে সহজেই সাধ হয়। "সাংখ্যপ্রবচন" সেশ্বর এবং নিরীশ্বর, উভয়বিধ সাংখ্যসূত্রের সাধারণ সংজ্ঞা বিশেষ বলিতে হইলে, কাপিল-সাংখ্যপ্রবচন এবং পাতঞ্জল সাংখ্যপ্রবচন ইহাই বলিতে হয়। উদয়ন, কপিল-পোষিত নিরীশ্বর সাংখ্যের মতনিরাশে অশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন এবং পাতঞ্জলের ঈশ্বর-প্রণিধানে অনুমোদ করিয়াছেন। "কপিল মত" অথবা "সাংখ্য মত" এই নামেই সে সকল স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। ঈশ্বরসত্তায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাপিল সাংখ্যের সম্মতি নাই, ইহাই সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ, সুতরাং ঈশ্বর-প্রণিধান-স্বীকারে

* যথোক্তং তত্ত্বকৌমুদ্যাং বাচস্পতিমিশ্রৈঃ সর্গাদাবাদিবিদ্বান্ অনুভবন্ কপিলোমহামুনিঃ ধর্ম্মজ্ঞানৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ প্রাদুর্ভূবেতি স্মরন্তি ॥

"পাতঞ্জল" না বলিয়া "সাংখ্য প্রবচন" বলাই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্বার্থসিদ্ধির সাধক ভাবিয়া উদয়নাচার্য্য মহাশয় তাহাই করিয়াছেন।

পরসম্প্রদায়ের গ্রন্থকারগণ অপর-সম্প্রদায়ের গ্রন্থের প্রমাণ অথবা নাম উদ্ধৃত করিয়া স্বমতে তাহার খণ্ডন করিতেছেন, এরূপ কোনও দৃষ্টান্ত লাভ করা যায় না। মধ্যবর্ত্তি-সময়ে পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে যদিও পরবাক্যের উদ্ধরণ ও নিরসন এবং সঙ্গে সঙ্গে সামান্য পরিমাণে বিদ্বেষসূচক ব্যাজনিন্দার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি প্রাচীন কালের আচার্য্যবর্গ তাদৃশ অধৈর্য্যের অধীন হইয়া কর্ত্তব্য-কার্য্যের বহির্ভূত স্বগৌরব-বিজ্ঞাপক বাক্যাবলীর উদ্‌গীরণ ও সম্প্রদায়বিশেষের উপর সরোষরসদৃষ্টির প্রক্ষেপ-সাধনে যত্নবান্ হইতেন না। যে সকল মধ্যবর্ত্তিকালের মহাপ্রভুরা পরবাদের প্রকৃষ্টালোচনে মনোনিবেশ করিতেন, তাঁহারা পরমত বিকৃত ও স্বাভিলষিতরূপে স্থাপন করিয়া পরে স্বকপোলবিলসিতপরমতাভাসের সামর্থ্যানুসারে খণ্ডন করিতেন। বাচস্পতি-মিশ্রকে আমরা আপাততঃ দৃষ্টান্তস্থলরূপে উপস্থিত করিতেছি। তিনি তত্ত্বকৌমুদীতে বৌদ্ধগণের অভিপ্রেত "ধ্বংসের কারণতা" নিরাস করিয়াছেন, তাহাতে স্বেচ্ছানুসারেই লেখনী সঞ্চালন করা হইয়াছে। বৌদ্ধগণ বলেন, সূত্র সকলের বিনাশই বসনোৎপাদনের কারণ। যদিও সূত্র একেবারে বিনষ্ট হইল না, তথাপি 'সূত্র' শব্দে তাহার নামকরণ বন্ধ হইল; অর্থাৎ "বসন" এই নাম তাহাতে মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইল, "সূত্র" সংজ্ঞা "গৌণ" অর্থাৎ বিশেষণীভূত হইয়া "সূত্র-নির্ম্মিত" এইরূপ ব্যবহারিক বোধ জন্মাইতে লাগিল। তন্নামে ব্যবহৃত হইবার চরমক্ষণ-সম্বন্ধই তাঁহাদের মতে ধ্বংস। সূত্র-সমষ্টির দগ্ধাবশেষকে "ধ্বংস" বলা অভিপ্রেত হইলে, তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্তে সম্মতি প্রদর্শন করিতেন না। রাশি রাশি সূত্র একত্র সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকারে ব্যবস্থাপন পূর্ব্বক বহ্নিদেবের উদর-পূরণের বন্দোবস্ত করিলে যে ধ্বংস হয়, তাহাকে বস্ত্রের উৎপত্তি-কারণ বলিতে, বৌদ্ধ কেন, নির্ব্বোধ ব্যক্তিরও বিষম লজ্জার আবির্ভাব হয়। বাচস্পতি, ধ্বংস-কারণতায় দোষ দিলেন। পাঠকবর্গের পরিতৃপ্তির জন্য প্রকারের প্রদর্শন আবশ্যক হইয়াছে। তত্ত্ব-কৌমুদীকার বলেন, ধ্বংস যদি কারণ হয়, তবে ঘট-ধ্বংস বসনোৎপত্তির কারণ হইবে, কেননা ঘট-ধ্বংস ও তন্তু-ধ্বংস একই ধ্বংস, উভয় ধ্বংসে "ধ্বংসত্ব" সমান। এই মহান্ অনর্থ বৌদ্ধ-মতে আপতিত হয়। আমরা এখানে মূকতা অবলম্বন করিব, ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু "মুখরিত" করিয়া তুলিতে কোনও অনির্ব্বচনীয়শক্তি আমাদিগের উপর কার্য্য-কারিণী হইয়াছে। সেই মোহিনী শক্তির সম্মোহন-কুহকে আমরা পরিচালিত, সুতরাং উচিতবক্তার উপর শিষ্টবর্গের অসন্তুষ্টি হইবে না বোধ হয়। যদি ধ্বংস মাত্রের "ধ্বংসত্ব" থাকিলেই সাম্য উপস্থিত হইল, প্রতিযোগি-পদার্থ-প্রকর তবে কাহার "ব্যাগারে" গেল? ধ্বংসকে অতীতাবস্থা এবং প্রাগ্‌ভাবকে অনাগতাবস্থা বলিয়া যিনি সাংখ্যগ্রন্থে বিষম বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, সেই প্রতনুবুদ্ধি বাচস্পতিমিশ্র মহাশয় বোধ হয় বুঝিতেন,

তিনি যে কৌশলে স্বাভিমত ধ্বংসাদির প্রতিযোগিভেদে ভিন্নতা বলিয়া থাকেন, সুবুদ্ধি বৌদ্ধের সে সুলভ উপায় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল না। অসম্বদ্ধ-কারণ কার্য্যজননে কি-জন্য পর্য্যাপ্ত নয়, হইলেও সর্ব্বকারণ হইতে সর্ব্বদা সকল কার্য্যের আবির্ভাবরূপ অব্যবস্থা উপস্থিত হয়, এই অসুবিধার পরিহার মানসে তিনি অনাগতাবস্থারূপ প্রাগ্‌ভাবের সহিত বস্তুর যেরূপ রীতিতে সম্বন্ধ-স্থাপন স্বীকার করিয়াছেন, সেই উপায়ে বৌদ্ধের পক্ষে ক্ষতি হইত না। এখানে এরূপ দোষে বৌদ্ধমতের কোনও কণিকা খসিল কিনা, বলিতে পারি না, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে সজ্জিত না হইলে, বৌদ্ধ-সমরে জয়লাভ হয় বলিয়া বুঝিতে কষ্ট হয়। বৌদ্ধ মহাশয়ের ন্যায়াচার্য্যগণের মত "অমর ধ্বংস' লইয়া কারবার ছিল না; তিনি এক কথায়ই "অব্যবস্থার" মাথায় সুদৃঢ় বজ্রের ব্যবস্থা করিতেন।

যাঁহারা "অমর" হইব আশায় পরের মতের উপর 'পরতালজরীপ্' করিয়া এক একজন অপ্রতিহতপ্রতিভ দার্শনিককে কাঁচাছেলে সাজাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহারাই "ভামতীর" প্রণয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে চিরাভিলষিত শত্রু সাংখ্যাচার্য্যের পুস্তকে প্রামাণ্যাঙ্গীকার করিবেন, ইহা সম্ভাবনার সহিত পরিচিত নহে।

পরমতাবলম্বীরা স্বগ্রন্থে যখন মতখণ্ডন করেন, তখন "ইহা সর্ব্বজ্ঞমহর্ষি-প্রণীত অমুক গ্রন্থে আছে, তাহা ভ্রমাত্মক" একথা লিখিতে সাহস পাননা। কপিলকে সর্ব্বজ্ঞ বলিলাম, তাঁহার মতে ভূল ধরিলাম, এটা বাতুলবৎ ব্যবহার, কাজেই পরগ্রন্থে প্রামাণিকগ্রন্থের পরিচয় থাকা প্রাচীনপ্রথা-বহির্ভূত।

যখন প্রাচীনবর্গের পুস্তকে নব্য-মহোদয়েরা টীকাপ্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অনেকে প্রতিপত্তিপ্রত্যাশায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, গ্রন্থে যে মত সমর্থিত হইয়াছে, তদ্বিপরীত সমস্ত মতই কিছু নয় বলিতে হইবে। জানি বা না জানি, পারি বা না পারি, খণ্ডন করিলাম, লিখিতে হইবেই। অগত্যা মৃতকে বিকৃত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দুইএক লাইন্ বদরঙ্ ফলান গোছের অসম্বদ্ধ অথচ সহজগম্য নয়, এরূপ লিখিয়া, "মতং নিরস্তং" বলিয়া উচ্চরবে চীৎকার করিতে হইবে এবং অকাণ্ড তাণ্ডবে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইতে হইবে! এই ধরণের পক্ষপাতী টীকাকারনিকর দার্শনিক-সমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়ায়, আর্য্যদর্শনশাস্ত্রের দারুণ দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়, সন্দেহ নাই।

সম্প্রদায়পীড়া হইতে গ্রন্থগৌরব অস্তমিত হওয়া অসঙ্গত নয়, তাহার উদাহরণ বোধহয় বিরল নহে। শাঙ্কর সন্ন্যাসীগণ জ্ঞানগুরু, তাঁহারা অনেকে সাংখ্যশাস্ত্রের অনেকগ্রন্থ পড়াইতেন না। বাচস্পতি মহাশয় ভামতীতে খণ্ডন করিলেন, বিদ্যার্থী তাহা অভ্যাস করিলেন; বুঝিলেন, সাংখ্যমত অসার। যখন তিনি আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন শিষ্যকে বলিলেন, এ মত শ্রুতির অনুমোদিত নহে। তাহার অশ্রদ্ধা আপনিই আসিল। অপ্রচলন আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ অদর্শনের অধিকার!! যিনি অল্পদিবস হইল, জ্বলদ্‌ধ্রুবতারার ন্যায় জগৎ-গগন হইতে অদর্শন লাভ করিয়া

অনন্তশান্তিসাগরের যাত্রী হইয়াছেন; যাঁহার অভাবে জীর্ণবিবর্ণপর্ণকুটীরবাসী হিন্দু-সন্তান ও অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া অন্তরের প্রবল আবেগ প্রকাশ করিয়াছেন; সেই মহাত্মা ৺বিশুদ্ধানন্দস্বামী মহোদয় সাংখ্যপ্রবচন প্রভৃতি সাংখ্যগ্রন্থ পড়াইতেন না, বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায়। আমরা তাহার পরকপোলকলিত বাক্য ব্যতীত আর কিছুই প্রমাণ অবগত নহি। তত্ত্বকৌমুদী তিনি পড়াইতেন' একথা তাঁহার উপযুক্ত ছাত্রের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। যদি এ সংবাদ সত্য হয়, তবে সাংখ্যদর্শন-সম্প্রদায়ের অধঃপতনের কারণ কি, তাহা অবধারণ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

আরও একটী দৃষ্টান্তে অবগত হওয়া যায়, রক্ষকের ভক্ষকতাই মূলতত্ত্ব। মাননীয় বালরাম স্বামী মহাশয় যখন তত্ত্ববৈশারদীর টিপ্পণী রচনা করেন, তখন তিনি যোগবার্ত্তিক-রচয়িতাবিজ্ঞানভিক্ষুর মত যে লঘু, এরূপ, প্রদর্শন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়েন। * উক্ত মহামতি সে আশার প্রসারক্ষেত্রে সুখস্বপ্নাবেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, অথবা যথার্থ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সে বিষয়-বিচারে আমাদের সামর্থ্য নাই, সুতরাং অধিকারও নাই। আমরা বুঝিতে পারি না, তত্ত্ববৈশারদীর ব্যাখ্যা করিতে গেলে বিজ্ঞানভিক্ষুর উপর আক্রোশ উপস্থিত হয় কেন? যাঁহার নিকট সামাজিক-লোকে বিজ্ঞানাচার্য্যের অভিপ্রায় অবগত হইবার আশা করে, তিনিই সর্ব্বাগ্রে "সঙ্কীর্ত্তনে শিবনিন্দা"র পথপ্রদর্শক হইলেন। বাচস্পতিমহাশয়ের তত্ত্ববৈশারদীতে তিনি অনেক উৎকর্ষ দর্শন করিয়াছেন, সত্যবটে, তবে "ভামতীর" বিমল বিভায় তাহা কতক্ষণ লোকলোচনের আনন্দবর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইবে, বলা যায় না। দার্শনিক-ক্ষেত্রে শতশত মত ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে উপেক্ষিত হইতে পারে, আবার বাধকপ্রমাণ পরাজিত হইলে, সাধকের বলে বলীয়ান্ হইতে পারে। স্বাধীন প্রতিভার বিশৃঙ্খল-বিচরণ এখানে দেখা যায়, মুখস্থ বা কণ্ঠস্থের করতবে চিত্ত-চমৎকার জন্মান এ প্রসঙ্গে অসম্ভব। তবুও যে পোড়া মন না বুঝিয়া নির্বন্ধের নিঘ্ন হয়, ইহাই জগতের বৈচিত্র্য! এরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবেও অনেকে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সাম্প্রদায়িকতার প্রকোপে সমাজ-শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শতধারে রুধিরস্রোতঃ বহিয়াছিল। আর এ শ্বাসমাত্রশেষ অবস্থায় কত যাতনা সহ্য হয়! কোনও ঋষির দার্শনিকমত ভ্রমাত্মক নয়। কারণ, তাঁহারা সকলেই অসাধারণ-ধিষণার অবতার বিশেষ। সংযত হইয়া সমালোচনা করিলে "সমন্বয়" দেখা যাইবে। সহসাই সম্প্রদায়-বিশেষের শ্রেষ্ঠতা বলিয়া বসিয়া অমূল্যগ্রন্থ বিলোপ করা হইয়াছে। আর এ অভিনয়ের অবসর নাই। হায়! সাম্প্রদায়িকতা! তোমার কাছেই না স্বচরণে কুঠারঘাত করিতে শিখিয়াছি? আমরা সমন্বয়ের জন্য প্রয়াস পাইব।

* যোগবার্ত্তিককারস্য লঘয়িষ্যে সদুক্তিভিঃ। বালরামস্বামী।

পরিশেষে আর একটী কথা বলিয়া এ যাত্রার মত নিরস্ত হইব। গ্রন্থ সকল যবন-বিপ্লবে অদর্শনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কেহবা পরে পরভাগ্যে আপন অঙ্গ প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। কাহারও বা চিরজীবনের জন্যই অদর্শন কার্য্যেপরিণত হইয়াছে। কোনও একখানি পুস্তক বহুদিবসাবধি এদেশে পাওয়া গেলনা, তৎপরে অনুসন্ধানে ইংলণ্ড অথবা জর্ম্মনীতে পাওয়া যায়, এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? উহাকে কৃত্রিম অথবা অনুপযুক্ত বলিবার কোনও উপযুক্ত কারণ নাই। অথর্ব্ববেদের শ্রুতি-বাক্য দেশীয়-গ্রন্থে প্রায়ই উদ্ধৃত হয় নাই। আমাদের দুর্ভাগ্যবশে দেশীয় মান্য গণ্য অনেক পণ্ডিতের পণ্ডশ্রম ও "অথর্ব্ববেদ মুসলমানদের" এইরূপ অযথার্থ বালুবৎ "ঝিল্‌খুনা আবদ্ধরের" আবিষ্কার করিত। যখন লুপ্তরত্নের উদ্ধার আরম্ভ হইল, তখন নিজের ভয়ানক ভ্রমের বিষয় বুঝিতে পারিয়া অনেকে অম্লান বদনে উহার প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য স্বীকার করিলেন। কেহবা আন্তরিক সঙ্কীর্ণতার প্রকৃষ্ট-পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। বলিলেন, উহা "সাহেব-প্রণীত অথর্ব্ববেদ।" এখনও অনেক পল্লী-সেবক-পণ্ডিত, অন্ধবিশ্বাস-বশবর্ত্তী অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদিগের কর্ণবিবরে ঐ রূপে মধুধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন। আধুনিকতার অবধারণ করিতে হইলে, ভাষা, বিষয়, বেদের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় ইত্যাদি কতকগুলি নির্ব্বাচন করিতে হয়। ভেদভাবে "খাম খেয়ালী" আধুনিকতা বলা সকল গ্রন্থের উপরই প্রায় সমান; কেন না, অল্প বিস্তর যে কোনও রকমের একটু ঝড় সকলের গায়েই লাগিয়াছিল। যাঁহারা কথায় কথায় রক্তিতলোচন দেখাইতে পারগ, সেই রক্তিমগণ্ড মহোদয়-মণ্ডলীর নিকট জিজ্ঞাসা করি, "সূত- সংহিতা" যে ইউরোপে মুদ্রিত হইয়াছিল; অদ্যাপি ভারতে হয় নাই; এ সংবাদ কেহ রাখেন কি?

সাংখ্যপ্রবচনের বিষয় এবং সময় ও বিচারাদি প্রাচীন পদ্ধতিরই অনুমাপক, এ কথা পরে প্রমাণীকৃত হইবে। অপ্রচারেই আধুনিকত্ব সন্দেহ উপযুক্ত নয়, কেননা স্বমতগ্রন্থ হইতে উহার প্রাচীনতা দেখান হইয়াছে। পুরাণ-প্রচারের সময়ে সাংখ্যমতের এত আলোচনা কেন হইয়াছিল, তাহার উপযুক্ত কারণ আছে। সেই উৎকর্ষটুকু সাংখ্য-প্রবচনেই বিদ্যমান। কারিকা প্রভৃতিতে উহা প্রচুর আন্দোলনেও পরিলক্ষিত হয় না। পরে এ সকল বিষয় বিবৃত হইবে।

সাংখ্য ভাষ্যকার-বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে দর্শন-সমষ্টির সাংখ্যশাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাই এ প্রবন্ধে মুখ্যতঃ প্রতিপাদ্য। সাংখ্যপ্রবচনের প্রাসঙ্গিক পরিচয় প্রদত্ত হইল। কপিলাচার্য্য কে? সাংখ্য-প্রণয়ন কোন্ সময় করেন? এই বিষয় আগামি-সংখ্যায় প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। পরে প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়ে লক্ষ্য করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

যশোহর,
ব্রহ্মচারি-আশ্রম। }
শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যরত্ন সাংখ্যতীর্থ।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবতার।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মহর্ষিগণ-বিরচিত যে সমস্ত জাতীয় গাথা প্রচলিত ছিল, ঐ সকল প্রাচীন গাথা সঙ্কলিত, সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া এক এক খণ্ড পুরাণ হইয়াছে। এই জন্যই পুরাণ মধ্যে স্থানে স্থানে মতভেদ এবং ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের পার্থক্য দৃষ্ট হয়; এবং বেদ ও বেদাঙ্গোক্ত কতকগুলি বৃত্তান্তে রূপক প্রয়োগ করিয়া, পৌরাণিক মহর্ষিগণ পুরাণোক্ত উপখ্যান গুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্যই পুরাণ বেদ-মূলক বলিয়া গণ্য ও মান্য।

পুরাণ মতে দ্বাপর যুগের অবসানে বা কলিযুগের প্রারম্ভে, বসুদেব-গৃহে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। এই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আদ্যন্ত লীলা ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহারই অগোচর নাই। শ্রীকৃষ্ণলীলা বেদাঙ্গভূত জ্যোতিষ হইতে কিরূপে প্রকটিত হইয়াছে, তাহার তথ্যানুসন্ধানে হিন্দুমাত্রেরই কৌতূহল জন্মে।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত (১) পাঠে আমরা দেখিতে পাই, আদিত্যদেব বেদে হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ বলিয়া পূজিত; এবং আদিভূত বলিয়া আদিত্য নামে, জগতের প্রসূতি বলিয়া সবিতৃ বা সূর্য্য নামে খ্যাত। যথা—

হিরণ্য গর্ভঃ ভগবান্ এষঃ ছন্দসি পঠ্যতে।
আদিত্যঃ আদিভূতত্বাৎ প্রসূত্যা সূর্য্যঃ উচ্যতে॥

জড় সূর্য্যই যে পূজ্য ছিলেন তাহা নয়। জড় সূর্য্যের মধ্যে যে অন্তর্যামি-পুরুষ তাহাই হিন্দুদের উপাস্য। শালগ্রামাদি শিলায় যেরূপ বিষ্ণুর উপাসনা, তদ্রূপ সূর্য্য-মণ্ডলে হিরণ্ময়-অন্তর্য্যামি-পুরুষের উপাসনা। গায়ত্রী চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সূর্য্যান্তর্গত এই পুরুষের উপাসনাই উহার লক্ষ্য। বিশ্বব্যাপী অন্তর্যামি-পুরুষের চিন্তা সূর্য্য-মণ্ডলে ব্যবস্থিত হইবার কারণ এই যে, সকল দিক বিবেচনা করিলে, এরূপ প্রতিনিধি দুর্ল্লভ।

এই সূর্য্যদেবই ত্রিবেদময় ভগবান্, কালাত্মা, কালকৃৎ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বতোগামী ও সূক্ষ্ম এবং এই সূর্য্যদেবেই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। যথা—

ত্রয়ীময়ঃ অয়ং ভগবান্ কালাত্মা কালকৃৎ বিভুঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বগঃ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বং অস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং॥

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২।১৮

(১) অল্পাবশিষ্টেতু কৃতে ময়নামা মহাসুরঃ।
আরাধয়ন বিবস্বন্তং তপ স্তেপে সুদুশ্চরং॥ সূর্য্যসিদ্ধান্ত।১।১-৩।

এবং এই সূর্য্যদেব বেদোক্ত অষ্টবসুর শ্রেষ্ঠ বলিয়া বাসুদেব নামে খ্যাত। যথা—

বাসুদেবঃ পরংব্রহ্ম তৎমূর্ত্তিঃ পুরুষপরঃ।
অব্যক্তঃ নির্গুণঃ শান্তঃ পঞ্চবিংশাৎপরঃ অব্যয়ঃ॥ সূর্য্য-সিদ্ধান্ত।১২।১২

এবং বেদে এই সূর্য্যদেব পাপরূপ-বিষধ্বংসকারী ও পাপরূপ-বিষহরণকারী বলিয়া বর্ণিত। যথা—

উৎ অপপ্তৎ অসৌ সূর্য্যঃ পুরু বিশ্বানি জূর্বন্ ।১।১৯১।৯ ঋক্
অস্য যোজনং হরিষ্টা (১।১৯১।১০ ঋক্

এবং এই সূর্য্যদেব পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে এবং স্বর্গে ত্রিপাদ বিক্ষেপকারী বলিয়া পূজিত। যথা— ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুঃ। ১।২২।১৮ ঋক্। (২)

বেদে ইহাও বর্ণিত আছে, সূর্য্য সপ্তরশ্মি, সূর্য্যের সপ্তাশ্ব (৩) এবং এই অশ্বের নাম তার্ক্ষ এবং রশ্মির নাম সুপর্ণ। যথা—

সপ্তত্বা হরিতঃ রথে বহন্তি দেব সূর্য্য। ১।৫০।৮ ঋক্।
বি সুপর্ণঃ অন্তরিক্ষাণি অখ্যৎ গভীর বেপাঃ অসুরঃ সুনীথ॥
১।৩৫।৭ ঋক্

বেদে সূর্য্য পক্ষশালী এবং গরুত্মান বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—

সঃ সুপর্ণঃ গরুত্মান্।১।১৬৪।৪৬ ঋক্।

উপনিষদে বর্ণিত আছে যে, প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি কামনায় সূর্য্যকে পুরুষ এবং চন্দ্রকে স্ত্রী রূপে সৃজন করিয়াছিলেন। যথা—

স মিথুন মুৎপাদয়তে। রয়িং চ প্রাণং চেত্যেতৌ
মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি। ১। ৪, প্রশ্ন উপনিষদ্
আদিত্যঃ হ বৈ প্রাণঃ। রয়িঃ এব চন্দ্রমা।
১।৫, প্রশ্ন উপনিষদ্।

জ্যোতিষমতে ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে অদিতি দৈবত বসুনক্ষত্র কর্কট-ক্রান্তিতে অবস্থিত ছিল; এবং ৩৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে কার্ত্তিকাদি বৎসর গণনা হইত; তৎকালে

(২) বিষ্ণুঃ আদিত্যঃ ত্রেধা নিদধে পদং। ইতি দুর্গাচার্য্য। পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষেদিবি। ইতি শাকপূণিঃ সমারোহেণ উদয় গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং। নিধত্তে বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনে অন্তরিক্ষে গয়শিরসি অস্তং গিরৌ। ইতি ঔর্ণনাভঃ।

(৩) নিরুক্তশাস্ত্র অশ্বনামানি ১৪ তার্ক্ষ ২১ সুপর্ণ।
গরুত্মান্ গরুড়ঃ অর্ক্ষঃ সুপর্ণঃ পন্নগাশনঃ ইত্যমর।

কৃত্তিকা নক্ষত্র বাসন্তিক ক্রান্তিপাত স্থানে অবস্থিত ছিল, এবং রাধা নক্ষত্র শারদীয় ক্রান্তিপাত স্থানে অবস্থিত ছিল। রাধা নক্ষত্রে বাসুদেব সূর্য্য উপনীত হইলে, কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতিথি সমাগত হয়।

শারদীয় ক্রান্তিপাত অর্থাৎ জলবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দুতে দক্ষিণায়নের মধ্য সময়ে সূর্য্য উপনীত হয়। তৎকালে আকাশ মেঘহীন হইয়া নির্ম্মল ও সুপ্রসন্ন রূপ ধারণ করে, এবং রাত্রিকালে, চন্দ্রের আলোক বিশদরূপে প্রস্ফুটিত হয়। সুতরাং তৎকালে বা তৎ সমকালে চন্দ্রমা পূর্ণ হইলে, চন্দ্রের আলোক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। বিশেষতঃ, এই সময়ে সূর্য্যের অস্তের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের উদয় হয়, এজন্য এসময়ে নিশার তমসা বিলুপ্ত হয়, এবং পার্থিব জনগণ তমসা বিলোপে হর্ষে নিমগ্ন হয়। পার্থিব-জনগণের হর্ষ উৎপাদিকা বলিয়া, এই কালের জ্যোৎস্নাকে কৌমুদী নাম দেওয়া হইয়াছে। ৩৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই শারদীয় জলবিষুপসংক্রান্তি দিবসে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত হইত। এই জন্য তৎকালে কার্ত্তিকী জ্যোৎস্না কৌমুদী নাম পাইয়াছিল। ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে শারদীয় জলবিষুপ সক্রান্তি দিবসে আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত হইতে লাগিল। তদবধি আশ্বিনী জ্যোৎস্না কৌমুদী নাম অপহরণ করিয়া লইয়াছে। ক্রমে ৭৫০ বৎসর পরে ভাদ্র-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না কৌমুদী নাম ৩(ক) গ্রহণ করিবে, এবং তখন দ্বিতীয় অমর সিংহ নব অভিধান প্রচার করিবেন।

প্রাচীনকালে এই পূর্ণিমার আলোকে সর্ব্বদেশীয় কৃষকগণ মহাহর্ষে দিবারাত্রি শরৎ-শস্য কর্ত্তন ও আহরণ করিত। সর্ব্বদেশের কৃষকগণের অদ্যাবধি এই বিশ্বাস আছে যে, দয়াময় ঈশ্বর কৃষক জাতির শরৎ-শস্য আহরণের পৃষ্ঠ-পোষকভাবে এই শারদীয় পূর্ণিমার সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য সর্ব্বদেশীয় কৃষকগণ এই শারদীয় পূর্ণিমাকে শস্য-আহরণী পৌর্ণমাসী (Harvest-Moon) নাম দিয়াছেন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এই পূর্ণিমা কোজাগরি-লক্ষ্মীপূর্ণিমা বলিয়া খ্যাত। ইহাই সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ফার্গুসন্ (৪) সাহেবের মত।

আমরা অধিকন্তু বিবেচনা করি যে, মানবজাতির কৃষিজীবী অবস্থার পূর্ব্বে, পশুজীবী অবস্থাতেই, রাখালগণ নিশাকালে সশঙ্কে হিংস্র শ্বাপদ জন্তুর আক্রমণ হইতে পশুপাল সতর্কে রক্ষা করিত। এই শারদীয় পূর্ণিমার আগমনে কৌমুদীর জ্যোৎস্নার রৌপ্যময় ঔজ্জ্বল্য প্রভাবে তমসাপ্রিয় হিংস্র শ্বাপদ জন্তুগণ গোষ্ঠ হইতে তাড়িত হইত। এই পৌর্ণমাসী তিথিতে রাখালগণ গোষ্ঠ রক্ষার ভার মুক্ত হইয়া,

৩(ক) কৌমুদী কার্ত্তিকোৎ সবঃ ইতি ত্রিকান্ত শেষঃ
আশ্বিণী পূর্ণিমা ইত শব্দরত্নাবলী।

(৪) Fergussan's Astroonmy

নিঃশঙ্কে শূন্যচিত্তে শারদীয় পূর্ণিমা-রজনী পরমহর্ষে নৃত্য গীতে অতিবাহিত করিত; এবং এই শারদীয় পূর্ণিমার রজনীতে রাখালগণের নৃত্য-গীতময় উৎসব হইতে শারদীয় পূর্ণিমার রাসপূর্ণিমা নামের সূত্রপাত হইয়াছিল। ক্রমে পশুজীবী অবস্থা হইতে কৃষিজীবী অবস্থায় মানব জাতি সমাগত হইল। কৃষক-সমাজে রাসপূর্ণিমার নাম শস্য-আহরণী পূর্ণিমা হইল। কিন্তু রাখাল-সমাজে শারদীয় পূর্ণিমা রাসপূর্ণিমা নামে পরিচিত রহিল; এবং কৃষকগণ অবসর কালে রাখালগণের এই রাসলীলায় যোগ দিয়া, শস্য আহরণের শ্রান্তি দূর করিত।

ইহা বলা বাহুল্য যে, রাশিচক্রের মধ্যে সূর্য্যের অয়নপথ, গ্রহগণের কক্ষা এবং ১২রাশি ও ২৭নক্ষত্র অবস্থিত।

রাশিচক্র ও উপরিলিখিত জ্যোতিষিক জাতীয় উৎসব অবলম্বনে বেদ-বেদাঙ্গ-জ্যোতিষোক্ত বচনমূলে অয়নপথে বাসুদেব সূর্য্যের গতির রূপক বর্ণনাই, পুরাণে "শ্রীকৃষ্ণলীলা" বলিয়া খ্যাত।

পৌরাণিক মহর্ষিগণের কল্পনাবলে সূর্য্যের বাসুদেব নামের অভিনব ব্যুৎপত্তি-ক্রমে সূর্য্য বসুদেবের তনয় হইলেন। যখন সূর্য্যের বা বিষ্ণুর বাসুদেব নাম প্রথম হয়, তখন তিনি অষ্ট বসু অর্থাৎ ধরা, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রভাব ও প্রত্যূষ এই অষ্ট বসুর মধ্যে প্রধান বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই অষ্ট বসুর মধ্যে বিষ্ণুই সূর্য্য। "নতু বসুদেবস্যাপত্যমিতি বিগ্রহঃ"

ক্রমে বাসুদেব শব্দের অর্থ "বসুদেবের পুত্র" করা হইল। আকাশমণ্ডল কর্কট ক্রান্তি স্থিত বসু নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া সূর্য্য যাইতে পারেন না, এবং ঐ স্থান পর্য্যন্ত উঠিয়াই তাহার দক্ষিণায়ন পথে পুনর্ব্বার গমন করিতে হয় বলিয়া, তিনি বসুদেব নক্ষত্রের অধীন কল্পিত হইলেন; এবং বসুদেবের অধীন হইয়া তিনি বাসুদেব বলিয়া আখ্যাত হইলেন। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব, এই বসুদেব নক্ষত্র ভিন্ন কিছুই নহেন। সূর্য্যের বিষ্ণুনামের ব্যাপকত্ব ও ধাত্বর্থ অনুবলে সূর্য্যের কৃষ্ণ নাম হইল। কৃষ্ণ শব্দের এক অর্থ এই যে, যিনি সর্ব্বজীবের আত্মা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। অদিতি দেবমাতা বলিয়া, দেবকীনাম গ্রহণ করিলেন। বসু নক্ষত্র অদিতি দৈবত। বিষুব রেখার উত্তরে যে অয়নার্দ্ধ তাহাতেই দেবতাদিগের বাস, এবং সেইজন্য ঐ অয়নার্দ্ধই দেবমাতা বা দেবকীকে বসু নক্ষত্রের স্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়া এই দেবমাতাকে বসুদেব ও দেবকীর পুত্র করা হইয়াছে। সচ্চিদানন্দ বা পরমানন্দ তনয় (৫) বাসুদেব সূর্য্য অংশাবতারে নন্দসুত হইলেন। নন্দ ও আনন্দ একই কথা। জ্যোতিষোক্ত বাসুদেব কর্কটক্রান্তিতে অদিতি রূপিণী দেবকী-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেও, দ্বাপর

(৫) চন্দ্রমা মনসা জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়তা ঋগ্বেদ

যুগের কার্ত্তিকাদি বর্ষের অনুরোধে জন্ম মাত্রেই আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণ, কৃত্তিকা নক্ষত্ররূপিণী যশোদা-ক্রোড়ে স্থাপিত হইলেন। অয়নপথ (৬) অভিধান বলে ব্রজনাম ধারণ করিলেন। ব্রজ শব্দেও পথ, অয়ন শব্দেও পথ।

অভিধান বলে গো-পাল (সূর্য্যকিরণমালা) গো-পালক শ্রীকৃষ্ণের ধেনু-পাল হইল। রূপকবলে বেদোক্ত দ্বাদশ আদিত্য, ধাতা, ইন্দ্র, সবিতা, বিবস্বান্, ভগ, পর্জ্জন্য, ভাস্কর, মিত্র, বিষ্ণু, বরুণ, পূষা, ঈশ, নামক বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ সূর্য্য শ্রীদামন্-সুদামন্-সুবলাদি দ্বাদশ রাখাল সাজিলেন। কল্পনা-বলে বেদোক্ত সুপর্ণ (সূর্য্যরশ্মি) গরুত্মান্ (সূর্য্যবিম্ব) তার্ক্ষ্য (সূর্য্যাশ্ব) পক্ষী রূপ ধারণ করিয়া, গরুড় নামে আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের বাহন হইলেন। বাসুদেব আদিত্যের সপ্তরশ্মি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অসি, ধনু, শ্রীবৎস রূপে কল্পিত হইল, ও সূর্য্য সারথি অরুণদেব পুরাণে দারুক নাম পাইলেন। অসংখ্য দ্বারময় গোলকধাম শতদ্বার দ্বারকা নামে অবনীমণ্ডলে অভিহিত হইল। বৈদিক চৈত্রাদি বর্ষ গণনা মূলক মধুমাস মথুরাপুরী নাম পাইলেন, এবং জ্যোতিষোক্ত তিন সহস্র কোটি তারাময় আকাশ বৃন্দাবন আখ্যাত হইল। বৃন্দাবন শব্দের অর্থ অসংখ্য। ছায়াপথ (Milkyway) দেখিতে নদীর ন্যায়, উহা যমুনা নামে বর্ণিত হইল, এবং ছায়াপথের পূর্ব্ব তীরস্থ মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ পঞ্চ রাশি এবং ছায়াপথের পশ্চিম তীরস্থ মিথুনাদি সপ্তরাশি, এই দ্বাদশ রাশি পুরাণে দ্বাদশ মহাবন বর্ণিত হইল। ইহারাই বৃন্দাবনের দ্বাদশ মহাবন। যাঁহারা পার্থিব বৃন্দাবন দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। কর্কটরাশিস্থ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইতে পশ্চিম-দক্ষিণ গগনে কৃত্তিকা নক্ষত্রে যাইতে হইলে, ছায়াপথ পার হইতে হয়, এইজন্যই মথুরা হইতে গোকুলে বা কৃত্তিকারূপিনী যশোদা গৃহে গমন করিতে বসুদেবের যমুনা পার হইতে হইয়াছিল। বৃষরাশিস্থ কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসুদেব সূর্য্য সমাগত হইলে জ্যৈষ্ঠমাস হয়। যশোদা গৃহে বা কৃত্তিকা নক্ষত্রে সূর্য্য গমন করিলে গ্রীষ্মকাল হইল। গ্রীষ্মকালে দধি দুগ্ধ মন্থনে নবনীত অতি কম উৎপন্ন হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন; সুতরাং কল্পনা বলে বাসুদেবকে ননীচোরা বলা হইয়াছে।

উদয়োন্মুখ বালার্কের নব-প্রসূত-কিরণ ব্রহ্ম মণ্ডলের ব্রহ্মহৃৎ আদি উজ্জ্বল তারাগণের কিরণ অদৃশ্য করিতে পারেনা। সূর্য্য উদিত হইলেও ঐ সমুদয় নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। অন্যান্য নক্ষত্র সূর্য্য উদিত হইলেই অদৃশ্য হয়। প্রকারান্তরে ঐব্রহ্ম-হৃৎ নক্ষত্র সূর্য্যের তেজ বা রশ্মি অপহরণ করিলেন বলা যাইতে পারে। এই জন্যই ব্রহ্মহৃৎ বা ব্রহ্মা গোনৎস (বালকিরণ) অপহরণ করিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অয়ন পথের দক্ষিণস্থ Hydra জলসর্পের মস্তক জ্যোতিষ শাস্ত্রে অশ্লেষা নাম পাইয়াছে। অয়ন পথে

(৬) ব্রজে গোষ্ঠ অধ্ব বৃন্দেষু। ইতি বিশ্বঃ।

গমন কালে আদিত্যদেব অশ্লেষা নক্ষত্রে উপনীত হইলে, বাসুদেব কালীয় সর্পের মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হইলেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ পাঠেও কালীয় দমন বর্ণনা রূপকমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এইরূপ রূপক বলে যম দৈবত পাপনক্ষত্র মঘা পুরাণে পাপিনী পুতনা রূপ ধারণ করিয়াছে। ফাল্গুনী বা অর্জ্জুনীদ্বয় নক্ষত্র বৃক্ষ রূপ ধারণ করিয়াছে। জ্যোতিষের চিত্রা পুরাণে চিত্ররেখা। জ্যোতিষের তুলা রাশিস্থ পবনদৈবত স্বাতি তারা পুরাণে ললিতা নাম পাইয়াছে, এবং পুরাণে অয়ন রেখাস্থ পদ্মাকৃতি সূর্য্যের প্রিয়তমা (৭) রাধা বা বিশাখা তারা বেদের রায় বা চন্দ্রমার স্থান অধিকার করিল। সূর্য্য রাশি চক্রে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া গমন করাতেই এক একটি লীলার সৃষ্টি হইল।

পুরাণে শক্রাগ্নি দৈবত বিদ্যুৎময়ী রাধানক্ষত্রের রাধানামের নূতন অভিনব ব্যাখা হইল যথা—

রাসে সংভূয় রামাসা দধাব পুরতঃমম।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরা বিদ্‌ভিঃ প্রপূজিতা॥ জন্ম খণ্ড ৬৮।

রাসে উৎপন্ন হইয়া আমার সম্মুখে ধাবিত হইয়াছিল, ঐ রাসে শব্দের রা, এবং দধাব শব্দের ধা, এই দুই অক্ষর লইয়া রাধা নাম হইল।

শক্রাগ্নি দৈবত রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি "র (শক্রাগ্নি) অধীয়তে যত্র সা রাধা" এইরূপ বহুতর শব্দের আদিম ব্যুৎপত্তি লোপ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

(৭) বিমলে চ প্রকাশেতে বিশাখে নিপরুদ্রবে।
নক্ষত্রং পবং অস্মাকং ঈক্ষাকুনাং মহাত্মনাং॥ বাল্মীকি ৬।৪।৫০।

৬ষ্ঠ খণ্ড। মাঘ। ১০ম সংখ্যা।
১৮২১, ১৩০৬।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। সাংখ্যদর্শন	২৮৯	৪। বৈশেষিক দর্শন	৩০৭
২। মীমাংসা-দর্শনম্	২৯৬	৫। সামবেদ	৩১৪
৩। প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও সরল ব্যাখ্যা।	৩০৫	৬। জরাসন্ধ বধ	৩১৬

যশোহর।
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২১।

পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে বা ঠিকানা বদল জানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য ২ নাম ২ গ্রাহক নম্বর দিবেন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য———সমেত ডাকমাশুল ১॥০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ৶০। বৎসরের ৯ মাস গত হইয়াছে, মনে করিয়া দেখিবেন যে হিন্দু-পত্রিকার ১৩০৬ সালের মূল্য দিয়াছেন কি না। মূল্য না দিয়া থাকিলে, মনে থাকিতে থাকিতে পাঠাইবেন, এই প্রার্থনা।

যে সকল মহোদয় ব্রহ্মচারি-আশ্রমের সাহায্যার্থে মাসিক চাঁদা দিতেছেন, কিম্বা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন ; তাঁহাদের নামের তালিকা নিম্নেপ্রদর্শিত হইল । ব্রহ্মচারি-আশ্রমের উন্নতি কল্পে মাসিক চাঁদা বা এক কালীন দান যিনি যাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে ।

বাবু অক্ষয় কুমার মিত্র, যশোহর,	১৲
,, কালী নাথ মুখোপাধ্যায়উকীল ,,	৪৲
,, ইন্দু ভূষণ বসু. ধুলঝুড়ী.	১৲
,, প্রকাশ চন্দ্র ঘোষ চন্দনী, যশোহর,	।/৪
,, কালী গোপাল মজুমদার ,,	॥০
,, রাধিকা চরণ দত্ত উকীল ,,	॥০
,, হৃদয় নাথ মজুমদার মুন্সেফ, লালবাগ, মুরশিদাবাদ	।০
,, নিবারণ চন্দ্র দত্ত উকীল, যশোহর,	১৲
,, সুখময় দাসগুপ্ত উকীল ,,	১৲
,, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, কমিসরিয়েট, এজেণ্ট গ্রিমবুন্, আসাম ।	১৲
,, যোগেন্দ্র নাথ মিত্র উকীল, যশোহর,	১৲
,, রজনী কান্ত ঘোষ উকীল ,,	১৲
,, কালিদাস ভট্টাচার্য্য ,,	॥০
,, হর কুমার গুপ্ত ,,	।০
,, কালী গোপাল দাস ,,	১৲
,, গোপাল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ,,	।০
,, তারা প্রসন্ন সেন ,,	।০
,, ক্ষেত্র নাথ বসু পেশকার ,,	।০
,, শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত এসিষ্ট্যাণ্ট একাউনটেণ্ট	।০
,, পূর্ণ চন্দ্র দাসগুপ্ত ,, ,,	।০
,, কুমুদ কান্ত সেন ট্রান্স্লেটার ,,	॥০
,, নগেন্দ্র নাথ সিংহ সেরেস্তাদার, সবজজকোর্ট ,,	॥০
,, অতুল চন্দ্র রায় সেসনক্লার্ক ,,	।০
,, দুর্গাগতি মিত্র মোহরের ,,	।০
,, শ্যাম লাল ঘোষ ফরমক্লার্ক ,,	।০
,, নিবারণ চন্দ্র মিত্র মোক্তার ,,	।০
,, রামগোপালগঙ্গোপাধ্যায় একাউনটেণ্ট	॥০
,, হাজারি লাল সিংহ মোক্তার ,,	॥০
,, দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী নায়েব নাজীর	।০
,, যামিনী কান্ত গুহ ,,	।০
,, অশ্বিনী কুমার মজুমদার ,,	।০
,, অন্নদা চরণ গুহ ,,	।০
,, তারা ভূষণ বন্দোপাধ্যায় ,,	।০
,, লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোষ ,,	।০
,, মতীন্দ্র প্রসাদ বসু ,,	।০
,, শিবেন্দ্র নাথ ঘোষ, যশোহর	৵০
,, অশ্বিনী কুমার সুর ,,	৵০
,, যদুনাথ ঘোষ ,,	৵০
,, ইন্দু ভূষণ মিত্র ,,	৵০
,, ক্ষেত্র মোহন দাস ,,	৵০
,, প্রিয় নাথ চক্রবর্ত্তী ,,	৵০
,, রাম লাল ঘোষ ,,	৵০
,, কালী চরণ চাকী ,,	৵০
,, গোপাল চন্দ্র মিত্র ,,	৵০
,, শ্রীপতি রায় চৌধুরী ,,	৵০
,, আমিন চাঁদ বসু ,,	৵০
,, প্রিয় নাথ পালিত ,,	৵০
,, প্রমথ নাথ বন্দোপাধ্যায় ,,	।০
,, গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মোক্তার	৵০
,, বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী ,,	।০
,, বসন্ত লাল সরকার ,,	।০
,, কালীকা প্রসাদ মিশ্র ,,	১৲
,, কালী প্রসন্ন দত্ত ,,	১৲
,, মথুরা নাথ বসু ,,	৶০
,, কেশব লাল রায় চৌধুরী ,,	॥০
,, প্রিয় নাথ দা ,,	॥০
,, চাঁদ মোহন বন্দোপাধ্যায় উকীল ,,	।০
,, যোগেন্দ্র নাথ দে ,,	।০
,, ধরণী ধর হালদার ,,	।০
,, নিবারণ চন্দ্র বসু ,,	।০
,, রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় উকীল ,,	৵০
,, অমৃত লাল ঘোষ মোক্তার ,,	৵০
,, বিন্দু মাধব সেন ,,	১৲
,, রমনী কান্ত ঘোষ ,,	৵০
,, অমরেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী ,,	।০
,, যামিনী কান্ত রায়চৌধুরী ,,	॥০
,, রামচন্দ্র ঘটক ,,	।০
,, মন্মথ কুমার বসু ডেঃ মাঃ ,,	২৲
,, বি, কে, রাহা ডেঃ মাঃ ,,	১৲
,, যদু নাথ মজুমদার উকীল ,,	১০৲
,, জয় গোপাল মজুমদার বার্ষিক ,,	১০৲
,, উপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ,,	১৲
,, প্রসন্ন গোপাল রায় উকীল ,,	১৲
,, অম্বিকা চরণ বসু ,,	১৲

শ্রীশ্রীহরিঃ ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা ।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষষ্ঠ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা । | মাঘ । | ১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা ।

সাংখ্যদর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(ঈশ্বর কৃষ্ণকৃতকারিকা ।)

তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য ।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ । ১৯ ॥

পদপাঠঃ । তস্মাৎ । চ । বিপর্য্যাসাৎ । সিদ্ধং । সাক্ষিত্বং । অস্য । পুরুষস্য । কৈবল্যং । মাধ্যস্থ্যং । দ্রষ্টৃত্বং । অকর্ত্তৃভাব । চ ॥

ব্যাখ্যা । তস্মাৎ—সেই (তাহা হইতে)। চ—ও । বিপর্য্যাসাৎ—বিপর্য্যয়ভাব অর্থাৎ বৈপরীত্য হইতে । সিদ্ধং—সিদ্ধ হইতেছে । সাক্ষিত্বং—সাক্ষিতা অর্থাৎ অর্থিপ্রত্যর্থির বিবাদ বিষয়ের নিরপেক্ষ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা । অস্য—এই (ইহার)। পুরুষস্য—আত্মার । কৈবল্যং—কেবল ভাব অর্থাৎ তাপত্রিতয়রহিততা । মাধ্যস্থ্যং—মধ্যস্থতা অর্থাৎ দুঃখে দ্বেষ ও সুখে আতৃপ্তভাব প্রকাশ না করিয়া ঔদাসীন্যাবলম্বন । দ্রষ্টৃত্বং—দ্রষ্টৃভাব । অকর্ত্তৃভাবঃ—কর্ত্তৃত্বশূন্যতা । চ—এবং ।

বঙ্গার্থঃ । সেইগুলির (পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণত্ব অবিবেকিত্বাদির) বৈপরীত্যহইতে আত্মার সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ্য, দ্রষ্টৃত্ব ও অকর্ত্তৃভাব সিদ্ধ হইতেছে ।

বিশদ ব্যাখ্যা । পূর্ব্বে পুরুষের অস্তিত্ব ও বহুত্ব বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রকটিত হইয়াছে, সম্প্রতি পুরুষের স্বরূপাভিন্ন ধর্ম্মগুলির পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে । প্রত্যেক পার্থিব ব্যাপারেই প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং ইহার ও আবশ্যক মূলকতা প্রমাণকরা আবশ্যক । জাগতিক যাবতীয় অশান্তি উৎ-

পাতের উপশমার্থে—পুরুষ, প্রকৃতির পার্থক্যজ্ঞানই প্রবল "রক্ষাকবচ" বলিয়া সাংখ্য শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পার্থক্য আবার পারস্পরিক; একটীকে অপরটী হইতে পৃথক্ বলিয়া অবধারণ করিতে হইলে, উভয়েরই সম্যকজ্ঞান আবশ্যকীয়। রাম এবং শ্যাম পৃথক্ একথা প্রমাণ করিতে হইলে, রামের গুণাদি ও শ্যামের গুণাদি এবং একের অন্যত্র সদ্ভাব সম্ভব নয় ইত্যাদির অনুসরণ করা সঙ্গত। রামের কণক-চম্পক-বিনিন্দিত-সুবর্ণ-শরীর, কমল-দল-কোমল-বিশাল-লোচন, অসাধরণ-ঔদার্য্য, সুজন-সুলভ গাম্ভীর্য্য বিপত্তি বাতাহত হইলেও অচলোপম ধৈর্য্য স্বীকার, এসকলই বিদ্যমান। শ্যামের তাদৃশ শরীর সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব, সে অধৈর্য্যের অধীন, অনৌদার্য্যের আশ্রয় বলিয়া বিখ্যাত; অগাম্ভীর্য্যের আকর, এইরূপে গুণগরিমায় পারস্পরিক সমালোচনে রাম-শ্যামের পার্থক্য প্রতীত হয়। তদ্রূপ প্রকৃতিতে ত্রিগুণত্ব, অচেতনত্ব, অবিবেকিত্ব, বিষয়ত্ব, সাধারণত্ব ও প্রসবধর্ম্মিত্ব গুণগ্রাম বিদ্যমান। পুরুষে তাহার বিপর্য্যাস অর্থাৎ অত্রিগুণত্ব, চেতনত্ব, বিবেকিত্ব, অবিষয়ত্ব, অসাধারণত্ব ও অপ্রসবধর্ম্মিত্ব রহিয়াছে। এই ত্রিগুণত্বাদির বৈপরীত্য অর্থাৎ অত্রিগুণত্বাদি হেতুক আত্মার সাক্ষিত্ব দ্রষ্টৃত্বাদি সিদ্ধ হইতে পারে। পুরুষ চেতন অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ; সুতরাং দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে, দ্রষ্টা চেতনই হইয়া থাকে; অচেতনের দর্শন সামর্থ্য সম্ভব নয়, ইহা হইতে চেতন পুরুষের দ্রষ্টৃত্ব অনুমিত হইল। চৈতন্য ও অবিষয়ত্ব হেতুক সাক্ষিত্ব সমর্থিত হইতেছে। যাঁহাকে বিষয় প্রদর্শন করা হয়, সেই নিরপেক্ষদর্শকই সাক্ষিসংজ্ঞায় সমাখ্যাত হইয়া থাকেন, অচেতনকে অথবা বিষয় অর্থাৎ গ্রাহ্যজড়তত্ত্বকে বিষয় দেখান যাইতে পারেনা; কাজেই অবিষয়ত্ব ও চেতনত্ব হইতে সাক্ষিত্ব অনুমিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। অত্রৈগুণ্য বশতঃ আত্মার কৈবল্য প্রতিপাদিত হয়। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির গুণত্রয় সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক। পুরুষের ত্রৈগুণ্য নাই, অতএব সুখ-দুঃখ-মোহ-শূন্যতারূপ কৈবল্য স্বভাব সহজেই অনুমেয়। অত্রৈগুণ্য বলিয়া কোনও ধর্ম্ম পুরুষ নাই, "বেদ বাক্য" বিজয়রবে তাঁহার নির্গুণতা ঘোষণা করিতেছেন। যে সকল ধর্ম্ম বলা হইল, তাহার কোনওটী স্বরূপাভিন্ন ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বস্বভাবের অনতিরিক্ত, কোনওটী ত্রিগুণত্বাদি ধর্ম্মের অভাবাত্মক, ইঁহাদের মতে অভাব অধিকরণাত্মক; আত্মায় ত্রিগুণত্বের অভাব আছে, উহা ঐ অভাবের অধিকরণ আত্মাস্বরূপ ভিন্ন নূতন কিছুই নহে। অত্রিগুণতা হেতুক মাধ্যস্থ্যও প্রমাণীকৃত হইতে পারে, সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশাত্মক সুখ, রজঃ কার্য্য দুঃখ, তমঃকার্য্য মোহ। যেখানে ত্রিগুণকুজ্ঝটিকার ঘটায় নয়ন যুগল আচ্ছন্ন হয় না, সেই স্বপ্রকাশ আত্মার সুখ-দুঃখ-মোহে ঔদাসীন্য হইতে পারে। অহর্নিশ সুখ-সাগরে ভাসমান থাকিতে যাঁহার বাসনা, সুখে অথবা তৎসাধনে তাঁহার কতদূর মধ্যস্থতাবলম্বন সম্ভব, তাহা ব্যক্তিমাত্রেই বিবেচনা করিতে পারেন। আবার দারুণ দুঃখ-দবদহনে যিনি মনোমৃগকে দুর্দ্দশাপন্ন করিতে ইচ্ছাকরেন না; দুঃখ

সাধনের উপস্থিতি সত্ত্বে তিনি যে দুর্দ্দমদ্বেষের দাসত্ব স্বীকার করিতে পারেন, তাহাতে স্বল্প মাত্রই সন্দেহ পরিলক্ষিত হয়। মুগ্ধ ব্যক্তির নিকট মাধ্যস্থের আশা নাই; সুখ-দুঃখ-মোহ রহিত ব্যক্তিই মধ্যস্থ অথবা উদাসীন বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারেন। পুরুষের সুখ-দুঃখাদি ও স্বভাবতঃই নাই, বিবেকী এবং অপ্রসব ধর্ম্মী বলিয়া অকর্ত্তা। কর্ত্তা হইলেই এসংসারে বিষম বিপদে পতিত হইতে হয়, কেননা, স্বাভিলাষ সম্পাদনে তাঁহাকে অবশ্যই প্রয়াস পাইতে হইবে, কার্য্যক্রমে অবিবেকী বলিয়া পরিচিত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অপ্রসবধর্ম্মিত্ব অর্থাৎ প্রসবরূপ ধর্ম্ম যাহার নাই, তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম অকর্ত্তৃত্বের পরিচায়ক। কর্ত্তৃস্বরূপ গুরুভার যাঁহার মস্তকে ন্যস্তকরা হইয়াছে, তিনি প্রসব অর্থাৎ সৃষ্টি জনিত বিকারাদি নানা দোষে মলিন হইয়া পড়েন। এই কর্ত্তৃত্বের সহিত সাংখ্যশাস্ত্র প্রতিপাদিত পুরুষের ঔপচারিক মিথ্যা সম্বন্ধ ব্যতীত, বাস্তবিক কোনও সম্পর্ক নাই; অতএব কর্ত্তৃত্বের কঠোরতার প্রকোপে পুরুষকে বড় ব্যথিত হইতে হয় নাই। তিনি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাব, আপনার আভায় আপনি আলোকিত হইয়া বসিয়া আছেন, কর্ত্তৃত্বের কালিমা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং তিনি অকর্ত্তা ইহা প্রতিপাদিত হইল।

তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং।
গুণকর্ত্তৃত্বেচ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ। ২০

পদপাঠঃ। তস্মাৎ। তৎসংযোগাৎ। অচেতনং। চেতনাবৎ। ইব। লিঙ্গং। গুণকর্ত্তৃত্বে। চ। তথা। কর্ত্তা। ইব। ভবতি। উদাসীনঃ॥

ব্যাখ্যা। তস্মাৎ—তন্নিমিত্ত। তৎসংযোগাৎ—তাহার (পুরুষের) যোগনিবন্ধন। অচেতনং—চেতন শূন্যজড়। চেতনাবৎ—চেতনাযুক্তের অর্থাৎ চেতনের। ইব—ন্যায়। লিঙ্গং—বুদ্ধ্যাদি। গুণকর্ত্তৃত্বে—গুণগণের অর্থাৎ গুণাত্মক জড়তত্ত্বের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকা সত্ত্বে। চ—এবং। তথা—সেইরূপ। কর্ত্তা—ক্রিয়ানুকূল কৃতি (মানের) মান্। ইব—মত। ভবতি—হইতেছে। উদাসীনঃ—ঔদাসীন্যসম্পন্ন আত্মা॥

বঙ্গার্থঃ। সেইজন্য পুরুষ-সংযোগ হইতে অচেতন জড়তত্ত্বও চেতনের ন্যায় প্রতীত হয়। গুণগণের কর্ত্তৃত্বহেতুক (অন্যে ন্যাধ্যাসবশতঃ) উদাসীন আত্মাও কর্ত্তার মত প্রতীয়মান হইতেছে। (এইরূপ ভ্রান্তি উপস্থিত হয়।)

বিশদব্যাখ্যা। এই কারিকায় লৌকিকানুভব সিদ্ধ কৃতি ও চৈতন্যের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একাধিকরণতা ভ্রমমূলক বলিয়া প্রমাণ করা হইবে। লৌকিকানুভব শত শত যত্ন ও চেষ্টার সহিত সম্পন্ন হইলেও, তাহার ভ্রমসঙ্কুলতায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না; কেননা, লৌকিক প্রমাণাপেক্ষায় অলৌকিক শ্রুতিবাক্যের বলবত্তা আছে; পরন্তু যুক্তিযুক্ততাও তাহার অপর কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত বাক্-

হারিক নিয়মের অনুভবাত্মক ভিত্তি বড়ই সুদৃঢ়। চেতনব্যক্তির চৈতন্যবশতঃ ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে প্রযত্নোদয়; তন্নিমিত্ত চেষ্টার আবির্ভাব, তদনন্তর ক্রিয়ানিষ্পত্তি; এখানে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, কর্তৃত্ব ও চেতনত্ব একাধিকরণে বিদ্যমান। কপিলমতে কর্তৃত্বের বোঝা, জড়া; অচেতনা প্রকৃতি ঠাকুরাণীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, পুরুষ মহাশয় চৈতন্য স্বরূপ, তাহার কর্তৃত্ব একটা মনকে চোখ্‌ঠার দেওয়ার মত, পূর্ব্বোক্ত নিয়মের এখানে প্রসারনাই। এসিদ্ধান্ত প্রতিমা পরপক্ষের যুক্তিযষ্টির তাড়নে কতক্ষণ যে বিপত্তিজলে বিসর্জ্জিত না হইয়া পারিবে, তাহাই বর্ত্তমানে বিবেচ্য। এখানে বলা যাইতেছে, পরস্পরাধ্যাসবশতঃ কর্ত্তার চৈতন্য, এবং চেতনের কর্তৃত্ব এইরূপ ভ্রমাত্মক প্রত্যয় জন সমাজে প্রমাণরূপে গৃহীত হইতেছে। যেমন বহ্নি-সংযোগবশতঃ লৌহ দাহ করিতে সক্ষম হয়, ফলতঃ উহা দহনেরই শক্তি, লৌহের নহে। তদ্রূপ "চৈতন্য" আত্মার স্বভাব সিদ্ধ স্বরূপ, অন্যোন্যাধ্যাস হেতুক জড়ে সংক্রান্ত হয়, তাহাহইতে জড়ও চেতন বলিয়া ভ্রমাত্মক প্রতীত হয়, বস্তুতঃ উহা জড়ের গুণ নহে, জড় যেমন তেমনই জড় আছে। এখানে অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, "তবে কর্তৃত্ব টুকুও জড়ের গুণ না হইয়া, আত্মার গুণ হউক না কেন"? আমরা যেরূপ আত্মার অনুমান করিয়াছি, তাহাতে যে কর্তৃত্বের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তাহা পূর্ব্বেই যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, এখানে আমাদের স্বতন্ত্র উত্তর নাই। শ্রুতি মন্দ্রমধুররবে "অকর্ত্তাচিন্মাত্রং" এই মহাসত্য তথ্য ঘোষণা করিয়া, বাদিবরের সন্দেহ প্রাসাদের শিরোদেশে বজ্রপাত ব্যবস্থা করিয়াই রাখিয়াছেন। এই বিষম ভ্রমে উদাসীন পুরুষেরও কল্পিত কর্তৃত্বরেখা হৃদয়ে ধারণ করিতে হইল, অচেতন অপ্রকাশস্বভাব-জড়ও প্রতিফলিত চৈতন্যপ্রকাশে চন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী হইল, চেতন বলিয়া জীবজগৎ ও তাহাকে অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইল। লিঙ্গ বলিলে সাংখ্য শাস্ত্রে সাধারণতঃ মহত্তত্ত্বই বুঝা যাইয়া থাকে; কিন্তু এখানে অখিল অব্যক্তাদি জড়তত্ত্বের সমষ্টিপিণ্ডই লিঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইলে, আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির পন্থা পরিষ্কৃত হইবে, সন্দেহ নাই। এখানে যে সংযোগের কথা বলা হইল, তাহার অর্থ সন্নিধান অর্থাৎ সন্নিকর্ষ। অনেক টীকাকার মহাশয়েরা অনেক প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া, অশেষ সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই; আমরা সংযোগকে সন্নিধান বলিয়াই কার্য্যসিদ্ধিতে বিশ্বস্ত হইলাম।

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধ বদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥ ২১

পদপাঠঃ। পুরুষস্য। দর্শনার্থং। কৈবল্যার্থং। তথা। প্রধানস্য। পঙ্গু-অন্ধ-বৎ। উভয়োঃ। অপি। সংযোগঃ। তৎকৃতঃ। সর্গঃ।

ব্যাখ্যা। পুরুষস্য—পুরুষের। দর্শনার্থং—দেখিবারজন্য। কৈবল্যার্থং—মুক্তিরজন্য। তথা—সেইরূপ। প্রধানস্য—প্রকৃতির। পঙ্গ্বন্ধবৎ—পঙ্গু (গতিশক্তিহীন) ও অন্ধের (দর্শনাশক্তের) ন্যায়। উভয়োঃ—দুইজনের। অপি—ও। সংযোগঃ—সম্পর্ক। তৎকৃতঃ—তদুৎপন্ন। সর্গঃ—সৃষ্টি।

বঙ্গার্থঃ। পুরুষের কৈবল্যার্থ ও প্রধানের পুরুষকর্তৃক দর্শনার্থ পুরুষপ্রকৃতির সংযোগ উপস্থিত হয়। যেমন পঙ্গু ও অন্ধের (সংযোগ।) মহদাদি সৃষ্টির সেই সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এ জড়চিতের অন্যোন্যাধ্যাস বশতঃ ধর্ম্মাবভাস ভ্রমাত্মক, এ ভ্রান্তির একমাত্র নিদান উভয়ের সংযোগ। যদি এই সংযোগ প্রকৃত পক্ষে প্রমাণিত না হয়, তবে সে আশার কুসুম চিত্তশাখায়ই শুকাইল। এ দারুণ দুর্দ্দৈব যাহাতে উপশান্ত হয়, তজ্জন্য চেষ্টাকরা আবশ্যক। সংযোগের নিমিত্ত নির্দ্দেশ করাই এখন উদ্দেশ্য, "সংযোগ" "অপেক্ষা" ভিন্ন সম্ভাবনার সহিত পরিচিত হইতে পারে না। অলিকুল আকুলভাবে রসালশাখায় সমাসীন হইল, এ সংযোগ কি জন্য? ইহাতে কি কাহারও প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে? অবশ্য কাহারও জুড়ান সম্ভব। মধুব্রতের স্বীয়নামের সার্থকতা সম্পাদনে "অপেক্ষা" আছে, তাই এ সংযোগ। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে সংযোগের "অপেক্ষা" ও "উপহার" এই দুইটী মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, সুতরাং প্রকৃতি পুরুষসংযোগেও এ দুইটী থাকা বিধেয়, নচেৎ কল্পনার অসম্পূর্ণতা অপরিহরণীয়া। পুরুষকর্তৃক প্রধানের দর্শন আবশ্যক, দর্শন ভোগ। যাহার ভোগ্যতাসাধন আবশ্যক, তাহার সহিত ভোক্তার একটু সম্বন্ধ থাকাও চাই। নিজের আচরণাদি বিষয় প্রকৃতি পুরুষকে দর্শন করান; এই জন্যই প্রকৃতির পুরুষে "অপেক্ষা" আছে, উপকার আত্মপ্রদর্শন। এইরূপ পুরুষও প্রকৃতির অপেক্ষা করেন, উপকার তাপত্রয় বিগম। পুরুষ ভোগ্যবিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া জড়গত তাপানল, অজ্ঞান বশতঃ আপনাতেই অনুভব করেন, পরে ঔপচারিক দুঃখধূমকেতুর প্রশমন বিষয়ে প্রযত্নপর হয়েন। প্রকৃতি-পুরুষের অন্যথাজ্ঞান দুর্ব্বিপাক দমনের অসাধারণ কারণ, অন্যথাজ্ঞান তাৎপর্যতঃ ভেদজ্ঞান; ভেদজ্ঞান প্রতিযোগি-পদার্থের অপেক্ষা করে, সুতরাং পুরুষ, প্রকৃতির অপেক্ষী। তিনি দুঃখদহনে আপনাকে আহুতি প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন না, শান্তিবারিবর্ষণে তাপাগ্নির নির্ব্বাপন তাহার অভিপ্রেত; সাধনানুসন্ধানে অনন্যোপায় হইয়া তিনি ভেদজ্ঞান ও প্রকৃতি সতীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুরুষস্য কৈবল্যার্থং প্রধানস্য দর্শনার্থং, এইরূপ অন্বয় করিলে দূরতা দোষ ঘটে বটে, কিন্তু তাহা পণ্ডিত মণ্ডলীর অভিপ্রেত; সুতরাং অস্মাদৃশ লোকের ও তাহাই স্বীকার্য্য বিষয়। সংযোগ বিষয়ে অপেক্ষা প্রয়োজন যুক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, যেমন পঙ্গুব্যক্তি এবং অন্ধ ব্যক্তি পরস্পরের

অপেক্ষায় উপকার পাইতেই সংযুক্ত হইয়াছিল; তদ্রূপ পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ। বিধির বিধানে লোচনহীন ব্যক্তি গতিশক্তি সম্পন্ন হইলেও, স্বাভিপ্রেত স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে গমন করিতে সক্ষম হয়, গমনাসমর্থ চক্ষুষ্মান ও তথৈবচ। প্রয়োজন সততই পথপ্রদর্শক, অন্ধের চক্ষুষ্মানের অপেক্ষা, গতিমানের অপেক্ষাও গতিহীনের স্বতঃই বিদ্যমানা। চক্ষুষ্মান্ পথের পরিচয় দিলেন, গতিমান্ তাহাকে বহন করিয়া লইল, উভয়েরই উপকার ও অপেক্ষা হইতে সংযোগের সিদ্ধি হইল। প্রকৃতির জড়তাবিশতঃ গত্যাদিজড়ধর্ম্ম তাহাতে আছে, পুরুষ দ্রষ্টা, তাহার দর্শনে সামর্থ্য আছে, দ্রষ্টার সংযোগে জড়ের গতিপরিণতি ঘটিল; প্রকৃতির স্বপ্রদর্শন সত্যই হইল, পরিণতিবলে দ্রষ্টার দুঃখরজনীর ঊষাকাল ক্রমেক্রমে আপন অঙ্গ প্রকাশ করিতে লাগিল। সংযোগ হইতে ভোগ-মোক্ষ নিষ্পন্ন হয়, সংযোগ ভোগের জোগাড় করিতে না পারিলে, মোক্ষের দিকে লক্ষ্য করিতে পারে না; কাজেই সংযোগ হইতে সংসার প্রসারের আরম্ভ হইল। তারপর দুর্দ্দশার প্রপীড়নে পুরুষ বিবেকী হইয়া বিশ্লিষ্ট হইলেন, সকল সংসার জ্বালা জুড়াইয়া সুশীতল হইলেন, তখন স্ব-স্বরূপে অবস্থান। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইতেছে, যে সংযোগ ভোগাপবর্গার্থ সাধনের জন্য, তাহাতেই সৃষ্টির আবশ্যকতা, তৎপরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ; অতএব সংসার সৃষ্টি সংযোগজ, সন্দেহ নাই। এরূপ মহদুপকার ও প্রবল অপেক্ষা সত্ত্বে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ অমূলক বলিতে প্রবৃত্তি হইবে বা কেন?

প্রকৃতে র্মহাংস্ত তোহ হঙ্কার স্তস্মাদ্ গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতা ন ॥২২॥

পদপাঠঃ। প্রকৃতেঃ। মহান্। ততঃ। অহঙ্কারঃ। তস্মাৎ। গণঃ। চ। ষোড়শকঃ। তস্মাৎ। অপি। ষোড়শকাৎ। পঞ্চভ্যঃ। পঞ্চভূতানি ॥

ব্যাখ্যা। প্রকৃতেঃ—প্রকৃতি হইতে। মহান্—বুদ্ধিতত্ত্ব। ততঃ—তাহাহইতে। অহঙ্কারঃ—অভিমানাত্মক অন্তঃকরণপদার্থ। তস্মাৎ—তাহা (অহঙ্কার) হইতে। গণঃ-সমূহ। চ—ও। ষোড়শকঃ—ষোড়শটী (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র)। তস্মাৎ—সেই (তাহা হইতে)। অপি—ও। ষোড়শকাৎ—ষোড়শসংখ্যা পরিমিত সমূহের মধ্যে। পঞ্চভ্যঃ—পঞ্চতন্মাত্র হইতে। পঞ্চমহাভূতানি—পাঁচটী স্থূলভূতের (উৎপন্ন হইল।)

বঙ্গার্থঃ। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতেও একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই ষোলটী; সেই ষোলটীর মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পাঁচটী স্থূলভূত উৎপন্ন হইল।

বিশদব্যাখ্যা। জড়জগতের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মূলতত্ত্ব কপিল মতে ক্রম বিকাশ। আধুনিক ক্রম বিকাশ মতের মত ইহার চরম বিকাশ অদ্যাপি পূর্ণতা লাভ করে

নাই, এমন নয়। বিকাশের শেষস্তর যখন গঠিত হইল, তখন মিশাইয়া জগত গড়া হইতে লাগিল; ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায়। প্রকৃতি এই দৃশ্যমান বিশাল বিশ্বের অব্যক্ত অবস্থা বই আর কিছুই নয়; প্রকৃতি,মহত্তত্ত্ব, ইহারা বস্তুতঃ পৃথক্ পদার্থ নহে, কার্য্যকারিতাও সাময়িক অবস্থা বিশেষে বস্তুবর্গ স্বতন্ত্র নামে পরিচিত হয়। বীজের ভিতর অপ্রকাশিত ভাবে বৃক্ষ বিদ্যমান, বীজ যখন আরও একটু বিস্তৃতিলাভ করিল, সামান্যতঃ আকার পরিবর্ত্তন ও কার্য্যকারিতা অন্যরূপ হইল, তখন নাম দিলাম, অঙ্কুর, ক্রমশঃ উহাই স্বতন্ত্রাকার ধারণ করিয়া পত্র, কাণ্ড, শাখাদি সংজ্ঞায় সমাখ্যাত হইয়া পরিশেষে বৃক্ষ বলিয়া বিখ্যাতি লাভ করিল। উহাতে যেরূপ অবাখ্যান্তর কারণবশতঃ অঙ্কুরাদি কয়েকটী স্তর কল্পিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি জগতের অব্যক্তাবস্থাস্বরূপ বলিয়া উহাকে অব্যক্ত বলা হয়। রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ এই তিন জাতীয় মহাণুর বিবিধ সংযোগ-বিয়োগে এই বুদ্ধ্যাদি তত্ত্ব অবস্থাবশে পরিণতি প্রকোপে নব নব আকার ধারণ করিয়া, আমাদের লোচনপথ অলঙ্কৃত করিতেছে। বৈষম্য অর্থাৎ কমিবেশীভাব হইতে পদার্থের পার্থক্য, যখন বৈষম্য ঘটে নাই, মহাণু অবিকৃত ভাবে পিণ্ডিত আছে, তাহারই নাম প্রকৃতি। মহত্তত্ত্ব বৈষম্যের প্রথম পরিচয়ে ক্ষোভিত দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মক অন্তঃকরণ। জড়জগৎ আপনার স্বতন্ত্র সত্তা পায়না; কাজেই জ্ঞানে মিশিয়া ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়া প্রকাশিত হয়। বহির্জ্জগৎ কপিল মতে ও অন্তর্জ্জগতের বিকাশ বই আর কিছুই নয়; তবে জ্ঞানৈকবাদী যেমন জ্ঞানের অবস্থা বিশেষও জ্ঞানের সঙ্গেই বিলীন একটী পদার্থ বলেন, ইহারা তাহা বলেন না, জ্ঞানের সহিত দ্রব্যাত্মক জড় মিশামিশি লাভ করিল, সান্নিধ্য বশতঃই ক্রিয়ার আবির্ভাব হইল, এই দ্রব্যজ্ঞান ক্রিয়াত্মক জড়চিৎ সক্রিয় অন্তঃকরণ পরিণতি স্বভাব বলিয়া কোনও স্থানে জড়াংশগত বৈষম্য, কোথাও বা চিদংশগত বৈষম্য, আর কোনওখানে ক্রিয়ার বৈষম্য হেতুক অনন্ত আকার গ্রহণ করিয়াছে। জড়চিতের ক্রিয়াশ্রয় জড়চিৎ কার্য্যেই দেখা যাইতেছে, জ্ঞানের জড়াত্মক ছায়াময় কার্য্য বলিয়া, এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিশ্বকে বিশ্বাস করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় না; অহঙ্কারও ঐরূপ অন্তঃকরণ বস্তু বিশেষ, বেশীর ভাগে কেবল অভিমানটুকু সেখানে বিদ্যমান। বুদ্ধির অসাধারণ ব্যাপার ছিল অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞান, অভিমান এখানে বুদ্ধির পরিণাম হইতে সংজাত স্বতন্ত্র ব্যাপার। সংযোগ-বিয়োগ অবস্থা পরিবর্ত্তনে নূতন গুণের আবির্ভাব অনুভব বলেই সিদ্ধ হয়; অধ্যবসায় না থাকিলে, তদ্বিষয়ে অহঙ্কারের উদয় হয়না। আমি যদি নিশ্চিতরূপে জানি যে, আমি ভদ্রবংশজ, তবেই আমার তদ্বিষয়ে গর্ব্ব হইতে পারে; ভ্রমবিশ্বাসে ও গর্ব্বের আবির্ভাব হয়, এবং ঐ বিশ্বাসকে নিশ্চিত বলিয়াই তখন বিবেচনা করা হয়। ব্যাপার দ্বয়ের পরস্পর কার্য্যকারণ-ভাব বলে অহঙ্কারের ও বুদ্ধির কার্য্যকরণভাব অনুমান করা যায়। অহঙ্কার হইতে একেবারেই একাদশটী

ইন্দ্রিয় ও পাঁচটী তন্মাত্র অর্থাৎ ভূতের সূক্ষ্মাবস্থা উৎপন্ন হইল। অহঙ্কার ক্ষিপ্রকারিতার অনেকাংশে নিমিত্ত, তজ্জন্যই অনেকগুলির তত্ত্ব অহঙ্কারের পরবর্ত্তী বিকাশ। ইন্দ্রিয় গুলি জ্ঞান ও ক্রিয়ার হেতুভূত অন্নংশ, সূক্ষ্মতা নিবন্ধন শক্তিমাত্র বলিয়াই বোধ হয়, সাংখ্য মতের ত্রিগুণ (সত্ত্বরজস্তমঃ) বৈশেষিকের গুণ পদার্থ নহে, সূক্ষ্ম দ্রব্য মাত্র। তাহাদিগকেই এখানে মহাণু বা অণুশব্দ দ্বারা বলা হইতেছে, ইন্দ্রিয় গণের স্বরূপ নির্ব্বাচন যথাসময়ে করা হইবে। মনকে অনেকে ইন্দ্রিয় বলিতে নারাজ। জ্ঞান সাধক হইলে ইন্দ্রিয় শব্দটী প্রয়োগ করা অসঙ্গত নয়। ভগবদ্গীতার বচন প্রমাণ তুলিয়া শব্দের জন্য বিবাদ দার্শনিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে কণ্টকাগার করিয়াছে, সন্দেহ নাই। তন্মাত্র গুলি ভূতগণের অমিশ্র ভাব, "তস্মিংস্তস্মিংস্তন্মাত্রাস্তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।" এই শ্লোকটীতে তন্মাত্র নামের হেতু বলাহইয়াছে। আকাশ যদি আকাশ মাত্রই রহিল, তবে আকাশ তন্মাত্র বলা যায়। এইরূপ পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকের বেলায়। আকাশ অবকাশ মাত্র নয়, উহাতে আণাবিকতা রহিয়াছে, যাঁহারা মিশ্রণাদি স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে অবকাশে বড় লাভ দেখিনা। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত আচার্য্যগণের অভিপ্রায় পরিস্ফুট হইবে আশা করা যায়। পঞ্চমহাভূত তন্মাত্রগণের পরাবস্থা। সূক্ষ্ম তন্মাত্র সকল পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া অপরাপরের গুণ পাইয়া, স্থূলাকারে একটী নূতন জিনিষের মত গঠিত হইয়া আমাদের অনুভূয়মান মাটী, জল, বাতাস ইত্যাদি নাম ধারণ করিল; তাহার উপর ক্রিয়া-জ্ঞান ও দ্রব্যাণুর বৈষম্যানুসারে স্ত্রী, পুত্র, বধু, বস্ত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, ছত্র, পত্র, পাত্র ইত্যাদি সকলই উৎপন্ন হইল; সৃষ্টির সংযোগ নিবন্ধন এই কথার পর সৃষ্টির ক্রম জানা আবশ্যক, এই কারিকায় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ—

মীমাংসা-দর্শনম্।

(জৈমিনি-সূত্রম্)

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানং উপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ ॥৫॥

পদপাঠঃ। ঔৎপত্তিকঃ। তু। শব্দস্য। অর্থেন। সম্বন্ধঃ। তস্য। জ্ঞানং। উপদেশঃ। অব্যতিরেকঃ। চ। অর্থে। অনুপলব্ধে। তৎ। প্রমাণং। বাদরায়ণস্য। অনপেক্ষত্বাৎ ॥

ব্যাখ্যা। ঔৎপত্তিকঃ—নিত্য। তু—কিন্তু। শব্দস্য—শব্দের। অর্থেন—অর্থের-সহিত। সম্বন্ধঃ—সম্পর্ক। তস্য—তাহার (অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণ ধর্ম্মের।) জ্ঞানং—নিমিত্ত (জ্ঞায়তেঽনেনেতিব্যুৎপত্ত্যা।) উপদেশঃ—বিশিষ্ট শব্দোচ্চারণ। অব্যতিরেকঃ—(জ্ঞানের) বিপর্য্যাস হয়না। চ—ও। অর্থে—পদার্থে। অনুপলব্ধে—(প্রত্যক্ষাদির দ্বারা) উপলব্ধির বিষয় যাহা নয় তাহাতে। তৎ—তাহা (নিত্যসম্বন্ধ বিশিষ্ট শব্দবৎবাক্য) প্রমাণং—প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের জনক। বাদরায়ণস্য—বাদরায়ণ মহর্ষির (ও এই মত।) অনপেক্ষত্বাৎ—(পুরুষান্তর অথবা প্রত্যয়ান্তরের) অপেক্ষা করেনা বলিয়া।

বঙ্গার্থঃ। শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। উহা প্রত্যক্ষাদির দ্বারা অনবগম্য অগ্নিহোত্রাদিরূপধর্ম্মের নিমিত্ত। বিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণে ও জ্ঞানের অবিপর্য্যয় দেখা যায় বলিয়া নিত্যসম্বন্ধ বিশিষ্ট শব্দবৎবাক্য প্রমিতির উৎপাদক। অপর কাহারও অপেক্ষা করেনা বলিয়াও উহা প্রমান। বাদরায়ণ মহর্ষিরও এবিষয়ে এইরূপ অভিমত।

বিশদ ব্যাখ্যা। পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রত্যক্ষপ্রমানের ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিপত্তি নাই, অনুমানাদিও প্রত্যক্ষের অপেক্ষী; তাহাদের সকলেরই ভিত্তি প্রত্যক্ষ প্রমান। যদি সকলেই ধর্ম্মাবরোধে অসমর্থ হইল, তবে প্রসিদ্ধ প্রমাণের অবিষয় বলিয়া শশশৃঙ্গাদিবৎ ধর্ম্ম মহাশয় ও অদর্শন নগরের অধিবাসী হইতে বাধ্য হইবেন, তাহাতে ইষ্টসিদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত না হইয়া, বরং বিশেষরূপেই বদ্ধ হইবে, অতএব এ অনিষ্ট পরিহারের জন্য প্রয়াস পাওয়া বিধেয়; কাজেই বর্ত্তমান সূত্রে ধর্ম্মে "শব্দপ্রমাণগম্যত্ব" ব্যবস্থাপিত হইতেছে। শব্দের সহিত তদর্থের নিত্যসম্বন্ধ। যেখানে শব্দ আছে, সেখানে তাহা তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের সহিত প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক ভাব সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াই বিদ্যমান থাকিবে। অগ্নিহোত্র হোমানুষ্ঠানে অশেষসুখনিদান স্বর্গ লাভ সম্ভব, "বেদবাক্য" নিরপেক্ষভাবে এই তাৎপর্য্য প্রচার করিতেছেন। স্বর্গাদি শব্দের সহিত যদি স্বর্গাদি পদার্থের সম্বন্ধ নিত্য হয়, এবং অগ্নিহোত্র শব্দের সহিত অগ্নিহোত্ররূপ ধর্ম্মের তদর্থ বলিয়া শাশ্বতিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, তবে "বেদবাক্য" যে ধর্ম্মে প্রমাণ একথা সুসঙ্গত হইতে অসম্ভাবনা রহিল কি? নিত্যসম্বন্ধই সকল আশার মূলতত্ত্ব, প্রত্যক্ষাগম্য পদার্থ অনুমান দ্বারা প্রতীত হইতে পারে। অনুমান বল যেখানে পরাভূত হয়, সেখানে ও উপমানের পরাক্রম প্রভূতভাবে উপলব্ধ হয়। এখানেও প্রত্যক্ষাদি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং শব্দ প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশায় সজ্জিত হইতে হইতেছে। উপদেশ পরম্পরা দ্বারাও নিমিত্ততা প্রমাণীকৃত হইতে পারে। প্রাচীন কাল হইতে যে সিদ্ধোপদেশ ব্যবহার চলিতেছে, তাহা যদি যথার্থ হয়, তবে শব্দার্থসম্বন্ধ নিত্য সিদ্ধ সন্দেহ নাই। উপদেশ অনর্থক বলাও বিড়ম্বনা বিশেষ; অনন্তকাল ব্যবহার নিষ্পত্তির এক মাত্র মূলীভূত হেতু ঐ উপদেশ প্রবাহ। উহার অপলাপে ব্যবহার

বিরোধ অনুভূয়মান নিশ্চিত পরিণাম। শব্দজনিত অর্থাবগতিতে কোনও সময়ে অস-ম্পূর্ণতা ঘটেনা। জ্ঞানের বিপর্য্যয় হয়না বলিয়া প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অগ্নিহোত্র স্বর্গসাধক এই শব্দ জ্ঞান অন্য সময়ে অন্যরূপে আভাত হয় না। বাক্য স্বর্গ হইলেও পারে, না হইলেও পারে, এরূপ সাংশয়িক প্রত্যয় উৎপাদন করেনা। কালান্তরে, দেশান্তরে, পুরুষান্তরে ইহার বিপর্য্যাস অসিদ্ধ। যে শব্দের স্বর্গ হয় এই অর্থবোধনে সামর্থ্য আছে, তাহা কখনও স্বর্গ হয় না এইরূপ বিপরীত জ্ঞানের নিমিত্ত হইবেনা। শব্দ চিরকালই "স্বর্গ হইবে" বলিতেছে, সে জ্ঞান আমাদের প্রত্যক্ষানুভব। চার্ব্বাকচরণে শরণ লইয়া কাহার আশায় "স্বর্গ হয়না" এই অনুমানিক জ্ঞানের যথার্থতায় বিশ্বাস করিব? শব্দ অপর কাহার ও মুখাপেক্ষা না করিয়া স্বীয় প্রমাণ্য প্রচার করিতে প্রস্তুত, অতএব তাহা স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক।

ভাষ্যকৃৎশবর স্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তিকার মহোদয় "তস্যনিমিত্ত পরিষ্টিঃ" এই সূত্র হইতে "ঔৎপত্তিকস্তু" ইত্যাদি পঞ্চমসূত্র পর্য্যন্ত অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার বচনাবলিতে নিপুণতরভাবে অন্তঃস্রোত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া প্রীত হইতে হয়, পাঠক বর্গের পরিতুষ্টির জন্য তৎপ্রকার প্রদর্শিত হইতেছে। "তস্যনিমিত্ত পরিষ্টিঃ" সূত্রের তদভিপ্রেত তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মে যে শব্দগম্যত্ব বলা হইয়াছে তাহার পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। সূত্রের সহিত "ন কর্ত্তব্যা" এইটুকু পদ অব্যাহার করিয়া অর্থকরাই তাঁহার অভিমত। চির প্রসিদ্ধ পদার্থে পরীক্ষা প্রযত্ন প্রকৃতোপযোগী নয়, প্রত্যুত তাহাতে বৃথা পরিশ্রম মাত্র পরিণাম। সন্দেহ কুহেলিকার নিরসন মানসে পরীক্ষারূপ অরুণ কিরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যক্ষাদির ন্যায় আগম ও সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ প্রমাণ, সুতরাং পরীক্ষিতব্য নয়। সর্ব্বদা ব্যবহার নির্ব্বাহক প্রত্যক্ষ প্রকৃত পক্ষে পদার্থ-যাথার্থ্য প্রতিপাদক কিনা এই শঙ্কা যেমন স্বভাবতঃ মনুষ্যের মনে উদিত হয় না, সেইরূপ শব্দ প্রমান কিনা এচিন্তা একান্তই অসম্ভব, কেননা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে প্রসিদ্ধের পরীক্ষাপরতা অনাবশ্যক। চেৎ..প্রচলিত ব্যবহারের লোপাপত্তি।

এখানে আপত্তি হইতে পারেঃ—প্রত্যক্ষাদির ব্যভিচার দর্শন সর্ব্বসম্মত, সুতরাং পরীক্ষার দ্বারা উপযুক্তাবধারণ শ্রেয়ঃ। পৌর্ণমাসী নিশায় চারু-চন্দ্রমা যখন রুচির চন্দ্রিকামৃতচয়ে চকোরের পিপাসা মিটাইতে সুধা শীতল মানারম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গগনমার্গে উদিত হন, তাঁহার বিমল বিভায় দশদিক্ চকাসিত হয়, বিটপিবৃন্দ অমল জোৎস্নাজলে স্নান করিয়াও প্রকৃত পূত হইতে পারেনা, স্নাত অসাধুর অন্তঃকরণস্থ অজ্ঞানের ন্যায় অন্ধকারকে আপন বক্ষে লুকাইয়া রাখে, এবং মন্দানিলের আন্দোলনে শিরঃ সঞ্চালন দ্বারা "অলঙ্কারে কলঙ্কঢাকে না" এই ব্যঙ্গোক্তি বিধুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে। তখন সেই শাখিশাখায় লতা পাতার অন্তরালে

পথে রিফাইন করা যে জোৎস্নাটুকু বাতাহত ঝোপের উপর পড়িয়াছিল, তাহাকে নর্ত্তনকারিনী পিশাচাঙ্গনার পরিধেয় শুভ্রবসন বলিয়া প্রত্যক্ষ করা কি অপ্রসিদ্ধ? অমারজনীর সান্দ্রান্ধকারে চপলালোকে পথ মধ্যস্থ রজ্জুতেই প্রবীণ পথিকের সর্পদর্শন ঘটিয়া থাকে। এসকল স্থানে প্রত্যক্ষের প্রমাণ্য স্বীকার করিতে হইলে, ব্যভিচার আর কাহার কাছে দেখিতে চাহিব? অনুমানদিকে ও ঈদৃশাপন্ন হইতে দেখা যায়, অতএব শব্দের সহিত স্বতন্ত্ররূপ সম্বন্ধে সম্ভবনা সত্য নয়। এখনে দোষাদির অনু-সন্ধান না করিলে পদস্খলন সম্পূর্ণ সম্ভব; কাজেই প্রত্যক্ষাদিও শব্দ সকলেরই প্রামাণ্য পরীক্ষা করা উচিত, নচেৎ অনর্থ প্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হইবে।

প্রত্যুত্তরে বৃত্তিকার বলেন, যাহা প্রত্যক্ষ তাহার কদাচ বিপর্য্যাস প্রাপ্ত হয় না; যাহার ব্যভিচার আছে, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলি না; তদ্রূপ অনুমানাদিও শব্দ। প্রকৃত প্রত্যক্ষ কি? এই প্রশ্নের সমাধানার্থে সূত্র "তৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম সৎপ্রত্যক্ষম্ ইত্যাদি। ভাষ্যকার সৎসম্প্রয়োগেও তৎপ্রত্যক্ষম্ এইরূপ সূত্রপাঠ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বৃত্তিকার "তৎ" শব্দের স্থানে "সৎ" শব্দ ও "সৎ" পদের স্থানে "তৎ" পদ বলিয়াছিলেন। বৃত্তিকৃৎপণ্ডিতের মতে সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, যেবিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে সেই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ থাকিলে ঐ প্রত্যক্ষই প্রকৃত প্রত্যক্ষ। তাহা হইলে সর্পে চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ জনিত সর্পজ্ঞানই সৎপ্রত্যক্ষ। রজ্জু সংযোগজ জ্ঞান প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা লাভ করিতে সক্ষম হইলনা। যদি জিজ্ঞসা করা যায়, সর্পেন্দ্রিয় সংযোগজনিত সর্পজ্ঞান ও রজ্জুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন সর্পজ্ঞান এতদুভয়ের স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য নাই। তবে সর্পসংযোগও রজ্জু সম্প্রয়োগ কোথায় কি হইল কেমন করিয়া বুঝিব? তবে বলাযাবে, যেখানে অন্য সম্প্রয়োগ ঘটে নাই, তথায়ই সর্পসন্নিকর্ষ বুঝিব। আমার যদি শঙ্কা হয়, রঙ্গে চক্ষুঃ সন্নিকর্ষসত্ত্বে ও "আমার চক্ষুঃ রজত সন্নিকৃষ্ট" এইরূপ প্রতীতি হয়, এখানে অন্য সম্প্রয়োগ অবধারণ করিবার উপায় কি? তবে সে আশার ও অবকাশ নাই; কেননা এবাম্পচ্ছেদ্যতর্কে কর্কশতায় শঙ্কিত হইতে হইতেছেনা। যেখানে পরক্ষণে বিশেষ দর্শন বশতঃ বাধক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বজ্ঞান অসারতা প্রমান করিয়া দেয়, সেখানেই অন্য সম্প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। রঙ্গে রজতজ্ঞান পরে রঙ্গের বিশেষদর্শনে বাধিত হয়। যদি পুনর্ব্বার আশঙ্কা করা যায়, বাধক জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্যাবধারণ করা কষ্টকর। তখন অন্যসম্প্রয়োগ অনির্দ্দিষ্ট, সুতরাং প্রকৃষ্টরূপে পরিচায়ক আর কেহই রহিল না। তাহাহইলে আমরা সমধানে বলিব, বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের যে কেহ দোষদুষ্ট না হইলে সম্যক্ জ্ঞান সম্ভব, যদি ঘটাদি-বিষয় দূরত্বাদি দোষাক্রান্ত হয় অথবা চক্ষুঃ তিমির পিত্তাদি দোষ অভিভূত হয় তবে সৎপ্রত্যক্ষের প্রত্যাশা বৃথা এখানে আবার জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, দুষ্টতার সম্বাদ পাইতে

উপায় কি? প্রত্যুত্তরে অপর কিছুই বক্তব্য নাই; বলিবার বিষয় কেবল এইযে, বহু যত্নে ও যখন দোষ খুঁজিয়া পাইবনা তখন অদৃষ্ট বলিতে অতর্কিত ভাবে অগ্রসর হইব।

পূর্ব্ববাদীর আক্ষেপ তবুও নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই, বিশ্রামান্তে অবসর পাইয়া তিনি অকাতারে যুক্তিধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ কলিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ লৌকিক বস্তু সাধন, তাহাদের বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির দোষানুসন্ধন সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়; উপযুক্ত প্রয়াস পাইলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। শব্দ প্রমাণের বিষয় ভবিষ্যৎস্তু ধর্ম্ম। ইদানীং ইন্দ্রিয় গোচর হইতে পারে না, সুতরাং বিষয় গত দোষ রহিল কিনা তাহা বুঝা গেলনা, এরূপাবস্থায় প্রমাণ্য পরীক্ষার আবশ্যক নতুবা শব্দ অপ্রমাণ। "অনিমিত্তং" এই সূত্রাংশ দ্বারা উক্ত অভিপ্রায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। অপ্রমাণ কিজন্য? এই প্রশ্নের উত্তরে হেতু প্রদর্শিত হইতেছে যে "বিদ্যমানোপলম্ভনত্বৎ।" অর্থাৎ যাহা উপলব্ধিযোগ্য বিষয় অথচ উপলব্ধ হয় না, তাহা নাই বলিয়া বলা যাইতে পারে। পশুকাম ব্যক্তি যজ্ঞের দ্বারা পশুফল প্রাপ্ত হইবেন এই তথ্য বেদবচনে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের পরক্ষণে পশ্বাগম দেখা যায় না। যদি বলা যায় পশু থাকে,—অথচ আমরা দেখিতে পাই না, তবে ইহাবে অশ্রদ্ধেয় বচন তাহা বুঝিতে কাহারও বলযত্নের আবশ্যক নাই, কেননা পশু দর্শন যোগ্য সামগ্রী থাকিলে অবশ্যই দর্শন ঘটিত; যখন নয়ন অসমর্থ হইলেন তখন পশু নাই বলিয়াই নিশ্চয় করা গেল, যজ্ঞের পশুফলতা বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইল। এখানে ও যদি বল যায়, কালান্তরে পশুফল প্রাপ্তি সম্ভব, সে আশাও নপুংসকের দেহবসানে ঔরস সন্তান জনন প্রত্যাশার ন্যায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। বিশেষতঃ, কার্য্যকালে ফললাভ পরীক্ষিত; যখন মর্দ্দন করা যায়, তৎকালেই মর্দ্দন সুখের অনুভব, আবার যে সময় রসবদ্বস্তুর উপর রসনাব্যাপার উপস্থিত করা যায় তৎসময়েই রসাস্বাদ লাভ। যজ্ঞ মহাশয় বর্ত্তমান থাকিতে ফল প্রদানে সমর্থ হইলেন না, যখন কালের করাল কবলে কবলিত হইয়া সত্তাশূন্য হইলেন, তখন তাহার নিকট ফলের আশা অতিশয় অস্বাভাবিক। কালবিলীনের কাছে কোনও আশাই কাজে আসিতে পারে না। যদি যজ্ঞ কোনও অদৃষ্টফলের জনক বলিয়া বলা যায় তাহাতে ও স্বার্থসিদ্ধি পশ্চাতে রহিল, কারণ বেদ বলেন পশুফল হইবে, হইল একটী "অদৃষ্ট" ফল আপনা হইতেই অপমাণ্য আসিয়া পড়িল। অতএব ভূতলে ফাঁদ পাতিয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টায় যজ্ঞের "অদৃষ্ট" ফল কল্পনা করিয়া বেদ প্রমাণ্য ব্যবস্থাপনের যত্ন অতি হাস্যাস্পদ। বেদপ্রামাণ্যস্থাপনের আশা অন্তরে উঠিল, আবার তথায় নিবিয়া গেল, "অদৃষ্ট" স্বীকার তবে কি উপকারে আসিল তাহাও বিবেচ্য। বেদে বহুস্থানে সর্ব্বপ্রমান বিরুদ্ধ বাক্যাবলীর বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিচয়ন বিধান পূর্ব্বক

বেদ ঘোষণা করিতেছেন "সপ্তদশ যজ্ঞায়ুধা যজমানোঽজ্ঞসা স্বর্গং লোকং যাতি"। কিন্তু যজমান সশরীরে স্বর্গে যায় কই? তাহার দেহ দৃশ্যভাবেই বহ্নিদেবতার বিকট বদনে আহুত হইয়া ভস্মভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব এজাতীয় বাক্যে বিশ্বাস করিবার কোনও সন্তোষ জনক কারণ নাই। অসম্ভব বিষয়ের অবরোধক বাক্যটি যে শুধু জনসমাজে জঘন্য বলিয়া উপেক্ষিত হয়, এমন নহে, তাদৃশ বচনের বক্তাও বাতুল বলিয়া অবধারিত হয়। "জলে শিলা ভাসে" "অলাবু সলিলে নিমগ্ন হয়" ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করিলে যে বচন রচনাকারী হস্ততাড়নে অভিনন্দিত হন, ইহা অনুভব সিদ্ধ। পূর্ব্ব পক্ষের এই সকল আপত্তি পরিহারার্থে "ঔৎপত্তিকস্তু" ইত্যাদি পরসূত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক অর্থাৎ অপৌরুষেয়, অনাদিকাল হইতে এরূপ শব্দার্থব্যবহার প্রণালী চলিতেছে, কোন সময়ে কোনও পুরুষ স্বপ্রতিভায় শব্দ ও অর্থকে পরস্পর সম্বন্ধ করেন নাই। এই অপৌরুষেয় সম্বন্ধ নিবন্ধন "চোদনাবাক্য" স্বার্থাববোধে সমর্থ, সুতরাং শব্দের প্রামাণ্য সংশয় অনুচিত। বাক্য সর্ব্বদাই প্রমাণ, তবে যে লৌকিক বাক্য অপ্রমাণ বলিয়া বোধ হয় সে দোষ বাক্যের নিজস্ব না, পরের অসম্পূর্ণতা অর্থাৎ বক্তার দোষ বাক্য সংক্রান্ত প্রাপ্ত হয়, বাক্য চিরদিন সমান, সর্ব্বদাই প্রমাণ। জ্ঞান কখনও মিথ্যা নয়, তবে দোষ অর্থাৎ বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের ত্রুটি অনুসন্ধান করা চাই; যদি কাহার ও কোন অসামর্থ্য খুঁজিয়া না মিলিল, তবে বুঝিলাম প্রমাণ। বৈদিক শব্দের জ্ঞান বাধিত হইতেছেনা এবং সন্দিগ্ধ অথবা বিপর্য্যস্তভাবেও জন্মিতেছেনা, অতএব অসংশয় সত্য শব্দ প্রমাণ।

শব্দ ও অর্থের অপৌরুষের সম্বন্ধ বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত প্রাসাদের ভিত্তি। উহা পরুত পদার্থ, অথবা কল্পনারাজ্যের মায়াদেবী আমাদের মানসনেত্রে মোহাঞ্জন দিয়া মরীচিকা রঙ্গ দেখাইতেছেন, এই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমতঃ আমরা শব্দার্থের সম্বন্ধ পরীক্ষা করিব। মনে করা হউক আপত্তিকারীর সঙ্গে সমস্বরে আমরা বলিব "শব্দের ও অর্থের সম্বন্ধ নাই" শব্দ মহাশয় উচ্চারণের পরেই অসীম বায়ু-সাগরে ডুবিয়া কোথায় গেলেন খোঁজ নাই, অর্থ কিন্তু অদূরে ভূমির পরে যেমন তেমনি! ইঁহাদের আবার নিত্য সম্বন্ধ! যদি তাহাই হইত, তবে "রসগোল্লা" শব্দ বলিবা মাত্র সুরসে রসনার পরিতুষ্টি হওয়া উচিত। আশ্রয় এবং আশ্রিতের যে সম্বন্ধ, তাদৃশসম্বন্ধ স্বীকার করিলে কুঠার শব্দোচ্চারণে মুখকর্ত্তন ও বহ্নি শব্দের কথনে আগুণ আবির্ভূত হইলে পবন-নন্দনের প্রিয়বদস্যের পদপ্রাপ্ত হইতে পারা যায়। অতএব "কিরূপ সম্বন্ধ" নির্ব্বাচন করা উচিত। আচার্য্য বলেন, শব্দ অর্থপ্রত্যায়ক, অর্থ শব্দের প্রত্যায্য অর্থাৎ বোধ্য। পরস্পরের এরূপ সম্বন্ধ সত্বে অনুপপত্তিও নাই, আর আবির্ভাব জনিত দুর্দ্দশা ও ভাবনাও থাকিবে না। অনুভবসিদ্ধ সম্বন্ধ নাই বলিলে লাভনাই।

যে শব্দ কখনও শ্রুতিপথে আগত হয়নাই, তাহা প্রথমে শ্রবণ করিলে কোনওরূপ অর্থেরই অর্থবোধ জন্মেনা, যদি নিত্যসম্বন্ধ হয়, তবে এ ব্যভিচার দর্শনের অবসর কোথায়? ইহা হইতে অনুমান করাযায়, প্রথম শ্রবণের পর শব্দার্থসম্বন্ধ জন্মে, তৎপর ব্যবহার প্রবৃত্তি। এখানে আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, "দৃষ্টমূলক অনুমানই গ্রাহ্য" যে সকল শব্দ অর্থপ্রত্যয়ের কারণ হইতেছে, তাহাদের সহিত সম্বন্ধাবধারণ করিতে যাওয়াই সঙ্গত। কোনও সময় একটী শব্দ অর্থজ্ঞানের কারণ হইল না, তাহাতে তাহার অপরাধ কি বুঝিনা? কারণ-কূটের একত্র সমাবেশ হইলে, কার্য্যদর্শনের আশা, উপযুক্ত কারণও সহকারিগণের অপেক্ষা করে, চক্ষু প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ নয়ন, আলোক বিষয়ের যোগ্যতা ইত্যাদির সাহায্যেই কৃতকার্য্য হয়। অন্ধকারের আধিপত্য যে রাজ্যে অতিশয় প্রবল, সেখানে বিষয়ের চাক্ষুষজ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া লোচন দোষী হইতে পারে না। শব্দ অর্থপ্রত্যায়ক, অসংশয়িত সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় শ্রবণাদি সহকারিকারণের বশবর্ত্তী হইলে তাহার কারণতার ব্যাঘাত হয় কেমন করিয়া?

সম্বন্ধের অপৌরুষেয়তায় আপত্তি হইতে পারে, পরম পুরুষ পরমেশ্বর শব্দও অর্থের সম্বন্ধ ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। সম্বন্ধ পুরুষকৃত। অসাধারণশক্তিসম্পন্ন জনের অসাধ্য কি? এরূপ সিদ্ধান্তে মীমাংসকাচার্য্যের সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্মতি নাই। তাঁহাদের মতে সম্বন্ধকর্ত্তা পুরুষ প্রমাণসিদ্ধ নহে, প্রাচীনকালে অনন্তসামর্থ্যের নিদান মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত ছিলেন ইহাতে সন্তোষজনক কারণ নাই। বর্ত্তমান সময়ে তাদৃশ মহাশক্তিমান্ বিদ্যমান আছেন এ কথায়ও বিশ্বাসস্থাপন কষ্টকর। যদি কোনও পুরুষ শব্দার্থসম্বন্ধ প্রবর্ত্তক হইতেন, তবে শব্দব্যবহার প্রণালীতে তাঁহার প্রতিভাময় সমুজ্জ্বলচিত্র স্মৃতিফলক অলঙ্কৃতকরিয়াই সম্বন্ধ থাকিত। এরূপ অসামান্যব্যাপারের আবিষ্কর্ত্তার "পবিত্রস্মৃতি" স্মরণসম্বল মানবজাতির হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হওয়া কি সম্ভব? যে মনুষ্যসমাজ ও তাহার অস্তিত্ব কতকগুলি অতীতস্মৃতির পরিণতিরূপে আমরা অনুভব করিয়া থাকি, তাহা যে একটী অসামান্য স্মৃতি হারাইয়াও আত্মসত্তায় বঞ্চিত হয় নাই, ইহাও কি সামান্য আশ্চর্য্যের কথা! কেহ কোনও নূতনতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া জাগতিক জীব লীলাশেষ করিলেও, যতদিন তাঁহার আবিষ্কৃত-সত্য মনুষ্য সমাজ একেবারে বিস্মৃত না হইতে পারে, ততদিন প্রসঙ্গে তাঁহার পবিত্রমূর্ত্তি কল্পনাতুলিকায় আঁকিয়া হৃদয় ফলকেই স্থান নির্দ্দেশ করে। যিনি বহুদিন পূর্ব্বে কতকগুলি লৌকিক পরিভাষা প্রকৃতোপযোগী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সেই শব্দপারাবার পারঙ্গত মহামুনি পাণিনি মহাশয়, "বৃদ্ধি" এবং "নদী" প্রভৃতি সংজ্ঞার অধ্যয়নকালে ব্যাকরণাধ্যায়ি--ছাত্র গণের দ্বারা স্মৃত হয়েন এটী অননুভূত নহে। তদ্রূপ ছন্দঃশাস্ত্র পাঠে 'ম' প্রভৃতিকে "তিনটী গুরুবর্ণ" ইত্যাদিরূপে যাঁহারা অবগত হন, তাঁহার এই প্রথার প্রথম

আবিষ্কর্ত্তা আচার্য্যচূড়ামণি পিঙ্গলকেও সেই সঙ্গে জানিয়া থাকেন। শব্দার্থসম্বন্ধে তাদৃশ কোনও পুরুষের স্মরণ নাই, সুতরাং প্রবর্ত্তক পুরুষের প্রমাণগম্য একথায় বিশ্বস্ত হইতে প্রবৃত্তি হয় না।

কার্য্য অর্থাৎ সম্বন্ধ দর্শনে কর্ত্তার অনুমান করিতে গেলেও তাহা সম্ভবপর নহে। কার্য্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে কর্ত্তার আবশ্যকতা। সম্বন্ধ যে কার্য্য তাহা কি মনোরথ মাত্রেই সিদ্ধ হইবে? অনাদিকাল হইতে জগতে শব্দার্থব্যবহার প্রবাহ একরূপে প্রবর্ত্তিত আছে। সিদ্ধোপদেশ দ্বারা গুরু-শিষ্য-প্রশিষ্যাদি-পরম্পরাক্রমে ইহা সাধারণ্যে পরিগৃহীত হইয়া অসিতেছে। অনাদি সংসারে অনাদিব্যবহার প্রবাহের "কর্ত্তা" খুঁজিতে গেলে কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব, তাহা অনির্দ্দিষ্ট। বৃদ্ধব্যবহারে বালকের জ্ঞান জন্মিল, বালক আবার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উপদেশ দিতে লাগিল, এইরূপে উপদেশ ও ব্যবহার সন্দর্শনে অপরের মধ্যে অবগতি ও ব্যবহারের বহুল প্রচার চলিতে লাগিল।

যখন ব্যবহর্ত্তা বা উপদেষ্টা কেহই ছিলেন না, অথচ কতকগুলি শব্দ ও সম্বন্ধশূন্য অর্থছিল। শব্দার্থ সম্বন্ধ বলা যায় না, পরে ব্যবহারানুরোধে ইহা প্রবর্ত্তিত হয়, অতএব পুরুষকৃত একথাও অকিঞ্চিৎকর শঙ্কার আবির্ভাব জন্মায়; এখানে সমাধানে বলা আবশ্যক ওরূপ "ছিলনা" সময়টাও "ছিলনা" বলাযায়। প্রথমব্যবহারনিষ্পত্তিতে ও সম্বন্ধের অপেক্ষা, সুতরাং অনাদি সম্বন্ধকে স্বেচ্ছামতরূপে রঞ্জিত করা যায়না। শব্দ অর্থাববোধ প্রত্যক্ষ, পৌরুষসম্বন্ধ পক্ষে তাদৃশপুরুষ, ব্যবহারের সাদিত্ব, ও অপ্রমাণ সময় ইত্যাদি কল্পনাজালের অন্তরালে থাকিতে হয়, অনাদি ব্যবহার অনাদি সম্বন্ধের অনুকূল। উপদেশে সম্বন্ধের প্রচার সাধন মাত্র। সম্বন্ধ অপৌরুষেয়, উপদেশাদির দৃষ্টান্তান্বেষণে ব্যাগ্র হইতে হইবে না। নিজের বাল্যজীবন স্মরণ করিলে অনাদিসম্বন্ধই উপদেশদ্বারা ব্যবহারাপাদন করিতে পারিয়াছে বুঝা যাইবে, অন্যথাকল্পনা প্রয়োজন দেখি না।

আরও একটী হেতু-অব্যতিরেক। শব্দব্যবহার সর্ব্বত্রই সমান। একত্র যেরূপ শব্দার্থ সম্বন্ধ অপরত্র তাহার ব্যতিরেক দেখা যায় না, "গো"শব্দে জনপদবাসীরাও পশুবিশেষকে বুঝে, গ্রামবাসীরাও তাহাই; যদি নিত্যসম্বন্ধ না হইত, তবে দূরদেশস্থ সকল ব্যক্তি সে শব্দে সে অর্থ বুঝিত না। যদি বলাযায় প্রচারকেরা ভিন্ন২ দেশে এবং স্থানে অথবা একজনই এই বিপুল জনসমাজে শব্দার্থ সম্বন্ধ প্রচার করেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নয়, কেননা, যে সময়ে ৺কাশীধামে যাইতে প্রস্তুত হইলে যাত্রীর জীবশশী অচিরাৎ অস্তমিত হইবে বলিয়া অবধারিত হইত, সে দিনে কি একজন ব্যক্তির সমগ্রমানবসমাজে স্বকৃত সম্বন্ধের প্রচার করা সম্ভব; বহুল প্রচারকের ও প্রমাণ নাই। এখানে অনেক আধুনিক আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, "গো"শব্দে আমেরিকার অধিবাসীরা গরু বুঝে না, তবে নিত্যসম্বন্ধ কিরূপ? ইহা তাহারমধ্যে একটী। এপ্রসঙ্গে আচার্য্য-

চরণ চিন্তা করিয়া বলিব, একই শব্দ, ব্যক্তিভেদে, দেশভেদে অবস্থা অর্থাৎ শরীরের ভাবভেদে নানারূপে উচ্চারিত হয়। বিশেষকারণে এরূপভাবেই নীত হয় যে, পরিশেষে উহা পৃথক্ শব্দ বলিয়া প্রতীত হয়; বস্তুতঃ উহা এক, সন্দেহ নাই। আমরা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, একইশব্দ দেশীয় ভদ্রলোকেরা একভাবে ও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরা অন্যরূপে উচ্চারণ করেন, এমন কি পরস্পরের কথোপকথনে উভয়ের বাক্য একরূপ বলিয়াও বোধ হয়না, কিন্তু তাহা এক শব্দ বই ভিন্ন নহে। নদীয়া ও চট্টগ্রামনিবাসী ব্যক্তিদ্বয় যদি এক শব্দোচ্চারণ করেন, তাহাহইলও উভয়ের উচ্চরিত শব্দ একবলিয়া শ্রোতার ধারণা হয়না। সংস্কৃত ভাষার একটী শ্লোক পড়িলে বঙ্গবাসী ও উত্তর পশ্চিমবাসী একরূপই বুঝিবেন, কিন্তু পরস্পরের উচ্চারণে উভয়ের অর্থবোধে বাকি থাকে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই প্রাচীন সিদ্ধান্তের সন্নিহিত হইয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষের উন্নতির দিনে আর্য্যমুখে উচ্চারিত "গো" শব্দ বিদেশীয় Cow শব্দ হইতে ভিন্ন হইতে নাপারে। বিশেষ২ কারণে ব্যতিক্রম হইতে পারে, নচেৎ শব্দের সাদৃশ্য ও বস্তুতঃ একত্ব অসন্দিগ্ধ।

ইহার পর ও যদি কেহ সম্বন্ধ পুরুষকৃত বলিতে চাহেন, তবে "অব্যতিরেকঃ" শব্দের প্রকারান্তর ব্যাখ্যার দ্বারা যে পথেও কণ্টকার্পণ করিতে পারা যায়, যখন সম্বন্ধ কৃত তখন কেহ করিয়াছেন। যিনি সম্বন্ধ করিবেন, তিনি অবশ্য বাক্য প্রয়োগ করিবেন। তাঁহার উচ্চরিত বাক্যের সহিত তদর্থের সম্বন্ধ ছিল অথবা তিনি করিলেন, যদি তিনি করেন, তবে আবার পদপ্রয়োগ, আবার অর্থ সম্বন্ধ। এইরূপ অপ্রামাণিক অনবস্থা আসিয়া আক্রমণ করে, প্রাচীন ব্যবহার নির্ব্বাহক কতকগুলি শব্দ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল, যদি করা হয় তবে প্রাচীন সময়ে যেরূপে ব্যবহার চলিত, বর্ত্তমানে ও তাহাই হউক, শব্দার্থ, সম্বন্ধ বিহনে ব্যবহার উপপন্ন হয় না, সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, যাঁহাকে আমরা সম্বন্ধ কর্ত্তা বলিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তিনি ও শব্দ ব্যবহারার্থ অসম্বন্ধ শব্দের প্রয়োগ না করিয়া সম্বন্ধেরই প্রয়োগ করিতেছেন। যদি তৎপূর্ব্বেও সম্বন্ধ ছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তবে হাহা আমাদের অভিলষিত তাহাই সুসম্পন্ন হইল, তিনি সিদ্ধ সম্বন্ধের উপদেষ্টা মাত্র হইলেন। তাহা হইলে প্রতীত হইল, সম্বন্ধ ব্যতিরিক্ত কাল হইতে পারিবেনা অর্থাৎ যে সময় শব্দ আছে, অর্থ ও আছে,—অথচ সম্বন্ধ নাই, এরূপ কাল নাই। কেননা সম্বন্ধ কর্ত্তা ও সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া শব্দ ব্যবহার করিতে পারিলেন না, ইহাতে বুঝাগেল সম্বন্ধ অপৌরুষেয়। পুরুষের দোষ শব্দ সংক্রমিত হইবার সম্ভাবনা এখানে নাই, কাজেই ইহা প্রমাণ। শব্দ প্রমাণ বলিয়া বাক্য ও প্রমাণ। বাক্য শব্দসমুদয় ভিন্ন নূতন কিছু নয়। আরও দেখা যায় শব্দ ইতরানপেক্ষ হইয়া স্বার্থবোধনে সমর্থ, শব্দ যে প্রমাণ তাহা ব্যবস্থাপিত হইল। অতএব "চোদনালক্ষণঃ" এই

ধর্ম্মলক্ষণ দোষ নির্ম্মুক্ত। বেদের প্রামাণ্য নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে যে সকল বিগান দেখান হইয়াছে, প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতি শঙ্কায় এখানে তাহার সমাধান করাহইল না। তত্তদধিকরণের ব্যাখ্যায় ও সকল শ্রুতিবাক্যের সার্থক্যসাধনে আচার্য্যগণ যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা যথাস্থানে প্রকাশ করিতে ইচ্ছারহিল। (ক্রমশঃ)

যশোহর, ব্রহ্মচারি-আশ্রম। শ্রীকেদার নাথ ভারতী সাংখ্যরত্ন-সাংখ্যতীর্থঃ।

প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও সরলব্যাখ্যা।

ষড়দর্শন ভাগের সময় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে একশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গৌতম ঋষি ন্যায় শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক এবং কণাদ ঋষি বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা। উভয়েই উদ্দেশ্য, লক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারাই সমস্ত তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া থাকেন। প্রতিপাদ্য বিষয়ের নামকরণকে উদ্দেশ্য বলে; বস্তুর পরিচায়ক ধর্ম্ম বা গুণকে লক্ষণ বলা যায়; যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনকে পরীক্ষা বলে। গৌতমের প্রণীত ন্যায়সূত্র পাঁচ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগকে এক এক অধ্যায় বলে, প্রত্যেক অধ্যায় দুই দুই আহ্নিকে বিভক্ত এবং প্রত্যেক আহ্নিকে কতকগুলি প্রকরণ আছে, প্রতি প্রকরণে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

ন্যায় দর্শনের প্রথম সূত্রে পদার্থের সাধারণতঃ উদ্দেশ করা হইয়াছে। গৌতমের মতে পদার্থ ষোলটী; যথা ১প্রমাণ, ২প্রমেয়, ৩সংসার, ৪প্রয়োজন, ৫দৃষ্টান্ত, ৬সিদ্ধান্ত, ৭অবয়ব, ৮তর্ক, ৯নিরম, ১০বাদ, ১১জল্প, ১২বিতণ্ডা, ১৩হেত্বাভাস, ১৪ছল, ১৫জাতি, ১৬নিগ্রহ স্থান।

(১) যাহা দ্বারা যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে। প্রমার অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিষয়কে প্রমেয় বলে। কোন প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনিশ্চিত জ্ঞানকে সংসার বলে। ঐ সংসার নানাবিধ প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে; যেমন অন্ধকারে রজ্জু দেখিলে সর্প বলিয়া সংশয় হয়, এই সংশয়ের কারণ এই যে, উভয়ের আকার প্রায় সমান এবং উভয়ই চক্র ভাবে লম্বমান রহিয়াছে। এইরূপ নানাবিধ কারণে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, ইহার বিশেষ বিবরণ সংসার নিরূপণ স্থলে উল্লিখিত হইবে।

(৪) উদ্দেশ্যকেই প্রয়োজন বলা যায়, কারণ উদ্দেশ্য ব্যতীত কার্য্য-প্রবৃত্তি হয়না। যেমন জল আনিতে বলিলাম, উদ্দেশ্য কি না পান করিব। এস্থলে পানই আমার প্রয়োজন।

(৫) লৌকিক পরীক্ষা স্থলকে দৃষ্টান্ত বলা যায়। যদি আমি বলি যে প্লেগ একটি মারাত্মক ব্যাধি, এবং যদি কেহ তাহার দৃষ্টান্ত চাহে, তাহাহইলে কলিকাতা ও বম্বে নগরে যে শত শত লোক এই রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে, দৃষ্টান্ত স্থলে ইহার উল্লেখ করিতে পারি।

(৬) কোন স্থলে সংশয় উপস্থিত হইলে, যুক্তি ও শাস্ত্রাদি দ্বারা মীমাংসিত বিষয়কে সিদ্ধান্ত বলে।

(৭) বিচার স্থলে সংশয় উপস্থিত হইলে, প্রধানতঃ যে পাঁচ প্রকার বাক্য দ্বারা ঐ সংশয় নিরাকৃত এবং প্রতিপাদ্য বিষয় স্থিরীকৃত হয়, ঐ বাক্যগুলির প্রত্যেককে অবয়ব বলে। ঐ বাক্য গুলি এই—(ক) প্রতিজ্ঞা, (খ) হেতু, (গ) উদাহরণ, (ঘ) উপলয়, (ঙ) নিগমন।

প্রতিজ্ঞা——রাম মর্ত্ত্য। হেতু——রাম মনুষ্য। উদাহরণ——মনুষ্যমর্ত্ত্য।
উপলয়——রাম মনুষ্য। নিগমন——রাম মর্ত্ত্য।

আমার প্রতিপাদন করিতে হইবে যে রাম মর্ত্ত্য, এইটী প্রতিজ্ঞা। কিসের দ্বারা আমি ইহা প্রতিপাদন করিব না রাম মনুষ্য, এইটী হেতু। রাম মনুষ্য বলিয়া যে মরিবে তাহা কোথায় পাইলাম, দেখিতে পাইযে মনুষ্য মাত্রেই মারিয়া থাকে অর্থাৎ মনুষ্য মর্ত্ত্য এইটী উদাহরণ, সুতরাং রামকে যে মর্ত্ত্য বলিয়া স্থির করিতেছি তাহার হেতু মনুষ্যত্ব, এবং মনুষ্য মাত্রেই মরিয়া থাকে ইহাও দৃষ্টিগোচর হয়, তৎপরে রামে মনুষ্যত্ব আছে এইটী উপলয়, অতএব রাম মর্ত্ত্য এইটী নিগমন।

৮। মিথ্যা সিদ্ধান্ত স্থলেই তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে, যেমন এক জন যদি বলে যে সমস্ত বাঙ্গালী মিথ্যাবাদী, তাহা হইলে এই তর্ক উপস্থিত হয় যে, রাম শ্যাম প্রভৃতি অনেকে বাঙ্গালার মধ্যে সত্যবাদী রহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারাও মিথ্যা বাদী হইয়া পড়েন, এই প্রকার আপত্তি করাকে তর্ক কহে।

(৯)। উভয় পক্ষের তর্ক বিতর্ক হইতে বিষয় অবধারণকরাকে নির্ণয় বলা যায়।

(১০)। সত্য নির্দ্ধারণ জন্য যে বাক্য প্রযুক্ত হয় তাহাকে বাদ বলে।

(১১)। তর্কে জয় লাভ করিবার জন্য যে বাক্য প্রযুক্ত হয় তাহাকে জল্প বলে।

(১২)। যে বাক্যে কেবল পরমত খণ্ডন করে, কিন্তু স্বমত সংস্থাপন করেনা, তাহাকে বিতণ্ডা বলে।

(১৩)। দোষযুক্ত হেতুকে হেত্বাভাস বলে।

(১৪)। যে বাক্য যে অর্থে প্রয়োগ করা যায়, তাহার প্রকৃত অর্থ না লইয়া অন্যার্থ কল্পনা পূর্ব্বক দোষ দেওয়াকে ছল বলে।

(১৫)। বিচার স্থলে অনুপযুক্ত উত্তরকে জাতি বলে।

(১৬)। বিচার স্থলে পরাজয়ের যাহা প্রধান কারণ হয় তাহাকে নিগ্রহ স্থান বলে; হরি বলে যে সমস্ত বাঙ্গালী মিথ্যাবাদী, আমি দেখিলাম যে রাম নামক বাঙ্গালী সত্য কথা বলে, বক্তার সিদ্ধান্ত মিথ্যা স্থির হইল, তাহার ঐ মিথ্যা সিদ্ধান্তই তাহার নিগ্রহস্থান, এ নিগ্রহস্থান বহুবিধ, উহা যথা স্থানে ব্যাখ্যাত হইবে।

(ক্রমশঃ)

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথমাধ্যায়। ১ম আহ্নিক।

——:০:——

এই দুঃখ বহুল সংসারে মানবগণের নানা প্রকারে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ঐ দুঃখ সকল তিন ভাগে বিভক্ত, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। আধ্যাত্মিক তাপ, শরীরাভ্যন্তরস্থ পদার্থ হইতে জন্মে; ইহা মানসিক ও শারীরিক ভেদে দ্বিবিধ। কামক্রোধাদির চরিতার্থতা সম্পাদন না হইলে যে দুঃখ জন্মে তাহাকে মানসিক তাপ বলে, এবং রোগাদিজনিত যে ক্লেশ হয় তাহা শারীরিক তাপ বলিয়া অভিহিত হয়। আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই উভয়বিধ তাপই বাহ্য পদার্থ হইতে জন্মে; তন্মধ্যে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি বা গ্রীষ্মাদি প্রযুক্ত ক্লেশকে আধিদৈবিক, এবং হিংস্রজন্তু প্রভৃতি প্রাণ্যন্তর জাত দুঃখকে আধিভৌতিক বলাযায়। কেহ কেহ তাপ সমূহকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদেও ত্রিবিধ বলিয়া থাকেন। এই দুঃখ সমূহের কোনও একটী উপস্থিত হইলে তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা সকলেরই সহজতঃ জন্মে; কিন্তু অনেকে উপস্থিত দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তিতেই নিশ্চেষ্ট থাকেন, ভবিষ্যতেও যাহাতে ক্লেশের উৎপত্তি না হয়, তৎপক্ষে তাঁহাদের সাংসারিক বিষয়ে উৎকট বাসনা চেষ্টা করিতে অবসর দেয়না। একদা তাপ ত্রয় পরাহত বিবেকযুক্ত কতিপয় বিশ্বাসী শিষ্য, বেদাদি অধীত শাস্ত্র সমূহ হইতে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারকে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির কারণ বলিয়া অবধারণ করেন, পরে তাঁহারা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পথ জিজ্ঞাসু হইয়া, পরম কারুনিক সংসার বিরক্ত তত্ত্বজ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন মহামুনি কণাদের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করাতে, মুনি উক্তশিষ্য মণ্ডলীর পরিজ্ঞানের জন্য এই দর্শন

প্রণয়ন করিলেন। এই গ্রন্থে প্রথমাধ্যায়ে সাধারণতঃ পদার্থ সমূহের নির্ব্বাচন,
দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্রব্যের নিরূপণ, তৃতীয়াধ্যায়ে যুক্ত্যাদিদ্বারা আত্মার ও মনের স্বরূপ
নিরূপণ, চতুর্থাধ্যায়ে শরীর ও তদুপযোগি-পদার্থের বিচার পূর্ব্বক নির্দ্দেশ, পঞ্চমাধ্যায়ে
কর্ম্মের প্রতিপাদন, ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্রৌত ধর্ম্মের বিচার, সপ্তমাধ্যায়ে গুণও সমবায়ের প্রতি-
পাদন, অষ্টমাধ্যায়ে জ্ঞানোৎপত্তি ও তাহার কারণাদির নিরূপণ, নবমাধ্যায়ে বুদ্ধির
প্রকার বিশেষের প্রতিপাদন, এবং দশমাধ্যায়ে সুখ দুঃখাদিরূপ আত্মগুণের ভেদ
প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যদ্যপি এই গ্রন্থে পদার্থ নিরূপণেরই প্রাচুর্য্য দেখা যায়,
তথাপি ধর্ম্মই পদার্থ তত্ত্বজ্ঞানের মূলীভূত কারণ; সুতরাং ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ইহা বিবে-
চনা করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন সময়ে অগ্রে ধর্ম্ম নিরূপণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন॥

অথাহতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥১॥

পদব্যাখ্যা। অথ—অনন্তর, শিষ্যজিজ্ঞাসা করিবার পর। অতঃ—একারণ, অসূয়াদি
দোষ রহিত শ্রবণাদি বিষয়ে সক্ষম শিষ্যগণ উপদেশ প্রার্থী হইয়াছে এজন্য। ধর্ম্মং—ধর্ম্মকে।
ব্যাখ্যাস্যামঃ—ব্যাখ্যা করিব, লক্ষণ ও স্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরূপণ করিব।

অনুবাদ। অসূয়াদি দোষ রহিত শিষ্যগণ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু হওয়ায়, তাহাদের জিজ্ঞা-
সার পরে মহর্ষি বলিতেছেন তিনি ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবেন।

তাৎপর্য্যার্থঃ। জিজ্ঞাসা ব্যতীত ধর্ম্ম নিরূপণ করিলে, তাহা নিষ্প্রয়োজনীয়
বলিয়া অর্থান্তর অর্থাৎ অজিজ্ঞাসিতাভিধানরূপ নিগ্রহস্থান ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া
অন্যকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইতে হয়, একারণ অথ শব্দের দ্বারা শিষ্য জিজ্ঞাসার আনন্তর্য্য
দেখাইয়াছেন, পরন্তু অথ এই শব্দের উচ্চারণটী ও মাঙ্গলিক, তাই তদ্দ্বারা মঙ্গল
সূচনা করিয়া, গ্রন্থারম্ভ সময়ে বিঘ্ননাশের নিমিত্ত শিষ্টেরা যে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন
তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্থলে শিষ্যের জিজ্ঞাসাথাকাতেই ধর্ম্ম ব্যাখ্যানের প্রয়ো-
জনীয়তা রহিয়াছে; তবে অতঃ এই শব্দ দ্বারা হেতু দেখানের প্রয়োজন কি? যদ্যপি
এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, তথাপি যাহাদের শ্রবণাদিতে পটুতা বা গুরু বাক্যাদিতে
বিশ্বাস প্রভৃতি গুণ নাই, তাহাদের নিকট তত্ত্বজ্ঞানোপযোগি-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করার
কোনও ফল নাই, এনিমিত্ত গুনবান্ শিষ্যদিগের গুরুর নিকট উপস্থিতিই ধর্ম্ম
নিরূপণের হেতু হইয়াছে, পরন্তু অসূয়াদি দোষ শূন্য শ্রবণাদি বিষয়ে সক্ষম বিবেক
সম্পন্ন ব্যক্তিগণই মুক্তির পথপ্রদর্শক ও এই শাস্ত্রে যথার্থ অধিকারী, ইহাও সূত্রের
হেত্বংশ প্রদর্শন দ্বারা সূচিত হইতেছে।

যতোঽভ্যুদয় নিঃ শ্রেয়স সিদ্ধিঃ সধর্ম্মঃ ॥২॥

পদব্যাখ্যা। যতঃ—যাহা হইতে। অভ্যুদয়—সুখ, স্বর্গাদিসুখ। নিঃশ্রেয়স—মুক্তি,
দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি। সিদ্ধিঃ—উৎপত্তি। স—সেই। ধর্ম্মঃ—ধর্ম্মপদের প্রতিপাদ্য।

অনুবাদ। যাহা হইতে স্বর্গাদি সুখ জন্মে এবং যাহা হইতে দুঃখের আত্যন্তিকী
নিবৃত্তিরূপ মুক্তি উৎপত্তি হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে।

তাৎপর্য্যার্থঃ। পূর্ব্ব সূত্রে ধর্ম্ম নিরূপণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতে আশঙ্কা
হইতে পারে যে, ধর্ম্ম যদি কোনও অকিঞ্চিৎ কর পদার্থ হয়, তবে তাহার নিরূপণে
প্রয়োজন কি? তন্নিবন্ধনই সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থের অসাধারণ
কারণ রূপে ধর্ম্মের লক্ষণ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ধর্ম্মের অতি প্রয়োজনীয়তা দেখান
হইয়াছে, নতুবা ধর্ম্ম এই পদের প্রতিপাদ্য যে সেইধর্ম্ম এইরূপ ও লক্ষণ হইতে
পারে। এস্থলে কোন্‌টী লক্ষ্য পদার্থ এরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলেই প্রতীয়মান
হইবে যে, শ্রুতিতে উক্ত আছে "স্বর্গকামো যজেত" স্বর্গকামনায় যজ্ঞ করিবে, সুতারাং
যজ্ঞাদি কর্ম্ম স্বর্গাদি সুখের সাধক ধর্ম্ম, এবং "আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যঃ" মুক্তি উদ্দেশ্যে, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য ও নৈমিত্তিক
কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মনঃ পরিশুদ্ধ হইলে, প্রথমতঃ বেদ বাক্য হইতে আত্ম-বিষয়ক
শ্রবণ করিবে, পরে বহুহেতু দ্বারা আত্মার অনুমান করিবে, অনন্তর একাগ্রচিত্ত
হইয়া আত্মার পুনঃ পুনঃ চিন্তন রূপ নিদিধ্যাসন করিতে হইবে; তাহার পরে আত্মার
সাক্ষাৎকার অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিবে "আত্মজ্ঞাতবোনসপুনরাবর্ত্ততে" যে আত্মা
সাক্ষাৎকার করিতে পারিবে, সে আর শরীর ধারণ করিবেনা, মুক্ত হইবে। এই
সকল শ্রুতিদ্বারা আত্মবিষয়ক শ্রবণ মননও নিদিধ্যাসনাদি এবং তাহার উপযোগি
চিত্তেরপরিশোধক কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে নিবৃত্তি, এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রভৃতি
কর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই সমস্ত মুক্তির উপযোগি-ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। সূত্রে
সধর্ম্ম এই তৎপদই স্বর্গ সাধক ও মুক্তি সাধক উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের লক্ষ্যত্ব প্রতিপাদন
করিতেছে। এস্থলে ইহা বিবেচনীয় হইতেছে যে, সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তি এই দুইটী
পদার্থই আমাদের স্বতঃ প্রয়োজন, কেননা সুখের জ্ঞান হইলেই সুখের উৎপত্তি
হউক, এবং দুঃখের জ্ঞান হইলেই দুঃখ না হউক, এতাদৃশ ইচ্ছা সহজতঃ জন্মে; অন্য
যে কোন বিষয়েই ইচ্ছা হয়, তাহা সুখ কিম্বা দুঃখ নিবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া হইয়া
থাকে; একারণ সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া থাকে; এজন্য
সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিকে পুরুষার্থ বলে। পুরুষার্থ পদে পুরুষের স্বতঃ
প্রয়োজন অর্থাৎ যাহাতে ইচ্ছা সহজতঃ জন্মে, বস্তুতঃ অন্য কোন ইচ্ছার অনধীন
ইচ্ছার বিষয় যাহা হয় তাহাকে বুঝায়। এই স্বতঃ প্রয়োজনের অসাধারণ কারণ ধর্ম্ম,
এতাদৃশ সাধারণ লক্ষ্য অভিপ্রায় করিয়া গ্রন্থকার "যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ"
এই অংশ দ্বারা ধর্ম্মে স্বর্গাদি সুখ সাধকত্ব এবং মুক্তিরূপ দুঃখ নিবৃত্তির সাধকত্ব
দেখাইয়াছেন, নতুবা যাহাতে সুখ হয় এই লক্ষণ মুক্তির উপযোগি ধর্ম্মকে বুঝায়না;
কিম্বা যাহাতে মুক্তি হয় এলক্ষণও যাগাদি ধর্ম্মের বোধক হয়না। স্বর্গও মুক্তি-এই

উভয়ের জনক একটী পদার্থ নাই, এজন্য উভয়ের জনক বলিয়া লক্ষণ সম্ভবে সুতরাং ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ না বলা নিবন্ধন গ্রন্থকারের ন্যূনতা হয়। স্বতঃ প্রয়োজনের অসাধারণ কারণ ধর্ম্ম, এই সামান্য লক্ষণে অসাধারণ কারণ বলিতে; বলবদ নিষ্টের অজনক বেদবিধি বিহিত কারণ বুঝাইতেছে, অন্যথা পরপীড়ন পরস্ত্রী সম্ভোগাদি অসৎ কার্য্যও ক্ষণিক সুখের সাধক হইয়াছে বলিয়া, তাহাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অর্থাৎ অলক্ষ্যে লক্ষণ গমনরূপ দোষ হইতে পারে, এবং "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত" ইত্যাদি শ্রুতি বিহিত অভিচারানুকূল শ্যেন নামক যাগাদিতে ও অতিব্যাপ্তি হয়, উক্ত বিশেষণ দেওয়াতে পরপীড়নাদি অসৎ কার্য্য শ্রুতি বিহিত নয়, এবং শ্যেন যজ্ঞাদি বলবদনিষ্টের অজনক নয়, এনিমিত্ত তাদৃশ অতিব্যাপ্তিরূপ দোষ নাই; অতএব জৈমিনি মীমাংসা দর্শনে "চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। চোদনা শব্দে প্রবর্ত্তক বাক্য অর্থাৎ প্রবৃত্তির জনক বেদস্থ বিধি বাক্যকে বুঝায়, তাদৃশ প্রবর্ত্তক বাক্য হইতে লক্ষিত যে অর্থ অর্থাৎ যজ্ঞাদি তাহাই ধর্ম্ম শব্দ প্রতিপাদ্য। বৈশেষিকদর্শনের উপস্কার রচয়িতা শঙ্কর মিশ্র "যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ" এই স্থলে প্রকারান্তরে ও অর্থ দেখাইয়াছেন। অভ্যুদয় শব্দের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান, যাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় অর্থাৎ যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া তৎসহকারে মুক্তি জন্মায়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। এই মতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্যগিগের জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে, এজন্য তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগি-নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মই এস্থলে লক্ষ্য; সুতরাং লক্ষণ দ্বারা তাহারই প্রতিপাদন করিতেছেন, এইরূপ সমাধান বুঝিতে হইবে। এপর্য্যন্ত লক্ষণাদি দ্বারা পুরুষের অনুষ্ঠেয় পদার্থকেই ধর্ম্ম বলাহইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বলিতে হইবে যে, যজ্ঞাদিরূপ বিহিত ক্রিয়া সাধ্য অদৃষ্ট রূপ পুরুষের গুণ বিশেষের নাম ধর্ম্ম। "চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা" দীর্ঘকাল নষ্ট হইয়া যায় যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম, সে অতিশয় অর্থাৎ স্বজনিত অদৃষ্টরূপ ব্যাপার ব্যতীত ফল সাধনে সমর্থ হয়না, উদয়নাচার্য্য প্রণীত কুসুমাঞ্জলির এই কারিকাংশ দ্বারা প্রতীমান হইতেছে যে, যজ্ঞাদি কার্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে তাহার ফল ভোগ হয়, এই ফলটী কে সম্পাদন করিবে? কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণে কারণ নাথাকিলে কখনও কার্য্য জন্মেনা, এনিমিত্ত যাগাদি ক্রিয়াও স্বর্গাদি সুখ এই দুয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী অদৃষ্টরূপ পুরুষের গুণ বিশেষ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, অতএব "বিহিত ক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসোগুণোমত" শাস্ত্রে বলিয়াছেন বিহিত ক্রিয়া হইতে জন্মে যে পুরুষের গুণ বিশেষ তাহাই ধর্ম্ম। এখন দেখা যাউক ধর্ম্মে প্রমাণ কি; অদৃষ্ট পদার্থে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু অনুমান ও শব্দ এই দ্বিবিধ প্রমাণ বলতই ধর্ম্মের সত্তা উপলব্ধি হইতেছে। দেখা যায় কোন ব্যক্তি স্বয়ং উপভোগ করিবার জন্য বহুক্লেশ স্বীকার করিয়াও নিজ অভীপ্সিত

বস্তুর সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু পরক্ষণেই রোগাদিপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন কারণে সেই সংগৃহীত বস্তু তাহার ব্যবহারে আসেনা, অন্য ব্যক্তি তাহা ভোগ করে। ভোগ্য পদার্থে এইরূপে পুরুষ বিশেষের উপভোগ দেখিয়া অনুমান করা যাইতেছে যে, ইহার প্রতি কোন বিশেষ কারণ আছে, জগদীশ্বরই কারণ এমত বলিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি পুরুষ দিগের নিজ নিজ কর্ম্ম জনিত অদৃষ্টরূপ ফলানুসারেই তাহাদের ভোগাদি বিধান করিতেছেন; নচেৎ সাক্ষী স্বরূপ ঈশ্বরের পুরুষ ভেদে ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য দেখিয়া বিকার কল্পনা করিতে হয়। ধর্ম্মে আগমও বলবৎ প্রমাণ, "স্বর্গ কামোযজেত" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে বিধি প্রত্যয়ের পূর্ব্বার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে যাগ জনিত অদৃষ্টই স্বর্গাদি ফলে সাধক ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যং ॥৩॥

পদব্যাখ্যা। তদ্—ঈশ্বর। বচনাত্—বাক্যহেতুক। আম্নায়স্য—বেদের। প্রামাণ্যং—প্রমাজ্ঞানজনকত্ব অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানজন্মান।

অনুবাদ। বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, সুতরাং আপ্তবাক্য অর্থাৎ ভ্রম রহিতপুরুষের বাক্য বলিয়া বেদের প্রামাণ্য আছে।

তাৎপর্য্যার্থঃ। তদ্ এই শব্দ দ্বারা প্রায়শঃ পূর্ব্বোপক্রান্ত বস্তুরই প্রতীতি জন্মে; কিন্তু তাৎপর্য্য বশতঃ স্থলবিশেষে প্রসিদ্ধ্যর্থও বুঝাইয়া থাকে। "তদপ্রামান্যমনৃত ব্যাঘাত পুনরুক্তদোষেভ্যঃ" এই গৌতম সূত্রে অনুপক্রান্ত বেদকে বুঝাইয়াছে। এস্থলেও প্রসিদ্ধ্যর্থক তদ্ শব্দদ্বারা ঈশ্বরই প্রতীত হইতেছেন, অথবা "ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" ওঁ, তৎ এবং সৎ এই তিনটী শব্দই ঈশ্বরের সংজ্ঞা, সুতরাং তদ্বচনাত্ এই স্থলে তৎ পদদ্বারা ঈশ্বরকে বুঝিবার কোনও বাধা নাই।

পূর্ব্ব সূত্রে ধর্ম্মের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে যে, ধর্ম্ম যে স্বর্গাদির সাধক হয় কিম্বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া তৎ সহকারে মুক্তি জন্মায়, এ বিষয়ে বেদই প্রমাণ ইহা অবশ্য বলিতে হইবে; কিন্তু বেদ প্রমাণ কিনা? "তদ প্রামান্য মনৃত ব্যাঘাত পুনরুক্ত দোষেভ্যঃ" অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা বিহিতের নিন্দাপূর্ব্বক নিরাসরূপ ব্যাঘাত এবং কথিতের পুনর্ব্বার কথনরূপ পুনরুক্ত এই সমস্ত দোষ বেদে দেখা যায়, একারণ বেদের প্রামাণ্য নাই। বেদে বিহিত আছে "পুত্রকামঃ পুত্রেষ্ট্যা যজেত" সন্তান কামনায় পুত্রেষ্টি নামক যজ্ঞ করিবে, কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় ঐ যজ্ঞ করিয়াও সন্ততি লাভ হয় না, সুতরাং শ্রুতিতে মিথ্যাত্ব রূপ দোষ আছে। "উদিতেহোতব্যং" সূর্য্যের উদয় হইলে হোম করিবে। "অনুদিতে হোতব্যং" সূর্য্যের উদয় না হইতে হোম করিবে। "সময়া ধ্যুষিতে হোতব্যং" সূর্য্য উদয়ের আরম্ভ যখন নক্ষত্র দেখা না যায়, এমত সময়ে হোম করিবে। এরূপ বিধান থাকা সত্ত্বে পুনর্ব্বার তাহার নিন্দাকথন হইতেছে "শ্যাবোস্তাহুতিমভ্য ব

হরতি যউদিতে জুহোতি” যে উদয় কালে হোম করে, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণে মিশ্রিত বর্ণের কুক্কুর বিশেষ তাহার আহুতি হরণ করে। “শবলোহস্যাহুতিমভ্যবহরতি যোহনুদিতে জুহোতি” যে অনুদয় কালে হোম করে, নানাবর্ণে মিশ্রিত বর্ণের কুক্কুর বিশেষ তাহার আহুতি হরণ করে। “শ্যাব শবলাবস্যাহুতি মভ্যব হরতো যঃ সময়াধ্যুষিতে জুহোতি” যে সময়াধ্যুষিতে হোম করে, শ্যাব ও শবল তাহার আহুতি হরণ করে, ইহা দ্বারা শ্রুতিতে ব্যাঘাত দোষ প্রতীত হইতেছে, এবং “ত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ ত্রিরুত্তমা মন্বাহ” এই শ্রুতি বাক্যে সামধেনী নামক একাদশ সংখ্যক ঋকের প্রথমটীর ও শেষের মন্ত্রটীর বারত্রয় উচ্চারণ করা বুঝাইতেছে, একটী মন্ত্রের নিরর্থক তিনবার পাঠ করিতে বলায় অবশ্য পুনরুক্ত দোষ বলিতে হইবে, সুতরাং বেদের প্রামাণ্য নাই। এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য, “তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যং” এই সূত্রের অবতারণা হইয়াছে, ইহা দ্বারা ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া বেদের প্রামাণ্য, সাধারণতঃ এই মাত্র প্রতীত হইতেছে; কিন্তু তাহাতেও আশঙ্কা এই যে, বেদ ঈশ্বর প্রণীত কিম্বা অন্য পুরুষ তাহার রচয়িতা। ঈশ্বরই বেদ রচনা করিয়াছেন এমত কোনও নিশ্চয়তা নাই, তদুত্তরে বলিতে হইবে আয়ুর্ব্বেদ বেদান্তর্গত, আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ বলিয়া আধুনিক যে সকল গ্রন্থের ব্যবহার হয়, তাহা ঐ বেদান্তর্গত আয়ুর্ব্বেদ মূলক, যেরূপ শ্রুতি মূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্র হইয়াছে, ঐ আয়ুর্ব্বেদ যে প্রমাণ তাহা উহার ব্যবহারেতেই জানা যায় এবং আয়ুর্ব্বেদের রচয়িতা যে তদুক্ত পদার্থে যথার্থ জ্ঞানী, তাহা উহার প্রামাণ্যই অনুমান করাইয়া দিতেছে। এইক্ষণ অনুমান করিব বেদ স্বপ্রতিপাদিত বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ কর্ত্তৃক উচ্চরিত, যেহেতু তাহাতে বেদত্ব আছে, যে প্রকার আয়ুর্ব্বেদে বেদত্ব আছে, উহা বাস্তবিক যথার্থ জ্ঞান যুক্ত পুরুষোচ্চারিত ও বটে। বেদে নিখিল বিষয় বর্ণিত আছে, সুতরাং বেদ কারের নিখিল বিষয়ে যথার্থজ্ঞান থাকা নিবন্ধন অভ্রান্ততা নিশ্চয় হইতেছে। এইক্ষণ ভ্রম রহিত পুরুষ প্রণীত বলিয়া সমস্ত বেদের প্রামাণ্য অনুমিত হওয়ার বাধা নাই, এবং তাদৃশ অভ্রান্ততা মনুষ্যাদির মধ্যে থাকা সম্ভব নাই বিধায় ঈশ্বরই বেদের বক্তা ইহাও নিশ্চয় হইতেছে। এই স্থলে যদি এমত আপত্তি উপস্থিত হয় যে, আজ কালও অনেকে অনেক প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, তবে কি বেদ মূলীয় অনুমান রীতিতে রচয়িতাকে অভ্রান্ত বলিতে হইবে, তাহাতে বক্তব্য এই যে প্রামাণিক গ্রন্থের রচয়িতা তাহার গ্রন্থোক্ত বিষয় গুলিতে অবশ্য অভ্রান্ত, তবে কিনা আধুনিক রচয়িতা যে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কিম্বা প্রামাণিক গ্রন্থান্তর হইতে উপদেশ পাইয়াছেন, তদ্বিষয়েই তাহার ভ্রমজ্ঞান নাই; অন্য বিষয়ে যে তাহার ভ্রম আছে তাহা প্রত্যক্ষাদি বলতঃ নিশ্চয় জানা যায়, কিন্তু বেদকারের আয়ুর্ব্বেদাংশে যথার্থ জ্ঞান থাকিয়া, অন্য অংশে যে ভ্রমজ্ঞান রহিয়াছে ইহার কোনও জ্ঞাপক নাই। পূর্ব্বোক্ত অনৃত ব্যাঘাত পুনরুক্ত দোষ থাকাতেই বেদকারের ভ্রম সূচিত হইতেছে, এমত বলা

যায় না, কারণ উক্ত স্থল সমূহে বাস্তবিক অনৃতাদি দোষ নাই। পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিলেও যেখানে পুত্রোৎপত্তি দেখাযায় না, সেই স্থলে জন্মান্তরে ফল হইবে এমত কল্পনা করা হয়; বিশেষতঃ, সর্ব্বত্রই যে যজ্ঞাদি কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হয়, তাহা নহে। এমতস্থলে কার্য্য বৈগুণ্যও কল্পনা করা যাইতে পারে। পরন্তু একমাত্র যজ্ঞফলই পুত্রসম্পাদন করেনা, সহকারিকারণেরও প্রয়োজন তাই; পুরুষের যথা-সময়ে স্ত্রী সহবাসাদি না করাও সন্তান না হওয়ার কারণ হইতে পারে। “উদিতে হোতব্যং” ইত্যাদি বিধানানুসারে সঙ্কল্প করিয়া অনুদিত কালে বিহিত যে হোম, তাহা, উদিত কালে করিলে, কিম্বা উদিত কালে যে হোম, তাহা অনুদিত কালে করিলে, অথবা সময়াধ্যুষিত কালের হোম উদিত বা অনুদিত কালে করিলে তাহারই দোষ; “শ্যাবোহ স্যাহুতি মভ্যবহরতি যউদিতে জুহোতি” ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যদ্বারা দেখাইয়াছেন। “ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমা মন্বাহ” এইস্থলে একাদশ সংখ্যক সামধেনী ঋকের প্রথমোক্তটীরও শেষোক্তের বারত্রয় পাঠকরিতে বলার প্রয়োজন আছে; নিষ্প্রয়োজন স্থলেই বাস্তবিক কথিতের কথনে পুনরুক্ত দোষহয়। “ইমমহংভ্রাতৃব্যং পঞ্চদশাবরেণ বাগ্বজ্রেণবাধে যোহস্মান্ দ্বেষ্টিযঞ্চবয়ং দ্বিষ্মঃ” পঞ্চদশ সামধেনী রূপ বজ্রদ্বারা এই ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাধা-করিতেছি; যে আমাদিগের প্রতি দ্বেষ করে এবং আমরাও যাহাকে দ্বেষকরি, এই মন্ত্রে পঞ্চদশ সামধেনীকে বজ্র বলিতেছে। একাদশ সংখ্যক সামধেনীর প্রথম মন্ত্রটীর তিনবার ও শেষটীর তিনবার পাঠহইলে একত্রে ছয় হইল, তাহা মধ্যবর্ত্তী অপর নয়টীর সহিত যোগকরিলেই পঞ্চদশ সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে, এই প্রয়োজনেই ত্রিঃপ্রথমামিত্যাদি বাক্য বলাহইয়াছে। এই প্রকারে বেদের নির্দ্দোষত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। মীমাংসক মতে শব্দ নিত্য, কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির অভিঘাত শব্দের অভিব্যঞ্জক মাত্র। একপ্রকার শব্দ উচ্চারণ করিলে, চিরদিন তাহাদ্বারা একবিধ অর্থই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বৃক্ষ এই শব্দটী দ্বারা আজ তরুকে বুঝাইতেছে, ইহার পূর্ব্বেও তাহাকেই বুঝাইয়াছে, ভবিষ্যতেও তাহাকে বুঝাইবে। শব্দের সহিত অর্থের এতাদৃশ নিত্য সম্বন্ধ থাকায় শব্দ যে নিত্য, তাহা প্রতিপাদিত হইতে বাধা নাই। শব্দ যদি নিত্য হইল, শব্দাত্মক বেদ, সুতরাং নিত্য, এই মতানুযায়ী পণ্ডিতগণ নিত্য ও নির্দ্দোষ বলিয়া বেদের প্রামাণ্য সংস্থাপন করিয়া থাকেন। “তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যং” এইসূত্রে তৎ পদদ্বারা সন্নিহিত পূর্ব্বোপক্রান্ত ধর্ম্মকেই বুঝাইতেছে, তাহাতে অর্থ হইতেছে যে, ধর্ম্মকে প্রতিপাদন করিতেছে বলিয়া বেদের প্রামাণ্য আছে। যে বাক্য প্রামাণিক অর্থকে প্রতিপাদন করে, সেই বাক্য অবশ্যই প্রমাণ। ধর্ম্মযে প্রামাণিক পদার্থ তাহা অনুমান গম্য স্থল বিশেষে সৎকার্য্যের ফলপ্রত্যক্ষ দেখাযায়। এতাদৃশ ভাবেও সূত্রের ব্যাখ্যা কেহকেহ করিয়া থাকেন।

সামবেদ

ইন্দ্র স্তুতি।

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিবয়েমিরে ॥১
ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধংৎ সমুদ্রব্যচসঙ্গিরঃ।
রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিম্পতিম্ ॥২
ইমমিন্দ্র সুতম্পিব জ্যেষ্ঠমমমর্ত্ত্যং মদম্।
শুক্রস্য ত্বা ভ্যক্ষরন্ ধারা ঋতস্য সাদনে ॥৩
যদিন্দ্র চিত্রম ইহ নাস্তিত্বাদাত্তমদ্রিবঃ।
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়া হস্ত্যাভর ॥৪॥
শ্রুধী হবন্তিরশ্চ্যা ইন্দ্রয় স্ত্বাস পর্য্যতি।
সুবীর্য্যস্য গোমতো রায় স্পূর্দ্ধি মহাং অসি ॥৫
অসাবি সোম ইন্দ্রতে শবিষ্ট ধৃষ্ণ বাগহি।
আত্বাপৃণক্তিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্য্যোন রশ্মিভিঃ ॥৬
এন্দ্রয়াহি হরি ভিরুপণ্বকস্য সুষ্টুতিম্।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যযদিবাবসো ॥৭
আত্বা গিরো রথী রিবাস্থুঃ সুতেষু গির্বণঃ।
অভিত্বা সমনূষত গাবোবৎ সন্নধেনবঃ ॥৮
এতোন্বিন্দ্রং স্তবামশুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না।
শুদ্ধৈরুক্থৈ র্বাবৃধ্বাং সংশুদ্ধৈ রাশী র্বান্মমত্তু ॥৯
যোরয়িং বোরয়িন্ত মোয়োহ্যুম্নৈর্দ্যুম্নবত্তমঃ।
সোমঃ সুতঃস ইন্দ্রতেহস্তিস্ব ধাপতেমদঃ ॥১০

হে শতোক্রতো (বহুপ্রজ্ঞ)! সাম-গায়ক বা উদ্গাতোগণ তোমার মহিমা গান করেন, হোতাগণ পূজনীয় তোমাকে অর্চ্চনা করেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্য যাজ্ঞিকগণ তোমার স্তুতি দ্বারা তোমাকে উন্নত বা গৌরবান্বিত করেন। সুপুত্রেরা যেরূপ স্বীয় স্বীয় বংশ উন্নত করেন, তাঁহারাও তোমাকে তদ্রূপ উন্নত করেন। (১)

টীকা। বংশ বলিতে এস্থলে বংশ বাঁশও বুঝাইতে পারে। যাদুকরেরা যেরূপ ক্রীড়াকালে বংশ দণ্ড উন্নত করে, তাঁহারা তদ্রূপ তোমাকে উন্নত করেন; এরূপ অর্থও হইতে পারে।

শতক্রতু বলিতে যিনি শতযজ্ঞ করিয়াছেন, অনেক কার্য্য করিয়াছেন বা বহুপ্রজ্ঞ, এই কয় অর্থই হয়। উৎযেমিরে—উন্নত করেন।

ইন্দ্র আমাদের স্তুতি, গিবঃ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিতেছে অর্থাৎ গৌরবান্বিত করিতেছে। ইন্দ্র কীদৃশ—সমুদ্র ব্যচসং অর্থাৎ যাহার প্রভা সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, সমস্তরথী বা, যোদ্ধাদিগের মধ্যে যিনি প্রধান রথী, যিনি অন্নের (বাজানাম্) অধিপতি, আর যিনি সৎপতি অর্থাৎ সন্মার্গবর্ত্তীদিগের পালক। (২)

হে ইন্দ্র! তুমি অভিষুত (সুতং), অতিশয় শ্রেষ্ঠ (জ্যেষ্ঠ), অমারক (অমর্ত্ত্যং), মদকর (মদং) সোমরস পানকর। যজ্ঞ (ঋতাস্য) গৃহে দীপ্তমান (শুক্রস্য) সোমের ধারা তোমার অভিমুখে সঞ্চালন করিতেছে (ত্বামত্যক্ষরণ)। (৩)

হে বজ্রধারি (অদ্রিব) বিচিত্র ইন্দ্র! যে ধন (রাধঃ) আমাদের নাই, তাহা তোমার দাতব্য। হে বিদদ্বসো! লব্ধধন উভয় হস্তের দ্বারা আমাদিগকে বিতরণ কর। (৪)

হে ইন্দ্র! যে তোমার পরিচর্যা করিতেছে (স পর্য্যতি), সেই অঙ্গিরস্ বংশীয় তিরশ্চী ঋষির স্তুতি (হবং) শ্রবণ কর (শ্রুধি)। আমাদিগকে বীর্য্যবান্ পুত্র প্রদান কর, আমাদিগকে গবাদি পশু দান কর, এবং ধন দ্বারা (রায়) পূর্ণ কর (পূর্দ্ধি); যেহেতু তুমি মহান্।৫

হে ইন্দ্র! তোমার জন্য সোমরস অভিষুত হইয়াছিল, হে বলবান্ ওধর্ষয়িতা ইন্দ্র! (শবিষ্ঠ, ধৃষ্ণো) তুমি যজ্ঞ স্থানে আগমন কর (আগহি)। সূর্য্য যেরূপ কিরণ দ্বারা অন্তরীক্ষ (রজঃ) পূর্ণ করেন, সোমরসোৎপন্ন সামর্থ্য তোমাকে তদ্রূপ পূর্ণ করুক্।৬

হে ইন্দ্র! কণ্বের সুন্দর স্তুতির দিকে রশ্মিরূপ অশ্বে আরোহণ করিয়া আগমন কর, হে দিবাবসো! (দিন হইয়াছে বসু বা ধন যাহার) তুমি স্বর্গ লোকের শাসন কর্ত্তা, সেস্থানে আমার সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকি।৭

হে গির্বণ! (বাক্য দ্বারা স্তবনীয়) সোমরস অভিষুত হইলে আমাদের স্তুতি বাক্য রথীর ন্যায় ক্ষিপ্র গমন করিয়া তোমাকে আশ্রয় করুক্, ধেনু সকল বৎস লক্ষ্য করিয়া শব্দ করে, আমাদিগের স্তুতি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া যেন সেইরূপ শব্দ করে (সমনূষত)।৮

হে ইন্দ্র! আমারা বিশুদ্ধ সামের দ্বারা বিশুদ্ধ ইন্দ্রের স্তবকরি, বর্দ্ধমান সেই ইন্দ্রকে বিশুদ্ধ উক্থ দ্বারা স্তব করি। আশীর্বান্ অর্থাৎ গব্যাদি দ্বারা সংস্কৃত সোমরস ইন্দ্রকে মত্ত করুক্।৯

যে ধন সকল ধনের শ্রেষ্ঠ, (রযি) যাহা অতিশয় যশস্বী, হে অন্নপতে! সেই সোমরস রূপ ধন তোমার মদকর হউক্।১০

জরাসন্ধ বধ।

বিষ্ণুপুরাণ মতে বৃহৎরথের পুত্র শকলদ্বয় বা খণ্ডদ্বয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন।
জরাকর্ত্তৃক সংযোজিত হইয়া জরাসন্ধ নাম গ্রহণ করেন। বিষ্ণু পুরাণ ৪।১৯।১৯। বিষ্ণু
পুরাণে আরও লিখিত আছে, কংশরাজ জরাসন্ধের অস্থি ও প্রাপ্তি নাম্নী দুহি-
তাদ্বয়ের পাণি গ্রহণ করেন, এবং গিরিব্রজ-পতি জরাসন্ধ জামাতৃ হন্তার বধ কামনায়
শ্রীকৃষ্ণের মথুরা পুরী অষ্টাদশ বার অবরোধ করেন; অবশেষে জরাসন্ধ-ভয়ে শ্রীহরি
মথুরা হইতে পলায়ন করিলেন। বিষ্ণুপুরাণ ২২ অধ্যায়। মহাভারতে জরাসন্ধের
উপাখ্যান বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। মগধরাজ বৃহৎরথের পুত্রকামনায় কাঙ্ক্ষিবান পুত্র
মহর্ষিচণ্ড কৌশীকের আরাধনা করিয়া একটী আম্রফল প্রাপ্ত হয়েন। বৃহৎরথের মহিষীদ্বয়
আম্রফল দিখণ্ডিত করিয়া ভক্ষণ করেন, এবং গর্ভবতী হইয়া যথা কালে মহিষীদ্বয় একজনে
শিশুর বামাঙ্গ এবং অপরে দক্ষিণাঙ্গ প্রসব করিলেন। ধাত্রী খণ্ডিত গর্ভদ্বয় চতুষ্পথে
নিক্ষেপ করিল। জরানাম্নী রাক্ষসী কর্ত্তৃক খণ্ডদ্বয় শরীর যথাযথ সংযোজিত হইয়া
শিশু মূর্ত্তি ধারণ করিল। সভাপর্ব্ব ১৩ অধ্যায়।

রাজা পুত্রের নাম জরাসন্ধ রাখিলেন, এবং কুমার জরাসন্ধকে সিংহাসনে অভি-
ষিক্ত করিয়া রাজা বন গমন করিলেন। হংস ও ডিম্বক জরাসন্ধের সহায়
হইল। সর্ভাপর্ব্ব ১৭ অধ্যায়। কংশ জরাসন্ধ দুহিতা অস্তি ও প্রাপ্তির পাণি গ্রহণ করেন,
এবং জরাসন্ধের সাহায্যে কংশ স্বীয় পিতৃদেব উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া
মথুরার সিংহাসন আরোহণ করেন। কংশরাজের দৌরাত্মে ভোজবংশীয়গণ শ্রীকৃষ্ণের
শরণ লইলেন; এবং শ্রীকৃষ্ণ অক্রূকে অলুকের কন্যা সম্প্রদান করিয়া ও বলভদ্রকে
সহায় করিয়া সুনামা কংশ রাজকে নিধন করিলেন। বিধবা কংশ-পত্নীদ্বয় পিতার
শরণ লইল। জরাসন্ধ জামাতৃ ঘাতকের বধ কামনায় বারম্বার মথুরা অবরোধ
করিতে লাগিলেন। সপ্তদশতম আক্রমণ কালে জরাসন্ধের পার্শ্বরক্ষক হংস ও
ডিম্বক নিহত হইল। অষ্টাদশতম অবরোধ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতেপলায়ন করিয়া
রৈবত শৈলস্থ কুশস্থলী নগরীতে আশ্রয় লইলেন; কিন্তু জরাসন্ধ তাহার অনুসরণে
তথায় উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ গোমন্ত পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। জরাসন্ধ গোমন্ত পর্ব্বত
অবরোধ করিলে, শ্রীহরি সাগর মধ্যস্থ দ্বারাবতী নগরীতে পলায়ন করিলেন, এবং
ইন্দ্রপ্রস্থ-পতি যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞ করিয়া মহারাজ খ্যাতি লাভের বাসনা করিলে,
শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতী হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, জরাসন্ধ

কারাগারে ভূরি ভূরি রাজগণ কারাবরুদ্ধ আছে, তাহাদিগের মুক্তি না হইলে,
রাজসূয়যজ্ঞ নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সভাপর্ব্ব ১৬ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, শিবমন্দিরে বলি প্রদানার্থে জরাসন্ধ ৮৬জন ভূপতি দুর্গে
আবদ্ধ রাখিয়াছে; আর ১৪জন ভূপতি জয় করিয়া বন্দি করিতে পারিলেই
জরাসন্ধ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে। সভাপর্ব্ব ১৪ অধ্যায়।

অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণের মত সমর্থন করিলে ভীমার্জ্জুন সহ শ্রীকৃষ্ণ কুশাম্ব দেশের বক্ষঃস্থল
রূপ মগধরাজ্যে উপনীত হইয়া, গোরথ পর্ব্বতের অধিত্যকাস্থ গিরিব্রজ দুর্গ, দর্শন
করিলেন। সভাপর্ব্ব। ১৮। ১৯ অধ্যায়।

তাঁহারা তিনজনে পঞ্চশৈলে রক্ষিত গিরিব্রজ পুরী চৈত্যক শৈলশৃঙ্গ ভেদ করিয়া,
তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক যজ্ঞস্থ জরাসন্ধ সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন; জরাসন্ধ সাদরসম্ভাষণ
করিলেন, ভীমার্জ্জুন মৌন রহিলেন। অর্দ্ধরাত্রে জরাসন্ধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া
ক্ষত্রিয়ত্রয়কে সৎকার গ্রহণে পরাঙ্মুখতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন
শত্রুর পরিচর্য্যা গ্রহণীয় নহে। সভাপর্ব্ব ২০ অধ্যায়।

পরে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিলেন, মহাদেবের মন্দিরে শতরাজ বলি দিয়া ক্ষত্রিয়
বংশ ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ; তোমার বিনাশ কামনায় আমরা ক্ষত্রিয়ত্রয়
তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। মহাবীর জরাসন্ধ অযোগ্য বোধে কৃষ্ণার্জ্জুনকে
পরিত্যাগ করিয়া, ভীমের সহিত যুদ্ধ স্বীকার করিল, মল্লযুদ্ধে উভয়ই সমকক্ষ হইল।
মহাবীর ভীম শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ প্রার্থী হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন প্রভঞ্জন হইতে প্রাপ্ত
দৈববল বিস্তার কর। সাঙ্কেতিক বাক্যের মর্ম্মবোধে ভীম জরাসন্ধ দেহ দ্বিখণ্ডিত করিলেন।
সভাপর্ব্ব ২১। ২২। ২৩ অধ্যায়।

মহাভারতে লিখিত এই উপাখ্যানটীর সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের লিখিত জরাসন্ধ-বধ
উপাখ্যান তুলনা করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, বৃহৎরথের
অন্য ভার্য্যা দুই অণ্ড সন্তান প্রসব করেন। জননী সন্তান দ্বিখণ্ডিত দেখিয়া বাহিরে
নিক্ষেপ করেন, জরারাক্ষসী "জীব জীব" বলিয়া ক্রিড়া করিতে২ শকলদ্বয় যথাযথ
সংযোজনা করিলে, বালক সর্ব্বঅবয়ব প্রাপ্ত হইয়া সজীব হইল, এবং জরাসন্ধ
নাম গ্রহণ করিল। ৯মস্কন্ধ ২২ অধ্যায়।

ব্রজে বকাসুরের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে কংশরাজ সারথী অক্রূরকে বালক শ্রীকৃষ্ণের
আনায়নার্থে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন, এবং বালক শ্রীকৃষ্ণের মথুরার রাজসভায়
উপনীত হইয়া, কুবালয় পীড় হস্তী এবং অন্ধ্র বা চানুড় ও মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয়
পরাজিত করিয়া, অবশেষে কংশরাজের বিনাশ সাধন করিলেন। ১০ম স্কন্ধ ৪৪অধ্যায়

জরাসন্ধের কারাগারে নিক্ষিপ্ত বিংশতি লক্ষ রাজন্যগণ মুক্তি কামনায় শ্রীকৃষ্ণের
নিকট দ্বারাবতী নগরে দূত প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে ভীমার্জ্জুনের সহিত

মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ত্রয় জরাসন্ধের গৃহে আতিথ্য বেলায় প্রবেশ করিলেন ও ব্রাহ্মণ সেবা যাচ্ঞা করিলেন, এবং আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অবসর মতে যুদ্ধ প্রার্থী হইলেন। যুদ্ধে ভীম ও জরাসন্ধের মধ্যে ইতর বিশেষ লক্ষিত হইলনা; শ্রীকৃষ্ণ একটী শাখা বিদারণ করিয়া, সঙ্কেত দ্বারা ভীমকে শত্রুর বধোপায় বলিয়া দিলেন। ভীম সঙ্কেত গ্রহণ করিয়া জরাসন্ধের পাদদ্বয় ধারণ করিয়া দেহ বিদারণ করিলেন। জরাসন্ধ সমরে নিপাতিত হইলে, ১২০০৮০০ কুড়ি লক্ষ আটশত রাজন্যগণ মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। ১০ম স্কন্ধ ৭২। ৭৩ অধ্যায়।

হরিবংশ পাঠে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ-সমরে হংস পরাজিত হইয়া ভয়ে যমুনা-জলে দেহ বিসর্জ্জন করে, এবং ডিম্বক ভ্রাতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া, যমুনাজলে নিপতিত হইয়া ক্রোধ ভরে বারংবার উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হওয়ায় যমুনা-বারি আন্দোলিত করিয়া তুলিলে, অবশেষে ডিম্বক সমূলে স্বীয় জিহ্বা আকর্ষণ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। ভবিষ্য পর্ব্ব ৩১৮। ৩১৯ অধ্যায়

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে জন্ম খণ্ডে বালক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংশবধ বর্ণিত আছে।

পুরাণের এই উপাখ্যানটী হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। মহাভারতোক্ত রাজনৈতিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংশবধ, ও শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত রাখাল বালক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংশবধ মধ্যে অসামঞ্জস্য পরিত্যাগ করিলেও, এবং পুরাণের অপর অংশে সম্ভব যোগ্য হইলেও জরাসন্ধের জন্ম বৃত্তান্ত এবং জীবন লাভ বৃত্তান্ত ও জরাসন্ধের দেহ দ্বিধাভূত বধবৃত্তান্ত কদাচ সম্ভব ঘটনা বলিয়া প্রতীয়মান হইবেনা, এবং মহাভারতের ও শ্রীমদ্ভাগবতের লিখিত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ পৃথক। জন্ম বৃত্তান্ত প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লইলেও জীবন লাভ বৃত্তান্ত একান্ত অনৈসর্গিক ও অসম্ভব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে অজেয় মহাবীর জরাসন্ধের করোটি মেরুদণ্ড খণ্ড যোগ্য ছিল, ইহা কল্পনা করা বড় কঠিন, কারণ নরদেহ তত্ত্বমতে সামান্য মানবের ও মেরুদণ্ড ও করোটি দ্বিধাযোগ্য হইতে পারেনা। বিশেষতঃ, জরাসন্ধের গিরিব্রজ নগরে জরাসন্ধকে ভীমবধ করিলেন; কিন্তু জরাসন্ধের সৈন্যগণ বা আত্মীয়গণ ক্ষত্রিয়ত্রয়ের হিংসা না করিয়া পূজা করিল, ইহা সম্ভব পর নহে, ও একটী নগর মধ্যে বিংশতি লক্ষাধিক রাজন্য বন্দি থাকা একান্তই অসম্ভব। হংসের বিরহে ডিম্বকের দেহ ত্যাগ সন্দেহ হইলেও যমুনার জলে নিমজ্জিত হইয়া আবার ডিম্বকের স্বীয় জিহ্বা উৎপাটনের কোন প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না।

সুতরাং জরাসন্ধের উপাখ্যানের অবশ্যই কোন গুঢ় মর্ম্ম আছে। বৃহৎরথ ইন্দ্রদেব, এবং বেদে মেঘ ইন্দ্রের পুত্র বলিয়া বর্ণিত আছে। সূর্য্যতেজ জল-জরাবৎ বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া অদৃশ্য ভাবে আকাশে উত্থিত হয়, এবং ঐ বাষ্পকণা সকল সন্ধ প্রাপ্ত বা সংযোজিত হইলে মেঘরূপ ধারণ করে। এই জন্য বেদে মেঘগণ সূর্য্যরূপী ইন্দ্রের পুত্র বলিয়া বর্ণিত আছে।

জ্যোতিষ পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে, খগোলে প্রথমশ্রেণীর তারা ২০টী দ্বিতীয় শ্রেণীর ৫৯টী, তৃতীয় শ্রেণীর ১৮২টী এবং চতুর্থ শ্রেণীর ৫৩০টী তারা আছে। এতদ্ভিন্ন বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি এই পাঁচটী গ্রহ তারা বলিয়া খ্যাত, এবং রাহু-কেতু এই সহসপ্ত গ্রহ; সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাসমষ্টি এবং এই সপ্তগ্রহ একত্রিত করিলে ৮৬তারা হয়। ঐ ৮৬তারা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর তারা সমষ্টি করিলে ৭৯৮সংখ্যক তারা হয়।

জ্যোতিষ পাঠে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, বিষুপ রেখার উত্তরে অয়ন পথের অর্দ্ধাংশ অবস্থিত, এবং দক্ষিণে অয়ন পথের অর্দ্ধাংশ অবস্থিত। সূর্য্যরূপী বিষ্ণু মহাবিষুপ সংক্রান্তি অতিক্রম করিয়া, বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে ঐ উত্তরান্ত অয়ন পথার্দ্ধে ভ্রমণ কালে বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৬মাসে মেঘগণ সূর্য্যদেবকে বারংবার অবরোধ করিতে থাকে; ক্রমে বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব উত্তর পূর্ব্ব গমনে মহাবিষুপ সংক্রান্তি হইতে মেষ, বৃষ ও মিথুন রাশি অতিক্রম করিয়া কর্ক্কট রাশিতেপ্রবেশ করেন, এবং কর্ক্কট ক্রান্তিতে উপনীত হন। এইক্ষণ উত্তরায়ন শেষ হয়, ও দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হয়। সূর্য্যদেব ক্রমে দক্ষিণ পূর্ব্ব গমনে কর্ক্কট রাশি অতিক্রম করিয়া সিংহরাশিতে প্রবেশ করেন, এবং পিতৃপতি দৈবত মঘানক্ষত্রের সহিত কিয়ৎ কালের জন্য মিলিত হন। তৎপরে সূর্য্যদেব অর্জ্জুনী নক্ষত্রের সহিত উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করেন। সম্মুখে পঞ্চতারকাময় হস্তা নক্ষত্র, তৎপশ্চাতে চিত্রানক্ষত্রের অনতিদূরে জলবিষুপ সংক্রান্তি বিন্দু বা আশ্বিন সংক্রান্তি বিন্দু অয়ন রেখায় অবস্থিত, এবং চিত্রানক্ষত্রের অনতিদূরে পবন দৈবত স্বাতি তারা বিদ্যমান রহিয়াছে। বিষুপ রেখার উত্তর অয়ন পথে যে অর্দ্ধাংশ অবস্থিত আছে, ঐ অর্দ্ধাংশ অয়ন পথে গমনকালে অষ্টাদশ-মেষ, মহিষ, বরাহ, মাতঙ্গ, জীমূত, বলাকা, গর্দ্দভ, পুষ্কর, আবর্ত্ত, সম্বর্ত্ত, পর্জ্জন্য, ঐরাবত, পুণ্ডরিক, বামন, কুমুদ, পুষ্প, দম্ভ, অঞ্জন, সর্ব্বভোম সুপ্রতিক, একে ২ সকলে সূর্য্যরূপী বিষ্ণুকে অবরোধ করিতে থাকে। সকলেই অবগত আছেন শরতকালে মেঘ মালা ঊষাকালে উদিত হইলে, হংস জাতীয় বকশ্রেণী উড্ডীয়মান হইয়া মেঘমালা শোভিত করে, এবং বক সখা তড়িৎমালা হইতে ডিম্ব বা ভয়ধ্বনিবহির্গত হইতে থাকে, ক্রমে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে বকশ্রেণী গিরিব্রজ বা মেঘপথ পরিত্যাগ করিয়া আকাশে নিমগ্ন হয়, এবং বকবিরহে বকসখা তড়িতমালা ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া অগ্নিময় জিহ্বারূপী বজ্রবর্ষণ করিয়া আকাশে তিরোহিত হয়। ঐ ঊষাকালে প্রভাত বায়ু প্রবল হইলে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলে মেঘরুদ্ধ তারকাবৃন্দ মেঘমুক্ত হইলেই সুপ্রকাশ হয়, সূর্য্যোদয়ে তারকাবৃন্দ বিলুপ্ত হয়, এবং আশ্বিনী সংক্রান্তি বা জল বিষুপ সংক্রান্তি অতীত হইলে, গিরিব্রজ বা মেঘপথ জরাসন্ধ বা মেঘ বিলুপ্ত হয়।

পুরাণ পাঠেও আমরা দেখিয়াছি যে, সপ্তদশতম অবরোধকালে জরাসন্ধের পার্শ্ব-রক্ষক হংস যমুনা-জলে দেহ বিসর্জ্জন করিল, ও হংসের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে ডিম্বক যমুনা-জলে প্রবেশ করিয়া, স্বীয় জিহ্বা উৎপাটন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিল; এবং অষ্টদশতম অবরোধ কালে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া, অবশেষে দ্বারাবতী নগরীতে আশ্রয় লইলেন। আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম দ্বারাবতী হইতে উত্তর পূর্ব্বগমনে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হয়েন। তথায় যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন ও ভীমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ রাজগৃহ নগরে উপনীত হইলেন। গিরিব্রজ বা রাজ-গৃহ নগর পঞ্চশৈলে রক্ষিত, এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈত্যক ভেদ করিয়া পবনপুত্র ভীমের সাহায্যে জরাসন্ধ দেহ ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া জরাসন্ধকে বধ করিলেন।

বুঝিতে হইবে যে সূর্য্যদেবই শ্রীকৃষ্ণ, মেঘই জরাসন্ধ, অষ্টাদশ মেঘকর্ত্তৃক সূর্য্যদেবের অবরোধই জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অষ্টাদশ বার মথুর অবরোধ, বক শ্রেণীই হংস তড়িৎধ্বনিই ডিম্বক, বজ্র ডিম্বকের জিহ্বা, আকাশই যমুনা, মঘা-নক্ষত্রই যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনীনক্ষত্রই অর্জ্জুন, প্রভাত বায়ুই ভীম, পঞ্চতারাত্মিকা হস্তানক্ষত্রই রাজগৃহের পঞ্চশৈল, মেঘ পথই গিরিব্রজ, চিত্রা, তারা, চৈত্যক এবং মহা-বিষুপ সংক্রান্তিই দ্বারকা নগরী, কর্কট ক্রান্তিই হস্তিনাপুরী, এবং জলবিষুপ সংক্রান্তি বিন্দুই রাজগৃহ নগর। মেঘাবরুদ্ধ অসংখ্য তারাকুল, জরাসন্ধ কারাগারাস্থ ২০০০৮০০ রাজন্যবর্গ এবং গ্রহসপ্তক সহ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮৪ তারাগণই ৮৬জনই বন্দীকৃত রাজা। নক্ষত্রগ্রহ সহ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর তারাসমষ্টি ৮১৮, এই তারাগণই পুরাণলিখিত রাজান্যবর্গ বা রজনী মণি।

মহর্ষিগণের স্ব স্ব চিন্তাশক্তির ফলানুসারে মহাভারতকার মহর্ষি গর্ভদ্বয়ের বামাঙ্গও দক্ষিণাঙ্গের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন, বিষ্ণু পুরাণাদিতে এক গর্ভে খণ্ডদ্বয়ের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন, মহাভারতকার মহর্ষি দক্ষযজ্ঞে দক্ষ মুণ্ডরূপ কুম্ভরাশিস্থ শতভিষানক্ষত্রের ছেদন স্মরণ করিয়া ৮৬সংখ্যক তারাকে বন্দীকৃত করিয়াছেন, কেহবা গগনময় নক্ষত্র বৃন্দকে বন্দিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এইমাত্র প্রভেদ।

পৌরাণিক মহর্ষিগণের কল্পনা শক্তি প্রসূত অর্থবাদ ভারতে অন্যূনসাঙ্গ সহস্রবর্ষ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া পরিগণিত রহিয়াছে। ভারতবাসীর অন্ধবিশ্বাস, এবং মহর্ষিগণের গভীর কল্পনা, এই উভয়ের মধ্যে প্রবীণতায় শ্রেষ্ঠত্ব কাহার, এই প্রশ্নের মীমাংসা দুরূহ বটে।

৬ষ্ঠ বর্ষ। ফাল্গুন। ১১শ সংখ্যা।
১৮২১, ১৩০৬।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা
১। অথর্ব্ববেদ	৩২১	৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত	৩৩১
২। গোরক্ষণ	৩২২	৫। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	৩৩৯
৩। গোলকে সর্ব্বদেব দর্শন (সমালোচনা)	৩২৩	৬। গীতার্থ	৩৪৩

যশোহর।
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২১।

পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে বা ঠিকানা-বদল জানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য ২ সাংখ্যাক্তে স্বীয় ২ গ্রাহক নম্বর দিবেন।

১৩০৬।২।১৩ সনের সাবাই হিন্দু-পত্রিকা প্রতি সন ১া০ ও ১৩০৪ সালের পত্রিকা ॥০ মূল্যে বিক্রেয়।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য——সমেত ডাকমাশুল ১৷৷০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০। বৎসরের ১১ মাস গত হইয়াছে, মনে করিয়া দেখিবেন যে হিন্দু-পত্রিকার ১৩০৬ সালের মূল্য দিয়াছেন কি না। মূল্য না দিয়া থাকিলে, মনে থাকিতে থাকিতে পাঠাইবেন, এই প্রার্থনা।

THE BRAHMACHARIN.

PUBLISHED MONTHLY. FROM JESSORE, (INDIA.)

Annual subscription Rs, 3 for India Ceylon and Burmah and 8s. for foreign countries.

No order will be registered unless accompanied with remittance of the full subscription of a year or with direction to collect it by V. P. P. The year commences in January. Persons becoming subscribers in the course of the year may be supplied with all the back numbers.

No communication will be attended to, if the Register Number is not quoted and if name and address are not written legibly.

Changes of addresses should be promptly brought to the notice of the manager or he will not be responsible for non-delivary of the paper.

Nivaran Chandra Mukherji,
Manager.

WANTED AGENTS.

In all parts of India to increase the circulation of THE BRAHMACHARIN.

Liberal Commission allowed. *Apply to the managar.*

BRAHMACHARI ASRAM.
AND
VEDA VIDYALAYA.

The Brahmachari Asram has been intended to be the central Institution of the Holy Order of Brahmacharis or Pavitra Brahmacharin Sangha, the members of which will be trained in the Asram and then sent as missionaries to various parts of India and others countries for preaching Sanatrna Dharma or Religion Eternal, which has for its basis the ONENSS OF ALL BEINGS. To carry on this obrject, a magazine in Bengali, called the Hindu Patrika, which was stated six year ago, is being published every month. It is now parhaps tho most widely circulated magazine in Bengal. The Brahmachri has also been started to carry on the work of the Asram and it is in contemplation to start a simlar paper in Hindi, arrangements for which are almost complete.

Provision has been made in the Asram for the teaching of the Vedas, the Upanishads, the six schools of Hindu philosaphy and other branches of Sanskrit Literature and already four professors are working in the Institution. This branch of the Asram has been designated the Veda Vidyalya and to this department students who do not belong to the Holy Order of Brahmacharis are also admit ted, all of them receiving free tuition and the poor among them being given a monthly allowance for board. All well-wishers of the country who want to see Sanatan Dharma prosper are invited to help the Asram and assist in carrying out its work in the best way he can. For further particulars apply to the Secretary or Superintendent Brahmachari Asram, Jessore.

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষষ্ঠ খণ্ড, ১১দশ সংখ্যা। | ফাল্গুন। | ১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

অথর্ব্ববেদ।

বাচস্পতি স্তোত্র।

যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বা-রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে ॥ ১
পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসাসেহ।
বসোষ্পতে নিরময় ময্যেবাস্তু ময়িশ্রুতম্ ॥ ২
ইহৈবাভিবিতনূভে আর্ত্নী ইবজ্যয়া।
বাচস্পতির্নিষচ্ছতু মজ্যেবাস্তু ময়িশ্রুতম্ ॥ ৩
উপহূতো বাচস্পতিরুপাস্মান্ বাচস্পতির্হ্বয়তাম।
সং শ্রুতেন গমেমহি মা শ্রুতেন বি রাধিষি ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। যে সমুদয় অসংখ্য দেবতারা বিবিধ প্রকার রূপ ধারণ করিয়া, পরিভ্রমণ করিতেছে, হে বাচস্পতে! তুমি অদ্য আমাকে তাহাদের বল ও শক্তি প্রদান কর। (১)

হে বাচস্পতে! তুমি পুনর্ব্বার দৈব মন সংযুক্ত হইয়া আগমন কর। হে বসোষ্পতে! তুমি এইস্থানে রমন কর, আমি যেন জ্ঞানলাভে সমর্থ হই। (২)

টীকা। বাচস্পতি বাক্ বা বাক্যের অধিপতি। ত্রিসপ্ত বলিতে অসংখ্য বুঝায়। বিশ্বের যে সমুদয় অসংখ্য ঐশীশক্তি দৃষ্টহয় তাহা। বসোষ্পতি বলিতে বসুর বা যে ধনের অধিপতি তাহাকে বুঝায়, বেদে অন্যত্র এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না।

তুমি এইস্থানেই ধনুর দুইপ্রান্তভাগের ন্যায় বাহু বিস্তার কর। বাচস্পতি যেন এইরূপ বিধান করেন। আমি যেন জ্ঞানলাভার্থে সমর্থ হই। (৩)

বাচস্পতিকে আমরা আহ্বান করিয়াছি, তিনি যেন আমাদিগকেও আহ্বান করেন। আমরা যেন শ্রুতির সহিত সংগত হই, আমরা যেন শ্রুতি হইতে কখন বঞ্চিত না হই। (৪)

গোরক্ষণ।

—:০:—

গো-জাতিদ্বারা মানবের বিবিধ প্রকার উপকার সম্পাদিত হয় বলিয়াই, মহর্ষিগণ গোবধ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাপ-প্রধান ভারতবর্ষে গো-দুগ্ধই পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে প্রধান খাদ্য। কৃষি প্রধান ভারতে ভূমিকর্ষণ এবং ভার-বহনাদি কার্য্য, গোজাতি দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। আদর্শ হিন্দুরা গো-জাতিকে সন্তান নির্ব্বিশেষে পালন করেন, এবং তাহাদের প্রাণ রক্ষার্থে আত্ম-প্রাণ সমর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। হিন্দুগণ গোবধকে মহাপাপ মনে করেন, এবং গোহত্যাকারিগণকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখেন। যে দেশে গো-জাতির প্রতি এত আন্তরিক যত্ন, যে দেশে গো-জাতির উন্নতি আশা করা ন্যায্য ও স্বাভাবিক; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেইদেশেই গো-জাতি দিন দিন খর্ব্বাকার ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। হিন্দুগণ গোবধে বিরত হইলেও, অপালনে তাঁহারা যে গো-বংশ ক্রমে ক্রমে লুপ্ত করিতেছেন, তাহা একবারও চিন্তা করেন না। বঙ্গের কোন স্থানেই বলিষ্ঠ বলীবর্দ্ধ বা গাভী দৃষ্ট হয় না। গো-জাতি সর্ব্বত্রই অর্দ্ধাশনে জীর্ণ-শীর্ণ-কলেবর এবং সর্ব্বত্রই গো-জাতির আকার ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতেছে। পূর্ব্বে বঙ্গের সর্ব্বত্রই গোচরণের জন্য যথেষ্ট ভূমি থাকিত; কিন্তু এইক্ষণ কোন গ্রামেই উহা নাই। আপাততঃ স্বার্থদ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভূম্যাধিকারিগণ প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত ভূমিই কৃষিকার্য্যের জন্য প্রজাগণের মধ্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি কৃষিব্যবসায়ী, কি অন্যবিধব্যাবসায়ী লোক, কেহই গোচরণের ভূমির অভাবে গোদিগকে যথেষ্ট আহার দিতে পারে না; এবং তজ্জন্য গো-জাতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে প্রত্যেক স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

হৃষ্টপুষ্ট ও বৃহৎকায় ষণ্ডদ্বারা গাভীদিগের গর্ভাধান না হওয়ায়, এ দেশের গো-জাতি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রকার হইয়া যাইতেছে। প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে দুই চারিটি বলিষ্ঠ বৃষ থাকে, তদ্বিষয়ে ও সকলের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশে উত্তম বৃষের বা গাভীর এবোকের

অভাব হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ স্থলে উত্তর পশ্চিম ও পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে বলিষ্ঠ বৃষ আনিয়া, গো-জাতির উৎকর্ষ সাধন করা ধনশালী ভূম্যাধিকারিগণের অতীব কর্ত্তব্য।

গো-জাতি হিন্দুধর্ম্মের একাঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু তাহাদের প্রতি হিন্দুদিগের ঔদাস্য দেখিয়া বিস্মিত এবং ব্যথিত না হইয়া পারি না।

গোলকে সর্ব্বদেব দর্শন।

(সমালোচনা) (১)

হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত "গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। মনে করিয়াছিলাম, প্রবন্ধগুলি শেষ হইয়াছে; কিন্তু পৌষমাসের হিন্দু-পত্রিকায় আর এক প্রবন্ধ প্রকাশিত দেখিলাম। লেখকের বক্তব্য শেষ হইলে মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত ছিল; কিন্তু প্রবন্ধনিচয় তাদৃশ ধারাবাহিক নহে, সুতরাং সমুদয় প্রবন্ধ শেষ না হইলেও বর্ত্তমান স্থলে দুই এক কথা বলা চলে।

---

(১) ইতঃ পূর্ব্বে "গোলকে সর্ব্বদেব দর্শন" প্রবন্ধের কয়েকটী সমালোচনা আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু আমি পাঠ করিয়া দেখিলাম ঐ সমুদয় সমালোচনা, সমালোচনা নামের যোগ্য নহে। ঐ সমুদয় সমালোচনায় প্রবন্ধের ভ্রম দেখান হইয়াছিল না, কেবল মাত্র বলা হইয়াছিল যে, প্রবন্ধকারের মত যথার্থ হইলে প্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি কুঠারাঘাত করা হয়; এই জন্যে ঐ সমুদয় সমালোচনা প্রকাশিত করা হয় নাই। কটক রেভনসা কলেজের সুযোগ্য বিজ্ঞান-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সমালোচনা সাদরে প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "গোলকে সর্ব্বদেব দর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি। জ্যোতিষ পুরাণের ভিত্তি হউক্ না হউক্, জ্যোতিষ যে পুরাণের একটী প্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চন্দ্র পৌরাণিক দেবতা, ২৭টী নক্ষত্র পুরাণে চন্দ্রের ২৭ স্ত্রী, অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র চন্দ্রের গৃহ বা গৃহিণী; এ স্থলে রূপক অতি জাজ্বল্যমান, কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু পুরাণে এমন অনেক রূপক আছে, যাহার রূপকত্ব ভাব সহসা উপলব্ধি করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া যে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, আমি এখনও এরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই। শ্রীকৃষ্ণের আদ্য, মধ্য ও অন্তলীলা যে সমুদয়ই জ্যোতিষিক রূপক দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা বলিতে পারি না। বৈদিক কাল হইতে সূর্য্য হিন্দু উপাস্য হইয়া

অধিকাংশ প্রবন্ধ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং কয়েকটি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। প্রায় তিন বৎসর হইল, কয়েক খানি পুরাণ পাঠ করিবার সময় কোন কোন পৌরাণিকী কথার মূলে জ্যোতিষ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম। তদনন্তর এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমার অনুমান দৃঢ় করিতে সচেষ্ট ছিলাম। যতটুকু আলোচনা করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা গ্রন্থান্তরে * প্রকাশের চেষ্টায় আছি। উক্ত গ্রন্থের অধ্যায় বিশেষের নাম 'পৌরাণিক জ্যোতিষ' রাখিয়াছি। দুঃখের বিষয়, 'পৌরাণিক জ্যোতিষ' লিখিবার সময় হিন্দু-পত্রিকার লেখকের অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের ফল লাভ করিতে পারি নাই। এই আত্ম পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে এই যে, অনধিকার চর্চ্চার দোষ হইতে আপনাকে কথঞ্চিৎরূপে মুক্ত করিতে চাই। আর এক উদ্দেশ্য এই যে, অদ্যাবধি

আসিতেছেন, আব্রাহ্মণ চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল হিন্দুই এখনও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ব মুখ হইয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া থাকেন; সূর্য্যদেবেই গায়ত্রীর উপাস্য দেবতা। শালগ্রাম শিলাদি উপলক্ষ্য করিয়া যেমন ঈশ্বরের উপাসনার ব্যবস্থা, সূর্য্য উপলক্ষ্য করিয়াও তদ্রূপ ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থা। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, দশাবতার সকলই বিষ্ণুর অবতার। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কোন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়; তাহা হইলে তিনি যখন অবতার বলিয়া গৃহীত হইলেন, তখন তাঁহার জীবনের সহিত বিষ্ণুর বা সূর্য্যের (কারণ বেদে বিষ্ণু এবং সূর্য্য এক) লীলা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার সহিত যে সূর্য্যের লীলা মিশ্রিত হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাল্য-লীলা যদি এরূপ রূপকের উপর ন্যস্ত না করা যায়, তাহা হইলে পরম পবিত্র গীতাশাস্ত্রের প্রবক্তৃকের চরিত্রের উপরে পরদারাভিমর্শন দোষ স্পর্শে। পরীক্ষিত রাজা কৃষ্ণের বাল্য-লীলা শ্রবণ করিয়া, শুকদেবকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেনঃ——

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ। অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
সকথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তাকর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্॥
আপ্ত কামো যদু পতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্। কিমভি প্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধিসুব্রত॥

যে সংশয় পরীক্ষিতের মন বিলোড়িত করিয়াছিল, সেই সংশয় এখনও অনেকের মনে উদিত হইয়া থাকে। স্বতঃই লোকের মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় যে, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ এবং অধর্ম্ম প্রশমনের জন্য যাহার জন্ম; তিনি পরদারাভিমর্শনরূপ কার্য্যে কিরূপে প্রবৃত্তহইবেন? হয় ইহা কোন আধ্যাত্মিক ব্যাপার, নয় কোন জ্যোতিষিক রূপক, হয় রাধাকে হ্লাদিনী শক্তি করিতে হইবে; নয় রাধাকে রাধা নক্ষত্র করিতে হইবে, নতুবা অবতারের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়না। শুকদেবের মুখে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের

---

* "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষ" সম্প্রতি মুদিত হইতেছে।

প্রকাশিত সমুদয় প্রবন্ধের আলোচনা করিবার অবসর নাই। অবসর থাকিলেও মুদ্রিত প্রায় প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, এ নিমিত্ত নিরস্ত হইতে হইল। তথাপি মোটের উপর দুই এক কথা বলিতে দোষ নাই। সমালোচনা ভিন্ন সত্য আবিষ্কৃত হয় না। জানি, গড়া অপেক্ষা ভাঙ্গা সহজ, এবং ইহাও জানি, উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাঙ্গিতে গিয়া অপ্রীতিকর কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করিতেছি; কিন্তু গড়িতে পারি, না পারি, ভাঙ্গিলেও উপকার হইতে পারে।

যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কেহই সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং তথৈব আচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥ একথা বলিলে কাহারও মনের সংশয় যায় না; পরীক্ষিতেরও গিয়াছিল কিনা সন্দেহ। আমি সহস্র দুষ্কর্ম্ম করিব, তাহার প্রতি কেহ লক্ষ্য করিও না; আমি যাহা বলিব, তাহাই করিও। একথা কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মুখে শোভা পায় না। অবতারের প্রয়োজন কি? অবতারবাদীরা বলেন যে, মানবের শিক্ষাই অবতারের প্রয়োজন। যে কার্য্যে মানবের সুশিক্ষা না হইয়া কুশিক্ষা হয়, সেরূপ কার্য্য অবতারে আরোপ করা নিতান্ত অসঙ্গত। যেরূপ ভাবেই দেখা যাউক্, কৃষ্ণের বাল্যলীলা ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করা সুকঠিন। বাল্য-লীলার নানাবিধ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। মৎসম্পাদিত গোপালতাপনি উপনিষদের ব্যাখ্যায়, আমি বাল্য-লীলা আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ মুখোপাধ্যায় দেখাইতে চাহেন যে, বাল্য-লীলা জ্যোতিষিক রূপকের উপর ন্যস্ত। কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাতে রাসলীলা হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হন। কালী বাবু বলেন, কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাতেই সূর্য্য রাধা নক্ষত্রে প্রবেশ করেন; এবং যখন ঐ সময়েই রাসলীলার সময় নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন আমরা কেন, অনুমান করিব না যে, সূর্য্যের রাধা নক্ষত্রে প্রবেশই শ্রীকৃষ্ণের রাধার সহিত মিলন। এইরূপ তিনি অন্যান্য বাল্য-লীলার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং উহা হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্ব বিষয়েই সত্যের অনুসন্ধান প্রয়োজন। যদি কালী বাবুর প্রবন্ধের কোন ভ্রম থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রদর্শিত হউক্; এবং ঐরূপ প্রবন্ধও হিন্দু-পত্রিকায় বর্ত্তমান প্রবন্ধের ন্যায় সাদরে প্রকাশিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বা রামচন্দ্র প্রভৃতি অবতারের চরিতের কোন কোন অংশে রূপক অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিলে, তাঁহাদিগের সত্তা অসিদ্ধ হয় না; এবং তাহাতে তত্তদুপাসকদিগের ক্ষোভের কোন কারণ নাই। সর্ব্বজন আরাধ্যদিগের চরিতে যে কতকগুলি অর্থ বিহীন উপন্যাস বা কলঙ্ক আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহা নির্দ্দোষ, সার্থক, রূপক মাত্র এবং তাহাতে অবতারদিগের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ হয় না, ইহা দেখানই প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য।

সম্পাদক, হিন্দু-পত্রিকা।

পুরাণের অমানুষিকও অতিপ্রাকৃত যাবতীয় উপাখ্যানের মধ্যে কল্পনা ভিন্ন অন্য মূল নাই ; বোধ করি, কেহই ইহা সাহস-পূর্ব্বক বলিতে পারেন না। কিন্তু তা বলিয়া 'জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি' বলিতে পারি না। এ কথা বলিতে হইলে সমুদয় উক্তির শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক। আপনার বা আমার অনুমানই যে ঠিক, তাহা বলিতে গেলে কেবল দৃঢ়োক্তি ফল দায়িকা হয় না। জানি, বিভিন্ন পাঠকের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রমাণ আবশ্যক, এবং স্বমতাভিমানী লেখক বা কথক সমুদয় প্রমাণ নাও দিতে পারেন। পুরাণাভিজ্ঞ-পাঠকের নিকট 'সমুদ্র মন্থন' নামক ব্যাপারটি বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন ; কিন্তু যখন তাহার অর্থান্তর করিতে হয়, তখন কেবল দৃঢ়োক্তি পাঠ করিয়া পাঠক প্রীত হইতে পারেন না। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ প্রবন্ধে দৃঢ়োক্তি প্রচুর আছে, কিন্তু উক্তির হেতু তত নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' দেখুন (৬ষ্ঠ বর্ষ ৬৫, ৬৬, ৬৭ পৃষ্ঠা)। বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণলীলার জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্যান্য ব্যাখ্যাও আছে।

যে কোন পুরাণ-কথা হউক, তাহার মূল অনুসন্ধান বৃথা হয় না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয়, সেই মূলের সহিত যথেষ্ট কবি কল্পনা মিশ্রিত হইয়াছে। প্রকৃত মূল কতটুকু, এবং কবিকল্পনা কতটুকু, তাহা পৃথক্ করা বাঞ্ছনীয় ; নতুবা আমাদের শাস্ত্রের কোন কোন 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার' ন্যায় 'গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন' উপেক্ষার বিষয় হইয়া পড়িবে। নানা কারণে সকলের প্রদত্ত ব্যাখ্যা সমান হইতে পারে না ; কিন্তু যে ব্যাখ্যা দ্বারা অধিকাংশ কথা সুবোধ্য বা সঙ্গত হয়, তাহাই গ্রাহ্য। অবান্তর বিষয়ে ব্যাখ্যার ভিন্নতা থাকিলেও, মূল বিষয়ে ভিন্নতা হইলে কোন ব্যাখাই পাঠকের তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গত অগ্রাহায়ণ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত সমুদ্র মন্থনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেছি।

আমি স্বীকার করি, সমুদ্রমন্থন অর্থে পার্থিব সমুদ্রমন্থন নহে। অন্তরীক্ষের এক নাম সমুদ্র ছিল, এবং এই অন্তরীক্ষসমুদ্র অবলম্বন করিয়া পুরাণে সমুদ্রমন্থন নামক অদ্ভুত কথার উৎপত্তি হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যাখ্যার এইটুকু ছাড়া অন্যান্য অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। দুই একটা আপত্তি জানাইতেছি।

(১) "প্রাচীন কালে রাষ্ট্রবিপ্লবাদি কারণে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনুশীলন বর্জ্জিত হইল।" কিন্তু এরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবাদির উল্লেখ সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানে দেখিতে পাই না। সুরাসুর দ্বন্দ্বেও রাষ্ট্রবিপ্লবের উল্লেখ কিংবা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন বর্জ্জনের কথা নাই।

(২) "জ্যোতিষ শাস্ত্রামৃতের পুনরুদ্ধার জন্য দেবাসুরে সন্ধি স্থাপিত হইল।" ইহার কোন প্রমাণ পাইলাম না। জ্যোতিষ-শাস্ত্র অমৃততুল্য হইতে পারে, কিন্তু তাহারই উদ্ধারের নিমিত্ত দেবসুরের সন্ধি হইয়া ছিল, অন্য কোন উদ্দেশ্যে হয় নাই, তাহা বলিবার হেতু কি? কেবল অমৃত নহে, সমুদ্র মন্থনে অনেক দ্রব্যের উদ্ভব হইয়াছিল ; সকল পুরাণের মতে এই সকল উৎপন্ন দ্রব্যও সমান নহে।

(৩) "মন্দর পর্ব্বত স্বরূপ ক্রান্তি পাত বিন্দু"। বিন্দুকে পর্ব্বতের সহিত উপমা করিতে নিষেধ নাই, সত্য ; কিন্তু মন্দর পর্ব্বতটী মন্থন যষ্টি হইয়াছিল, সুতরাং একটি বা দুইটী বিন্দু, যষ্টির সমতুল্য মনে করিতে পারা যায় না। তদ্ভিন্ন, মেরু পর্ব্বতের পার্শ্বেই মন্দর পর্ব্বত দেখিতে পাই।

(৪) "দিবা রাত্রি + + গোলক বিলোড়িত ও মথিত করিল।" কিন্তু দিবারাত্রির আবির্ভাব ও তিরোভাব নিত্য ঘটনা। ইহাদের সহিত মন্থনে সাদৃশ্য দেখিতে পাই না।

এইরূপ অনেক উক্তিরই বিশেষ আধার দেখিতে পাইলাম না। বাহুল্য ভয়ে, সমুদয়ের উল্লেখ করিলাম না। লক্ষ্মী, শঙ্খ, কৌস্তুভমণি, ও ধন্বন্তরির কোন প্রকার অর্থ পাইলাম। কিন্তু অপ্সরা, হস্তী, অশ্বাদি, এবং অবশেষে হলাহলও উৎপন্ন হইয়াছিল। "ধন্বন্তরিরূপে কুম্ভরাশি ধনুরাশির ত্রিশ অংশ অন্তরে স্থাপিত হইল।" কিন্তু আমার বোধ হয়, যখনই মেষাদিরাশি কল্পনা হইয়াছিল, তখনই ধনুরপর মকর, এবং মকরের পর কুম্ভরাশি স্থাপিত হইয়াছিল। অতএব ধন্বন্তরির উদ্ভবে কুম্ভরাশির নির্দ্দেশ মনে করিতে পারিতেছি না।

ব্যাখ্যাকার মহাশয় সমুদ্র মন্থনের একাংশ মাত্র লইয়াছেন। বোধ হয়, এই কারণে তাঁহার প্রদত্ত ব্যাখ্যা সুসঙ্গত হইতে পারে নাই। (১) দেবাসুরের চির বিবাদ, (২) তাহাদিগের সন্ধি, (৩) সমুদ্র মন্থন, (৪) রাহু-কেতুর গ্রহত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি প্রত্যেক স্থূল কথার ব্যাখ্যান আবশ্যক। বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত হইতে উদ্ধৃত প্রমাণে ঠিকই বলা হইয়াছে। মন্থন ব্যাপারের শেষ সূর্য্য 'প্রসন্নভা' হইয়া স্বীয় পথে চলিতে লাগিলেন। তবেই মনে হয়, যেন এমন কোন ঘটনা হইয়াছিল, যাহাতে সূর্য্য 'প্রসন্নভা' ছিলেন না। চলিতে ছিলেন কিনা, তাহাও বুঝিতে পারা যায় নাই। আমার বিবেচনায় সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস হইয়াছিল। এক্ষণে এই অনুমান সমর্থন করিবার সুযোগ নাই।

চন্দ্রের স্ত্রীত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না। প্রশ্নউপনিষদের উক্তি মান্য করি, কিন্তু পুরাণে বা অন্য শাস্ত্রে চন্দ্রকে স্ত্রীরূপে কল্পিত হইতে দেখি না। তিনি তারা-পতি, রোহিণী পতি, চন্দ্র বংশের আদি ছিলেন ; রোহিণীর প্রতি অত্যধিক অনুরাগ বশতঃ তাঁহার যক্ষ্মারোগ প্রভৃতি বিবরণ পুরাণ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন ; সুতরাং চন্দ্রকে স্ত্রী কল্পনা করিতে গেলে অনেক পৌরাণিকী কথার বিসম্বাদ হয়। প্রশ্ন-উপনিষদের উক্তির অর্থ অন্যবিধ কিনা, তাহা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন। পুরাণে চন্দ্রকে দেব বলিয়াই জানি। ফলিত জ্যোতিষে তিনি স্ত্রীগ্রহ বলিয়া তিনি কদাপি স্ত্রী নহেন। * সুধাকরের এক নাম লক্ষ্মীসহজ হইবার কারণ কি চন্দ্রবিম্ব ও চন্দ্রজ্যোতিষ

* যোষিতাং চন্দ্রভার্গবৌ—অর্থে চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রীজাতীয় নহেন, ইহার অর্থ, চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রীদিগের অধিপতি বা স্বামী। সর্ব্বার্থ চিন্তামণি স্ত্রী গ্রহ, পুংগ্রহ পদ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু অর্থ, স্ত্রীদিগের পুরুষদিগের গ্রহ।

পৃথক কল্পনা? একদা লক্ষ্মীর সহিত চন্দ্রও সমুদ্র মন্থনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। * যে দুই একখানি পুরাণ দেখিয়াছি, অন্ততঃ তাহাতে চন্দ্রবিম্বের ও চন্দ্রজ্যোতির পৃথক্ কল্পনা দেখিতে পাই নাই। সর্ব্বত্রই এক চন্দ্রদেবকেই দেখিতে পাই।

সোম সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সোম শব্দে সোমলতা বুঝি, এবং দেবগণ সোমরস প্রিয় বলিয়া জানি। ঋগ্বেদের মধ্যে সোম কোথায় চন্দ্র, এবং কোথায় বা সোমলতা, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে সংশয় দূর হইতে পারে। এক সোম হইতে অন্য সোমে আসা বিচিত্র নহে। † 'গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন' নামক প্রবন্ধগুলির মধ্যে মধ্যে জ্যোতিষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে প্রচলিত শব্দের পরিবর্ত্তে নূতন শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। যে গুলিকে নূতন শব্দ মনে করিতেছি, সেগুলি লেখকের রচিত কি না, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। নূতন রচিত শব্দ হইলে তাহা পাঠককে স্পষ্ট বলা আবশ্যক, নতুবা যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে চর্চ্চায় অবহেলায় "ভয়াবহ বিভ্রাট ভারতে উপস্থিত" (৫ম বর্ষ। ৩৫২ পৃষ্ঠা), সেই বিভ্রাটই থাকিয়া যাইবে। অধিকন্তু বিভ্রাট বৃদ্ধি হইবে। এরূপ কয়েকটি সংজ্ঞার উল্লেখ করিতেছি।

গোলক শব্দের অর্থে লেখক বলেন, "তদুত্তরে (ধ্রুবলোকের) যে মণ্ডলে ধ্রুববিন্দু কদম্ববিন্দুকে প্রদক্ষিণ করে, সেই মণ্ডলকেই গো-লোক—বৃন্দাবন বলে।" (৬ষ্ঠ বর্ষ। ৬২ পৃঃ)। অন্যত্র আছে, "ব্রহ্মাণ্ডের অপর নাম গোলক।" (৫ম বর্ষ। ২৮৬ পৃঃ)। "পৃথিবীস্থ জ্যোতির্ব্বিদগণ পৃথিবীর মেরুদণ্ড (axis) উত্তরে প্রসারিত করিয়া গোলকে যে বিন্দু প্রাপ্ত হন, তাহার নাম ধ্রুব বিন্দু রাখিয়াছেন; এবং পৃথিবী হইতে দৃশ্য গোলক, বি-ষু-পৎ মণ্ডল দ্বারা দ্বিধা করিয়াছেন।" (৫ম বর্ষ। ৩৫১ পৃঃ)। এখানে গোলক শব্দের অর্থ কি? দৃশ্য গোলক কি? বিষুবন্ মণ্ডল অর্থে সিদ্ধান্তে অন্য কথা বলে। "যেমন বি-ষু-প মণ্ডল পৃথিবীকে সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত করে" (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭পৃঃ)। প্রকৃত কথা বিষুবমণ্ডল করে না, নিরক্ষমণ্ডল করে। বিষুবন্ মণ্ডল আকাশে। এই ভুলটি অনেক লেখক করিয়া থাকেন।

"ঐ কেন্দ্র [রাশিচক্রের] হইতে দৃশ্য গোলক অয়ন মণ্ডল দ্বারা দ্বিধা" হইয়াছে। রাশিচক্রের কেন্দ্র, পৃথিবী; পৃথিবীর চারিদিকে রাশিচক্র ঘুরিতেছে। সুতরাং লেখকের কথা আদৌ বুঝিলাম না। যদি মেরু শব্দের পরিবর্ত্তে কেন্দ্র বসিয়া থাকে, তাহা হইলেও কথাটা বুঝিলাম না। অয়নমণ্ডল সংজ্ঞাটি লেখক কোথায় পাইলেন, বলিতে পারি না। অপম ও ক্রান্তিমণ্ডল বা বৃত্ত শব্দদ্বয় সিদ্ধান্তে দেখিতে পাই। এই চির প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ ত্যাগ করিবার কারণ পাইলাম না। "পুরাণে

* চন্দ্রার্ঘ্যে আছে, লক্ষ্মী ভ্রাতঃ নমোস্তুতে।

† কয়েক মাস পূর্ব্বে "সাহিত্য" পত্রে এই বিষয় সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিত হইয়াছিল।

অয়নমণ্ডল দক্ষরাজ বলিয়া বর্ণিত।" (৬ষ্ঠবর্ষ, ৭পৃঃ)। কোন্ পুরাণে? "জ্যোতিষশাস্ত্রে আমরা বলি চিত্রানক্ষত্র এবং ধ্রুবতারা। চিত্রাতারা বা ধ্রুবনক্ষত্র বলা রীতি নহে"। (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯পৃঃ)। বস্তুতঃ তাই কি? চিত্রাতারা বলিলে চিত্রা নামক একটি তারা বিশেষকে বুঝিয়া থাকি। চিত্রা যোগতারা বলিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। লেখকও কয়েক পংক্তি পরে "রোহিনী তারা" লিখিয়াছেন।

"পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগতারা অনল-তারক (Pollux)। (৯পৃঃ)। অনলঅর্থে অগ্নি বুঝি। কিন্তু অগ্নি তারক Pollux নহে, অন্য একটি।

নক্ষত্রসমূহের নামের অর্থ সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসা আছে। "সুন্দর চিত্রিত আকৃতি বলিয়া চিত্রা নাম;" ধনুদ্বয় + + হইতে পুনর্ব্বসু নাম, অথবা অয়নরেখা দ্বিধাভক্ত বলিয়া পুনর্ব্বসু নাম;" "ভূর্ণস্থিত বলিয়া পুষ্যা নাম;" ইত্যাদি নামের সার্থকতা বুঝিলাম না।

"এক্ষণে দক্ষিণাকাশে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন কর, দেখিবে, দক্ষিণাকাশে আর একটি তারক স্থিরভাবে রহিয়াছে, ঐ তারকের নাম পরধ্রুব।" (৫ম বর্ষ, ২৮৯পৃঃ)। বলা বাহুল্য, যাম্যধ্রুব আমাদের ক্ষিতিজের নিম্নে অবস্থিত, সুতরাং আমাদের দৃষ্টির অতীত। উত্তর ধ্রুবতারার ন্যায় যাম্যধ্রুবতারাও খগোলে নাই।

"হৃৎমণ্ডলের নাম ঔরিকমণ্ডল (Auriga constellation)।" (৫বর্ষ, ২৯০পৃঃ)। এখানে হঠাৎ মনে হয়, যেন হৃৎমণ্ডল ও ঔরিকমণ্ডল—দুইটি নামই আমাদের শাস্ত্রে আছে। লেখক নক্ষত্রের পাশ্চাত্য নামের এইরূপ বাঙ্গালা নাম করিয়াছেন। বোধ করি, "পিনাক," "অজার" প্রভৃতি নামগুলিও লেখকের রচিত। কিন্তু পাঠককে কিছু না বলিয়া এরূপ নাম করণ করিলে অনিষ্ট হইতে পারে। তদ্ভিন্ন মণ্ডল শব্দের অর্থ নক্ষত্র (Constellation) কোথাও পাই নাই। জ্যোতিষে মণ্ডল শব্দে বৃত্ত বুঝিয়া থাকি। যথা বিষুবন্ মণ্ডল।

কোন কোন ব্যাখ্যানে লেখক মহাশয় অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন যে, (১) প্রাচীনগ্রীকেরা নক্ষত্রসমূহের (Constellation) যেমন রূপ কল্পনা করিত, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণও ঠিক সেইরূপ কল্পনা করিতেন; (২) সেই পাশ্চাত্য রূপ কল্পনা করিয়া আমাদের পৌরাণিকগণ পুরাণকথা লিখিয়াছেন। কিন্তু উভয় অঙ্গীকারই প্রমাণ সাপেক্ষ। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটিব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল।

"ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর মেরুদেশে ঐ যে ভীষণ অজাগর (Draco) দেখিতেছ, যাহার ফণামণ্ডলে দীপ্তিমান মাণিক্য জ্বলিতেছে, জগতের ঐ মূলাধার দেবতার নাম অনন্তদেব।" (২৯পৃঃ)। কোন নক্ষত্রকে গ্রীকেরা (Draco) বলিত। কিন্তু আমাদের পিতামহগণও যে তাহাকে—Draco না বলুন—অজাগর বলিতেন, তাহার প্রমাণ কি? বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ান,—অর্থে বুঝিতাম, তিনি অনন্ত দেশব্যাপী। লেখক বলেন,

আকাশের যে নক্ষত্রকে গ্রীকেরা Draco (অজাগর) বলিত, সেই নক্ষত্রের শিরো-দেশে বিষ্ণু (কোন্ তারা?) শয়ান রহিয়াছেন! পুরাণ কথায় কবিকল্পনা নাই, সমস্তই জ্যোতিষিক রূপক বলিতে গেলে সম্ভবের সীমা অতিক্রম করিতে হয়। লেখক মহাশয়ও স্থানে স্থানে কবিকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। "ভীষণ অজাগর," "দীপ্তিমান মাণিক্য", ইত্যাদিতে কবিকল্পনা নাই, বলিতে পারি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন কোন ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। প্রীত হইবার একটি কারণ এই যে, লেখক মহাশয় যে অনুমানে আসিয়াছেন, আমিও সেই অনুমানে আসিয়াছিলাম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'তারাহরণ উপাখ্যান উল্লেখ করিতেছি। জ্যোতিষিক বিষয় সম্বন্ধে লেখকের সহিত আমার বিস্তর মতভেদ আছে। যথা "চন্দ্র ২৭½ দিনে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এই ২৭½ দিনে একমাস গণনা হইত।" (৬ষ্ঠ, বর্ষ ৭১পৃঃ)। ২৭৷৷০ দিনে মাস গণনার কোনও উল্লেখ কোথাও পাই নাই। আমার বিবেচনায় প্রথমে চান্দ্রমাস গণনা প্রচলিত ছিল। বহুকাল পরে বার্হস্পত্যবর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। বেদ যতকালের, চান্দ্রমাস গণনাও ততকালের ন্যূন সময়ের নহে। কিন্তু বার্হস্পত্যবর্ষ সম্ভবতঃ চারিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিলনা। পরিশেষে, পাঠকের ও লেখকের অনুমতি লইয়া আমার পুস্তক হইতে তারা-হরণ-উপাখ্যান সম্বন্ধে কিঞ্চিত্ উদ্ধৃত করিতেছি। "এই উপাখ্যানে পুরাণকার প্রকৃতব্যাপার স্পষ্ট বর্ণন করিয়াছেন।" সংগ্রামের নাম "তারকময়।" সিদ্ধান্তে সংগ্রাম বা যুদ্ধ অর্থে নক্ষত্র ও গ্রহের সমাগম বুঝায়; সুতরাং এই উপাখ্যানের মূলে যে কোন তারা ঘটিত ব্যাপার ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

রাজমার্ত্তণ্ডে বুধের এই নামগুলি আছে,

বুধশ্চন্দ্রসুতো জ্ঞেয়ো বিবুধো বোধনস্তথা।
কুমারো রাজপুত্রশ্চ তারাপুত্র স্তথৈবচ॥

এখানে জ্ঞেয়, বিবুধ, বোধন নামগুলি বুধশব্দের প্রতিশব্দ। চন্দ্রসুত, কুমার, রাজপুত্র, ও তারাপুত্র নাম নামগুলির মূলে উক্ত উপাখ্যান।

কিন্তু কোন্ তারা লইয়া চন্দ্র ও বৃহস্পতির বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল? যে তারাই হউক্, সেটি এমন যে, তাহার নিকটে চন্দ্র-বৃহস্পতি-শুক্রসহ দেবাসুর-সংগ্রাম উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল। পুষ্যার সহিত বৃহস্পতির ঘনিষ্টসম্বন্ধ ছিল ('বৃহস্পতি, দেখুন) পুষ্যার দেবতা বৃহস্পতি। সুতরাং এই উপাখ্যানের তারা পুষ্যা নহে। বুধের একটিনাম রৌহিণেয় আছে। এজন্য মনে হয় যে, রোহিনীতারা লইয়া বিবাদ। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। রোহিনী চন্দ্রের প্রেয়সী; তাঁহার সহিত বৃহস্পতির সম্পর্ক থাকিতে পারে না। বুধ চন্দ্রের পুত্র, এবং রোহিনী চন্দ্রের প্রধানা মহিষী। এজন্য বুধের নাম রৌহিণেয় হইয়াছিল।

তবে কোন্ তারার পতি বৃহস্পতি ছিলেন? মহাভারত-বনপর্ব্বে দেখা যায়, বৃহস্পতি-পত্নী তারারগর্ভে ছয়পুত্র এবং একপুত্রিকা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এই ছয় পুত্র ও তাহাদের পুত্র বিভিন্ন যজ্ঞের ও অন্যান্য অগ্নির নামান্তর। কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছয়টিতারা স্পষ্ট এবং অপর একটি দুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। + + + কার্ত্তিকাদি বার্হস্পত্যবর্ষ গণণায় কৃত্তিকা ও বৃহস্পতির সম্বন্ধ প্রকাশিত আছে। সুতরাং বোধ হইতেছে যে, কৃত্তিকাতারাই বৃহস্পতির পত্নী ছিলেন। এই জন্য বুধের নাম কুমার আছে। বেদে অগ্নি, কুমার। পুরাণে কার্ত্তিকেয়, কুমার। বুধ ও কার্ত্তিকেয় ঈষিকাস্তম্বে জাত। তারকাসুর বধ করিতে কার্ত্তিকেয়, পরাশর বলেন অসুর বধ করিতে বুধও জন্মিয়াছিলেন। গ্রহযজ্ঞতত্ত্বে আছে, ধনিষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে বুধের জন্ম হইয়াছিল (শব্দকল্পদ্রুম)। ধনিষ্ঠার সহিত কৃত্তিকার সম্বন্ধ আছে। ধনিষ্ঠায় রবির অয়ন নিবৃত্ত হইলে কৃত্তিকায় বিষুবন্ থাকে। + + + বৃহস্পতি ও শুক্র, উভয়েই দীপ্তিশালী। কৃত্তিকাও ক্ষীণপ্রভা নহে। সময় বিশেষে বুধ উজ্জ্বল দেখায়। নিকটে চন্দ্র, কিঞ্চিৎ দূরে ব্রহ্মাদৈবত রোহিণীনক্ষত্র। বস্তুতঃ এরূপ সমাগম দর্শনীয় ব্যাপার। এ বৎসর (শক ১৮২০, ৩ ভাদ্র) সায়ং সন্ধ্যার পর পশ্চিম আকাশে হস্তানক্ষত্রে বৃহস্পতি ও শুক্রের সমাগম অনেককেই চমৎকৃত করিয়াছিল। বোধ করি, কোন অতীত কালে উক্ত জ্যোতির্গণের সমাগম তৎকালের আর্য্যগণকে মোহিত করিয়াছিল, এবং কৃত্তিকাকে চন্দ্র ত্যাগ করিলে দেখিতে দেখিতে বুধগ্রহ আবিস্কৃত হইয়াছিল।" ইত্যাদি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম, এ,।
বিজ্ঞান-অধ্যাপক, রেভেন্‌সা কলেজ
কটক।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত।)

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে গমন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত কথোপকথন।]

কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথি। ইংরাজি ২৬শে নবেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ শ্রীযুক্ত মণিমল্লিকের বাটীতে সিন্দুরিয়াপটী-ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইত। বাড়াটী চিৎপুর রোডের উপর, পূর্ব্বধারে; হ্যারিসন রোডের চৌমাথা—যেখানে বেদানা,

পেস্তা, আপেল এবং অন্যান্য মেওয়ার দোকান আছে, সোখান হইতে কয়েক খানি দোকানবাড়ীর উত্তরে। সমাজের অধিবেশন রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী দুতালা হলঘরে হইত। আজ সমাজের সাম্বৎসরিক; তাই শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক মহোৎসব করিয়াছেন। উপাসনা-গৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিরে ও ভিতরে হরিৎ বৃক্ষ-পল্লবে, নানাপুষ্প ও পুষ্পমালায় সুশোভিত। গৃহমধ্যে ভক্তগণ আসন গ্রহণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন উপাসনা হইবে। গৃহমধ্যে সকলের স্থান হয় নাই, অনেকেই পশ্চিমদিকের ছাদে বিচরণ করিতেছেন বা যথাস্থানে স্থাপিত সুন্দর বিচিত্র কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মাঝে মাঝে গৃহ-স্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগত ভক্ত-বৃন্দকে আপ্যায়িত করিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম ভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহারা আজ একটী বিশেষ উৎসাহে উৎসাহান্বিত। আজ শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসের শুভাগমন হইবে। পরমহংসদেবের ব্রাহ্মদের উপর বিশেষ দৃষ্টি। ব্রাহ্মদের তিনি বড় ভাল বাসেন, ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃগণ কেশব, বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণকে তিনি প্রাণতুল্য ভালবাসেন। তাই তিনি ব্রাহ্ম-ভক্তদের এত প্রিয়। পরমহংসদেব হরিপ্রেমে মাতওয়ারা, তাঁহার প্রেম, তাঁহার জলন্ত বিশ্বাস, তাঁহার বালকের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের জন্য তাঁহার ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে স্ত্রীজাতির পূজা, তাঁহার বিষয়কথা বর্জ্জন ও তৈল ধারা তুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর-কথা-প্রসঙ্গ, তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় ও অপর ধর্ম্মে বিদ্বেষ ভাবলেশশূন্যতা, তাঁহার ঈশ্বরভক্তের জন্য রোদন, এই সকল ব্যাপার ব্রাহ্মভক্ত-দের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। তাই আজ অনেকে বহুদূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভার্থে আসিয়াছেন।

[শিবনাথ ও সত্যকথা।]

উপাসনার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের সহিত সহাস্য বদনে আলাপ করিতে লাগিলেন। সমাজ-গৃহে আলো জ্বালা হইল, অনতিবিলম্বে উপাসনা আরম্ভ হইবে।

পরমহংসদেব বলিলেন "হ্যাঁগা শিবনাথ আস্‌বেনা?" একজন ব্রাহ্মভক্ত বলিলেন "না আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আস্‌তে পারবেন না"। পরমহংসদেব বলিলেন "শিবনাথকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়, আহা যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে; আর যা'কে অনেকে গণে মানে, তা'তে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারি দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালী বাটীতে) যাবে, কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠায় নাই। ওটা ভাল নয়। এই রকম আছে যে সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট ক'রে ধ'রে থাকিলে ভগবান্ লাভ হয়। সত্যে আঁট

না থাকিলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হ'য়ে যায়। আমি এই ভয়ে, যদি কখনও ব'লে ফেলি যে, বাহ্যে যাব, আর বাহ্যে যদি না পায়, তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই যে পাছে সত্যের আঁট যায় যখন আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে ক'রে ব'লেছিলুম 'মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; মা! এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; মা! এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; মা! এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও'—যখন এই সব ব'লেছিলুম, তখন একথা বল্‌তে পারি নাই 'মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য'। সব মাকে দিতে পাল্লুম, কিন্তু সত্য মাকে দিতে পাল্লুম না"।

(উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন ও পরমহংসদেবের সমাধি)

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা আরম্ভ হইল। বেদীর উপরে আচার্য্য, সম্মুখে সেজ। উদ্বোধনের পর আচার্য্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বেদোক্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মভক্তগণ সমস্বরে সেই পুরাতন আর্য্য ঋষির শ্রীমুখনিঃসৃত, তাঁহাদের সেই পবিত্র রসনার দ্বারা উচ্চারিত নাম গান করিতে লাগিলেন। বলিতে লগিলেন "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দমমৃতম্ যদ্বিভাতি শান্তম্ শিবদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"। এই প্রণব সংযুক্ত ধ্বনি ভক্তদের হৃদয়াকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনেকের অন্তরে বাসনা নির্ব্বাপিতপ্রায় হইতে লাগিল। চিত্ত অনেকটা স্থির হইল ও ধ্যান প্রবণ হইতে লাগিল। সকলেরই চক্ষু মুদিত—ক্ষণকালের জন্য বেদোক্ত সগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব ভাবে নিমগ্ন হইলেন। স্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাক, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। যেন আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছে; আর দেহটী মাত্র শূন্য মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে।

সমাধি ভঙ্গের অব্যবহিত পরেই পরমহংসদেব চক্ষু মেলিয়া চরিদিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন, সভাস্থ সকলেই নিমীলিত নেত্র; তখন "ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম" বলিয়া হঠাৎ দণ্ডয়মান হইলেন। উপাসনান্তে ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতাল লইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, আর নৃত্য করিতে লগিলেন। সে মধুর নৃত্য সকলে মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লগিলেন। অনেকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ও কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়া এককালে সংসার ভুলিয়া গেলেন। ক্ষণকালের জন্য তাঁহারা হরি-রস-মদিরা পান করিয়া বিষয়ানন্দ ভুলিয়া গেলেন। বিষয় সুখের রস তিক্তবোধ করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে সকলে

আসন গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে পরমহংসদেব কি বলেন, শুনিবার জন্য সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন।

(গৃহস্থের প্রতি উপদেশ।)

সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন ;—

"নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার করা বড় কঠিন। প্রতাপ (মজুমদার) বলেছিল, "মহাশয় আমাদের জনক রাজার মত। জনক নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার ক'রেছিলেন, আমরা তাই করিব"। আমি বল্লুম, "মনে কল্লেই কি জনক রাজা হওয়া যায়? জনক রাজা কত তপস্যা করেছিলেন। তিনি হেটমুণ্ড উর্দ্ধপদ হয়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা ক'রে তবে জ্ঞানলাভ ক'রেছিলেন। জ্ঞান লাভ ক'রে তবে সংসারে ফিরে গিছ্‌লেন।" তবে সংসারীর কি উপায় নাই? হাঁ অবশ্য আছে। দিন কতক নির্জ্জনে সাধন ক'র্ত্তে হয়। নির্জ্জনে সাধন ক'ল্লে ভক্তিলাভ হয়, জ্ঞান লাভ হয়, ভগবানের দর্শন লাভ হয়, তারপর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই। যখন নির্জ্জনে সাধন ক'র্‌বে, তখন সংসার থেকে একেবারে তফাতে যাবে, তখন যেন স্ত্রী, পুত্র কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে। নির্জ্জনে সাধনের সময় ভাব্‌বে আমার কেহ নাই, ঈশ্বরই আমার সর্ব্বস্ব। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান-ভক্তির জন্য প্রার্থনা ক'র্‌বে।

যদি বল, কতদিন নির্জ্জনে সংসার ছেড়ে থাকব, তা একদিন যদি এই রকম ক'রে থাক, সেও ভাল, তিন দিন থাক্‌লে আরও ভাল। বা বারদিন, একমাস তিন মাস, এক বৎসর যে যেমন পারে, জ্ঞান-ভক্তি লাভ ক'রে সংসার কল্লে আর বড় বেশী ভয় নাই।"

"হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আঁটা লাগে না।

"চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্লে আর ভয় নাই।

একবার পরেশমণিকে ছুঁয়ে সোণা হও। সোণা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটীতে পোতা থাক, মাটী থেকে তোলবার পর সেই সোণাই থাক্‌বে। "মনটী" দুধের মত। সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হ'লে দুধে জলে মিশে যাবে তাই দুধকে নির্জ্জনে দই পেতে মাখন তুল্‌তে হয়। মন-দুধ থেকে যখন নির্জ্জনে সাধন ক'রে, জ্ঞান-ভক্তি রূপ মাখন তোলা হ'লো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনো সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না। সংসার-জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।

(বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।)

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেখানে অনেক দিন নির্জ্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়া ছিল। এক্ষণে তিনি গৈরিক বসন পরিধান

করিয়াছেন। অবস্থা ভারী সুন্দর, যেন সর্ব্বদা অন্তর্মুখ। পরমহংসদেবের নিকট হেঁটমুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন।

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন "বিজয়! তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ?"

"দেখ দু'জন সাধু ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে এক সহরে এসে পড়েছিল। একজন হাঁ ক'রে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী দেখ্‌ছিল, তখন অপরটীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটী বল্লে, তুমি যে হাঁক'রে সহর দেখছ, তলপী তাল্‌পা কোথায়? প্রথম সাধুটী বল্লে, আমি আগে বাসা পাক্‌ড়ে তল্‌পীতালপা রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়েছি। এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। (বিজয় প্রতি) তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ?"

(মাষ্টার ইত্যাদির প্রতি।) "দেখ 'বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।"

[বিজয় ও শিবনাথ। নিষ্কামকর্ম্ম ও সকাম কর্ম্ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ—(বিজয়ের প্রতি) "দেখ শিবনাথের ভারী ঝঞ্ঝাট। খবরের কাগজ লিখ্‌তে হয়, আর অনেক কর্ম্ম কর্ত্তে হয়। বিষয়কর্ম্ম কল্লেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা চিন্তা এসে যোটে।"

"শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধৌত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিলকে একটী গুরু ক'রে ছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধর্ত্তে ছিল, একটী চিল এসে একটা মাছ ছোঁমেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিলকে তাড়া ক'রে গেল এবং এক সঙ্গে কা কা ক'রে বড় গোলমাল কর্ত্তে লাগ্‌লো চিল মাছ নিয়ে যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া করে সেই দিকে যেতে লাগ্‌লো। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল. কাক গুলাও সেই দিকে গেল, আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিম দিকে চিল ঘুরতে লাগ্‌লো শেষে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগুলা চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়া বস্‌লো। বসে ভাব্‌তে লাগলো, "ঐ মাছটা যত গোল ক'রেছিল। এখন মাছ কাছে নাই, তাই আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"

"অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা ক'ল্লেন যে, যতক্ষণ মুখে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে, আর কর্ম্মের দরুণ ভাবনা চিন্তা, অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হ'লেই কর্ম্ম ক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়।"

তবে 'নিষ্কাম কর্ম্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন। মনে ক'চ্চি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জান্‌তে দেয় না।

আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ, নিষ্কাম কর্ম্ম কত্তে পারে। ঈশ্বর দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম্ম অনায়াসে করা যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায় কর্ম্ম ত্যাগ হয়; দুই একজন যেমন নারদাদি লোক-শিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে।

(সঞ্চয়—'Take no thought for to-morrow')

শ্রীরামকৃষ্ণ—(বিজয়ের প্রতি) "অবধূতের আর একটী গুরু ছিল—মৌমাছি। মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধ'রে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় করতে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোলআনা নির্ভর ক'রবে তাদের সঞ্চয় কত্তে নাই।

এটী সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর সংসার প্রতিপালন কত্তে হয়। তাই সঞ্চয়ের দরকার হয়। পাখী আর দর্ব্বেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না, কিন্তু পাখীর ছানা হ'লে সে সঞ্চয় করে—ছানার জন্য মুখে ক'রে খাবার আনে।

(বিজয়ের প্রতি,) "দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুটলী পাটলা থাকে, পনরটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড় বচ্‌কি থাকে, তাহ'লে তাদের বিশ্বাস কোরো না। আমি বটতলায় * ঐরকম সাধু ছিলাম। দু'তিন জন বসে আছে, কেউ ডাল বাচ্ছেন, কেউ কেউ কাপড় সেলাই কচ্ছেন, আর বড় মানুষের বাড়ীর ভাণ্ডারের গল্প বাচ্ছেন। ব'লছেন "আরে ও বাবুনে লাখো রূপেয়া খরচ কিয়া হ্যায়, সাধুলোককো বহুত খিলায়া হ্যায়, পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপোয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়া"। সকলের হাস্য।

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ। গয়ায় ঐরকম সাধু দেখেছি। গয়ার লোটাওয়ালা সাধু।

(সকলের হাস্য,)

[প্রেম ও কর্ম্মত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি) ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও আস্‌লে কর্ম্মত্যাগ আপনি হ'য়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম্ম করাচ্ছেন, তারা করুক। তোমার এখন সময় হয়েছে সব ছেড়ে তুমি ব'লো "মন তুই দ্যাখ্ আর আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে"।

এই বলিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাইলেনঃ——

গান।

যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যামামাকে। মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে॥

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি। রসনারে সঙ্গেরাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে॥ (মাঝে মাঝে সে যেন মা ব'লে ডাকে)॥

কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিওনাকো। জ্ঞান-নয়নকে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে॥ (খুব যেন সাবধানে থাকে)

* রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে যে পঞ্চবটী আছে, সেইখানে।

[অষ্টপাশ ও জীব]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি) ভগবানের শরণাগত হ'য়ে, এখন লজ্জা, ভয়, এ সব ত্যাগ কর। 'আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বল্‌বে,—এ সব ভাব ত্যাগ কর।

"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়। তিন থাকতে নয়॥"

লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, অভিমান, এ সব জীবের পাশ। এ সব গেলে তবে সংসার হ'তে মুক্তি হয়।

(পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।)

ভগবানের প্রেম বড় দুর্লভ জিনিস। স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা আছে, সেইরূপ একটী নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে হয়। তবেই ভক্তি হয়। শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ-মন ঈশ্বরেতে লীন হবে।

তারপর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক্ হয়। বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে, সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হ'য়ে যায়।

প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হ'লে, বাহিরের জিনিস সব ভুল হ'য়ে যায়। জগৎ ভুল হ'য়ে যায়। আর নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হ'য়ে যায়। এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতে লাগিলেনঃ—

[গান।]

সে দিন কবে বা হবে?

হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়্‌বে (সে দিন কবে বা হবে?)

সংসার-বাসনা যাবে (সেদিন কবে .....)

অঙ্গে পুলক হবে (সেদিন কবে .....)

* * *

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে নিমন্ত্রিত আর কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থিত রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীরজনী নাথ রায়।

পরমহংসদেব, ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়, এই কথা বলিতেছেন। আরও বলিতেছিলেন, "অর্জ্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধিতেছিলেন, তখন কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল—আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। এমন কি, মাছের চোক ছাড়া মাছের আর কোন অঙ্গ দেখিতে পান নাই। এইরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়।

ঈশ্বরদর্শনের একটি লক্ষণ—ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্ গর্ ক'রে উঠে। উঠে মাথার দিকে যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।"

(পাণ্ডিত্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ—(অভ্যাগত ব্রাহ্ম ভক্ত দৃষ্টে) "যাঁহারা সুধু পণ্ডিত, কিন্তু ভগবানে ভক্তি হয় নাই, তাঁদের কথা গোলমেলে। মামাধ্যায়ী ব'লে এক পণ্ডিত ব'লেছিল, "ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজেদের প্রেম-ভক্তি দিয়ে সরস কর।" বেদে যাঁকে "রস স্বরূপ" ব'লেছে, তাঁকে কিনা নীরস বলে! আর এতে বোধ হচ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু, তা কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

একজন ব'লেছিল, 'আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে,' এ কথায় বুঝ্‌তে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই। (সকলের হাস্য।)

(ঐশ্বর্য্য, বিভব, মান, পদ)

কেউ কেউ ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার করে—বিভব, মান, পদ, এই সবের অহঙ্কার করে; কিন্তু এ সব দুই দিনের জন্যে, কিছুই সঙ্গে যাবে না।

(গান।)

"ভেবে দ্যাখ্ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণে কালী বদ্ধ হয়ে, মায়াজালে॥
যার জন্য মর ভেবে, সেকি তোমার সঙ্গে যাবে?
সেই প্রেয়সী ছড়া দিবে অমঙ্গল হবে বলে॥
দিন দুই তিনের জনো ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই মানে;
সেই কর্ত্তারে রেখে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে॥

আর টাকার অহঙ্কার কত্তে নাই। যদি বল, আমি ধনী, তো ধনীর আবার তারে বাড়া তারে বাড়া আছে।

সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি। কিন্তু নক্ষত্র যাই উঠ্‌লো, অমনি তার অভিমান চ'লে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাব্‌তে লাগলো, আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি। কিছু পরে চন্দ্র উঠ্‌লে তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হ'য়ে গেল। চন্দ্র মনে কল্লেন, আমার আলোতে জগৎ হাঁস্‌চে, আমি জগৎকে আলো দিচ্ছি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অরুণ উদয় হ'লো; সূর্য্য উঠ্‌চেন। চাঁদ মলিন হ'য়ে গেল—ক্ষণিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না।

এই গুলি ধনীরা যদি ভাবে, তা' হ'লে ধনের অহঙ্কার হয় না।

উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক অনেক উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক যত্ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ও সমবেত ভক্তগণকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। যখন সকলে বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছিল; কিন্তু কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

চতুর্থ অধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থোদধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

অন্বয়ঃ—একঃ অবর্ণঃ নিহিতার্থঃ যঃ (পরমাত্মা) বহুধা শক্তিযোগাৎ অনেকান্ বর্ণান্ দধাতি, (যস্মাৎ) আদৌ বিশ্বম্ এতি (যত্র) চ অন্তে বি-এতি। স দেবঃ নঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু।

বিষমপদব্যাখ্যা অবর্ণঃ—বর্ণরহিতঃ নিরাকার। বহুধা শক্তি-যোগাৎ—অনন্ত শক্তি-শালিতা হেতু। বিচৈতি—এতি, বি+এতি চ পদত্রয়স্যৈতৎ। বর্ণান্—রূপরসগন্ধস্পর্শাদিবিষয়নিবহান্। শুভয়া—পরমহিতয়া, মোক্ষদানাত্মিকয়া, মোক্ষদানাত্মিকয়া পরম হিতকারী, সংযুনক্তু—সংযুক্ত করুন্। নিহিতার্থঃ—বিগত প্রয়োজন; স্বার্থনিরপেক্ষঃ ইতি ভাষ্যে। স্বার্থ—নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ।

বঙ্গার্থঃ—যিনি অদ্বিতীয়, নিরাকার এবং স্বার্থনিরপেক্ষ, যিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত-ভাবে স্বকীয় অনন্ত মহিমা বলে অনন্ত বিষয় সৃষ্টি করিতেছেন, আদিকালে যে অনাদি পুরুষ হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হয় এবং অন্ত কালে যাঁহার অনন্তসত্তায় বিলীন হইয়া যায়, সেই সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা পরম পুরুষ পরমাত্মা আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন, অর্থাৎ আমাদিগকে আত্ম-হিতকরী বুদ্ধি দান করিয়া অন্তরে বাহিরে মঙ্গল-আভা প্রকাশ করুন। তাঁহার চিরমঙ্গলময় জ্যোতিজালে আমরা জ্যোতিষ্মান্ হই।

এই অনুশাসনে পরমাত্মাকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ বলিয়া ভঙ্গ্যন্তরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই সূত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রাচীন কবির নিম্নলিখিত সুমধুর দার্শনিক ভাবে বদ্ধ শ্লোকটি মনে পড়ে—তিসৃভিস্তমবস্থাভির্মহিমানমুদীরয়ন্ প্রলয়স্থিতিসর্গানাম্ একঃ কারণতাংগতঃ।

২

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥

অন্বয়—তৎ এব অগ্নিঃ তৎ এব আদিত্যঃ তৎ এব বায়ূঃ তৎ উ—এব চন্দ্রমাঃ তৎ এব শুক্রম্ তৎ এব ব্রহ্ম, তৎ এব আপঃ তৎ এব (চ) প্রজাপতিঃ॥

বিষমপদব্যাখ্যা-শুক্রম্—তেজঃ তদস্তি অস্য ইতি অর্শ আদিত্বাৎ অ—শুক্রম্ তেজোময় পদার্থজাতম্ নক্ষত্রাদিকমিত্যর্থঃ। শোকতি গচ্ছতি ইতি শুক গতৌরক্ শুক্রম্ তেজোরেতসীত বীজ বীর্য্যেন্দ্রিয়াণি চ॥ ইতি অমরঃ। শুক্রশব্দের অর্থ তেজময় পদার্থ অর্থাৎ নক্ষত্রাদি

ব্রহ্ম—ব্রহ্মন্—বৃংহতি বর্দ্ধতে প্রমাণাৎ ইতি বৃংহ+নন্ নকারস্য অকারশ্চ ইতি ব্রহ্মন্ তথাচ॥ বৃহৎ অস্য শরীরম্ অপ্রমেয়ম্ প্রমাণতঃ, বৃহদ্বিস্তীর্ণমিত্যুক্তম্ ব্রহ্ম তেনায়মুচ্যতে॥ ইতি শাম্বপুরাণম্, বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাৎচ তদ্রূপম্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥ ইতি চ বিষ্ণুপুরাণম্—যিনি অপ্রমেয় অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে প্রমাণাতীত।

বঙ্গার্থঃ—তিনিই পরম পাবন, বৈশ্বানর; তিনিই স্বপ্রকাশস্বরূপ আদিত্য এবং তিনিই রমণীয়-কান্তি চন্দ্রমা। দীপ্তিশালী জ্যোতিষ্ক নিকর বা বিশ্ব-জীবন সলিল-রাশি, এ সমস্তই তাঁহার বিভূতির প্রকাশভেদ মাত্র, তিনি স্বয়ং রূপাতীত হইলেও তাঁহার স্বারূপ্য এই জগতের স্তরে স্তরে ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তিনিই ব্রহ্মা এবং তিনিই প্রজাপতি। এই সূত্রেরই তাৎপর্য্য গীতায় ভগবান্ ভঙ্গ্যন্তরে বলিয়াছেন, যথা—

আদিত্যানামহংবিষ্ণুর্জ্যোতিষাংরবিরংশুমান্
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এবচ॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥

৩

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতবা কুমারী।
ত্বংজীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবাসি বিশ্বতোমুখঃ॥

অন্বয়—ত্বম্ স্ত্রী, ত্বম্ (এব) পুমান্ অসি, ত্বম্ কুমারঃ উত বা কুমারী অসি ত্বম্ জীর্ণঃ (জরাযুক্তঃ সন্) দণ্ডেন বঞ্চসি (বিহরসি) ত্বম্ বিশ্বতঃ মুখঃ (ভূত্বা) জাতঃ ভবাসি।

বিষমপদব্যাখ্যা - স্ত্রী স্তৃ াতি আপ্যায়তি সংহতঃ গর্ভঃ যত্র ইতি স্তৃণাতেঃ ড্রট্ স্ত্রিয়ামীঃ যত্র গর্ভস্থানি সন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি জায়ন্তে স স্ত্রী প্রকৃতিরিতি বাস্তবার্থঃ। যাহাতে সংহত হইয়া গর্ভ কাঠিন্যযুক্ত হয়, অর্থাৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে প্রকৃতি

অর্থাৎ জগদুৎপত্তির মূল কারণ। পুমান্ পুমস্—পুনাতি পবিত্রয়তি বা প্রকাশয়তি জগৎ য সঃ—যিনি জগৎ প্রকাশক, বঞ্চসি—বিহরসি—বিহার কর বা বিচরণ কর। বিশ্বতোমুখঃ—বিশ্ববিষয়জ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্বব্যাপী। অথবা নানাপ্রকারে নব নব ভাবে উদ্ভাসিত হউক।

বঙ্গার্থঃ—হে ভগবান্! তুমিই স্ত্রী এবং তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার এবং তুমিই কুমারী, তুমিই জরাজীর্ণ হইয়া দণ্ড ধারণ করিয়া বৃদ্ধরূপে বিচরণ করিয়া থাক, আবার তুমিই বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপীরূপে নব নব ভাবে নবীনতর হইয়া শিশুরূপে জন্ম-গ্রহণ করিতেছ। এই মহীমণ্ডলে তুমি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তুমিই উৎপাদ্য এবং তুমিই উৎপাদক, আবার স্বাধীন মহিমা বলে তুমিই উৎপন্ন হইতেছ। এইব্যক্তি স্ত্রী, এইব্যক্তি পুরুষ, এই ব্যক্তি যুবক, এই ব্যক্তি যুবতী এবং এই ব্যক্তি বৃদ্ধ বা এই শিশু সদ্যোজাতঃ ইত্যাদি পার্থক্য জ্ঞান অজ্ঞানছায়াবৃত লোক-নয়নের অলীক অবলোকনের ফল মাত্র; বস্তুতঃ তুমি এক, তুমি অদ্বিতীয় এবং তুমিই সমস্ত। আদিও তুমি, মধ্যও তুমি এবং অন্তও তুমি। জন্ম, বৃদ্ধি এবং বিনাশ, এই অবস্থাত্রয় তোমারই বিভূতির প্রকার ভেদ-মাত্র। তুমিই অনন্ত এবং তুমিই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ।

বিশেষার্থ। পাঠক! এস্থলে এক বার এই উপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ১৬শ সূত্রটী স্মরণ করুন—

এস হ দেবঃ প্রদিশোহনু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ সউ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥
(পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে)

আবার মনু বলিতেছেন,—

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহং অর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥১।৩২

সেই সর্ব্বশক্তিমান্ আপনার দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করিলেন, এবং সেই নারীর গর্ভে বিরাটকে উৎপাদন করিলেন। অতএব ইহা দ্বারাও ভগবান্ মনু বলিতেছেন যে, পুরুষ বা নারী, উৎপাদ্য বা উৎপাদক, এ সমস্ত আর কিছুই নহে, কেবল তাঁহার আত্ম-শক্তির বিভিন্ন প্রকার স্ফুরণ মাত্র।

এ দিকে দেখুন—ভগবান নিজেই বলিতেছেন,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়-স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ গীতা—১০ ২০
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন! গীতা—১০।৩২

হে জিতেন্দ্রিয়! সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরস্থিত আত্মা আমিই। ভূত-নিবহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার আমিই; এ সমস্ত আমারই বিভিন্নবদ্ভাসমানা অলৌকিকী অবস্থার বিকাশ। হে অর্জ্জুন! আমিই সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত; অর্থাৎ আমিই শিশুরূপে জাত হইয়া কৌমারে কুমাররূপে বর্দ্ধিত হই, আবার আমিই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধরূপে পরিণত হইয়া জীর্ণ কায়া পরিহার পূর্ব্বক জলৌকাবৎ দেহান্তর আশ্রয় করি। জন্ম-বৃদ্ধি-মরণ আমারই অবস্থাভেদ মাত্র। আমিই সমস্ত। মদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

৪

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো, লোহিতাক্ষঃ
তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বম্ বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥

অন্বয়ঃ—নীলঃ পতঙ্গঃ লোহিতাক্ষঃ হরিতঃ, তড়িদ্গর্ভঃ (জলদঃ), ঋতবঃ, সমুদ্রাঃ চঃ (ত্বম্ এব অসি)। অনাদিমৎ ত্বম্ বিভুত্বেন বর্ত্তসে, যতঃ (ত্বত্তঃ) বিশ্বাঃ (বিশ্বানি) ভুবনানি জাতানি।

বিষমপদব্যাখ্যা—হরিতঃ—শুকাদি পক্ষী। তড়িৎ-গর্ভঃ—তড়িৎ গর্ভে যস্য স মেঘঃ। বিদ্যুদ্দাম—বিকাশিত নেত্ররমণীয় জলদশ্রেণী। অনাদিমৎ—আদিশূন্য অর্থাৎ অনাদি। ত্বম্—তুমি। বিভুত্বেন—ব্যাপকত্বেন সর্ব্বব্যাপিরূপেণেত্যর্থঃ—সর্ব্বব্যাপিরূপে। বিশ্বাঃ—বিশ্বানি (অত্র ক্লীবত্বভাগ্ভুবনশব্দস্য বিশেষণীভূত—বিশ্বশব্দস্য পুংত্বম্ ছান্দসম্) সমগ্র।

বঙ্গার্থ—নয়নরঞ্জন নীল পতঙ্গ নিবহ, মনোমোহকর লোহিতনেত্র শুকাদি সুকণ্ঠ পক্ষিকুল, বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতনেত্র রমণীয় জলদমালা, নবজীবনপ্রদ উল্লাসময় বসন্তাদি ঋতু নিকর এবং অনন্ত অতলস্পর্শ জলধি, এ সমস্ত তুমিই; তোমারই প্রকার-ভেদ মাত্র। তোমার আদি নাই, অথচ এই বিশ্বভুবনের সত্তা আদিকর্ত্তা তোমাতে বিরাজ করিতেছে। অর্থাৎ তুমি নিজে অনাদি হইয়াও জগতের আদি রূপে বিরাজ করিতেছ। তোমার অচিন্তনীয় শক্তি সন্নিধানে কার্য্যকারণের অবস্থা হইয়াছে। অনাদি কারণ তুমি অনাদিমান্ ভুবনের কর্ত্তা। তুমি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছ। যেহেতু এই বিশ্বভুবন তোমা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। তোমার ব্যক্তিত্বই এই বিশ্বোদ্ভাবনের নিদান।

বিশেষার্থঃ। চক্ষুমনোরম পতঙ্গ শ্রেণী, শ্রবণরঞ্জন সুকণ্ঠ শুক-পিকাদি বিহঙ্গম-কুল তোমারই অংশ, তোমার করুণা-প্রস্রবণের সুশীতল সলিলকণা। হাস্যময়ী সৌদামিনীর ঘনকৃষ্ণ জলদ-ক্রোড়ে নর্ত্তন তোমারই বিভূতি। বসুন্ধরার রত্নাভরণ-প্রতিম প্রসূন ও সৌরভামোদিত বসন্তাদি ঋতু-সন্দোহ তোমারই মহিমার প্রতিকৃতি।

সুনীল প্রশস্ত অনন্ত সমুদ্র তোমারই করুণা-বারিধির রূপান্তর মাত্র। এ জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু প্রীতিময়, যাহা কিছু প্রেমাস্পদ, তাহা তোমারই অংশ। তুমি নিজে নিত্য সুন্দর, শুদ্ধ, শান্ত, নির্ম্মল, তাই তোমার অংশজাত পদার্থও তদ্রূপ। হে নাথ! তুমি নিজেই বলিয়াছ—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বম্ শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মমতেজোহংশসম্ভবম্॥

এই ধরাধামে যা কিছু শ্রীমান্, যাকিছু বিভূতিমান বা যা কিছু প্রতিভাবান্, তাহা আমারই অপ্রতিহত তেজের অংশ-সম্ভূত। আমরা দৃষ্টিহীন—বিবেক-হীন, তাই সর্ব্ব-ভূতে বিরাজমান তোমার বিরাট সত্তা অবলোকন বা মনে ধারণ করিতে সমর্থ হইনা। তুমি আমাদের নয়নে নয়নে নয়ন রাখিয়া ক্রীড়া করিতেছ, কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছিনা! যখন অন্ধকারময় মাতৃগর্ভে অপ্রতিবুদ্ধভাবে শয়ান ছিলাম, তখন তুমিই তোমার সকরুণ করস্পর্শে আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছিলে। আবার যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন তুমিই জননীরূপে তোমার সুকোমল স্নেহ-সিক্ত অঞ্চলে আমাদিগকে স্থান দান করিয়াছিলে। তৎপর হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তুমিই রক্ষা করিয়া রাখিয়াছ; আবার হে নিরঞ্জন! তুমিই শুক-পিক-পতঙ্গাদি, শশাঙ্ক-তারকা-চন্দ্রিকা প্রভৃতি, তড়িন্মেঘাবলী ও শারদ বসন্ত প্রভৃতি দ্বারা নিয়ত আমাদের হৃদয়রঞ্জন করিতেছ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

গীতার্থ।

ভূমিকা

(১। গীতার মুখ্য উপদেশ)

(১) লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুর বশীভূত না হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত।

২। ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য এক হইলেও জীবের প্রকৃতি (স্বভাব) এবং স্বাভাবিক জ্ঞানানুরূপ ধর্ম্মও স্বতন্ত্র হইয়া যায়। যাহার যেরূপ প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মানু-মোদিত কর্ম্ম সম্পাদন করা তাহার কর্ত্তব্য এবং যাহার যে কর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা করা অকর্ত্তব্য।

৩। জ্ঞানালোকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরীক্ষা করিয়া নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা সর্ব্বতোভাবে উচিত।

৪। স্বভাবতঃ জীবধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ এবং মানবের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্নরূপ হইলেও সত্য ধর্ম্ম এক; অতএব মানবের স্বধর্ম্ম (Duty) পালন দ্বারা কর্ম্ম নিষ্কাম হইলে এবং লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য রূপ অজ্ঞানাবরণ দূরীভূত হইলে, জ্ঞানালোকে ঐ নিষ্কাম কর্ম্মরূপ সোপান দ্বারা সত্য-ধর্ম্ম-মন্দিরের প্রাসাদারোহণ করা যায়; উহা মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য।

৫। প্রকৃতি-দত্ত বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-শক্তির ধ্বংস বা শক্তির হ্রাস কি কর্ম্ম পরিত্যাগ করা ধর্ম্ম নহে। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেহ ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না এবং ইন্দ্রিয় ধ্বংস হইলে কামনানল নির্ব্বাপিত হয় না; মনঃসংযম ও মনোবৃত্তি বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয়াদিও বশীভূত হয়; অতএব নিস্বার্থভাবে মনঃসংযম পুরঃসর ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন অভ্যাস করিতে করিতে কর্ম্ম নিষ্কাম হয় এবং ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হয়, উহারই নাম যোগাভ্যাস। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কামনার অধিষ্ঠান-ভূমি। ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুর চিন্তা হইতে ঐ ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্তি জন্মে, ঐ আসক্তি হইতে বস্তু-প্রাপ্তির কামনা বলবতী হয়; কামনা বলবতী হইলে, স্বীয় স্বার্থের জন্য মানব দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়। জগতে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই, যাহা কামনা-জনিত স্বার্থপরতা হইতে সম্পন্ন না হইতে পারে, এইজন্য সর্ব্বাগ্রে আসক্তি ও কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি বশীভূত ও আয়ত্তাধীন করা উচিত। ঐ ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি বশীভূত ও আয়ত্তাধীন হইলে, মন নিশ্চল ও বুদ্ধি স্থির হয় এবং মানব অনাসক্ত, নিষ্কাম এবং যথার্থ কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়। কামনা-জনিত স্বার্থের বিঘ্ন হইলে, দুঃখ উপস্থিত হয়। কামনানল নির্ব্বাপিত (অর্থাৎ বিবেকাধীন) হইলে, কামনা-জনিত সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ থাকে না; অতএব কামনানল নির্ব্বাপিত করিয়া স্বীয় স্বার্থপরিত্যাগ ও কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্ব্বক বিশ্বপতির বিশ্বসেবা দ্বারা ধর্ম্ম-মন্দিরের উচ্চশিখররূপ জ্ঞানানন্দ বা সচ্চিদানন্দ যাহাতে লাভ করা যায়, তাহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহাই গীতার উপদেশ ও মুখ্যউদ্দেশ্য।

(২। গীতার উচ্চনীতি।)

সত্যধর্ম্ম কি? মানবের জ্ঞানাতীত ঈশ্বরে কর্ম্মফল কি প্রকারে সমর্পিত হইবে? বা সচ্চিদানন্দ লাভ কাহাকে বলে এবং তাহা কি প্রকারে হইতে পারে?

এই কয়েকটি কঠিন প্রশ্নের গূঢ় রহস্যোদ্ভেদ এবং উচ্চনীতি যাহা গীতায় অতি সুকৌশলে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত আছে, তাহা যদিও শ্লোক ব্যাখ্যায় সমস্ত বিশদ হইবে, তথাচ এই ভূমিকায় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আভাস প্রকাশ করা আবশ্যক; তদ্দ্বারা গীতার পূর্ব্বোল্লিখিত উপদেশ এবং উদ্দেশ্য বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে। ব্রহ্মা সৃষ্টিশক্তি, শিব সংহারশক্তি এবং বিষ্ণুই বিশ্বের স্থিতি-শক্তি। এই ত্রিশক্তি বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে; ঐ ত্রিশক্তির আধারই ঈশ্বর। প্রকৃতপক্ষে জীব ব্যষ্টি, ঈশ্বর সমষ্টি; যথা—

প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে।
হিরণ্যগর্ভতামীশস্তয়োর্ব্যষ্টি সমষ্টিতা॥
সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ।
তদভাবাত্ততোন্যেতু কথ্যন্তে ব্যষ্টি সংজ্ঞয়া॥
(পঞ্চদশী, তত্ত্ববিবেক, ২৪। ২৫ শ্লোক।)

উপরোক্ত শ্লোক দ্বয়ের তাৎপর্য্যার্থ——ইতিপূর্ব্বে যে অবিদ্যা ও মায়ার বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই মালিন্য গুণ পরিপূর্ণ অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত যে জীব বা প্রাজ্ঞ, তিনি লিঙ্গ-শরীরের অভিমানী, এইজন্য তাঁহাকে তৈজস বলিয়া থাকে। বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রধান মায়ার অধিষ্ঠাতা যে ঈশ্বর, তিনিও লিঙ্গশরীরের অভিমানী, এইজন্য তাঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ। পরন্তু তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ উভয়েই এক লিঙ্গশরীরের অভিমানী বিধায় একরূপ হইলেও, এই উভয়ের বিভিন্নতা আছে। যিনি ব্যষ্টীভূত লিঙ্গশরীরের অভিমানী, তাঁহাকে তৈজস এবং যিনি সমষ্টীভূত লিঙ্গশরীরের অভিমানী, তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে। হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি স্বরূপ এবং তৈজস জীব ব্যষ্টিস্বরূপ॥ ২৪

লিঙ্গশরীরোপাধি বিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর তৈজস জীবগণের সহিত আপনার একাত্মভাব অবগত আছেন, এই নিমিত্ত সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ ঈশ্বরকে সমষ্টি বলে। কিন্তু জীবের ঐরূপ একাত্মভাবের জ্ঞান নাই, এই নিমিত্ত সেই তৈজস জীবকে ব্যষ্টি বলিয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ পুরুষ সমস্ত জীবকে আপনার সহিত অভেদরূপে জানেন এবং জীবগণ পরস্পরকে পৃথক্ রূপ জ্ঞান করে॥ ২৫ (সরল তাৎপর্য্য বা সারনীতি) যাঁহার আপনার সহিত সর্ব্বপ্রাণীর অভেদজ্ঞান, যাঁহার আপনার ন্যায় সর্ব্বপ্রাণীর সুখ দুঃখে সমবেদনা, যাঁহার জগতের হিতই আপনার হিত, তিনিই ঈশ্বর বা মুক্তপুরুষ। অতএব সর্ব্বপ্রাণীর আপনার সহিত অভেদজ্ঞান নিশ্চয় হইলে, জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া যে শিবত্ব প্রাপ্তি বা ব্রহ্মত্ব লাভ হয়, তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। সমস্ত জীবের আত্মা এক; তবে পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধিতে আত্মজ্যোতি প্রতিবিম্বিত হওয়ায় পৃথক্ পৃথক্ আমিত্বের উপলব্ধি অর্থাৎ আপনাকে অন্য হইতে পৃথক্ জ্ঞান ও আপনার শারীরিক এবং মানসিক সুখ-দুঃখ অন্যের সুখ দুঃখ হইতে পৃথক্ উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিও পৃথক্ আমিত্বজ্ঞাপক ব্যষ্টিতত্ত্ব নহে। চিদ্বিম্বিতা বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী ঐ শক্তিই ঐশ্বরী-শক্তি এবং ঐশক্ত্যুপহিত চিদ্বিম্ব বা চৈতন্যাকারই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। জীবের বুদ্ধি রজস্তম-মিশ্রিতা; কাম, কর্ম্ম, ভ্রান্তি ও মোহাদি-দূষিতা; অতএব মলিনসত্ত্বগুণোৎপন্না। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের, রজোগুণদ্বারা প্রবৃত্তি এবং তজ্জনিত কর্ম্মের ও তমোগুণদ্বারা সত্য জ্ঞানানন্দের আবরণ রূপ ভ্রান্তি, মোহ, অজ্ঞানতা ও জড়ত্বের বৃদ্ধি হয়। বুদ্ধি, মন সত্ত্বগুণোৎপন্ন,

প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি রজোগুণোৎপন্ন, পঞ্চভূত ও ভৌতিক জড়-জগৎ ও জীবদেহ তমোগুণোৎপন্ন। সত্ত্বগুণোৎপন্ন বুদ্ধি তত্ত্বচৈতন্যের দর্পণ স্বরূপ। ঐ দর্পণ নির্ম্মল হইলে, সমষ্টি-বুদ্ধি-দর্পণস্থ চৈতন্য অবিচ্ছিন্নভাবে পূর্ণ চৈতন্যাকারে বিম্বিত হয়। ঐ চিদ্‌বিম্বিত বুদ্ধি-দর্পণের উপরিভাগ কাম-রঙ্গে রঞ্জিত এবং তমোময় জড়াবরণে আবরিত হয়। ঐ আবরণ ভেদ করিয়া এক একটী পৃথক্ পৃথক্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলিন স্বচ্ছ বিন্দু প্রতিবিম্বিত মলিন চিদাভাস মাত্র বাহ্য জগতে প্রকাশিত হয়। ঐ আবরণই জড়জগৎ এবং বিন্দ্বাকারে প্রতিবিম্বিত পৃথক্ পৃথক্ মলিন চিদাভাসই জীব। ঐ জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবই মনুষ্য, উদ্ভিদ এবং পশু-পক্ষ্যাদি। জীব-জগৎ তমোময় জড়াবরণে আবরিত—চিদগ্নি ধূমায়মান মাত্র। উদ্ভিদ্-জগতে বাহ্যজ্যোতির অপ্রকাশ। পশু পক্ষ্যাদি জীব-জগতে সামান্য অস্পষ্ট-প্রকাশ। অতএব ঐ জীবশ্রেষ্ঠ মানবে অজ্ঞানমিশ্রিত জ্ঞান-জ্যোতি কথঞ্চিৎ বিকাশিত হওয়ায়, মানব যদি স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন দ্বারা রজোগুণোৎপন্ন কর্ম্ম বিশুদ্ধ সত্ত্বাভিমুখে করিতে পারে, তবে পূর্ব্বোক্ত দর্পণের তমাবরণের মধ্য দিয়া সত্ত্ব-জ্যোতি প্রকাশিত হয়। ঐ সত্ত্ব-জ্যোতিতে তমাবরণ আলোকিত হইলে, বুদ্ধিরও মলিনত্ব দূরীভূত হয়। বুদ্ধির মলিনত্ব দূরীভূত হইলে, এক বিন্দুর সহিত অন্য বিন্দুর মধ্যে আবরণ জনিত ব্যবধান বা ব্যবচ্ছেদ অন্তর্হিত এবং ঐ বিন্দু-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই, সমষ্টি-বুদ্ধি-দর্পণ-বিম্বিত পূর্ণ চৈতন্যের সহিত একীভূত ও মিলিত হয়; অর্থাৎ বিন্দুতে অনন্ত প্রতিভাত হয়!

যখন সর্ব্বজীবের আত্মা এক এবং অদ্বিতীয় পরমাত্ম-জ্যোতি, কেবল ভ্রান্তি-রূপ আবরণ হেতু বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চিজ্জ্যোতি ক্ষুদ্র এবং মলিন প্রতিভাত হওয়ায়, জড় দেহই আমি এবং দেহের ও দেহ-সংসৃষ্ট মনের সুখ-দুঃখই আমার, অনুভূত হয়; তদ্ধেতু পৃথক্ আত্মা বলিয়া প্রতীতি হয়; তখন ভ্রান্তিরূপ আবরণ অন্তর্হিত এবং কর্ম্ম নিষ্কাম হইলে, জ্ঞানালোক দ্বারা আপনাতে সমস্ত জীব এবং সমস্ত জীবে আপনাকে দৃষ্ট হয়। বর্ণনানুসারে বিশ্বের সমগ্র জীব এক ঈশ্বরে অবস্থিত বা সমগ্র জীবে ঈশ্বর বিদ্যমান থাকায়, কর্ম্ম বিশ্বহিতের নিমিত্ত বা অন্ততঃ সাধারণ মানব-সমাজের হিতের জন্য অনুষ্ঠিত হইলে* অবশ্য কর্ম্মফল ঈশ্বর-সমর্পিত হয়। বিষ্ণু-প্রীত্যর্থ কর্ম্মই যজ্ঞ; বিষ্ণু সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান থাকায় বা সর্ব্বজীব বৈষ্ণবী শক্তিতে অবস্থিত থাকায়, সাধারণের হিতজনক কর্ম্মই যে বিষ্ণু-প্রীত্যর্থ কর্ম্ম বা যজ্ঞ, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, জগতের সাধারণের হিতকর কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে বিশ্বহিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে কর্ম্মও ঈশ্বরে সমর্পিত হয় এবং আপনার আত্মা বিশ্বের আত্মায় মিশাইতে পারিলে, সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয়।

* সমগ্র মানবজাতির হিতের সহিত অন্যান্য জীব-জগতের হিত যে সংসৃষ্ট আছে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

(৩। আসক্তি ও কামনাত্যাগ।)

আধুনিক ইংরাজি-শিক্ষিত নব্য বঙ্গীয় যুবাগণের মধ্যে অধিকাংশই এই বলিয়া তর্ক করেন যে, "মানব আসক্তি বা কামনাশূন্য হইতে পারেনা। বিশ্ব-হিতের নিমিত্ত কর্ম্ম কি কামনা-জনিত নহে? পরহিতে আসক্তি না জন্মিলে, কখনই পরহিতানুষ্ঠান হইতে পারেনা।" ইত্যাদি; ইহার উত্তর এক কথায় এই দেওয়া যাইতে পারে, মনের সমতা উপস্থিত হইলে এবং সমস্ত কর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য একমাত্র বিশ্বহিত হইলে, তাহাকে কামনা বা আসক্তি সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারেনা। কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় অন্য হইতে পৃথক্‌রূপে পরিচয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ চিনিবার নিমিত্ত তাহার একটী নাম বা সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তদনুসারে নিজের সুখের নিমিত্ত আপনার কি আত্মীয়, সুহৃদ্ ও পোষ্যবর্গের ভোগ্য বা কাম্য বস্তু প্রাপ্তি বা রক্ষার অভিলাষকে কামনা এবং অনুরক্তিকে আসক্তি সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য বিশ্বহিত হইলে, যদি ঐ মহৎ উদ্দেশ্যকেই কামনা ও আসক্তি নামে অভিহিত কর, তবে তোমার নিজের ভোগ্য বস্তুর কামনা ও আসক্তিকে কি ঐ একই নামে অভিহিত করিবে? এই জন্য প্রাচীন ঋষিরা বিশ্বহিতজনক কর্ম্মের উদ্দেশ্যকে নিষ্কাম সংজ্ঞা দিয়াছেন, ঐ নিষ্কাম কর্ম্ম বিশ্ব-হিতে নিয়োজিত হইলে, ঐ কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পিত হয়। ইহাই তাঁহাদের বর্ণনার অভিপ্রেত। প্রকৃত পক্ষে বিশ্ব-হিতের নিমিত্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, ঐ কর্ম্মের ফলও বিশ্বহিতে নিয়োজিত এবং বিশ্ব-পতির চরণে সমর্পিত হয়। নিজের স্বার্থের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অধিকাংশস্থলে বিবেক, ন্যায় ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-বিগর্হিত; কেবল আসক্তি ও কামনা-প্রসূত হয়; যেহেতু বিষয় বিশেষে আসক্তি ও কামনা প্রবল হইলে, মন এবং বুদ্ধি ঐ আসক্তি এবং কামনার যন্ত্র-স্বরূপ হওয়ায়, ঐ আসক্তি ও কামনা মানবকে স্বীয় দাসত্বে নিয়োজিত, কর্ত্তব্য কর্ম্ম-ভ্রষ্ট এবং হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করিয়া ঐ বুদ্ধিরূপ যন্ত্রদ্বারা অভীপ্সিত কার্য্য (যতই পরানিষ্ট ও দুষ্কর্ম্ম হউক না কেন) সম্পাদন করিয়া লয়; কিন্তু বিশ্ব-হিতের নিমিত্ত কর্ম্ম তদ্রূপ বিষয় বিশেষে আসক্ত বা কামনা হইতে অনুষ্ঠিত হইতে পারেনা; কেবল বিবেক এবং স্বাধীন কর্ত্তব্য বুদ্ধিদ্বারা সম্পাদিত হয়। বিশ্বে বহু জীব থাকায়, বহু লোকের বা বহু সম্প্রদায়ের হিতজনক কর্ম্ম হইলেও, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের অহিতকর হইতেও পারে, অথবা এক পক্ষে হিতজনক, পক্ষান্তরে অহিত-জনক হইতেও পারে; এই জন্য প্রত্যেক কর্ম্ম হিতাহিত বিবেচনা দ্বারা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-নির্ণীত এবং তদ্দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাচিত হইয়া অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কোন একটী প্রবল মনোবৃত্তির বেগ বশতঃ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, ঐ কর্ম্ম কখনই জ্ঞানালোক দ্বারা পর্য্যবেক্ষিত এবং ন্যায়বিচার-প্রসূত হইতে পারেনা। জ্ঞানালোকদ্বারা পর্য্য-বেক্ষিত অন্তর্দৃষ্টি, যুক্তি ও বিবেক-প্রণোদিত, ন্যায় ও বিচার-প্রসূত এবং কর্ত্তব্য-

বুদ্ধিদ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মে আসক্তি ও কামনার বেগ এবং নিজের স্বার্থের গন্ধ থাকিতে পারেনা, তদ্ধেতু ঐ কর্ম্মকে কখনই সকাম কর্ম্ম বলা যাইতে পারেনা। মনে কর, ধর্ম্মাধিকরণে যে বিচারকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, ঐ কর্ম্মকে সাধারণের হিতজনক কার্য্য বলা যাইতে পারে, যেহেতু বিচার কার্য্য দ্বারা সমাজের অনিষ্ট নিবারিত এবং ইষ্ট বা মঙ্গল সাধিত হয়। বিচার কার্য্যের উদ্দেশ্যই সাধারণের হিত। ঐ বিচার কালে অবস্থা ও প্রমাণাদি পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণীত হয়; উহাকেই বিবেক, যুক্তি ও ন্যায়-বিচার-মূলক কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ঐ বিবেক ও যুক্তি-মূলক ন্যায় বিচার দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য নির্ণীত হয়, তাহাতে নিজের বিশেষ লাভের হানি হইলেও ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। কাম্য ও ভোগ্য বস্তু লাভের অভিলাষকেই কামনা বলে; অতএব নিজের লাভের বিরুদ্ধ কিম্বা যাহাতে নিজের লাভালাভ কিছু মাত্র নাই, তদ্রূপ ন্যায়বিচার-মূলক পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে কি সকাম বলিবে? অবশ্যই স্থলবিশেষে ন্যায়, যুক্তি ও বিবেক-প্রণোদিত কার্য্যও কামনার অনুকূল হইতে পারে, কিন্তু ঐস্থানে কামনা গৌণ, বিবেক, যুক্তি ও ন্যায় মুখ্য; উহাও কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত।* নিজের ভোগ-লিপ্সা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করিলে, ঐ কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ঐ নিষ্কাম কর্ম্ম বিশ্বহিতে নিয়োজিত হইলে, ঐ কর্ম্মের ফলও ঈশ্বরে সমর্পিত হয়; তদ্দ্বারা যোগসিদ্ধি বা ব্রহ্মলাভ হয়।

জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তির উদ্দেশ্য।

গীতায় মুখ্যতঃ সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ, এই ত্রিবিধ যোগের বিষয় বর্ণিত আছে; কিন্তু ঐ তিনটী পথ চরমে এক হইয়া এক গম্য স্থানে পৌঁছিয়াছে; অথবা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ত্রিবেণীর সঙ্গমের ন্যায় একীভূত হইয়া সাগরসঙ্গম লাভ করিয়াছে। সাংখ্য এবং কর্ম্মযোগের ফল যে এক, তাহা গীতার ৫ম অধ্যায়ের ৪র্থ ও পঞ্চম শ্লোকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং উভয়ের একই লক্ষণ ঐ ৫ম অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। জ্ঞান-যোগীকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগীকে যোগারূঢ় বা যোগযুক্ত যোগী কহে। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোক হইতে ৫৯ শ্লোকে এবং যোগীর লক্ষণ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোক হইতে ২৩ শ্লোকে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত আছে। ঐ স্থিতপ্রজ্ঞ বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর সহিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগীর কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। যিনি রাগ, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ ও মোহের বশীভূত না হইয়া মনের কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভাশুভ সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান করিয়া, ইন্দ্রিয়ের শক্তি সত্ত্বে কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় ভোগ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ ও অবজ্ঞা

* কার্য্যাকারীও বিশ্বের অন্তর্গত; বিশ্বের হিতের সহিত কার্য্যকারীর হিতও সংসৃষ্ট, এই তত্ত্ব হইতেই যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, যথাস্থানে তাহার মীমাংসা হইবে।

করিতে এবং পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মন হইতে বিষয়-রস বা ভোগাভিলাষ নিবৃত্ত করিতে পারেন, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ কহে। যিনি আকাঙ্ক্ষা বা দ্বেষ করেন না এবং সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান করেন, তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী ও মুক্ত। যিনি সর্ব্ব কামনা হইতে নিস্পৃহ, যাঁহার অন্তর নিবাতস্থ দীপের ন্যায় স্থির, যিনি বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় নিত্য সুখ উপলব্ধি করিতে পারেন, সেই নিত্য সুখলাভ করায় যাঁহাকে গুরু দুঃখেও বিচলিত করিতে পারেনা, যাঁহার সর্ব্বজীবের আত্মাই নিজ আত্মা, যিনি জিতেন্দ্রিয় ও আত্মজয়ী, তিনিই যোগী। ঐ যোগী ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বভূতে এবং আপনাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত দর্শন করেন। উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ দুইটী নদীর সঙ্গমস্থল একই, প্রদর্শিত হইল; এক্ষণে গীতার ভক্তিরূপা নদীর উপরোক্ত সঙ্গমে মিলন প্রদর্শিত হইবে। যিনি সর্ব্বভূত সম্বন্ধে অদ্বেষ্টা (অর্থাৎ দ্বেষশূন্য) মৈত্র, কৃপালু, মমতাহীন, নিরহঙ্কার, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, সংযতচিত্ত, মদ্বিষয়ে (ঈশ্বর বিষয়) স্থিরনিষ্ঠা অর্থাৎ ঈশ্বরে মন-বুদ্ধি সমর্পণকারী, যাঁহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত, যিনি সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, শুচি, কার্য্যদক্ষ, অনলস, পক্ষপাতশূন্য এবং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগী, যিনি প্রিয় বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় পাইয়া দ্বেষ করেন না, ইষ্ট নাশে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভ পরিত্যাগী, যাঁহার শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান, যিনি মানে অপমানে একরূপ, শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখ-বিকারশূন্য, আসক্তিশূন্য, নিন্দা-প্রশংসায় সমভাপন্ন, বাক্-সংযমী এবং অল্পে সন্তুষ্ট, তিনি ঈশ্বরের ভক্ত ও প্রিয়। অতএব উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা ভক্তিরূপা নদীও উপরোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মরূপা নদীর সহিত মিলিত হইয়া ঐ ত্রিস্রোতে এক মহানদী রূপে পরিণত হইয়াছে। এখন বুঝিলাম যে, জ্ঞানী সংযতমনা, ইন্দ্রিয় ও কামজয়ী এবং স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিরবুদ্ধি হইয়া আপনাতে বিশ্ব এবং বিশ্বের প্রত্যেক ভূতে আপনাকে দেখিয়া, বিশ্বহিতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক পরম জ্ঞান ও পরমানন্দ লাভ করেন। কর্ম্মযোগী ভোগাভিলাষশূন্য হইয়া সর্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত দর্শন করিয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিমান্ হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম বিশ্বহিতে নিয়োজিত ও বিশ্বেশ্বরের পদে সমর্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া পরম সুখী হন।

ভক্ত সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টা, মৈত্র, করুণ, কৃপালু, শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞানী, নিন্দা-স্তুতি-মানাপমানে একরূপ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, শুচি, কর্ম্মদক্ষ, অনলস, পক্ষপাতশূন্য, সদা সন্তুষ্ট ও সর্ব্ববিষয়ে গতবাগ হইয়া নির্লিপ্তভাবে ভক্তিপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের কর্ম্ম জ্ঞানে সর্ব্বকর্ম্ম বিশ্বেশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া বিশ্বপতির বিশ্ব সেবায় নিয়োজিত হইয়া পরা ভক্তি ও পরমানন্দ লাভ করেন।

(কৃষ্ণার্জ্জুনের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক ব্যাখ্যা)

গীতার পূর্ব্বোক্ত ত্রিস্রোতা এক মহানদীরূপে পরিণত হইয়া সাগর-সঙ্গম লাভ করিয়াছে। যেমন পার্ব্বতীয় সামান্য ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী সমতল ভূমি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে স্রোতের বেগ বশতঃ ঐ সমতল নিম্ন ভূমি ভেদ পূর্ব্বক স্বীয় কলেবর পরিবর্দ্ধিত করিয়া সাগর-সঙ্গম লাভ করে, সেইরূপ গীতোক্ত কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-রূপা নির্ঝরিণী স্বীয় বেগ বশতঃ সংসার-ক্ষেত্র ভেদ ও স্বীয় আয়তন পরিবর্দ্ধন করিয়া বিশ্বনাথের বিশ্ব-সাগরে মিলিত হয়। গীতায় জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি-যোগের বিবরণ এবং জ্ঞানী, কর্ম্মী ও ভক্তের লক্ষণ যেরূপ বিশদভাবে বর্ণিত আছে, ঐ সকল যোগের কার্য্য-পদ্ধতি তদ্রূপ বিশদভাবে নাই, কেবল আভাষ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার প্রথমে সাংখ্যযোগের লক্ষণ-নির্ণয় মধ্যে কর্ম্মযোগে ও ভক্তি-যোগের বিশদ বর্ণনা, সর্ব্বশেষে পুনর্ব্বার জ্ঞানযোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্য-যোগের তাৎপর্য্য আত্মানাত্ম-বিচার দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়; কর্ম্মযোগের তাৎপর্য্য অনাসক্তভাবে নিষ্কাম কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ এবং ভক্তি-যোগের তাৎপর্য্য ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পন পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-সেবা দ্বারা বিশ্বেশ্বরত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ। উপরোক্ত তিন প্রকার পথই কঠিন। সাধক নিজের স্বার্থ বা কামনা জনিত সুখাভিলাষশূন্য না হইলে, নিষ্কাম কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন বা প্রকৃত বিচার দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয়, কি ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ হয়না। এই জন্য শরীর ও মন আয়ত্তাধীন করা আবশ্যক। উহার পর্য্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া বা কার্য্যপদ্ধতি গীতায় বিশদভাবে নাই, তবে কিঞ্চিৎ আভাষ যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা গীতার শ্লোকের ব্যাখ্যার সময় প্রদর্শিত হইবে। উপরোক্ত পর্য্যায়ক্রমিক কার্য্যপদ্ধতি গীতায় না থাকার কারণ এই যে, গীতা প্রণয়নের সময় ভারতবাসী আর্য্যগণের কালোচিত শিক্ষা ও কার্য্যপ্রণালী যাহা প্রচলিত ছিল, তৎব্যতীত উহার স্বতন্ত্র কার্য্যপদ্ধতি গীতায় সন্নিবেশ আবশ্যক হয় নাই; তবে যাহা প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার আভাষ গীতায় আছে। তৎকালে বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, যৌবনে গার্হস্থ্যাশ্রম, বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থাশ্রম প্রচলিত ছিল। বাল্যে গুরুগৃহে সংযমী ও নিয়মী হইয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, পুরাণ, স্মৃতি, গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন, বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি পাঠ ও তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বা তাৎপর্য্যার্থ বিশদরূপে পরিগৃহীত হইত এবং তাহার কার্য্যতঃ ব্যবহারোপযোগিশিক্ষাও প্রদত্ত হইত; সংযম বা যম অর্থে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, (পরদ্রব্যাপহরণ হইতে নিবৃত্তি) ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ (বাসনা ত্যাগ); নিয়মার্থে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন ও ঈশ্বর-প্রণিধান বুঝায়। তপস্যা তিন প্রকার, শারীরিক, বাচিক ও মানসিক।*

* গীতার ১৭ অধ্যায়ের ১৪। ১৫। ১৬ শ্লোকে ত্রিবিধ তপস্যার লক্ষণ আছে; উহা সম্পূর্ণ নীতি-শাস্ত্রমূলক। ঐ ঐ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার তপস্যার অন্তর্গত; অতএব আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অভ্যাস করা হইত। উপরোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহারকে পঞ্চাঙ্গ-যোগ বলে। ঐ পঞ্চাঙ্গযোগ অনুশীলন দ্বারা শরীর এবং মন আয়ত্তাধীন হয়। প্রণিধান দ্বারা মনের চাঞ্চল্য দূরীভূত এবং বুদ্ধি স্থির হয়। তদ্দ্বারা মনের ভাব-সংশুদ্ধি এবং আত্মপ্রসন্নতা লাভ হয়; তদ্ভিন্ন ধারণাশক্তিরও বিকাশ হয়। ব্রহ্মচারী বাল্যকাল হইতে প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত গুরুগৃহে উপরোক্ত শিক্ষা লাভ ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া, পূর্ণ যৌবনে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। আর্য্য-সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, কিন্তু গীতা-প্রণয়ন কালে উহা কার্য্যতঃ বিকৃত হইলেও, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম একেবারে লোপ পায় নাই; তদ্ধেতু গীতায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-শিক্ষার স্বতন্ত্র কার্য্যপদ্ধতির পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবেশ আবশ্যক হয় নাই। ইহার একটী দৃষ্টান্ত এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন মানবের শিশুকালে উপযুক্ত শিক্ষালাভ এবং চরিত্রগঠন হইলেও, যৌবনকালে ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যে ও লোভ, মোহ, কামাদি-রিপু-প্রভাবে নীতিমার্গ হইতে বিচ্যুতি এবং পদস্খলন হইতে পারে; সেইরূপ শিক্ষা এবং উচ্চনীতি—পূর্ব্বসমাজের যৌবনাবস্থায় ঐশ্বর্য্য-মদ-মত্ততা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার হেতু সমাজও নীতি-মার্গ-ভ্রষ্ট হইয়া ঘোর পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে পারে। যখন পূর্ব্বোল্লিখিত শিক্ষিত যুবা নীতিভ্রষ্ট ও স্খলিতপদ হইয়া পাপ-পঙ্করূপ নরকে নিমজ্জিত ও ঘোর কষ্টে নিপতিত হয়, তখন ঐ কষ্ট তাহার অন্তরের অন্তরতম স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মাকে জাগরিত করাইতে পারে; তদ্রূপ আত্মা জাগরিত হইলে, ঐ আত্মজ্যোতি-প্রতিবিম্বিত সদ্বুদ্ধি ও বিবেক উদিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত রিপুগণকে ধ্বংস পূর্ব্বক নীতি-মার্গভ্রষ্ট যুবাকে পাপ-পঙ্ক হইতে উত্তোলন করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়; কিন্তু ঐ পথ-প্রদর্শনের নিমিত্ত ঐ যুবার বাল্যকালের অধীত গ্রন্থাদি পুনঃ পাঠের বা তাহার কার্য্যপদ্ধতি পুনঃ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। একটী মানবের পক্ষে যে নিয়ম প্রযোজ্য, মানব-সমষ্টি লইয়া যে সমাজ স্থাপিত হয়, ঐ সমাজ সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম প্রযোজ্য। মানব-দেহের যেরূপ শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকাল আছে, সমাজ-দেহেরও তদ্রূপ আছে। ব্যক্তিগত ভাবে মানবের অন্তরের ন্যায় সমাজের অভ্যন্তরেও সদসদ্বৃত্তিরূপা দৈবী ও আসুরী শক্তি অন্তর্নিহিত আছে এবং অলক্ষ্যে তাহাদের সংগ্রাম চলিতেছে। ইন্দ্রিয়-পরবশ যুবার যৌবনকালের ন্যায় ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যমদমত্ত সমাজের যৌবন কালে আসুরী শক্তি দৈবী শক্তিকে পরাভব এবং সমাজনেতাগণকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় পরিণত করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমাজকে নীতিমার্গ-ভ্রষ্ট এবং পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে পারে। যখন তদ্রূপে সমাজ পাপ-পঙ্করূপ নরকে নিমজ্জিত হয়, তখন সমাজের প্রধান এবং সমাজের নেতা ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের অত্যাচারে এবং

পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, চৌর্য্য, দস্যুতা প্রভৃতি অপব্যবহার দ্বারা অধিকাংশ লোক প্রপীড়িত এবং ঘোর কষ্টে নিপতিত হইয়া তাহাদের (অর্থাৎ প্রপীড়িত সমাজের) অন্তরের বেদনা অন্তরের গূঢ়তর স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সমাজের বিরাট আত্মা বা সমষ্টি-আত্মশক্তি জাগরিত করাইতে পারে; তদ্রূপে সমাজের আত্ম-শক্তি জাগরিত হইলে সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বমঙ্গলময় বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-নিয়ামিকা জ্ঞান ও কার্য্য-শক্তি জাগরিত হয়, এবং তাঁহার সেই বিশ্ব-নিয়ামিকা পরমজ্ঞান-জ্যোতি-প্রতিভাসিত সমাজের আভ্যন্তরিক দৈবী শক্তি বা দৈবী সম্পদ্ পুনঃ বিকাশিত এবং তৎকর্ত্তৃক আসুরী শক্তি বা আসুরী সম্পদ্ বিনষ্ট হয়; অতএব পূর্ব্বোক্ত সমাজের বিরাট আত্মা-স্বরূপ পরমজ্ঞান-জ্যোতি বা পরমাত্ম-জ্যোতিই শ্রীকৃষ্ণ। সমাজের অন্তরের সদ্বৃত্তি-রূপা দৈবী শক্তি বা দৈবী সম্পদ্ই পাণ্ডব-পক্ষ এবং অসদ্বৃত্তি রূপা আসুরী শক্তি বা আসুরিক সম্পদ্ কুরু-পক্ষ সাব্যস্ত হইতেছে। বিবেক সদ্বৃত্তির মধ্যে একটি প্রধান, যেহেতু বুদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় বিবেক ইন্দ্রিয় বা কামনার বশীভূত হইয়া কার্য্য করেনা, স্বাধীনভাবে কার্য্য করে; কিন্তু বিবেকে প্রকৃত জ্ঞান-জ্যোতি প্রতিভাসিত না হইলে, কর্ত্তব্য বা সদ্‌ভ্রমে বিবেক কর্ত্তৃক অকর্ত্তব্য ও অসৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে; অতএব অর্জ্জুনরূপ বিবেক প্রথমতঃ নিবৃত্তিরই ঔচিত্য বোধে প্রকৃত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত হইয়াছিলেন; তদনন্তর ঐ অর্জ্জুন রূপ বিবেক, শ্রীকৃষ্ণ রূপ পরমজ্ঞান কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বা ঐ জ্ঞান-জ্যোতি-প্রতিভাসিত হইয়া যে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহাই গীতার আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা। * এই আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা লৌকিক ইতিহাসের প্রতিকূল নহে এবং এই আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা দ্বারা ঐতিহাসিক কৃষ্ণার্জ্জুন ও কুরু-পাণ্ডবের সত্তা বিলুপ্ত হয় না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সমাজের অন্তরের বেদনা অন্তরতম স্তরে প্রবিষ্ট হইলে, সমাজের বিরাট আত্মা জাগরিত হন; প্রকৃতপক্ষে সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার বিশ্ব-নিয়ামিকা শক্তি বা পরম-জ্ঞান-জ্যোতি সমাজস্থ কোন আদর্শ মানববিশেষে ঘনীভূত ও প্রতিবিম্বিত হয়; তদ্রূপ না হইলে এবং তদাভাসে সমাজের কতকাংশ উচ্চমনা ব্যক্তির অন্তর প্রতিভাসিত ও উজ্জ্বল না হইলে, নীতিমার্গ-ভ্রষ্ট এবং পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত সমাজ কখনই উদ্ধৃত এবং পুনঃ ন্যায় ও নীতিমার্গ-গামী হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* প্রকৃত জ্ঞান-জ্যোতি প্রতিভাসিত না হইলে, বিবেক কর্ত্তৃক প্রকৃত কর্ত্তব্যানুষ্ঠান হয় না। উভয়ের নৈকট্য সম্বন্ধ মৎপ্রণীত মনোবিজ্ঞান ও জ্ঞানযোগ—অন্তর্জ্জগৎ প্রবন্ধে বিশদভাবে আছে। ১৩০২র অনুষ্ঠান-পত্রিকা দ্রষ্টব্য। দস্যু কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের নিকট যাদব-পত্নী-হরণ ইহার একটী দৃষ্টান্ত।

৬ষ্ঠ বর্ষ। চৈত্র। ১২শ সংখ্যা।

১৮২১, ১৩০৬।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১। গীতার্থ	৩৫৩	৪। বৈশেষিক দর্শন	৩৬৬
২। পঞ্চদশী ব্যাখ্যা	৩৫৬	৫। সাংখ্যদর্শন	৩৭১
৩। মীমাংসা-দর্শনম্	৩৬০	৬। অতৃপ্ত সংসার	৩৭৯

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২১।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য——সমেত ডাকমাশুল ১৷০ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০।
বৎসরের ১২ মাস বিগতপ্রায়, মনে করিয়া দেখিবেন যে হিন্দু-পত্রিকার ১৩০৬ সালের মূল্য দিয়াছেন কি না। মূল্য না দিয়া থাকিলে, মনে থাকিতে থাকিতে পাঠাইবেন, এই প্রার্থনা।

হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকমণ্ডলী সমীপে

বিনীত নিবেদন।

বিগত ১৩০১ হইতে অতীতপ্রায় বর্ত্তমান ১৩০৬ সাল পর্য্যন্ত, এই দীর্ঘকাল হিন্দু-ধর্ম্ম শাস্ত্রানুশীলনে রত হিন্দু-পত্রিকা ভগবৎ কৃপায় নানাবাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দিন দিন পূর্ণোদ্যমে হিন্দু সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করতঃ, প্রতিনিয়ত দেশের ও ধর্ম্মের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। হিন্দু-পত্রিকা প্রত্যেক হিন্দুর নিকটেই পরম আদরের বস্তু বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকই ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া দীর্ঘ-জীবন কামনা করতঃ, ক্রমোন্নতি বর্দ্ধন করিতেছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা নিতান্ত কমনহে, কিন্তু আয়তত বেশীনয়; কেন না, ইহার বার্ষিকমূল্য অতিঅল্প। অথচ এই সামান্য মূল্যপ্রাপ্তি নিমিত্ত প্রতিবৎসর ব্যয়বাহুল্য হইয়া থাকে। হিন্দু-পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গ্রাহক মহোদয়গণ ইহা অবগত হইয়াও, অনেকে যথা সময়ে মূল্য পাঠাইতে বিস্মৃত রহেন। এমন কি কেহ কেহ এই সামান্য মূল্য পাঠাইতে একেবারেই বিস্মৃত হওয়ায়, এই দরিদ্র হিন্দু-পত্রিকাকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। বর্ত্তমান বর্ষশেষ হইল, এবৎসরের পত্রিকা গুলিও একে একে গ্রাহক বৃন্দের সকলেই পাইলেন, কিন্তু এখনও অনেকের নিকট ইহার মূল্য পাওয়া যাইবে। যাঁহারা অদ্যাপিও দেয় মূল্য পাঠান নাই, ভরসাকরি এই পত্রিকাখানি হস্তগত হইলেই, তাঁহাদের নিকট প্রাপ্য মূল্যের জন্য আর তাগিদ পাঠাইতে হইবে না। তাঁহারা দয়া করিয়া বর্ত্তমান চৈত্রমাসের মধ্যে এবৎসর (১৩০৬) ও আগামী ১৩০৭ সনের মূল্য একত্রে পাঠাইয়া চিরানুগৃহীত করিবেন। আর যাঁহারা ১৩০৬ সালের মূল্য দিয়াছেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ করিয়া আগামী ১৩০৭ সালের মূল্য যত সত্বর পারেন পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, এই প্রার্থনা।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
ম্যানেজার।

THE BRAHMACHARIN.

PUBLISHED MONTHLY. FROM JESSORE, (INDIA.)

Annual subscription Rs, 3 for India Ceylon and Burmah and 8s. for foreign countries.

No order will be registered unless accompanied with remittance of the full subscription of a year or with direction to collect it by V. P. P. The year commences in January. Persons becoming subscribers in the course of the year may be supplied with all the back numbers.

No communication will be attended to, if the Register Number is not quoted and if name and address are not written legibly.

Changes of addresses should be promptly brought to the notice of the manager or he will not be responsible for non-delivery of the paper.

Nivaran Chandra Mukerjee,
Manager.

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা।	চৈত্র।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

গীতার্থ।

ভূমিকা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বিশ্বের প্রকৃতি-সমুদ্রের অভ্যন্তরে সদসদ্বৃত্তিরূপা দৈবী এবং আসুরী শক্তি না থাকিলেও, তদভ্যন্তরে অনন্ত-জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং ঐ ভাণ্ডারস্থ বিশ্ব-নিয়ামিকা শক্তি ও জ্ঞান না থাকিলে, জীবে সদসদ্বৃত্তির স্ফুরণ এবং তাহার নিয়ামিকা শক্তির অঙ্কুর রূপ জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ কখনই হইত না এবং সর্ব্বসামঞ্জস্য কখনই সুরক্ষিত হইত না। মানব, প্রকৃতি-সমুদ্রের বারি-বিন্দু সদৃশ; ঐ সমুদ্রের মধ্যে অমৃত ও বিষ উভয়ই অন্তর্নিহিত থাকায়, তাহার বিন্দুরূপ মানবেও অমৃত ও বিষ উভয়ই আছে। মানব-দেহ বিষ ও অমৃত উভয়েরই আধার; অতএব দম্ভাহঙ্কার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি অসদ্বৃত্তির আধার দুর্য্যোধন-প্রমুখ কুরু-পক্ষ এবং ধর্ম্ম-জ্ঞান, সৎসাহস, বিবেক, যুক্তি ও ন্যায় প্রভৃতি সদ্বৃত্তির আধার যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডব-পক্ষ সাব্যস্ত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্ব-নিয়ামিকা শক্তির আধার ও সর্ব্বসামঞ্জস্য বা সর্ব্বজ্ঞানের অবতার, ইহা বলা বাহুল্য। গীতার ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিকী হউক বা লৌকিকীই হউক, গীতার উপদেশের ন্যায় সারাৎসার নীতি-গর্ভ উপদেশ জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানব-জীবনের কঠিন রহস্যোদ্ভেদ গীতায় যেরূপ আছে, জগতের কোন ভাষার কোন গ্রন্থে তদ্রূপ থাকা দৃষ্টগোচর হয় না। গীতা সংসার-যাত্রীর পথ-প্রদর্শক, জ্ঞানার্ণব-যাত্রীর ধ্রুবনক্ষত্র এবং কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের কষ্টিপাথর। ঐ কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় এমন একটি প্রশ্ন লইয়াই গীতার প্রারম্ভ, যাহা জ্ঞানীর পক্ষেও মীমাংসা করা কঠিন। (৬)

[কর্ত্তব্যকর্ম্মের ব্যাখ্যা।]

লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির বশীভূত না হইয়া অনাসক্তভাবে নিষ্কাম কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করাই গীতার মুখ্য উপদেশ; কিন্তু ঐ উপদেশ কেবল গীতার নহে, বেদ, কোরাণ, বাইবেল, দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাণ ও ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থ, হিন্দু,

বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, এমন কি, পদার্থবাদী বা নাস্তিক পর্য্যন্তও মানবকে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেন। এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম কাহাকে বলে এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, ইহা কার্য্যকালে নির্ব্বাচন ব্যতীত ইহার সাধারণ কোন সংজ্ঞা উপরোক্ত কোন গ্রন্থে নাই; বস্তুতও উহার সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া বড়ই কঠিন। আবশ্যকমত কার্য্যকালে বিবেক, যুক্তি ও নিঃস্বার্থ বিচার দ্বারাই যে কর্ত্তব্য নির্ণীত হয়, ইহাই প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রের মত। কিন্তু বিবেক, যুক্তি এবং বিচার নিঃস্বার্থ হইলেও, মোহ বশতঃ, যাহা প্রকৃত ধর্ম্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত বা কর্ত্তব্য নহে, তাহাই ধর্ম্ম-সঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত এবং কর্ত্তব্য বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। অর্থাৎ কর্ম্মের উদ্দেশ্য সৎ হইলেও, ভ্রান্তি দ্বারা সদ্‌ভ্রমে অসৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সৎ কর্ম্মের মধ্যে অসৎ কর্ম্ম এবং অসৎ কর্ম্মের মধ্যে সৎকর্ম্ম আছে, উহা নির্ব্বাচন করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা অনেক স্থলে পণ্ডিতের পক্ষেও কঠিন; এইজন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে, যাহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম হয় এবং যিনি সেই নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া খাটি কর্ত্তব্য পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান ও প্রকৃত পণ্ডিত। উপরোক্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় কঠিন প্রশ্ন লইয়াই গীতার প্রথম অবতারণা। নরহত্যা, বিশেষতঃ আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতি, বন্ধুর বধ অতীব দুষ্কর্ম্ম; ঐ জ্ঞাতি-বন্ধুর বধ রূপ দুষ্কর্ম্ম সাধন দ্বারা নিজের রাজ্য, ধন-সম্পদ্‌লাভ এবং তাহা ভোগকরা ততোধিক ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম। আবার যে স্থলে ঐ বধ্য জ্ঞাতি-বন্ধুগণ সংখ্যায় অতিরিক্ত এবং স্বজাতি, স্বগোত্র ও স্বদেশের মধ্যে শক্তিমান, ক্ষমতাশালী এবং বীরশ্রেষ্ঠ হন, সে স্থলে তাঁহাদের ধ্বংসে বীরবংশ লোপ, জাতির বা কুলের ধ্বংস; ঐ কুল ধ্বংস হইতে—পরিণামে কুলস্ত্রীগণের অধর্ম্ম-মতি ও তৎপরিণাম সতীত্ব-নাশ হইতে—বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলে কুলনাশক বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি; ঐ বর্ণসঙ্কর হইতে কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্মের বিনাশ; ঐ কুলধর্ম্ম এবং জাতিধর্ম্মের বিনাশ হইতে আর্য্যজাতির অধোগতি ও ঘোর অধঃপতন সম্ভব; তদ্ধেতু যুদ্ধে উপরোক্ত স্বজন, জ্ঞাতি, বন্ধুর বধ ঘোরতর অধর্ম্ম, ইত্যাদি চিন্তা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অর্জ্জুনের মনে উদিত হওয়ায়, অর্জ্জুন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিপক্ষ জ্ঞাতিগণ যদি লোভোপহিত-চিত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত কুলক্ষয় প্রভৃতি দোষ বিবেচনা না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তথাচ এই কুলক্ষয়কর যুদ্ধ করিয়া রাজ্য, ধন ও সম্পদ উদ্ধার আমার কর্ত্তব্য নহে এবং ত্যাগ-স্বীকারই কর্ত্তব্য। আপাততঃ উপরোক্ত যুক্তি অতীব ন্যায় ও ধর্ম্ম-সঙ্গত এবং কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না কি? কিন্তু একটু গভীর চিন্তা অর্থাৎ উহার অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অর্জ্জুনের উপরোক্ত যুক্তি-তর্ক এবং সিদ্ধান্ত ধর্ম্ম-ন্যায়-সঙ্গত এবং কর্ত্তব্য নহে। কণ্টকপূর্ণ ক্ষেত্র অপেক্ষা নিষ্কণ্টক ক্ষেত্র ভাল। ক্ষেত্রস্থ কুতৃণ দূর না হইলে, ক্ষেত্র ধন-ধান্যপূর্ণ হইতে পারে না। অর্জ্জুনের বিপক্ষ সমাজনেতা জ্ঞাতি-

বন্ধু নৃপতিবৃন্দ সমাজের অত্যাচারী, পরস্বাপহারী, সাধু ও সাধ্বীগণের প্রতি আক্রমণকারী, পরাপমানকারী, ক্রূরকর্ম্মা, শঠ ও প্রবঞ্চক হওয়ায়, তাহাদের কর্ত্তৃক আর্য্য-সমাজ দূষিত, কলুষিত এবং ক্রমে অধঃপাতিত হইতেছিল; তদ্দ্বারা সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হওয়ায়, ভারত-সমাজ ঘোর নরক সদৃশ পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং কয়েকজন পরস্বাপহারী ক্রূরকর্ম্মা দুর্নীতিপরায়ণ নৃপতি * ধর্ম্ম-রাজ্যের ও কোটি কোটি লোকের কণ্টকস্বরূপ হওয়ায়, ঐ কণ্টক দ্বারা রত্নগর্ভ ভারত-ক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ঐ কণ্টকবৃক্ষ ছেদন ব্যতীত ক্ষেত্র পরিষ্কার এবং পুনঃ ধন-ধান্যপূর্ণ হইতে পারে না। দশের ধর্ম্ম রক্ষার্থে একের বিনাশ ন্যায়, নীতি ও ধর্ম্মবিগর্হিত নহে। উহা রাজনীতি। যেস্থলে নীতিমার্গ-ভ্রষ্ট, সমাজ-কলুষকারী, রাজবিদ্রোহী এবং অধর্ম্মের নেতা কয়েকজন নৃপতির ধ্বংস ব্যতীত, ধর্ম্ম-রাজ্য রক্ষা, কোটি কোটি লোকের উদ্ধার ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন, পাপ-পঙ্ক হইতে জাতীয়জীবন-উদ্ধার,† সাধুগণের পরিত্রাণ এবং পুনঃ ধর্ম্মসংস্থাপনের উপায় না থাকিলে, সেই স্থলে ঐ সমাজের কণ্টক স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত অধর্ম্মের নেতা কতিপয় রাজ-বিদ্রোহী নৃপতির ধ্বংস সাধন করিয়া ধর্ম্মরাজ্য পুনঃ স্থাপন পূর্ব্বক পাপপঙ্ক হইতে জাতীয় জীবন উদ্ধার করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। যদি ধর্ম্মরাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত অনন্যোপায় হইয়া ঐ অধর্ম্মের নেতারূপ বিষ-বৃক্ষ সমূহ ছেদন করিতে গেলে, তদানুষঙ্গিক লতা-গুল্মরূপ তাহাদের পৃষ্ঠপোষক সৈন্যসামন্তবর্গও বিনষ্ট হয়, তথাচ লতা-গুল্মসহ বিষবৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্যরূপ উদ্যান রক্ষা করা প্রকৃত সম্রাট্ ধর্ম্মরাজের বা অর্জ্জুন প্রভৃতি রাজপুরুষগণের অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। ঐ বিষবৃক্ষ অবৈধ-মতে কোটি কোটি লোকের আশ্রয়স্থান হইলেই, ঐ বৃক্ষই ঐ কোটি কোটি লোকের প্রাণনাশক এবং ঘোরতর অপকারক বিধায়, তাহা ছেদন করা অতীব আবশ্যক। তৎকালের অত্যাচারী ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের ধ্বংস দ্বারা জাতীয় জীবন নষ্ট হয় নাই। যে জাতীয় জীবনের ভিত্তি কেবল প্রবঞ্চনা, পাশব বল, অধর্ম্ম ও অত্যাচার ছিল, সে জাতীয় জীবন ক্ষণস্থায়ী। যাহার বল—ধর্ম্ম, অস্ত্র—জ্ঞান, যুদ্ধ—নিষ্কাম-কর্ম্ম,‡ সেনাপতি—বিশ্বপ্রেম, সৈন্য—

* উক্ত দুর্নীতি পরায়ণ নৃপতিবৃন্দের বিরুদ্ধে অর্জ্জুনের অস্ত্রধারণ রাজবিদ্রোহ নহে; প্রকৃতপক্ষে যুধিষ্ঠিরই ভারত-সম্রাট্ ছিলেন। দুর্য্যোধন-প্রমুখ নৃপতিগণই রাজবিদ্রোহী; অতএব রাজবিদ্রোহী এবং সমাজ-কলুষকারীগণকে দমন করা ধর্ম্মসঙ্গত।

† প্রপীড়ন এবং সংক্রামকব্যাধি হইতে জাতীয় জীবন উদ্ধারও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বুঝাইবে। যেহেতু শ্রেষ্ঠদিগের অনুকরণ সকলের স্বভাবসিদ্ধ; অতএব কংস, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন শিশুপাল প্রভৃতির অনুকরণই সমাজের কিরূপ ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের নিদান, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ক্রমে বিশদ হইবে।

‡ কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের নিষ্কামভাবে যুদ্ধের উপদেশ শ্লোক-ব্যাখ্যার সময় সমালোচিত হইবে। ঐ যুদ্ধ নিষ্কাম, তাহার সন্দেহ নাই। উপরোক্ত "অস্ত্র—জ্ঞান, যুদ্ধ—নিষ্কামকর্ম্ম" প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার লৌকিক ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য আছে, তাহাও যথাস্থানে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইবে।

বিশ্বহিত, সে জাতীয় জীবন অক্ষয় ও অমর; সে রাজ্যের ধ্বংস নাই, এইজন্যই সুদর্শন-নীতি-চক্র-রূপ জ্ঞানাস্ত্রধারী বিশ্বপ্রেমের অবতার যে রাজ্যের সহায়, সেই রাজা ধর্ম্ম-রাজা ও রাজা ধর্ম্ম-পুত্র। যাহাহউক, সর্ব্বকালেই দেশ-হিতকর উন্নতি-বিধায়ক শিক্ষাদাতা, জ্ঞানদাতা, সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়ক, সুখ-শান্তি-স্থাপয়িতা প্রজাবৎসল রাজা বা রাজ্ঞীই ধর্ম্মপুত্র বা ধর্ম্মপুত্রী এবং রাজ্যই ধর্ম্ম-রাজ্য। এই ধর্ম্মতত্ত্ব উপলক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার কর্ত্তব্য-নির্ব্বাচনের কষ্টিপাথর স্বরূপ জগৎ-পূজ্য ভগবদ্গীতা প্রণয়ন করিয়া, যাহার যেরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহার সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। গীতার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকের মধ্যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি যে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা শ্লোক-ব্যাখ্যার সময় বিশদ হইবে। কিন্তু গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আবশ্যকতা এবং তাহার ঐতিহাসিক ঘটনা কিঞ্চিৎ বিবৃত করা আবশ্যক। তাহা বিবৃত না হইলে, শেষোক্ত মতটি যে ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইবে।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আবশ্যকতা এবং ঐতিহাসিক ঘটনা।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রয়োজন দর্শাইতে হইলে, ভারতবর্ষের তৎকালের এবং তৎপূর্ব্বের অবস্থার আলোচনা কিঞ্চিৎ আবশ্যক। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চদশীব্যাখ্যা।

ভূতবিবেক।

সদ্বস্ত্বন্যেকদেশস্থা মায়া তত্রৈকদেশগম্।
বিয়ত্তত্রাপ্যেকদেশগতো বায়ুঃ প্রকল্পিতঃ॥ ৭২।

টীকা—নন্থ আকাশকার্য্যস্য বায়োরকারণভূতেন সদ্বস্তুনা তাদাত্ম্যপ্রতীত্য যোগাৎ সতো বিবেচনমপ্রয়োজকমিত্যাশঙ্ক্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধাভাবেঽপি পরম্পরয়া সম্বন্ধোঽস্তীত্যাহ যথা সদ্বস্ত্বন্যেক দেশস্থা সদ্বস্তুনি—এক দেশস্থা মায়া, তত্র মায়য়ৈকদেশগমাকাশস্তত্রাকাশেঽপি একদেশগতো বায়ুঃ, প্রকল্পিতঃ—কল্পিতবান্ ইত্যর্থঃ। ৭২

বঙ্গানুবাদ—সদ্ব্রহ্মের একদেশস্থিতা মায়া, মায়ার একদেশস্থিত আকাশ, আকাশের একদেশগত বায়ু কল্পিত হইয়াছে।

১৩০৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গদেশ-ব্যাপিত-দুর্ভিক্ষকালে খুলনাজেলার দক্ষিণাংশে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মুমূর্ষু প্রজাবর্গের জীবনরক্ষাকারী কোন রাজপুরুষের বিদায় উপলক্ষ্য এই প্রবন্ধ-লেখকের ক্ষুদ্র বক্তৃতার মধ্যে বিশ্বপতির হস্তে সর্ব্বমঙ্গল রূপ শঙ্খ, সুনীতি রূপ সুদর্শনচক্র, শাসনদণ্ড রূপ গদা এবং সর্ব্বশান্তি রূপ পদ্ম থাকায়, সেই বিশ্ব-পতির পালন-শক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী মঙ্গল-সুনীতি শাসন এবং সর্ব্বশান্তির সহিত যে ভারতে বিকাশিতা হইয়াছেন, আজ তাঁহারই উপরোক্ত চতুঃশক্তির কিয়দংশ রাজপুরুষে সংক্রমিত হওয়ায়, এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মুমূর্ষু প্রজাবর্গের জীবনরক্ষা এবং দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত গ্রামসমূহ পুনঃ ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইত্যাদি কথা ছিল। উপরোক্ত বক্তৃতায় ধর্ম্মরাজ্য এবং ধর্ম্মপুত্র বা ধর্ম্মপুত্রী কি অর্থে ব্যবহৃত হইল, তাহা বিশদ হইবে, সেইজন্য এই টীকাটি এই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।

তাৎপর্য্যার্থ—যদিচ আকাশের কার্য্যস্বরূপ বায়ুর সহিত সদ্বস্তুর কার্য্য-কারণতাদির কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তথাপি উক্ত বায়ু ও সদ্বস্তু, এই উভয় পদার্থ, পরম্পরা-সম্বন্ধদ্বারা সম্বদ্ধ আছে। কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বায়ু ও সদ্বস্তুর ঐক্য-সম্ভাবনা না থাকিলেও, পরম্পরা-সম্বন্ধে উক্ত উভয়ের ঐক্য-সম্ভাবনা আছে। অতএব সেই বায়ু হইতে সদ্বস্তু পরমাত্মার বিভিন্নতা নিরূপণার্থ বিচার করিবার নিমিত্ত উক্ত উভয় পদার্থের পরম্পরা-সম্বন্ধ নিরূপণ করিতেছেন। মায়া সদ্বস্তুস্বরূপ পরব্রহ্মের স্বরূপের একদেশ ব্যাপিয়া আছে, এবং আকাশ সেই সদ্বস্তুস্বরূপ পরমব্রহ্মের স্বরূপের একদেশবর্ত্তী মায়ার একদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে; এইরূপে বায়ু সেই মায়ার একদেশবর্ত্তী আকাশের একদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এইক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, পরমাত্মার কার্য্য মায়া, মায়ার কার্য্য আকাশ এবং আকাশের কার্য্য বায়ু; সুতরাং পরস্পর কার্য্যকারণ-রূপে পরম্পরা-সম্বন্ধে ন্যূনাধিক্যক্রমে বিদ্যমান আছে। অতএব সদ্বস্তু পরমব্রহ্মের সহিত বায়ুর পরম্পরায় কার্য্য-কারণরূপ সম্বন্ধ থাকাতে, সেই সদ্বস্তুস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত বায়ুর ঐক্য কল্পনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হয়॥ ৭২

শোষস্পর্শৌ গতির্বেগো বায়ুধর্ম্মা ইমে মতাঃ।
ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ সন্মায়াব্যোম্নাং যে তেঽপি বায়ুগাঃ॥৭৩
বায়ুরস্তীতি সদ্ভাবঃ সতো বায়ৌ পৃথক্ কৃতে।
নিস্তত্ত্বরূপতা মায়া স্বভাবো ব্যোমগো ধ্বনিঃ॥৭৪।

টীকা—এবং সদ্বায়োঃ সম্বন্ধং প্রদর্শ্য তয়োর্ধর্ম্মতো ভেদজ্ঞানায় বায়ৌ প্রতীয়মানান্ ধর্ম্মানাহ বায়ৌ, শোষস্পর্শৌ গতির্বেগ ইমে ধর্ম্মাঃ কথিতাঃ সৎ মায়া ব্যোম্নাং যে ত্রয়ঃ স্বভাবাস্তেঽপি, বায়ুগা বায়ৌ সন্তি যথা, বায়ুঃ অস্তি—ইতি সদ্ভাব ব্যবহার হেতুঃ সদ্রূপত্বং সদ্বস্তুনোধর্ম্মএকঃ, সতিবায়ৌ পৃথক্ কৃতে সতি বায়ৌ সদ্বস্তুনো বিবেচিতে সতি নিস্তত্ত্বরূপত্বং সমায়াধর্ম্মো দ্বিতীয়ঃ শব্দঃ ব্যোম্নঃ সকাশাদাগতস্তৃতীয় ইত্যর্থঃ।৭৩।৭৪

বঙ্গানুবাদ—শোষ—(রসাকর্ষণ) স্পর্শ, গতি এবং বেগ, ইহা বায়ুর ধর্ম্ম, তদ্ভিন্ন সৎ, মায়া এবং আকাশের যে ত্রিবিধ স্বভাব, তাহাও বায়ুতে আছে, যথা বায়ু আছে (অস্তিত্ব), ইহা সতের ভাব; সদ্ব্রহ্ম হইতে বায়ুকে পৃথক্ করিলে, বায়ুতে মায়ার নিস্তত্ত্বভাব এবং আকাশের শব্দও (বায়ুতে) আছে, ইহা আকাশের স্বভাব।

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বায়ুর সহিত সদ্বস্তু স্বরূপ পরমব্রহ্মের পরস্পর কার্য্য-কারণ রূপ পরম্পরা-সম্বন্ধে ঐক্য নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ঐ উভয়ের বিভিন্নতা প্রতিপাদনার্থ প্রথমতঃ বায়ুর গুণ নিরূপণ করিতেছেন। স্বভাবতঃ বায়ুর চারিটি গুণ আছে, যথা রসাকর্ষণ, স্পর্শ, গতি এবং বেগ। আর সদ্বস্তু, মায়া ও আকাশ, ইহাদিগের যে তিনটি গুণ আছে, তাহাও বায়ুতে উপলব্ধ হয়; যথা-অস্তিত্বরূপ সদ্বস্তুর

গুণ যে সত্তা, তাহাও বায়ুতে অনুভূত হয়। মায়ার যে অনিত্যতারূপ গুণ দৃষ্ট হয়, বায়ুকে সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিলে, তাহাও বায়ুতে স্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়া থাকে, এবং আকাশের স্বভাবিক গুণ যে শব্দ, তাহাও বায়ুতে বর্ত্তমান আছে ॥৭৩।৭৪।

সত্যানুবৃত্তিঃ সর্ব্বত্র ব্যোম্নো নেতি পুরোদিতম্।
ব্যোমানুবৃত্তিরধুনা কথং নব্যাহৃতং বচঃ ।৭৫।
ছিদ্রানুবৃত্তির্নেতীতি পূর্ব্বোক্তিরধুনা ত্বিয়ম্।
শব্দানুবৃত্তিরেবোক্তা বচসো ব্যাহৃতিঃ কুতঃ ।৭৬

টীকা—সর্ব্বত্র সত্যস্যানুবৃত্তি ব্যোম্নো ন অনুবৃত্তি পুরা কথিতং অধুনা ইদানীং ব্যোমানুবৃত্তিরেব কথিতং তে তব বচো কথং নব্যাহতং সবিরোধং স্যাৎ। নন্থ ব্যোম-বিবেচন প্রস্তাবে বায্বাদিষ্বনুবৃত্তং সৎ নতু ব্যোমেতি ভেদধীরিত্যত্র বায্বাদাকাশানুবৃত্তিঃ নিবারিতা ইদানীং ব্যোমানুবৃত্তিরেবাভিধীয়তে অতঃ পূর্ব্বোত্তর বিরোধ ইত্যাশঙ্ক্য ছিদ্রা-নুবৃত্তির্নেতীতি আকাশস্য অনুবৃত্তি র্ন ইতীতি পূর্ব্বোক্তিস্তপুনঃ অধুনা ইয়ম্ শব্দানুবৃত্তি-রেব কথিতা অতঃ কথং বচসো ব্যাহতিঃ বিরোধস্যাৎ পূর্ব্বমবকাশ লক্ষণানুবৃত্তির্নিবা-রিতা ইদানীং ধর্ম্মানুবৃত্তিরেব অভিধীয়তে নতু স্বরূপানুবৃত্তির্ন ব্যাহতিঃ বিরোধ ইতি পরিহরতি।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে সতের অনুবৃত্তি কথিত হইয়াছে, ব্যোমের অনুবৃত্তি নহে, বলা হইয়াছে; এখন ব্যোমের অনুবৃত্তি কথিত হইতেছে; অতএব পরস্পর বাক্যের বিরোধ হইবে না কেন? (তদুত্তরে কথিত হইয়াছে), পূর্ব্বে আকাশের অনুবৃত্তি নহে, বলা হইয়াছে, এক্ষণে শব্দের অনুবৃত্তি কথিত হইতেছে, ইহাতে বাক্যের বিরোধ হইবে কেন?

তাৎপর্য্য—এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইতঃপূর্ব্বে আকাশতত্ত্ব বিচার প্রস্তাবে কথিত আছে যে, বায়ু প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যভূত পদার্থে সদ্বস্তু অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ কখনও কোন পদার্থে অনুবৃত্ত হয় না। পুনরায় এইক্ষণে কথিত হইল যে, আকাশের গুণ "শব্দ" বায়ুতে উপলব্ধ হয়, সুতরাং কার্য্য-কারণতারূপ পরম্পরা-সম্বন্ধে আকাশও বায়ুতে অনুবৃত্ত হইল। এক্ষণে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের বিরোধ স্বরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্তের এইরূপ মীমাংসা করিলেই উপরি-উক্ত দোষের নিবৃত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, অবকাশ স্বরূপ আকাশে বায়ু প্রভৃতি কোনরূপ কার্য্যভূত পদার্থ অনুবৃত্ত হয় না, এইক্ষণে কথিত হইল যে, আকাশের গুণ কেবল মাত্র "শব্দ" বায়ুতে অনুবৃত্ত হয়, সুতরাং ইহাতে পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত কোনরূপ বিরোধ সম্ভব হইতেছেনা, কারণ আকাশ আর বায়ু, উভয় এক পদার্থ নহে; উহারা পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ। অতএব এই বিভিন্ন

পদার্থ আকাশ আর বায়ু উভয়ের মধ্যে কেবল আকাশের গুণ "শব্দ" মাত্র বায়ুতে অনুবৃত্ত হইলেই যে আকাশ বায়ুতে অনুবৃত্ত হইল, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না ॥৭৫।৭৬॥

নন্থ সদ্বস্তু পার্থক্যাদসত্ত্বঞ্চেৎ তদা কথম্।
অব্যক্তমায়াবৈষম্যাদমায়াময় তাপি নো ॥৭৭।
নিস্তত্ত্বরূপতৈবাত্র মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা।
সা শক্তিকার্য্যয়োস্তুল্যা ব্যক্তাব্যক্তত্বভেদিনোঃ ॥৭৮।
সদসত্ত্ব বিবেকস্য প্রস্তুতত্বাৎ সচিন্ত্যতাম্।
অসতোঽরান্তরো ভেদ আস্তাং তচ্চিন্তয়াত্র কিম্ ॥৮৯।

টীকা—নন্থ সদ্বস্তু পার্থক্যাৎ চেৎ যদি 'অসদ্বদসি তদা অব্যক্ত মায়া বৈষম্যাৎ কথং অমায়াময়তাপি ন বদসি? বায়োঃ সদ্ব্রহ্ম বিলক্ষণত্বাদসত্ত্ব লক্ষণ মায়াময়ত্বং যদুচ্যতে তর্হি অব্যক্তস্বরূপ মায়া-বৈলক্ষণ্যাৎ অমায়াময়ত্বমপি কিং নস্যাৎ? ৭৭ তদুত্তরং—

অত্র তস্য বায়োঃ প্রযোজিকা নিস্তত্ত্বরূপতা যা মায়া সা এব কারণভূতা শক্তিরত্র প্রযুজ্যতে ন অব্যক্তত্বং মায়াময়ত্বে প্রযোজকং কিন্তু নিস্তত্ত্বরূপত্বং তত্তু মায়ায়ামিব বায্বাদৌ অপি অস্তিতী ন মায়াময়ত্ব হানিরিতি পরিহরতি। ৭৮

নন্থ শক্তিকার্য্যয়োরপি নিস্তত্ত্বরূপতায়ামবিশিষ্টায়াং ব্যক্তাব্যক্তত্ব লক্ষণো ভেদঃ কুত-ইত্যাশঙ্ক্য তদ্বিচারঃ প্রকৃতানুপযুক্ত ইতি পরিহরতি যথা—সদসত্ত্ববিবেক—অস্য প্রস্তুতত্বাৎ সচিন্ততাং. অসতো মায়া তৎ কার্য্যরূপস্য অবান্তর ভেদ ব্যক্ত-অব্যক্তত্ব রূপ ভেদ তৎ অত্র কিং চিন্তয় আস্তাং? ন প্রয়োজন ইত্যর্থঃ। ৭৯

বঙ্গানুবাদ—যদি সদ্বস্তু ইহতে পার্থক্যহেতু অসৎ বল, তবে অব্যক্ত মায়া-বৈষম্যহেতু অমায়াময় কেন না বলিবে? ।৭৭

এস্থানে নিস্তত্ত্বরূপা মায়া ইহার প্রয়োজিকা মাত্র; সেই শক্তি এবং কার্য্য তুল্য, কেবল ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদমাত্র। ৭৮

সৎ-অসৎ বিবেচনা করিতে হইলে, সদসতের মধ্যেই বিচার আবশ্যক। অসতের অন্তরস্থ ভেদ দেখা অনাবশ্যক। ৭৯

তাৎপর্য্যার্থ—অনন্তর অপর প্রশ্ন এইযে, যদি সদ্বস্তু পরমব্রহ্ম হইতে বিভিন্নতা বশতঃ সেই বায়ুকে অসদ্বস্তু মায়িক পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে বায়ুকে শক্তি-স্বরূপ অব্যক্ত মায়া হইতে বিভিন্নতা হেতু অমায়িক পদার্থ বলিয়া কেন না স্বীকার করিবে? এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানার্থ সিদ্ধান্ত করিতেছেন, অব্যক্তস্বরূপা শক্তি অথবা ব্যক্তরূপ কার্য্য, ইহাদিগের মধ্যে কেহই মায়িকত্বের হেতু নহে, কেবল মিথ্যাস্বরূপই মায়িকত্বের কারণ। সেই মায়িকত্বের কারণীভূত মিথ্যাস্বরূপই কি শক্তির ন্যায় অব্যক্ত

কিম্বা কায়াস্বরূপ পদার্থের ন্যায় ব্যক্ত? এস্থলে উভয় পক্ষেই সমান। প্রকৃত পক্ষে কোন্ বস্তু সৎ ও কোন বস্তু অসৎ, এই বিষয়ের বিচার করিতে হইলে, সৎ ও অসৎ, উভয়েরই বিবেচনা করা আবশ্যক। পরন্তু অসদ্বস্তুর অন্তরস্থ যে কতপ্রকার প্রভেদ আছে, এস্থলে তাহার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই॥ ৭৭। ৭৯

সদ্বস্তু ব্রহ্মশিষ্টোহংশো বায়ুর্মিথ্যা যথা বিয়ৎ।
বাসয়িত্বা চিরং বায়োর্মিথ্যাত্বং মরুতং ত্যজেৎ ॥৮০

টীকা—বায়ৌ যঃ সদংশস্তদ্ ব্রহ্মরূপং শিষ্টোহংশো নিস্তত্ত্ব রূপাদি মায়েঃ স্বরূপং সচ্চ বায়ু নিস্তত্ত্বরূপত্বাৎ এব আকাশবন্মিথ্যা ইত্থং বায়োর্মিথ্যাত্বং চিরং বাসয়িত্বা মরুতং ত্যজেৎ মরুৎ সত্য ইতি বুদ্ধিং ত্যজেৎ ইত্যর্থঃ। ৮০

বঙ্গানুবাদ—বায়ুতে যে সদংশ, তাহাই ব্রহ্ম—নিজাংশ আকাশের ন্যায় মিথ্যা; অতএব মিথ্যাত্ব হেতু মরুৎ ত্যজ্য।

তাৎপর্য্যার্থ—বায়ুতে সদ্বস্তুস্বরূপ পরব্রহ্মের যে সৎ অংশ আছে, তাহাকে পৃথক্ করিয়া লইলে, অবশিষ্ট যে অসৎস্বরূপ মায়িক অংশ থাকে, তাহাই মিথ্যা, অর্থাৎ অনিত্য। যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা আকাশের অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ এক্ষণও এই যুক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া বায়ুর অনিত্যত্ব প্রতিপাদন কর, কখনও বায়ুতে নিত্যত্ব-বুদ্ধি করিও না। ॥৮০॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মীমাংসা-দর্শনম্।

জৈমিনিসূত্রং।

(পূর্ব্বানুবৃত্তং)

কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ ॥৬॥

পদপাঠঃ। কর্ম্ম। একে। তত্র। দর্শনাৎ॥

ব্যাখ্যা। কর্ম্ম—কার্য্য। একে—কেহ কেহ (বলিয়া থাকেন।) তত্র—সেখানে। (প্রযত্নের উত্তর সময়ে।) দর্শনাৎ—দেখা যায় বলিয়া। (উপলব্ধি হয় এই নিমিত্ত।)

বঙ্গার্থ। কেহ কেহ বলেন, শব্দ কার্য্যপদার্থ। কেননা, উচ্চারণার্থপ্রযত্নের পরসময়ে উপলব্ধ হয়।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, শব্দ এবং অর্থ, ইহারা পরস্পর নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। সম্বন্ধ নিত্য হইলে, সম্বন্ধিদ্বয় তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। সম্বন্ধ উভয়ের অপেক্ষা করে। সেই পদার্থদ্বয় যদি সহসাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অথবা তাহার মধ্যে কোনওটি কৃতান্তের আতিথ্য গ্রহণ করে, তবে সম্বন্ধও যে সত্তাশূন্য

হইতে বাধ্য হয়, ইহা নিঃসংশয়। "শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য" এই প্রতিজ্ঞাপাশে চিত্তকে বদ্ধ করিতে হইলে, শব্দ এবং অর্থের নিত্যতাবধারণ অত্যাবশ্যক। পদার্থতত্ত্বনির্ণয় প্রতিজ্ঞা করিলেই পূর্ণতা লাভকরে, এমন নহে। কাজেই শব্দের প্রত্যক্ষানুভূত-কার্য্যতা-নিরসন প্রয়োজন।

প্রাচীন পণ্ডিত-মণ্ডলী পূর্ব্বপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থাপন পূর্ব্বক উত্তরপক্ষের স্থাপনে মনোনিবেশ করিতেন, এই রীত্যনুসারেই প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই সূত্র হইতে একাদশ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রায়ই বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। শব্দ ও অর্থ নিত্য হইলে, সম্বন্ধের নিত্যতাবিচার সঙ্গতির সহিত পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারে, সুতরাং নিত্যত্বে প্রথমতঃ বিপক্ষের বিপ্রতিপত্তি বিনাশ বিধেয়।

শব্দ নিত্য, এ বিষয় এতই আশঙ্কাসঙ্কুল যে, অপর-প্রমাণের অপেক্ষা দূরে থাকুক্, প্রমাণপটলের প্রধান প্রত্যক্ষেরও ইহাতে সাক্ষাৎসম্মতি নাই। উচ্চারণার্থ প্রযত্নের অব্যবহিত পরকালে শব্দের উপলব্ধি। কার্য্য-কারণভাবের অবধারণ করিতে হইলে, আপাততঃই পরবর্ত্তিপদার্থের কারণ বলিয়া অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিব্যাপার অথবা বস্তুকে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। প্রযত্নের পরেই শব্দ শ্রবণ-পথের আতিথ্য অঙ্গীকার করে, পূর্ব্বে নহে। অন্বয় ও ব্যতিরেক-বলে বুঝিতে পারা যায়, প্রযত্ন জন্য শব্দ উৎপন্ন হয়। নিত্যত্বের আবাসে উৎপত্তির গতি নাই; বিনাশেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ; সুতরাং "শব্দ-নিত্যত্ব" কার্য্যক্ষেত্রে আপন অস্তিত্ব হারাইয়া প্রলাপ মাত্রে পর্য্যবসিত হইল। পূর্ব্বপক্ষের এই আপত্তির প্রতিপত্তিপ্রণাশের নিমিত্ত যদি সিদ্ধান্তী মীমাংসক-মহোদয় বলেন, "শব্দের উৎপত্তি প্রযত্ন নিমিত্ত নয়, তবে অভিব্যক্তির কারণ প্রযত্ন হইতে পারে। বিদ্যমানপদার্থ-প্রকর সকল সময়ে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। অভিব্যক্ত বস্তু নিচয়েরই গ্রাহ্যতা সম্ভব আছে। শব্দ নিত্য, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহার শ্রাবণ-প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই। অভিব্যক্ত শব্দই শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।" তাহাহইলে বক্তব্য এই যে, "অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব প্রযত্নজ" এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অগ্রেই শব্দের নিত্যত্বনির্দ্ধারণ প্রয়োজনীয়। শব্দ-নিত্যত্ব যদি প্রমাণান্তর-প্রসিদ্ধ হয়, তবে নিত্যবস্তুর বিনাশ সম্ভব নাই বলিয়া অগত্যা আবির্ভাবে সম্মতিপ্রদান করিতে হয়; নচেৎ প্রতিজ্ঞামাত্রে স্বার্থসিদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত হয় না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগণ ঐ অভিব্যক্তি অথবা আবির্ভাবের পূর্ব্বে শব্দের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে অনুমোদন করে না। অপ্রমাণ-বিষয়-রূপ স্নেহকে উপলক্ষ্য করিয়া যে মত-মঞ্জরী জীবিত থাকিতে চায়, গগণ-কুসুমের ন্যায় তাহার সত্তায় সততই অনাশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব প্রযত্নই শব্দের উৎপাদক, অভিব্যঞ্জক নহে। উৎপত্তিশীল বস্তু নিত্যনামে কথিত হইতে নিতান্ত অনুপযুক্ত, সুতরাং শব্দের নিত্যতাসাধনের সাধ অপূর্ণই রহিল।

অস্থানাৎ ॥৭॥

পদপাঠঃ। অস্থানাৎ—ন-স্থানাৎ।

ব্যাখ্যা। অস্থানাৎ—স্থিতির অভাববশতঃ, অর্থাৎ উৎপন্ন শব্দ দীর্ঘকাল স্থিতিলাভ করে না (বলিয়াও অনিত্য।)

বঙ্গার্থ। শব্দ (যেমন উৎপন্ন হয়,) পরে আর থাকে না, এই হেতুক উহা কার্য্যবস্তু। (নিত্য নহে।)

বিশদব্যাখ্যা। কোনও বিচারে বস্তুর স্বরূপ ও অসাধারণস্বভাব নির্ব্বাচন করিতে হইলে, কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের অনুসরণ করিতে হয়। জ্যামিতিকক্ষেত্রে অনেকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সেখানে তাহাদের স্বতঃসিদ্ধতা-বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা বিবেচিত হয় না। স্বতন্ত্র-প্রকারে যুক্তি-তর্কাদির দ্বারা পরিশোধিত হইয়া উহারা সাধারণ্যে নির্ব্বিবাদে নিঃসন্দেহ-প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। প্রয়োগস্থলে উহার সত্যতায় বিবাদ উপস্থিত হয় না। দার্শনিক-স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম "যাহার কাল-কবলে কবলিত হইতে হয় না এবং উৎপন্ন বলিয়া অবনীমণ্ডলে অবধারিত হইতে হয় না, তাহাই নিত্য।" বিনাশী নিত্য নয়, উৎপাদশীলও ঐ নাম ধারণের যোগ্য নয়। এই তথ্য প্রমাণ-পরতন্ত্ররূপে এ প্রসঙ্গে উপস্থিত নয়। কেননা এটী প্রয়োগক্ষেত্র। এখানে বিনাশ দৃষ্ট হয় বলিয়াই কার্য্যতা বলা হইতেছে। পূর্ব্বসূত্রে উৎপত্তিনিবন্ধন অনিত্যতা দেখান হইয়াছে। শব্দ যে বিনাশী, তাহা অনুভবসিদ্ধ। শ্রবণ-বিবরে যে শব্দমহাশয় ইতঃপূর্ব্বে মহান্ গোলযোগ উৎপাদন করিয়াছিলেন, সহসাই তিনি অনন্তের অনন্তপ্রাণে আত্মসমর্পণ করিলেন। যাহার নিষ্ঠুর তাড়নে শ্রবণাধিষ্ঠানের পেশীরাশি বিষমরূপে বিড়ম্বিত হইতেছিল, এখন তাহার সত্তাও খুঁজিয়া মিলে না। যদি বলা যায়, "বিদ্যমান শব্দও আমাদের শ্রবণপথে আরূঢ় হয় না; বিশেষবাধক তাহার কারণরূপে গণ্য।" তবে আমাদের প্রত্যুত্তর এই যে, সদ্বস্তুর অনুপলব্ধিবিষয়ে দূরত্ব, সূক্ষ্মতা প্রভৃতি কারণ। সে সমস্ত কারণের সদ্ভাব এখানে সম্ভাবনার সহিত পরিচিত নহে। অবকাশেই শব্দের উপলব্ধি। এখানে মহান্ অবকাশ রহিয়াছে, শুনিবার উপকরণ কর্ণও যথাস্থানে সন্নিবেশিত। শব্দ থাকিলে, শ্রবণ-ব্যাপার অবশ্যই নিষ্পন্ন হইতে পারিত। যখন হয়না, তখন শব্দ যে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সহজেই মনস্বীদিগের মানস-লোচনে এ দৃশ্য পতিত হইবে। অতএব শব্দের কার্য্যতায় সংশয় হয় না; কেননা, উৎপাদ-বিলয়-শালিত্বরূপ কার্য্যত্বের অসাধারণ পরিচায়ক বিদ্যমান।

করোতি শব্দাৎ ॥৮॥

পদপাঠঃ। করোতি—শব্দাৎ।

ব্যাখ্যা। করোতি—শব্দাৎ—"করিতেছে" এইরূপ শব্দপ্রয়োগ হয় বলিয়া।

বঙ্গার্থ। "করিতেছে" এইরূপ শব্দ ব্যবহার প্রচলিত আছে, এই হেতুক (শব্দ কার্য্যবস্তু।)

বিশদব্যাখ্যা। কার্য্য-পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াই, "কর" "করিতেছি" "করিওনা" ইত্যাদি ব্যবহারিক শব্দ-প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কেননা কার্য্য সম্পাদ্য বা সাধ্য-পদার্থ। নিত্য-বস্তু সিদ্ধ। ন্যায়মতে আকাশের নিত্যতা স্বীকার করা হয়, সেখানে "আকাশ করিতেছে" "করিয়াছিল" কিম্বা "কর" এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না। কার্য্যপদার্থ ঘটকে লক্ষ্য করিয়া "ঘট করিয়াছিল" "করিতেছে" ইত্যাদি প্রয়োগ সর্ব্বদাই প্রবর্ত্তিত হইতেছে। শব্দ যদি নিত্য হইত, তবে "শব্দকর" ইত্যাদি সজ্জন-বচনও উন্মত্তপ্রলাপ বোধে উপেক্ষিত হওয়া আবশ্যক। নিরপরাধের উপর এ শাস্তি সমুচিত নয়, সুতরাং সাধুবাক্যের মর্য্যাদা ও অবিচ্ছিন্ন ব্যবহারের প্রামাণ্য রক্ষার্থ অপ্রমাণ-কল্পনাপুষ্ট-স্বার্থ-জুষ্ট-শব্দ-নিত্যত্ব অস্বীকার করিতে দোষপঙ্ক-শঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায় না।

সত্ত্বান্তরে চ যৌগপদ্যাৎ ॥৯॥

পদপাঠঃ। সত্ত্বান্তরে। চ। যৌগপদ্যাৎ॥

ব্যাখ্যা। সত্ত্বান্তরে—দেশান্তরে, স্থানান্তরে অর্থাৎ নানাস্থানে। চ—ও। যৌগপদ্যাৎ—যুগপদ্ভাব—অর্থাৎ এককালীন বহুত্ব বশতঃ।

বঙ্গার্থঃ। নানাস্থানে যুগপৎ শব্দের উপলব্ধি হেতুক (কার্য্যতা সাধিত হইতে পারে)

বিশদব্যাখ্যা। দূর্ব্বাদল-মণ্ডিত শ্যামল-ধরাতলে দণ্ডায়মান হইয়া পথিক তারস্বরে পঞ্চমে তান তুলিয়া গগণ-প্রাঙ্গণে সুমধুর-সঙ্গীত-সুধা-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। গীত-লহরী দিগ্‌দিগন্তে বিধারিত হইয়া চির-শব্দ-নীরবতার নিবিড়-দুর্গ ভেদ করিয়া ফেলিল, চতুর্দ্দিকে বহু ব্যক্তির শ্রবণ-মার্গে সমসময়ে ঐ স্বর-স্রোত প্রবাহিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যক্তিভেদে একই নিত্য-শব্দ শ্রুত হইয়াছে, একথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। বিশেষ-ব্যতিরেকে নিত্য-বস্তুর অনেকত্ব অনুভব-সিদ্ধ নয়। যদি কণ্ঠ-তাল্বাদি স্থানে অভিঘাত-জনিত উৎপন্ন-শব্দ, "কদম্ব-কোরক" ন্যায় অথবা "বীচি-তরঙ্গ" ন্যায়ানুসারে পর পর যথানিয়মে শব্দ-প্রবাহ উৎপাদন করে, তবে বহুস্থানে বহু ব্যক্তির কর্ণ-পটহে উৎপন্ন বহুশব্দ একদা উপস্থিত হইতে পারে। কার্য্যত্ব স্বীকার করিলেই যৌগ-পদ্যের অনুভব প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। প্রতিশব্দই সংযোগাদি বাহুল্যবশতঃ বহুশব্দ উৎপাদন করিয়া স্বয়ং নিয়তির নিভৃত-ক্রোড়ে শয়ন করিতে বাধ্য হয়। একই নিত্য-শব্দ অভিব্যক্ত হইলে, নানাদেশে যুগপৎ তাহার উপস্থিতি অত্যন্ত অসম্ভব। নিত্য-পদার্থ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া বহুরা বিভিন্ন স্থানে অনুভূত হইলে, তাহার নিত্যত্ব "কণ্ঠার কথা" বই আর কিছুই নয়। বিকার-প্রাপ্ত-বস্তু হইলে, শব্দের বিনাশ ও উৎপত্তিমত্ত্বরূপ কার্য্যত্ব আপনা হইতেই আপতিত হইল।

প্রকৃতি-বিকৃত্যোশ্চ ॥১০॥

পদপাঠঃ। প্রকৃতি—বিকৃত্যোঃ। চ।

ব্যাখ্যা। প্রকৃতি-বিকৃত্যোঃ—প্রকৃতি এবং বিকৃতি, এই উভয়ের (বিদ্যমানতা-হেতুক।) চ—ও। (শব্দের কার্য্যতা ব্যবস্থাপিত হয়।)

বঙ্গার্থঃ। প্রকৃতি ও বিকৃতির সত্তানিবন্ধনও (শব্দ কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।)

বিশদব্যাখ্যা। বিকৃতি অর্থাৎ বিকার হইতে পদার্থের অনিত্যতা নিরূপিত হইয়া থাকে। বিকার অর্থাৎ অবস্থান্তরাপত্তি। যে বস্তু স্বাভাবিক রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যাকার ধারণ করে, তাহাকে বিকারী বলা হয়। যদি বিকারতা প্রমাণসিদ্ধ হয়, তবে নিত্যতাপ্রতিপাদনের বাসনা সুদূরপরাহত। মৃত্তিকা বিকার প্রাপ্ত হইয়া ঘটাকারে পরিদৃশ্যমান হইল। এখানে ঘট যে মৃত্তিকা-বিকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যাকরণের সন্ধি সূত্রে "ই"কারস্থানে "য"কার হইবার বিধান আছে। "ই"কারই "য" কাররূপে পরিণত হইল, এইহেতু "ই"কার প্রকৃতি ও "য"কার বিকৃতি বলিয়া শিষ্ট-সম্প্রদায়ের ব্যবহার আছে। যাহা বিকৃতি, তাহা অনিত্য, সুতরাং "য"কার অনিত্য। যদি, প্রকৃতি-বিকারভাব কিরূপে অবধারিত হইল, এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানার্থ আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়, তখন আমরা অসঙ্কোচে বলিতে প্রবৃত্ত হইব যে, য-কারে ই-কার-সাদৃশ্য আছে; তাহাই উভয়ের প্রকৃতি-বিকৃতিভাবের পরিজ্ঞাপক। ইকার দেখিতে য-কারের মত নয়, সুতরাং আকার গত সাধর্ম্ম্য সাদৃশ্য নহে; উচ্চারণগত সমত্বই হইবে। বঙ্গে অন্তাস্থ "য" কারের উচ্চারণে বর্গ্য "জ" কারাপেক্ষা সামান্য পরিমাণেও বৈষম্য ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু হিন্দুস্থানে অথবা দাক্ষিণাত্যে এই রীতি বহুমানে সর্ব্বত্র সমাদৃতা ও সযত্নে অনুষ্ঠিতা। তাঁহারা "য" কারের উচ্চারণে "ই+অ" উচ্চারণ করেন। আমাদের উচ্চারিত "আচার্য্য" শব্দ ও "আচার্জ্য" শব্দের উচ্চারণগত বিশেষত্ব কিছুই মিলেনা। অপর প্রণালীর উচ্চারক-সম্প্রদায় "আচার্য্য" শব্দে "জ"কারের উচ্চারণ করেন না, পরন্তু "আচারি+অ" এই রূপে "ই+অ" উচ্চারণ করেন। এই সাদৃশ্যটুকু এতদ্দেশ-প্রচলিত নিয়মে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া, বিশেষরূপে লিখিত হইল। শব্দ বলিলে—সাধারণতঃ দ্বিবিধ পদার্থের অববোধ জন্মে। ধ্বনি ও বর্ণ। ধ্বনিরূপে শব্দের এক অভিব্যক্তি, বর্ণ-স্বরূপে অন্য। পরিজ্ঞানার্থ-চিহ্নগুলি শব্দ (বর্ণাত্মক) নহে। এই সূত্রে বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যতানিরাসার্থ—পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রয়াস পাইয়াছেন। পূর্ব্বসূত্রগুলিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের উপর কার্য্যতা-ব্যবস্থাপনার্থ নিত্যতার উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করা হইয়াছে। অপর সূত্রের সহিত ইহার এই স্বার্থকাটুকু সকলের স্মৃতি-পটে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক।

বৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তৃভূম্নাঽস্য ॥১১॥

পদপাঠঃ। বৃদ্ধিঃ। চ। কর্ত্তৃভূম্না। অস্য।

ব্যাখ্যা। বৃদ্ধিঃ—বর্দ্ধিত হওয়া। চ—ও। কর্ত্তৃভূম্না—কর্ত্তার বহুত্ব দ্বারা। অস্য—ইহার। (শব্দের।)

বঙ্গার্থঃ। কর্ত্তার বাহুল্যদ্বারা শব্দের বৃদ্ধিও হইয়া থাকে। (সুতরাং শব্দ অনিত্য।)

বিশদব্যাখ্যা। অল্পতা এবং আধিক্য, এই দুইটী পদার্থগত ধর্ম্ম। কারণবিশেষে উহার আবির্ভাব ও তিরোভাব সংঘটিত হয়। নিত্যপদার্থ চিরদিনই অবিচলিত-একাকারে অবস্থিত। শত শত বজ্রাঘাতেও তাহার একটী কণিকা স্থানভ্রষ্ট হয় না। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের তাড়নেও তাহা বিকারপ্রাপ্ত হয় না। উহা অদাহ্য, অচল, অটল। অনেক ব্যক্তি একদা শব্দোচ্চারণ করিলে, উহা একোচ্চারিত শব্দাপেক্ষায় মহান হয়। ঐরূপে উচ্চারয়িতার সংখ্যাধিক্য অনুসারে শব্দের অল্পতা ও মহত্ত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। যদি নিত্য-শব্দের প্রযত্ন বশতঃ অভিব্যক্তিপক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, তাহাহইলে এই প্রত্যক্ষানুভূত অল্পাধিক্য-জ্ঞান অনুপপত্তির করালগ্রাসে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। যদি শব্দের অভিব্যক্তি মাত্রই বলিতে হয়, তবে দশজনের উচ্চাচরণপ্রযত্ন দ্বারা অভিব্যক্তই হইক, একজনের প্রযত্ন দ্বারা আবির্ভূতই হউক, উহার স্বরূপ সমানই থাকিবে। শব্দ যেরূপেই অভিব্যক্ত হউক না কেন, তাহার স্বরূপের কিয়দংশ পরিত্যাগরূপন্যূনতা অথবা পররূপগ্রহণাত্মকরূপ ন্যূনতা-আধিক্যের সম্ভব নিত্য পক্ষে দুর্ঘট। কখনও অনেকের প্রযত্নে মহত্ত্ব, বহুবা একের প্রযত্নে অল্পত্ব দেখিয়া কর্ত্তার আধিক্য মহত্ত্বে এবং অল্পত্ব ন্যূনতায় কারণ বলিয়া অনুমান করা যায়। মহত্ত্ব পূর্ব্বাবস্থা হইতে অধিক অবয়বের উপচয় এবং অবয়বের অপচয়ই হ্রস্বতা। কর্ত্তার আধিক্যে প্রযত্নের অধিকতা; প্রযত্ন বাহুল্যে অবয়ব-বহুলতা, তাহাই বৃদ্ধি। স্বরূপে অল্পতার অবধারণ করিতে হইবে। এতদ্দৃষ্টে অনুমিত হইতে পারিবে যে, প্রত্যেকের দ্বারা একটী একটী অবয়ব রচিত হইলে, বহুকর্ত্তার দ্বারা অবয়বোপচয়-রূপ বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। অবয়বের পরিবর্ত্তন নিত্য বস্তুর সম্ভব নাই। অবয়বোৎপত্তি দ্বারা শব্দের কার্য্যত্ব প্রমাণিত হইল। এইখানে পূর্ব্বপক্ষের অবসান। আগামীতে শব্দ-নিত্যতাব্যবস্থাপনে মীমাংসাচার্য্যের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাওয়া যাইবে।

ক্রমশঃ—

ব্রহ্মচারি-আশ্রমস্থ বেদবিদ্যালয়। শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যরত্ন সাংখ্যতীর্থ।
যশোহর।

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম আহ্নিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সং ॥৪॥ সূত্রং॥

পদব্যাখ্যা। ধর্ম্মবিশেষ—ঐহিক বা জন্মান্তরীয় সুকৃত বিশেষ। প্রসূত—উৎপন্ন। (পুণ্যবিশেষ হইতে উৎপন্ন।) এইটী তত্ত্বজ্ঞানাৎ—এই স্থলীয় তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষণ, এজন্য পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া 'প্রসূতাৎ' এইরূপ হইয়াছে। দ্রব্য—ক্ষিতি-জল-তেজঃ ইত্যাদি। গুণ—রূপ-রস-গন্ধ ইত্যাদি। কর্ম্ম—গমনাদি। সামান্য—জাতি। দ্রব্যত্ব—ক্ষিতিত্ব, মনুষ্যত্বাদি। বিশেষ—পরমাণুদিগের পরস্পর ব্যাবর্ত্তক পদার্থ বিশেষ। সমবায়—নিত্য সম্বন্ধ বিশেষ। অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধ, দ্রব্যে গুণ-কর্ম্মের সম্বন্ধ, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে জাতির সম্বন্ধ এবং নিত্য দ্রব্য বিশেষের সম্বন্ধ। দ্রব্যগুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায়—ইহাদের। পদার্থানাং—এই স্থলীয় পদার্থের সহিত অভেদ অন্বয় হওয়াতে ষষ্ঠী বিভক্তি করিয়া 'সমবায়ানাং', এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। পদার্থানাং—পদার্থদিগের। সাধর্ম্ম্য, সজাতীয়ের ধর্ম্ম, যথা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, পশুর পশুত্ব ইত্যাদি। বৈধর্ম্ম্য—বিরুদ্ধধর্ম্ম, যথা জলত্ব তেজের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম এবং তেজত্ব জলের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম; ঐরূপ শরীরত্ব আত্মার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ইত্যাদি। সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং—সজাতীয় ও বিজাতীয় ধর্ম্মরূপে,—গো পশুত্বরূপে অশ্বের সজাতীয়, কিন্তু গোত্বরূপে তাহার বিজাতীয়, এই প্রকারে। তত্ত্বজ্ঞানাৎ—যাথার্থ্যজ্ঞান হইতে। নিঃশ্রেয়সং—মুক্তি হয়।

অনুবাদ। ইহজন্মের কিম্বা জন্মান্তরের সৎকার্য্য জনিত সুকৃত বিশেষ থাকিলে, তাহা হইতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই সমস্ত পদার্থের পরস্পর সজাতীয় ও বিজাতীয় ধর্ম্ম সহকারে যাথার্থ্য জ্ঞান জন্মে এবং ঐ যাথার্থ্য জ্ঞান হওয়াতে মিথ্যাজ্ঞানাদির নাশ হয়, সুতরাং পুরুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে।

তাৎপর্য্য। শাস্ত্রের প্রয়োজন কি এবং কোন্‌টী, তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের কিরূপ সম্বন্ধ, এই সমস্ত নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, তাহার অধ্যয়নে বিবেচক পুরুষদিগের প্রবৃত্তি হয় না, এ কারণ মহর্ষি সম্প্রতি স্বরচিত শাস্ত্রের প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ প্রদর্শন পূর্ব্বক পদার্থদিগের নির্দ্দেশ করিতেছেন। নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি এই শাস্ত্রের প্রয়োজন, পদার্থ সকল অভিধেয়—অর্থাৎ নিরূপণীয় বিষয় এবং মুক্তির সহিত এই শাস্ত্রের প্রয়োজ্য-প্রয়োজকভাবরূপ সম্বন্ধ। পদার্থদিগের যাথার্থ্যজ্ঞান না

হইলে মুক্তি হয় না; ঐ যাথার্থ্যজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা প্রয়োজনীয় হয়; সুতরাং মুক্তিই এস্থলে প্রযোজ্য এবং শাস্ত্রই প্রযোজক, হইতেছে। এই শাস্ত্র পদার্থদিগের প্রতিপাদন করিতেছে বিধায়, পদার্থের সহিত শাস্ত্রেই প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক ভাব সম্বন্ধ এস্থলেও বুঝিতে হইবে। প্রথম সূত্রের অর্থে প্রকাশ পাইয়াছে যে, যাহারা শ্রবণাদিবিষয়ে সক্ষম এবং অসূয়াদি দোষরহিত, এতাদৃশ মোক্ষ-প্রার্থী ব্যক্তিগণই এই শাস্ত্রে অধিকারী। এই সূত্রে প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ দেখান হইল; সুতরাং বুঝাযাইতেছে যে, প্রবৃত্তির উপযোগী অধিকারী, বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ, এই অনুবন্ধ-চতুষ্টয় নির্দ্দিষ্ট থাকাতে, এই শাস্ত্রের অধ্যয়নে বিবেচক-পুরুষদিগের প্রবৃত্তি হওয়ার কোনও বাধা নাই। অনেকের হয়ত শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্তিই জন্মে না এবং যাঁহারা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যেও সকলের সমান জ্ঞান হয়, এমন নহে। কাহারওবা শাস্ত্রকারের বাক্যে বিশ্বাস না থাকায়, প্রকৃত পদার্থের অবধারণ হয় না, এনিমিত্ত ধর্ম্ম-বিশেষকে অবশ্য পদার্থতত্ত্বজ্ঞানের কারণ বলিতে হইবে। তাই সূত্রে "ধর্ম্মবিশেষ-প্রসূত" এইটি তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষণ দিয়াছিলেন। যাহার ইহজন্মের কিম্বা জন্মান্তরীয় শক্তিবিশেষ থাকে, তাহারই বস্তুতঃ পদার্থদিগের যাথার্থ্য জ্ঞান হইয়া থাকে। পদার্থ সকল প্রধানতঃ দুই প্রকার—ভাব ও অভাব। তন্মধ্যে ভাবপদার্থ ছয় প্রকার,—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। এস্থলে সূত্রে উক্ত ভাব পদার্থেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; পরে দ্বিতীয়াহ্নিকে "কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাব" ইত্যাদি সূত্রে অভাব পদার্থের উল্লেখ থাকায়, ভাব ও অভাব, এই উভয়বিধ পদার্থের সমষ্টিতে দ্রব্য প্রভৃতি সাতটি পদার্থ কণাদের সম্মত বলিয়া বুঝা যাইতেছে। এই সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকের লক্ষণ উত্তরোত্তর সূত্রে বলিবেন। সাধারণতঃ বুঝিতে হইলে, যাহাতে গুণ কিম্বা ধর্ম্ম থাকে, সেইগুলি দ্রব্য। যেমন মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের শরীরে রূপ আছে এবং গমনাদি ক্রিয়া দেখা যায়। ঐরূপ তরু-লতা প্রভৃতি উদ্ভিদের এবং ঘট, পট, জল, স্থল, তেজ প্রভৃতি জড়পদার্থের রূপাদি গুণ ও স্পন্দনাদি ক্রিয়ার উপলব্ধি হইয়াছে। বায়ুর রূপ নাই বটে, কিন্তু স্পর্শ ও চলন আছে। আকাশ, কাল, দিক ও আত্মাতে কোনও ক্রিয়া নাই, কিন্তু আকাশে শব্দাদিগুণ আছে এবং কালে ও দিকে সংযোগ-বিভাগ প্রভৃতি ও আত্মাতে জ্ঞান-ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ রহিয়াছে। ঐরূপ মনে সংখ্যাদি গুণ ও গতিক্রিয়া আছে; সুতরাং এই সমস্তগুলিকে দ্রব্য বলিয়া জানিতে হইবে। স্থলবিশেষে প্রয়োগ করা যায় যে, একটি শ্বেতকায় দীর্ঘাকার মনুষ্য সুগন্ধ ও সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতে করিতে গমন করিতেছে। এস্থলে মনুষ্য ও ফল, এই দুইটি দ্রব্য। মনুষ্যের একত্ব সংখ্যা, শ্বেতবর্ণ ও দীর্ঘপরিমাণ, এবং ফলের সুগন্ধ ও মধুর রস, এই সমস্ত গুণ। ভক্ষণ ও পদ-সঞ্চালন রূপ গমন, এই দুইটি কর্ম্ম। মনুষ্য-শরীরে মনুষ্যত্ব; ফলে ফলত্ব, একত্ব সংখ্যায় সংখ্যাত্ব; শ্বেতরূপে রূপত্ব; দীর্ঘপরিমাণে

পরিমাণত্ব, সুগন্ধে গন্ধত্ব, মিষ্টরসে রসত্ব ও গমনক্রিয়ায় গমনত্ব, এই সমস্ত সামান্য পদার্থ অর্থাৎ জাতি। মনুষ্য শরীরে মনুষ্যত্বরূপ জাতি আছে বিধায়, বিভিন্নপ্রকৃতিক বঙ্গ, হিন্দুস্থান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি নানাদেশের নিবাসী ব্যক্তিগণ সকলেই মনুষ্য বলিয়া অভিহিত ও প্রতীত হয়েন, এবং আম, জাম, নারিকেল, বেদানা, আঙ্গুর প্রভৃতিতে ফলত্ব থাকায়, ঐ সকল ফল বলিয়া কথিত হয়। এইপ্রকারে রূপত্ব-জাতি থাকাতে, শ্বেত, পীত, নীল প্রভৃতি সমস্ত বর্ণকেই রূপ বলে এবং সৌরভ ও অসৌরভ, উভয়েই গন্ধত্ব-জাতি আছে বলিয়া গন্ধ, আর মধুর-অম্ল-তিক্ত প্রভৃতিতে রসত্ব-জাতি থাকায়, ঐসকল রস বলিয়া ব্যবহৃত ও প্রতীত হয়। এইরূপে দ্রব্যত্ব-জাতি থাকায়, ক্ষিতি-জল-তেজ প্রভৃতি দ্রব্য, গুণত্ব-জাতি থাকায়, রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি গুণ ও কর্ম্ম-জাতি থাকায়, গমন, আকুঞ্চন, প্রসারণ প্রভৃতি কর্ম্ম বলিয়া কথিত ও জ্ঞাত হইয়া থাকে। উক্তস্থলে মনুষ্য-শরীরের সহিত তাহার শ্বেতরূপ, গমন ক্রিয়া ও মনুষ্যত্বাদি-জাতির অবশ্য কোন সম্বন্ধ আছে, বলিতে হইবে; ঐ সম্বন্ধের নাম সমবায়। বস্তুর অবিভাজ্য ক্ষুদ্র অংশকে পরমাণু বলে; ঐ পরমাণুদিগের অবয়ব নাই এবং সকল পরমাণুই অনুপরিমাণ বিশিষ্ট। অবয়ব নাথাকায় কিম্বা পরিমাণের কোন পার্থক্য নাথাকায়, ঘট-পটাদি স্থূল দ্রব্যের ন্যায় অবয়ব-ভেদে কিম্বা পরিমাণ-ভেদে পরমাণুদের দুইটীর পরস্পর ভেদ থাকার সম্ভাবনা নাই। এ নিমিত্ত পরমাণুদিগের পরস্পর বিশেষভেদক, প্রত্যেক পরমাণুতে ভিন্ন ভিন্ন নামে পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন এবং আকাশ, কাল, আত্মা, দিক, এই সমস্ত নিত্যদ্রব্যেরও অবয়ব নাই এবং প্রত্যেকেরই পরিমাণ অতি মহৎ, এজন্য তাহাদের ভেদক রূপেও বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে। এই বিশেষ পদার্থ নিত্যদ্রব্যে, সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সমবায় নামক একটিমাত্র সম্বন্ধ, উহা নিত্য। বৃক্ষাদি অবয়বী পদার্থের শাখা-পল্লব প্রভৃতি অবয়বে যে সম্বন্ধ আছে, ক্ষিতিপ্রভৃতি দ্রব্যে গুণ ও কর্ম্মের যে সম্বন্ধ আছে এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে জাতির যে সম্বন্ধ আছে, তাহা উক্ত সমবায় ব্যতীত অন্য নহে। প্রত্যেকস্থলে সমবায়কে পৃথক্ পৃথক্ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই বিধায়, সর্ব্বত্রই উহাকে একই বলিয়াছেন। অভাব-পদার্থ দুইপ্রকার, অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব। দুইটী পদার্থের মধ্যে পরস্পরে পরস্পরের যে অভাব থাকে, যেমন মনুষ্য বৃক্ষ নহে কিম্বা বৃক্ষ মনুষ্য নহে, ঐরূপ জল আগুণ নহে কিম্বা আগুণ জল নহে, এই প্রকার অভাবকে অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ ভেদ বলে। ভেদ ভিন্ন অভাবের নাম সংসর্গাভাব; ঐ সংসর্গাভাব তিন প্রকার, প্রাগ্‌ভাব, ধ্বংস ও অত্যন্তাভাব। এইস্থলে ঘট জন্মিবে, এইরূপ বলিলে, উৎপত্তির পূর্ব্বে যে ঘটের অভাব প্রতীত হয়, উহাকে প্রাগ্‌ভাব বলে; ঐ অভাবটী ঘট জন্মিলে আর থাকে না। বিনাশরূপ অভাবকে ধ্বংসাভাব বলায়ায়। এই ধ্বংসাভাবটী জন্য; সুতরাং যে অভাবটী জন্মে, তাহার নাম ধ্বংস। এইক্ষণ আকাশ মেঘশূন্য, বায়তে রূপ থাকে না, আগুণ নীরস, জল গন্ধবিহীন, আত্মাতে কোন রূপ নাই, শরীর

জ্ঞানের কারণ হয় বটে, বস্তুতঃ তাহাতে জ্ঞান থাকে না; এইসকল প্রতীতিদ্বারা অত্যন্তাভাব স্থির হয়। সংসর্গাভাবের মধ্যে এই অভাবটীই নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশ এই উভয় শূন্য; সুতরাং নিত্য সংসর্গাভাবকে অত্যন্তাভাব বলিতে হইবে। যে জাতির পদার্থে যে ধর্ম্মটি থাকে, সেই তাহার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সজাতীয়ের ধর্ম্ম, এবং যেখানে যেটী নাথাকে, সেই তাহার বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্ম্ম। প্রধানতঃ দেখিতে গেলে জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার সাধর্ম্ম্য, শরীরের উহা বৈধর্ম্ম্য এবং বস্তু স্পর্শরূপ প্রভৃতি শরীরের সাধর্ম্ম্য; কিন্তু আমার বৈধর্ম্ম্য। এইপ্রকার জগতের সৃষ্টি ও রক্ষণাদি ঈশ্বরের ধর্ম্ম্য, উহা অস্মদাদি প্রাণীবর্গের বৈধর্ম্ম্য। এইরূপে সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা পদার্থদিগের তত্ত্বনিশ্চয় হইলে, পুনরায় আর মিথ্যা জ্ঞান জন্মিতে পারে না। মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাজ্ঞানজনিত সংস্কারই জগতে জীবগণের অশেষবিধ দুঃখের মূলীভূত কারণ। কোন অন্ধকারাবৃত স্থানে সম্মুখে রজ্জু দেখিয়া তাহাতে যদি সর্পভ্রম জন্মে, তবে সর্পে দংশন করিবে বলিয়া, তখনই অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় দুঃখেরঅনুভূতি হয়। ভ্রমবুদ্ধিতে অন্ধকারে বিভীষিকাদর্শন করিয়া, ব্যক্তিবিশেষের চিরদুঃখের কারণীভূত কোনও রোগাদিও জন্মিতে পারে। প্রাণিগণ যদি দেহকে আমি বলিয়া না বুঝিত, কিম্বা সেই দেহ সম্পর্কিত স্ত্রী-পুত্রাদিতে আমার স্ত্রী আমার পুত্র ইত্যাদি প্রকারে সংস্কারপন্ন না হইত, তবে দেহের অপচয় সম্ভাবনায় অথবা স্ত্রী পুত্রাদির বিয়োগে কদাচ দুঃখ অনুভব করিত না। মিথ্যাজ্ঞান অনেকপ্রকার, আত্মা বলিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ নাই; শরীরই আত্মা। এই শরীরকে দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারিলে, সুখভোগও অতিরিক্ত হইতে পারে। ধন ব্যতিরেকে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, এ নিমিত্ত পরপীড়ন, পরদ্রব্যাপহরণ বা পরপ্রতারণাদি দ্বারাও অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে। এই শরীরেই কার্য্যের ফলভোগ হইয়া থাকে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, যে কর্ম্মেরদ্বারা সুখভোগ হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। সুন্দররূপ সন্দর্শনে চক্ষুর পরমপ্রীতি জন্মে, সুমধুরদ্রব্য আস্বাদন করিলে রসনার তৃপ্তি সাধন হয়। সুগন্ধ দ্রব্যজাতের সৌরভে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরমপ্রীতি লাভকরে, সুকোমল বস্তুনিচয়ের স্পর্শে ত্বগিন্দ্রিয়ের চরিতার্থ জন্মে, শ্রুতি-মধুর-বাক্যবলি শ্রবণ করিলে শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়, এবং সর্ব্বথা অভীপ্সিত বিষয়টী সিদ্ধহইলেই মনের সন্তুষ্টি জন্মিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় নিচয়ের পরিতৃপ্তি হইলেই আত্মতৃপ্তি জন্মে; সুতরাং সুন্দরীরমণিগণের রূপ-লালণ্য কটাক্ষাদির অবলোকনদ্বারা নয়নের, সুগন্ধিদ্রব্য সম্পর্কিত শরীরের সুগন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, আস্যকমলের পরিচুম্বনে রসনার, পরিপূর্ণসুমধুরবাক্যাবলিতে শ্রবণের, আলিঙ্গনাদিদ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়ের, কিম্বা প্রযত্নকৃতপরিচর্য্যাদিহইতে অন্তঃকরণে পরিতুষ্টি সম্পাদন করিতেহইলে, প্রমদাগণ সম্বন্ধে স্বকীয়ত্ব-পরকীয়ত্ব বিবেচনা করা নিষ্প্রয়োজন। প্রাণিগণের জন্ম, কিম্বা মরণ, স্বভাব সিদ্ধ; তাহার প্রতি অন্য কোন

বিশেষ কারণ নাই, দেহাবসানেই মুক্তি হয়। বৈশেষিকদর্শন সম্মত মুক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর জিনিষ, ঐ মুক্তিকালে কোন কার্য্যই থাকে না, সমস্ত কার্য্যের উপরতি হইলে সুখের সামগ্রী কিছুই থাকিল না। যদি পুনর্জ্জন্ম থাকে, বরং বৃন্দাবনে শৃগাল হইয়া থাকিব, তথাপি মুক্তিকে কখনই প্রার্থনা করিব না (বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং নতুবৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন)। এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান সন্ততি, কদাচ তত্ত্বজ্ঞানীর সমক্ষে স্থান পায়না। তত্ত্বজ্ঞান হইতে ভ্রান্তবুদ্ধির বিনাশ হইলে দেহাদির অনুকূল বিষয়ে উৎকট অনুরাগ, কিম্বা প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষরূপ দোষের উচ্ছেদ হয়। রাগদ্বেষাদিরূপ দোষের বিগম হওয়াতে, সদসৎ কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি থাকেনা; সুতরাং কর্ম্মফল, ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপে অদৃষ্টের আর উৎপত্তি হয়না। অদৃষ্টের অভাব হওয়ায় কারণ নাথাকাতে, শরীরান্তরপরিগ্রহরূপ জন্মের সম্ভাবনা থাকেনা, এবং জন্ম নাহইলে পুনরায় দুঃখোৎপত্তিও হয়না; সুতারং পুরুষ মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ইহাই "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সং" ইত্যন্ত সূত্রদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। নিঃশ্রেয়স শব্দে নিরতিশয়মঙ্গলরূপ মুক্তি অর্থাৎ দুঃখের অবসান বুঝায়। সাংসারিকদিগের পক্ষে সাময়িক দুঃখাপগমটী ঘটিয়া থাকে সত্য; কিন্তু সময়ান্তরে তাদের ক্লেশ পাইতে হয়, কারণ ঐ ক্ষণিক দুঃখাপগমনকে মুক্তি বলা যায়না। পূর্ব্বে বলাহইয়াছে উৎপত্তির পূর্ব্বে যে অভাব থাকে, তাহার নাম প্রাগভাব। মোক্ষদশাতে দুঃখের ঐ প্রাগভাবটী থাকেনা, কারণ পরে আর দুঃখ জন্মেনা; সুতরাং তৎকালীন দুঃখ নিবৃত্তিকে অবশ্য দুঃখের প্রাগভাব সমানকালীন বলিয়া বুঝাইতেছে, অতএব দুঃখ প্রাগভাব সমানকালীন দুঃখ ধ্বংসরূপ আত্যন্তিকীদুঃখনিবৃত্তিই, মুক্তি পদবাচ্য বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইতেছে। এতাদৃশ মুক্তিতে প্রমাণ কি? জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে বলিতে হইবে যে, মুক্তপুরুষ ব্যতীত তৎকালীন দুঃখনিবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ জানিতে পুরুষ ন্তরের সামর্থ্য নাথাকিলেও, শ্রুতি ও অনুমানরূপ প্রমাণদ্বয়হইতে মুক্তির অস্তিত্বোপলব্ধি হইবার বাধা নাই। শ্রুতি বলিতেছেন "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি অশরীরংবাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে নস্পৃশতঃ" তত্ত্ব সাক্ষাৎকারানন্তর জীব দুঃখহইতে অত্যন্ত বিমুক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার আত্যন্তকীদুঃখনিবৃত্তি জন্মে। তখন শরীরবিহীনআত্মাকে প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ অথবা দুঃখ, কেহই স্পর্শ করিতে পারেনা। মুক্তিতে অনুমানও প্রমাণ হইতেছে, দৃষ্টান্ত মূলকই অনুমান হয়। যেমত কোন দীপশিখা সন্ততি তাহার উপকরণ তৈলাদির অভাবে এককালে অত্যন্ত বিনাশপ্রাপ্তহয়, সেইরূপ আত্মাতে দুঃখসন্ততির ও উপকারণীভূত শরীর অদৃষ্ট প্রভৃতির অসদ্ভাবে অতিশয় ধ্বংস হইয়া থাকে। "দুঃখ সন্ততিরত্যন্ত মুচ্ছিদ্যতে সন্ততিত্বাৎ প্রদীপ সন্ততিবৎ" দুঃখ সন্ততির অত্যন্ত উচ্ছেদ হইয়া থাকে, ইহা অনুমান লভ্য হইতেছে। এই অনুমানে সন্ততিত্বটী হেতু, কেননা, যাহাতে সন্ততিত্ব আছে, তাহারই অত্যন্তোচ্ছেদ দেখাযায়।

যেমন প্রদীপ সন্ততি। এই মুক্তি পদার্থটি সুখের বিরোধী, এজন্য ইহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, এইরূপ আশঙ্কা অন্তঃকরণে স্থান পাইবার যোগ্য নহে; কারণ সুখের ন্যায় দুঃখনিবৃত্তিও আমাদের স্বতঃ প্রয়োজন হইয়াছে। প্রয়োজনীয় পদার্থে প্রবৃত্তি জন্মিবার বাধা কি? অনশনজনিত দুঃখের নিবৃত্তিবাসনায় কদন্নাদির ভক্ষণেও পুরুষের প্রবৃত্তি দেখা যায়, কদন্ন ভক্ষণ যে সুখের সাধক নহে, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? ভট্টমতাবলম্বিব্যক্তিগণ বলেন যে, নিত্যসুখের সাক্ষাৎকারই মুক্তি পদ বাচ্য, তাহাতে পুরুষ প্রবৃত্তির কোন অনুপপত্তি নাই। এই মতটী বিচারসহ নহে, কেননা, সুখের নিত্যত্বে কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ, দেখা যায় জন্যভাব মাত্রেই অনিত্য; সুতরাং মুক্তপুরুষের সুখ সাক্ষাৎকারটীও অনিত্য। যদি অনিত্য হইল, তবে সাংসারিকের সুখ সাক্ষাৎ হইতে তাহার কোন বৈষম্য থাকেনা। ঐ সাক্ষাৎকারের অপগমন হইলে পুনরায় মুক্তদশা হইতে জীব সংসার দশায় পতিত হউক, এই প্রকার আপত্তিও হইতে পারে। ত্রিদণ্ডিমতে ব্রহ্মাত্মাতে জীবাত্মার লয় হওয়াকে, মুক্তি বলে। জীবব্রহ্মের বস্তুগত্যা ভেদ না থাকিলেও, লিঙ্গশরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া আত্মা জীবভাব ধারণ করেন। যেমত ঘট বিনাশে ঘটাকাশ বিশুদ্ধাকাশে বিলীন হয়, তদ্রূপ লিঙ্গশরীরের বিগমে জীবেরও পরমাত্মাতে লয় হয়। এই লিঙ্গশরীর আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর স্থূল শরীরের বীজস্বরূপ, মহদহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রা পঞ্চভূত সূক্ষ্ম একাদশেন্দ্রিয় সমষ্টি। এই লিঙ্গশরীর বিশিষ্ট আত্মারই দুঃখভোগ হইয়া থাকে, এজন্য লিঙ্গশরীরের নাশে দুঃখের উৎপত্তি সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং ফলবলতঃ মুক্তি দুঃখনিবৃত্তিতে পর্য্যবসিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

সাংখ্যদর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

ঈশ্বরকৃষ্ণকারিকা।

২৩

অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্ম্মোজ্ঞানংবিরাগ ঐশ্বর্য্যং।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তং॥

পদপাঠঃ। অধ্যবসায়ঃ। বুদ্ধিঃ। ধর্ম্মঃ। জ্ঞানং। বিরাগঃ। ঐশ্বর্য্যং। সাত্ত্বিকং। এতৎ। রূপং। তামসং। অস্মাৎ। বিপর্য্যস্তং।

ব্যাখ্যা। অধ্যবসায়ঃ—নিশ্চয়। (বুদ্ধির অসাধারণ ধর্ম্ম) বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ সামান্য (বলিয়া অভিহিত হয়।) ধর্ম্মঃ—অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সাধন। জ্ঞানং—প্রকৃতি পুরুষের অন্যথাখ্যাতি অর্থাৎ পৃথগ্‌ভাবের অবধারণ। (সাংখ্যমতে।) বিরাগঃ—রাগ

অর্থাৎ আসক্তি, তাহার অভাব। ঐশ্বর্য্যং—ঈশ্বরভাব অর্থাৎ আধিপত্য। (অণিমাদি) সাত্ত্বিকং—সত্ত্বাংশকার্য্য। এতদ্রূপং—এইরূপ। (ইহা) তামসং—তমোগুণাংশকার্য্য। অস্মাৎ—ইহা হইতে। বিপর্য্যস্তং—বিপরীত।

বঙ্গার্থঃ। অধ্যবসায়ই বুদ্ধি। বুদ্ধির সাত্ত্বিক ধর্ম্ম—ধর্ম্ম, (অভ্যুদয়াদিহেতু।) জ্ঞান, বিরাগ, ঐশর্য্য। তামসধর্ম্ম, ইহা হইতে বিপরীত।

বিশদ ব্যাখ্যা। অন্তঃকরণসামান্যকে সূক্ষ্মদর্শিসাংখ্যচার্য্যেরা সাধারণতঃ ত্রিধা কল্পনা করিয়াথাকেন। কোনও কোনও অসাধারণ কারণ অবলম্বন করিয়াই, ঐ জাতীয় কল্পনার লীলাতরঙ্গ দর্শনসম্প্রদায়ের অঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছে।

অনেক অভিজ্ঞ-মহোদয়ের অভিমত, একই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে কখনও বুদ্ধি, কখনও চিত্ত ইত্যাদি চতুর্ব্বিধ সমাখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। সংকল্প-বিকল্প বৃত্তিকঅন্তঃকরণ মন নামে, অভিমান বৃত্তিক অন্তঃকরণ অহঙ্কার আখ্যায়, নিশ্চয়-বৃত্তিমৎ অন্তঃকরণ বুদ্ধি বলিয়া, ও স্মরণবৃত্তিক অন্তঃকরণ চিত্ত সংজ্ঞায় সমাখ্যাত হইয়া থাকে। সাংখ্যশাস্ত্রে চিত্তকে বুদ্ধির অন্তর্গতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, স্বতন্ত্র সংজ্ঞার বিশেষ আবশ্যকতা স্বীকার করা হয় নাই। একই ব্যক্তির বৃত্তি বা ব্যাপার অথবা ব্যবসায় ভেদে নানা নামে আখ্যাত হওয়ার দৃষ্টান্ত নিতান্ত অসুলভ নহে। পাককালে পাচক, ধাবন সময়ে ধাবক, ও অধ্যয়ন দশায় পাঠক সংজ্ঞা এক ব্যক্তির দূষণীয় অথবা অসম্ভব বলিয়া বিচারিত হয় না।

এসন্দর্ভে চিন্তনীয় এই যে, স্মরণ বা সঙ্কল্প সামর্থ্যে সংজ্ঞাভেদ স্বীকার করিলে, সংশয়বিপর্য্যয় নিদ্রাক্রোধাদিরও ঐরূপ অভিধান পার্থক্যে নিমিত্ত রূপে পরিগণন উপযুক্ত হইয়া উঠে, এবং ক্রমশঃ অন্তঃকরণ অনেক নামে হইতে থাকে। ঐ গৌরব দার্শনিক কল্পনা প্রসঙ্গে গৌরবের নিকটবর্ত্তী; বিশেষতঃ, উহাতে ইষ্টসিদ্ধির অপ্রশস্ত মার্গ আরও অতীব দুর্গম হইয়া উঠিবে। এখানে আচার্য্যেরা আরও একটু চিন্তার বীজ বচনাবলীর অন্তরালে নিহিত রাখিয়াছেন। একই পদার্থ গুণভেদে ত্রিধা, চতুর্ধা, অথবা যথেচ্ছারূপে কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বাগ্ব্যবহারের পরিপুষ্টি সম্ভাবনা দেখা যায়না। পাচকতা ধাবকতাই পরস্পরের পার্থক্য প্রাণে পুষিয়া রাখিল। তাহাতে পাচক ও ধাবক এই বাক্য ব্যাপারের প্রবৃত্তি ব্যতীত পদার্থ অন্যরূপ হইতে পারিলনা। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সতন্ত্র বলিয়া বিখ্যাত। প্রকৃষ্ট-পরিশুদ্ধ প্রতিভার প্রতিকৃতিস্বরূপ পরমর্ষি-সম্প্রদায়ও ঐ পদার্থ-ত্রয়ের কার্য্যকারণ-ভাব-প্রতিপাদনে প্রযত্ন-স্বীকার করিয়াছেন। যদি পরমার্থতঃ পৃথক্ না হইয়া নাম মাত্রই ভিন্ন হয়, তাহাহইলে নিমিত্ত নৈমিত্তিকতার চিন্তা হৃদয়ে উদয়লাভ করিয়া, সেইখানেই বিলয় পাইতে প্রস্তুত হইবে। অতএব বংশপর্ব্বের ন্যায় পূর্ব্ববর্ত্তিতা ও পরবর্ত্তিতার পরিচয় বলে, একটীকে অপরের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। সমুদয়েরনাম অন্তঃকরণ হইলেও

অবয়ব গুলি পরস্পর পৃথক হইতে বিশেষ বাধা নাই। অধ্যবসায়বৃত্তিক-অবয়ব বিশেষ বুদ্ধি, ঐরূপে অপরাপরের অবধারণ করিতে হইবে। সমগ্র অবয়বের নাম অন্তঃকরণসামান্য। অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয় বুদ্ধি নহে। বুদ্ধির অসাধারণ বৃত্তই অধ্যবসায়। ধর্ম্মিপদার্থ ও অসামান্য ধর্ম্ম এতদুভয়ের অভেদ বিবক্ষায় ঐরূপ প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে* বস্তুতঃ, অসাধারণ ধর্ম্মই ইতর নিবৃত্তিপূর্ব্বক পদার্থের প্রকৃত ভাবের অনুমাপক। উহা লক্ষণ নামেও কথিত হয়। এখানে অধ্যবসায়ই বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়া, "অধ্যবসায়" এই পদের সহিত "যস্যালক্ষণং" এই অধ্যাহৃত পদের সম্বন্ধ করিয়া "সা বুদ্ধি" এইরূপে অন্বয় করিলেই অনুপপত্তির প্রতিঘাত সহ্য করিতে হয় না; কোনও দার্শনিকের অভিপ্রায়ানুসারে এরূপ বলাও অসঙ্গত নয়।

পূর্ব্বে যে মতে বস্তুভেদ হইলনা বলিয়া কার্য্যকারণ ভাব অনুপপন্ন বলা হইয়াছে, তাঁহারাও বলেন বৃত্তিত্রয়ের কার্য্যকারণ ভাব নিবন্ধন একই পদার্থে সংজ্ঞাত্রিতয়কে আশ্রয় করিয়া, নিমিত্তনৈমিত্তিক ভাব কল্পনা করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে বৃত্তিগুলিই যথাসম্ভব একে অপরের কারণ। তৎপ্রকারের অববোধ উদ্দেশ্য করিয়া পদার্থের কার্য্যকারণতা-ব্যবহার বিহিত আছে।

অব্যক্ত এবং ব্যক্ত এই দুই ভাগে সামান্যতঃ জড়জগতের বিভাগ। প্রকৃতিই অব্যক্ত। বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রকৃতির অপেক্ষায় প্রকটীভূত তত্ত্ব। কেননা, বিকার হইতে ক্রমশঃ প্রকটভাবের আবির্ভাব হয়। ঐ পদার্থগুলি পরবর্ত্তিবিকার বলিয়া বিবেচিত হইতে শ্রুতি-স্মৃতি ও অনুমানাদির অনুমতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির পরিচয় পূর্ব্বকারিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাহইতে অব্যক্ত বিচার চরিতার্থলাভ করিয়াছে। ব্যক্ততত্ত্বের বিশদানুসন্ধান বর্ত্তমান কারিকা হইতে আরব্ধ হইল। "প্রকৃতির প্রথম বিকার" এই হেতু বুদ্ধিতত্ত্বই সর্ব্বাগ্রে ব্যক্তবৃন্দের মধ্যে বিবৃত হইবার যোগ্য; অপর তত্ত্বগুলিরও ঐ বুদ্ধি আবির্ভাব নিমিত্ত; সুতরাং সঙ্গতির অসদ্ভাব শঙ্কা বিষয় হইতে পারিল না। বুদ্ধির স্বরূপ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক অনাগতজ্ঞানের উপযোগিবিধায় সাত্ত্বিক ও তামস-বুদ্ধি ধর্ম্মগুলির প্রদর্শনে মনোনিবেশ করিতে কারিকাকার বাধ্য হইয়াছেন। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়ী অখিলবিকার-নিদানভূতা-প্রকৃতি-দেবীই জড়তত্ত্বের পরমোপাদান। কারণগুণানুসারে কার্য্যগুণের উৎপত্তি হয়, সুতরাং বুদ্ধিতত্ত্বের সাত্ত্বিক, রাজস, তামস, এই কারণাগত ভাবত্রিতয় সম্বন্ধিক। রজোগুণ কেবল সত্ত্ব ও তমোগুণের কার্য্যজননে সহায়তা করে মাত্র। অপরের কার্য্যোন্মুখীকরণ ব্যতীত রজোগুণের স্বতন্ত্র কোনও কার্য্য নাই। যাহা উভয়ের কার্য্য, তাহাই রাজস। ঈশ্বরকৃষ্ণ এই মতের পরিপোষক। তিনি তজ্জন্যই বুদ্ধির সাত্ত্বিক ও তামস ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন।

* অধ্যবসায়োবুদ্ধিঃ। এইপ্রয়োগ।

সাত্বিকবুদ্ধি ধর্ম্মেরমধ্যে সর্ব্বোচ্চসিংহাসনে আসীন হইতে অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স জনক "ধর্ম্ম"ই সমর্থ, সুতরাং অগ্রেই তাহার কথন আবশ্যক হইয়াছে। ধর্ম্মই প্রধানতঃ ইষ্টসাধনরূপে জনসমাজে পরিচিত। স্বর্গরাজ্যের বিপুলসুখসম্ভোগের আশায় যাঁহার চিত্ত অত্যন্ত লালায়িত, সেই চিন্তাই যাঁহার অন্তঃকরণ-খাতে বিমল সন্তোষ-স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, তিনি নিরতিশয় প্রযত্ন সহকারে স্বর্গসুখসম্পাদক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে আপনাকে ব্যাপৃত করিতে কখনও কুণ্ঠিত হননা। এখানে স্বর্গসুখানুভব-রূপ অভ্যুদয়ের "যজ্ঞ"ই নিমিত্ত বলিয়া পর্য্যবসিত হইল; সুতরাং যজ্ঞ এখানে "ধর্ম্ম"পদবাচ্য। যাঁহারা শতশত-শঙ্কাসঙ্কুল-তরঙ্গরঙ্গা-ঘাতিতকুল-রিপুগ্রাহ বিগ্রহ ভীষণ-দুস্তরতরণ-সংসার-সাগরের অপরপারে উপনীত হইয়া, অনন্তশান্তি সরোবরের নির্ম্মলনীরে অবগাহনপূর্ব্বক পাপপঙ্ক ধৌত করিয়া কৃতার্থ হইতে প্রার্থনা করেন, তাঁহারা যোগ-তরণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। "যোগ" নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তির নিমিত্ত, এইজন্য "ধর্ম্ম" নামধারণের অধিকারী। সংসার-প্রান্তরের বিচরণকারী পথিক আপনার সম্বলরূপে "যাগ" অথবা "যোগ" কোনওটীকে গ্রহণ করিতে পারিলে, অভ্যুদয় অথবা নিঃশ্রেয়স ইহার একটীর উদ্দেশে যাত্রা করিতে পারেন। এই দার্শনিকতার একটু অন্তঃ-সলিল স্রোত দেশে পূর্ব্বস্মৃতির ধ্বংসাবশেষ রূপে এখনও বিরাজমান। লোকে অদ্যাপি বলিয়া থাকে, "যোগে যাগে ইষ্টসিদ্ধি" এই কথাটীর প্রকৃতার্থ এখন অপরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সামান্য চিন্তায়ই সত্য আবিষ্কৃত হওয়া সুকঠিন নয়।

আর একটী সাত্বিক ধর্ম্ম, জ্ঞান। জ্ঞান পদার্থটী অবনীমণ্ডলে অন্ততঃ সামান্যরূপে পরিচিত নয়। আমরা অনবরত অশেষ পদার্থ উপলব্ধি করিতেছি, সুতরাং জ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় নাই বলিতে পারাযায়না। এই বস্তুবিষয়ক সাধারণ জ্ঞান যাহা সর্ব্বদা জন্মিতেছে, উহাই এখানকার মুখ্যলক্ষ্য বলিয়া-বিদ্বদ্বৃন্দের নিকট বিবেচিত হয় নাই। তত্ত্বজ্ঞানই এখানকার প্রতিপাদ্য। যোগচর্য্যার পরিণাম তত্ত্বজ্ঞানস্ফূর্ত্তি, তাহাহইতেই জাগতিক যন্ত্রণাজালের ঐকান্তিক নিবৃত্তি। এই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপনির্ণয়ে ব্যাগ্রচিত্ত ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রভৃতি আচার্য্যবর্গ ঐক্যমত্য অবলম্বন করিয়া, প্রকৃতি পুরুষের অন্যথাখ্যাতি অর্থাৎ ভেদজ্ঞানই ঐ তত্ত্বজ্ঞান, এই সিদ্ধান্তে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। প্রকৃতি জড়া, বহুবিকার বিশিষ্টা, সুখদুঃখমোহময়ী, পরতন্ত্রা, সুখ কুজ্ঝটিকা ভোগ্যা, এবং পুরুষ চিৎস্বরূপ বিকৃতিমেঘ সে চিদ্ঘনগগণে কোনক্ষণেও উদিত হয়না। কখনও সে শান্তআত্মার সমীপে উপস্থিত হয়না। দুঃখদবদহনে অন্তরের ন্যায় নিরন্তর তাঁহাকে দগ্ধীভূত হইতে হয়না, মোহময়ী তিমির রজনী সে চিরবিদ্যমান চিৎসূর্য্যের সন্নিকটে গমন করিতেও সক্ষম হয়না। পুরুষ সতন্ত্র। অখিল ভোগ্য প্রপঞ্চের একমাত্র ভোক্তা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অশেষ বস্তুজাত পুরুষের পরিচর্য্যাকার্য্যে আত্মসমর্পন করিয়া ভোগ্য নামের সার্থকতা সম্পাদনে ব্যতিব্যস্ত, এইরূপ উভয়ের বৈষম্য অর্থাৎ পারস্পরিক পার্থক্যের অবধারনই অন্যথাখ্যাতি।

বুদ্ধির অপর সাত্বিকধর্ম্ম বিরাগ। ইহার প্রচলিতার্থ গ্রহণেই স্বার্থসিদ্ধি সম্মুখীন হইবে। রাগ অর্থাৎ আসক্তির অভাবই বৈরাগ্য। আমরা এই সংসার চক্রের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনে অনন্তকাল ধরিয়া পরিভ্রমণ করিতেছি। কখনও সুখসুবাসে মানসোদ্যান সুরভিত, কখনও প্রমত্তপিশাচের অট্টহাস্যে বিকম্পিত। চপলচমকে চক্ষুঃস্থ পেশীগুলি কখনও বা অকর্ম্মণ্য হইয়া বিলাপ করে, আবার মানসমোহন রুচির দৃশ্যসংযোগে স্নিগ্ধতার স্রোতে আপ্লুত হয়। কখনও দুরন্ত দুর্গন্ধে নাসারন্ধ্র বিড়ম্বিত, প্রাণপক্ষী দেহগৃহের মায়াদয়া ত্যাগকরিতেই যেন উৎকণ্ঠিত। আবার অন্যসময়ে পুত্রপরিজনের প্রেমমাখা মুখদর্শনে তৃপ্ত, যেন নিরতিশয় আনন্দসরোবরের অমলকমলে বিমলজলে স্নান করিয়া শান্তিসুধায় সকলক্ষুধার অবসাদ মিটাইয়াছে। এই ব্যত্যাস বিপর্য্যাস কিসের জন্য? কাহার অনুগ্রহে সলিলসিঞ্চনে এইবিপত্তি লতিকা লাবণ্যমাখা শরীরে ধীরে২ বর্দ্ধিত হইতেছে? উত্তর—আসক্তির প্রতি ভক্তি ভাব ইহাইত বটে? আস-ক্তির বিনাশ সহসাই সংঘটন হয়না। সুদীর্ঘকাল সুনিয়মে সংবর্দ্ধিত সবলশাখা সুদৃঢ়-মূলবৃক্ষকে কি অনায়াসেই উচ্ছিন্ন করাযায়? উহা আয়াস ও সময় সাপেক্ষ। আসক্তি কমাইয়া ক্রমে২ উহাকে নিঃশেষিত করা যাইতে পারে। এই ক্রম আশ্রয় করিয়া শিষ্ট মহাশয়েরা বৈরাগ্যের চারিটী স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। উহার যে সংজ্ঞাগত স্বতন্ত্রতা আছে, তাহা সহজতঃই বুঝা যায়। প্রথমস্তর যতমান সংজ্ঞা, দ্বিতীয় ব্যতিরেক, তৃতীয় একেন্দ্রিয়, চতুর্থ বশীকার। ইহাই শেষ সোপান। শাস্ত্র কারগণ ইহাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমার নয়ন অনুক্ষণ প্রাণপ্রতিমপুত্রের বদন-সুধাকরের চকোর হইয়া থাকিতে চায়, সে সেই পীযূষেই প্রীত। এইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির প্রযোজক কে? রাগ বই আর কিছুই সম্ভব হয়না। এই রাগ চিত্ত গত কষায় বলিয়া কথিত হয়। ইহার প্রভাবেই ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছৃঙ্খল পরিচরণ। যদি বিষয়সংযোগ শ্লথ করা যায়, তবে রাগের প্রসার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইল সন্দেহ নাই। ইন্দ্রিয়গণ যথেচ্ছ বিষয়ে প্রবৃত্ত না হউক, এইরূপ প্রযত্নই যতমান সংজ্ঞা। এই খানেই রাগের পরিপাকার্থ প্রথম উদ্যম প্রবর্ত্তিত। ইহা রাগোচ্ছেদের যত্ন মাত্র বলিয়াই যতমান এই সংজ্ঞার সার্থক্য সম্পাদিত হইতেছে।

পরে ব্যতিরেক। যত্ন বলে কোনও কোনও বিষয়ক আসক্তির পরিপাক অর্থাৎ শুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, কতকগুলি যেমন তেমনি অবিকৃত রহিয়াছে। এই পক্ক-পক্ক উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে গুলি পক্ষ্যমাণ অর্থাৎ ভবিষ্যতে পচন প্রাপ্ত হইবে, বর্ত্তমানে অপক্ক, তাহাদের হইতে পক্কগুলির পৃথগবধারণই ব্যতিরেক। দোষ গুলির মধ্যে সংশোধিত এবং অসংশোধিতের ব্যতিরেকাবধারণ নিষ্ফল নহে। কেননা উহাতে বিশেষরূপে প্রয়াস পাইবার একটী সমাচীন উপায় উপস্থিত হয়। পূর্ব্বা-পেক্ষা এ স্তরে আংশিক শুদ্ধি সংঘটিত হইয়াছে।

তদনন্তর একেন্দ্রিয়। লোচন আর অভীপ্সিত পদার্থের দর্শনে সন্তর্পিত হননা। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রাগের বহি প্রবৃত্তি রুদ্ধ, আসক্তির কিন্তু অবসান নাই। দেখিনা, কিন্তু দর্শনের উৎসুকতা চিত্তকে ক্লান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাপার অপারসাগরে ভাসিয়াছে, আসক্তির শক্তি এখনও কম নয়। ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একই মন ইন্দ্রিয়ে ঔৎসুক্যরূপে অবস্থানই একেন্দ্রিয় নামের অন্বর্থতায় কারণ।

পরিশেষে বশীকার। ঔৎসুক্যটুকু যাহা টিপটিপ করিয়া জ্বলিতে ছিল, তাহাও নিবিয়াছে। সহস্র সহস্র প্রলোভন ও এখন বিচিত্ত করিতে সমর্থ নয়। সুবাসিত সলিল সম্মুখেই সর্ব্বদা আছে, কিন্তু চায়কে? পিপাসা যে ফুরাইয়াছে। মধ্যাহ্নগগণের অরুণ-কিরণের মত তরুণীর তীব্র কটাক্ষ অবিরতই আপন কর্ত্তব্য পালন করিতেছে, কিন্তু মনের আবিলতা আর নাই। শারদীয় সুন্দর জ্যোৎস্নাময় আকাশের ন্যায় সুবিমলতা আর এখন সুলভা বই দুর্ল্লভা নয়। ইন্দ্রিয় আর পরের কথায় আমার অনিষ্টে মনোযোগ করেনা, মন এখন আমার কথায় মন দেয়। কৃতঘ্নতা দোষে এখন আর সে কলুষিত নয়। সকলেই বশীভূত। সে উচ্ছৃঙ্খলতার পৈশাবভাব কোন্ অজ্ঞাত লোকে অন্তর্হিত হইয়াগিয়াছে, এখন সর্ব্বত্রই সমতা, সকলস্থানেই শান্তি। বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যই প্রকৃতপক্ষে বিরাগপদ প্রয়োগের মুখ্য উদ্দেশ্য যুক্ত। এই বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করিয়াই, বিবেকী সংসারবিরাগী কবি কোকিল পঞ্চমে তান তুলিয়া গাহিয়াছেন,

"সর্ব্বংবস্তু ভয়ান্বিতং ভুবিনৃণাং বৈরাগ্য মেবাভয়ং।"

অপর সাত্বিক বুদ্ধি ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য। প্রাচীন পণ্ডিতগণ শ্লোকে ঐশ্বর্য্যের অষ্টবিধতা পরিগণন করিয়াছেন। অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ যত্র কামাবসায়িতা। এই আটটাই শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য। প্রথমতঃ অণিমা। যোগ-চর্য্যা বিশেষের পরিণাম ফল অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য। অণুভাবাপত্তি অণিমা। সার্দ্ধত্রি-হস্ত শরীরধারী মহাশয় এই ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে, অণুরূপে শিলার অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিতে পারেন। দ্বিতীয় লঘিমা। লঘুভাব ধারণই এই ঐশ্বর্য্যের স্বরূপ। জলের উপর বিচরণ করিতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ আমাদের শরীরের সমায়তন জলের ভার অপেক্ষা শরীরের ভার অনেক অধিক, তজ্জন্যই আমরা নীরতলে নিমজ্জিত হই। যদি শরীরের লঘুভাব হয়, তবে জলে শরীর ডুবিবেনা। অনেক সাধু সন্ন্যাসী জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে সন্ধ্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, এরূপ কিম্বদন্তী এখন ও প্রচলিত আছে। পাদুকা ধারণ পূর্ব্বক স্রোতস্বতীর পর পারে উপস্থিত হওয়ার বিষয় অনেকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। প্রবাহের উপর পদচারণ লঘিমার প্রসাদে উপপন্ন হইতে পারে। প্রাপ্তিতৃতীয়, প্রাপ্তির ব্যাঘাত থাকেনা। ভূমিস্থ ব্যক্তি করাগ্রে গগণমণ্ডলস্থ শীতরশ্মি মহাশয়কে স্পর্শ করিতে পারেন। দূরতা

ঐশ্বর্য্য নিবন্ধন প্রাপ্তির বাধা জন্মাইতে পারিলনা। পুরুষোত্তম মন্দিরে (পুরী) বসিয়া প্রাপ্তি সম্পন্ন সাধক বারাণসীস্থ শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রভুর মস্তকে বিল্বপত্র প্রদান করিতে প্রয়াস পাইলে অকৃতার্থ হইবেন না। চতুর্থ প্রাকাম্য। ইচ্ছার অনভিঘাত অর্থাৎ অবাধভাব। জল তরল পদার্থ। অবগাহন করিলে নিজেরা স্থানান্তরিত হইয়া ভদ্রলোকের মত আগন্তুকের স্থান প্রদান করে। স্নেহের আগার না হইলে এরূপ সরলতার পরিচয় কি অন্যত্র সম্ভব? এখানে উন্মজ্জন নিমজ্জন যাহার যেমন মন তেমনই করিতে পারেন। ভূমিতে উন্মজ্জনের চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যে কতদূর সম্ভব তাহা সকলেরই কল্পনা করিতে সামর্থ্য আছে। সে কঠিন স্থান, কাহারও প্রত্যাশা পূরণ সেখানে খাঁটেনা। প্রাকাম্যের মাহাত্ম্যে সাধকমহাশয় মাটীতে নিমজ্জিত হইবেন, বাধকনাই। পঞ্চম, মহিমা, মহত্বই উহার স্বরূপ। আমি যেমন তাদৃশই আছি। ইচ্ছামাত্রেই শরীর মহত্ত্বের আবির্ভাব আমার আয়ত্ত নয়। অবতার বিশেষের অনুচর অঞ্জনাতনয় অন্য অঙ্গের কথায় কাজ কি একেবারে লাঙ্গুলটীকে পঞ্চাশ বা ষাট যোজন বড় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কোন্ বিদ্যার পরিচয় বলিতে পারিনা তবে "মহিমার" মহিমায় নাগ নগরাদি পরিমিত বিশাল শরীর ধারণ করিতে পারাযায় ইহা শাস্ত্রের ঘোষণা। আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া আপত্তি উঠিতে পারে, কিন্তু চিন্তা করা উচিত, কাজের বেলায় কথায় কাঁটেনা। করিলে হয় কিনা তাহার বিচারে অনুষ্ঠাতারাই অধিকার, যাহাদের সহিত বাক্য ব্যয় ব্যতীত আর কোনও সম্বন্ধ নাই, বলিতে হইলে প্রতিবেশীর মত খাঁতির টুকুও মিলেনা, সেই আমরা, সেই বাগজাল পাঁতিবার শিক্ষাগুরু আমরা, প্রকৃত তত্ত্বের "হয় নয় বিচারে" একান্ত অনধিকারী। ঈশিত্ব ষষ্ঠ। ভূত ভৌতিক পদার্থের স্থিত্যুৎপত্ত্যাদির প্রভুত্ব। তক্ষক দষ্ট-বৃক্ষকেও পুনর্ব্বার যথাকারে স্থাপন করিবার সামর্থ্য সাধারণতঃ দুর্ল্লভ। ঈশিত্বের অনুগ্রহে তাদৃশ ক্ষমতার সম্ভাবনা আছে। বশিত্ব সপ্তম। নিজের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় মন ইহারাই অধীনভাবে অবস্থিতি করিতে অমত প্রকাশ করে, প্রিয় পুত্রও বাক্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ। সামান্যতঃ আমরা পরাধীন। বশিত্বের বলে ভূত ভৌতিক সৃষ্টিতে বশী অর্থাৎ স্বতন্ত্র হওয়া যায়। অপরের অপেক্ষায় সময় ক্ষেপ করিতে হয় না। স্বতন্ত্রতার আবির্ভাবে আনন্দিত হইয়া যথামত সময়-স্রোতের চাতুর্য্যালোচনে অবসর জন্মে। কামাবসায়িতা অষ্টম। কাম অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ জাগতিক পদার্থের ব্যবস্থাপন সামর্থ্য। ইহা ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা নহে, মানস সঙ্কল্প মাত্রেই কার্য্যের নিস্পত্তি। আমরা পদার্থ তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে যে পদার্থ যে রূপে উপলব্ধি করি তাহার তদ্রূপেই নিশ্চয় হয়, যোগী কামাবসায়িতার প্রসাদে যেরূপ সঙ্কল্প করিবেন বস্তু সেইরূপেই বিপরিবর্ত্তিত হইয়া বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহার কামানুযায়ী পদার্থের নিশ্চয়। এই অষ্টৈশ্বর্য্য সাত্বিকবুদ্ধি ধর্ম্ম। তামস ধর্ম্ম ইহার বিপরীত। সাত্বিক—ধর্ম্ম, তামস, অধর্ম্ম। সাত্বিক

জ্ঞান, তামস অজ্ঞান। সাত্বিক বৈরাগ্য, তামস অবৈরাগ্য। সাত্বিক ঐশ্বর্য্য, তামস অনৈশ্বর্য্য। বুদ্ধির অসাধারণ বৃত্তি এবং সাত্বিকাদি ধর্ম্ম ভেদ প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইল। এখন অহঙ্কারাদির নির্ব্বাচনে মনোযোগ বিধেয়।

অভিমানোঽহঙ্কার স্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চগণস্তন্মাত্র—পঞ্চকশ্চৈব ॥

পাঠঃ। অভিমানঃ। অহঙ্কারঃ। তস্মাৎ। দ্বিবিধঃ। প্রবর্ত্ততে। সর্গঃ। একাদশকঃ। চ। গণঃ। তন্মাত্র পঞ্চকঃ। চ। এব।

ব্যাখ্যা। অভিমানঃ—গর্ব্ব। অহঙ্কারঃ—অহঙ্কার (নামে কথিত হয়।) তস্মাৎ—তাহা (অহঙ্কার) হইতে। দ্বিবিধঃ—দুই—প্রকার। প্রবর্ত্ততে—প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ আরম্ভ হয়। সর্গঃ—সৃষ্টি। একাদশকঃ—একাদশ সংখ্যক। (ইন্দ্রিয় সমূহ।) চ—ও। গণঃ—সমূহ বা সমষ্টি। তন্মাত্রপঞ্চকঃ—তন্মাত্র অর্থাৎ ভূত সূক্ষ্ম পাঁচটী। চ—এবং। এব—(অবধারণার্থে।)

বঙ্গার্থ। অভিমানই অহঙ্কার। তাহা হইতে দুই প্রকারের সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। একাদশ ইন্দ্রিয়। (এক) ও (অপর) পঞ্চতন্মাত্র।

বিশদ ব্যাখ্যা। যেরূপ অধ্যবসায়কে অসাধরণ বৃত্তি বলিয়া বুদ্ধির লক্ষণ অথবা ক্বচিৎ বুদ্ধি বলিয়াই বলা হয়, তদ্রূপ অহঙ্কারের অসামান্য ধর্ম্ম এই হেতু অভিমানকেও লক্ষণ কিম্বা অভেদ বিবক্ষায় অহঙ্কার বলা যাইতে পারে। এখানে আর এ বিষয় বিশদরূপে বলিবার বিশেষ কারণ দেখিনা। বুদ্ধির কার্য্য অহঙ্কার। অহঙ্কার একাদশেন্দ্রিয়ের উৎপাদক। চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ওমন এই একাদশটী পদার্থ এখানে "একাদশকঃ" শব্দের দ্বারা কথিত হইতেছে।

যাঁহাদের মতে রজোগুণের স্বতন্ত্র কার্য্য স্বীকৃত আছে, অর্থাৎ সত্ত্ব ও তমোগুণের কার্য্য জননে প্রবৃত্তি প্রদান ব্যতীত যাঁহারা রজোগুণের স্বতন্ত্র তত্ত্বোপাদানত্ব প্রতিপাদন করেন; তাঁহারা বলেন "একাদশানাং পূরণং একাদশকং মনঃ। "সাত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ" ২অ-১৮সূ এই কাপিল সূত্র হইতে তাঁহারা মনকে অহঙ্কারের সাত্বিক কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইন্দ্রিয়গণ অহঙ্কারের রাজস কার্য্য, ভূতসূক্ষ্ম তামস কার্য্য। তাঁহাদের পক্ষে প্রমাণ "বৈকারিক স্তৈজসশ্চ তামস শ্চেত্যহংত্রিধা। অহন্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনো বৈকারিকাদভূৎ। বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনংযতঃ। তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞানকর্ম্মময়ানি বৈ। তামসোভূত-সূক্ষ্মাদি র্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ। এই পুরাণ বাক্য। "রাজসাদিন্দ্রিয়াণ্যের সাত্বিকা দেবতা মনঃ।' এই অধ্যাত্মরামায়ণীয় শ্লোকটী রজোগুণের রাজসাংশ কার্য্য দশেন্দ্রিয় এবং মন

সাত্বিক কার্য্য এই সত্য ঘোষণা করিতেছে। একাদশক শব্দের অর্থ অন্তঃকরণবিশেষ অর্থাৎ মন। পরবর্ত্তী গণশব্দ মনের বহুবৃত্তি ভেদে অথবা বাস্তব বহুত্ব লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহৃত। রাজস কার্য্য দশেন্দ্রিয় একথা একারিকায় স্পষ্টতঃ বলা হয় নাই তবে, "চ"কার থাকায় উহা কথঞ্চিৎ সূচিত হইয়াছে। পরকারিকার তৈজসমুভয়ং" অর্থাৎ তৈজস অহঙ্কারের কার্য্য কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এই উভয় অহঙ্কারের দ্বিবিধ কার্য্য, এই আচার্য্যবচন ব্যর্থ হয় বলাযায়না, কেননা, মন ও ইন্দ্রিয়। সুতরাং উহার জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণী কল্পনা অনাবশ্যকীয়া।

আমরা কিন্তু মনে করি সাত্বিক একাদশকঃ এই শব্দের প্রয়োগ, "গণঃ" শব্দব্যবহারও দ্বৈবিধ্য কথন, ঈশ্বরকৃষ্ণের অভিপ্রায় আবিষ্কার করে। রজোগুণের স্বতন্ত্রকার্য্য স্বীকার তাঁহার নিকট সমাদৃত নয় বলিয়া বোধ হয়। মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে সাধারণের অনেক আপত্তি আছে। আমরা উহার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণে অদ্যাপি কৃতকার্য্য হইতে পারিলামনা। ইন্দ্রিয় একটী সংজ্ঞাশব্দ, উহার ব্যবহারে বিবাদ কেন বুঝিনা। যৌগিক শব্দ হইলেও ব্যুৎপত্তিবিচারে বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে। ইন্দ্রিয় শব্দের যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দশেন্দ্রিয়ের সময়ই সমভাবে কার্য্যকারী হয়না। মনত গেল অনেক দূরে।

তন্মাত্রের কথা কথঞ্চিৎ বহুপূর্ব্বে বলাহইয়াছে। বর্ত্তমানে আর বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই! যথা সময়ে স্বরূপবিচার প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়াই বলা হইতেছে, "এব"। এতদ্ব্যতীত অহঙ্কার তত্ত্বের সাক্ষাৎ বিকাশ আর কিছু নয়, এইখানেই তাহার পর্য্যবসান! এই নিশ্চয় বুঝাইতেই "এব" শব্দের ব্যবহার।

(ক্রমশঃ)

অতৃপ্ত সংসার।

অনন্ত কাল অনন্তে ছুটিতেছি, কখনও শান্তির কমনীয় কান্তি দেখিয়া নয়ন-যুগলের পিপাসাশ্রান্তি করিতে পারিলাম না ত! বিশাল সমুদ্র বক্ষে বিষম ঝঞ্ঝাবাত তাড়িত সঙ্কুলতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া কতকালই চলিতেছি; বারিরাশির গভীর গর্জ্জনে শ্রবণ বিবর ব্যথিত, পেশী সকল নিষ্পেষিত। লহরীমালার সাক্রোশ পদাঘাতে বুক্ ভাঙ্গিয়া গেল, মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হইল, হৃৎপিণ্ডস্থ ধমনীগণ অমনি প্রতিশোধকলুষিত প্রাণে রক্তিমাকার ধারণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে ক্ষণ কাল নিস্পন্দ রহিল; আবার ধৈর্য্য ধরিয়া সব সহিল, পরে কর্ত্তার কাছে সংবাদ দিতে চলিল, জ্ঞাতার লোচনে জল গলিল; এত বিড়ম্বনা, এত যাতনা, এত বেদনা, এত তাড়না, এত ক্লেশ, শেষে আবার যা তাই! কিছুই যেন মনে নাই! এই যে বিপুল ঝটিকায় শ্বাসমাত্রশেষ হইতে হইয়াছে, এই যে অনাশ্বাস আসিয়া বিশ্বাস পাত্র হইতে চাহিয়াছে, কত মোহন

তানে ভুলাইতে চেষ্টা পাইয়াছে, কিছুই ত কার্য্যকর হইল না! কোনও আশার ত সুসার বাড়িল না! যন্ত্রণায় অধীর হইলে কৃপাভিক্ষার প্রার্থনা হৃদয়ে উদয় হইয়া ছিল, মলীমস সান্ধ্য আকাশে চপলাবালার বিমল হাঁসিটুকুর মত উহা আবার কোনও অদৃশ্যস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল, কোনও শিক্ষা দিয়া গেলনা! অধীরতার আবির্ভাবে হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, নীরবতার নিবিড় রবে তাহার ক্ষীণ স্বর কর্ণপথে উঠিত না; যেন ঢাকিয়া গিয়াছিল! কিন্তু কই পলক না পড়িতে সবই যে নড়চড় হইয়া গেল! অধীরতার পরাভব, অভাবের বৈভব, সহসাই বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন! আবার শ্রবণরঞ্জক উত্তমব্যঞ্জক ললিতের কোমল আলাপ! এ নির্লজ্জ উত্তম এতক্ষণ কোথায় ছিল? নিশার শেষে উষার মত অকস্মাৎ কোন দেশ হইতে আসিল? কে আনিল? বলিয়াই বা কে দিল? কেন যাই? কিসের আশায় থামিয়াও যাই? তাড়িত লাঞ্ছিত দণ্ডিত ঘৃণিত হইয়াও যাই? যাহা নাই অথচ চাই, যদি তাহাই পাই জীবনের যত জ্বালা সবই জুড়াই, তবে কি কষ্টের মুষ্ট্যাঘাত সহ্য করিতে প্রাণের পোঁড়ায় তাজায় ভাঁজা ভাঁজা হইতে আবার যাই?

মোহকুহেলিকার প্রসার কমিল, সংসার বিকারের প্রবল পিপাসা অনেক পরিমাণে মিটিল, অন্ধকারের গর্ভে অপ্রকাশিত, কত মণির খনি ফুটিল, নিবৃত্তিসুবাস ছুঁটিল, প্রবৃত্তির অমর গুঞ্জন আজ টুঁটিল, বুঝাগেল কেন যাই? পথ পাই বলিয়াই যাই। অকুল সাগরে আকুল হইয়া আবার কাহার বলে কোন্ ছলে চলি? দিঙ্-নির্ণয়ে গোল যোগ ঘটিল কি না, জানিনা, কিন্তু চলিতে ত বাধা নাই! সম্ভবতঃ লক্ষভ্রষ্ট হইনাই। "জীবনের ধ্রুবতারা" ঐ না! অপারবারিধিতে উহাইত এপর্য্যন্ত আমার দিগ্‌দর্শনের অভাব পূরণ করিতে ছিল। তবে ত আমি লক্ষ দুঃখেও লক্ষ্য ভুলি নাই, তাই আবার নবোদ্যমে প্রমত্ত! যদি ধ্রুব আমার লোচন পথে এত ক্ষণও নিজের আলোয় জল্‌জল্ করিয়া জ্বলিতেছিল, তবে আমার এ বিপত্তি কেন? এত কষ্টের পিষ্টপেষণে আমি ক্লান্ত কেন? দুর্দ্দৈবমেঘে সময় সময় আমার চক্ষে আবরণ দেয়, অমনি আমি কেমন কি হইয়া যাই, অবকাশে শত্রুগণের আক্রমণ! সে তীব্রবেগ অতিক্রম করিতে অক্ষম হইয়া শূন্যমনে গগণ পানে চাহিয়া দেখি ধ্রুব আমার মেঘের বক্ষবিদীর্ণ করিয়া উকি ঝুকি মারিয়া দেখিতেছে, তখন দ্বিগুণ বলে সকল ভুলিয়া সেই দিকে অগ্রসর হই! শত বার সহস্রবার নির্লজ্জ বলিলেও উত্তমের অঙ্গে আঘাত লাগেনা। ধ্রুব যে হৃদয়মন্দিরের ইষ্টদেবতা! দেখিতে দেখিতে কোথায় পলায়; পাইনা বলিয়া আশাত আমায় বিদায় দেয়না! কাজেই অপূর্ণ আশার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাগলের মত ছুঁটিতেছি। শুধু কি আমি? এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি দেখিতে পাই প্রত্যেক বস্তুই অভাবনীয় অভাবার্ণবে নিমগ্ন। যেন কি আঁধারের আলোক, পিপাসার পানীয়, বেদনার ঔষধ, কি সঞ্চিত ধন

হারাইয়াছে। কিছুতেই তৃপ্তি নাই। যেন প্রাণের উপর বিষাদের আগুণ দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, আত্মহারা দগ্ধপ্রাণ অনবরত ছোঁটাছুঁটী করিতেছে; এদিক্ ওদিক্ করিয়াই কাল যাপন করিতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত সাজেই সাজিতেছে, কিন্তু কালের শাসন কি কঠোর, অমনিই বিষণ্ণ বদনে খুলিয়া ফেলিতেছে। বাল্যাবস্থায় অপরিতৃপ্ত বকুলতরু শাখা পত্রাদির বহুলতায়ও তাই। তখন মুকুলোদ্গমের আশা। কই? মুকুলেও ত আকুলতা কমিলনা! আবার প্রসূন প্রকাশের জন্য আয়াস, তাতেও ত আশার পর্য্যবসান হইলনা। বুঝাগেল—এবাসনা আরও অনেক দিন অসম্পূর্ণই থাকিবে, অগত্যা কুসুমে ইষ্টসিদ্ধি নাই বলিয়া অযত্ন আসিল। অনাদরে ম্লান-মুখ কুসুম অভিমানে ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। তরুর অভাব যেমন তেমনি রহিল। কাজেই পুনর্ব্বার শত শত বিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক ইষ্ট সাধনের জন্য উচ্ছৃঙ্খল গমন। সরোবরের অমলকমলাকীর্ণ বিমলজলে চক্ষুঃ স্থাপন করিলে দেখা গেল সৌরসন্তাপে অনবরত বাষ্পাকার ধারণ পূর্ব্বক সলিল রাশি অনন্তের অনন্ত প্রাণে মিশিতেছে, আবার পরিণতিবশে মেঘাকার গ্রহণ; বর্ষণোন্মুখ জলধরে সহসা স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শ। হায়! সে সকল স্নেহ কোথায়? এ যে কাঠিন্যের কারাগার, নাম মাত্রেই চিত্তচমৎকার! সহসা শিলাকার! জীবন এ জীবন নাশক মূর্ত্তিগ্রহণেও তৃপ্ত হইতে পারিলনা কাজেই "ফিরে রাধাকমলিনী।" এই নানা চক্রে পরিভ্রমণ করিয়াও শান্তি নাই। সুনীল গগনে চাহিলাম, সম্মুখে শশী, কোথায়! যেন কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। একতিল ও বিরাম নাই সুতরাং আরাম নাই। যেন কোনও হারানিধি খুজিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। গতি মন্দ বই তীব্র নয়। বোধ হয় সে নিধি দেখা যায়, তবে ধরা দেয় না। সুতরাং অবিশ্রাম অনুগমন করিতে হইতেছে। চাঁদের পরে নজর দিয়া মনে করিতে ছিলাম, নক্ষত্র বুঝি তৃপ্ত। আঃ কপাল! সেটাও যে কথার কথা যেটী দশহাত তফাতে ছিল, এখন দেখি মাথার পরে। আর বুঝিতে বাঁকি নাই সকলেই অভাবসাগরে ভাসিল।

দুইহাতে এত কাল অকুল জল রাশি অতিক্রম করিয়া, আঘাতের পর আঘাত সহিয়া, এতই চলিতেছি, এবার কারণ জানা গেল। এই জন্যই আমি আজীবন তৃপ্তিবিহীন। বাল্যকালের ধুলাখেলায় মনের জ্বালা জুড়াইল না। কিশোর সময়ের অননুভূত আনন্দের আশায় প্রাণ পর্য্যাকুল হইল, কিন্তু পাইয়াও পরিতৃপ্তি নাই। যৌবনের তরল প্রবাহ আবার নয়ন পথের পথিক হইল, কত বিলাস, কত লালসা, কত সাহস, ক্ষণেক সরস, ক্ষণে নীরস, কত ভাবই আবির্ভাব প্রাপ্ত হইল। কিছুতেই অভাব পুরিলনা। সুরূপ কুসুমে নয়ন ভৃঙ্গ লাগিয়া রহিল, বোধ হয় যেন আর ছাড়িবেনা, সংসার একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবিয়া আবার পরিত্যাগ করিল। রসনার উপর রসগোল্লার রস প্রবাহ বহান হইল; কত সাদর গ্রহণ!

অভ্যর্থনায় বোধ হইল, আর ছাড়িতে পারিবেনা, স্বভাবের ব্যবহার কি নীরস, একেবারেই উদরসাৎ! যদি বুঝিল-শান্তি নাই, আবার দিলে কেন অগ্রসর হইয়া গ্রহণ করে? আশার মোহিন মন্ত্রে মুগ্ধ, তাই বুঝি ভাবে—"এবার পাইব।" শ্রবণ শ্রীরাগে যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিল; অনুমান হয় সেই রসেই মজিয়াছে, কাজে কিন্তু কিছুই নয়, শান্তির সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তৃষ্ণার অসাধারণ চতুরতাই একমাত্র নিদান। যে পোষাকে শান্তি নাই, তাহাকে কেন সুখসাধক বলিয়া বুঝা হয়। তৃষ্ণাদেবীর মুন্সী য়ানা ইত কারণ। নীরস মরুভূমির মধ্যে সুশীতল জলের অন্বেষণ করিতে যে শিক্ষা ওরুর নিকট শিখিয়াছি, শুষ্ক কুঞ্জকাননে যাহার উপদেশমতে ফুল ফলের লোভে সলিলসিঞ্চন করিতে করিতে স্বেদ জলে কপোল তল স্নান করাইতে অভ্যাস করিয়াছি, যাহার আদেশে অনিশ্চিত শস্যের জন্য কতবার কঠোর ভূমিতল কর্ষণ করিয়াছি, সেই তৃষ্ণা, সেই সংসার কুসুমের গ্রন্থি স্বরূপা তৃষ্ণা, সেই পঙ্কে কুঙ্কুম জ্ঞানের উপদেষ্ট্রী তৃষ্ণা আমাকে যা তাই দেখাইয়া ভুলাইতেছে। প্রমত্ত আমি অমনি ছুটিয়া গিয়া তাহাই বুকে রাখি, যখন অনল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে, পাগল হইয়া দূরে ফেলিয়া দেই।

গভীর নিশায় নিদ্রার নির্ম্মল কোলে শয়ন করিয়া অনেকাংশে নিরুপদ্রব হইতে পারিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, এ সুখ সুষুপ্তি বুঝি চিরস্থায়ী। সংসার কাননে দাবাগ্নি বুঝি আর আমায় আক্রমণ করিতে পারিবেনা। এই শান্তিনীরে নিমজ্জনেই বুঝি সকল অশান্তির অবসান হইবে। কিন্তু মনের কথা মনেই রহিল, গাছের প্রসূন ডালেই শুকাইল, কাণে কাণে কে আসিয়া কি কহিল, চমকিয়া জাগিলাম, যাহা দেখিলাম সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। কবির ভাণ্ডারে তত কল্পনা নাই যে সে রূপের পরিমাণ করে চিত্রকরের তুলিকায় সে রঙ কখনও স্থান পায় নাই যে বর্ণে সে মূর্ত্তি শোভিত। কত কি মধুরতাময় জিনিস দেখিয়াছি, ইহার কাছে সকলই জঘন্য! এ যে সুষমার নিভৃত বাসস্থান। কলকণ্ঠের কোমল আলাপ প্রাণ ভুলাইল, উপদেশে অমনোযোগ করে কার সাধ্য? বাধ্য হইয়া যা বলে তাই করি! বল প্রকাশের আবশ্যক নাই, স্বেচ্ছায়ই সব করি। অনুবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিলে কৃতার্থ হই, অনুগ্রহইচাই আগ্রহ আর লাগেনা যেন সঞ্চিত সমস্ত জিনিষই মহাজোয়ারে ধুইয়া গিয়াছে। কাজেই সম্বল শূন্য ভাবে যা দেখায় তাই লই, যাকরে তাই সই। পিশাচীর পৈশাচ প্রবৃত্তি আমাকে ক্রীড়া পুত্তলিতে পরিণত করিয়াছে রাক্ষসী হৃদয়ে সকল রক্ত শুষিয়া খাইল, হৃদয়াসনে চামুণ্ডা সাজিয়া বলিল, তবু সাধ পুরেনা। আমাকে বানর নাচাইয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিতেছে। আমোদে যেন গলিয়া যাইতেছে, উৎসবের উৎস যেন খুলিয়া গিয়াছে, স্বেচ্ছাচারের ভরপুর তুফান বহিয়া যাইতেছে, আর আমি ক্রন্দনের রোলে আকাশ কাঁপাইতেছি, শান্তি পিপাসায় অনবরত ধাবিত হইতেছি। কিন্তু ঐ তৃষ্ণার কুটিল কটাক্ষেও সুধাঢালে কাজেই যা দেখায়, তাহাকেই শান্তিপ্রদ বলিয়া মনে করি।

জ্বালা সহিতে সহিতে, দুঃখভার বহিতে বহিতে, প্রাণের কথা কহিতে কহিতে, কুহকিনীর কাছে রহিতে রহিতে, কি যেন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে উপনীত হইয়াছি। তমাল ডালে কোকিলের কলকাকলীও কাণে লাগেনা, আরও প্রাণে যেন বিরক্তিবাণ বিদ্ধ করিয়া দেয়। মধুকরের মধুমাসের মধুর ঝঙ্কার মন মজাইতে পারেনা, আমার কর্ত্তব্য আমি তাতে ভুলিনা। পুত্রশোকাতুরা রমণীর আর্ত্তস্বরেও হৃদয় গলেনা, বালকের নধর অধরে মধুর হাসিতেও আপন হারা হইনা, আমার কাজে আমি অবিরত যাই, কাহারও দিকে চাইনা, কেবল তৃষ্ণা যাহা দেখায়, তাহার দিকেই বিনা ওজরে নজর করি। একের অভাবেই সকল শূন্য। আজ বুঝিলাম শান্তির অভাবেই এসংসার এত আকুল! চারিদিকে অভাবের বিভীষণ মূর্ত্তি আমায় গ্রাস করিতে বদন ব্যাদন করিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাই এ চিরন্তন পলায়ন! অভাব! তোমার এই অসাধারণ প্রভাব দর্শন করিয়া কি বেদান্তবিৎ তোমাকে অন্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন? বোধহয় এদারুণ দৃশ্য লোকলোচনে সহিবেনা বলিয়াই তোমার এ সংহারকমূর্ত্তির কথা লুকাইয়া তোমাকে ভাবরূপে বলা হইয়াছে। অনন্ত কাল আমি শান্তির জন্য লালায়িত, তুমি অনুসরণ করিতেছ যাতনায় কাতর করিতেছ, কিন্তু তাই বলিয়া আসল ভুলিব? কখনই নয়। যেমন যাইতেছি, তেমনিই যাইব। আমার পাওয়া চাই, তাই লইয়া কথা।

আর তোমার শঙ্কায় শঙ্কিত নাই। ঐ তৃষ্ণাপিশাচীর প্রলোভন কুয়াসায় নয়ন আর অন্ধনয়! মোহনিদ্রা যেন অপসৃত হইতে চলিয়াছে, ঘুমের ঘোর আছে, কিন্তু তাহাতে বিভোর নহি. ভোর সম্মুখে আসিয়াছে। তরুণ অরুণের মৃদু কিরণে দশ দিক্ প্রকাশিত, আলোক পাইয়া জীবজগৎ পুলকিত, তৃষ্ণার অত্যাচারে সংসার পরিভ্রমণে কত যে কদর্থনা ভোগ করিয়াছে, তাহা একেবারেই বিস্মৃত, পুরাতন অবস্থা—যাহা দুরদৃষ্টের দুরন্ত তাড়নে অদৃশ্য হইয়াছিল, সেই সনাতন ভাব আবার আসিয়াছে দেখিয়া চমকিত, অদূরে শান্তিপুরের যাত্রী দর্শনে, গন্তব্যস্থানের নিকটে পৌছা বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত, তৃষ্ণার সরসবদনে বিষাদ কালিমা দর্শনে চিন্তিত, কিন্তু এখনও উৎকণ্ঠার অনিবৃত্তিতে অপরিতৃপ্ত! তৃষ্ণাপাশচ্ছিন্ন করিতে না পারিলে যে, সে অবিনাশি-তৃপ্তিলাভের উপায় নাই! পিশাচীর সহবাসে যে কলুষিত হইতে হইয়াছে, তাহার সেই কলঙ্কপঙ্ক মার্জ্জনে উঠাইয়া দিলাম বটে কিন্তু কারণ যে পরিত্যাগ করিতে পারিনাই। নেশা ছুটিয়াছে বটে, মাদক ত সঙ্গেই আছে, আবার আমার কখন কি সর্ব্বনাশ ঘটে, কেমন করিয়া বলিব! যাক-দূরে ফেলিয়া চলিয়া যাই! আঃ বিপদ এযে আমার পশ্চাদনুসরণকরে! বুঝিয়াছি পৈশাচ প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি হয় নাই। চাইনা বলিলেও যায় না, তিরস্কারকেও পুরস্কার বলিয়া মনে করে, পদাঘাতও "প্রেমাহ্বাহন" ভাবে, বিরক্তিজ্ঞাপক নয়ননিঃক্ষেপ ও সপ্রেম কটাক্ষ বলিয়া আনন্দিত হয়

সম্মোহনের শেষ উপকরণত এই। হৃদয় সহিষ্ণু হইয়াছে, এখন এ আদরে নিজের "কদর বাড়িল" ভাবেনা। মনে করে—এউৎপাত অতিক্রম করিলেই আমার চিরশান্তি, সকল অসুখের অবসান। এতদিন যে প্রসূনকে সুরভি বলিয়া ভাবিতাম, যে গন্ধ অন্ধ হইয়া কাচকাঞ্চনের বিনিময় ও সহিতাম, যেরূপের ফাঁদে পড়িয়া উন্মুক্ত নরকের দ্বারকেও নন্দন কাননের চারুতোরণ মনে করিতাম, এখন দেখি তাহা পূতিগন্ধি, সে গন্ধ ঘৃণিত, সেরূপ কুরুচির কদর্য্য আলয়। যে বাহুবিক্ষেপকে মৃণালবল্লী সঞ্চালন জ্ঞান করিতাম, এখনে দেখিতে পাই তাহাকে বিষলতার আন্দোলন বলাই যুক্তিযুক্ত। এতকাল ভুজঙ্গিনীর বিষাক্তদংশনে মর্ম্ম স্থল জরজর হইয়াছে, আর অপেক্ষা করিবনা, উপেক্ষাও অনুচিত। সত্বরে চতুরতার দুষ্কর পরিণাম ভোগ করিয়া পাপীয়সীর পাপ বাসনার শেষ হউক। আমি তাহাতে ঔদাসীন্য করিলে চলিবে কেন? কাল-সর্পীর দমনোপায় মহামন্ত্র "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম" ত আমিই জানি। এ মহামণি থাকিতে এতদিন গাঢ় অন্ধকারে অন্ধ হইয়া ছিলাম! এ সুশীতল জল থাকিতেও পিপাসার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল, এই অমূল্য ধন থাকিতেও দীন দরিদ্র ছিলাম! ওঃ! আমি কি মূঢ়! গূঢ়তত্ত্ব জানিয়াও ভুলিয়াছিলাম! ঘুমের আবেশ আর নয়নে নাই। মন বলীয়ান, প্রাণ পরিতৃপ্ত প্রায়, নিরাশার আমোদ বড়ই ভাল লাগিয়াছে!

অকস্মাৎ বহ্নির উজ্জ্বলশিখা নয়ন পথ অলঙ্কৃত করিল কেন? পাপিনি! এই কি তোমার মনোহর মূর্ত্তির পরিণাম? প্রলয়! কিসের প্রলয়? আমার যাহা আছে, তাহা যে অক্ষয় ভাণ্ডারের অবিকৃত ধন, তাহার বিনাশ যে হাঁসির সমাচার। আগুণ যাহা পোঁড়াইতে পারে, তাহার আর গুণ কি? বজ্রাঘাতে যাহার উন্নত চূড়া শত খণ্ড বিভক্ত হয়, তাহার আবার কাঠিন্য কি? যাহা সলিল সংযোগে আর্দ্রহয়, তাহাকে শুষ্ক বলায় লাভ কি? এ জিনিষ পোঁড়েনা নড়েনা গলেনা চলেনা, যেমন তেমনি। তবে আমার ভয় কি? কুহকিনি! এই-সে ভয়ানক মূর্ত্তি, এইত তোমার শেষ। যে রাঙ্গাচখে জগৎ কাঁপিয়াছে তাহার ত চরম ভাব এই? তৃষ্ণে! এইত শেষ আকার। তৃণ রাশি দগ্ধ করিয়া আপনা আপনি নিবিয়া যাও। আমি শান্তি জলে জ্বলন্ত মর্ম্মস্থল ধৌত করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়। ডা'ন্ তাড়ান "রক্ষাকবচ" যাহা কণ্ঠহার করিয়া রাখিয়াও ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি। এখন তোমার চরম বিদায়। ঐ দেখ অদূরে শান্তি সরোবর। অম্লান কমলকুল। অমর মরালদল। কূজন ছলে অমোঘ সত্য গাথা গাহিতেছে "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম। প্রতিধ্বনি বহন পূর্ব্বক পবন কহিতেছে "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম। এই পাইলেই তৃপ্তি মিলিল। জগৎ! ঐশুন নির্দ্দোষ আকাশবাণী। রসোবৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।"

শ্রীকেদার নাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ
যশোহর ব্রহ্মচার্য্যাশ্রমস্থ বেদ-বিদ্যালয়।